THE CALCUTTA SANSKRIT SERIES

Edited by

HEMANTAKUMAR KAVYA-VYAKARANA-TARKATIRTHA

No. 26 Vol. Vii

VĀLMĪKI-RĀMĀYANAM

(BENGAL RECENSION)

UTTARA-KĀNDAM

(বাল্মীকীয়ং)

রামায়ণম্

(গৌড়ীয়-পাঠঃ)

লোকনাথ-চক্রবর্ত্তিকৃত-টীকয়া বঙ্গানুবাদ-পাঠান্তরাদিভিশ্চ সমলঙ্কৃতম্

(উত্তরকাণ্ডম্)

শ্রীহেমন্তকুমার-কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ-

ভট্টাচার্য্যেণ সংস্কৃতম্

METROPOLITAN PRINTING & PUBLISHING HOUSE, LTD.

11, Clive Row, Calcutta.

1942

পাঠসঙ্কলনার্থমুপাত্তয়োঃ পুস্তকয়োঃ পরিচয়ঃ

‘ক’-পুস্তকম্ (মুদ্রিতম্)	ইতালীবাস্তব্যেন ‘গোরেসিয়ো’মহোদয়েন প্রকাশিতম্
‘ছ’-পুস্তকম্ (হস্তলিখিতম্)	পঞ্চনদবিশ্ববিদ্যালয়তো লব্ধম্।

সংকেতাক্ষরাণাং পরিচয়ঃ

লো-টী—লোকনাথচক্রবর্ত্তিকৃতা মনোহরাখ্যা টীকা।

‘ছ-টী’— নিরুক্ত-ছ-পুস্তকস্থা টিপ্পনী।

তিঃ— তিলকটীকা।

নিবেদন

দীর্ঘ দ্বাদশবৎসর পরে ভগবদিচ্ছায় রামায়ণের এই সংস্করণ মুদ্রাযন্ত্রের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর এম এ, পি-এইচ-ডি, মহাশয়ের হস্তে যাহার আরম্ভ হইয়াছিল, মাদৃশ নগণ্য ব্যক্তির হস্তে তাহার পরিসমাপ্তি নিতান্তই অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব। তাঁহার সম্পাদিত অংশ পাঠে পাঠকগণ যে পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন, তৎপরে আমার সম্পাদনায় তাদৃশ তৃপ্তিলাভের আশা আমি করিতে পারি না; বরং প্রতিপদেই ভুল-ভ্রান্তির আশঙ্কায় নিতান্ত সঙ্কোচের সহিত পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইতেছি।

রামায়ণের প্রথমাংশে মাননীয় শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর মহাশয় রামানুজ, গোবিন্দরাজ, শিরোমণি, মহেশ্বরতীর্থ প্রভৃতির প্রাচীন টীকা হইতে সার সঙ্কলন করিয়া এবং স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে আপাতপ্রতীয়মান নানা অসামঞ্জস্যের সমাধানকল্পে স্থানে স্থানে নবীন ব্যাখ্যা সংযোজন করিয়া যে 'টীকান্তর-সারভূয়িষ্ঠ' টিপ্পণী প্রদান করিতেছিলেন, গ্রন্থের অতিমাত্রায় কলেবরবৃদ্ধির আশঙ্কায় অনেকের আপত্তি দৃষ্টে পরে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। সেইরূপ টিপ্পণী সংযোগ করিলে এই রামায়ণ ৮০ খণ্ডেও সমাপ্ত হইত কি না সন্দেহ।

সমর-পরিস্থিতির জন্য বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে কাগজের মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইলেও পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে ৬০ খণ্ডে সমাপ্ত করিবার ইচ্ছায় শেষের কয়েকটী খণ্ডে পত্রসংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমার সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত রামধন কাব্য-স্মৃতিতীর্থ মহাশয় আমাকে সাহায্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই রামায়ণের মুদ্রণ যখন প্রথম আরম্ভ হয়, তখন নানাকারণে লোকনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা শেষ পর্য্যন্ত মুদ্রিত করা সম্ভব হইবে কি না—এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছিল। ভগবদিচ্ছায় সমগ্র টীকাই মুদ্রিত করা সম্ভব হইয়াছে। প্রমাদপূর্ণ পুঁথি হইতে ইহার সংস্কার করিতে পরিশ্রমের ত্রুটী করি নাই। পরিশ্রম

সর্ব্বত্র সার্থক হইয়াছে একথা বলিতে পারি না। কারণ, টীকাকারের নিজেরও অনেক ত্রুটী আছে। সুপণ্ডিত পাঠকের দৃষ্টিতে তাহা অবশ্যই ধরা পড়িবে। টীকাকার সর্ব্বজ্ঞ, বিমলবোধ, নারায়ণ নামক তিনজন প্রাচীন টীকাকারের নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে তাঁহাদের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, রামায়ণের বঙ্গীয় পাঠের আরও অন্ততঃ তিনটী টীকা লোকনাথের সময়ে প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানে সেই সমস্ত টীকার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। লোকনাথের টীকার মধ্যে বহু নূতন নূতন কোষগ্রন্থের উল্লেখ আছে। কিন্তু মেদিনীকোষের নামোল্লেখ নাই, অথচ নিরুপপদ 'কোষ' শব্দে প্রায় সর্ব্বত্র মেদিনীকোষেরই সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহার কারণ চিন্তনীয়। টীকাকারের বাসস্থানাদি সম্পর্কে আদিকাণ্ডের ভূমিকায় আলোচনা করা হইয়াছে। তিনি চৈতন্যদেবের সমকালে যশোহর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে বিদ্যার্জ্জনার্থে নবদ্বীপে আসিয়া পরবর্ত্তী জীবন নবদ্বীপেই অতিবাহিত করেন।

রামায়ণের আরও কয়েকটী সংস্করণ আছে। কিন্তু সেগুলি সমস্তই পাশ্চাত্ত্য (বম্বে-প্রদেশীয়) পাঠানুসারী। বঙ্গীয় পাঠানুসারে রামায়ণের যে সংস্করণ (মূলমাত্র) প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ইতালিতে 'গোরেসিও' সাহেব প্রকাশ করিয়াছিলেন, এদেশে তাহার মুদ্রণ ইহাই প্রথম। বৃহৎ গ্রন্থের দীর্ঘকালসাধ্য মুদ্রণে নানাবিধ ভুলভ্রান্তি ঘটাই সম্ভব। তাহা উপেক্ষা করিয়া যদি কেহ জগতের আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকির পরিবেশিত অমৃতরস আস্বাদনার্থে এই গ্রন্থের সমাদর করেন এবং রামায়ণের বঙ্গীয় পাঠের বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হ'ন, তাহা হইলেই কৃতার্থ হইব। ইতি—

'কলিকাতা-সংস্কৃতসিরিজ'
রথযাত্রা—
আষাঢ়, ১৩৪৯

শ্রীহেমন্তকুমার তর্কতীর্থ

উত্তরকাণ্ড-সূচী

(১) প্রথম সর্গ (৫৪৫১-৫৪৫৮ পৃঃ)

"ঋষিসমাগম"

রামচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিবার জন্য সশিষ্য ঋষিগণের আগমন, রামকর্ত্তৃক তাঁহাদের অর্চ্চনা। রাক্ষসবধ জন্য বিশেষতঃ ইন্দ্রজিৎবধ জন্য ঋষিগণকর্ত্তৃক রামচন্দ্রের প্রশংসা। রামকর্ত্তৃক ইন্দ্রজিতের প্রধানত্বের কারণ জিজ্ঞাসা।

(২) দ্বিতীয় সর্গ (৫৪৫৯-৫৪৬৫ পৃঃ)

"বিশ্রবার উৎপত্তি"

অগস্ত্যের রাবণবংশ-বৃত্তান্ত বর্ণনারম্ভ ;—সত্যযুগে তৃণবিন্দুর আশ্রমে পুলস্ত্যমুনির তপশ্চরণ, কন্যাগণকর্ত্তৃক বিঘ্নাচরণ। মুনির অভিশাপ, অজ্ঞাতশাপা তৃণবিন্দুর কন্যার তথায় আগমন ও মুনিশাপে গর্ভচিহ্নধারণ, তদ্দর্শনে কন্যার সবিস্ময়ে পিতৃসমীপে আগমন। ধ্যানযোগে বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তৃণবিন্দুকর্ত্তৃক শুশ্রূষার্থে পুলস্ত্যমুনিকে কন্যাপ্রদান। মুনির বরে কন্যার বিশ্রবানামক পুত্র প্রাপ্ত।

(৩) তৃতীয় সর্গ (৫৪৬৬-৫৪৭২ পৃঃ)

"বৈশ্রবণ বরপ্রদান

ভরদ্বাজমুনির কন্যার গর্ভে বিশ্রবার পুত্রোৎপাদন, পিতামহকর্ত্তৃক ঐ পুত্রের 'বৈশ্রবণ' নামকরণ। তপস্যা করিয়া বৈশ্রবণের ধনেশ্বরত্ব ও পুষ্পকরথ-প্রাপ্তি এবং পিতার আদেশে রাক্ষসগণপরিত্যক্তা লঙ্কানগরীতে বাস ও মধ্যে মধ্যে পিতার নিকট আগমন।

(৪) চতুর্থ সর্গ (৫৪৭৩-৫৪৭৯ পৃঃ)

"সুকেশ-বরদান"

রামের প্রশ্নের উত্তরে অগস্ত্যকর্ত্তৃক যক্ষ এবং রাক্ষসগণের উৎপত্তির বর্ণনা। কালের ভগিনী 'ভয়ার' গর্ভে 'হেতি' রাক্ষসের বিদ্যুৎকেশনামক পুত্রোৎপাদন, বিদ্যুৎকেশের সহিত সালঙ্কটঙ্কটার বিবাহ, সালঙ্কটঙ্কটার গর্ভত্যাগ ও রতিক্রীড়ায় আসক্তি। পরিত্যক্ত শিশুর রোদন ও মহাদেবের নিকট হইতে বরলাভ। বরলাভান্তে বিদ্যুৎকেশ-পুত্র সুকেশের পুরন্দরের ন্যায় বিচরণ।

(৫) পঞ্চম সর্গ (৫৪৮০-৫৪৮৮ পৃঃ)

"রাক্ষসোৎপত্তি"

'গ্রামণী'নামক গন্ধর্ব্বের কন্যা দেববতীকে বিবাহ করিয়া তাহার গর্ভে সুকেশকর্তৃক মাল্যবান্, সুমালী এবং মালী নামক রাক্ষসত্রয়ের উৎপাদন, উহাদের ব্রহ্মার নিকট বরপ্রাপ্তি এবং বিশ্বকর্ম্মাকে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে আদেশ। বিশ্বকর্ম্মার উপদেশে তাহাদের লঙ্কানগরীতে বাস, নর্ম্মদানাম্নী গন্ধর্ব্বীর তিনকন্যাকে বিবাহ, পুত্রকন্যা লাভ এবং দেবতা ও ঋষিদিগের প্রতি অত্যাচার ও যজ্ঞধ্বংস।

(৬) ষষ্ঠ সর্গ (৫৪৮৯-৫৫০২ পৃঃ)

"রাক্ষসনির্যাণ"

সুকেশ-পুত্রগণকর্তৃক উৎপীড়িত দেবতা ও ঋষিগণের বিষ্ণুর নিকটে গমন। দেবতাদিগকে অভয়প্রদান পূর্ব্বক বিষ্ণুর রাক্ষসবধ-প্রতিজ্ঞা, ঐ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া মাল্যবান্ প্রভৃতির দেবতাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য দেবলোকে গমন ও বিষ্ণুকে অস্ত্রদ্বারা প্রহার।

(৭) সপ্তম সর্গ (৫৫০৩-৫৫১৪ পৃঃ)

"মালিবধ"

বিষ্ণুকর্তৃক শরদ্বারা রাক্ষসগণের গাত্রচ্ছেদনপূর্ব্বক পাঞ্চজন্যবাদন, তৎশ্রবণে রাক্ষসগণের ভয়। রাক্ষসবধপূর্ব্বক বিষ্ণুর শঙ্খধ্বনি, রাক্ষসগণের পলায়ন, সুমালীর সারথির মস্তক ছেদন, মালীকর্তৃক গরুড়কে প্রহার, বিষ্ণুকর্তৃক মালীর মস্তক ছেদন। সুমালী ও মাল্যবানের লঙ্কাভিমুখে গমন, বিষ্ণুর রাক্ষসবধ।

(৮) অষ্টম সর্গ (৫৫১৫-৫৫২১ পৃঃ)

"প্রহেত্যাখ্যান"

প্রতিনিবৃত্ত মাল্যবানের বিষ্ণুর প্রতি কর্কশ বাক্যপ্রয়োগ, তাহাকে বধ করিতে বিষ্ণুর প্রতিজ্ঞা, মাল্যবানের নিক্ষিপ্ত শক্তি লইয়া বিষ্ণুকর্তৃক মাল্যবানের বক্ষে নিক্ষেপ। মাল্যবানের বিষ্ণু এবং গরুড়কে প্রহার, গরুড়ের মাল্যবান্‌কে দূরে নিক্ষেপ, সুমালী ও মাল্যবানের লঙ্কায় প্রস্থান, পরাজিত রাক্ষসগণের লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া পাতালে প্রবেশ। কুবেরের লঙ্কায় গমন।

(৯) নবম সর্গ (৫৫২২-৫৫৩১ পৃঃ)

"রাবণোৎপত্তি"

সুমালীর মর্ত্যলোকে আগমনপূর্ব্বক কন্যা নৈকসীর প্রতি বিশ্রবাকে পতিত্বে বরণ করিতে উপদেশ। কন্যার মুনিসমীপে গমন এবং তাঁহার নিকট পরিচয় প্রদান। ধ্যানযোগে কন্যার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তৎপ্রতি মুনির আদেশ। তাহার গর্ভে দশানন, কুম্ভকর্ণ, সূর্পণখা

ও বিভীষণের জন্ম। মাতার আদেশে ভ্রাতৃগণের সহিত দশাননের তপস্যা ও ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ।

(১০) **দশম সর্গ** (৫৫৩২-৫৫৪২ পৃঃ)

"রাবণাদি-বরদান"

রামের প্রশ্নে অগস্ত্যকর্তৃক রাবণ প্রভৃতির তপস্যা ও ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ এবং শ্লেষ্মাতকবনে গমনপূর্ব্বক বহুকাল বাস ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনা।

(১১) **একাদশ সর্গ** (৫৫৪৩-৫৫৫২ পৃঃ)

"লঙ্কাপ্রবেশ"

রাক্ষসগণের সহিত সমাগত সুমালীর রাবণকে লঙ্কার প্রভু হইতে উপদেশ দান, কুবেরের সহিত বিরোধ করিতে রাবণের অসম্মতি, পরে প্রহস্তের কথায় রাবণকর্তৃক দূতমুখে কুবেরকে লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশদান। পিতার আদেশে কুবেরের কৈলাস-পর্ব্বতে গমন। রাবণের সপরিজনে লঙ্কায় বাস।

(১২) **দ্বাদশ সর্গ** (৫৫৫৩-৫৫৫৯ পৃঃ)

"ইন্দ্রজিজ্জন্ম"

রাবণের ময়দানব-কন্যা মন্দোদরীকে বিবাহ ও শক্তি নামক অস্ত্রলাভ। কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণের যথাক্রমে বিদ্যুজ্জ্বালা ও সরমাকে বিবাহ। মন্দোদরীর 'মেঘনাদ' নামক পুত্রলাভ।

(১৩) **ত্রয়োদশ সর্গ** (৫৫৬০-৫৫৬৮ পৃঃ)

"ধনদপ্রতিযাত্রা"

কুম্ভকর্ণের নিদ্রা, দশাননকর্তৃক দেবর্ষিগণের উৎপীড়ন ও নন্দনকানন-ভঞ্জন। রাবণ-সমীপে কুবেরের দূতপ্রেরণ, দূতকে ভক্ষণপূর্ব্বক ত্রৈলোক্যবিজয়াভিলাষে রাবণের কুবেরসমীপে গমন।

(১৪) **চতুর্দ্দশ সর্গ** (৫৫৬৯-৫৫৭৫ পৃঃ)

"কৈলাস-যুদ্ধ"

মন্ত্রিগণের সহিত দশাননের কৈলাসপর্ব্বতে উপস্থিতি। কুবেরের আদেশে যক্ষগণের দশাননের সহিত যুদ্ধ ও পরাভূত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক গুহামধ্যে প্রবেশ।

(১৫) **পঞ্চদশ সর্গ** (৫৫৭৬-৫৫৮৪ পৃঃ)

"বৈশ্রবণ-বিজয়"

যক্ষগণ পলায়ন করিলে কুবেরের রাবণবধার্থ 'মণিভদ্র' নামক যক্ষকে প্রেরণ; সে পরাজিত হইলে মন্ত্রিদ্বয়ের সহিত কুবেরের গদাহস্তে আগমনপূর্ব্বক রাবণকে তিরস্কার ও প্রহার। কুবেরকে

ভূপাতিত করিয়া রাবণের পুষ্পকরথ-গ্রহণ ও নিজেকে ত্রিভুবন-বিজয়ী মনে করিয়া কৈলাস-পর্ব্বত হইতে অবতরণ।

(১৬) ষোড়শ সর্গ (৫৫৮৫-৫৫৯২ পৃঃ)

"কৈলাসোত্তোলন"

শরবন হইতে পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হইয়া পুষ্পকরথকে নিশ্চল দেখিয়া দশাননের চিন্তা, মহাদেবের অনুচরগণ নিবৃত্ত হইতে বলিলে দশাননের পর্ব্বতমূলদেশে গমনপূর্ব্বক বানরমুখ নন্দীকে দেখিয়া হাস্য। নন্দীর অভিশাপ। পর্ব্বতোত্তোলনে চেষ্টা করিয়া বাহু পীড়িত হওয়ায় রাবণের ভীষণ আর্ত্তনাদ। পরে মন্ত্রিগণের উপদেশে মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে 'রাবণ' এই নাম গ্রহণ করত পুষ্পকে আরোহণ এবং সর্ব্বলোক বশীভূত করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ।

(১৭) সপ্তদশ সর্গ (৫৫৯৩-৫৬০১ পৃঃ)

"সীতোৎপত্তি"

রাবণকর্ত্তৃক হিমালয়-পর্ব্বতের বনে তপঃপরায়ণা কন্যাকে দর্শন ও তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা। কন্যার পরিচয় প্রদান। কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাহাকে রাবণের ধর্ষণ। রাবণকে অভিশাপ প্রদান করিয়া অগ্নিতে প্রবেশপূর্ব্বক সেই কন্যার পদ্মের উপরে জন্মগ্রহণ। রাবণের তাঁহাকে পুনরায় গ্রহণ এবং মন্ত্রীর উপদেশে সমুদ্রে নিক্ষেপ। তরঙ্গাভিঘাতে যজ্ঞোদ্যানসমীপে আসিয়া সেই কন্যার জনকের হলে উত্থান এবং 'সীতা' নাম গ্রহণ করত রামকে পতিত্বে বরণ।

(১৮) অষ্টাদশ সর্গ (৫৬০২-৫৬০৯ পৃঃ)

"মরুত্তসমাগম"

পুষ্পকরথে আরোহণপূর্ব্বক রাবণের 'উশীরবীজ' নামক পর্ব্বতে 'মরুত্ত' রাজার যজ্ঞ দর্শন। রাবণকে দেখিয়া ইন্দ্র, যম, কুবের এবং বরুণের যথাক্রমে ময়ূর, কাক, কৃকলাস এবং হংসরূপ ধারণ। রাবণের যজ্ঞক্ষেত্রে প্রবেশ ও মরুত্তকে পরাজয় স্বীকার করিতে আদেশ, মরুত্তের যুদ্ধোদ্যম ও সম্বর্ত্তের কথায় নিবৃত্তি, রাবণ-মন্ত্রীর জয়ঘোষণা, ব্রহ্মর্ষিদিগকে ভক্ষণপূর্ব্বক রাবণের প্রস্থান। দেবগণের স্ব স্ব মূর্ত্তি ধারণ এবং ময়ূর প্রভৃতিকে বরদান ও যজ্ঞসমাপ্তি।

(১৯) একোনবিংশ সর্গ (৫৬১০-৫৬১৬ পৃঃ)

"অনরণ্যবধ"

রাবণের হস্তে নৃপতিবর্গের পরাজয়, অনরণ্যের পরাজয় অস্বীকার এবং যুদ্ধ করিয়া রাবণের হস্তে নিধন।

(২০) বিংশ সর্গ (৫৬১৭-৫৬২৬ পৃঃ)

"নর্ম্মদাবগাহন"

"তখন সমগ্র জগৎ কি বীরশূন্য ছিল?" রামচন্দ্র এইরূপ প্রশ্ন করিলে অগস্ত্যের উত্তর দান; —হৈহয়াধিপতি অর্জ্জুনের রমণীবৃন্দে পরিবৃত হইয়া নর্ম্মদানদীতে গমন, রাবণের যুদ্ধাভিলাষে

মাহিষ্মতী নগরীতে গমন এবং তথায় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে না পাইয়া নর্ম্মদা নদীতে গমনপূর্ব্বক অবগাহন, পুষ্পদ্বারা শিবলিঙ্গ-অর্চ্চনা ও নৃত্য।

(২১) একবিংশ সর্গ (৫৬২৭-৫৬৪১ পৃঃ)

"রাবণনিগ্রহ"

কার্ত্তবীর্য্যের বাহুদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত নর্ম্মদার জলবৃদ্ধি দর্শনে রাবণের বিস্ময় এবং শুক ও সারণকে জলবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিতে আদেশ দান। তাহাদের মুখে অর্জ্জুনের জলবিহার-বর্ণনা শুনিয়া রাবণের অর্জ্জুনসমীপে গমন ও তাঁহার অমাত্যদিগকে ভক্ষণ। অর্জ্জুন প্রহস্তকে ভূপাতিত করিলে অমাত্যগণের পলায়ন। রাবণের সহিত কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের যুদ্ধ। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের রাবণকে বাহুদ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক নগরীতে প্রবেশ। রাবণের অমাত্যগণকর্তৃক প্রভুর মুক্তিপ্রতীক্ষা।

(২২) দ্বাবিংশ সর্গ (৫৬৪২-৫৬৪৬ পৃঃ)

"রাবণমোক্ষ"

পুলস্ত্যের উপদেশে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের রাবণকে মুক্তিপ্রদান ও রাবণের সহিত মিত্রত্ব স্থাপন। পুলস্ত্যের ব্রহ্মলোকে গমন। রাবণের মনুষ্যদিগকে উৎপীড়নপূর্ব্বক পৃথিবীতে বিচরণ।

(২৩) ত্রয়োবিংশ সর্গ (৫৬৪৭-৫৬৫৬ পৃঃ)

"রাবণসখ্য"

রাবণের কিষ্কিন্ধ্যা-নগরীতে গমন, বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান, বানরমন্ত্রী তারের উত্তর। বালীর হস্তে রাবণের নিগ্রহ, রাবণকে মুক্তিদান করিয়া উপহাসপূর্ব্বক বালীর প্রশ্ন, রাবণের উত্তর প্রদান ও বালীর সহিত বন্ধুত্ব।

(২৪) চতুর্বিংশ সর্গ (৫৬৫৭-৫৬৬৩)

"নারদসমাগম"

মনুষ্যদিগকে বধ না করিয়া যমকে বধ করিতে রাবণের প্রতি নারদের উপদেশ। নারদের কথায় যমকে বধ করিবার জন্য রাবণের দক্ষিণদিকে গমন। যুদ্ধ দেখিবার জন্য নারদের উৎসাহ।

(২৫) পঞ্চবিংশ সর্গ (৫৬৬৪-৫৬৭২ পৃঃ)

"বৈবস্বতবলবিধ্বংস"

নারদের যমালয়ে গমন, তাঁহাকে যমের অভ্যর্থনা ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা। নারদের উত্তর। রাবণের যমপুরীতে গমন ও শাস্তিপ্রাপ্ত জীবদিগকে মুক্তিদান। যমের অনুচরগণের দশাননকে আক্রমণ ও পুষ্পকরথ-ভঞ্জন, ব্রহ্মতেজে পুষ্পকরথের পূর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্তি। যমরাজের সেনাগণ রাবণের অমাত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাবণকে প্রহার করিলে রাবণের ঘোরতর শব্দে নিনাদ।

(২৬) ষড়্‌বিংশ সর্গ (৫৬৭৩-৫৬৮৩ পৃঃ)

"যমবিজয়"

মৃত্যুর সহিত যমকে আসিতে দেখিয়া রাবণের অমাত্যগণের পলায়ন। যম ও রাবণের তুমুল যুদ্ধ, রাবণকে বধ করিতে উদ্যত যমকে ব্রহ্মার নিবারণ, যমের পলায়নপূর্ব্বক নারদের সহিত স্বর্গে গমন।

(২৭) সপ্তবিংশ সর্গ (৫৬৮৪-৫৬৯৪ পৃঃ)

"রসাতলবিজয়"

যমপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত রাবণের পাতালে প্রবেশ, তথায় নাগপুরী জয় করিয়া মণিবতী পুরীতে গমন এবং একবৎসরেরও অধিককাল যুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মার কথায় নিবাত-কবচদিগের সহিত মিত্রতা। দৈত্যগণের নিকট দশাননের একশত মায়া লাভ, বরুণালয়ে সুরভি দর্শন এবং তথায় প্রবেশ। বরুণদেবের পুত্রগণের সহিত রাবণের তুমুল যুদ্ধ, বরুণ-পুত্রগণের পরাভব, বরুণকে না দেখিয়া রাবণের বরুণালয় হইতে নিষ্ক্রমণ। মহোদরকর্ত্তৃক জয়ঘোষণা, রাক্ষসগণের লঙ্কায় গমন।

(২৮) অষ্টাবিংশ সর্গ (৫৬৯৫-৫৭০৭ পৃঃ)

"বলিদর্শন"

রাবণের কথায় প্রহস্তের অশ্মনগরে রমণীয় গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক 'পুরুষ' দর্শন। প্রহস্তের আগমন ও রাবণের তথায় প্রবেশ। রাবণের 'বলি'দর্শন ও তাঁহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে ইচ্ছা। বলিকর্ত্তৃক বিষ্ণুর স্বরূপ বর্ণন। রাবণের বরুণলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন।

(২৯) একোনত্রিংশ সর্গ (৫৭০৮-৫৭২০ পৃঃ)

"মান্ধাতৃ-রাবণযুদ্ধ"

রাবণের চন্দ্রলোকাভিমুখে গমন ও পথিমধ্যে পর্ব্বত-ঋষির নিকট হইতে সুখভোগী লোকদিগের পরিচয় শ্রবণ। রাবণকর্ত্তৃক যুদ্ধযোগ্য ব্যক্তির অন্বেষণ। মান্ধাতার তথায় আগমন এবং যুদ্ধার্থী রাবণের সহিত যুদ্ধ। মান্ধাতা পাশুপত-মহাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে পুলস্ত্য ও গালবের আগমন এবং ভৎর্সনাবাক্যদ্বারা উভয়কে নিবারণ।

[এই সর্গে ২৫-২৭ নং অনুবাদে 'বিমানারোহণে' স্থলে 'রথারোহণে' হইবে।]

(৩০) ত্রিংশ সর্গ (৫৭২১-৫৭৩০ পৃঃ)

"ব্রহ্মপ্রোক্ত মহাস্তব"

রাবণ বায়ুপথ অতিক্রম করিয়া চন্দ্রমণ্ডলে গমনপূর্ব্বক চন্দ্রকে পীড়ন করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে বারণপূর্ব্বক ব্রহ্মার মন্ত্রদান।

(৩১) একত্রিংশ সর্গ (৫৭৩১-৫৭৪৪ পৃঃ)

"মহাপুরুষ-দর্শন"

বরপ্রাপ্ত দশাননের মন্ত্রিগণ সহ পশ্চিম-সমুদ্রে আসিয়া দ্বীপমধ্যে পুরুষদর্শন, যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা করিয়া তাহাকে প্রহার। রাবণকে ভূপাতিত করিয়া সেই পুরুষের পাতালমধ্যে প্রবেশ। রাবণের বিবরমধ্যে প্রবেশ এবং সেই বীর-পুরুষকে ও তৎসদৃশ অপর তিনকোটী পুরুষকে দর্শন করত বহির্গত হইয়া শয্যাশায়ী অপর একটী পুরুষের শরীরে ত্রিভুবন দর্শন। রামচন্দ্রের প্রশ্নে অগস্ত্যকর্তৃক সেই পুরুষ-সকলের পরিচয় প্রদান।

(৩২) দ্বাত্রিংশ সর্গ (৫৭৪৫-৫৭৫৩ পৃঃ)

"স্ত্রীপরিদেবন"

প্রত্যাবর্ত্তনপথে রাবণকর্ত্তৃক বিমানমধ্যে কন্যাগণের অবরোধ এবং তাহাদের বিলাপবাক্য শুনিতে শুনিতে রাবণের লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ। বিধবা হইয়া শূর্পণখার রাবণসমীপে পতন এবং তাহাকে তিরস্কার। শূর্পণখাকে সান্ত্বনা-দানপূর্ব্বক খরসমীপে অবস্থান করিতে রাবণের উপদেশ। খরের দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ, শূর্পণখার তথায় বাস।

(৩৩) ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ (৫৭৫৪-৫৭৬৪ পৃঃ)

"মধুপুর-গমন"

রাবণের নিকুম্ভিলায় প্রবেশ এবং যজ্ঞনিরত মেঘনাদকে দর্শন। মেঘনাদের বরলাভের বিষয় রাবণসমীপে শুক্রাচার্য্যের বর্ণনা। মেঘনাদকে যজ্ঞ করিতে নিষেধ করিয়া তাহার এবং বিভীষণের সহিত রাবণের স্বগৃহে প্রবেশ, রমণীদিগকে বিমান হইতে অবতারণ। কন্যাগণকে দেখিয়া এবং তাহাদের কথা শুনিয়া রাবণসমীপে বিভীষণের 'মধু'নামক অসুরকর্ত্তৃক কুম্ভীনসী-হরণের বর্ণনা। 'মধু'কে বধ করিবার জন্য রাবণের মধুপুরে যাত্রা। কুম্ভীনসীর বরপ্রার্থনা, তাহাকে অভয় দানপূর্ব্বক 'মধু'র আতিথ্য গ্রহণ করিয়া রাবণের কৈলাসপর্ব্বতে গমন।

[এই সর্গের অনুবাদে 'মধুরাক্ষস' স্থলে 'মধুদৈত্য' হইবে।]

(৩৪) চতুস্ত্রিংশ সর্গ (৫৭৬৫-৫৭৭৬ পৃঃ)

"নলকূবর-শাপ"

পর্ব্বতশিখরে উপবিষ্ট রাবণের নলকূবর-সমীপে গমনকারিণী রম্ভাকে দর্শন ও বলপূর্ব্বক ধর্ষণ। রম্ভার নলকূবরসমীপে গমন, তাহার প্রতি বলাৎকারের বিষয় অবগত হইয়া নলকূবরের রাবণকে অভিশাপ প্রদান। অভিশাপ পরিজ্ঞাত হইয়া রাবণের তদবধি অকামা রমণীতে মৈথুন বর্জ্জন।

[এই সর্গে ৫৭৭০ পৃষ্ঠায় অনুবাদের শেষ পংক্তিতে 'আশক্তি' স্থলে 'আসক্তি' হইবে।]

(৩৫) পঞ্চত্রিংশ সর্গ (৫৭৭৭-৫৭৮৬ পৃঃ)

"সুমালিবধ"

কৈলাসপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া রাবণের ইন্দ্রলোকে গমন। ইন্দ্র ভীত হইয়া প্রতিকারার্থ বিষ্ণুসমীপে গমন করিলে বিষ্ণুর যুদ্ধ করিতে উপদেশ দান। রাবণের মাতামহ রাক্ষস সুমালীর নিশাচরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সৈন্যমধ্যে প্রবেশ। সুমালী ও বসুর ভীষণ সংগ্রাম। বসুর গদাপ্রহারে সুমালী ভস্মীভূত হইলে রাক্ষসগণের পলায়ন।

(৩৬) ষট্‌ত্রিংশ সর্গ (৫৭৮৭-৫৭৯৭ পৃঃ)

"ইন্দ্র-রাবণের দ্বৈরথ"

পলায়নপর রাক্ষসগণকে প্রত্যানয়নপূর্ব্বক সৈন্যাভিমুখে মেঘনাদকে আসিতে দেখিয়া দেবগণেব পলায়ন। ইন্দ্রের দেবগণকে অভয় দান, দেবগণ-পরিবেষ্টিত ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের সহিত মেঘনাদের যুদ্ধ। 'পুলোমা'নামক দৈত্যরাজের জয়ন্তকে লইয়া পাতালপুরে প্রবেশ। জয়ন্তকে না দেখিয়া ভয়ার্ত্ত দেবগণের পলায়ন। মেঘনাদের দেবগণের পশ্চাৎ ধাবন। যুদ্ধক্ষেত্রে দেবগণের সহিত দেবেন্দ্রের গমন, মেঘনাদকে বারণপূর্ব্বক রাবণের যুদ্ধারম্ভ। রাক্ষসদিগের সহিত দেবগণের ভীষণ যুদ্ধ। রাক্ষসদিগকে নিহত দেখিয়া রাবণের ইন্দ্রের প্রতি ধাবন। ইন্দ্র এবং রাবণের বাণবর্ষণে সমস্ত জগতে অন্ধকারের উদ্ভব।

(৩৭) সপ্তত্রিংশ সর্গ (৫৭৯৮-৫৮০৬ পৃঃ)

"ইন্দ্রগ্রহণ"

সমস্ত সৈন্য নিহত দেখিয়া সারথির প্রতি রাবণের উদয়-পর্ব্বতে যাইতে আদেশ। রাবণকে বন্দী করিবার জন্য দেবগণের উদ্যোগ। মেঘনাদকর্ত্তৃক মায়াপ্রভাবে ইন্দ্রকে বন্ধন এবং নিজসৈন্যমধ্যে আনয়ন। প্রহার-জর্জ্জরিত রাবণকে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিতে মেঘনাদের অনুরোধ। ইন্দ্রবিহীন দেবগণের প্রস্থান। ইন্দ্রকে লইয়া মেঘনাদের স্বগৃহে গমন।

(৩৮) অষ্টাত্রিংশ সর্গ (৫৮০৭-৫৮৩১ পৃঃ)

"হনুমানের হনুখণ্ডন"

ব্রহ্মার লঙ্কায় আগমন এবং রাবণকে প্রশংসাপূর্ব্বক তাহার নিকট ইন্দ্রের মুক্তিপ্রার্থনা ও মেঘনাদকে "ইন্দ্রজিৎ" নাম প্রদান। সন্ধিপূর্ব্বক ইন্দ্রজিতের ইন্দ্রকে মুক্তি দান। ইন্দ্রকে বিষণ্ণ দেখিয়া ব্রহ্মার গৌতমশাপ-বর্ণনা এবং বিষ্ণুযজ্ঞ করিতে উপদেশ দান। যজ্ঞ করিয়া পুনরায় ইন্দ্রের দেবলোক-শাসন। হনুমানের চরিত্রশ্রবণে রাম ইচ্ছা প্রকাশ করিলে অগস্ত্যের হনুমচ্চরিত্র-বর্ণনা। অঞ্জনার গর্ভে কেশরীর ঔরসে হনুমানের জন্ম এবং সূর্য্যকে ফল মনে করিয়া গ্রাস করিবার উদ্যম। ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে হনুমানের হনুভঙ্গ।

(৩৯) ঊনচত্বারিংশ সর্গ (৫৮৩২-৫৮৩৬ পৃঃ)

"হনুমদ্বরপ্রদান"

ব্রহ্মার করস্পর্শে হনুমানের জীবনলাভ। ব্রহ্মার উপদেশে দেবগণের হনুমান্‌কে বর-প্রদান। হনুমানের সম্বন্ধে বায়ুর নিকট ব্রহ্মার ভবিষ্যদ্বাণী।

(৪০) চত্বারিংশ সর্গ (৫৮৩৭-৫৮৪২)

"ঋষিপ্রয়াণ"

দেবগণ বিদায় লইলে অঞ্জনার নিকট পুত্রের বরলাভবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া পবনদেবের বহির্গমন। বলদৃপ্ত হনুমানের উৎপীড়নে উৎপীড়িত মহর্ষিগণের অভিশাপ। হনুমানের সহিত সুগ্রীবের সখ্য। হনুমানের সূর্য্যের নিকট ব্যাকরণ-শিক্ষার কথা এবং তাঁহার প্রশংসা। মুনিগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে রামচন্দ্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ।

(৪১) একচত্বারিংশ সর্গ (৫৮৪৩-৫৮৪৮ পৃঃ)

"প্রকৃতিসমাগম"

প্রভাতে বৈতালিকগণের বন্দনাগান। রামচন্দ্রের শয্যাত্যাগ এবং স্নানাদিক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া রাজসভায় উপবেশনপূর্ব্বক মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা। সভামধ্যে পৌরজনগণের নানাবিধ পৌরাণিক গাথার আলোচনা। রামচন্দ্রের রাজকার্য্য-সম্পাদন।

(৪২) দ্বিচত্বারিংশ সর্গ (৫৮৪৯-৫৮৬০ পৃঃ)

"রাজসংপ্রেষণ"

রামচন্দ্রের ধন-রত্নাদিদ্বারা রাজগণকে সম্মানিত করিয়া বিদায় দান। রাজগণপ্রদত্ত রত্নসম্ভার লইয়া ভরতপ্রভৃতির অযোধ্যায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রামচন্দ্রকে অর্পণ। রামচন্দ্রের সুগ্রীব, বিভীষণ এবং বানরদিগকে ঐ সমস্ত রত্নসম্ভার প্রদান, অঙ্গদ ও হনুমানের শরীরে অলঙ্কারসমূহ পরিধাপন, অন্য বানরদিগের প্রতি সুমধুর সম্ভাষণ এবং বস্ত্রাদি প্রদান। বানর ও রাক্ষসদিগের সুখে শীতঋতুর দ্বিতীয়মাস যাপন।

(৪৩) ত্রিচত্বারিংশ সর্গ (৫৮৬১-৬৮৬৬ পৃঃ)

"রাক্ষসসংপ্রেষণ"

রামচন্দ্র সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যানগরে এবং বিভীষণকে লঙ্কানগরীতে গমন করিতে বলিলে বানরগণকর্তৃক তাঁহার প্রশংসা। হনুমানের বরলাভ। বানর ও রাক্ষসগণের স্ব স্ব গৃহে গমন।

(৪৪) চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ (৫৮৬৭-৫৮৭১ পৃঃ)

"পুষ্পক-প্রত্যাগমন"

অপরাহ্ণ সময়ে রামচন্দ্রের আকাশবাণী শ্রবণ। কুবেরের আদেশে পুষ্পকরথের আগমন, রামচন্দ্রকর্তৃক অর্চ্চনা ও পুষ্পকরথের গমন। ভরতের সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রের আনন্দ।

(৪৫) পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ (৫৮৭২-৫৮৭৯ পৃঃ)

"সীতা-দোহদ"

রামচন্দ্রের [অযোধ্যাস্থ] অশোকবনে প্রবেশ। অশোকবন-বর্ণনা। সীতার সহিত রামচন্দ্রের বিহার। সীতার গর্ভ। সীতা তপোবন গমনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে রামের প্রতিশ্রুতি দান।

(৪৬) ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ (৫৮৮০-৫৮৮৪ পৃঃ)

"ভদ্রবাক্য"

"আমাদের সম্বন্ধে লোকেরা কিরূপ সমালোচনা করে ?" বন্ধুগণের প্রতি রামচন্দ্রের এইরূপ প্রশ্ন। 'সীতাকে গ্রহণ করায় লোকে নিন্দা করে,' ভদ্রের মুখে এইকথা শুনিয়া রামচন্দ্রের চিন্তা এবং বন্ধুগণকে বিদায় দান।

(৪৭) সপ্তচত্বারিংশ সর্গ (৫৮৮৫-৫৮৮৯ পৃঃ)

"ভ্রাতৃগণের আহ্বান"

দৌবারিকদ্বারা রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিলে ভ্রাতৃগণের আগমন এবং রামচন্দ্রের আদেশ শুনিবার জন্য উদ্বেগ।

(৪৮) অষ্টচত্বারিংশ সর্গ (৫৮৯০-৫৮৯৪ পৃঃ)

"রামবাক্য"

সীতাকে নিষ্পাপা জানিয়াও লোকনিন্দাভয়ে তাঁহাকে বিজন অরণ্যে পরিত্যাগ করিবার জন্য লক্ষ্মণের প্রতি রামচন্দ্রের আদেশ।

(৪৯) একোনপঞ্চাশ সর্গ (৫৮৯৫-৫৯০৫ পৃঃ)

"লক্ষ্মণবাক্য"

লক্ষ্মণের আদেশে সুমন্ত্রের রথানয়ন, সীতাকে রথে আরোহণ করাইয়া লক্ষ্মণের প্রস্থান। পথিমধ্যে সীতাদেবীর অশুভলক্ষণ দর্শন ও বাটীস্থ সকলের জন্য উৎকণ্ঠা। তাঁহাদের গোমতীতীরস্থ আশ্রমে রাত্রিযাপন, ভগীরথীদর্শনে লক্ষ্মণকে রোদন করিতে দেখিয়া সীতার প্রশ্ন। নৌকায় সীতাকে গঙ্গা পার করাইয়া তাঁহার প্রতি লক্ষ্মণের "আপনাকে মহারাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনি বাল্মীকির আশ্রমে বাস করুন" এইরূপ উক্তি।

(৫০) পঞ্চাশ সর্গ (৫৯০৬-৫৯১১ পৃঃ)

"লক্ষ্মণ-প্রত্যাবর্ত্তন"

লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া সীতার ভূতলে পতন এবং বিলাপ। সীতাকে প্রদক্ষিণ করত নৌকারোহণপূর্ব্বক গঙ্গা পার হইয়া লক্ষ্মণের পুনরায় রথে আরোহণ। লক্ষ্মণকে পুনঃ পুনঃ দর্শনপূর্ব্বক সীতার উচ্চৈঃস্বরে রোদন।

(৫১) একপঞ্চাশ সর্গ (৫৯১২-৫৯১৬ পৃঃ)

"বাল্মীকিদর্শন"

মুনিবালকদের মুখে সীতার কথা শুনিয়া জ্ঞানবলে সমস্ত অবগত হইয়া বাল্মীকির সীতাসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনাপ্রদান এবং তাপসীগণের হস্তে সীতার প্রতিপালন-ভার প্রদান করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন।

(৫২) দ্বিপঞ্চাশ সর্গ (৫৯১৭-৫৯২১ পৃঃ)

"লক্ষ্মণসন্তাপ"

পথিমধ্যে লক্ষ্মণকে সন্তাপ করিতে দেখিয়া তাঁহার নিকট সুমন্ত্রের—দুর্ব্বাসা ও দশরথের আলাপপ্রসঙ্গে পূর্ব্বশ্রুত বৃত্তান্তের বর্ণনা।

(৫৩) ত্রিপঞ্চাশ সর্গ (৫৯২২-৫৯২৬ পৃঃ)

"সূতবাক্য"

দশরথের প্রশ্নের উত্তরে দুর্ব্বাসা যে সমস্ত ভবিষ্যদ্‌বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, লক্ষ্মণসমীপে সুমন্ত্রকর্ত্তৃক তাহার বিস্তারিত বর্ণনা।

(৫৪) চতুঃপঞ্চাশ সর্গ (৫৯২৭-৫৯৩০ পৃঃ)

"রামাশ্বাসন"

কোশলনগরীতে এক রাত্রি বাস করিয়া পরদিন দ্বিপ্রহর সময়ে লক্ষ্মণের অযোধ্যায় আগমন এবং রামসমীপে গমন। দীনভাবাপন্ন রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণের আশ্বাসপ্রদান, রামচন্দ্রের প্রীতি।

(৫৫) পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ (৫৯৩১-৫৯৩৬ পৃঃ)

"নৃগশাপ"

রাজকার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া লক্ষ্মণের নিকট রামকর্ত্তৃক 'নৃগ'রাজার প্রতি বিবদমান ব্রাহ্মণদ্বয়ের শাপদানের বৃত্তান্ত-বর্ণনা।

(৫৬) ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ (৫৯৩৭-৫৯৪১ পৃঃ)

"নৃগোপাখ্যান"

লক্ষ্মণের প্রশ্নে রামকর্ত্তৃক অভিশপ্ত নৃগের পরবর্ত্তী কার্য্য-বর্ণনা এবং রাজকার্য্যের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা কীর্ত্তন।

(৫৭) সপ্তপঞ্চাশ সর্গ (৫৯৪২-৫৯৪৬ পৃঃ)

"নিমি এবং বশিষ্ঠের পরস্পর শাপপ্রদান"

প্রসঙ্গতঃ রামকর্ত্তৃক নিমির উপাখ্যান ও যযাতির উপাখ্যান বর্ণনা;—মহারাজ নিমি 'বৈজয়ন্ত' নামক নগরী নির্ম্মাণ করিয়া দীর্ঘকালসাধ্য যজ্ঞে বশিষ্ঠকে বরণ করিতে ইচ্ছুক হইলে

'প্রতীক্ষা কর' এই বলিয়া বশিষ্ঠের ইন্দ্রযজ্ঞ সম্পাদনার্থে গমন। গৌতমকে ঋত্বিক্‌পদে বরণ করিয়া নিমির যজ্ঞারম্ভ। ইন্দ্রযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া বশিষ্ঠের আগমন ও নিদ্রিত নিমিকে শাপপ্রদান। জাগরিত হইয়া নিমির বশিষ্ঠকে শাপপ্রদান।

(৫৮) অষ্টপঞ্চাশ সর্গ (৫৯৪৭-৫৯৫২ পৃঃ)

"উর্ব্বশীশাপ"

"নিমি এবং বশিষ্ঠ দেহবিহীন হইয়া কিরূপে দেহ লাভ করিলেন?" লক্ষ্মণ এইরূপ প্রশ্ন করিলে রামের উত্তর। অশরীরী বশিষ্ঠের প্রতি মিত্র ও বরুণের বীর্য্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে ব্রহ্মার আদেশ। বশিষ্ঠের বরুণালয়ে প্রবেশ। মিত্রকর্ত্তৃক আমন্ত্রিতা উর্ব্বশীর নিকট বরুণদেবের কামপ্রার্থনা, উর্ব্বশীর অস্বীকার, বরুণদেবের কুম্ভমধ্যে বীর্য্যপাত। মিত্রশাপে উর্ব্বশীর পুরূরবার নিকট গমন এবং শাপাবসানে ইন্দ্রলোকে আগমন।

(৫৯) ঊনষষ্টিতম সর্গ (৫৯৫৩-৫৯৫৭ পৃঃ)

"মিথিসম্ভব"

মিত্র ও বরুণের বীর্য্যপূর্ণ কুম্ভ হইতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের জন্মগ্রহণ। ইক্ষ্বাকুর বশিষ্ঠকে পৌরোহিত্যে বরণ। নিমির দেহ হইতে ঋষিগণের অরণি ও মন্থনদণ্ড নির্ম্মাণ, অরণি-মন্থন হইতে মিথির (জনকের) জন্ম। মিথির নামানুসারে তাঁহার রাজ্যের 'মিথিলা' নামকরণ।

(৬০) ষষ্টিতম সর্গ (৫৯৫৮-৫৯৬২ পৃঃ)

"যযাতিশাপ"

নহুষপুত্র যযাতির স্ত্রী শর্ম্মিষ্ঠা এবং দেবযানীর গর্ভে যথাক্রমে পূরু এবং যদুর জন্ম। দেবযানীর প্রতি যযাতির দুর্ব্ব্যবহার। পুত্রের কথায় দেবযানীর পিতাকে স্মরণ, শুক্রাচার্য্যের শাপে যযাতির জরাপ্রাপ্তি।

(৬১) একষষ্টিতম সর্গ (৫৯৬৩-৫৯৬৭ পৃঃ)

"পূরুর অভিষেক"

যদু জরা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে তাহার প্রতি যযাতির শাপপ্রদান। পূরুর দেহে জরা সংক্রামিত করিয়া যযাতির বিষয়সম্ভোগ এবং পরে পুনরায় তাহা গ্রহণ করিয়া পূরুকে বরদানপূর্ব্বক স্বর্গে গমন। পূরুর রাজ্যশাসন।

(৬২) দ্বিষষ্টিতম সর্গ (৫৯৬৮-৫৯৭৩ পৃঃ)

"সারমেয়বাক্য"

ধর্ম্মাসনে উপবিষ্ট রামচন্দ্রের লক্ষ্মণের প্রতি কার্য্যপ্রার্থীদিগকে আহ্বান করিতে আদেশ। কার্য্যপ্রার্থী সারমেয় বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক হইলে রামচন্দ্রের তাহাকে প্রবেশ করিতে অনুমতি দান।

(৬৩) ত্রিষষ্টিতম সর্গ (৫৯৭৪-৫৯৮৫ পৃঃ)

"সারমেয়-ব্রাহ্মণসংবাদ"

রামচন্দ্রের আদেশে সভামধ্যে প্রবিষ্ট বিদীর্ণমস্তক সারমেয়ের রাজস্তুতি এবং নিজগাত্রে ব্রাহ্মণকৃত প্রহারের বর্ণনা। রামচন্দ্রের আদেশে আনীত ব্রাহ্মণের অপরাধ স্বীকার। সারমেয়ের কথায় রামচন্দ্র ব্রাহ্মণকে কুলপতিপদে অভিষিক্ত করিলে অমাত্যগণের বিস্ময়। কুলপতিপদের দোষবর্ণনা ও বারাণসীতে সারমেয়ের প্রায়োপবেশন।

(৬৪) চতুঃষষ্টিতম সর্গ (৫৯৮৬-৫৯৯৯ পৃঃ)

"গৃধ্রোলূকসংবাদ"

গৃহ লইয়া গৃধ্র ও উলূকের বিবাদ এবং বিচারার্থে রামসমীপে আগমন। গৃধ্রের রামস্তুতি ও পরিত্রাণ-প্রার্থনা। রামস্তুতিপূর্ব্বক উলূকের বিচার প্রার্থনা। উভয়ের দাবীর কারণ শুনিয়া রামের মন্ত্রিগণকে জিজ্ঞাসা। মন্ত্রিগণের উত্তর শুনিয়া রামের পৌরাণিক বৃত্তান্ত কথন এবং গৃধ্রকে দণ্ড প্রদান করিতে উদ্যম। পরে আকাশবাণী শ্রবণে রামচন্দ্র গৃধ্রকে স্পর্শ করিলে তাহার শাপমুক্তি।

(৬৫) পঞ্চষষ্টিতম সর্গ (৬০০০-৬০০৩ পৃঃ)

"ঋষিসমাগম"

লবণভয়ে ভীত তাপসগণের রামচন্দ্রের নিকট আগমন। উপবিষ্ট তাপসগণের প্রতি রামকর্ত্তৃক সবিনয়ে আগমনের কারণ-জিজ্ঞাসা। তাপসগণের রামকে ধন্যবাদ প্রদান।

(৬৬) ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ (৬০০৪-৬০০৯ পৃঃ)

"লবণোৎপত্তি"

রামচন্দ্রের প্রার্থনায় ভার্গবকর্ত্তৃক 'মধু'নামক মহাসুরের রুদ্রের নিকট হইতে শূলপ্রাপ্তির বিবরণ কথন। পুত্র লবণকে শূল প্রদানপূর্ব্বক মধুর বরুণালয়ে প্রবেশ। রামের নিকটে ঋষিগণের লবণকৃত অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি প্রার্থনা।

(৬৭) সপ্তষষ্টিতম সর্গ (৬০১০-৬০১৪ পৃঃ)

"শত্রুঘ্ননিয়োগ"

রামচন্দ্রের প্রশ্নে ঋষিগণের লবণ-চরিত্র বর্ণন, তাহা শুনিয়া লবণকে বধ করিতে শত্রুঘ্নের প্রতি রামচন্দ্রের আদেশ।

(৬৮) অষ্টষষ্টিতম সর্গ (৬০১৫-৬০২০ পৃঃ)

"শত্রুঘ্নাভিষেক"

শত্রুঘ্নকে লবণের রাজধানীতে (মথুরায়) ভাবী রাজারূপে অভিষিক্ত করিয়া রামচন্দ্রের দিব্য-বাণের বৃত্তান্ত কথন।

(৬৯) ঊনসপ্ততিতম সর্গ (৬০২১-৬০২২ পৃঃ)

"শত্রুঘ্ন শরপ্রদান"

রামচন্দ্রের শত্রুঘ্নকে সেই দিব্য বাণ প্রদান এবং লবণবধ বিষয়ে উপদেশ দান।

(৭০) সপ্ততিতম সর্গ (৬০২৩-৬০২৭ পৃঃ)

"শত্রুঘ্নপ্রস্থাপন"

রামচন্দ্রের উপদেশানুসারে নির্দ্দেশদানপূর্ব্বক সৈন্যগণকে প্রেরণ করিয়া পূজ্যগণকে নমস্কার করত শত্রুঘ্নের প্রস্থান।

(৭১) একসপ্ততিতম সর্গ (৬০২৮-৬০৩৬ পৃঃ)

"সৌদাস-উপাখ্যান"

শত্রুঘ্ন বাল্মীকির আশ্রমে গমনপূর্ব্বক সমীপবর্ত্তী যজ্ঞায়তনের বিষয়ে প্রশ্ন করিলে বাল্মীকি-কর্ত্তৃক—সুদাস-পুত্রের ব্যাঘ্ররূপী রাক্ষসবধ, পাচকরূপী রাক্ষসের বশিষ্ঠকে নরমাংসপ্রদান, বশিষ্ঠের শাপ এবং সৌদাসের কল্মাষপাদ নাম গ্রহণ—প্রভৃতি বর্ণনা। উপাখ্যান শুনিয়া শত্রুঘ্নের পর্ণকুটীরে প্রবেশপূর্ব্বক রাত্রি যাপন।

(৭২) দ্বিসপ্ততিতমসর্গ (৬০৩৭-৬০৪০ পৃঃ)

"কুশলবের উৎপত্তি"

সীতাদেবীর পুত্রদ্বয় প্রসব। বাল্মীকিকর্ত্তৃক 'রক্ষা'বিধান পূর্ব্বক তাহাদের 'কুশ' এবং 'লব' নামকরণ। সীতার সন্তানোৎপত্তি শ্রবণ করিয়া শত্রুঘ্নের সন্তোষ এবং প্রভাতে বাল্মীকির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক পথিমধ্যে মুনিদিগের আশ্রমে সপ্তরাত্রি বাস।

(৭৩) ত্রিসপ্ততিতম সর্গ (৬০৪১-৬০৪৫ পৃঃ)

"মান্ধাতার উপাখ্যান"

শত্রুঘ্ন ভার্গবের নিকট লবণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ভার্গবকর্ত্তৃক লবণকৃত মান্ধাতৃবধ বর্ণনা এবং লবণবধ বিষয়ে উপদেশ দান।

(৭৪) চতুঃসপ্ততিতম সর্গ (৬০৪৬-৬০৫০ পৃঃ)

"লবণাক্ষেপ"

শত্রুঘ্ন এবং লবণের পরস্পর আত্মশ্লাঘাপূর্ব্বক বাক্যালাপ।

(৭৫) পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ (৬০৫১-৬০৫৯ পৃঃ)

"লবণবধ"

লবণের আঘাতে শত্রুঘ্ন মূর্চ্ছিত হইলে ঋষিগণের হাহাকার। শত্রুঘ্নকে নিহত মনে করিয়া লবণের আহারান্বেষণ। সংজ্ঞালাভ করিয়া শত্রুঘ্ন ধনুকে শর যোজনা করিলে ভীষণ শব্দ শুনিয়া ভয়ে দেবগণের ব্রহ্মার নিকটে গমন ও তাঁহার আদেশে শত্রুঘ্ন ও লবণের যুদ্ধ দর্শন। শত্রুঘ্নের শরপ্রহারে লবণ নিহত হইলে তদীয় পিতৃদত্ত শূলের রুদ্রসমীপে গমন।

(৭৬) ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ (৬০৬০-৬০৬৩ পৃঃ)

"মধুপুরনিবেশ"

লবণবধে সন্তুষ্ট দেবগণের নিকট হইতে শত্রুঘ্নের বরলাভ ও সেনাদিগকে আনয়নপূর্ব্বক নগরসন্নিবেশ আরম্ভ এবং দ্বাদশ বর্ষে নগরসন্নিবেশ সমাপ্ত করিয়া শ্রীরামের চরণযুগল দর্শনাভিলাষে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা।

(৭৭) সপ্তসপ্ততিতম সর্গ (৬০৬৪-৬০৬৯ পৃঃ)

"গীতশ্রবণ"

বাল্মীকির আশ্রমে আসিয়া এবং তৎকর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়া শত্রুঘ্নের উত্তম রামচরিত শ্রবণ।

(৭৮) অষ্টসপ্ততিতম সর্গ (৬০৭০-৬০৭৪ পৃঃ)

"শত্রুঘ্ন-প্রস্থাপন"

বাল্মীকিকে অভিবাদনপূর্ব্বক অযোধ্যায় আসিয়া শত্রুঘ্নের রামচন্দ্রকে দর্শন এবং কয়েকদিন পরে পুনরায় তাঁহার আদেশে স্ব-পুরীতে গমন।

(৭৯) একোনাশীতিতম সর্গ (৬০৭৫-৬০৭৯ পৃঃ)

"ব্রাহ্মণ-পরিদেবন"

অকালমৃত শিশু-পুত্র লইয়া ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণীর রাজদ্বারে আগমনপূর্ব্বক বিলাপ।

(৮০) অশীতিতম সর্গ (৬০৮০-৬০৮৭ পৃঃ)

"নারদবাক্য"

রামচন্দ্রের আহ্বানে অমাত্য ও ঋষিগণের আগমন এবং ব্রাহ্মণের রোদনের বিষয় শ্রবণ। 'শূদ্র উগ্র তপস্যা করায় শিশুর মৃত্যু হইয়াছে' এইকথা বলিয়া তাহার প্রতিকার করিতে রামচন্দ্রের প্রতি নারদের উপদেশ।

(৮১) একাশীতিতম সর্গ (৬০৮৮-৬০৯২ পৃঃ)

"শূদ্রদর্শন"

ব্রাহ্মণ-বালককে সংরক্ষণ-পূর্ব্বক পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করত কঠোর তপস্যাকারী এক ব্যক্তিকে দেখিয়া রামচন্দ্রের প্রশ্ন।

(৮২) দ্ব্যশীতিতম সর্গ (৬০৯৩-৬০৯৬ পৃঃ)

"শম্বুকবধ"

তপস্যাকারীর পরিচয় জানিয়া রামকর্ত্তৃক তাহার মস্তক ছেদন। সেই মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণ-বালকের জীবনলাভ। দেবগণের উপদেশে রামচন্দ্রের অগস্ত্যাশ্রমে গমন।

(৮৩) ত্র্যশীতিতম সর্গ (৬০৯৭-৬১০৩ পৃঃ)

"আভরণলাভ"

অগস্ত্যাশ্রমে গমনপূর্ব্বক তৎকৃত অর্চ্চনা গ্রহণ করত দেবগণের স্বর্গে গমন। অগস্ত্যের প্রদত্ত অলঙ্কার গ্রহণপূর্ব্বক রামচন্দ্রের তদ্বিষয়ে প্রশ্ন।

(৮৪) চতুরশীতিতম সর্গ (৬১০৪-৬১০৮ পৃঃ)

"অগস্ত্যবাক্য"

উত্তরদানপ্রসঙ্গে অগস্ত্যকর্তৃক পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণনা ;—পূর্ব্বে অরণ্যমধ্যে এক সরোবরের তীরে এক স্বর্গবাসীকে একটী অবিনশ্বর শবদেহ ভক্ষণ করিতে দেখিয়া তাঁহার নিকট অগস্ত্যের পরিচয়-জিজ্ঞাসা।

(৮৫) পঞ্চাশীতিতম সর্গ (৬১০৯-৬১১৫ পৃঃ)

"শ্বেতোপাখ্যান"

"দান না করিয়া কেবল তপস্যার ফলে স্বর্গে গমন করিয়াও ক্ষুৎপিপাসায় আকুল হইয়া ব্রহ্মার আদেশে আমি এই শবদেহ ভোজন করিতেছি"—এই বলিয়া সেই স্বর্গবাসী 'শ্বেত'কর্তৃক আত্মোদ্ধারার্থে অগস্ত্যকে অলঙ্কার প্রদান। অগস্ত্যকর্তৃক তাহা গ্রহণ এবং শবদেহ নষ্ট হইলে স্বর্গবাসীর স্বর্গে গমন।

(৮৬) ষড়শীতিতম সর্গ (৬১১৬-৬১২০ পৃঃ)

"মধুমৎপুর-নিবেশ"

রামচন্দ্রের প্রশ্নে অগস্ত্যের বিন্ধ্য এবং শৈবল-পর্ব্বতমধ্যে 'মধুমন্ত' নগরে 'দণ্ড'নামক রাজার রাজ্যপালনবৃত্তান্ত কথন।

(৮৭) সপ্তাশীতিতম সর্গ (৬১২১-৬১২৪ পৃঃ)

"অরজাভিগমন"

দণ্ডের শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে গমন এবং তাঁহার কন্যা অরজাকে ধর্ষণপূর্ব্বক 'মধুমন্ত'নগরে প্রত্যাবর্ত্তন। অরজার পিতৃ-প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা।

(৮৮) অষ্টাশীতিতম সর্গ (৬১২৫-৬১৩০ পৃঃ)

"দণ্ডোপাখ্যান"

ক্রুদ্ধ শুক্রাচার্য্যের শাপে সপ্তাহমধ্যে দণ্ডের রাজ্য ভস্মীভূত হইয়া দণ্ডকারণ্যের উৎপত্তি এবং তপস্বিগণের বাসস্থানের 'জনস্থান' নামধারণ।

(৮৯) একোননবতিতম সর্গ (৬১৩১-৬১৩৫ পৃঃ)

"শ্রীরাম-প্রত্যাগমন"

অগস্ত্যের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক রামচন্দ্রের অযোধ্যায় আগমন এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয়ে চিন্তা।

(৯০) নবতিতম সর্গ (৬১৩৬-৬১৪১ পৃঃ)

"ভরতবাক্য"

ভরতের কথায় রামচন্দ্রের রাজসূয়-যজ্ঞের অভিলাষ পরিত্যাগ।

(৯১) একনবতিতম সর্গ (৬১৪২-৬১৪৬ পৃঃ)

"বৃত্রবধ-ব্যবসায়"

রামচন্দ্রকে অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিতে বলিয়া লক্ষ্মণকর্ত্তৃক— বৃত্রাসুরের তপস্যায় উৎপীড়িত ইন্দ্রের বিষ্ণুর নিকটে গমনবৃত্তান্ত-কথন।

(৯২) দ্বিনবতিতম সর্গ (৬১৪৭-৬১৫১ পৃঃ)

"বৃত্রবধোপাখ্যান"

ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যাদ্বারা পীড়িত হইলে তাঁহার প্রতি বিষ্ণুর অশ্বমেধযজ্ঞ করিতে উপদেশ।

(৯৩) ত্রিনবতিতম সর্গ (৬১৫২-৬১৫৬ পৃঃ)

"যজ্ঞোপাখ্যান

অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা হইতে নিষ্কৃতিলাভপূর্ব্বক স্বপদে প্রতিষ্ঠা এবং ব্রহ্মহত্যার চারিভাগে বিভক্ত হইয়া চারিস্থানে অবস্থান।

(৯৪) চতুর্নবতিতম সর্গ (৬১৫৭-৬১৬২ পৃঃ)

"ইলোপাখ্যান"

রামকর্তৃক অশ্বমেধমাহাত্ম্য-বর্ণনা ;— মহাদেব নিজকে এবং সমস্ত অনুচরগণকে মহিলাকৃত করিয়া পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলে কর্দ্দমপুত্র 'ইলে'র তথায় গমন এবং অনুচরবর্গের সহিত তাঁহার রমণীরূপে পরিণতি ; পরিশেষে পার্ব্বতীর নিকট হইতে একমাস স্ত্রীত্ব এবং একমাস পুরুষত্ব-প্রাপ্তিরূপ বরলাভ।

(৯৫) পঞ্চনবতিতম সর্গ (৬১৬৩-৬১৬৮ পৃঃ)

"কিম্পুরুষোৎপত্তি"

'ইল' স্ত্রীরূপ ধারণ করিলে তাঁহাকে দেখিয়া বুধের কামোদয় এবং আবর্ত্তনীবিদ্যা প্রভাবে 'ইল'রাজার অবস্থা অবগত হইয়া সেবাপরায়ণা পার্শ্ববর্তিনী রমণীদিগকে কিম্পুরুষ-রমণী হইয়া পর্ব্বতমধ্যে আশ্রয় লইতে উপদেশ দান।

(৯৬) ষণ্ণবতিতম সর্গ (৬১৬৯-৬১৭৪ পৃঃ)

"পুরূরবার জন্ম"

'ইল'রাজার একমাস স্ত্রী হইয়া বুধের সহিত রতিক্রীড়া এবং অপরমাসে পুরুষ হইয়া ধর্ম্ম-চর্চ্চা, এইরূপে অষ্টমাস অতিবাহিত করিয়া নবম মাসে পুরূরবাকে প্রসব করিয়া বুধের হস্তে অর্পণ।

(৯৭) সপ্তনবতিতম সর্গ (৬১৭৫-৬১৮০ পৃঃ)

"ইলার পুরুষত্বলাভ"

কর্দ্দমের উপদেশে অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া মহাদেবের নিকট হইতে ইলার পুরুষত্ব-প্রাপ্তি। 'প্রতিষ্ঠান' নগরে রাজত্ব করিয়া 'ইল' ব্রহ্মলোকে গমন করিলে তথায় পুরূরবার রাজত্ব।

(৯৮) অষ্টনবতিতম সর্গ (৬১৮১-৬১৮৬ পৃঃ)

"অশ্বমেধারম্ভ"

অশ্বমেধযজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়া ঋষি এবং ব্রাহ্মণদিগকে আনয়নপূর্ব্বক সুগ্রীবকে আনয়ন করিবার জন্য রামচন্দ্রের দূত প্রেরণ। বানরবৃন্দ, রাক্ষসবৃন্দ, হিতার্থী রাজগণ, ব্রাহ্মণ ও

দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতিকে অশ্বমেধ দর্শন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ। নৈমিষারণ্যে যজ্ঞভূমি নির্মাণপূর্বক দ্রব্যাদি প্রেরণ।

(৯৯) নবনবতিতম সর্গ (৬১৮৭-৬১৯০ পৃঃ)

"যজ্ঞসমৃদ্ধি বর্ণন"

অশ্বমোচনপূর্বক রামচন্দ্রে নৈমিষারণ্যে গমন এবং এক বৎসর ধরিয়া মহাসমারোহে যজ্ঞানুষ্ঠান।

(১০০) শততম সর্গ (৬১৯১-৬১৯৫ পৃঃ)

"কুশলবানুশাসন"

সেই যজ্ঞক্ষেত্রে সমবেত জনতার মধ্যে বাল্মীকির কুশ এবং লবকে রামায়ণকাব্য গান করিতে আদেশ।

(১০১) একাধিকশততম সর্গ (৬১৯৬-৬২০২ পৃঃ)

"গীতশ্রবণ"

গীত শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিলে তাহা গ্রহণ করিতে কুশ এবং লবের অসম্মতি এবং রামচন্দ্রের প্রশ্নে 'বাল্মীকির শিষ্য' বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান।

(১০২) দ্ব্যধিকশততম সর্গ (৬২০৩-৬২০৭ পৃঃ)

"সীতাশপথনিশ্চয়"

পরে রামায়ণগানের মধ্যে কুশ এবং লবকে সীতার পুত্র বলিয়া অবগত হইয়া সভামধ্যে সীতাকে পুনরায় শপথ প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া রামচন্দ্রের বাল্মীকিসমীপে দূত প্রেরণ। বাল্মীকির কথা শুনিয়া দূতগণ আসিলে সীতার শপথ অবলোকন করিতে রামচন্দ্রের সকলকে আমন্ত্রণ।

(১০৩) ত্র্যধিকশততম সর্গ (৬২০৮-৬২১২ পৃঃ)

"বাল্মীকিবাক্য"

সীতার সহিত বাল্মীকির সভামধ্যে আগমন এবং রামচন্দ্রকে সম্বোধনপূর্বক সীতার বিশুদ্ধত্ব ঘোষণা।

(১০৪) চতুরধিকশততম সর্গ (৬২১৩-৬২১৭ পৃঃ)

"সীতার রসাতলপ্রবেশ"

বিশুদ্ধা জানিয়াও রামচন্দ্র পুনরায় সীতাকে শপথ করিতে বলিলে, বসুন্ধরার নিকট তাঁহার স্থান প্রার্থনা। ভূতল বিদীর্ণ করিয়া সিংহাসন উত্থিত হইলে তাহাতে উপবেশন করিয়া সীতার রসাতলে প্রবেশ। দর্শকগণের বিস্ময়।

(১০৫) পঞ্চাধিকশততম সর্গ (৬২১৮-৬২২৫ পৃঃ)

"পিতামহদর্শন"

সীতা পাতালে প্রবেশ করিলে ক্রুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের ধরিত্রীসমীপে সীতা-প্রার্থনা। রামায়ণ-কাব্যের উত্তরকাণ্ড শ্রবণ করিতে রামের প্রতি ব্রহ্মার উপদেশ এবং রসাতল হইতে শুভবাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রের কুশ এবং লবকে লইয়া যজ্ঞশালায় প্রবেশ।

(১০৬) ষড়ধিকশততম সর্গ (৬২২৬-৬২৩০)

"যজ্ঞাবসান"

উত্তরকাণ্ড শ্রবণ করিয়াও অতৃপ্ত রামচন্দ্রের কাঞ্চন-নির্ম্মিতা সীতা-প্রতিমাকে পত্নীরূপে কল্পনা করিয়া বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। কালক্রমে কৌশল্যা প্রভৃতির পরলোকে গমন এবং রামচন্দ্রের পিতৃতৃপ্তিদায়ক বহু যজ্ঞ সম্পাদন।

(১০৭) সপ্তাধিকশততম সর্গ (৬২৩১-৬২৩৫ পৃঃ)

"ভরতনির্যাণ"

গন্ধর্ব্বদেশ অধিকার করিতে মাতুল যুধাজিতের আদেশ গার্গ্যমুখে শ্রবণ করিয়া তদর্থে রামচন্দ্রের সপুত্রক ভরতকে প্রেরণ।

(১০৮) অষ্টাধিকশততম সর্গ (৬২৩৬-৬২৪০ পৃঃ)

"গন্ধর্ব্বদেশ-সন্নিবেশ"

যুধাজিৎ এবং ভরতের সহিত গন্ধর্ব্বগণের সপ্তরাত্রব্যাপী যুদ্ধের পর সংবর্ত্তনামক অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ভরতের নিমেষমধ্যে গন্ধর্ব্বনিধন। তক্ষশিলা এবং পুষ্করাবতীতে পুত্রদ্বয়কে স্থাপিত করিয়া ভরতের প্রত্যাবর্ত্তন। ভরতের মুখে গন্ধর্ব্ববধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রের প্রীতি।

(১০৯) নবাধিকশততম সর্গ (৬২৪১-৬২৪৪ পৃঃ)

"লক্ষ্মণপুত্রদ্বয়ের অভিষেক"

লক্ষ্মণপুত্র অঙ্গদ এবং চন্দ্রকেতুর অভিষেক। রামের আদেশে 'অঙ্গদীয়া'পুরীতে অঙ্গদকে এবং 'চন্দ্রবক্ত্রা'নগরীতে চন্দ্রকেতুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লক্ষ্মণ ও ভরতের রামসমীপে প্রত্যাগমন।

(১১০) দশাধিকশততম সর্গ (৬২৪৫-৬২৪৮ পৃঃ)

"কালাভিগমন"

মুনিবেশধারী কালের রামসমীপে আগমন। রামচন্দ্র আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কালের উত্তর। কালের নিকট "আমাদের উভয়ের আলাপ যে শুনিবে সে আমার বধ্য হইবে" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রের লক্ষ্মণকে দ্বাররক্ষায় নিয়োগ।

(১১১) একাদশাধিকশততম সর্গ (৬২৪৯-৬২৫৭ পৃঃ)

"দুর্ব্বাসার আগমন"

কাল এবং রামচন্দ্রের কথোপকথন-সময়ে দুর্ব্বাসামুনির আগমন। অভিশাপভয়ে লক্ষ্মণের রামসমীপে দুর্ব্বাসার আগমনবার্ত্তা কথন। প্রার্থিত হইয়া রামচন্দ্রের দুর্ব্বাসামুনিকে অন্নদান এবং মুনি গমন করিলে কালের নিকট প্রতিশ্রুতির কথা চিন্তা করিয়া মৌনাবলম্বন।

(১১২) দ্বাদশাধিকশততম সর্গ (৬২৫৮-৬২৬৩ পৃঃ)

"লক্ষ্মণ পরিত্যাগ"

লক্ষ্মণ রামের নিকট নিজের বধদণ্ড প্রার্থনা করিলে রামের বশিষ্ঠদেবকে আনয়ন এবং কালের নিকট প্রতিজ্ঞার কথা বর্ণন। বশিষ্ঠদেবের আদেশে রামের লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ। লক্ষ্মণ সরযূতীরে গমন করিয়া পরব্রহ্মচিন্তাপূর্ব্বক শ্বাস রুদ্ধ করিলে তাঁহাকে সশরীরে গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রের স্বর্গে গমন।

(১১৩) ত্রয়োদশাধিকশততম সর্গ (৬২৬৪-৬২৭৩ পৃঃ)

"শত্রুঘ্নপুত্রাভিষেক"

লক্ষ্মণের অভাবে রামচন্দ্রের দুঃখ ও ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা। ভরতের অসম্মতি। কোশলরাজ্যে লব-কুশের অভিষেক। দূতমুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পুত্রদ্বয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করত মথুরা হইতে শত্রুঘ্নের আগমন। তাঁহাদের মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ শুনিয়া রাক্ষস ও বানরগণের আগমন এবং অনুগমনের অভিলাষ। বিভীষণ, হনুমান্, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে বাদ দিয়া অবশিষ্ট বানরগণকে এবং পুরবাসী জনগণকে রামচন্দ্রের অনুগমনে অনুমতি দান।

(১১৪) চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ (৬২৭৪-৬২৭৯ পৃঃ)

"মহাপ্রস্থান"

ঋক্ষ, বানর, রাক্ষস এবং পুরবাসী জনগণের সহিত রামচন্দ্রের মহাপ্রস্থান-যাত্রা। অযোধ্যার অতি সূক্ষ্ম 'কীট' পর্য্যন্ত প্রাণীমাত্রেরই রামচন্দ্রের অনুগমন। অনুগামী প্রজাপুঞ্জের আনন্দোৎসব।

(১১৫) পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ (৬২৮০-৬২৮৭ পৃঃ)

"স্বর্গারোহণ"

সরযূর তীর-পথে পদব্রজে রামচন্দ্রের 'গোপ্রচার'তীর্থে উপস্থিতি এবং ব্রহ্মার প্রার্থনায় অনুজদ্বয়ের সহিত সশরীরে বৈষ্ণব-তেজোমধ্যে প্রবেশ। অনুগামী জনগণের সরযূ-সলিলে অবগাহন এবং বিমানযোগে স্বর্গারোহণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক-সন্নিহিত 'সন্তান'লোকে স্থানলাভ। দেব, নাগ ও যক্ষাদির অংশসম্ভূত ঋক্ষ, রাক্ষস ও বানরগণের পূর্ব্বদেহে অনুপ্রবেশ। স্বর্গে দেবগণের রামায়ণ শ্রবণ।

উত্তরকাণ্ড-সূচী সমাপ্ত ॥

দ্রষ্টব্য—সূচীর পত্রাঙ্ক-নির্দ্দেশের প্রারম্ভেই ৪ হইতে সংখ্যানির্দ্দেশ আরম্ভ করা উচিত ছিল। ভ্রমক্রমে পত্রাঙ্কগুলি ৬, ৭ ইত্যাদিক্রমে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে।

রামায়ণম্

উত্তরকাণ্ডম্

(১) প্রথমঃ সর্গঃ

[১]প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য [২]রাক্ষসানাং বধে কৃতে।
আজগ্মু[৩]র্ঋষয়স্তত্র রাঘবং প্রতিনন্দিতুম্ ॥ ১ ॥
[৪]কৌশিকোঽথ যবক্রীতো [৫]রৈত্যশ্চ্যবন এব চ।
[৬]কণ্বো মেধাতিথেঃ পুত্রঃ পূর্ব্বাং যে সংশ্রিতা দিশম্ ॥ ২ ॥
স্বস্ত্যাত্রেয়োঽথ ভগবান্ [৭]নমুচিঃ প্রমুচিস্তথা।
আজগ্মু[৮]স্তে সহাগস্ত্যা যে শ্রিতা দক্ষিণাং দিশম্ ॥ ৩ ॥

১। লো-টী। ওঁনারায়ণায় নমঃ। রাক্ষসানাং ক্ষয়ে কৃতে প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য ইত্যর্থঃ। ষষ্ঠী চ সপ্তম্যর্থে। 'বধে কৃতে' ইতি কচিৎ পাঠঃ। প্রতিনন্দিতুং জয়াশীর্ভিঃ প্রোৎসাহয়িতুম্।

২। লো-টী। কৌশিকো বিশ্বামিত্রাদন্যঃ। 'অসিত' ইতি বা পাঠঃ।

রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া রামচন্দ্র অযোধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত হইলে কৌশিক, যবক্রীত, রৈত্য, চ্যবন ও মেধাতিথির পুত্র কণ্ব প্রভৃতি পূর্ব্বদিগ্বাসী ঋষিগণ রামচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিবার জন্য সেইস্থানে আগমন করিলেন ॥ ১-২ ॥

পরে ভগবান্ স্বস্ত্যাত্রেয়, নমুচি, প্রমুচি এবং অগস্ত্যপ্রভৃতি দক্ষিণদিগ্বাসী মহাত্মারা সমাগত হইলেন ॥ ৩ ॥

১। ক '-রাজস্য'। ২। ছ 'ক্ষয়ে'। ৩। চ '-য়ঃ সিদ্ধা'। ৪। ছ 'অঙ্গিরাথ'। ৫। ক 'বৈত্যশ্চা-'। ৬। ক 'কথো'। ৭। ক 'মুমুচুঃ প্রমুচু-'। ৮। ক 'মহাত্মানো'।

[1]উতঙ্কঃ কমঠো[2] ধৌম্যো রৌদ্রাশ্বশ্চ[3] মহাতপাঃ ।
তেঽপ্যাজগ্মুঃ[4] সশিষ্যা বৈ প্রতীচীং যে শ্রিতা দিশম্ ॥ ৪ ॥
বশিষ্ঠঃ কাশ্যপো[5]ঽত্রিশ্চ বিশ্বামিত্রোঽথ গৌতমঃ ।
জমদগ্নির্ভরদ্বাজস্তথা সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ ॥ ৫ ॥
[6]উদীচ্যাং দিশি সপ্তৈতে নিত্যমেব নিবাসিনঃ ।
প্রাপ্য তে তু মহাত্মানো রাঘবস্য নিবেশনম্ ॥ ৬ ॥
বিষ্ঠিতাঃ প্রতিহারার্থং হুতাশনসম[7]প্রভাঃ ।
বেদবেদাঙ্গবিদুষো নানাশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ৭ ॥
[8]দ্বাঃস্থং প্রোবাচ ধর্ম্মাত্মা অগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ ।
নিবেদ্যতাং দাশরথের্ঋষয়ো বয়মাগতাঃ ॥ ৮ ॥

৫। লো-টী। বশিষ্ঠোঽপি পুরোহিতাদন্যঃ। বশিষ্ঠাদয় উত্তরাং দিশমাশ্রিতা ইতি জ্ঞেয়ম্।
৭। লো-টী। বিষ্ঠিতাঃ স্থিতাঃ,—প্রতিহারার্থং প্রতিহারো দ্বারং তদর্থং দ্বারপ্রাপ্ত্যর্থমিত্যর্থঃ। 'দ্বারি দ্বাঃস্থে প্রতিহার' ইত্যমরঃ।

উতঙ্ক, কমঠ, ধৌম্য এবং মহাতপাঃ রৌদ্রাশ্ব প্রভৃতি পশ্চিমদিগ্-নিবাসী ঋষিগণ শিষ্যগণের সহিত আগমন করিলেন ॥ ৪ ॥

বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অত্রি, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ, সর্ব্বদা উত্তরদিগ্‌নিবাসী এই সাতজন নিষ্পাপ ঋষিও আগমন করিলেন। অগ্নিতুল্য তেজস্বী বেদবেদাঙ্গবিদ্ নানাশাস্ত্র পারদর্শী সেই মহাত্মারা রামচন্দ্রের ভবনে উপস্থিত হইয়া প্রতিহারী দ্বারা আপনাদের আগমনবার্ত্তা দিবার জন্য [দ্বারদেশে] অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫-৭ ॥

ধর্ম্মাত্মা মুনিসত্তম 'অগস্ত্য' দৌবারিককে কহিলেন, "তুমি দশরথনন্দন রামচন্দ্রকে নিবেদন কর,—আমরা কয়েকজন ঋষি আগমন করিয়াছি" ॥ ৮ ॥

১। ক 'উদদগুঃ'। ২। ছ ধূম্রো'। ৩। ছ 'মহানৃষিঃ'। ৪। ছ '-ভ্যাজগ্মুঃ'। ৫। ছ '-পোঽথাত্রিবিশ্বা-'। ৬। ছ 'ইদমর্দ্ধং নাস্তি'। ৭। ছ -'শসমবিগ্রহাঃ'। ৮। ছ 'অয়ং শ্লোকো নাস্তি'।

প্রতিহারস্ততস্তূর্ণমগস্ত্যবচনাদ্ দ্রুতম্।
সমীপং রাঘবস্যাথ প্রবিবেশ মহাত্মনঃ ॥ ৯ ॥
স রামং প্রেক্ষ্য সহসা পূর্ণচন্দ্রসমদ্যুতিম্।
অগস্ত্যং কথয়ামাস সম্প্রাপ্তমৃষিভিঃ সহ ॥ ১০ ॥
শ্রুত্বা প্রাপ্তান্ মুনীংস্তাংস্তু বালসূর্য্যসমপ্রভান্[১]।
তত্রোবাচ নৃপো দ্বাঃস্থং প্রবেশয় যথাসুখম্ ॥ ১১ ॥
পূজিতা বিবিশুর্বেশ্ম নানারত্নবিভূষিতম্।
দৃষ্ট্বা প্রাপ্তান্ মুনীংস্তাংস্তু প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
রামোঽভিবাদ্য প্রণত আসনান্যাদিদেশ হ[২] ॥ ১২ ॥

৯। লো-টী। 'অগস্ত্যবচনো'দিতঃ বচনাদুদিতঃ উদ্গতঃ উত্থিত ইত্যর্থঃ। 'উদিতঃ প্রোক্ত উদ্গতে' ইতি ভূরি°। 'অগস্ত্যবচনাদিত' ইতি পাঠে ইতঃ স্থানাৎ রাঘবস্য সমীপং প্রবিবেশ।

দৌবারিক অগস্ত্যমুনির আদেশে দ্রুত মহাত্মা রামচন্দ্রের সমীপে গমন করিল ॥ ৯ ॥

সেই দৌবারিক তাড়াতাড়ি পূর্ণচন্দ্রতুল্য শোভাবিশিষ্ট রামচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া ঋষিগণের সহিত অগস্ত্যের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল ॥ ১০ ॥

মহারাজ রামচন্দ্র নবোদিত সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী সেই মুনিগণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দৌবারিককে বলিলেন, তুমি সমাদরে তাঁহাদিগকে লইয়া আইস ॥ ১১ ॥

তাঁহারা সমাদৃত হইয়া নানা-রত্নবিমণ্ডিত সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। রামচন্দ্র সেই মুনিদিগকে সমাগত দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উত্থিত হইয়া অবনত মস্তকে অভিবাদন করত [তাঁহাদের উপবেশনার্থে] আসন নির্দ্দেশ করিলেন ॥ ১২ ॥

১। ছ 'শরৎসূ-'। ২। ছ 'আসনেষু ন্যবেশয়ৎ'।

তেষু কাঞ্চনচিত্রেষু স্বাস্তীর্ণেষু[১] সুখেষু চ।
কুশোত্তরেষ্বথাসীনা আসনেষ্বৃ[২]ষিপুঙ্গবাঃ ॥ ১৩ ॥
পাদ্যমাচমনীয়ং চ দত্ত্বা চার্ঘ্যপুরোগমম্।
রামেণ কুশলং পৃষ্টাঃ[৩] সশিষ্যাঃ সপুরোগমাঃ ॥ ১৪ ॥
মহর্ষয়ো বেদবিদো রামং বচনমব্রুবন্।
কুশলং নো মহাবাহো সর্ব্বত্র রঘুনন্দন
ত্বাং[৪] তু দিষ্ট্যা কুশলিনং পশ্যামো[৫] হতশাত্রবম্ ॥ ১৫ ॥
ন হি ভারঃ স তে রাম রাবণো[৬] রাক্ষসেশ্বরঃ।
সধনুস্ত্বং হি লোকাংস্ত্রীন্ বিজয়েথা ন সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥

১৩। লো-টী। আসনেষু পীঠেষু, কিংভূতেষু? কুশোত্তরেষু, কুশা উত্তরে উপরি যেষাং তেষু। 'উপর্য্যুদীচ্যশ্রেষ্ঠেষ্বপ্যুত্তরঃ স্যাদনুত্তর' ইত্যমরঃ। তেষু যানি স্বাস্তীর্ণানি শোভনাস্তরণানি বস্ত্রাদীনি কাঞ্চনচিত্রাণি স্বর্ণব্যাপ্তানি তেষু আসীনা ইত্যন্বয়ঃ। অয়মর্থঃ—আদৌ পীঠঃ, তদুপরি কুশাস্তদুপরি স্বর্ণব্যাপ্তবস্ত্রাদীনি, তেষু।

১৫। লো-টী। যদা দিষ্ট্যা ভাগ্যেন ত্বাং পশ্যামস্তদৈব নোঽস্মাকং কুশলমিত্যন্বয়ঃ।

১৬। লো-টী। ন হি ভার ইতি জেতুমিতি শেষঃ।

অনন্তর মহর্ষিগণ উপরিভাগে কুশযুক্ত সুবর্ণখচিত সুন্দর আস্তরণাবৃত সেই সুখকর আসনসমূহে উপবেশন করিলেন ॥ ১৩ ॥

পাদ্য এবং অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক আচমনীয় প্রদান করিয়া রামচন্দ্র সহচরগণ ও শিষ্যগণের সহিত মুনিদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৪ ॥

বেদবিদ্ মহর্ষিগণ রামচন্দ্রকে বলিলেন, মহাবাহো রঘুনন্দন, আমাদের সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গল; পরন্তু শত্রুনিহন্তা আপনাকে ভাগ্যক্রমে কুশলী দেখিতেছি ॥ ১৫ ॥

হে রাম, সেই রাক্ষসেশ্বর রাবণকে জয় করা আপনার পক্ষে দুষ্কর নয়,

১। ছ 'মহৎসু'। ২। ছ 'হ্যাসনে'। ৩। ছ 'ঋষয়ঃ সর্ব্ব এব তে'। ৪। ছ 'ত্বাং যতো বৈ'।
৫। ছ -'মঃ সহ ভার্য্যয়া'। ৬। ছ -'ণঃ পুত্রপৌত্রবান্'।

দিষ্ট্যা চ তে হতো রাম রাবণঃ পুত্রপৌত্রবান্।
দিষ্ট্যা বিজয়িনং ত্বাদ্য পশ্যামঃ সহ সীতয়া[১] ॥ ১৭ ॥
লক্ষ্মণেন চ ধর্ম্মাত্মন্ ভ্রাত্রা তে হিতকারিণা[২]।
[৩]মাতৃভির্ভ্রাতৃসহিতং পশ্যামোঽদ্য[৪] বয়ং নৃপ ॥ ১৮ ॥
দিষ্ট্যা প্রহস্তো বিকটো বিরূপাক্ষো মহোদরঃ।
অকম্পনশ্চ দুর্ব্বুদ্ধির্[৫]নিহতাস্তে নিশাচরাঃ ॥ ১৯ ॥
যস্য প্রমাণাদ্বিপুলং প্রমাণং নেহ[৬] বিদ্যতে।
দিষ্ট্যা স সমরে রাম কুম্ভকর্ণস্ত্বয়া হতঃ[৭] ॥ ২০ ॥
দিষ্ট্যা ত্বং রাক্ষসেন্দ্রেণ দ্বন্দ্বযুদ্ধমুপাগতঃ।
[৮]দেবানামপ্যবধ্যেন বিজয়ং প্রাপ্তবানসি ॥ ২১ ॥

১৭। লো টী। সহ সীতয়া, কুত্রচিৎ 'সহ ভার্যয়ে'তি পাঠঃ।

১৯। লো-টী। প্রহস্তাদয়ঃ হতা ইতি পূর্ব্বক্রিয়য়া সম্বন্ধঃ। 'অকম্পনশ্চ দুর্ব্বুদ্ধি-নিহতাস্তে চ রাক্ষসা' ইতি বা পাঠঃ।

আপনি ধনুক ধারণ করিলে ত্রিভুবনও জয় করিতে পারেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥১৬॥

রামচন্দ্র, সৌভাগ্যবশতঃ আপনি পুত্র-পৌত্রদিগের সহিত রাবণকে নিহত করিয়াছেন এবং সৌভাগ্যবশতঃই আমরা আজ বিজয়ী আপনাকে সীতার সহিত দেখিতেছি ॥ ১৭ ॥

ধর্ম্মাত্মন্ মহারাজ, [ভাগ্যক্রমে] আজ আমরা আপনার হিতকারী ভ্রাতা লক্ষ্মণ এবং মাতৃবর্গ ও অপর ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত আপনাকে দেখিতেছি ॥ ১৮ ॥

ভাগ্যক্রমে প্রহস্ত, বিকট, বিরূপাক্ষ, মহোদর এবং দুর্ব্বুদ্ধি অকম্পন প্রভৃতি রাক্ষসগণ নিহত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

হে রাম, যাহার পরিমাণ অপেক্ষা জগতে বৃহৎ পরিমাণ নাই, ভাগ্যক্রমে আপনি সেই কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

সৌভাগ্যক্রমে আপনি দেবতাদিগেরও অবধ্য রাক্ষসরাজ রাবণের সহিত

১। ছ 'ভার্যয়া'। ২। ছ 'স্বদ্ধিতকারিণা'। ৩। ছ 'হনুমতা চ সহিতং'। ৪। ছ '-মোঽত্র বয়ং নৃপ'। ৫। ছ '-মকরাক্ষঃ সুদুর্জ্জয়ঃ'। ৬। ক 'তেহ' (?)। ৭। ছ 'হত'। ৮। ছ 'দেবতানামবধ্যেন'।

শক্যং তব[1] মহাবাহো রাবণস্য নিবর্হণম্[2] ।
দ্বন্দ্বযুদ্ধমনুপ্রাপ্তো দিষ্ট্যা তে[3] রাবণির্হতঃ ॥ ২২ ॥
দিষ্ট্যাতিকায়ো বলবান্ যজ্ঞকোপশ্চ রাক্ষসঃ ।
যুদ্ধোন্মত্তশ্চ মত্তশ্চ হতাঃ কালান্তকোপমাঃ ॥ ২৩ ॥
কুম্ভো নিকুম্ভো বলবান্ জম্বুমালী ঘটোদরঃ ।
কুর্ব্বন্তঃ কদনং বীর ত্বয়া যুধি[4] নিপাতিতাঃ ॥ ২৪ ॥
অন্তকপ্রতিমৌ চাপি দেবান্তকনরান্তকৌ ।
অন্তকপ্রতিমৈর্ব্বাণৈর্দিষ্ট্যা যুদ্ধে নিপাতিতৌ ॥ ২৫ ॥
এতে চান্যে চ বহবো রাক্ষসা রাবণোপমাঃ ।
দিষ্ট্যা ত্বয়া হতা রাম মুনীনাং ভয়বর্দ্ধনাঃ ॥ ২৬ ॥

২২। লো-টী। নিবর্হণম্ হননম্। 'নিবর্হিত'মিতি বা পাঠঃ। তে ত্বদীয়েন লক্ষ্মণেনেত্যর্থঃ। এবমন্যত্র।

২৩। লো-টী। কালান্তকযমোপমাঃ কালে মৃত্যুকালে অন্তকো মৃত্যুর্যমভ্রাতা যমশ্চ, তদুপমাঃ।

দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

হে মহাবাহো, আপনি রাবণকে নিহত করিতে সমর্থ; কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধে উপস্থিত হইয়া রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে ভাগ্যক্রমেই বধ করিয়াছেন ॥ ২২ ॥

ভাগ্যক্রমে কালান্তকসদৃশ বলবান্ অতিকায় 'যজ্ঞকোপ' এবং যুদ্ধোন্মত্ত 'মত্ত'কে নিহত করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

হে বীর, আপনি উৎপীড়নকারী বলবান্ কুম্ভ, নিকুম্ভ, জম্বুমালী এবং কুম্ভোদরকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

ভাগ্যক্রমে অন্তকসদৃশ দেবান্তক এবং নরান্তককে মৃত্যুসদৃশ বাণসমূহ দ্বারা যুদ্ধে নিপাতিত করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

রামচন্দ্র, ভাগ্যক্রমে আপনি মুনিদিগের ভীতিবর্দ্ধক এই সকল রাক্ষস এবং

১। ছ 'তচ্চ'। ২। ছ 'বিনাশনম্'। ৩। ক 'নে' (?)। ৪। ছ 'যুদ্ধে'।

বিস্ময়শ্চৈব[১] নঃ সৌম্য সংশ্রুত্যেন্দ্রজিতং হতম্ ।
অবধ্যং সর্ব্বভূতানাং[২] মহামায়াধরং যুধি ॥ ২৭ ॥
দিষ্ট্যা তস্য মহাবাহো কালস্যেবাভিধাবতঃ ।
বধঃ[৩] সুররিপোর্বীর প্রাপ্তশ্চ বিজয়স্ত্বয়া ॥ ২৮ ॥
দত্ত্বা পুণ্যামিমাং বীর সৌম্যামভয়দক্ষিণাম্ ।
কাকুৎস্থ বর্দ্ধসে দিষ্ট্যা জয়েনামিতবিক্রম[৪] ॥ ২৯ ॥
শ্রুত্বা তু বচনং তেষামৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা রামঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ[৫] ॥ ৩০ ॥

২৮। লো-টী। সুররিপোঃ সকাশান্মুক্তঃ বিজয়শ্চ প্রাপ্ত ইতি দিষ্ট্যেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ।
২৯। লো-টী। সৌম্যাং প্রার্থিতাম্ অভয়দক্ষিণাং মুনিভ্যো লোকেভ্য ইতি শেষঃ।

ঋষিসমাগমঃ ॥ ১ ॥

রাবণসদৃশ অন্যান্য বহু রাক্ষসকে নিহত করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

হে সৌম্য, সর্ব্বপ্রাণীর অবধ্য মহামায়াবী ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে নিহত শ্রবণ করিয়া আমাদের বিস্ময় জন্মিয়াছে ॥ ২৭ ॥

হে মহাবাহো, সৌভাগ্যক্রমে কৃতান্তের ন্যায় ধবমান সেই দেবশত্রু ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়া আপনি বিজয়লাভ করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

হে অমিত-পরাক্রমশালী ককুৎস্থবংশোৎপন্ন বীর রামচন্দ্র, সৌভাগ্যবশতঃ আপনি [মুনিদিগকে এবং লোকদিগকে] প্রার্থিত পবিত্র অভয়-দক্ষিণা দান করিয়া বিজয়গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছেন ॥ ২৯ ॥

সমাহিতচিত্ত সেই ঋষিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র পরম বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—॥ ৩০ ॥

১। ছ '-স্তত্ত্বেষ নঃ'। ২। ছ '-দেবানাং'। ৩। ছ 'বধাত্তু ত্রিদশেন্দ্রস্য কৃতমশ্রুপ্রমার্জ্জনম্'। অতঃ পরং ছ 'মুক্তঃ সুররিপোস্ত্বং বৈ প্রাপ্তশ্চ বিজয়স্ত্বয়া' ইত্যধিকম্। ৪। ছ '-বিক্রমঃ'। ৫। অতঃ পরং ছ 'নরান্তকো তু দুর্দ্ধর্ষৌ দেবান্তকনরান্তকৌ। অতিকায়ঞ্চ বলিনং তথা ত্রিশিরসং পুনঃ॥ কুম্ভকর্ণাত্মজৌ বীরৌ তথান্যান রাক্ষসোত্তমান্'॥ ইত্যধিকম্।

মহাবলং কুম্ভকর্ণং রাবণং চ নিশাচরম্।
অতিক্রম্য মহাবীর্য্যং কিং প্রশংসথ রাবণিম্[১] ॥ ৩১ ॥
কীদৃশো[২] বৈ প্রভাবোঽস্য কিং বলং কঃ পরাক্রমঃ।
কেন বা কারণেনৈষ রাবণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩২ ॥
শক্যং যদি ময়া শ্রোতুং ন খল্বাজ্ঞাপয়ামি[৩] বঃ।
যদি গুহ্যং ন চৈতদ্বঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৩৩ ॥
কেন চাস্মৈ বরো দত্তো বালায়ৈব মহামুনে।
কথং শক্রো জিতস্তেন কথং লব্ধবরশ্চ সঃ ॥ ৩৪ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ঋষিসমাগমো নাম
প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

আপনারা মহাবীর কুম্ভকর্ণ এবং প্রবলপরাক্রান্ত নিশাচর রাবণকে অতিক্রম করিয়া রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করিতেছেন কেন? ॥ ৩১ ॥

এই ইন্দ্রজিতের কিরূপ প্রভাব, কি রকম বল অথবা কিরূপ পরাক্রম; কি কারণেই বা ইন্দ্রজিৎ রাবণ হইতে শ্রেষ্ঠ, এই সমস্ত যদি আমি শ্রবণ করিবার যোগ্য হই, তাহা হইলে—আপনাদিগকে আদেশ করিতেছি না, যদি ইহা গোপনীয় না হয়, তবে আপনাদের নিকট হইতে যথার্থ ভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩২-৩৩ ॥

হে মহামুনে, কে তাহাকে শৈশবেই বরপ্রদান করিয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা সে ইন্দ্রকে জয় করিয়াছিল এবং বরলাভ করিয়াছিল? ॥ ৩৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ঋষিসমাগম-নামক
১ম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

১। অতঃপরং ছ 'মহোদরং প্রহস্তঞ্চ বিরূপাক্ষঞ্চ রাক্ষসম্। অতিক্রম্য মহাবীর্য্যান্ কিং প্রশংসথ রাবণিম্' ॥ ইত্যধিকম্। ২। ছ '-দৃশঃ কিংপ্রভাবো বা কিংবলঃ কিংপরা-'। ৩। ছ '-মাহম্'।

(২) দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

এতত্তু বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
কুম্ভযোনির্মহাতেজা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১ ॥
শৃণু রাজন্ যথা বৃত্তং তস্য তেজোবলং মহৎ।
জঘান চ রিপূন্ যেন যথাবধ্যশ্চ শত্রুভিঃ ॥ ২ ॥
অহন্তু[১] রাবণস্যেদং[২] কুলং জন্ম চ রাঘব।
বরপ্রদানং চ যথা তথা সর্ব্বং ব্রবীমি তে[৩] ॥ ৩ ॥
পুরা কৃতযুগে রাম প্রজাপতিসুতঃ প্রভুঃ[৪]।
পুলস্ত্যো নাম বিপ্রর্ষিঃ সাক্ষাদিব হুতাশনঃ ॥ ৪ ॥
নানুকীর্ত্ত্যা গুণাস্তস্য ধর্ম্মতঃ শীলতস্তথা।
প্রজাপতেঃ পুত্র[৫] ইতি শক্যং জ্ঞাতুং[৬] গুণৈর্হি সঃ ॥ ৫ ॥

৫। লো-টী। স গুণৈর্ব্বিশিষ্টঃ প্রজাপতেঃ সুত ইতি জ্ঞাতুং শক্যম্, অতঃ পরং গুণা নানুকীর্ত্ত্যা ইত্যন্বয়ঃ।

মহাতেজস্বী অগস্ত্য মহাত্মা রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া কহিলেন—॥ ১ ॥

রাজন্, সেই রাবণতনয় ইন্দ্রজিত যে প্রকারে শত্রুদিগকে সংহার করিয়াছিল, যেরূপে শত্রুগণের অবধ্য হইয়াছিল এবং যেরূপে তাহার অত্যুগ্র বল-বীর্য্য হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥

হে রাম, আমি রাবণের বংশ, জন্ম এবং যেরূপে সে বরলাভ করিয়াছিল তৎসমস্ত আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি ॥ ৩ ॥

রাম, সত্যযুগে প্রজাপতির পুত্র সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় পুলস্ত্য-নামক এক বিপ্রর্ষি ছিলেন ॥ ৪ ॥

ধর্ম্ম বা আচারবিষয়ে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করা সম্ভব নয়, স্বীয় গুণপ্রভাবে

১। ছ 'স্বরূপং। 'অয়ন্তে' ছ-টি'। ২। ছ '-স্যাহং'। ৩। ছ 'ভোঃ'। ৪। ছ 'শুভঃ'। ৫। ছ 'সুত'। ৬। ছ '-তুমতঃ পরম্'।

স তু ধর্ম্মপ্রসঙ্গেন মেরোঃ পার্শ্বে মহাগিরেঃ।
তৃণবিন্দ্বাশ্রমং গত্বা ন্যবসন্মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৬ ॥
কুর্ব্বতস্তস্য হি তপঃ স্বাধ্যায়নিরতাত্মনঃ।
গত্বাশ্রমপদং রম্যং বিঘ্নং কন্যাঃ প্রকুর্ব্বতে ॥ ৭ ॥
দেবপন্নগকন্যাশ্চ[১] রাজর্ষিতনয়াস্তথা[২]।
ক্রীড়ন্ত্যোঽপ্সরসশ্চৈব তং দেশমুপপেদিরে ॥ ৮ ॥
নিত্যশস্তং প্রদেশং তু গত্বা ক্রীড়ন্তি কন্যকাঃ।
দেশস্য রমণীয়ত্বাৎ পুলস্ত্যো যত্র স দ্বিজঃ ॥ ৯ ॥
গায়ন্ত্যো[৩] বাদয়ন্ত্যশ্চ লাসয়ন্ত্যস্তথৈব চ।
মুনেস্তপস্বিনস্তস্য বিঘ্নং চক্রুরনিন্দিতাঃ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। তৃণাঙ্কেস্তৃণবিন্দোঃ। 'তৃণবিন্দো'রিতি পাঠে নবাক্ষরং ছন্দঃ

তাঁহাকে প্রজাপতির পুত্র বলিয়া জানা যাইত ॥ ৫ ॥

সেই মুনিবর তপস্যা করিবার জন্য মেরু-মহাপর্ব্বতের পার্শ্বে অবস্থিত তৃণবিন্দুর আশ্রমে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

কন্যাগণ বেদপাঠে নিরত তপস্যাকারী সেই পুলস্ত্যমুনির রমণীয় আশ্রমে আসিয়া [তপস্যার] বিঘ্ন করিত ॥ ৭ ॥

দেবতা, নাগ ও রাজর্ষিকন্যাগণ এবং অপ্সরাগণ ক্রীড়া করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইত ॥ ৮ ॥

যে স্থানে সেই দ্বিজ পুলস্ত্য অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানটী রমণীয় বলিয়া কন্যাগণ প্রতিদিন সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া ক্রীড়া করিত ॥ ৯ ॥

সুন্দরী কন্যাগণ গীত, বাদ্য এবং নৃত্য করত তপস্যানিরত সেই পুলস্ত্য মুনির বিঘ্ন উৎপাদন করিত ॥ ১০ ॥

১। ছ 'তত্র'। ২। ছ -'য়াশ্চ যাঃ'। ৩। ছ 'অয়ং শ্লোকো নাস্তি'।

অথ ক্রুদ্ধো মহাতেজা ব্যাজহার মহামুনিঃ।
যা মে দর্শনমাগচ্ছেৎ সা গর্ভং ধারয়েদিতি ॥ ১১ ॥
তাস্তু সর্ব্বাঃ প্রতিগতাঃ শ্রুত্বা বাক্যং মহামুনেঃ[১]।
ব্রহ্মশাপভয়াদ্ভীতা ন তং দেশং সিষেবিরে ॥ ১২ ॥
তৃণবিন্দোস্তু রাজর্ষের্দুহিতা ন তদাশৃণোৎ[২]।
গত্বাশ্রমপদং তস্য সা চচার তু[৩] নির্ভয়া ॥ ১৩ ॥
তস্মিন্নেব তু কালে স প্রাজাপত্যো মহামুনিঃ।
স্বাধ্যায়মকরোত্তত্র তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ ॥ ১৪ ॥
তস্য বেদধ্বনিং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা তং চ তপোধনম্।
অভবৎ পাণ্ডুদেহা সা সুব্যঞ্জিতশরীরজা ॥ ১৫ ॥

১৩। লো-টী। তদাশৃণোৎ তৎ তং শাপং ন আশৃণোৎ।
১৪। লো-টী। তপসা দ্যোতিতা উজ্জ্বলা প্রভা কান্তির্যস্য সঃ। স্বাধ্যায়ো বেদপাঠঃ।
১৫। লো-টী। সুব্যঞ্জিতশরীরজা সুষ্ঠু ব্যঞ্জিতোঽভিব্যক্তঃ শরীরজো গর্ভো যস্যাঃ সা।

অনন্তর [একদিন] মহাতেজস্বী মহামুনি পুলস্ত্য ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, যে আমাকে দর্শন করিবে সে [তৎক্ষণাৎ] গর্ভ ধারণ করিবে ॥ ১১ ॥

সেই কন্যাগণ মহামুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিল; ব্রহ্মশাপের ভয়ে ভীত হইয়া সেইস্থানে আর আগমন করিল না ॥ ১২ ॥

রাজর্ষি তৃণবিন্দুর দুহিতা সেই কথা শুনিতে পায় নাই, সে তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

সেই সময়ে তপঃপ্রভাবে উজ্জ্বলকান্তি প্রজাপতিপুত্র মহামুনি পুলস্ত্য বেদপাঠ করিতেছিলেন ॥ ১৪ ॥

রাজর্ষিকন্যা তাঁহার বেদধ্বনি শ্রবণপূর্ব্বক সেই তপোধনকে দর্শন করিবামাত্র

১। ছ 'মহাত্মনঃ'। ২। ছ 'তথা-'। ৩। ছ 'মুনি-'।

বভূব চ সমুদ্বিগ্না দৃষ্ট্বা তদ্রূপমাত্মনঃ।
ইদং মে কিং[1] ত্বিতি জ্ঞাত্বা পিতুর্গত্বাশ্রমং স্থিতা ॥ ১৬ ॥
তাং তু দৃষ্ট্বা তথাভূতাং তৃণবিন্দুরথাব্রবীৎ।
কিং[2] ত্বমেতদসদৃশং ধারয়স্যাত্মনো বপুঃ ॥ ১৭ ॥
সাথ কৃতাঞ্জলির্দীনা কন্যোবাচ তপোধনম্।
ন জানে কারণং তাত যেন মে রূপমীদৃশম্ ॥ ১৮ ॥
কিন্তু পূর্ব্বং গতাস্ম্যেকা মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
পুলস্ত্যস্যাশ্রমপদমন্বেষ্টুং স্বসখীজনম্ ॥ ১৯ ॥
ন চ পশ্যাম্যহং[3] তত্র কাঞ্চিদভ্যাগতাং সখীম্।
রূপস্য তু বিপর্য্যাসং লব্ধ্বাহমিহাগতা ॥ ২০ ॥

১৬। লো-টী। কিং ত্বিতি বিতর্কে 'ইদং কিং স্বি'দিতি বা পাঠঃ।
১৯। লো-টী। ভাবিতঃ শোধিতান্তঃকরণঃ।

তাহার শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল ॥ ১৫ ॥

সে নিজের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া 'আমার এ কি হইল' এই ভাবিয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে পিতার আশ্রমে গমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥

অনন্তর 'তৃণবিন্দু' কন্যার তাদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া বলিলেন, তোমার শরীর এরূপ বিসদৃশ হইয়াছে কেন? ॥ ১৭ ॥

সেই কন্যা নিতান্ত দীনভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিল, পিতঃ, কি কারণে আমার এরূপ আকৃতি হইল, তাহা আমি জানি না ॥ ১৮ ॥

কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমি একাকিনী তপস্যানিরত মহর্ষি পুলস্ত্যের আশ্রমে স্বীয় সখীদিগকে অন্বেষণ করিতে গিয়াছিলাম ॥ ১৯ ॥

আমি সেখানে কোন সখীকে দেখিতে পাই নাই, এইরূপ আকৃতি-বিপর্য্যয় লাভ করিয়াই গৃহে আসিয়াছি ॥ ২০ ॥

১। ছ 'কিন্ত্বিতি'। ২। ছ 'কিমেতদীদৃশং রূপং ধারয়স্যাত্মনো বপুঃ'। ৩। ছ 'চাপশ্যম-'।

তৃণবিন্দুস্তু রাজর্ষিস্তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ।
ধ্যানং বিবেশ তচ্চাপি দদর্শ মুনিশাপজম্ ॥ ২১ ॥
স তু বিজ্ঞায় তং শাপং মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
তনয়াসহিতো গত্বা পুলস্ত্যমিদমব্রবীৎ ॥ ২২ ॥
ভগবংস্তনয়াং [২]মে ত্বং গুণৈঃ স্বৈরেব ভূষিতাম্।
ভিক্ষাং প্রতিগৃহাণেমাং [৩]মহর্ষে স্বয়মুদ্যতাম্ ॥ ২৩ ॥
তপশ্[৪]চরণযুক্তস্য শ্রাম্যমাণেন্দ্রিয়স্য তে।
শুশ্রূষাতৎপরা নিত্যং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥
এবং ব্রুবাণং তং [৫]বাক্যং [৬]মহর্ষিং ধার্ম্মিকং তদা।
প্রতিগৃহ্যাব্রবীৎ কন্যাং বাঢ়মিত্যেব স দ্বিজঃ ॥ ২৫ ॥

২৩। লো-টী। উদ্যতামানীতাম্।

২৪। লো-টী। শ্রাম্যমাণানি শ্রান্তানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য তস্য, শুশ্রূষায়াং তৎপরা অন্বিতা।

তপঃপ্রভাবে উজ্জ্বলকান্তি রাজর্ষি তৃণবিন্দু ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন, মুনির শাপে তাহা হইয়াছে ॥ ২১ ॥

তিনি শুদ্ধচেতাঃ মহর্ষি পুলস্ত্যের সেই অভিশাপের বিষয় অবগত হইয়া কন্যার সহিত তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—॥ ২২ ॥

ভগবন্ মহর্ষে, স্বীয় গুণে বিভূষিতা আমার এই তনয়াকে আপনি স্বতঃপ্রদত্ত ভিক্ষারূপে গ্রহণ করুন ॥ ২৩ ॥

মহর্ষে, তপস্যা করিয়া আপনার শরীর (ইন্দ্রিয়=হস্তপদাদি) ক্লান্ত হইলে এই কন্যা সর্ব্বদা আপনার শুশ্রূষা করিবে, সন্দেহ নাই ॥ ২৪ ॥

ধার্ম্মিক মহর্ষি তৃণবিন্দু এইরূপ বলিলে সেই দ্বিজবর পুলস্ত্য কন্যাটীকে গ্রহণ

১। ছ 'ভাবিতঃ স্বয়ম্'। ২। চ 'ত্বং মে'। ৩। ছ ' ['। ৪। ছ -'খিন্নস্য'। ৫। ছ 'চৈব'। ৬। ছ 'রাজর্ষিং।

দত্ত্বাথ স গতঃ কন্যাং স্বমাশ্রমপদং নৃপ[১]।
সাপি তত্রাবসৎ সাধ্বী তোষয়ন্তী পতিং গুণৈঃ ॥ ২৬ ॥
তস্যাশ্চ শীলবৃত্তাভ্যাং তুতোষ মুনিপুঙ্গবঃ।
প্রীতঃ স তু মহাতেজা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ২৭ ॥
পরিতুষ্টোঽস্মি তে ভদ্রে গুণানাং সম্পদা ভৃশম্।
তুষ্টশ্চ বিতরাম্যদ্য পুত্রমাত্মসমং তব।
উভয়োর্ব্বংশকর্ত্তারং পৌলস্ত্যমিতি বিশ্রুতম্ ॥ ২৮ ॥
যস্মাত্তু[২] বিশ্রুতো বেদস্ত্বয়েহাধ্যয়তো মম।
তস্মাৎ স বিশ্রবা নাম ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥

২৬। লো-টী। নৃপ হে রাম।
২৮। লো-টী। বিতরামি দদামি উভয়োর্ঋক্ষরক্ষসোঃ

করিয়া বলিলেন 'তথাস্তু' ॥ ২৫ ॥

রাজন্, তৃণবিন্দু পুলস্ত্যকে কন্যা প্রদান করিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন এবং সেই সাধ্বী কন্যাও স্বীয়গুণে স্বামীকে সন্তুষ্ট করত সেই আশ্রমে বাস করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥

মুনিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্য তাহার স্বভাব এবং ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলেন। মহাতেজস্বী সেই মুনি প্রীত হইয়া তাহাকে এই কথা বলিলেন—॥ ২৭ ॥

ভদ্রে, তোমার গুণগ্রামে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব আজ আমাদের উভয়ের বংশপ্রবর্ত্তক 'পৌলস্ত্য'নামে বিখ্যাত আমার তুল্য একটি পুত্র তোমাকে প্রদান করিব ॥ ২৮ ॥

আমার বেদাধ্যয়ন সময়ে তুমি বেদ শ্রবণ করিয়াছ বলিয়া তোমার সেই পুত্রের নাম 'বিশ্রবাঃ' হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ২৯ ॥

১। ক 'নৃপঃ'। ২। ছ '-ত্তা বে- দাস্ত্বয়ৈবাভ্যস্ততো মম'।

এবমুক্তা তু সা কন্যা প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
অচিরেণৈব কালেন[১] সূতা বিশ্রবসং সুতম্ ॥ ৩০ ॥
স তু লোকত্রয়খ্যাতঃ শৌচধর্ম্মব্যবস্থিতঃ[২]।
দ্যুতিমান্ সমদর্শী চ ব্রতাচার[৩]রতস্তথা[৪]।
পিতেব তপসা যুক্তো বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৩১ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বিশ্রবস উৎপত্তির্নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

[লো-টী।] ভূভারান্তকরঃ ভূভারান্তং ভূভারস্বরূপো রাবণস্তৎকরস্তদুৎপাদকঃ। 'অন্তং স্বরূপে নাশে না ন স্ত্রী শেষেঽন্তিকে ত্রিষ্বি'তি কোষঃ। 'পূর্ব্বাচারকর' ইতি বা পাঠঃ।

বিশ্রবস উৎপত্তিঃ ॥ ২ ॥

তিনি এইরূপ বলিলে সেই কন্যা সন্তুষ্টচিত্তে অচিরকাল মধ্যে 'বিশ্রবাঃ' নামক পুত্র প্রসব করিল ॥ ৩০ ॥

ত্রিভুবনবিখ্যাত শৌচধর্ম্মপরায়ণ দীপ্তিশালী সমদর্শী আচার ও নিয়মনিষ্ঠ সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রবাঃ পিতার ন্যায় তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন ॥ ৩১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বিশ্রবার উৎপত্তিনামক
২য় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

১। ছ '-নাসূত বিশ্র-'। ২। ছ -'সমন্বিতঃ'। ৩। ছ '-রুচি-'। ৪। অতঃ পরং ছ 'সত্যবাক্যঃ কৃতজ্ঞশ্চ দ্যুতিমান্ ধৃতিমান্ বলী'। ইত্যধিকম্।

(৩) তৃতীয়ঃ সর্গঃ

অথ পুত্রঃ পুলস্ত্যস্য বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ।
অচিরেণৈব কালেন পিতেব তপসি স্থিতঃ ॥ ১ ॥
সত্যবাক্ শীলবান্ দক্ষঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ।
সর্ব্বভূতেষু[1] সংসক্তো নিত্যং ধর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ২ ॥
[2]জ্ঞাত্বা তস্য তু তদ্ বৃত্তং ভরদ্বাজো মহামুনিঃ।
দদৌ বিশ্রবসে ভার্য্যাং স্বাং সুতাং বরবর্ণিনীম্ ॥ ৩
প্রতিগৃহ্য তু ধর্ম্মেণ ভরদ্বাজসুতাং তদা।
মুদা পরময়া যুক্তো বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৪ ॥
স তস্যাং বীর্য্যসম্পন্নমপত্যং পরমাদ্ভুতম্।
জনয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞঃ[3] সর্ব্বৈরার্য্যগুণৈর্যুতম্ ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। সংসক্তঃ কৃপাযুক্তঃ।

৩। লো-টী। বরবর্ণিনীং স্ত্রীরত্নম্। 'স্ত্রীরত্নে চ হরিদ্রায়াং লক্ষায়াং বরবর্ণিনী' ইতি হারাবলী।

৫। লো-টী। আত্মানম্ 'অপত্যং' বা পাঠঃ।

[লো-টী।] অত্র চাপত্যে বুদ্ধ্যা শ্রেয়শ্চিন্তয়ন্ 'অত্র বুদ্ধিং চ দৃষ্ট্বা ধনাধ্যক্ষো ভবেদিতি উক্তবান্ ইতি শেষঃ।

সত্যবাদী সচ্চরিত্র চতুর বেদাধ্যয়নশীল সদাচারসম্পন্ন সর্ব্বভূতে দয়াবান্ সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ পুলস্ত্যপুত্র মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রবাঃ অল্পদিনের মধ্যেই পিতার তুল্য তপস্বী হইয়া উঠিলেন ॥ ১-২ ॥

মহামুনি ভরদ্বাজ বিশ্রবার তাদৃশ চরিত্র অবগত হইয়া তাঁহাকে নারীকুল-ললামভূতা স্বীয় দুহিতাকে সম্প্রদান করিলেন ॥ ৩ ॥

তখন মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রবাঃ ধর্ম্মানুসারে ভরদ্বাজকন্যাকে গ্রহণ (বিবাহ) করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন ॥ ৪ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ বিশ্রবাঃ সেই ভার্য্যার গর্ভে সমস্ত আর্য্যগুণসম্পন্ন অত্যদ্ভুত বলবান্

১। '-ষ্বসংসক্তো'। ২। ছ 'চ তস্য তদ্'। ৩। ছ -'জ্ঞং'।

তস্মিন্ জাতে তু সন্তুষ্টঃ[১] স বভূব পিতামহঃ।
নাম তস্যাকরোৎ[২] প্রীতঃ সার্দ্ধং দেবর্ষিভিস্তদা ॥ ৬ ॥
যস্মাদ্বিশ্রবসোঽপত্যং সাদৃশ্যাদ্বিশ্রবা ইব।
তস্মাদ্বৈশ্রবণো নাম ভবিষ্যত্যেষ বিশ্রুতঃ ॥ ৭ ॥
স তু বৈশ্রবণস্তস্য তপোবনগতস্তথা[৩]।
[৪]ব্যবর্দ্ধত মহাতেজা হুতাহুতিরিবানলঃ ॥ ৮ ॥
তস্যাশ্রমপদস্থস্য বুদ্ধির্জজ্ঞে মহাত্মনঃ।
চরিষ্যে নিয়তো ধর্ম্মং ধর্ম্মো হি পরমা গতিঃ ॥ ৯ ॥
ততো বর্ষসহস্রাণি তপস্তেপে মহাবনে[৫]।
পূর্ণে পূর্ণে সহস্রে তু[৬] তাং তাং বৃত্তিমবর্ত্তত ॥ ১০ ॥

[লো-টী।] বুদ্ধ্যা কীদৃশ্যা? প্রজাবেক্ষিতয়া, ইয়ং মম প্রজা সন্ততিরিত্যবেক্ষিতং অবেক্ষণং যস্যাস্তয়া।

৯। লো-টী। আশ্রমপদম্ আশ্রমস্থানং তৎস্থস্য।

পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ৫ ॥

সেই পুত্র জন্মিলে পিতামহ সন্তুষ্ট হইয়া দেবর্ষিগণের সহিত তাহার নামকরণ করিলেন ॥ ৬ ॥

যে হেতু বিশ্রবার পুত্র আকৃতিতে বিশ্রবার ন্যায়ই হইয়াছে, অতএব এই বালক 'বৈশ্রবণ' নামে বিখ্যাত হইবে ॥ [illegible] ॥

সেই বৈশ্রবণ বিশ্রবার তপোবনে অবস্থান করিয়া আহুতি প্রদানে প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় মহাতেজস্বী হইয়া বর্দ্ধিত হইলেন ॥ ৮ ॥

আশ্রমে অবস্থিতিকালে সেই মহাত্মা বৈশ্রবণের এইরূপ বুদ্ধি হইল যে, 'ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠগতি, অতএব আমি নিয়মান্বিত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব ॥ ৯ ॥

পরে তিনি ভীষণ অরণ্যমধ্যে বহুসহস্র বর্ষ তপস্যা করিলেন—এক এক সহস্র

১। ছ 'সংহৃষ্টঃ'। ২। ক 'চাস্যা-'। ৩। -'স্তদা'। ৪। ছ 'অবর্দ্ধতাহুতিহুতো মহাতেজা যথানলঃ'। । ছ 'চতুর্দ্দশ'। ৬। ছ 'চ'।

জলাশী মারুতাহারো নিরাহারস্তথৈব চ।
এবং বর্ষসহস্রাণি গতান্যস্যৈকবর্ষবৎ ॥ ১১ ॥
১
অথ প্রীতো মহাতেজাঃ সেন্দ্রৈর্দ্দেবগণৈঃ সহ।
গত্বাশ্রমপদং তস্য ব্রহ্মেদং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১২ ॥
২
পরিতুষ্টোঽস্মি তে বৎস কর্ম্মণানেন সুব্রত।
বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে বরার্হস্ত্বং হি মে মতঃ ॥ ১৩ ॥
অথাব্রবীদ্বৈশ্রবণঃ পিতামহমুপস্থিতম্।
৩
ভগবঁল্লোকপালত্বমিচ্ছেয়ং ধনরক্ষণম্ ॥ ১৪ ॥
ততোঽব্রবীদ্বৈশ্রবণং পরিতুষ্টেন চেতসা।
ব্রহ্মা সহ সুরৈঃ সর্ব্বৈর্ব্বাঢ়মিত্যেব হৃষ্টবৎ ॥ ১৫ ॥

বর্ষ পূর্ণ হইলে এক একটী নিয়ম অবলম্বন করিতে লাগিলেন—॥ ১০ ॥

জলাহার, বায়ু আহার এবং অনাহারে তাঁহার বহু-সহস্র বৎসর একটী বৎসরের ন্যায় অতিবাহিত হইল ॥ ১১ ॥

অনন্তর মহাতেজস্বী ব্রহ্মা প্রীত হইয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণের সহিত তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়া এই কথা বলিলেন—॥ ১২ ॥

বৎস, তোমার এই কর্ম্মে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। হে সুব্রত, তুমি আমার মতে বরদানের যোগ্যপাত্র, অতএব বর প্রার্থনা কর, তোমার মঙ্গল হইবে ॥ ১৩ ॥

তাহা শুনিয়া বৈশ্রবণ পিতামহকে কহিলেন, ভগবন্, আমি ধন রক্ষা করিতে এবং লোকপাল হইতে ইচ্ছা করি ॥ ১৪ ॥

তখন ব্রহ্মা দেবগণের সহিত সন্তুষ্টচিত্তে বৈশ্রবণের প্রার্থনায় অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন—॥ ১৫ ॥

১। চ '-ন্দ্রৈঃ সুর-'। ২। চ -'ণৈতেন'। ৩। চ 'বিত্ত-'।

অহং হি লোকপালানাং চতুর্থং স্রষ্টুমুদ্যতঃ।
যমেন্দ্রবরুণানাং বৈ[1] পদং তৎ তব চেপ্সিতম্ ॥ ১৬ ॥
তৎ কৃতং গচ্ছ ধর্ম্মজ্ঞ ধনেশত্বমবাপ্নুহি।
যমেন্দ্রবরুণানাং ত্বং[2] চতুর্থোঽদ্য ভবিষ্যসি ॥ ১৭ ॥
এতচ্চ পুষ্পকং নাম বিমানং সূর্য্যসন্নিভম্।
প্রতিগৃহ্ণীষ্ব যানার্থে ত্রিদশৈঃ সমতাং ব্রজ ॥ ১৮ ॥
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামঃ সর্ব্ব এব যথাগতম্।
কৃতকৃত্যা বয়ং তাত তব দত্ত্বা মহাবরম্।
ইত্যুক্ত্বা স যযৌ ব্রহ্মা সহ দেবৈর্নভস্তলম্ ॥ ১৯ ॥
গতেষু ব্রহ্মপূর্ব্বেষু দেবেষ্বথ[3] মহাত্মসু।
ধনেশঃ পিতরং প্রোচে[4] বিনয়াৎ প্রণতো বচঃ ॥ ২০ ॥

১৬-১৭। লো-টী। যমেন্দ্রবরুণানাং যৎ লোকপালত্বং দত্তং তৎ তবাপীপ্সিতং কৃতম্, অতো গচ্ছ গৃহমিতার্থঃ।

আমি যম, ইন্দ্র এবং বরুণ,—ইহাদের পরবর্ত্তী চতুর্থ লোকপাল সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছি ; [দেখিতেছি,] সেই পদ তোমারও অভীপ্সিত ; যাও, তাহাই করিলাম (অর্থাৎ তোমাকে লোকপালত্ব প্রদান করিলাম), হে ধর্ম্মজ্ঞ, তুমি আজ ধনেশ্বরত্ব লাভ করিয়া যম, ইন্দ্র এবং বরুণের [সহিত গণনায় পরবর্ত্তী] চতুর্থ [লোকপাল]হইবে ॥ ১৬-১৭ ॥

তুমি সূর্য্যতুল্য উজ্জ্বল এই পুষ্পকনামক বিমান যানার্থে গ্রহণ করিয়া দেবগণের সাদৃশ্য লাভ কর ॥ ১৮ ॥

বৎস, তোমার মঙ্গল হউক, আমরা সকলেই স্বস্থানে প্রস্থান করি ; তোমাকে এই উত্তম বর প্রদান করিয়া আমরা কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছি। এই বলিয়া সেই ব্রহ্মা দেবগণের সহিত নভোমণ্ডলে গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥

পিতামহ-পুরঃসর মহাত্মা দেবগণ গমন করিলে 'ধনাধিপতি' সবিনয়ে প্রণত হইয়া পিতাকে বলিলেন—॥ ২০ ॥

১। ক 'যৎ'। ২। ছ 'বৈ'। ৩। ছ 'দেবেষু চ'। ৪। ছ 'প্রাহ'।

ভগবঁল্লব্ধবানস্মি বরং কমলযোনিতঃ।

নিবাসং ন তু মে দেবো বিদধে স প্রজাপতিঃ ॥ ২১ ॥

তৎ পশ্য ভগবন্ কঞ্চিদ্দেশং বাসায় মে[১] প্রভো।

ন চ পীড়া ভবেদ্ যত্র প্রাণিনো যস্য কস্যচিৎ ॥ ২২ ॥

এবমুক্তস্তু পুত্রেণ বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ।

বিচিন্ত্য[২] তত্র ধর্ম্মজ্ঞঃ[৩] শ্রূয়তামিত্যথাব্রবীৎ ॥ ২৩ ॥

[৪]দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে ত্রিকূটো নাম পর্ব্বতঃ।

তস্যাগ্রে তু বিশালা সা মহেন্দ্রস্য পুরী যথা ॥ ২৪ ॥

লঙ্কা নাম পুরী রম্যা নির্ম্মিতা বিশ্বকর্ম্মণা।

রাক্ষসানাং নিবাসার্থং যথেন্দ্রস্যামরাবতী।

তত্র ত্বং বস ভদ্রং তে রংস্যসে[৫] তত্র নিত্যশঃ ॥ ২৫ ॥

ভগবন্, আমি ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ করিয়াছি, কিন্তু সেই প্রজাপতি আমার বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দেন নাই ॥ ২১ ॥

হে প্রভো, ভগবন্, যেস্থানে কোন প্রাণীরই পীড়া না হয়, তাদৃশ একটী স্থান আমার বাসের জন্য অনুসন্ধান করুন ॥ ২২ ॥

পুত্র এইরূপ বলিলে মুনিশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞ বিশ্রবাঃ চিন্তা করিয়া বলিলেন, ‘শ্রবণ কর’—॥ ২৩ ॥

দক্ষিণসমুদ্রের তীরে ত্রিকূট নামে এক পর্ব্বত আছে, তাহার শিখরে ইন্দ্রপুরীর ন্যায় এক বিশাল নগরী আছে ॥ ২৪ ॥

ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় সেই রমণীয় বিশাল লঙ্কানগরী বিশ্বকর্ম্মা রাক্ষসদিগের বাস করিবার জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তুমি সেইস্থানে বাস কর, সেখানে সর্ব্বদা সন্তোষলাভ করিবে, তোমার মঙ্গল হইবে ॥ ২৫ ॥

১। ছ ‘নঃ’। ২। ছ ‘বচনং’। ৩। ছ ‘-জ্ঞং’। ৪। ছ ‘অয়ং শ্লোকো নাস্তি’। ৫। ক ‘রংস্যসি’।

রমণীয়া পুরী সা হি রুক্মবৈদূর্য্যতোরণা।
রাক্ষসৈঃ সা তু সংত্যক্তা পুরা বিষ্ণুভয়ার্দ্দিতৈঃ ॥ ২৬ ॥
শূন্যা রক্ষোগণৈঃ সর্ব্বৈ রসাতলতলং গতৈঃ।
শূন্যা[১] সম্প্রতি লঙ্কা সা প্রভুস্তস্যা ন বিদ্যতে ॥ ২৭ ॥
স ত্বং তত্র নিবাসায় গচ্ছ[২] পুত্র যথাসুখম্।
নির্দ্দোষস্তত্র তে বাসো ন[৩] বাধস্তত্র কস্যচিৎ ॥ ২৮ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা তু ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মিষ্ঠং বচনং পিতুঃ।
নিবেশয়ামাস তদা লঙ্কাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি ॥ ২৯ ॥
নৈর্ঋতানাং সহস্রৈস্তু[৪] মুদিতৈর্ব্বহুভিস্তদা।
অচিরেণৈব কালেন সংপূর্ণা তস্য শাসনাৎ ॥ ৩০ ॥

২৯। লো-টী। লঙ্কাং নিবেশয়ামাস স্বগণান্ প্রবেশয়ামাস।

বৈশ্রবণবরপ্রদানম্ ॥ ৩ ॥

সুবর্ণ এবং বৈদূর্য্যমণিদ্বারা নির্ম্মিত-তোরণবিশিষ্টা সেই রমণীয়া লঙ্কানগরী পুরাকালে রাক্ষসগণ বিষ্ণুর ভয়ে পীড়িত হইয়া পরিত্যাগ করিয়াছে ॥ ২৬ ॥

রসাতলে গমনকারী সমস্ত রাক্ষসকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা সেই লঙ্কানগরী বর্ত্তমানে জনশূন্য হইয়া আছে এবং তাহার রাজা (মালিক) কেহ নাই ॥ ২৭ ॥

বৎস, তুমি সেইস্থানে স্বচ্ছন্দে বাস করিবার জন্য গমন কর, তোমার সেই স্থানে অবস্থান নিরুপদ্রব হইবে, সেখানে কাহারও পীড়া ঘটিবে না ॥ ২৮ ॥

ধর্ম্মাত্মা বৈশ্রবণ পিতার এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া পর্ব্বতশিখরে [উপনিবেশ স্থাপন করত পূর্ব্ববৎ] লঙ্কানগরী প্রতিষ্ঠিত করিলেন ॥ ২৯ ॥

সেই লঙ্কানগরী তাঁহার শাসনগুণে অচিরকাল মধ্যেই বহু-সহস্র সন্তুষ্ট রাক্ষসে পরিপূর্ণ হইল ॥ ৩০ ॥

১। ছ 'ইদমর্দ্ধং নাস্তি'। ২। ছ 'রোচয়স্ব মতিং স্বকাম্'। ৩। ছ 'ন চ বাধাস্তি'। ৪। ছ '-স্রৈঃ সা'।

স তু তত্রাবসৎ প্রীতো ধর্ম্মাত্মা নৈঋ[1]তৈঃ সহ।
সমুদ্রপরিখায়াং হি লঙ্কায়াং বিশ্রবঃসুতঃ॥ ৩১॥
কালে কালে স তু তদা পুষ্পকেণ ধনেশ্বরঃ।
অভ্যগচ্ছদ্বিনীতাত্মা পিতরং মাতরং চ[2] হি॥ ৩২॥
স দেবগন্ধর্ব্বগণৈরভিষ্টুত-
স্তথাপ্সরোনৃত্যবিভূষিতালয়ঃ।
গভস্তিভিঃ সূর্য্য ইবৌজসা[3] বৃতঃ
পিতুঃ সমীপং প্রযযৌ ধনাধিপঃ॥ ৩৩॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বৈশ্রবণবরপ্রদানং নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ॥ ৩॥

সেই ধর্ম্মাত্মা বৈশ্রবণ সমুদ্রপরিবেষ্টিত লঙ্কানগরীতে রাক্ষসগণের সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন॥ ৩১॥

মধ্যে মধ্যে সেই ধনাধিপতি বৈশ্রবণ (কুবের) পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া বিনীত ভাবে মাতাপিতার নিকট আসিতেন॥ ৩২॥

সেই ধনাধিপতি কিরণমালামণ্ডিত সূর্য্যের ন্যায় তেজোদীপ্ত হইয়া পিতার নিকটে গমন করিতেন, দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তব করিতেন। অপ্সরাগণের নৃত্যে তাঁহার গৃহ অলঙ্কৃত হইত॥ ৩৩॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বৈশ্রবণ বরপ্রদান-নামক ৩য় সর্গ সমাপ্ত॥ ৩॥

১। ক '-ঙর্ভভঃ'। ২। ছ 'তথা'। ৩। ছ 'ইবামিতৌজসঃ'।

(৪) চতুর্থঃ সর্গঃ

শ্রুত্বাগস্ত্যেরিতং বাক্যং রামো বিস্ময়মাগতঃ।
লঙ্কেতি[১] পূর্ব্বমপ্যাসীদ্রাক্ষসানামিয়ং[২] পুরী ॥ ১ ॥
ততঃ শিরঃ কম্পয়িত্বা রামোঽগ্নিসমবিগ্রহঃ[৩]।
অগস্ত্যং স মুহুর্দৃষ্ট্বা স্ময়মানোঽভ্যভাষত ॥ ২ ॥
ভগবন্ পূর্ব্বমপ্যেষা[৪] লঙ্কাভূৎ[৫] পিশিতাশিনাম্।
ইতীদং ভবতঃ শ্রুত্বা জাতো মে বিস্ময়ঃ[৬] পরঃ ॥ ৩ ॥
পুলস্ত্যবংশাদুদ্ভূতা[৭] রাক্ষসা ইতি নঃ শ্রুতম্।
ইদানীমন্যতশ্চাপি সম্ভবঃ কীর্ত্তিতস্ত্বয়া ॥ ৪ ॥
রাবণাৎ কুম্ভকর্ণাচ্চ প্রহস্তাদ্বিকটাদপি।
রাবণস্য চ পুত্রেভ্যঃ কিন্নু তে বলবত্তরাঃ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। ইতিদ্বয়াদিকং হর্ষেণ।

'এই লঙ্কানগরী পূর্ব্বেও রাক্ষসদিগের বাসভূমি ছিল' অগস্ত্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র বিস্মিত হইলেন ॥ ১ ॥

অনন্তর মূর্ত্তিমান্ অগ্নিসদৃশ রামচন্দ্র মস্তক কম্পন পূর্ব্বক অগস্ত্যকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া স্মিতহাস্য সহকারে বলিলেন—॥ ২ ॥

ভগবন্, এই লঙ্কানগরী পূর্ব্বেও রাক্ষসদিগের ছিল, ইহা আপনার নিকট হইতে শুনিয়া আমার অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিয়াছে ॥ ৩ ॥

রাক্ষসগণ পুলস্ত্যবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ইহাই আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু সম্প্রতি আপনি বংশান্তর হইতেও [পূর্ব্বে] রাক্ষসদিগের উৎপত্তির কথা বলিলেন ॥ ৪ ॥

রাবণ, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত, বিকট এবং রাবণের পুত্রগণ হইতেও কি তাহারা অধিকতর বলবান্ ছিল ? ॥ ৫ ॥

১। ছ -'স্কেয়ং'। ২। ছ '-মিতীব হি'। ৩। ছ 'ত্রিরগ্নিসমবিগ্রহম্'। ৪। ক '-মেবৈষা'। ৫। ছ -'সীৎ'। ৬। ছ 'পুনঃ'। ৭। ছ '-দুৎপন্না'।

ক এষাং পূর্ব্বকো ব্রহ্মন্ কিংনামা[১] কিংবলাশ্চ তে।
অপরাধং চ কং প্রাপ্য বিষ্ণুনা দ্রাবিতাঃ[২] কথম্ ॥ ৬ ॥
এতদ্বিস্তরতঃ সর্ব্বং কথয়স্ব মমানঘ।
কৌতূহলমিদং ত্বং মে নুদ ভানুর্যথা তমঃ ॥ ৭ ॥
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা[৩] সংস্কারালঙ্কৃতং শুভম্।
ঈষদ্বিস্ময়মানস্তু তমগস্ত্যোঽভ্যভাষত ॥ ৮ ॥
প্রজাপতিঃ পুরা সৃষ্ট্বা অপো[৪] রাঘবনন্দন।
তাসাং গোপায়নে সত্ত্বানসৃজৎ পদ্মসম্ভবঃ ॥ ৯ ॥
তে সত্ত্বাঃ সত্ত্বকর্ত্তারং বিনীতবদুপস্থিতাঃ।
কিং কুর্ম্ম ইত্যভাষন্ত ক্ষুৎপিপাসাভয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। কিং নাম যেষাং তে কিন্নামানঃ অস্ত্রীলিঙ্গেঽপি ডাদেশঃ। 'কিন্না-মানো বলোৎকটা' ইতি বা পাঠঃ।

৭। লো-টী। নুদ দূরীকুরু।

ব্রহ্মন্, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ কে ছিল এবং তাহার নাম কি? তাহাদের কিরূপ বল ছিল এবং কোন্ অপরাধে ও কিরূপে রাক্ষসগণ বিষ্ণুকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

হে অনঘ, এই সমস্ত সবিস্তারে আমার নিকট বলিয়া সূর্য্য যেমন অন্ধকার দূর করেন, সেইরূপ আপনি আমার কৌতূহল দূর করুন ॥ ৭ ॥

রামচন্দ্রের এই সুপরিশুদ্ধ উত্তম বাক্য শ্রবণ করিয়া অগস্ত্য ঈষৎ বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—॥ ৮ ॥

হে রঘুনন্দন, পুরাকালে পদ্মযোনি প্রজাপতি জল সৃজন করিয়া তাহার রক্ষার্থ প্রাণিসমূহ সৃজন করিলেন ॥ ৯ ॥

সেই প্রাণিগণ ক্ষুধা, পিপাসা এবং ভয়ে প্রপীড়িত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার

১। ছ '-নামানশ্চ কিংবলাঃ'। ২। ছ 'বাধিতাস্ততঃ'। ৩। ছ 'ততঃ'। ৪। ক 'আপো'।

[১]প্রজাপতিস্তু তান্ প্রাহ সর্ব্বাংশ্চ প্রহসন্নিব ।
আভাষ্যাপঃ [২]প্রযত্নেন রক্ষধ্বমিতি মানদাঃ ॥ ১১ ॥
রক্ষাম ইতি তত্রান্যৈঃ [৩]ক্ষিণুমশ্চেত্যথাপরৈঃ ।
ক্ষুধিতাক্ষুধিতৈরুক্ত[৪]স্ততস্তান্ প্রাহ ভূতকৃৎ ॥ ১২ ॥
[৫]ক্ষিণুম ইতি যৈরু[৬]ক্তং তে তু যক্ষা ভবন্তু বঃ ।
রক্ষাম ইতি যৈরুক্তং রাক্ষসাস্তে ভবন্তু বঃ ॥ ১৩ ॥
[৭]তত্র হেতিঃ প্রহেতিশ্চ রাক্ষসৌ ভ্রাতরাবুভৌ ।
মধু-কৈটভসঙ্কাশৌ বভূবতুররিন্দমৌ ॥ ১৪ ॥
প্রহেতির্ধার্ম্মিকস্তত্র ন দারা[৮]নভিকাঙ্ক্ষতি ।
হেতির্দ্দারক্রিয়ার্থং তু যত্নং পরমথাকরোৎ ॥ ১৫ ॥

১১। লো-টী। হে মানদাঃ।
১২। লো-টী। রক্ষাম ইত্যক্ষুধিতৈঃ ক্ষিণুমঃ ক্ষয়ং কুর্ম্ম ইতি ক্ষুধিতৈঃ।

নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—'আমরা কি করিব ?' ॥ ১০ ॥

প্রজাপতি ব্রহ্মা হাসিতে হাসিতে তাহাদের সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা যত্নসহকারে সসম্মানে জল রক্ষা কর ॥ ১১ ॥

তখন তাহাদের মধ্যে অক্ষুধার্ত্ত প্রাণিগণ 'রক্ষা করিব' বলিলে এবং অপর কতকগুলি ক্ষুধার্ত্ত প্রাণী 'ক্ষয় করিব' বলিলে ব্রহ্মা তাহাদিগকে বলিলেন— ॥ ১২ ॥

তোমাদের মধ্যে যাহারা বলিয়াছ 'ক্ষিণুমঃ' (ক্ষয় করিব) তাহারা যক্ষ হও এবং যাহারা বলিয়াছ 'রক্ষামঃ' (রক্ষা করিব) তাহারা রাক্ষস হও ॥ ১৩ ॥

তাহাদের মধ্যে 'হেতি' এবং 'প্রহেতি' নামে মধু-কৈটভসদৃশ শত্রুদমনকারী দুই ভ্রাতা রাক্ষস হইল ॥ ১৪ ॥

তাহাদের দুইজনের মধ্যে ধার্ম্মিক 'প্রহেতি' বিবাহ করিল না ; কিন্তু 'হেতি'

১। ছ 'সর্ব্বান্ প্রত্যাহ'। ২। ছ 'রক্ষতেতি চ'। ৩। ছ 'ক্ষুণুম-'। ৪। ছ '-স্তানাহ'। ৫। ছ 'ক্ষুণুম'। ৬। ছ '-ক্তমেতে'। ৭। ছ 'ততঃ প্রহেতির্হেতিশ্চ'। ৮। ছ '-ন্ সোঽভিকা-'।

স কালভগিনীং পত্নীং ভয়াং নাম ভয়াবহাম্ ।
উদাবহদমেয়াত্মা স্বয়মেব মহামতিঃ ॥ ১৬ ॥
স তস্যাং জনয়ামাস হেতী রাক্ষসপুঙ্গবঃ ।
পুত্রং পুত্রবতাং শ্রেষ্ঠো বিদ্যুৎকেশমিতি শ্রুতম্ ॥ ১৭ ॥
স হেতিপুত্রো বিক্রান্তঃ প্রদীপ্তাগ্নিসমপ্রভঃ ।
ব্যবর্দ্ধত মহাতেজাস্তোয়মধ্যে যথাম্বুজঃ ॥ ১৮ ॥
স যদা যৌবনং ভদ্রম[1]নুপ্রাপ্তো নিশাচরঃ ।
ততো দারক্রিয়াং তস্য কর্ত্তুং ব্যবসিতঃ পিতা ॥ ১৯ ॥
সন্ধ্যাদুহিতরং সোঽথ নাম[2] সালঙ্কটঙ্কটাম্
বরয়ামাস পু[3]ত্রার্থে হেতী রাক্ষসপুঙ্গবঃ ২০ ॥

১৬। লো-টী। মহদ্ভয়ং যস্যাস্তাং মহাভয়াম্। অমেয়ঃ মাতুং জ্ঞাতুমশক্যঃ আত্মা বুদ্ধির্যস্য।

১৮। লো-টী। অম্বুজো জলজন্তুঃ।

বিবাহ করিবার জন্য অতিশয় চেষ্টা করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

অমেয়াত্মা মহামতি 'হেতি' নিজেই [কালের নিকট প্রার্থনা করিয়া] কালের ভগিনী ভয়াবহা 'ভয়া'কে বিবাহ করিল ॥ ১৬ ॥

অনন্তর পুত্রবানের অগ্রগণ্য রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সেই 'হেতি' সেই স্ত্রীর গর্ভে 'বিদ্যুৎকেশ' নামে বিখ্যাত এক পুত্র উৎপাদন করিল ॥ ১৭ ॥

প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী পরাক্রান্ত মহাতেজস্বী হেতিপুত্র জলমধ্যে জলজন্তুর ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

সেই রাক্ষস যখন সুন্দর নবযৌবন প্রাপ্ত হইল, তখন তাহার পিতা 'হেতি' তাহার বিবাহের জন্য সচেষ্ট হইল ॥ ১৯ ॥

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ 'হেতি' সালঙ্কটঙ্কটা-নাম্নী সন্ধ্যা-কন্যাকে পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিল ॥ ২০ ॥

১। ছ 'ভদ্রঃ প্রাপ্ত আসীন্নিশাচরঃ'। ২। ছ 'নাম্না শালংকটংকটাম্'। ৩। ছ -'ত্রায়'

অবশ্যমেব দাতব্যা বরায়ৈষেতি[১] সন্ধ্যয়া।
চিন্তয়িত্বা সুতা দত্তা বিদ্যুৎকেশায় রাঘব ॥ ২১ ॥
সন্ধ্যায়াস্তনয়াং লব্ধ্বা বিদ্যুৎকেশো[২] মহাবলঃ।
রেমে স বৈ তয়া[৩] সার্দ্ধং পৌলোম্যা মঘবানিব ॥ ২২ ॥
কেনচিত্ত্বথ কালেন রাম সালঙ্কটঙ্কটা[৪]।
বিদ্যুৎকেশাদ্ গর্ভমাপ মেঘরাজিরিবার্ণবাৎ[৫] ॥ ২৩ ॥
ততঃ সা রাক্ষসী গর্ভং মেঘগর্ভসমপ্রভম্।
প্রসূতা মন্দরং গত্বা গঙ্গা গর্ভমিবাগ্নিজম্ ॥ ২৪ ॥
সমুৎসৃজ্য তু সা গর্ভং[৬] বিদ্যুৎকেশাদ্রতার্থিনী।
রেমে পত্যা তু[৭] সা সার্দ্ধং বিস্মৃত্য সুতমাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥

২৩। লো-টী। মেঘরাজির্যথা অর্ণবাৎ সমুদ্রাদ্ গর্ভং প্রাপ্নোতি তথা, সমুদ্রজলৈনৈব মেঘস্য বর্ষণাৎ।

২৪। লো-টী। ঘনগর্ভো জলং তস্যেব সমা স্বচ্ছা প্রভা যস্য তম্।

২৫। লো-টী। বিদ্যুৎকেশাদ্রতার্থিনী রতং সুরতং সম্ভোগ ইতি যাবৎ, তদর্থিনী। 'বিদ্যুৎকেশপ্রিয়ার্থিনী'তি পাঠঃ ক্বচিৎ। 'রতং সুরতগুহ্যয়ো'রিতি কোষঃ।

হে রাঘব, 'ইহাকে অবশ্যই পাত্রসাৎ করিতে হইবে' এই চিন্তা করিয়া সন্ধ্যা বিদ্যুৎকেশকে নিজকন্যা প্রদান করিল ॥ ২১ ॥

মহাবলশালী সেই বিদ্যুৎকেশ সন্ধ্যার কন্যাকে বিবাহ করিয়া, শচীর সহিত ইন্দ্রের ন্যায় তাহার সহিত বিহার করিতে লাগিল ॥ ২২ ॥

হে রাম, কিছুদিন পরে সমুদ্র হইতে মেঘরাজির ন্যায় সালঙ্কটঙ্কটা বিদ্যুৎকেশ হইতে গর্ভলাভ করিল ॥ ২৩ ॥

পরে গঙ্গা যেমন বহ্নিনিক্ষিপ্ত শিববীর্য্য [শরবনে] ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই রাক্ষসী মন্দর-পর্ব্বতে গিয়া মেঘ-গর্ভতুল্য গর্ভ প্রসব করিল ॥ ২৪ ॥

সেই রাক্ষসী গর্ভ পরিত্যাগ করিয়াই বিদ্যুৎকেশের সহিত সুরতাভিলাষে

১। ছ 'বরায়ৈবেতি'। ২। ছ 'নিশাচরঃ'। ৩। ছ 'বৈ স তয়া'। ৪। ছ '-শাল-'। ৫। ছ 'ঘনরাজি-'। ৬। ছ 'তস্মিন্নুৎসৃজ্য তং গর্ভং'। ৭। ছ 'তদা'।

তত্রোৎসৃষ্টঃ স তু[1] শিশুঃ প্রদীপ্তাগ্নিসমদ্যুতিঃ।
আস্যে পাণিং সন্নিধায়[2] মেঘবদ্বিরুরাব হ[3] ॥ ২৬ ॥
অথোপরিষ্টাদাগচ্ছন্ বৃষভস্থো মহেশ্বরঃ।
অপশ্যদুময়া সার্দ্ধং রুদন্তং রাক্ষসাত্মজম্ ॥ ২৭ ॥
কারুণ্যাদথ পার্ব্বত্যা ভবস্ত্রিপুরসূদনঃ।
তং রাক্ষসাত্মজং চক্রে পিতুরেব বয়ঃসমম্ ॥ ২৮ ॥
অমরং চৈব তং কৃত্বা মহাদেবোঽক্ষয়াব্যয়ম্।
পুরমাকাশগং প্রাদাৎ পার্ব্বত্যাঃ প্রিয়[4]কাম্যয়া ॥ ২৯ ॥
উময়াপি বরো দত্তো রাক্ষসীনাং[5] নৃপাত্মজ।
গর্ভোপলব্ধিঃ সদ্যশ্চ প্রসূতিঃ সদ্য এব চ।
সদ্য এব চ[6] জাতস্য বয়ঃপ্রাপ্তিশ্চ কামতঃ ॥ ৩০ ॥

নিজের পুত্রের কথা বিস্মৃত হইয়া পতির সহিত রতিক্রীড়া করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী সেই পরিত্যক্ত শিশু মুখমধ্যে হস্ত দিয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে রোদন করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥

অনন্তর মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত বৃষে আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে আগমন করিতে করিতে রাক্ষস-পুত্রকে রোদন করিতে দেখিলেন ॥ ২৭ ॥

তখন পার্ব্বতীর করুণায় ত্রিপুরহন্তা মহাদেব সেই রাক্ষস-পুত্রকে তাহার পিতৃতুল্য বয়স প্রদান করিলেন ॥ ২৮ ॥

মহাদেব তাহাকে অমর করিয়া পার্ব্বতীর প্রিয় কামনায় আকাশগামী অক্ষয় এবং অব্যয় পুর প্রদান করিলেন ॥ ২৯ ॥

হে নৃপনন্দন, উমাও রাক্ষসীদিগকে বর প্রদান করিলেন, তাহারা সদ্যই গর্ভ

১। চ 'তত্রো-'। ২। ছ 'সমাধায়'। ৩। ছ '-দ্বিরুরোদ হ'। ৪। ছ 'প্রীতি-'। ৫। ছ '-সানাং'। ৬। ছ 'তু'।

ততঃ সুকেশো বরদানগর্ব্বিতঃ শ্রিয়ং প্রভোঃ প্রাপ্য হরস্য পার্শ্বতঃ।
চচার সর্ব্বত্র মহামতিঃ ক্ষণাৎ খগং পুরং প্রাপ্য পুরন্দরো যথা ॥ ৩১ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সুকেশবরদানং নাম
চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

লাভ করিবে, সদ্যই প্রসব করিবে এবং জাতশিশু সদ্যই ইচ্ছানুসারে বয়স প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩০ ॥

তার পর বরলাভে গর্ব্বিত মহামতি সুকেশ (বিদ্যুৎকেশের পুত্র) প্রভু মহাদেবের নিকট হইতে [তাদৃশ] সম্পদ্ এবং আকাশগামী পুর লাভ করিয়া পুরন্দরের ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সুকেশবরদান-নামক
৪র্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

১। ই-'সঙ্কিতাং'। ২। ছ 'ভবন্ত'।

(৫) পঞ্চমঃ সর্গঃ

সুকেশং ধার্ম্মিকং জ্ঞাত্বা[১] বরলব্ধং চ রাক্ষসম্ ।
গ্রামণীর্নাম গন্ধর্ব্বো বিশ্বাবসুসমপ্রভঃ ॥ ১ ॥
তস্য দেববতী নাম দ্বিতীয়া শ্রীরিবাত্মজা ।
তাং তস্মৈ স দদৌ[২] প্রীতঃ কৃষ্ণায়েবোদধিঃ শ্রিয়ম্ ॥ ২ ॥
বরদানকৃতৈশ্বর্য্যং সা তং প্রাপ্য পতিং প্রিয়ম্ ।
আসীদ্দেববতী হৃষ্টা ধনং প্রাপ্যেব দুর্গতঃ ॥ ৩ ॥
স তয়া সহ সুপ্রীতো রেমেঽথ[৩] রজনীচরঃ ।
অঞ্জনাদভিনিষ্ক্রান্তো[৪] গজো বাসিতয়েব[৫] হ ॥ ৪ ॥

৩। লো-টী। দুর্গতো ধনহীনঃ।

৪। লো-টী। অঞ্জনাদ্দিগ্‌গজাৎ অভিনিষ্পন্নো জাতঃ বাসিতয়া করিণ্যা সহ ইবেতি লুপ্তোপমা। "বাসিতা ধেনুকা চৈব বশা চ করিণী মতা" ইতি হারাবলী।

সমুদ্র যেরূপ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্মী সম্প্রদান করিয়াছিলেন, বিশ্বাবসুতুল্য দীপ্তিমান্ গ্রামণী-নামক গন্ধর্ব্ব সেইরূপ রাক্ষস সুকেশকে ধার্ম্মিক এবং বরপ্রাপ্ত অবগত হইয়া প্রীতি-সহকারে তাহাকে দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর ন্যায় দেববতী নাম্নী স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিলেন ॥ ১-২ ॥

ধন লাভ করিয়া দরিদ্রের যেরূপ আনন্দ হয়, বরপ্রদানে ঐশ্বর্য্যশালী প্রিয় পতি লাভ করিয়া সেই দেববতীর সেইরূপ আনন্দ হইল ॥ ৩ ॥

অনন্তর হস্তিনীর সহিত বিহারকারী 'অঞ্জন' (দিগ্‌গজ)-বংশোদ্ভূত হস্তীর ন্যায় সেই রজনীচর সুকেশ দেববতীর সহিত পরম প্রীতিসহকারে রতিক্রীড়া করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

১। ছ 'মত্বা'। ২। ছ 'প্রদদৌ'। ৩। ছ 'চ'। ৪। ছ '-গর্ভনিষ্পন্নো'। ৫। ছ '-ত এব হি'।

দেববত্যাং সুকেশস্তু জনয়ামাস রাঘব।
ত্রীংস্ত্রিনেত্রসমান্ পুত্রান্ রাক্ষসান্ রাক্ষসাধিপঃ।
মাল্যবন্তং সুমালিং চ [1]মালিনং চ মহাবলম্[2] ॥ ৫ ॥
ত্রয়ো লোকা ইবাব্যগ্রা[3] দীপ্তাস্ত্রয় ইবাগ্নয়ঃ।
ত্রয়ো মন্ত্রা ইবাত্যুগ্রাস্ত্রয়ো ঘোরা ইবাহয়ঃ ॥ ৬ ॥
[4]ত্রয়ঃ সুকেশস্য সুতাস্ত্রেতাগ্নিসমতেজসঃ।
বিবৃদ্ধিমগমংস্তত্র ব্যাধয়ঃ প্রবলা ইব ॥ ৭ ॥
বরপ্রাপ্ত্যা ততস্তে তু জ্ঞাত্বৈশ্বর্য্যং পিতুর্মহৎ।
তপস্তপ্তুং গতা মেরুং ভ্রাতরঃ কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ৮ ॥

৫। লো-টী। ত্রিনেত্রসমান্ ত্রিনেত্রাৎ শ্রীমহেশাৎ মন্ত্রণাদ্বারেণ সমং সাধ্বসং ভয়ং যেষাং তান্, ন তু ত্রিনেত্রতুল্যান্। উগ্রতয়া সাম্যং বা

৬-৭। লো-টী। মাল্যবদাদয়স্ত্রয়ো লোকা জনাঃ প্রীতেরাধিক্যাদেকীভূতা অপি দেহ-সম্বন্ধেন অন্তত্বং ভিন্নত্বং গতাঃ প্রাপ্তা ইব। 'অত্যর্থ'মিতি পাঠে ত্রয়ো ভিন্নত্বেন প্রতীয়মানা অপি সারূপ্যেণ ঐকমত্যাদিনা চ অত্যর্থম্ অর্থমভেদরূপমতিশয়েন গতা ইব। ত্রয়োঽগ্নয় ইব 'পাবকঃ পবমানশ্চ শুচিশ্চেত্যগ্নয়স্ত্রয়' ইতীব, গার্হপত্যাদয়ো বা। উগ্রা মন্ত্রা ইব ক্রৌর্য্যে দৃষ্টান্তঃ, অদ্রয় ইব ভয়াংশে, 'অহয়'ইতি বা পাঠঃ। ত্রেতাগ্নির্গার্হপত্যাদ্যগ্নিত্রয়ং তেজসি।

৮। লো-টী। বরং প্রাপ্য পিতুর্মহদৈশ্বর্য্যং জ্ঞাত্বা।

হে রাঘব, রাক্ষসাধিপতি সুকেশ দেববতীর গর্ভে মহাবলশালী মাল্যবান্, সুমালি এবং মালি-নামক ত্র্যম্বকতুল্য তিনটী রাক্ষস উৎপাদন করিল ॥ ৫ ॥

অব্যাকুল লোকত্রয়ের ন্যায়, প্রদীপ্ত অগ্নিত্রয়ের ন্যায়, অত্যুগ্র মন্ত্রত্রয়ের ন্যায় এবং ভয়ঙ্কর সর্পত্রয়ের ন্যায় সুকেশের পুত্রত্রয় ত্রেতাগ্নি (গার্হপত্যাদি)-সদৃশ তেজস্বী হইয়া প্রবল ব্যাধির ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৬-৭ ॥

সেই ভ্রাতৃত্রয় পিতার বরলব্ধ ঐশ্বর্য্যের কথা অবগত হইয়া স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া তপস্যা করিতে মেরুপর্ব্বতে গমন করিল ॥ ৮ ॥

১। ছ 'মালিঞ্চ সুমহা-'। ২। অতঃ পরং ছ 'এয়ঃ সুকেশস্য সুতাস্ত্রেতাগ্নিসমতেজসঃ'। ইত্যধিকম্। ৩। ছ '-ন্তত্বং গতাস্ত্রয়'। ৪। ছ ইদমর্দ্ধমত্র নাস্তি।

প্রগৃহ্য নিয়মান্ ঘোরান্ রাক্ষসা নৃপসত্তম।
চেরুস্তত্র তপো ঘোরং সর্ব্বভূতভয়াবহম্ ॥ ৯ ॥
সত্যার্জ্জবদমোদ্ভূতঃ স তু তেষাং তপোঽনলঃ।
নির্দ্দদাহেব লোকাংস্ত্রীন্ সদেবাসুরমানুষান্ ॥ ১০ ॥
ততো দেবশ্চতুর্বক্ত্রো বিমানবরমাস্থিতঃ।
সুকেশপুত্রানামন্ত্র্য বরদোঽস্মীত্যভাষত ॥ ১১ ॥
ব্রহ্মাণং বরদং জ্ঞাত্বা দৃষ্ট্বা[১] বন্দ্য চ রাক্ষসাঃ।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে বেপমানা দ্রুমা ইব ॥ ১২ ॥
তপসারাধিতো দেব দদাসি যদি নো বরান্।
অজেয়াঃ শত্রুহন্তারস্তথৈব চিরজীবিনঃ।
প্রভবিষ্ণো ভবিষ্যামঃ পরস্পরমনুব্রতাঃ ॥ ১৩ ॥

১২। লো-টী। আবন্দ্য নমস্কৃত্য।
১৩। লো-টী। পরস্পরম্ অনুব্রতাঃ প্রীয়মাণাঃ।

হে নৃপসত্তম, সেই রাক্ষসগণ কঠোর নিয়ম গ্রহণ করিয়া সেইস্থানে সর্ব্বপ্রাণীর ভয়জনক ভয়ঙ্কর তপস্যা করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

তাহাদের সত্য, সরলতা এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ হইতে উৎপন্ন তপস্যারূপ অগ্নি দেবতা, অসুর এবং মনুষ্যগণের সহিত ত্রিভুবন যেন দগ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

পরে চতুরানন ব্রহ্মা উত্তম বিমানে আরোহণ করিয়া সুকেশের পুত্র-দিগকে ডাকিয়া কহিলেন, আমি বরদান করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১১ ॥

রাক্ষসগণ ব্রহ্মাকে বরদানাভিলাষী অবগত হইয়া তাঁহাকে দর্শনপূর্ব্বক বন্দনা করিয়া কম্পমান বৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল—॥১২ ॥

হে দেব, হে প্রভো, তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া যদি আপনি আমাদিগকে বরদান করেন, তবে আমরা যেন অজেয়, শত্রুসংহারক, চিরজীবী এবং পরস্পর প্রীতিমান্ হই ॥ ১৩ ॥

১। ছ 'রাঘব'।

এবং ভবিষ্যথেত্যুক্ত্বা সুকেশতনয়াংস্তদা।
স যযৌ ব্রহ্মলোকায় ব্রহ্মা ব্রাহ্মণবৎসলঃ ॥ ১৪ ॥
বরং লব্ধ্বা তু[1] তে সর্ব্বে রাম রাত্রিঞ্চরেশ্বরাঃ[2]।
সুরাসুরান্ প্রবাধন্তে[3] বরদানাৎ সুনির্ভয়াঃ ॥ ১৫ ॥
তৈর্বাধ্যমানাস্ত্রিদশা ঋষিসঙ্ঘাঃ[4] সচারণাঃ।
ত্রাতারং নাধিগচ্ছন্তি[5] নিরয়স্থা যথা নরাঃ ॥ ১৬ ॥
অথ তে বিশ্বকর্ম্মাণং শিল্পিনাং প্রভুমব্যয়ম্।
প্রোচুরাহূয় সহিতা রাক্ষসা রঘুনন্দন ॥ ১৭ ॥
ওজস্তেজো বলং বুদ্ধ্বা মহতা চাত্মতেজসা।[6]
গৃহকর্ত্তা ভবান্ নিত্যং দেবানাং[7] হৃদয়েপ্সিতান্[8]।
অস্মাকমপি দেব ত্বং গৃহান্ কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ১৮ ॥

তখন ব্রাহ্মণবৎসল ব্রহ্মা সুকেশের পুত্রদিগকে 'তোমরা এইরূপ' হইবে এই কথা বলিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ১৪ ॥

হে রাম, সেই নিশাচরগণ সকলে বরলাভ করিয়া নিতান্ত নির্ভয় হইয়া দেবতা এবং অসুরদিগকে পীড়ন করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

রাক্ষসগণকর্ত্তৃক উৎপীড়িত চারণগণ, দেবগণ এবং ঋষিগণ নরকস্থ নরগণের ন্যায় অসহায় হইয়া পড়িলেন ॥ ১৬ ॥

হে রঘুনন্দন, একদা সেই রাক্ষসগণ মিলিত হইয়া শিল্পীদিগের প্রভু চিরন্তন বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিয়া বলিল—॥ ১৭ ॥

আপনি স্বীয় প্রভাবে প্রতাপ এবং বলবীর্য্য অবগত হইয়া [তদনুসারে] সর্ব্বদা দেবতাদিগের গৃহ নির্ম্মাণ করেন ; অতএব হে দেব, আমাদেরও মনঃপূত গৃহরাজি নির্ম্মাণ করুন ॥ ১৮ ॥

১। ছ 'তু'। ২॥ ছ 'চরে'; ৩। ছ '-নবাধন্ত'। ৪। ছ 'সর্ষিস-'। ৫। ছ 'নাধ্যগচ্ছংস্তে'। ৬। ছ 'ইদমর্দ্ধং নাস্তি'। ৭। ছ 'দেবো'। ৮। ছ '-তঃ'।

হিমবন্তং সমাশ্রিত্য মেরুং মন্দরমেব বা।
সুরেশ্বরগৃহপ্রখ্যান্ গৃহান্ নঃ কুরু বিশ্বকৃৎ ॥ ১৯ ॥
বিশ্বকর্ম্মা ততস্তেষাং রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্।
নিবাসং কথয়ামাস[১] শক্রাবাসোপমং তদা ॥ ২০ ॥
দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে ত্রিকূটো নাম পর্ব্বতঃ।
সুবেল ইতি চাপ্যন্যো দ্বিতীয়ো রাক্ষসর্ষভাঃ[২] ॥ ২১ ॥
শিখরে তস্য শৈলস্য মধ্যমেহম্বুদসন্নিভে।
শকুনৈরপি দুষ্প্রাপে টঙ্কচ্ছিন্নে চতুর্দ্দিশি ॥ ২২ ॥
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণা শতযোজনমায়তা।
তত্র লঙ্কেতি নগরী ময়া শক্রাজ্ঞয়া কৃতা ॥ ২৩ ॥
তস্যাং বসত[৩] দুর্দ্ধর্ষাঃ পুর্য্যাং রাক্ষসপুঙ্গবাঃ।
অমরাবতীমাসাদ্য[৪] সেন্দ্রা ইব দিবৌকসঃ ॥ ২৪ ॥

২২। লো-টী। টঙ্কচ্ছিন্নে টঙ্কোহশ্মদারণং তেন ছিন্নে দারিতে।

হে বিশ্বকর্ম্মন্, মেরু, মন্দর অথবা হিমালয়-পর্ব্বতের উপরে দেবরাজের গৃহতুল্য আমাদের গৃহরাজি নির্ম্মাণ করুন ॥ ১৯ ॥

তখন বিশ্বকর্ম্মা সেই মহাত্মা রাক্ষসদিগের ইন্দ্রের আবাসতুল্য বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—॥ ২০ ॥

হে রাক্ষসপুঙ্গবগণ, সমুদ্রের দক্ষিণ-তীরে ত্রিকূটনামক একটী পর্ব্বত এবং সুবেল নামে অপর একটী পর্ব্বত আছে ॥ ২১ ॥

ঐ পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী পক্ষিগণেরও দুরারোহ চতুর্দ্দিকে টঙ্কাস্ত্র (পাষাণবিদারক অস্ত্র) দ্বারা কর্ত্তিত মেঘসদৃশ একটী শৃঙ্গে আমি ইন্দ্রের আদেশে দৈর্ঘ্যে শতযোজন এবং বিস্তারে ত্রিংশদ্-যোজনব্যাপী লঙ্কানামক নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছি ॥ ২২-২৩ ॥

হে দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ, অমরাবতীতে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণের ন্যায় তোমরা সেই লঙ্কানগরীতে বাস কর ॥ ২৪ ॥

১। ছ 'কারয়ামাস'। ২। ছ। ছ '-দেশ্বরাঃ'। ৩। চ '-সত্তমাঃ'। ৪। ছ '-তীমিবা-'।

লঙ্কাদুর্গং সমাসাদ্য রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতাঃ।
ভবিষ্যথ সুদুর্দ্ধর্ষাঃ শত্রুভিঃ শত্রুসূদনাঃ ॥ ২৫ ॥
বিশ্বকর্ম্মবচঃ শ্রুত্বা ততস্তে রাক্ষসোত্তমাঃ।
সহস্রানুচরা ভূত্বা পুরীং[1] তামবসংস্তদা ॥ ২৬ ॥
দৃঢ়প্রাকারপরিখাং হৈমৈর্গৃহশতৈর্বৃতাম্।
লঙ্কামবাপ্য তে হৃষ্টা ন্যবসন্ রজনীচরাঃ[2] ॥ ২৭ ॥
এতস্মিন্নেব কালে তু যথাকামচরানঘ।
নর্ম্মদা নাম গন্ধর্ব্বী বভূব রঘুনন্দন।
তস্যাঃ কন্যাত্রয়ং হ্যাসীৎ হ্রীশ্রীকান্তিসমদ্যুতি ॥ ২৮ ॥
জ্যেষ্ঠক্রমেণ সা তেষাং রাক্ষসানামরাক্ষসী।
কন্যাস্তাঃ প্রদদৌ হৃষ্টা পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ ॥ ২৯ ॥

২৮। লো-টী। হ্রীর্ধর্ম্মস্য পত্নী, শ্রীর্বিষ্ণোঃ, কান্তিশ্চন্দ্রস্য, তাভিঃ সমা দ্যুতির্যস্য তৎ।

শত্রুসূদন রাক্ষসগণ, তোমরা বহু রাক্ষস-পরিবৃত হইয়া লঙ্কাদুর্গে অবস্থান পূর্ব্বক শত্রুগণের অতিশয় দুর্জ্জেয় হইবে ॥ ২৫ ॥

সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ বিশ্বকর্ম্মার কথা শুনিয়া সহস্র সহস্র অনুচরের সহিত সেই লঙ্কানগরীতে গিয়া বাস করিল ॥ ২৬ ॥

দৃঢ় প্রাচীর ও পরিখায় পরিবেষ্টিতা শত শত সুবর্ণগৃহশোভিতা লঙ্কানগরীতে উপনীত হইয়া রাক্ষসগণ হৃষ্টচিত্তে বাস করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

হে নিষ্পাপ রামচন্দ্র, এই সময়ে স্বচ্ছন্দগতি নর্ম্মদানাম্নী এক গন্ধর্ব্বী ছিল এবং তাহার হ্রী (ধর্ম্মের পত্নী), লক্ষ্মী (বিষ্ণুর পত্নী) এবং কান্তির (চন্দ্রের পত্নী) ন্যায় দ্যুতিমতী তিনটী কন্যা ছিল ॥ ২৮ ॥

সেই গন্ধর্ব্বী সন্তুষ্ট হইয়া পূর্ণচন্দ্রসদৃশমুখী সেই কন্যা তিনটীকে জ্যেষ্ঠক্রমে রাক্ষসদিগকে প্রদান করিল ॥ ২৯ ॥

১। ছ 'গত্বা তামবসন্ পুরীম্'। ২। ছং '-মং চরা'।

ত্রয়াণাং রাক্ষসেন্দ্রাণাং তিস্রো গন্ধর্ব্বকন্যকাঃ।
দত্তা মাত্রা মহাভাগা নক্ষত্রে ভগদৈবতে ॥ ৩০ ॥
কৃতদারাস্তু তে রাম সুকেশতনয়াস্তদা।
চিক্রীড়ুঃ সহ ভার্য্যাভিরপ্সরোভিরিবামরাঃ ॥ ৩১ ॥
তত্র মাল্যবতো ভার্য্যা সুন্দরী নাম সুন্দরী।
স তস্যাং জনয়ামাস যদপত্যং নিবোধ তৎ ॥ ৩২ ॥
বজ্রমুষ্টির্বিরূপাক্ষো দুর্মুখশ্চাপি[১] রাক্ষসঃ।
সুপ্তঘ্নো যজ্ঞকেতুশ্চ মত্তোন্মত্তৌ তথৈব চ।
সুবেলা[২] চাভবৎ কন্যা সুন্দর্য্যা[৩] রাম সুন্দরী ॥ ৩৩ ॥
সুমালিনোঽপি ভার্য্যাসীৎ পূর্ণচন্দ্রনিভাননা।
নাম্না কেতুমতী রাম প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী ॥ ৩৪ ॥

৩০। লো-টী। ভগদৈবতে সবিতৃদৈবতে হস্তে

সৌভাগ্যবতী গন্ধর্ব্বকন্যাতিনটী হস্তানক্ষত্রে তিনজন শ্রেষ্ঠ রাক্ষসের হস্তে মাতাকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল ॥ ৩০ ॥

হে রাম, তখন সুকেশপুত্রগণ দারপরিগ্রহ করিয়া অপ্সরাগণের সহিত দেবতাদিগের ন্যায় স্ত্রীগণের সহিত সুরতক্রীড়ায় আসক্ত হইল ॥ ৩১ ॥

মাল্যবান্ তাহার সুন্দরীনাম্নী অতিসুন্দরী ভার্য্যার গর্ভে যে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিল, তাহার কথা শ্রবণ করুন ॥ ৩২ ॥

হে রাম, সুন্দরীর গর্ভে রাক্ষস বজ্রমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, দুর্ম্মুখ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকেতু, মত্ত, উন্মত্ত এবং সুবেলানাম্নী একটী সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করে ॥ ৩৩ ॥

হে রাম, সুমালীরও পূর্ণচন্দ্রনিভাননা কেতুমতীনাম্নী ভার্য্যা প্রাণাধিক প্রিয়তমা ছিল ॥ ৩৪ ॥

১ ছ '-শ্চৈব'। ২। ছ 'সুচেলা-'। ৩। ছ '-র্য্যাং'।

সুমালী জনয়ামাস যদপত্যং নিশাচরঃ।

কেতুমত্যাং মহারাজ তন্নিবোধানুপূর্ব্বশঃ ॥ ৩৫ ॥

প্রহস্তোঽকম্পনশ্চৈব বিকটঃ কালিকামুখঃ।

ধূম্রাক্ষশ্চৈব দণ্ডশ্চ সুপার্শ্বশ্চ মহামতিঃ[1] ॥ ৩৬ ॥

সংহ্রাদী[2] প্রঘসশ্চৈব ভাসকর্ণশ্চ রাক্ষসঃ।

রাকা পুষ্পোৎকটা চৈব নৈকসী চ শুচিস্মিতা[3]।

কুম্ভীনসী তথেত্যেতে সুমালিপ্রসবাঃ[4] স্মৃতাঃ ॥ ৩৭ ॥

মালিনো বসুদা নাম গন্ধর্ব্বী রূপশালিনী।

ভার্য্যাসীৎ পদ্মপত্রাক্ষী মুখ্যা[5] পদ্মসমাননা ॥ ৩৮ ॥

সুমালিনোঽনুজস্তস্যাং জনয়ামাস যৎ প্রভো।

অপত্যং কথ্যমানং[6] তন্নিবোধ মম রাঘব ॥ ৩৯ ॥

৩৭। লো-টী। প্রসবা অপত্যানি। 'প্রসবস্তু ফলে পুষ্পেঽপ্যপত্যে গর্ভমোচনে' ইতি ভূরি০।

মহারাজ, নিশাচর সুমালী কেতুমতীর গর্ভে যে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিল তাহার কথা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করুন ॥ ৩৫ ॥

রাক্ষস প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালিকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দণ্ড, মহামতি সুপার্শ্ব, সংহ্রাদী, প্রঘস, ভাসকর্ণ, রাকা, পুষ্পোৎকটা, চারুহাসিনী নৈকসী এবং কুম্ভীনসী, ইহারা সুমালীর ঔরসে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৩৬-৩৭ ॥

পদ্মপলাশাক্ষী পদ্মাননা সৌন্দর্য্যশালিনী বসুদানাম্নী শ্রেষ্ঠা গন্ধর্ব্বী মালীর ভার্য্যা ছিল ॥ ৩৮ ॥

প্রভো রামচন্দ্র, সুমালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা (মালী) তাঁহার গর্ভে যে সন্তান

১। ছ '-বলঃ'। ২। ছ '-হ্লাদিঃ'। ৩। ছ '-শা চ'। ৪। ছ '-প্রভবাঃ'। ৫। ছ 'সাক্ষাৎ'। ৬। ছ '-নন্ত নিবো-'।

অনিলশ্চানলশ্চৈব ভীমঃ সম্পাতিরেব চ।

১
এতে বিভীষণামাত্যা মালেয়াস্তে নিশাচরাঃ ॥ ৪০ ॥

ততস্তু তে রাক্ষসপুঙ্গবাস্ত্রয়ো নিশাচরৈঃ পুত্রশতৈশ্চ সংবৃতাঃ।

সুরান্ সহেন্দ্রানৃষিনাগদানবান্ ববাধিরে তেঽতিবলাতিগর্ব্বিতাঃ ॥ ৪১ ॥

২
জগদ্ ভ্রমন্তোঽনিলবদ্ দুরাসদা রণে প্রচণ্ডাঃ শতশঃ সদোদ্যতাঃ।

৩
বরপ্রদানাদভিবর্দ্ধিতা ভৃশং ক্রতুক্রিয়াণাং প্রশমং প্রচক্রিরে ॥ ৪২ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে রাক্ষসোৎপত্তির্নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। 'তে পুত্রশতৈঃ সংবৃতা' ইত্যেকং বাক্যম্। 'তে ববাধিব' ইত্যপরম্ রাক্ষসোৎপত্তিঃ ॥ ৫ ॥

উৎপাদন করে, তাহার বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৩৯ ॥

বিভীষণের মন্ত্রী সেই অনিল, অনল, ভীম এবং সম্পাতি, এই রাক্ষসগণ মালীর পুত্র ॥ ৪০ ॥

পরে বলাধিক্যবশতঃ অতিশয় গর্ব্বিত শত শত রাক্ষসপুত্রপরিবৃত সেই শ্রেষ্ঠ রাক্ষসত্রয় ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ, ঋষিগণ, নাগগণ এবং দানবগণকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

বায়ুর ন্যায় দুরাক্রমণীয়, সর্ব্বদা ভূমণ্ডলে ভ্রমণশীল, যুদ্ধদুর্ম্মদ এবং সর্ব্বদা উদ্যমান্বিত শত শত রাক্ষস বরপ্রদানে অতিশয় শক্তিশালী হইয়া যজ্ঞক্রিয়ার ধ্বংস সাধন করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রাক্ষসোৎপত্তিনামক ৫ম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

১। ছ 'যে তে'। ২। ছ 'প্রসন্তোঽ-'। ৩। ছ 'মহতাং'।

(৬) ষষ্ঠঃ সর্গঃ

তৈর্বাধ্যমানা[১] দেবাশ্চ ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।

ভয়ার্ত্তাঃ শরণং জগ্মুর্দেবদেবং মহেশ্বরম্ ॥ ১ ॥

তে সমেত্য নমস্কৃত্য[২] ত্রিপুরারিং ত্রিলোচনম্।

ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ো দেবা ভয়াদ্ গদ্গদভাষিণঃ ॥ ২ ॥

সুকেশপুত্রৈর্ভগবন্ পিতামহবরোদ্ধতৈঃ।[৩]

প্রজাধ্যক্ষ প্রজাঃ সর্ব্বা বাধ্যন্তে রিপুবাধন[৪] ॥ ৩ ॥

অশরণ্যাঃ[৫] ক্রিয়ন্তে বৈ শরণ্যাঃ সর্ব্ব আশ্রমাঃ।

স্বর্গাচ্চ[৬] দেবান্ প্রচ্যাব্য স্বর্গে ক্রীড়ন্তি দেববৎ ॥ ৪ ॥

৩। গো-টী। রিপুবাধনাৎ পীড়াতঃ, বাধ্যন্তে পীড়িতা ভবন্তি।

৪। গো-টী। শরণং রক্ষিতারমর্হন্তীতি শরণ্যাঃ সস্বামিকাঃ আশ্রমাঃ অস্বামিকাঃ ক্রিয়ন্তে।

সেই রাক্ষসগণকর্ত্তৃক বিতাড়িত দেবগণ এবং তপোধন ঋষিগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া দেবাদিদেব মহেশ্বরের শরণাগত হইলেন ॥ ১ ॥

সেই দেবগণ মিলিত হইয়া ত্রিপুরারি ত্রিলোচনের সমীপে গমনপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভয়ে গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন—॥ ২ ॥

হে শত্রুসংহারক ভগবন্ জগদীশ্বর, ব্রহ্মার বরে উদ্ধত সুকেশের পুত্রগণ সমস্ত প্রজাদিগকে নিপীড়িত করিতেছে ॥ ৩ ॥

তাহারা স্বর্গ হইতে দেবতাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেবতাদিগের ন্যায় স্বর্গে ক্রীড়া করিতেছে, আমাদের রক্ষণ-নিরত সমস্ত আশ্রমকে রক্ষণে অসমর্থ করিয়া তুলিয়াছে ॥ ৪ ॥

১। ছ -'বধ্য-'। ২। ছ 'জগন্নাথং'। ৩। ছ 'বাধিতাঃ স্ম হতাশ্চ হ'। ৪। ছ 'নাশন'। ৫। ছ 'শরণ্যোহাশরণ্যাশ্চ কৃতাস্তৈ রাক্ষসৈর্দিভো'। ৬। ছ 'স্বর্গাৎ প্রচ্যাব্য তে শক্রং'।

অহং বিষ্ণুরহং রুদ্রো ব্রহ্মাহং দেবরাড়হম্ ।
অহং যমোঽহং বরুণশ্চন্দ্রোঽহং রবিরপ্যহম্ ॥ ৫ ॥
ইতি তে রাক্ষসা দেব বরদানেন দর্পিতাঃ ।
ভাষন্তে সমরোৎকর্ষাস্তেষাং[১] যে চ পুরঃসরাঃ ॥ ৬ ॥
তন্নো দেব ভয়ার্ত্তানামভয়ং দাতুমর্হসি ।
অশিবং বপুরাস্থায় জহি তান্ দেবকণ্টকান্ ॥ ৭ ॥
ইত্যুক্তঃ স সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ কপর্দ্দী নীললোহিতঃ ।
সুকেশং প্রতি সাপেক্ষঃ প্রাহ দেবগণান্ প্রভুঃ ॥ ৮ ॥
নাহং[২] তান্ নিহনিষ্যামি মমাবধ্যা হি তে সুরাঃ ।
কিন্তু মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি যো বৈ তান্ নিহনিষ্যতি ॥ ৯ ॥
এবমেব সমুদ্যোগং পুরস্কৃত্য সুরর্ষয়ঃ[৩] ।
গচ্ছধ্বং[৪] শরণং বিষ্ণুং হনিষ্যতি স তান্ প্রভুঃ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। সমরে উদ্ধর্ষঃ উদ্গতঃ হর্ষো যেষাং তে। 'সমরোৎকর্ষা'দিতি বা পাঠঃ।
১০। লো-টী। এবমেব ইমমেব।

সেই রাক্ষসগণের মধ্যে রণনিপুণ প্রধান রাক্ষসগণ বরলাভে গর্ব্বিত হইয়া "আমি বিষ্ণু, আমি রুদ্র, আমি ব্রহ্মা, আমি দেবরাজ, আমি যম, আমি বরুণ, আমি চন্দ্র, আমি সূর্য্য" এইরূপ বলিতেছে ॥ ৫-৬ ॥

অতএব হে দেব, উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করত দেবশত্রু সেই রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া ভয়পীড়িত আমাদিগকে আপনার অভয় দান করা উচিত ॥ ৭ ॥

দেবগণ এইরূপ বলিলে নীললোহিত প্রভু মহাদেব সুকেশের প্রতি [পূর্ব্বানুকম্পা স্মরণ করিয়া তাহার পুত্রগণের সম্বন্ধে] নিরপেক্ষ হইতে না পারিয়া দেবগণকে বলিলেন—॥ ৮ ॥

আমি সেই রাক্ষসদিগকে বধ করিব না, হে দেবগণ, তাহারা আমার অবধ্য; কিন্তু আমি পরামর্শ বলিয়া দিব, যে তাহাদিগকে বধ করিবে ॥ ৯ ॥

দেবগণ এবং ঋষিগণ, আপনারা এইরূপ উদ্যমেই বিষ্ণুর শরণাগত হউন, সেই

১। ছ 'সমরে হর্ষাদ্ যে চ তেষাং'। ২। ছ 'অহং তান্ ন হনি-'। ৩। ছ -'র্ষভাঃ'। ৪। ছ '-স্তু'।

ততস্তে জয়শব্দেন বন্দিত্বা[১] বৈ মহেশ্বরম্ ।
বিষ্ণোঃ সমীপমাজগ্মুর্নিশাচরভয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ১১ ॥
শঙ্খচক্রধরং তে তু প্রণম্য বহুমান্য[২] চ ।
ঊচুঃ সম্ভ্রান্তবদ্ বাক্যং সুকেশতনয়ান্[৩] প্রতি ॥ ১২ ॥
সুকেশতনয়ৈর্দ্দেব ত্রিভিস্ত্রেতাগ্নিসন্নিভৈঃ ।
আক্রম্য বরদানেন বশ্যাস্তৈস্তু[৪] কৃতা বয়ম্ ॥ ১৩ ॥
লঙ্কা নাম পুরী দুর্গা[৫] ত্রিকূটশিখরে স্থিতা ।
তত্র স্থিতাঃ প্রবাধন্তে সর্ব্বান্ নঃ ক্ষণদাচরাঃ ॥ ১৪ ॥
স ত্বমস্মৎপ্রিয়ার্থং বৈ জহি তান্ মধুসূদন ।
চক্রকৃত্তানুগ্রবলান্[৬] নিবেদয় যমায় বৈ ॥ ১৫ ॥

১৩। লো-টী। ত্রেতাগ্নিরগ্নিত্রয়ং গার্হপত্যাগ্নির্বা। বশ্যা অধীনাঃ।
১৪। লো-টী। রম্যা 'দুর্গে'তি বা পাঠঃ।
১৫। লো-টী। 'চক্রকৃত্তাস্যকমলানি'তি পাঠঃ। 'চক্রক্ষতাস্যে'তি বা পাঠঃ।

প্রভু বিষ্ণু তাহাদিগকে নিহত করিবেন ॥ ১০ ॥

তখন রাক্ষসদিগের ভয়ে পীড়িত সেই দেবগণ 'জয়'শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক মহেশ্বরকে বন্দনা করিয়া বিষ্ণুর সমীপে আগমন করিলেন ॥ ১১ ॥

তাঁহারা শঙ্খ-চক্রধারী বিষ্ণুকে সম্মানপুরঃসর প্রণাম করিয়া সুকেশপুত্রদিগের [উৎপীড়নের] কথা সসম্ভ্রমে বলিতে লাগিলেন—॥ ১২ ॥

হে দেব, গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়সদৃশ সুকেশতনয়গণ বরপ্রভাবে আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া বশীভূত করিয়াছে ॥ ১৩ ॥

ত্রিকূট-পর্ব্বতের শিখরে লঙ্কানামে এক দুর্গম নগরী আছে, রাক্ষসগণ সেইখানে অবস্থান করিয়া আমাদের সকলকে উৎপীড়িত করিতেছে ॥ ১৪ ॥

হে মধুসূদন, আপনি আমাদের প্রীতির জন্য সেই প্রচণ্ড বলশালী

১। ছ 'বন্দিত্বা'। ২। ছ '-মানতঃ। ৩। ছ '-য়ার্দ্দিতাঃ'। ৪। ছ 'বৈশ্যা দেব কৃতা'। ৫। ছ 'রম্যা'। ৬। ছ '-কৃত্তাস্যকমলান্'।

ভয়েম্বভয়দোঽস্মাকং নান্যোঽস্তি ভবতা সমঃ।

১
নুদ ত্বং নো ভয়ং দেব নীহারমিব ভাস্করঃ ॥ ১৬ ॥

ইত্যেবং তৈঃ সুরৈরুক্তো দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।

অভয়ং ভয়ভীতানাং দত্ত্বা দেবানুবাচ হ॥ ১৭ ॥

২
সুকেশং রাক্ষসং জানে ঈশানবরগর্ব্বিতম্।

ত্রীনস্য তনয়ান্ জানে যেষাং জ্যেষ্ঠঃ স মাল্যবান্ ॥ ১৮ ॥

৩
তানহং সমতিক্রান্তমর্য্যাদান্ রাক্ষসাধমান্।

সূদয়িষ্যামি সংগ্রামে সুরা ভবত বিজ্বরাঃ ॥ ১৯ ॥

ইত্যুক্তাস্তেঽমরাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।

যথাবাসং যযুর্হৃষ্টাঃ প্রশংসন্তো জনার্দ্দনম্ ॥ ২০ ॥

১৬। লো-টী। নুদ দূরীকুরু।

রাক্ষসদিগকে বধ করুন, চক্রদ্বারা তাহাদিগকে ছেদন করিয়া যমরাজকে উপহার দিন ॥ ১৫ ॥

হে দেব, আমাদের ভয়ে অভয় দান করিতে আপনার তুল্য আর কেহ নাই, সূর্য্য যেরূপ তুষার নাশ করেন, আপনিও সেইরূপ আমাদের ভয় দূর করুন ॥ ১৬ ॥

সেই দেবগণ এইরূপ বলিলে দেবদেব জনার্দ্দন ভয়ভীত দেবতাদিগকে অভয়দান করিয়া বলিলেন—॥ ১৭ ॥

আমি মহাদেবের বরে গর্ব্বিত সুকেশ-রাক্ষসকে জানি এবং তাহার পুত্রত্রয়কে জানি, যাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সেই মাল্যবান্ ॥ ১৮ ॥

হে দেবগণ, আমি সেই মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী রাক্ষসাধমদিগকে যুদ্ধে নিহত করিব, আপনারা নিশ্চিন্ত হউন ॥ ১৯ ॥

প্রভাবশালী বিষ্ণু দেবগণকে এইরূপ বলিলে, তাঁহারা সকলে হৃষ্টচিত্তে তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গমন করিলেন ॥ ২০ ॥

১। ছ 'নুদ তন্নো ভয়ং'। ২। ছ '-দর্পিতম্'। ৩। ক 'পুরুষা-'।

বিবুধানাং সমুদ্‌যোগং মাল্যবান্ স নিশাচরঃ।
শ্রুত্বা তৌ[1] ভ্রাতরৌ জ্যেষ্ঠ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২১ ॥
অমরা ঋষয়শ্চৈব সমেত্য কিল শঙ্করম্।
অস্মদ্বধং পরীপ্সন্ত ইদমুচুস্ত্রিলোচনম্ ॥ ২২ ॥
সুকেশতনয়া দেব বরদানবলোদ্ধতাঃ।
বাধন্তেঽস্মান্ সমুদ্‌যুক্তা ঘোররূপাঃ পদে পদে ॥ ২৩ ॥
রাক্ষসৈরভিভূতাস্তু ন শক্তাঃ স্ম উমাপতে।
স্বেষু ধর্ম্মেষু সংস্থাতুং ভয়াত্তেষাং দুরাত্মনাম্ ॥ ২৪ ॥
তদস্মাকং হিতার্থায় জহি তাং[2]স্তু ত্রিলোচন।
রাক্ষসান্ হুঙ্কৃতেনৈব দহ প্রদহতাং বর ॥ ২৫ ॥
ইত্যেবং ত্রিদশৈরুক্তো নিশম্যান্ধকসূদনঃ।
শিরঃ করং চ ধুন্বান ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৬ ॥

২৩। লো-টী। পদে পদে স্থানে স্থানে।
২৬। লো-টী। ধুন্বানঃ কম্পয়ন্।

সেই রাক্ষস মাল্যবান্ দেবতাদিগের এইরূপ উদ্যোগের বিষয় শ্রবণ করিয়া প্রিয় ভ্রাতৃদ্বয়কে এই কথা বলিল—॥ ২১ ॥

দেবগণ এবং ঋষিগণ নাকি সম্মিলিত হইয়া আমাদের বধাকাঙ্ক্ষায় ত্রিলোচন শঙ্করের নিকট গমন করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন— ॥ ২২ ॥

প্রভো, বরদানে গর্ব্বিত উদ্ধত বিকটাকৃতি সুকেশের পুত্রগণ পদে পদে আমাদের উৎপীড়ন করিতেছে ॥ ২৩ ॥

হে উমাপতে, আমরা রাক্ষসগণকর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া সেই দুরাত্মাদিগের ভয়ে স্ব স্ব ধর্ম্মে অবস্থিত থাকিতে পারিতেছি না ॥ ২৪ ॥

হে ত্রিলোচন, অতএব আমাদের মঙ্গলের জন্য সেই রাক্ষসদিগকে বধ করুন, হে ভস্মকারি-প্রবর, আপনার হুঙ্কার দ্বারাই তাহাদিগকে ভস্ম করুন ॥ ২৫॥

মহাদেব দেবতাদিগের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মস্তক এবং

১। ছ 'ভ্রাতরাবিষ্টাবিদং'। ২। ছ 'তাংস্ত্বং'।

অবধ্যা মম তে দেবাঃ সুকেশতনয়া রণে।
মন্ত্রং তু বঃ প্রবক্ষ্যামি [1] যস্তু তান্ নিহনিষ্যতি ॥ ২৭ ॥
যোঽসৌ চক্রগদাপাণিঃ পীতবাসা জনার্দ্দনঃ।
হরির্নারায়ণঃ শ্রীমান্ শরণং [2] স প্রপদ্যতাম্ ॥ ২৮ ॥
[3] রুদ্রাদবাপ্য তে মন্ত্রং কামারিমভিবাদ্য চ।
নারায়ণালয়ং প্রাপ্য তস্মৈ সর্ব্বং ন্যবেদয়ন্ ॥ ২৯ ॥
[4] তে তু নারায়ণেনোক্তা দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ।
সুরারীংস্তান্ হনিষ্যামি সুরা ভবত [5] বিজ্বরাঃ ॥ ৩০ ॥
দেবানাং ভয়ভীতানাং হরিণা রাক্ষসর্ষভৌ।
প্রতিজ্ঞাতো বধোঽস্মাকং চিন্ত্যতাং যদিহ ক্ষমম্ ॥ ৩১ ॥

২৮। লো-টী। প্রতিপদ্যতাং 'প্রতিপদ্যত' ইতি বা পাঠঃ।
৩১। লো-টী। হে রাক্ষসর্ষভৌ।

হস্ত কম্পিত করত এই কথা বলিয়াছেন—॥ ২৬ ॥

হে দেবগণ, সেই সুকেশপুত্রগণ সংগ্রামে আমার অবধ্য, কিন্তু যিনি তাহাদিগকে বধ করিবেন, তাঁহার বিষয় আমি তোমাদিগকে পরামর্শ দিব ॥ ২৭ ॥

যিনি চক্রহস্ত গদাপাণি পীতাম্বর জনার্দ্দন, সেই শ্রীমান্ নারায়ণ হরির শরণাগত হউন ॥ ২৮ ॥

দেবগণ রুদ্রের নিকট হইতে উপায় অবগত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করত নারায়ণের আলয়ে আসিয়া তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

নারায়ণ ইন্দ্রপ্রমুখ সেই দেবগণকে বলিয়াছেন, হে দেবগণ, আমি দেবশত্রু সেই রাক্ষসদিগকে বধ করিব, আপনারা নিশ্চিন্ত হউন ॥ ৩০ ॥

হে শ্রেষ্ঠ রাক্ষসদ্বয়, হরি আমাদিগকে বধ করিবেন বলিয়া ভয়ার্ত্ত দেবগণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহা চিন্তা কর ॥ ৩১ ॥

১। ছ 'বক্ষ্যান্ বৈ'। ২। ছ 'তং প্রপদ্যত'। ৩। ছ 'হয়া-'। ৪। ছ 'ততো'। ৫। ছ 'নির্জ্বরাঃ'।

হিরণ্যকশিপোর্ম্মৃত্যুরন্যেষাং চ সুরদ্বিষাম্‌ ।
নমুচিঃ[1] কালনেমিশ্চ সংহ্রাদো বীরসত্তমঃ ॥ ৩২ ॥
রাধেয়ো বহুমায়ী চ লোকপালোঽথ ধার্ম্মিকঃ ।
যমলার্জ্জুনৌ চ হার্দ্দিক্যঃ শুম্ভশ্চৈব নিশুম্ভকঃ ॥ ৩৩ ।
অসুরা দানবাশ্চৈব সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ ।
সর্ব্বে সমরমাসাদ্য শ্রূয়ন্তে চ পরাজিতাঃ ॥ ৩৪ ॥
সর্ব্বৈঃ ক্রতুশতৈরিষ্টং সর্ব্বে মায়াবিদস্তথা ।
[2]সর্ব্বে সর্ব্বাস্ত্রকুশলাঃ সর্ব্বে শত্রুভয়ঙ্করাঃ ।
নারায়ণেন নিহতাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৩৫ ॥
এতজ্‌ জ্ঞাত্বা তু সর্ব্বেষাং ক্ষেমং[3] কর্ত্তুমিহার্হথঃ ।
দুঃখং নারায়ণং জেতুং যো[4] নো হন্তুমিহেচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

৩২। লো-টী। প্রহ্লাদো ভক্তাদন্যোঽসুরঃ।

৩৩। লো-টী। লোকপালো দৈত্যবিশেষঃ, স কীদৃশঃ? ধর্ম্মেণ স্বভাবসিদ্ধাচারেণ দীব্যতীতি ধার্ম্মিকঃ। 'ধর্ম্মোঽস্ত্রী পুণ্য আচারে স্বভাবোপময়োঃ ক্রতা'বিতি কোষঃ।

৩৪-৩৫। লো-টী। অমরাশ্চিরজীবিনোঽপি, যৈঃ শতক্রতুনা শক্রেণেব শতৈঃ ক্রতুশতৈরিষ্টং তেঽপি মায়াবিনো নিহতা ইত্যন্বয়ঃ।

হিরণ্যকশিপু ও অন্যান্য দৈত্যদিগের মৃত্যু হইয়াছে এবং নমুচি, কালনেমি, বীরশ্রেষ্ঠ সংহ্রাদ, অতিশয় মায়াবী রাধেয়, ধার্ম্মিক লোকপাল, যমল, অর্জ্জুন, হার্দ্দিক্য, শুম্ভ, নিশুম্ভ প্রভৃতি সত্ত্বসম্পন্ন মহাবলশালী অসুর এবং দানবগণ সকলেই যুদ্ধে বিষ্ণুর নিকট পরাজিত হইয়াছেন, শুনিয়াছি ॥ ৩২-৩৪ ॥

তাঁহারা সকলেই ক্রতুশতদ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সকলেই মায়াভিজ্ঞ ছিলেন, সকলেই সর্ব্ববিধ অস্ত্রপ্রয়োগে সুদক্ষ ছিলেন, সকলেই শত্রুর নিকট ভয়ঙ্কর ছিলেন; নারায়ণ তাদৃশ শত শত সহস্র সহস্র দানবকে বধ করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

যিনি আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, সেই নারায়ণকে

১। ছ '-নেমী চ'। ২। ছ 'ইদমর্দ্ধং নাস্তি'। ৩। ক 'ক্ষমং'। ৪। ছ '-পো'।

ততঃ সুমালী মালী চ শ্রুত্বা মাল্যবতো বচঃ।
ঊচতুর্ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠমশ্বিনাবিব বাসবম্ ॥ ৩৭ ॥
অধীতং দত্তমিষ্টঞ্চ ঐশ্বর্য্যং পরিপালিতম্।
আয়ুর্নিরাময়ং প্রাপ্তং ধর্ম্মশ্চাপি কুলোচিতঃ ॥ ৩৮ ॥
দেবসাগরমক্ষোভ্যং শস্ত্রৌঘৈঃ[১] পরিগাহ্য চ।
জিতা দ্বিষো হ্যপ্রতিমা ন নো মৃত্যুকৃতং ভয়ম্ ॥ ৩৯ ॥
নারায়ণশ্চ রুদ্রশ্চ শক্রশ্চাপি যমস্তথা।
অস্মাকং প্রমুখে স্থাতুং সর্ব্বে বিভ্যতি সর্ব্বদা ॥ ৪০ ॥
বিষ্ণোর্দ্দোষশ্চ নাস্ত্যত্র কারণং ত্রিদশেশ্বরাঃ[২]।
দেবানামেব দোষেণ বিষ্ণোঃ প্রচলিতং মনঃ ৪১ ॥

৩৮। লো-টী। ক্ষেমবতা কল্যাণবতা যুক্তং যোগাং দীর্ঘমায়ুশ্চ পরিপালিতং লব্ধম্।*

জয় করা কষ্টকর, ইহা অবগত হইয়া সকলের কল্যাণ সাধন কর ॥ ৩৬ ॥

তখন সুমালী এবং মালী মাল্যবানের কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রের নিকট অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট বলিল—॥ ৩৭ ॥

আমরা যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং দান করিয়াছি এবং অভিপ্রেত ঐশ্বর্য্য, নীরোগ আয়ুঃ ও কুলোচিত ধর্ম্মও লাভ করিয়াছি ॥ ৩৮ ॥

শস্ত্রসমূহদ্বারা অক্ষোভ্য দেবরূপ সমুদ্র আলোড়ন করিয়া অতুলনীয় শত্রু-সমূহ জয় করিয়াছি; আমাদের মৃত্যুভয় নাই ॥ ৩৯ ॥

নারায়ণ, রুদ্র, ইন্দ্র ও যম, ইঁহারা সকলে আমাদের সম্মুখে অবস্থান করিতে সর্ব্বদাই ভয় পান ॥ ৪০ ॥

বিষ্ণুর কোন দোষ নাই, দেবতারাই মূল; দেবতাদের দোষেই বিষ্ণুর অন্তঃকরণ বিক্ষুব্ধ হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

১। চ 'শস্ত্রৈঃ সমবগাহ্য চ'। ২। ছ 'রাক্ষসেশ্বরঃ'।

* লোকনাথমতে 'আয়ুঃ ক্ষেমবতা যুক্ত'মিতি পাঠোঽত্র প্রতিভাতি।

তস্মাদদ্যৈব সহিতাঃ সর্ব্বসৈন্যসমাবৃতাঃ।
দেবানেব জিঘাংসামো যেভ্যো দোষঃ সমুত্থিতঃ ॥ ৪২ ॥
ইতি তে রাম সংমন্ত্র্য সর্ব্বোদ্‌যোগেন রাক্ষসাঃ।
যুদ্ধায় নির্যযুঃ ক্রুদ্ধা[২] মহাকায়া মহাবলাঃ ॥ ৪৩ ॥
স্যন্দনৈর্ব্বারণৈশ্চৈব হয়ৈশ্চ করিসন্নিভৈঃ।
খরৈর্গোভিরথোষ্ট্রৈশ্চ শিশুমারৈর্ভুজঙ্গমৈঃ ॥ ৪৪ ॥
মকরৈঃ কচ্ছপৈর্মীনৈর্বিহঙ্গৈর্গরুড়োপমৈঃ।
সিংহৈর্ব্যাঘ্রৈর্বরাহৈশ্চ সৃমরৈশ্চমরৈরপি ॥ ৪৫ ॥
ত্যক্ত্বা[৩] লঙ্কাং ততঃ সর্ব্বে রাক্ষসা বলগর্ব্বিতাঃ।
প্রয়াতা দেবলোকায় নিস্ত্রিংশা দেবশত্রবঃ ॥ ৪৬ ॥

৪৪। লো-টী। স্যন্দনৈঃ সাধারণরথৈঃ।
৪৫। লো-টী। বরাহৈঃ শ্বেতবরাহৈঃ।
৪৬। লো-টী। 'নিস্ত্রিংশো নির্দ্দয়ে খড়্গে' ইতি ভূরি°।

অতএব অদ্যই সমস্ত সৈন্যগণের সহিত আমরা সকলে মিলিত হইয়া যাহারা এই অনর্থের মূল, সেই দেবতাদিগকে নিহত করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৪২ ॥

হে রাম, সেই বিশালকায় মহাবলশালী ক্রুদ্ধ রাক্ষসগণ এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া সর্ব্বপ্রকার উদ্যোগের সহিত বহু রথ, হস্তী, হস্তীর ন্যায় বড় বড় অশ্ব, গর্দ্দভ, গো, উষ্ট্র, শিশুমার, সর্প, মকর, কচ্ছপ, মৎস্য, গরুড়সদৃশ পক্ষী, সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, সৃমর (পশুবিশেষ) এবং চমর (মৃগবিশেষ) সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থে যাত্রা করিল ॥ ৪৩-৪৫ ॥

বলগর্ব্বিত নির্দ্দয় দেবশত্রু রাক্ষসগণ লঙ্কানগরী পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকাভিমুখে গমন করিতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥

১। ছ 'সর্ব্বে সৈ-'। ২। চ 'সর্ব্বে'। ৩। ছ 'গত্বাঃ'।

[1] লঙ্কাবিপর্য্যয়ং দৃষ্ট্বা যানি লঙ্কালয়ান্যথ।
[2] ভূতানি ভয়দর্শীনি বিমনস্কানি সর্ব্বশঃ ॥ ৪৭ ॥
রথোত্তমৈরুহ্যমানাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
প্রয়াতা রাক্ষসাস্তূর্ণং[3] দেবলোকং প্রযত্নতঃ। ৪৮ ॥
ভৌমাশ্চৈবান্তরীক্ষাশ্চ কালাজ্ঞপ্তা ভয়াবহাঃ।
উৎপাতা রাক্ষসেন্দ্রাণামভাবায় সমুত্থিতাঃ ॥ ৪৯ ॥
অস্থীনি মেঘা ববৃষুরুষ্ণং শোণিতমেব চ।
[4] বেলাং সমুদ্রশ্চোৎক্রান্তশ্চেলুশ্চাপ্যথ ভূধরাঃ ॥ ৫০ ॥

৪৭। লো-টী। রক্ষসামেব মার্গেণ রক্ষসাং দেবানাং দ্বেষণমার্গেণ অন্বেষণেন লঙ্কায়াঃ বিপর্য্যয়ং অতিক্রমং দৃষ্ট্বা যানি দৈবতানি তানি অপচক্রমুঃ প্রচলন্তি স্ম। 'মার্গো মৃগপদে মাস-প্রভেদেঽন্বেষণাধ্বনো'রিতি কোষঃ। 'পর্য্যয়োঽতিক্রমস্তস্মিন্নতিপাত উপাত্যয়' ইত্যমরঃ। সর্ব্বশঃ সর্ব্বাণি রক্ষাংসি বিমনস্কানি ভয়দর্শীনি চ কৃতানি দৈবতানাং চলনেনেত্যর্থঃ।

৪৯। লো-টী। কালাজ্ঞপ্তাঃ কালপ্রেরিতাঃ।

লঙ্কার বিপর্য্যয় দেখিয়া লঙ্কাবাসী প্রাণিগণ সকলেই ভয়ের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল ॥ ৪৭ ॥

শত শত এবং সহস্র সহস্র রাক্ষস উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া যত্নসহকারে দেবলোকাভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ৪৮ ॥

রাক্ষসপুঙ্গবদিগের বিনাশের জন্য কালপ্রেরিত ভৌম এবং আন্তরীক্ষ ভয়াবহ উৎপাতসমূহ সমুত্থিত হইল—॥ ৪৯ ॥

মেঘবৃন্দ অস্থি এবং উষ্ণ শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল, সমুদ্র বেলাভূমি অতিক্রম করিল এবং পর্ব্বতসমূহ কম্পিত হইতে লাগিল ॥ ৫০ ॥

১। ছ '-য়াঃ পর্য্যয়ং'। ২। ক 'রক্ষসামেব মার্গেণ দৈবতান্যপচক্রমুঃ'। ৩। অতঃ পরং ছ 'রাক্ষসা দেবমার্গেণ দৈবতান্যপচক্রমুঃ'। ইত্যধিকম্। ৪। ক 'বেলা সমুদ্রাত্মুক্রান্তা চেলু-'।

অট্টহাসান্ বিমুঞ্চন্তো ঘননাদসমস্বনাঃ।
[১] ভূতাশ্চ পরিনৃত্যন্তি উদ্যন্তস্তে সহস্রশঃ॥ ৫১॥
[২] গৃধ্রচক্রসহস্রাণি প্রজ্বালোদ্গারিভির্ম্মুখৈঃ।
রক্ষোগণস্যোপরিষ্টাদ্ [৩] ভ্রমন্তে কালচক্রবৎ॥ ৫২
কপোতা রক্তপাদাশ্চ সারিকা বিদ্রুতা যযুঃ
হা হা [৪] বাশ্যন্তি তত্রৈব বিড়ালা বৈ দ্বিপাদিকাঃ।
[৫] বাশ্যন্ত্যশ্চ শিবাস্তত্র দারুণং ঘোরদর্শনাঃ॥ ৫৩॥

৫১। লো-টী ভূতা দেবযোনয়ঃ উদ্যন্ত উদ্যমং কুর্ব্বন্তঃ।

৫২। লো-টী গৃধ্রচক্রং কর্ত্তৃ, রক্ষঃ ভ্রাতৃত্রয়ং কর্ম্ম, আস্য আক্ষিপ্য ভ্রমন্তে ভ্রমতে। এষ এব বা পাঠঃ।

৫৩। লো-টী। বিদ্রুতা উদ্বিগ্নাঃ। 'হাহা বাশ্যন্তি তত্রৈব বিড়ালা বৈদ্বিপাদিকাঃ' ইত্যদ্ধপদ্যং ক্বচিচ্চ নাস্তি, ব্যাখ্যায়তে চ—তত্রৈবানিষ্টদর্শনকালে পাদিকাঃ পদাতয়ঃ হা হা হে হে সখে ভ্রাতঃ যোদ্ধুমেহীতি বাশ্যন্তি বদন্তি, কে ইব? বিড়ালা বা; তে যথা আহারমানীয় শিশূন্ প্রতি এহীতি বদন্তি তথা। 'পদাতপত্তিপাদাতপদাতিগপদাতয়ঃ। পদাতিঃ পাদিকশ্চেতি কথ্যন্তে পাদচারিণঃ॥' ইতি রত্নমালা। যযুরেব, নো নিষেধে।

জলদগম্ভীর শব্দকারী উদ্যমশীল সহস্র সহস্র ভূত (দেবযোনি) অট্টহাস্য করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিল॥ ৫১॥

সহস্র সহস্র গৃধ্র মুখদ্বারা অগ্নিশিখা উদ্গিরণ করিতে করিতে রাক্ষসগণের উপরিভাগে কালচক্রের ন্যায় চক্রাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল॥ ৫২॥

কপোত এবং লোহিতচরণ সারিকাসমূহ উদ্বিগ্ন হইয়া পলায়ন করিল, বিড়ালগণ সেইস্থানে দুই পা'য়ে দাঁড়াইয়া 'হা হা' ইত্যাকার শব্দ করিতে লাগিল এবং বিকটাকৃতি শৃগালগণও ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে লাগিল॥ ৫৩॥

১। এতদর্দ্ধস্থ স্থানে ছ 'বাসন্ত্যাথাঃ শিবাস্তত্র দারুণং ঘোরদর্শনাঃ। সম্পতন্ত্যাথ ভূতানি দৃশ্যন্তে চ যথাক্রমম্'॥ ইতি পাঠঃ। ২। ছ 'গৃধ্রচক্রং মহচ্চাত্র'। ৩। ছ '-পরিভ্রমতি কালবৎ'। ৪। ছ 'বাসন্তি'। ৫। ছ 'ইদমর্দ্ধং নাস্তি'।

উৎপাতাংস্তাননাদৃত্য রাক্ষসা বলগর্ব্বিতাঃ।
যান্ত্যেব ন নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুপাশাবপাশিতাঃ[১] ॥ ৫৪ ॥
মাল্যবাংশ্চ সুমালী চ মালী চ[২] রজনীচরাঃ।
পুরঃসরা[৩] রাক্ষসানাং জ্বলিতা ইব পাবকাঃ ॥ ৫৫ ॥
মাল্যবন্তং তু তে সর্ব্বে মাল্যবন্তমিবাচলম্।
নিশাচরা আশ্রয়ন্তি ধাতারমিব দেহিনঃ[৪] ॥ ৫৬ ॥
তদ্বলং রাক্ষসেন্দ্রাণাং মহাব্ভ্রঘননাদিনাম্[৫]।
জয়েপ্সয়া দেবলোকং যযৌ মালিবশে স্থিতম্ ॥ ৫৭ ॥
রাক্ষসানাং সমুদ্যোগং তং তু নারায়ণঃ প্রভুঃ।
দেবদূতাদুপশ্রুত্য চক্রে যুদ্ধে তদা মনঃ ॥ ৫৮ ॥

৫৭। লো-টী। 'মহাব্ভ্রঘননাদিনা'মিতি পাঠঃ। 'মহাভ্রঘননাদিনা'মিতি পাঠে মহতী-রূপো বিভর্ত্তীতি মহাব্ভ্রো যো ঘনস্তস্যেব নাদিনাম্।

রাক্ষসদিগের অগ্রগামী প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় মাল্যবান্, সুমালী, মালী এবং অন্যান্য বলগর্ব্বিত ও মৃত্যুপাশবদ্ধ রাক্ষস সেই সমস্ত উৎপাত উপেক্ষা করিয়া গমন করিতে লাগিল, নিবর্ত্তিত হইল না ॥ ৫৪-৫৫ ॥

প্রাণিগণ যেরূপ বিধাতার আশ্রয় গ্রহণ করে, নিশাচরগণও সেইরূপ মাল্যবান্ পর্ব্বতের ন্যায় মাল্যবান্ রাক্ষসকে আশ্রয় করিল ॥ ৫৬ ॥

বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী রাক্ষসপুঙ্গবদিগের সেই সৈন্য মালীর অধীনে থাকিয়া বিজয়াভিলাষে দেবলোকে গমন করিল ॥ ৫৭ ॥

প্রভু নারায়ণ দেবদূতগণের নিকট হইতে রাক্ষসদিগের সেই যুদ্ধোদ্যোগের কথা শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিলেন ॥ ৫৮ ॥

১। ছ '-পাশবশং গতাঃ'। ২। ছ 'সুমহাবলঃ'। ৩। ক 'ক্রতূনামিব'। ৪। ছ 'দেবতাঃ'। ৫। ঢ '-ভ্রমিব না-'।

স সজ্জায়ুধতূণীরো বৈনতেয়োপরি স্থিতঃ।
রাক্ষসানামভাবায়[১] যযৌ তূর্ণতরং প্রভুঃ ॥ ৫৯ ॥
সুপর্ণপৃষ্ঠে স বভৌ শ্যামঃ পীতাম্বরো হরিঃ।
কাঞ্চনস্য গিরেঃ শৃঙ্গে সতড়িত্তোয়দো যথা ॥ ৬০ ॥
স[২] দেবসিদ্ধর্ষিমহোরগৈশ্চ গন্ধর্ব্বযক্ষৈরুপগীয়মানঃ[৩]।
সমাসসাদামরশত্রুসৈন্যং চক্রাসিশার্ঙ্গায়ুধশঙ্খপাণিঃ ॥ ৬১ ॥
সুপর্ণপক্ষানিলধূতবস্ত্রং[৪] ভ্রমৎপতাকং প্রবিকীর্ণশস্ত্রম্।
চচাল তদ্রাক্ষসরাজসৈন্যং[৫] দৃষ্ট্বা হরিং সান্দ্রপয়োদনীলম্ ॥ ৬২ ॥

৫৯। লো-টী। স প্রভুরিতান্বয়ঃ। সজ্জৌ সম্ভৃতৌ আয়ুধতূণীরৌ যেন সঃ। 'সজ্যায়ুধতূণীর' ইতি পাঠে জ্যা গুণঃ, আয়ুধং ধনুঃ, তূণীরশ্চ, তৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ।

৬১। লো-টী। গন্ধর্ব্বাদিব্যৈঃ দিব্যগন্ধর্ব্বৈঃ।

৬২। লো-টী। সুপর্ণপত্রং গরুড়পক্ষস্তদুদ্ভবেন বায়ুনা তুন্নপত্রং ব্যথিতবাহনম্। 'সুবর্ণপক্ষানিলে'তি ক্বচিৎ পাঠঃ। 'তুন্নপত্র'মিতি পাঠে প্রেরিতবাহনম্, প্রবিকীর্ণানি নানাবিধানি শস্ত্রাণি যস্মিন্ তৎ। চলাশ্চঞ্চলা উপলাঃ প্রস্তরা যস্মিন্ তৎ অচলাগ্রমিব।

প্রভু নারায়ণ সজ্জিত তূণ এবং অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া গরুড়ের উপর আরোহণ করত রাক্ষসদিগের বিনাশার্থ অতি দ্রুত গমন করিলেন ॥ ৫৯ ॥

গরুড়ের পৃষ্ঠে সমারূঢ় পীতবসনধারী শ্যামবর্ণ হরি কাঞ্চনময় গিরিশৃঙ্গে বিদ্যুৎরাজি-বিরাজিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥

শঙ্খ, চক্র, খড়্গ এবং শার্ঙ্গায়ুধধারী সেই হরি দেবতা, সিদ্ধ, ঋষি, মহোরগ, গন্ধর্ব্ব এবং যক্ষগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া রাক্ষস-সৈন্যগণের নিকটে আসিয়া উপনীত হইলেন ॥ ৬১ ॥

রাক্ষসরাজের সেই সৈন্যগণ নিবিড় মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হরিকে দেখিয়া বিচলিত হইল এবং গরুড়ের পক্ষবায়ুতে তাহাদের বস্ত্র স্থানভ্রষ্ট, পতাকাসমূহ আঘূর্ণিত ও অস্ত্রসমূহ বিক্ষিপ্ত হইল ॥ ৬২ ॥

১। ছ '-মভবায়'। ২। ছ 'স সিদ্ধ-'। ৩। ক '-গীতৈরু-'। ৪। ছ '-পত্রং'। ৫। ছ '-চলোপলং নীলমিবাচলাগ্রম্'।

ততঃ শিতৈঃ শোণিতমাংসরূষিতৈর্যুগান্তবৈশ্বানরতুল্যবিগ্রহৈঃ[১]।
নিশাচরাঃ সংপরিবার্য্য মাধবং বরায়ুধৈর্নির্বিভিদুঃ সহস্রশঃ ॥ ৬৩ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মাল্যবদাদিরাক্ষসনির্যাণং নাম
ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥ ৬ ॥

৬৩। লো-টী। বৈশ্বানরোঽগ্নিঃ।

রাক্ষসনির্যাণম্ ॥ ৬ ॥

অনন্তর রাক্ষসগণ রক্ত-মাংস-বিলিপ্ত যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণ উৎকৃষ্ট অস্ত্র দ্বারা বিষ্ণুকে বিদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৬৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মাল্যবানাদি রাক্ষসের যুদ্ধযাত্রা-নামক
৬ষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

১। ছ '-বিগ্রহাঃ'।

(৭) সপ্তমঃ সর্গঃ

নারায়ণগিরিং তে তু গর্জ্জন্তো রাক্ষসাম্বুদাঃ।
বাণবর্ষেণ সিষিচুর্বর্ষেণেবাদ্রিমম্বুদাঃ ॥ ১ ॥

শ্যামাবদাতৈস্তৈর্বিষ্ণুর্নীলৈর্নক্তঞ্চরেশ্বরৈঃ।
রেজেঽঞ্জনগিরিঃ শ্রীমান্ বর্ষদ্ভিরিব তোয়দৈঃ ॥ ২ ॥

শলভা ইব কেদারং মশকা ইব পর্ব্বতম্।
যথামৃতঘটং দংশা মকরা ইব চার্ণবম্ ॥ ৩ ॥

তথা রক্ষোধনুর্ম্মুক্তা বজ্রানিলমনোজবাঃ।
হরিং বিশন্তি স্ম শরা লোকা ইব বিপর্য্যয়ে ॥ ৪ ॥

৪। লো-টী। বিপর্য্যয়ে বিশ্বস্থাতিক্রমে প্রলয়ে ইত্যর্থঃ। তং হরিম্।

মেঘ যেরূপ পর্ব্বতে বৃষ্টি বর্ষণ করে সেইরূপ সেই গর্জ্জনকারী রাক্ষসরূপ মেঘসমূহ নারায়ণরূপ পর্ব্বতে বাণরূপ বৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ১ ॥

নির্ম্মল শ্যামবর্ণ বিষ্ণু [শরবর্ষণকারী] সেই কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসবৃন্দদ্বারা বর্ষণকারী মেঘসমূহদ্বারা শোভমান অঞ্জন পর্ব্বতের ন্যায় শোভিত হইলেন ॥ ২ ॥

যেমন পঙ্গপালসমূহ শস্যক্ষেত্রে, মশকগণ পর্ব্বতে, বনমক্ষিকা মধুকলসে এবং মকরগণ যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ বজ্র, বায়ু এবং মনের ন্যায় বেগশালী শরসমূহ রাক্ষসগণের ধনুক হইতে মুক্ত হইয়া প্রলয়কালে লোক-সকলের ন্যায় নারায়ণ-শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল ॥ ৩-৪ ॥

১। ছ '-তা-'। ২। ছ '-ঞ্চরোত্তমৈঃ'। ৩। ছ 'ইদমর্দ্ধং পরশ্লোকপূর্ব্বার্দ্ধঞ্চ নাস্তি'। ৪। ছ 'লোকান্তমিব প-'।

স্যন্দনৈঃ স্যন্দনগতা গজৈর্গজধুরং গতাঃ।
অশ্বারোহাস্তথাশ্বৈশ্চ[1] পদাতাশ্চ পদাতিভিঃ ॥ ৫ ॥
রাক্ষসেন্দ্রা গিরিনিভাঃ শরশক্ত্যৃষ্টিতোমরৈঃ।
নিরুচ্ছ্বাসং হরিং চক্রুঃ প্রাণায়ামা ইব দ্বিজম্[2] ॥ ৬ ॥
নিশাচরৈস্তুদ্যমানো[3] মীনৈরিব মহাতিমিঃ।
শার্ঙ্গমানম্য গাত্রাণি রাক্ষসানাং মহাহবে ॥ ৭ ॥
শরৈঃ কর্ণায়তোৎসৃষ্টৈর্ব্বজ্রবক্ত্রৈর্ম্মনোজবৈঃ[4]।
চিচ্ছেদ তিলশো বিষ্ণুঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৮ ॥
বিদ্রাব্য শরবর্ষং তু বর্ষং বায়ুরিবোত্থিতঃ[5]।
পাঞ্চজন্যং মহাশঙ্খং দধ্মৌ স পুরুষোত্তমঃ ॥ ৯ ॥

৫-৬। লো-টী। স্যন্দনৈর্হরিং নিরুচ্ছ্বাসং নিশ্চেষ্টিতং চক্রুরিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। এবমন্যত্র।

[লো-টী।] স্কন্দ্যমানো বেষ্ট্যমানঃ তত্তেষাং শরবর্ষম্।

প্রাণায়াম যেরূপ ব্রাহ্মণের শ্বাস রোধ করে, সেইরূপ রথারূঢ় রাক্ষসগণ রথদ্বারা, গজারূঢ় রাক্ষসগণ গজদ্বারা, অশ্বারূঢ় রাক্ষসগণ অশ্বদ্বারা, পদাতিক রাক্ষসগণ পদাতিক সৈন্যদ্বারা এবং [সেই] পর্ব্বতপ্রমাণ রাক্ষসগণ [সকলেই] শর, শক্তি, ঋষ্টি ও তোমরদ্বারা নারায়ণের শ্বাসরোধ করিল ॥ ৫-৬ ॥

মৎস্যসমূহদ্বারা আহত প্রকাণ্ড 'তিমি'র ন্যায় রাক্ষসগণকর্ত্তৃক আহত হইয়া বিষ্ণু ধনুক আনত করত কর্ণ পর্য্যন্ত আকর্ষণপূর্ব্বক [তদ্দ্বারা] নিক্ষিপ্ত মনের ন্যায় গতিশীল বজ্রমুখ শরসমূহদ্বারা যুদ্ধে শত শত সহস্র সহস্র রাক্ষসের গাত্র তিল তিল করিয়া ছেদন করিলেন ॥ ৭-৮ ॥

বাত্যা যেমন বৃষ্টি নিবারণ করে, সেইরূপ পুরুষোত্তম বিষ্ণু [তাহাদের] বাণবর্ষণ নিবারণ করিয়া পাঞ্চজন্য নামক মহাশঙ্খ ধ্বনিত করিলেন ॥ ৯ ॥

১। ছ '-হাঃ সদশ্বৈশ্চ'। ২। ছ 'দ্বিপান্'। ৩। ছ '-স্কন্দ্য-'। ৪। ছ '-র্মহাজবৈঃ'। ৫। ছ '-তম্'।

সোঽম্বুজো হরিণা ধ্মাতঃ সর্ব্বপ্রাণেন শঙ্খরাট্।
ননাদ ভীমনির্হ্রাদং[১] যুগান্তে জলদো যথা ॥ ১০ ॥
শঙ্খরাজরবঃ সোঽথ ত্রাসয়ামাস রাক্ষসান্।
মৃগরাজরবোঽরণ্যে সমদানিব কুঞ্জরান্ ॥ ১১ ॥
ন শেকুরশ্বাঃ সংস্থাতুং বিমদাঃ করিণোঽভবন্।
স্যন্দনেভ্যোঽপতন্ যোধাঃ শঙ্খশব্দেন মোহিতাঃ ॥ ১২ ॥
শার্ঙ্গচাপবিনির্ম্মুক্তা বজ্রতুল্যাননাঃ শরাঃ।
বিদার্য্য তানি রক্ষাংসি সুপুঙ্খা বিবিশুঃ ক্ষিতিম্ ॥ ১৩ ॥
ভিদ্যমানাঃ শরৈশ্চান্যে নারায়ণধনুশ্চ্যুতৈঃ।
নিপেতু রাক্ষসা ভীতাঃ শৈলা বজ্রহতা ইব ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। সর্ব্বপ্রাণেন সর্ব্ববলেনেব।
[লো-টী।] নাস্পন্দন্ত স্পন্দনং নাকুর্ব্বত।

সেই জলজাত সর্ব্বোত্তম শঙ্খ হরিকর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রযত্নে বাদিত হইয়া প্রলয়-কালীন মেঘের ন্যায় ভয়ঙ্কর নিনাদে নিনাদিত হইল ॥ ১০ ॥

অরণ্যমধ্যে মৃগাধিপতি সিংহের গর্জ্জন যেমন মদমত্ত গজসমূহকে সন্ত্রস্ত করে, সেই শঙ্খরাজের ধ্বনি সেইরূপ রাক্ষসগণকে ভীত করিল ॥ ১১ ॥

শঙ্খশব্দ শ্রবণে মূর্চ্ছিত হইয়া রথে সংযোজিত অশ্বগণ স্থির থাকিতে সমর্থ হইল না, হস্তিগণ মদহীন হইল এবং যোদ্ধৃগণ রথ হইতে পতিত হইল ॥ ১২ ॥

বজ্রতুল্য ফলক-সমন্বিত সুপুঙ্খ শরসমূহ বিষ্ণুর ধনুক হইতে নির্গত হইয়া সেই রাক্ষসদিগকে বিদারণ পূর্ব্বক ভূগর্ভে প্রবেশ করিল ॥ ১৩ ॥

নারায়ণের ধনুর্ম্মুক্ত শরসমূহে বিদারিত এবং [তত্রত্য] অপরাপর ভীত রাক্ষসগণ বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল ॥ ১৪ ॥

১। ছ '-দো'।

ব্রণানি পরগাত্রেভ্যো বিষ্ণুচক্রকৃতানি হি।
৩
অসৃক্ ক্ষরন্তি ধারাভিঃ স্বর্ণরাশিমিবাচলাঃ ॥ ১৫ ॥
৪
শঙ্খরাজরবশ্চাপি শার্ঙ্গচাপরবস্তথা।
৫
গ্রসন্তে বৈষ্ণবা বাণাস্তেষাং ধ্বজবতামসূন্ ॥ ১৬ ॥
৬
তেষাং করান্ শরাংশ্চৈব শিরোধ্বজধনূংষি চ।
রথান্ পতাকাস্তূণীরান্ চিচ্ছেদ স হরিঃ শরৈঃ ॥ ১৭ ॥
সূর্য্যাদিব ময়ূখৌঘাঃ সাগরাদিব চোর্ম্ময়ঃ।
৭ ৮
পাতালাদিব নাগেন্দ্রা বার্য্যোঘা ইব চাম্বুদাৎ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। বিষ্ণুবাণক্ষতানি কৃতানি ব্রণানি। স্রুঃ নির্ঝরঃ নীরসং নিঃশেষেণ রসং জলম্ অচলাৎ পর্ব্বতাৎ স্রবতি মুঞ্চতি, তথা, 'স্রুঃ স্ত্রিয়াং নির্ঝরে স্রবে' ইতি কোষঃ।

১৬। লো-টী। ধ্বজবতামপি তেজস্বিনামপি। 'বৈজয়ন্ত্যামথাজ্ঞায়াং ধ্বজশ্চিহ্নে চ তেজসী'তি নির্ঘণ্টঃ।

১৮। লো-টী। পর্ব্বতাঃ মৎস্যপ্রভেদাঃ। 'পর্ব্বতঃ স্যাৎ পুমান্ শাকভেদমৎস্য-প্রভেদয়ো'রিতি কোষঃ। 'সাগরাদিব চোর্ম্ময়' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

পর্ব্বতসমূহ যেরূপ স্বর্ণরাশি প্রসব করে, বিষ্ণুচক্রকৃত ক্ষতসমূহ শত্রুর গাত্র হইতে সেইরূপ রক্তধারা ক্ষরণ করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

শঙ্খরাজের ধ্বনি এবং বিষ্ণুর ধনুকের টঙ্কার ও বিষ্ণুর বাণসমূহ সেই তেজস্বী রাক্ষসদিগেরও প্রাণকে গ্রাস করিয়া ফেলিল ॥ ১৬ ॥

সেই হরি শরসমূহ দ্বারা তাহাদের হস্ত, শর, মস্তক, ধ্বজ, ধনুক, রথ, পতাকা এবং তূণ সকল ছেদন করিলেন ॥ ১৭ ॥

সূর্য্য হইতে কিরণসমূহের ন্যায়, সমুদ্র হইতে তরঙ্গমালার ন্যায়, পাতাল হইতে উত্থিত মহাসর্পসমূহের ন্যায় এবং মেঘ হইতে জলপ্রবাহের ন্যায় শার্ঙ্গচাপ

১। ছ 'বরনাগানাং'। ২। ছ '-বাণক্ষতানি চ'। ৩। ক 'সুমীরস-'। ৪। ছ '-রবোঽপি চ'। ৫। ছ 'ধ্বজধনূংষি চ'। ৬। ছ 'শরানুরুন্'। ৭। ছ-ট 'পর্ব্বতাদিব'। ৮। ছ 'বার্য্যোঘা'।

তথা গাঢ়বিনির্ম্মুক্তাঃ শার্ঙ্গান্নারায়ণেরিতাঃ

নির্ধাবন্তি শরব্রাতাঃ[১] শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১৯ ॥

শরভেণ[২] যথা সিংহাঃ সিংহেন দ্বিরদা যথা।

দ্বিরদেন যথা ব্যাঘ্রাঃ শার্দ্দূলেনেব দ্বীপিনঃ ২০

দ্বীপিনা চ যথা শ্বানঃ শুনা মার্জ্জারকা যথা

মার্জ্জারেণ যথা সর্পাঃ[৩] সর্পেণ চ যথা খগাঃ ২১

তথা তে রাক্ষসা যুদ্ধে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা

দ্রাবিতা বিদিশশ্চৈব শায়িতাশ্চ মহীতলে ২২

রাক্ষসানাং সহস্রাণি নিহত্য মধুসূদনঃ।

বারিজং ধ্মাপয়ামাস খে বায়ুরিব তোয়দম্ ॥ ২৩

১৯। লো-টী। গাঢ়া দৃঢ়াশ্চ তে শার্ঙ্গাদ্বিনির্মুক্তাশ্চ, তে শরাঃ। 'নির্ধাবন্তীষব' ইতি বা পাঠঃ

২০। লো-টী। শার্দ্দূলেন ব্যাঘ্রেণ দ্বীপিনঃ ক্ষুদ্রব্যাঘ্রাঃ 'নেকৃড়াব্যাঘ্র' ইতিখ্যাতাঃ।

২১। লো-টী। দ্বীপিনা ক্ষুদ্রব্যাঘ্রেণ। কোকা বনশ্বানঃ, শুনা বনশুনা ইতি সর্ব্বজ্ঞঃ।

হইতে নারায়ণকর্ত্তৃক দৃঢ়ভাবে নিক্ষিপ্ত শত-সহস্র শর নির্গত হইতে লাগিল ॥ ১৮-১৯ ॥

উষ্ট্র যেরূপ সিংহকে, সিংহ যেরূপ হস্তীকে, হস্তী যেরূপ ব্যাঘ্রকে, ব্যাঘ্র যেরূপ নেকড়ে বাঘকে, নেকড়ে বাঘ যেরূপ কুক্কুরকে, কুক্কুর যেরূপ মার্জ্জারকে, মার্জ্জার যেরূপ সর্পকে এবং সর্প যেরূপ পক্ষীকে পরাজিত করে, প্রভু বিষ্ণু সেইরূপ যুদ্ধে সেই রাক্ষসদিগকে চারিদিকে বিদ্রাবিত করিলেন এবং [অবশিষ্ট রাক্ষসদিগকে] ধরাশায়ী করিলেন ॥ ২০-২২ ॥

মধুসূদন সহস্র সহস্র রাক্ষসকে নিহত করিয়া আকাশে বায়ুকৃত মেঘধ্বনির ন্যায় শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ২৩ ॥

১। ছ '-রান্তুর্ণং'। ২। ক 'তথা'। ৩। ছ 'ভুজঙ্গৈর্মূষিকা যথা'।

নারায়ণশরধ্বস্তং শঙ্খনাদপ্রবিহ্বলম্‌।
যযৌ[১] তল্লঙ্কাভিমুখং প্রভগ্নং রাক্ষসং বলম্‌ ॥ ২৪ ॥
প্রভগ্নে রাক্ষসবলে নারায়ণশরাহতে।
সুমালী শরজালেন আববার[২] রণে হরিম্‌ ॥ ২৫ ॥
স তু তং ছাদয়ামাস নীহার[৩] ইব ভাস্করম্‌।
রাক্ষসাঃ সত্ত্বসম্পন্নাঃ পুনর্ধৈর্য্যং সমাদধুঃ ॥ ২৬ ॥
[৪]অথ সোঽভ্যপতদ্রোষাদ্রাক্ষসো বলদর্পিতঃ।
মহানাদং প্রকুর্ব্বাণো রাক্ষসান্‌ জীবয়ন্নিব ॥ ২৭ ॥
উৎক্ষিপ্য স্বর্ণাভরণং করং করমিব দ্বিপঃ।
[৫]ররাব রাক্ষসো হর্ষাৎ সতড়িৎ তোয়দো যথা ॥ ২৮

২৬। লো-টী। নীহারেণ নীহার ইত্যর্থঃ।
২৭। লো-টী। তস্য নারায়ণস্য রোষাৎ তদ্রোষাৎ রক্ষোঽননেন ক্রোধাৎ

নারায়ণের শরাঘাতে জর্জ্জরিত এবং শঙ্খধ্বনি শ্রবণে অতিশয় বিহ্বল হইয়া সেই পরাজিত রাক্ষসবাহিনী লঙ্কাভিমুখে গমন করিল ॥ ২৪ ॥

নারায়ণের শরে আহত হইয়া সেই রাক্ষসসৈন্যগণ পলায়ন করিলে সুমালী শরসমূহ দ্বারা যুদ্ধে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিল ॥ ২৫ ॥

সুমালী বিষ্ণুকে তুহিনাবৃত ভাস্করের ন্যায় আচ্ছাদিত করিলে বীর্য্যবান্‌ রাক্ষসগণ পুনরায় ধৈর্য্য ধারণ করিল ॥ ২৬ ॥

তারপর সেই বলগর্ব্বিত রাক্ষস ক্রোধবশতঃ ভীষণ শব্দ করত রাক্ষসদিগকে যেন পুনরুজ্জীবিত করিয়াই ধাবিত হইল ॥ ২৭ ॥

রাক্ষস সুমালী হস্তীর শুণ্ডের ন্যায় স্বর্ণাভরণভূষিত হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক আনন্দে বিদ্যুদ্‌যুক্ত মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥

১। ছ 'তুল-'। ২। ছ 'আজঘান'। ৩। ক 'নীহারমিব'। ৪। ছ 'তদৈব তস্য তৎক্রোধাত্রা-'। ৫। ছ 'ননাদ'।

তস্য নানর্দ্দতস্তূচ্চৈঃ শিরো জ্বলিতকুণ্ডলম্ ।
চিচ্ছেদ যন্তুরশ্বাশ্চ প্রোদ্‌ভ্রান্তাস্তস্য রক্ষসঃ ॥ ২৯ ॥
অশ্বৈরুদ্‌ভ্রাম্যতে ভ্রান্তৈস্তৈঃ সুমালী নিশাচরঃ ।
ইন্দ্রিয়ার্থৈঃ পরিভ্রান্তৈর্ব্বৃত্তিহীনঃ পুমানিব ॥ ৩০ ॥
স তু তান্ সংনিয়ম্যাশ্বানিন্দ্রিয়ার্থান্ যথা যতিঃ ।
স্থিতোঽভূদচলো ভূত্বা স্থাপয়িত্বাগ্রতো রথম্ ॥ ৩১ ॥
ততো হরিং মহাবাহুং প্রপতন্তং রণাজিরে ।
মালী হ্যভ্যদ্রবদ্বীরঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ ॥ ৩২ ॥

২৯। লো-টী। নানদতঃ নানদ্যমানস্য তস্য সুমালিনঃ, যন্তুঃ সারথেঃ; ততশ্চ তস্য রক্ষসঃ অশ্বাঃ প্রোদ্ভ্রান্তাঃ বভ্রমুঃ।

৩০। লো-টী। অভ্রাম্যত বভ্রমে। ইন্দ্রিয়ার্থৈরিন্দ্রিয়ভোগ্যৈঃ ধনৈঃ পরিভ্রষ্টৈর্যথা বৃত্তিহীনো দরিদ্রঃ ইতস্ততো ভ্রমতি তথা।

৩১। লো-টী। ইন্দ্রিয়ার্থান্ ইন্দ্রিয়পদাভিধেয়ান্ ইন্দ্রিয়াণীত্যর্থঃ। রথং স্থাপয়িত্বা অচলশ্চ ভূত্বা বিষ্ণোরগ্রতঃ স্থিতোঽভূদিত্যর্থঃ।

হরি উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জনকারী 'সুমালি' রাক্ষসের সারথির উজ্জ্বল-কুণ্ডলশোভিত মস্তক ছেদন করিলেন; তাহার অশ্বগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

দরিদ্র ব্যক্তি যেরূপ অনিয়ত (অস্থির) ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়দ্বারা অস্থির হয়, সেইরূপ সেই সুমালী সারথিবিহীন ভ্রাম্যমাণ অশ্ববৃন্দদ্বারা ভ্রামিত হইতে লাগিল ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মচারী যেরূপ ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করেন, সেইরূপ সুমালী সেই অশ্বদিগকে সংযত করিয়া সম্মুখে রথ স্থাপনপূর্ব্বক নিশ্চল হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

অনন্তর মহাবীর মালী শরযুক্ত কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হরির প্রতি ধাবিত হইল ॥ ৩২ ॥

১। ছ 'অথ'। ২। ছ '-তঃ সখ্যো'। ৩। ছ '-রভ্রাম্যত'। ৪। ছ 'বিষ্ণুং'।

মালিচাপচ্যুতা বাণাঃ কার্ত্তস্বরবিভূষিতাঃ।

বিবিশুর্হরিমাসাদ্য ক্রৌঞ্চং পত্ররথা ইব ॥ ৩৩ ॥

অর্দ্দ্যমানঃ শরৈঃ সোঽথ মালিমুক্তৈঃ[১] সহস্রশঃ।

চুক্ষুভে ন রণে[২] বিষ্ণুর্জিতেন্দ্রিয় ইবাধিভিঃ ॥ ৩৪ ॥

অথ মে[illegible]াস্বনং কৃত্বা ভগবান্ ভূতভাবনঃ।

মালিনং প্রতি বাণৌঘান্ সসর্জ্জাসিগদাধরঃ ॥ ৩৫ ॥

মালিনো দেহমাসাদ্য[৪] বজ্রবিদ্যুৎপ্রভাঃ শরাঃ।

বহু রক্তং পপুস্তস্য নাগা ইব পুরামৃতম্ ॥ ৩৬ ॥

৩৩। লো-টী। ক্রৌঞ্চং পর্ব্বতং পত্ররথাঃ পক্ষিণঃ।

৩৪। লো টী। আধিভিঃ প্রত্যাশাভির্ব্যসনৈর্বা। 'আধিঃ পুমান্ চিত্তপীড়া-প্রত্যাশাবন্ধকেষু চ। ব্যসনে চাপ্যধিষ্ঠানে' ইতি কোষঃ।

৩৬। লো-টী। নাগা গজাঃ সুধা অমৃতং সুধাতুল্যং জলম্। 'অমৃতং স্যাদ্ যজ্ঞশেষে পীযূষে সলিলে ঘৃতে' ইতি কোষঃ।

মালীর ধনুক হইতে নিক্ষিপ্ত সুবর্ণভূষিত বাণসমূহ পক্ষিগণ যেরূপ ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বতে প্রবেশ করে, সেইরূপ হরির শরীরমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৩৩ ॥

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যেমন চিত্তপীড়ায় বিক্ষুব্ধ হ'ন না, তখন হরি সেইরূপ মালীর নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র শরদ্বারা নিপীড়িত হইয়াও যুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হইলেন না ॥৩৪॥

অনন্তর খড়্গ এবং গদাধারী ভগবান্ বিষ্ণু জ্যাশব্দ করিয়া মালীর উপরে শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

পুরাকালে সর্পগণ যেরূপ অমৃত পান করিয়াছিল, সেইরূপ বজ্র এবং বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট শরসমূহ মালীর শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রচুর রক্ত পান করিল ॥ ৩৬ ॥

১। ছ '-ত্যাক্তৈঃ'। ২। ছ 'ন চুক্ষুভে-'। ৩। ছ 'ততো'। ৪। ছ 'তে মালিদেহমাসাদ্য'।

মালিনং বিমুখং কৃত্বা শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
শিতৈঃ শরৈর্ধ্বজং চাপং বাজিনশ্চাপ্যপাতয়ৎ ॥ ৩৭ ॥
গদামাদায় বিরথস্ততো মালী নিশাচরঃ।
আপুপ্লুবে গদাপাণির্গিৰ্য্যগ্রাদিব কেশরী ॥ ৩৮ ॥
স তদা গরুড়ং সংখ্যে ঈশানং বৈ যথান্ধকঃ।
জঘান শিরসি ক্রুদ্ধো বজ্রেণেন্দ্র ইবাচলম্ ॥ ৩৯ ॥
গদয়াভিহতস্তেন[1] মালিনা গরুড়ো ভৃশম্।
রণাৎ পরাঙ্মুখং দেবং কৃতবান্ বেদনাতুরঃ ॥ ৪০ ॥
পরাঙ্মুখে[2] কৃতে দেবে গরুড়েন পতত্রিণা।
বভূব রক্ষসাং নাদঃ সিংহানামিব গর্জ্জতাম্ ॥ ৪১ ॥

৩৮। লো-টী। গির্য্যগ্রাৎ গিরেঃ শৃঙ্গাৎ।

তখন শঙ্খ-চক্র-গদাধর নারায়ণ মালীকে পরাঙ্মুখ করিয়া তীক্ষ্ণ শরসমূহদ্বারা তাহার ধ্বজ, কার্ম্মুক এবং অশ্ব সকলকে পাতিত করিলেন ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর রাক্ষস মালী রথহীন হইয়া গদা গ্রহণ করত পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে সিংহের ন্যায় গদাহস্তে উল্লম্ফন করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

অন্ধকাসুর যেমন মহাদেবকে আঘাত করিয়াছিল এবং ইন্দ্র যেমন পর্ব্বতের উপর বজ্রাঘাত করিতেন, সেইরূপ সেই রাক্ষস তখন ক্রুদ্ধ হইয়া গরুড়ের মস্তকে আঘাত করিল ॥ ৩৯ ॥

সেই মালীর গদাঘাতে গরুড় অত্যন্ত অভিভূত এবং বেদনায় কাতর হইয়া হরিকে যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ করিল ॥ ৪০ ॥

পক্ষিপ্রবর গরুড় হরিকে পরাঙ্মুখ করিলে সিংহসমূহের গর্জ্জনের ন্যায় রাক্ষসগণ ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

১। ছ '-ঢ়স্তদা'। ২। ছ '-

রক্ষসাং নদতাং নাদং শ্রুত্বা হরিহয়ানুজঃ।
পরাঙ্মুখোঽপ্যুৎসসর্জ্জ চক্রং মালিজিঘাংসয়া ॥ ৪২ ॥
তৎ সূর্য্যমণ্ডলাভাসং স্বভাসা ভাসয়ন্ নভঃ।
কালচক্রনিভং চক্রং মালিশীর্ষমপাহরৎ ॥ ৪৩ ॥
তচ্ছিরো রাক্ষসেন্দ্রস্য চক্রোৎকৃত্তং বিভীষণম্।
পপাত রুধিরোদ্গারি পুরা রাহুশিরো যথা ॥ ৪৪ ॥
ততঃ সুরৈঃ সুসংহৃষ্টৈঃ সর্ব্বপ্রাণসমীরিতঃ।
সিংহনাদরবো মুক্তঃ সাধু দেবেতিবাদিভিঃ ॥ ৪৫ ॥
মালিনং নিহতং দৃষ্ট্বা সুমালী মাল্যবানপি।
সবলৌ শোকসন্তপ্তৌ লঙ্কাং প্রতি বিধাবিতৌ ॥ ৪৬ ॥

৪২। লো-টী। হরিহয়ো বাসবস্তস্যানুজঃ।
[লো-টী।] বিযুক্তাঃ প্রাণেভ্যো বিযোজিতাঃ 'বিমুক্তা' ইতি বা পাঠঃ।
৪৫। লো-টী। সর্ব্বপ্রাণসমীরিতঃ কৃতঃ যুক্তস্তৎকালোচিতঃ।

ইন্দ্রানুজ বিষ্ণু ভীষণশব্দকারী রাক্ষসদিগের গর্জ্জন শুনিয়া পরাঙ্মুখ হইয়াও মালীর বধকামনায় চক্র নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪২ ॥

সূর্য্যমণ্ডলতুল্য প্রভাময় কালচক্র-সদৃশ সেই চক্র স্বীয় প্রভায় নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া মালীর মস্তক ছেদন করিল ॥ ৪৩ ॥

চক্রদ্বারা কর্ত্তিত রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মালীর সেই ভয়ঙ্কর মস্তক পুবাকালে রাহুর মস্তকের ন্যায় শোণিত ক্ষরণ করিতে করিতে পতিত হইল ॥ ৪৪ ॥

তখন সমস্ত দেবগণ পরম সন্তুষ্ট হইয়া 'দেব, সাধু সাধু' এই বলিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

মালীকে নিহত দেখিয়া সুমালী এবং মাল্যবান্ শোকসন্তপ্ত হইয়া সেনাসমভিব্যাহারে লঙ্কার দিকে ধাবিত হইল ॥ ৪৬ ॥

১। ছ 'নর্দ্দতাং'। ২। ছ '-ত্যুৎ-'। ৩। ছ 'প্রভয়া'। ৪। ছ '-ত্যৎ'। ৫। ছ '-দন্ততো'।

গরুড়স্তু সমাশ্বস্তঃ সংনিবৃত্য[1] যথামনঃ।
রাক্ষসান্ পাতয়ামাস পক্ষবাতেন[2] কোপিতঃ ॥ ৪৭ ॥

নারায়ণোঽপ্যাশু[3] বরেষুভিঃ প্রভুঃ বিদারয়ামাস ধনুর্বিমুক্তৈঃ।
নক্তঞ্চরান্[4] মুক্তবিধূতকেশান্ যথাশনিভিস্তু নগান্ মহেন্দ্রঃ ॥ ৪৮ ॥

ভিন্নাতপত্রং[5] প্রতিবিদ্ধশস্ত্রং[6] শরৈঃ সমন্তাদভিভিন্নদেহম্।
বিনির্গতান্ত্রং ভয়লোলনেত্রং বলং তদুন্মত্তনিভং বভূব ॥ ৪৯ ॥

সিংহার্দ্দিতানামিব কুঞ্জরাণাং নিশাচরাণাং সহকুঞ্জরাণাম্।
রবশ্চ[7] বেগশ্চ সমং বভূব পুরা[8] নৃসিংহেন ভয়ার্দ্দিতানাম্ ॥ ৫০ ॥

সংবাধ্যমানা[9] হরিবাণজালৈস্তে[10] বাণজালানি সমুৎসৃজন্তঃ।
ধাবন্তি নক্তঞ্চরকালমেঘা বায়ুপ্রণুন্না ইব কালমেঘাঃ ॥ ৫১ ॥

৪৭। লো-টী। যথা মনঃ তথৈব পীড়য়ামাস।

৪৯। লো-টী। পতমানবস্ত্রং ভয়াদসংবৃতবস্ত্রং সমারোপিতানি সম্যক্ কম্পিতানি ভীমানি পত্রাণি বাহনানি যস্য তৎ।

৫০। লো-টী। রবঃ শব্দঃ সমম্ একদৈব পুরাণসিংহেন পূর্ব্বনরসিংহমূর্ত্তিনা।

৫১। লো-টী। নক্তঞ্চরকালমেঘা নক্তঞ্চরাঃ কৃষ্ণবর্ণমেঘাঃ কালমেঘাঃ কৃষ্ণবর্ণা বা।

গরুড় আশ্বস্ত এবং প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রোষবশতঃ পক্ষবায়ুদ্বারা যথেচ্ছভাবে রাক্ষসদিগকে ভূপাতিত করিতে লাগিল ॥ ৪৭ ॥

ইন্দ্র যেরূপ বজ্রদ্বারা পর্ব্বতসমূহ বিদারণ করিতেন প্রভু নারায়ণও সেইরূপ ধনুক হইতে নিক্ষিপ্ত উৎকৃষ্ট শরদ্বারা রাক্ষসদিগকে বিদারিত করিতে লাগিলেন। [শরবেগে] তাহাদের কেশ উৎপাটিত ও কম্পিত হইতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥

সেই রাক্ষসসৈন্য উন্মত্তের ন্যায় হইল, শরাঘাতে তাহাদের ছত্র বিদীর্ণ হইল, শস্ত্র প্রতিহত হইল, গাত্র ক্ষতবিক্ষত হইল, অন্ত্র (নাড়িভুঁড়ি) বাহির হইয়া পড়িল এবং চক্ষুঃ ঘূর্ণিত হইতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥

সিংহাক্রান্ত হস্তিগণের ন্যায় সেই হস্তিযূথসমন্বিত রাক্ষসগণের বেগ ও আর্ত্তনাদ পুরাকালে নৃসিংহমূর্ত্তিধারী বিষ্ণুর ভয়ে পীড়িত রাক্ষসগণের [বেগ ও আর্ত্তনাদের] সমান হইল ॥ ৫০ ॥

বিষ্ণুর শরসমূহে পীড়িত হইয়া কালমেঘসদৃশ রাক্ষসগণ বাণসমূহ বর্ষণ করিতে

১। ক '-নিগঃ'। ২। ছ '-পাতেন'। ৩। ছ '-নুঃপ্র-'। ৪। ছ 'বিধ্বস্তচাপাসিনিবৃত্তবাণান্'। ৫। ছ 'ছিন্না-'। ৬। ছ 'পতমান-'। ৭। ছ 'দুঃখেন লব্ধো বিজয়ো হি দেবৈঃ'। ৮। ছ 'যুদ্ধে স্থিতানাং হি বয়ান্বিতানাম্'। ৯। ক 'সংমর্দ্দিতা বৈ'। ১০। ছ '-লৈঃ স্ববা-'।

চক্রপ্রহারৈর্ব্বিনিকৃত্তশীর্ষাঃ[১] সংচূর্ণিতাঙ্গাশ্চ[২] গদাপ্রহারৈঃ।
অসিপ্রহারৈর্ব্বিবিধৈর্ব্বিভিন্নাঃ[৩] পতন্তি শৈলা ইব রাক্ষসেন্দ্রাঃ ॥ ৫২ ॥

চক্রোৎকৃত্তাস্যকমলা গদাসংচূর্ণিতোরসঃ।
লাঙ্গলাকর্ষিতগ্রীবা মুষলৈর্ভিন্নমস্তকাঃ ॥ ৫৩ ॥

কেচিচ্চৈবাসিনা চ্ছিন্নাস্তথান্যে শরপীড়িতাঃ।
নিপেতুরম্বরাত্তূর্ণং রাক্ষসাঃ সাগরাম্ভসি ॥ ৫৪ ॥

ততোঽম্বরং[৪] প্রচ্যুতহারকুণ্ডলৈর্নিশাচরৈর্নীলবলাহকোপমৈঃ।
নিপাত্যমানৈর্দদৃশে নিরন্তরং বিশীর্য্যমাণৈরিব[৫] নীলপর্ব্বতৈঃ ॥ ৫৫ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মালিবধো নাম
সপ্তমঃ সর্গঃ ॥ ৭ ॥

৫৩। লো-টী। চক্রেণ উৎকৃত্তানি ছিন্নানি আস্যকমলানি যেষাং তে। আকর্ষিতা ভগ্না।

৫৫। লো-টী। প্রচ্যুতা গাত্রেভ্যো নিঃসৃতা হারাঃ কুণ্ডলানি চ যেষাং তৈঃ, বিষ্ণুনা নিপাত্যমানৈর্নিরন্তরং নিশ্ছিদ্রং দদৃশে ভূতলং সাগরাম্ভো বেতি শেষঃ।

মালিবধঃ ॥ ৭ ॥

করিতে বায়ুচালিত কৃষ্ণমেঘের ন্যায় ধাবিত হইল ॥ ৫১ ॥

চক্রপ্রহারে রাক্ষসদিগের মস্তক ছিন্ন হইল, গদাঘাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল, তাহারা নানাপ্রকার খড়্গাঘাতে বিদারিত হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় পতিত হইল ॥ ৫২ ॥

তাহাদের মুখকমল চক্রদ্বারা ছিন্ন, বক্ষঃস্থল গদাঘাতে বিচূর্ণিত, গ্রীবা লাঙ্গলদ্বারা আকর্ষিত এবং মস্তক মুষলদ্বারা বিদারিত হইল; কোন কোন রাক্ষস অসিদ্বারা ছিন্ন এবং কেহ কেহ শরদ্বারা আহত হইয়া অতিদ্রুত আকাশ হইতে সমুদ্রজলে নিপতিত হইল ॥ ৫৩-৫৪ ॥

তখন বিশীর্য্যমাণ নীলপর্ব্বতের ন্যায় হার ও কুণ্ডলবিহীন নীলমেঘতুল্য নিপতিত রাক্ষসবৃন্দে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন দেখা গেল ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মালিবধ-নামক
৭ম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

১। ছ '-দেহাঃ'। ২। ছ '-তাশ্চাশু গদা-'। ৩। ছ '-র্বহুধা বিভক্তাঃ'। ৪। ক '-ম্বরাৎ'। ৫। ছ 'বিসর্প-'।

(৮) অষ্টমঃ সর্গঃ

হন্যমানে বলে তস্মিন্ পদ্মনাভেন পৃষ্ঠতঃ।
মাল্যবান্ সংনিবৃত্যাথ[১] বেলাতিগ ইবার্ণবঃ ॥ ১ ॥
সংরক্তনয়নঃ কোপাচ্চলন্মৌলির্নিশাচরঃ।
পদ্মনাভমিদং প্রাহ বচনং পরুষং তদা ॥ ২ ॥
নারায়ণ ন জানীষে ক্ষত্রধর্ম্মং সনাতনম্।
অযুদ্ধমনসো যন্নো ভগ্নান্ হংসি যথেতরঃ ॥ ৩ ॥
পরাঙ্মুখবধং পাপং যঃ করোতি স হীতরঃ।
ন হন্তা ন হতঃ স্বর্গং লভতে তেন কর্ম্মণা ॥ ৪ ॥
যুদ্ধশ্রদ্ধাথবা তেঽস্তি চক্রশার্ঙ্গগদাধর।
[২]অহং স্থিতোঽস্মি পশ্যামি বলং দর্শয় যত্তব ॥ ৫ ॥

১ লো-টী। পৃষ্ঠতো হন্যমানে বেলাতিগ ইবার্ণবঃ লঙ্ঘিতমর্য্যাদ ইব ক্রুদ্ধঃ
৪। লো-টী। ন হন্তা ন হতঃ উভয়ম্।

সেই সৈন্যগণ বিষ্ণুকর্ত্তৃক পশ্চাৎ হইতে নিহত হইলে বেলাভূমি অতিক্রমকারী সমুদ্রের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত মাল্যবান্ ক্রোধে চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করিয়া মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক বিষ্ণুকে এইরূপ কর্কশবাক্য বলিল—॥ ১-২ ॥

নারায়ণ, তুমি সনাতন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবগত নও; কারণ, তুমি যুদ্ধে অমনোযোগী ও পলায়ননিরত আমাদিগকে ইতরের ন্যায় বধ করিতেছ ॥ ৩ ॥

যে পরাঙ্মুখ ব্যক্তির বধরূপ পাপ করে, সে ইতর; তাদৃশ কার্য্যদ্বারা নিহন্তা অথবা নিহত ব্যক্তি, কেহই স্বর্গলাভ করে না ॥ ৪ ॥

অথবা হে চক্র-শার্ঙ্গ-গদাধর! যদি তোমার যুদ্ধের বাসনা থাকে, তবে তোমার যত বল আছে দেখাও, আমি অবস্থিত হইয়া তাহা দেখিতেছি ॥ ৫ ॥

১। ছ '-ত্তোঽথ'। ২। ছ 'অয়ং স্থিতোঽহং'।

মাল্যবন্তং স্থিতং দৃষ্ট্বা মাল্যবন্তমিবাচলম্ ।
১
উবাচ রাক্ষসেন্দ্রং তং দেবরাজানুজো বলী ॥ ৬ ॥

যুষ্মত্তো ভয়ভীতানাং দেবানামভয়ং ময়া ।
২
রাক্ষসোৎসাদনং দত্তং তদেতদনুপাল্যতে ॥ ৭ ॥

প্রাণৈরপি প্রিয়ং কার্য্যং দেবতানাং সদা ময়া ।
সোঽহং বো নিহনিষ্যামি রসাতলগতানপি ॥ ৮ ॥
৩
বিষ্ণুমেবং ব্রুবাণং তু স তদা পুরুষোত্তমম্ ।
শক্ত্যা বিভেদ সংক্রুদ্ধো রাক্ষসেন্দ্রো ননাদ চ ॥ ৯ ॥

মাল্যবদ্ভুজনির্ম্মুক্তা শক্তির্ঘণ্টাকৃতস্বনা ।
হরেরুরসি বভ্রাজ মেঘস্থেব শতহ্রদা ॥ ১০ ॥

১০। লো-টী। শতহ্রদা বিদ্যুৎ।

বলশালী বিষ্ণু মাল্যবান্ পর্ব্বতের ন্যায় রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সেই মাল্যবান্‌কে অবস্থিত দেখিয়া তাহাকে বলিলেন—॥ ৬ ॥

আমি তোমাদের ভয়ে ভীত দেবগণকে রাক্ষসনাশের প্রতিশ্রুতি দিয়া অভয়দান করিয়াছি, এখন তাহাই প্রতিপালন করিতেছি ॥ ৭ ॥

প্রাণ দিয়াও দেবতাদের প্রিয়কার্য্য সর্ব্বদা আমার কর্ত্তব্য, তোমরা পাতালে প্রবেশ করিলেও আমি তোমাদিগকে বধ করিব ॥ ৮ ॥

পুরুষোত্তম বিষ্ণু এইরূপ বলিলে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মাল্যবান্ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শক্তিদ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করত গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

মাল্যবানের বাহুনিক্ষিপ্ত শক্তি ঘণ্টাদ্বারা শব্দায়মানা হইয়া মেঘস্থিত বিদ্যুতের ন্যায় বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১০ ॥

১। ছ 'দেবেন্দ্রাবরজো'। ২। ছ 'দনাদত্তং'। ৩। ছ 'দেবমেবং'।

তত্তস্তামেব নিষ্কৃষ্য শক্তিং শক্তিধরপ্রিয়ঃ।
মাল্যবন্তং সমুদ্দিশ্য চিক্ষেপাম্বুরুহেক্ষণঃ ॥ ১১ ॥
স্কন্দোৎসৃষ্টেব সা শক্তির্গোবিন্দকরনিঃসৃতা।
কাঙ্ক্ষন্তী রাক্ষসং প্রায়াৎ মহোল্কেবাঞ্জনাচলম্ ॥ ১২ ॥
সা তস্যোরসি বিস্তীর্ণে হারভাভিঃ প্রভাসিতে।
অপতদ্রাক্ষসেন্দ্রস্য গিরিকূটে যথাশনিঃ ॥ ১৩ ॥
তয়া ভিন্নতনুত্রাণঃ প্রাবিশদ্বিপুলং তমঃ।
মাল্যবান্ পুনরাশ্বস্তস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥ ১৪ ॥
ততঃ কার্ষ্ণায়সং শূলং কণ্টকৈর্বহুভিশ্চিতম্।
প্রগৃহ্য[১] ন্যবধীদ্দেবং স্তনয়োরন্তরে দৃঢ়ম্ ॥ ১৫ ॥

১১। লো-টী। অভিনিষ্কৃষ্য উরসো নিঃসার্য্য, শক্তিধরপ্রিয়ঃ শক্তিধরোঽগ্নিঃ তৎপ্রিয়ো যজ্ঞঃ 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণু'রিতি শ্রুতেঃ।
১২। লো-টী। স্কন্দেন গুহেন উৎসৃষ্টা শক্তিরিব, অঞ্জনাচলং কৃষ্ণপর্ব্বতম্।
১৪। লো-টী। তমো মোহম্।

শক্তিধরপ্রিয় কমললোচন বিষ্ণু সেই শক্তিই উত্তোলিত করিয়া মাল্যবান্ রাক্ষসের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১১ ॥

কার্ত্তিকেয়-নিক্ষিপ্ত শক্তির ন্যায় গোবিন্দের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত সেই শক্তি অঞ্জনপর্ব্বতের প্রতি বৃহৎ উল্কার ন্যায় সেই রাক্ষসের প্রতি ধাবিত হইল ॥ ১২ ॥

হারপ্রভায় উদ্ভাসিত রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মাল্যবানের বিশাল বক্ষঃস্থলে সেই শক্তি পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি বজ্রের ন্যায় পতিত হইল ॥ ১৩ ॥

সেই শক্তির প্রহারে বর্ম্ম বিদীর্ণ হওয়ায় মাল্যবান্ বিষম মোহে আবিষ্ট হইল, কিন্তু পুনরায় আশ্বস্ত হইয়া অটল পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

তার পর সে বহুকণ্টক-পরিব্যাপ্ত লৌহনির্ম্মিত শূল গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুর স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে দৃঢ়ভাবে প্রহার করিল ॥ ১৫ ॥

১। ছ '-হ্যাভ্যহনদ্দেবং'।

তথৈব রণরক্তস্তু মুষ্টিনা সোঽরুণানুজম্।
তাড়য়িত্বা ধনুর্মাত্রমপক্রান্তো নিশাচরঃ ॥ ১৬ ॥
ততোঽম্বরে মহান্ শব্দঃ সাধু সাধ্বিতি চোত্থিতঃ।[1]
আহত্য রাক্ষসো বিষ্ণুং গরুড়ং চাপ্যতাড়য়ৎ[2] ॥ ১৭ ॥
বৈনতেয়স্ততঃ[3] ক্রুদ্ধঃ পক্ষবাতেন রাক্ষসম্।
ব্যুবাহ বলবান্ বায়ুঃ শুষ্কপর্ণচয়ং যথা ॥ ১৮ ॥
দ্বিজেশপক্ষবাতেন বীক্ষ্য দ্রাবিতমগ্রজম্।[4]
সুমালী স্ববলৈঃ সার্দ্ধং লঙ্কামভিমুখো যযৌ ॥ ১৯ ॥
পক্ষবাতসমুদ্ভূতো মাল্যবানপি রাক্ষসঃ।
স্ববলেন সমাগম্য যযৌ লঙ্কাং হ্রিয়া বৃতঃ ॥ ২০ ॥

১৬। লো-টী। 'রণশক্ত' ইতি পাঠঃ। 'রণরক্ত' ইতি পাঠে রণানুরক্তঃ। ধনুর্ম্মাত্রং হস্তচতুষ্টয়ম্।

১৮। লো-টী। উবাহ দূরতো নীতবান্ 'ন্যুবাহ' ইতি বা পাঠঃ।

২০। লো-টী। হ্রিয়া লজ্জয়া।

রণপ্রিয় সেই রাক্ষস গরুড়কেও মুষ্টিদ্বারা আঘাত করিয়া হস্তচতুষ্টয় মাত্র পশ্চাৎপদ হইল ॥ ১৬ ॥

তখন আকাশে 'সাধু সাধু' ইত্যাকার মহান্ শব্দ উত্থিত হইল, রাক্ষস মাল্যবান্ বিষ্ণুকে আহত করিয়া গরুড়কেও প্রহার করিল। ॥ ১৭ ॥

তার পর গরুড় ক্রুদ্ধ হইয়া প্রবল বায়ু যেমন শুষ্কপত্ররাশি উড়াইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ পক্ষবায়ুদ্বারা সেই রাক্ষসকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৮ ॥

গরুড়ের পক্ষবায়ুতে অগ্রজ মাল্যবান্‌কে বিতাড়িত দেখিয়া সুমালী স্বীয় সৈন্যগণের সহিত লঙ্কাভিমুখে গমন করিল ॥ ১৯ ॥

পক্ষসম্ভূত বায়ুদ্বারা উৎক্ষিপ্ত মাল্যবান্-রাক্ষসও লজ্জিত হইয়া সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল ॥ ২০ ॥

১। ছ '-ত্যথোত্থিতঃ'। ২। ছ 'ন্যতাড়য়ৎ'। ৩। ছ '-স্তদা'। ৪। ছ 'তাড়িতমগ্রজম্'।

এবং তে রাক্ষসা রাম হরিণা হরিণেক্ষণ।
বহুশঃ সমরে ভগ্না হতপ্রবরনায়কাঃ ॥ ২১ ॥
অশক্নুবন্তস্তে বিষ্ণুং প্রতিযোদ্ধুং[১] ভয়ার্দ্দিতাঃ।
ত্যক্ত্বা লঙ্কাং গতা বস্তুং পাতালং পন্নগালয়ম্ ॥ ২২ ॥
সুমালিনং সমাসাদ্য রাক্ষসং রঘুনন্দন।[২]
স্থিতঃ প্রখ্যাতবীর্য্যো[৩] বৈ বংশঃ শালঙ্কটঙ্কটঃ ॥ ২৩ ॥
কথিতা রাক্ষসা রাম এতে শালঙ্কটঙ্কটাঃ।
যে ত্বয়া নিহতাস্তে বৈ পৌলস্ত্যা নাম রাক্ষসাঃ ॥ ২৪ ॥
সুমালী মাল্যবান্ মালী যে চ তেষাং পুরঃসরাঃ।
সর্ব্বে হ্যেতে মহাভাগা রাবণাদ্বলবত্তরাঃ ॥ ২৫ ॥

২২। লো-টী। 'অশক্তবন্ত' ইতি পাঠঃ, 'অশক্নুবন্ত' ইতি বা।

হে আয়তলোচন রামচন্দ্র, এইরূপে হরি প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগকে নিহত করিয়া বহুবার সেই রাক্ষসদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন ॥ ২১ ॥

ভয়ার্ত্ত সেই রাক্ষসগণ বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া লঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্পের আলয় পাতালে বাস করিতে গমন করিল ॥ ২২ ॥

হে রঘুনন্দন, বিখ্যাত বীর্য্য শালঙ্কটঙ্কটার বংশে [একমাত্র] রাক্ষস সুমালীই অবশিষ্ট রহিল ॥ ২৩ ॥

রামচন্দ্র, যাহাদের কথা বলিলাম সেই রাক্ষসগণ শালঙ্কটঙ্কটা-বংশীয়, আপনি যাহাদিগকে নিহত করিয়াছেন তাহারা পুলস্ত্যবংশ-সম্ভূত ॥ ২৪ ॥

সুমালী, মাল্যবান্, মালী এবং তাহাদের অনুচরগণ, সকলেই রাবণ হইতে অধিকতর বলবান্ এবং সৌভাগ্যবান্ ছিল ॥ ২৫ ॥

১। ছ '-দ্ধুং'। ২। ছ '-সত্তম'। ৩। ছ '-র্য্যোহয়ং'।

ন চান্যো রক্ষসাং হন্তা সুরেষ্বস্তি[1] রিপুঞ্জয় ।

ঋতে নারায়ণাদ্দেবাচ্চক্রশার্ঙ্গগদাধরাৎ ॥ ২৬ ॥

ভবান্ নারায়ণো দেবশ্চতুর্ম্মূর্ত্তিঃ সনাতনঃ ।

রাক্ষসান্ হন্তুমুৎপন্নো হ্যজেয়ঃ প্রভুরব্যয়ঃ ॥ ২৭ ॥

নষ্টধর্ম্মব্যবস্থাতা কালে কালে প্রজাকরঃ ।

নিত্যোদ্যতো দস্যুবধে শরণাগতবৎসলঃ ॥ ২৮ ॥

এষা ময়া তব নরাধিপ রাক্ষসানাম্

উৎপত্তিরদ্য কথিতা সকলা যথাবৎ ।

ভূয়ো নিবোধ রঘুনন্দন[2] রাবণস্য

জন্ম প্রভাবমতুলং সসুতস্য সর্ব্বম্ ॥ ২৯ ॥

২৭ । গো-টী । চতুর্ম্মূর্ত্তিঃ রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নরূপঃ ।

প্রহেত্যাখ্যানম্ । ৮ ।

হে শত্রুঞ্জয়, দেবগণের মধ্যেও শার্ঙ্গ-চক্র-গদাধর নারায়ণ ভিন্ন অন্য কেহ রাক্ষসদিগকে বধ করিতে পারেন না ॥ ২৬ ॥

আপনিই অপরাজেয়, সর্ব্বনিয়ন্তা এবং সর্ব্ববিকারশূন্য সনাতন, নারায়ণ দেব চতুর্ম্মূর্ত্তি (রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নরূপ) হইয়া রাক্ষসদিগকে বধ করিবার জন্য জন্মিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

আপনিই যুগে যুগে নষ্টধর্ম্মের উদ্ধারকর্ত্তা, প্রজাসৃষ্টিকারক এবং সর্ব্বদা দস্যুবধে উদ্যত ও শরণাগতবৎসল ॥ ২৮ ॥

রাজন্, আজ আমি আপনার নিকট রাক্ষসদিগের উৎপত্তির এই সকল বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বলিলাম ; হে রঘুনন্দন, পুনরায় রাবণ ও তাহার পুত্রদের জন্ম এবং অতুল প্রভাবের বিষয় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করুন ॥ ২৯ ॥

১ । চ '-ষ্বপি' । ২ । '-সত্তম' ।

চিরাৎ সুমালী ব্যচরদ্রসাতলে[1]
স রাক্ষসো বিষ্ণুভয়ার্দ্দিতস্তদা।
পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈশ্চ সমন্বিতো বলী
ততস্তু লঙ্কামবিশদ্ধনেশ্বরঃ[2] ॥ ৩০ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে প্রহেত্যাখ্যানং[3] নাম
অষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥

বিষ্ণুর ভয়ে ভীত সেই বলবান্ রাক্ষস সুমালী যখন দীর্ঘকাল পুত্র-পৌত্র সমভিব্যাহারে রসাতলে বিচরণ করিতেছিল, সেই সময়ে ধনেশ্বর কুবের লঙ্কায় প্রবেশ করেন ॥ ৩০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে প্রহেত্যাখ্যান-নামক
৮ম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

১। ছ '-ত্তলং'। ২। ছ '-মবসদ্ধ-'। ৩। ক 'প্রহৃত্যা-'।

(৯) নবমঃ সর্গঃ

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সুমালী স তু রাক্ষসঃ।
রসাতলান্মর্ত্ত্যলোকং[১] সর্ব্বং বৈ বিচচার হ ॥ ১ ॥
নীলজীমূতসঙ্কাশস্তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলঃ[২]।
সুতামাদায় কল্যাণীং[৩] বিনা পদ্মমিব শ্রিয়ম্ ॥ ২ ॥
রাক্ষসেন্দ্রঃ স তু তদা বিচরন্ বৈ মহীতলে।
গচ্ছন্তং গগনেঽপশ্যৎ পুষ্পকেণ ধনেশ্বরম্।
পিতরং দ্রষ্টুকামং[৪] স মাতরঞ্চ রঘূদ্বহ ॥ ৩ ॥
তং দৃষ্ট্বা সুরসংকাশং[৫] বিমানে পাবকোপমম্।
হিতার্থং চিন্তয়ামাস রাক্ষসানাং নিশাচরঃ ॥ ৪ ॥

৩। লো-টী। পিতরং মাতরঞ্চ দ্রষ্টুং গগনে গচ্ছন্তং ধনেশ্বরং স তু রাক্ষসেন্দ্রো নিশাচরোঽপশ্যদিতি সার্দ্ধেনান্বয়ঃ। গগনে কীদৃশে ? আ সম্যক্ কাশতে ইত্যাকাশে মেঘাদিভিরনাবৃতে ইত্যর্থঃ।

কিছুদিন পরে উজ্জ্বল সুবর্ণকুণ্ডল-ভূষিত নীলমেঘসদৃশ সেই রাক্ষস সুমালী পদ্মবিহীন লক্ষ্মীর ন্যায় সুলক্ষণা কন্যাকে সঙ্গে করিয়া রসাতল হইতে সমগ্র মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ১-২ ॥

হে রাম, তখন সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সুমালী ভূতলে বিচরণ করিতে করিতে ধনপতি কুবেরকে পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া পিতা এবং মাতার সন্দর্শনার্থে গগনমার্গে গমন করিতে দেখিল ॥ ৩ ॥

রাক্ষস সুমালী পুষ্পকরথে অগ্নিতুল্য এবং দেবোপম সেই ধনেশ্বর কুবেরকে দেখিয়া রাক্ষসদিগের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

১। ছ 'রসাতলতলাৎ সর্ব্বং মর্ত্ত্যলোকং চচার হ'। ২। ছ '-ভূষণঃ'। ৩। ছ 'কন্যান্তু' ৪। ছ '-মাকাশে মাতরঞ্চ নিশাচরঃ'। ৫। ছ '-ময়সং-'।

কিন্নু কৃত্বা ভবেচ্ছ্রেয়ো বর্দ্ধেমহি কথং বয়ম্ ।
সুতাং বিশ্রবসে[১] দদ্যাং রাক্ষসীং বরবর্ণিনীম্ ॥ ৫ ॥

স তু রাক্ষসশার্দ্দূলঃ শার্দ্দূলসমবিক্রমঃ ।
অথাব্রবীৎ সুতাং তত্র[২] নৈকসীং[৩] নাম নামতঃ ॥ ৬ ॥

পুত্রি প্রদানকালস্তে যৌবনং চাতিবর্ত্ততে ।
ত্বৎকৃতে চ বয়ং সর্ব্বে যন্ত্রিতা ধর্ম্মবুদ্ধয়ঃ ।
ত্বয়ি পুত্রি সমাযুক্তং[৪] কর্ম্ম সংপৎস্যতেঽচিরাৎ ॥ ৭ ॥

ত্বং হি সর্ব্বগুণোপেতা শ্রীরপদ্মেব[৫] নঃ কুলে ।
প্রত্যাখ্যানাচ্চ ভীতৈস্ত্বং নাসুরৈর্ব্রিয়সে শুভে ॥ ৮ ॥[৬]

৬। লো-টী। নাম প্রসিদ্ধে।

৭। লো-টী। অতি অতিশয়েন বর্ত্ততে। যন্ত্রিতাঃ বস্মৈ ভবতী দেয়া ইতি ব্যাকুলচিন্তাঃ কামঃ মনোরথবিষয়ঃ, 'কর্ম্মে'তি বা পাঠঃ।

কি করিয়া আমাদের মঙ্গল হয় এবং কি প্রকারেই বা আমরা উন্নত হইতে পারি ? [এই] সুন্দরী রাক্ষসী কন্যাকে বিশ্রবার হস্তে সম্প্রদান করা কর্ত্তব্য ॥ ৫ ॥

অতঃপর শার্দ্দূলসদৃশ বিক্রমশালী সেই রাক্ষসশার্দ্দূল সুমালী নৈকসীনামে প্রসিদ্ধা স্বীয় দুহিতাকে বলিল—বৎসে, তোমার সম্প্রদানকাল এবং যৌবন অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে। বৎসে, আমরা সকলে ধর্ম্মবুদ্ধি হইয়া তোমার উপযুক্ত পতিলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছি ; তোমার উপর এই কার্য্যের ভার দিলে তাহা শীঘ্রই সফল হইবে ॥ ৬-৭ ॥

বৎসে, সমস্ত গুণে বিভূষিতা তুমি আমাদের বংশে পদ্মবিহীন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় ; প্রত্যাখ্যানের ভয়ে অসুরগণ তোমাকে হরণ করিতেছে না ॥ ৮ ॥

১। ক 'বৈশ্রবণে'। ২। ছ 'তাস্তু'। ৩। ছ '-সীং-'। ৪। ছ '-যুক্তঃ কামঃ'। ৫। ক 'শ্রীঃ সপদ্মেব'।
৬। অতঃপরম্ ছ 'ন জ্ঞায়তে বরঃ পুত্রি কন্যানাং চারুদর্শনঃ।' ইত্যধিকম্।

কন্যাপিতৃত্বং দুঃখং হি সর্ব্বেষাং মানকাঙ্ক্ষিণাম্ ।
১
ন জ্ঞায়তে বরঃ পুত্রি কন্যানাং চারুদর্শনে ॥ ৯ ॥
২
মাতুঃ কুলং পিতৃকুলং যত্র চৈব প্রদীয়তে ।
কুলত্রয়ং সদা কন্যা সংশয়স্থং করোতি হি ॥ ১০ ॥
সা ত্বং মুনিবরশ্রেষ্ঠং প্রজাপতিকুলোদ্ভবম্ ।
গচ্ছ বিশ্রবসং পুত্রি পৌলস্ত্যং বরয় স্বয়ম্ ॥ ১১ ॥
ঈদৃশাস্তে ভবিষ্যন্তি পুত্রাঃ পুত্রি ন সংশয়ঃ ।
তেজসা ভাস্করোদগ্রা যাদৃশোঽয়ং ধনেশ্বরঃ ॥ ১২ ॥
সা তু তদ্বচনং শ্রুত্বা কন্যকা পিতৃগৌরবাৎ ।
৩
গত্বাশ্রমপদং তস্থৌ যত্রাস্তে স তু বিশ্রবাঃ ॥ ১৩ ॥

৯। লো-টী। কন্যাপিতৃত্বং দুঃখং হীতি যদুক্তং তদ্ বিবৃণোতি 'ন জ্ঞায়তে' ইতি সার্দ্ধেন। কন্যানাং চারুদর্শনং যথা ভবতি তথা বরো ন জ্ঞায়তে ন লভ্যতে।

১০। লো-টী। কিঞ্চ যত্র ভর্তৃকুলে, তৎকুলঞ্চ, এতৎ কুলত্রয়ং কন্যা চেদভদ্রা সংশয়স্থং নরকস্থম্।

১২। লো-টী। ভাস্করোদগ্রাঃ ভাস্করাদপি ভাস্বরা ইব বা উদগ্রাস্তেজস্বিনঃ।

কন্যার পিতা হওয়া সমস্ত মানাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির পক্ষেই দুঃখজনক, বৎসে, চারুদর্শনে, কন্যাদিগের বর নিরূপণ করা যায় না ॥ ৯ ॥

মাতৃকুল, পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুল—এই কুলত্রয়কে কন্যা সর্ব্বদা সংশয়াকুল করিয়া রাখে ॥ ১০ ॥

অতএব বৎসে, তুমি প্রজাপতি-কুলসম্ভূত মুনিবরশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্যনন্দন বিশ্রবার নিকট গমন করিয়া স্বয়ং তাঁহাকে পতিত্বে বরণ কর ॥ ১১ ॥

বৎসে, এই ধনেশ্বর কুবের যেমন তেজস্বী, তোমার পুত্রগণও এইরূপ ভাস্কর অপেক্ষাও তেজস্বী হইবে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ১২ ॥

সেই কন্যা সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতার প্রতি গৌরববশতঃ বিশ্রবা-মুনির আশ্রমস্থানে গমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

১। ছ 'ইদমর্দ্ধমত্র নাস্তি'। ২। ছ '-শ্চৈব'। ৩। ছ 'যত্রাতপ্যত'।

এতস্মিন্নন্তরে রাম পুলস্ত্যতনয়ো দ্বিজঃ।
অগ্নিহোত্রমুপাতিষ্ঠচ্চতুর্থ ইব পাবকঃ ॥ ১৪ ॥
সা তু তং দারুণং কালমবুদ্ধ্বা পিতৃগৌরবাৎ।
উপসৃত্যাগ্রতস্তস্য[১] চরণেঽধোমুখী স্থিতা ॥ ১৫ ॥
স তু তাং বীক্ষ্য ধর্ম্মাত্মা পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।
অব্রবীৎ পরমোদারো দীপ্যমান ইবৌজসা ॥ ১৬ ॥
ভদ্রে কস্যাসি দুহিতা কুতো বা ত্বমিহাগতা।
কিং কার্য্যং কস্য বা হেতোস্তত্ত্বতো ব্রূহি তচ্ছুভে ॥ ১৭ ॥
এবমুক্তা তু সা কন্যা কৃতাঞ্জলিরথাব্রবীৎ।
রাক্ষসীং বিদ্ধি মাং ব্রহ্মন্ শাসনাৎ পিতুরাগতাম্ ॥ ১৮ ॥
নৈকসীমিতি নাম্না বৈ শেষং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি।
তপঃপ্রভাবেণ মুনে যদর্থমহমাগতা ॥ ১৯ ॥

হে রাম, সেই সময়ে চতুর্থ অগ্নির ন্যায় পুলস্ত্যনন্দন দ্বিজবর বিশ্রবাঃ অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিতেছিলেন ॥ ১৪ ॥

সুমালীর কন্যা সেই নিদারুণ সময় বুঝিতে না পারিয়া পিতৃগৌরব বশতঃ তাঁহার অগ্রে উপস্থিত হইয়া পদপ্রান্তে অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান পরম উদারপ্রকৃতি ধর্ম্মাত্মা মুনি পূর্ণচন্দ্রমুখী সেই কন্যাকে দেখিয়া বলিলেন—॥ ১৬ ॥

ভদ্রে, তুমি কাহার কন্যা এবং কোথা হইতে কি প্রয়োজনে এখানে আসিয়াছ ? আমাকেই বা কি করিতে হইবে ? কল্যাণি, তুমি এই সকল বিষয় যথাযথভাবে বল ॥ ১৭ ॥

মুনির এই কথায় সেই কন্যা কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, ব্রহ্মন্, পিতার আদেশে আগতা রাক্ষসী বলিয়া আমাকে অবগত হউন ॥ ১৮ ॥

হে মুনে, আমার নাম নৈকসী, অবশিষ্ট বিষয়—যে জন্য আমি আসিয়াছি, তাহা আপনি তপঃপ্রভাবে জানিতে পারিবেন ॥ ১৯ ॥

১। ছ 'উপাসৃত্যাগ্রত-'।

ততো গত্বা মুনির্ধ্যানং বাক্যমেতদুবাচ হ।
বিজ্ঞাতং তে ময়া ভদ্রে কারণং যন্মনোগতম্।
সুতাভিলাষো মত্তস্তে মত্তমাতঙ্গগামিনি ॥ ২০ ॥
দারুণায়াং তু বেলায়াং যস্মাত্ত্বং[১] মামুপস্থিতা।
শৃণু তস্মাৎ সুতান্ ভদ্রে যাদৃশান্ জনয়িষ্যসি ॥ ২১ ॥
দারুণান্ দারুণাচারান্ দারুণাভিজনপ্রিয়ান্।
জনয়িষ্যসি সুশ্রোণি রাক্ষসান্ ক্রূরকর্ম্মণঃ ॥ ২২ ॥
সা তু তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রণিপত্যাব্রবীদ্বচঃ।
ভগবন্নী[২]দৃশান্ পুত্রাংস্ত্বত্তোঽহং ব্রহ্মবাদিনঃ।
[৩]নেচ্ছামি সুদুরাচারান্ প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২৩ ॥

২০। লো-টী। কারণমভিপ্রায়ঃ।

২২। লো-টী। দারুণোঽভিজনঃ কুলং স প্রিয়ো যেষাং তান্। 'কুলেঽপ্যভিজন' ইত্যমরঃ।

২৩। লো-টী। ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখঃ পুলস্ত্যো বা যোনিরুৎপত্তিস্থানং যস্য তস্মাৎ ত্বত্তঃ।

অতঃ পর মুনি ধ্যানস্থ হইয়া এই কথা বলিলেন, ভদ্রে, আমি তোমার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়াছি; হে মত্তমাতঙ্গগামিনি, তুমি আমার ঔরসে পুত্রলাভের অভিলাষ করিতেছ ॥ ২০ ॥

হে ভদ্রে, যে হেতু তুমি এই দারুণ সময়ে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ, সেই হেতু যাদৃশ পুত্র তুমি উৎপাদন করিবে, তাহা শ্রবণ কর ॥ ২১ ॥

হে সুশ্রোণি, তুমি অতিভয়ঙ্কর ক্রূরাচারসম্পন্ন ক্রূরবংশপ্রিয় এবং ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস-সকল প্রসব করিবে ॥ ২২ ॥

সেই কন্যা তাঁহার কথা শুনিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, ভগবন্, আপনি ব্রহ্মবাদী, আপনার নিকট হইতে এতাদৃশ অতীব দুরাচার সন্তান ইচ্ছা করি না, [যাহাতে সৎপুত্র লাভ করিতে পারি, সেই বিষয়ে] দয়া প্রকাশ করুন ॥ ২৩ ॥

১। ছ 'সমুপ'। ২। ছ '-ন্নেদৃশাঃ পুত্রাস্ত্বত্তো ব্রাহ্মণযোনিতঃ'। ৩। 'ইদমর্দ্ধং নাস্তি'।

স কন্যয়ৈবমুক্তস্তু বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ।
উবাচ নৈকসীং ভূয়ঃ পূর্ণেন্দুরিব রোহিণীম্ ॥ ২৪ ॥
পশ্চিমো যস্তব সুতো ভবিষ্যতি শুভাননে।
মম বংশানুরূপঃ স ধর্ম্মাচারো[১] ন সংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥
এবমুক্তা তু সা কন্যা রাম কালেন কেনচিৎ।
জনয়ামাস বীভৎসং রক্ষোরূপং সুদারুণম্ ॥ ২৬ ॥
দশশীর্ষং[২] মহাদংষ্ট্রং নীলাঞ্জনচয়োপমম্।
তাম্রৌষ্ঠং বিংশতিভুজং মহাস্যং দীপ্তমূর্দ্ধজম্ ॥ ২৭ ॥
জাতমাত্রে ততস্তস্মিন্ সজ্বাল[৩]কবলাঃ শিবাঃ।
ক্রব্যাদাশ্চাপসব্যানি মণ্ডলানি বিচক্রমুঃ[৪] ॥ ২৮ ॥

২৮। লো-টী। জ্বালসহিতঃ কবলো যাসাং তাঃ, সজ্বালং জ্বালসমৃদ্ধিঃ কবলো যাসাং তাঃ ইতি বা।

মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রবাঃ সেই কন্যার এইরূপ কথা শুনিয়া রোহিণীকে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নৈকসীকে পুনরায় কহিলেন—॥ ২৪ ॥

শুভাননে, তোমার কনিষ্ঠপুত্র আমার বংশানুরূপ ধর্ম্মাচার-পরায়ণ হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ২৫ ॥

হে রাম, মুনি এইরূপ বলিলে সেই কন্যা কিছুদিন পরে অতিদারুণ বীভৎসাকৃতি দশ-মস্তক ভীষণ-দন্ত নীলাঞ্জন-রাশিতুল্য তাম্রবর্ণ ওষ্ঠযুক্ত বিংশতি বাহুসমন্বিত বিশালবদন প্রদীপ্তকেশ এক রাক্ষস প্রসব করিল ॥ ২৬-২৭ ॥

সেই রাক্ষস জন্মিবামাত্র মুখমধ্যে অগ্নিশিখাধারী শৃগালগণ এবং অনেক-মাংসভোজী প্রাণিগণ চক্রাকারে বামাবর্ত্তে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥

১। ছ 'ধর্ম্মাত্মা চ'। ২। ছ '-গ্রীবং'। ৩। ছ 'প্রজ্বাল-'। ৪। ছ 'প্রচক্রমুঃ'।

ববর্ষ রুধিরং দেবো মেঘাশ্চ খরনিস্বনাঃ।
প্রবভৌ ন চ বৈ সূর্য্যো[১] মহোল্কাশ্চাপতন্ ভুবি ॥ ২৯ ॥
চকম্পে জগতী চৈব ববুর্ব্বাতাশ্চ[২] দারুণাঃ।
অক্ষোভ্যঃ ক্ষুভিতশ্চৈব সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ ॥ ৩০ ॥
অথ নামাকরোত্তস্য পিতামহসমঃ পিতা।
দশশীর্ষঃ[৩] প্রসূতোহয়ং দশগ্রীবো ভবত্বিতি[৪] ॥ ৩১ ॥
তস্য ত্বনন্তরং জাতঃ কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
প্রমাণাদ্ যস্য বিপুলং প্রমাণং নেহ বিদ্যতে ॥ ৩২ ॥
ততঃ শূর্পণখা নাম সংজজ্ঞে বিকৃতাননা।
বিভীষণশ্চ ধর্ম্মাত্মা নৈকস্যাঃ পশ্চিমঃ সুতঃ ॥ ৩৩ ॥
তস্মিন্ জাতে মহাসত্ত্বে পুষ্পবর্ষং পপাত হ।
নভঃস্থানে[৫] দুন্দুভয়ো দেবানাং প্রাণদংস্তথা[৬] ॥ ৩৪ ॥

৩১। লো-টী। দশশীর্ষঃ সন্ প্রসূতো জাতঃ।

দেবতারা রক্তবৃষ্টি করিলেন, মেঘ সকল ঘোর গর্জ্জন করিতে লাগিল, সূর্য্য ম্লান হইলেন এবং বৃহৎ বৃহৎ উল্কা-সমূহ ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল, দারুণ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং অক্ষোভ্য সরিৎপতি সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ॥ ৩০ ॥

অনন্তর দশ-মস্তকবিশিষ্ট হইয়া জন্মিয়াছে বলিয়া পিতামহতুল্য পিতা তাহার নাম 'দশগ্রীব' রাখিলেন ॥ ৩১ ॥

তার পরে কুম্ভকর্ণনামক অতিশয় বলবান্ অপর এক পুত্র জন্মিল, যাহার প্রমাণ অপেক্ষা বিপুল পরিমাণ সংসারে নাই ॥ ৩২ ॥

তাহার পর নৈকসীর বিকৃতমুখী শূর্পণখানাম্নী কন্যা এবং কনিষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ জন্ম গ্রহণ করিল ॥ ৩৩ ॥

সেই মহাসত্ত্ব বিভীষণ জন্ম গ্রহণ করিলে পুষ্পবৃষ্টি হইল এবং আকাশমণ্ডলে

১। ছ 'সূর্য্যো বৈ'। ২। ছ 'ববুর্ব্বাতাঃ সু-'। ৩। ছ '-গ্রীবঃ'। ৪। ছ 'ভবিষ্যতি-'। ৫। ছ '-স্থাশ্চ দু-'। ৬। অতঃ পরং ছ 'বাক্যং চৈবান্তরীক্ষে চ সাধু সাধ্বিতি তত্তদা' ইত্যধিকম্।

তৌ তু তত্র মহারণ্যে ববৃধাতে মহৌজসৌ।
কুম্ভকর্ণদশগ্রীবৌ লোকোদ্বেগকরৌ তদা ॥ ৩৫ ॥
কুম্ভকর্ণঃ প্রমত্তস্তু মহর্ষীন্ ধর্ম্মবৎসলান্।
ত্রৈলোক্যে নিত্যশঃ[১] ক্রুদ্ধো ভক্ষয়ন্ বিচচার হ॥ ৩৬ ॥
বিভীষণশ্চ[২] ধর্ম্মাত্মা নিত্যং ধর্ম্মে ব্যবস্থিতঃ।
স্বাধ্যায়ী নিয়তাহার উপবাস[৩]জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
অথ বৈশ্রবণো দেবস্তত্র কালেন কেনচিৎ।
আয়াতঃ পিতরং দ্রষ্টুং পুষ্পকেণ মহৌজসম্[৪] ॥ ৩৮ ॥
তং দৃষ্ট্বা নৈকসী তত্র জ্বলন্তমিব তেজসা।
আগম্য রাক্ষসীং[৫] বুদ্ধিং দশগ্রীবমুবাচ হ॥ ৩৯ ॥

৩৬। লো-টী। মহর্ষীন্ ভক্ষয়ন্ ত্রৈলোক্যে বিচচার হ। নিত্যসংহৃষ্টঃ 'নিত্যসন্তুষ্টো' বা পাঠঃ।

৩৭। লো-টী। স্বাধ্যায়ী স্বাধ্যায়বান্ 'স্বাধ্যায়নিয়তাহার' ইতি পাঠে স্বাধ্যায়বান্ নিয়তাহারশ্চ।

৩৯। লো-টী। 'আগম্য রাক্ষসী'তি পাঠঃ, 'আগম্য রাক্ষসীং বুদ্ধি'মিতি পাঠে আগম্য প্রাপ্য।

দেবতাদিগের দুন্দুভি বাজিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

অতঃ পর প্রাণিগণের উদ্বেগজনক অতিশয় বলবান্ কুম্ভকর্ণ এবং দশগ্রীব সেই মহারণ্যে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥

ক্রুদ্ধ এবং প্রমত্ত কুম্ভকর্ণ সর্ব্বদা ধর্ম্মবৎসল মহর্ষিদিগকে ভক্ষণ করত ত্রিভুবনে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

কিন্তু ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সর্ব্বদা ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাপৃত, বেদাধ্যয়নশীল, আহার-সংযমনিরত ও উপবাস দ্বারা ইন্দ্রিয়জয়ী হইল ॥ ৩৭ ॥

তার পর কিছুকাল পরে একদিন বিশ্রবার পুত্র কুবের পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া মহাতেজস্বী পিতাকে দর্শন করিবার জন্য সেইস্থানে আসিলেন ॥ ৩৮ ॥

নৈকসী তেজদ্বারা দীপ্যমান সেই কুবেরকে তথায় দেখিয়া রাক্ষসী

১। ছ '-সন্তুষ্টো'। ২। ছ '-স্তু'। ৩। ছ 'উবাস বিজিতে-'। ৪। ছ 'ধনেশ্বরঃ'। ৫। ছ 'রাক্ষসী তত্র'।

[1] পুত্র বৈশ্রবণং পশ্য ভ্রাতরং তেজসাবৃতম্ ।
ভ্রাতৃভাবে সমে চাপি পশ্যাত্মানং ত্বমীদৃশম্ ॥ ৪০ ॥
দশগ্রীব তথা যত্নং কুরুষ্বামিতবিক্রম ।
যথা ত্বমপি মে পুত্র ভবের্বৈশ্রবণোপমঃ[2] ॥ ৪১ ॥
মাতুস্তদ্বচনং শ্রুত্বা দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্ ।
অমর্ষমতুলং লেভে প্রতিজ্ঞাং চাকরোত্তদা ॥ ৪২ ॥
সত্যং তে প্রতিজানামি ভ্রাতুস্তুল্যোঽধিকোঽপি বা ।
ভবিষ্যাম্যোজসা চৈব সন্তাপং ত্যজ হৃদ্‌গতম্ ॥ ৪৩ ॥
ততঃ ক্রোধেন তেনৈব দশগ্রীবঃ সহানুজঃ ।
চিকীর্ষুর্দুষ্করং কর্ম্ম তপসে ধৃতমানসঃ ॥ ৪৪ ॥

৪০। লো-টী। সমে ভ্রাতৃভাবে সতি ত্বমপি ঈদৃশং পশ্য কর্ত্তুং যতস্বেত্যর্থঃ।

রাবণোৎপত্তিঃ ॥ ৯ ॥

বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক দশগ্রীবকে বলিল— ॥ ৩৯ ॥

বৎস, ভ্রাতৃত্ব সমান হইলেও ভ্রাতা বৈশ্রবণকে তেজঃপুঞ্জ-পরিবৃত এবং নিজেকে এতাদৃশ (নিস্তেজ) অবলোকন কর ॥ ৪০ ॥

হে অমিতবিক্রম পুত্র দশগ্রীব, তুমিও তাদৃশ চেষ্টা কর, যাহাতে বৈশ্রবণতুল্য তেজস্বী হইতে পার ॥ ৪১ ॥

প্রতাপশালী দশগ্রীব মাতার সেই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিল—॥ ৪২ ॥

মাতঃ, আমি আপনার নিকট যথার্থ প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ভ্রাতার তুল্য অথবা তদপেক্ষা অধিক তেজস্বী হইব ; অতএব আপনি আন্তরিক সন্তাপ ত্যাগ করুন ॥ ৪৩ ॥

পরে সেই ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া দশগ্রীব অনুজগণের সহিত দুষ্কর কর্ম্ম করিবার অভিলাষে তপস্যা করিতে মনঃস্থির করিল ॥ ৪৪ ॥

১। ছ 'সুত'। ২। ছ 'ভবেদ্ বৈ-'।

প্রাপ্স্যামি তপসা কামমিতি কৃত্বাধ্যবস্য চ।
অগচ্ছদাত্মসিদ্ধ্যর্থং গোকর্ণস্যাশ্রমং শুভম্ ॥ ৪৫ ॥
স রাক্ষসস্তত্র সহানুজস্তদা তপশ্চচারাতুলমুগ্রবিক্রমঃ।
অতোষয়চ্চাপি পিতামহং বিভুং দদৌ স তুষ্টশ্চ বরান্ জয়াবহান্[১] ॥ ৪৬॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে রাবণোৎপত্তির্নাম
নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

'তপস্যা দ্বারা অভীষ্ট লাভ করিব' এইরূপ স্থির করিয়া [সে] অধ্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মসিদ্ধ্যর্থে রমণীয় গোকর্ণাশ্রমে গমন করিল ॥ ৪৫ ॥

সেই প্রচণ্ড-বিক্রমশালী রাক্ষস দশগ্রীব সেই স্থানে অনুজগণের সহিত অতুলনীয় তপস্যা করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিল, পিতামহ সন্তুষ্ট হইয়া বিজয়জনক অনেকগুলি বর প্রদান করিলেন ॥ ৪৬ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রাবণোৎপত্তি-নামক
৯ম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

১। চ '-মহাত্মনে'।

(১০) দশমঃ সর্গঃ

অথাব্রবীদ্ দ্বিজং রামস্তং গত্বাশ্রমমণ্ডলম্ ।
আচক্ষ্ব কীদৃশং ব্রহ্মংস্তপস্তেপুর্ম্মহৌজসঃ ॥ ১ ॥
অগস্ত্যস্ত্বব্রবীদ্রামং ভূয়ঃ প্রয়তমানসঃ[1] ।
তাংস্তান্ ধর্ম্মবিধীংস্তত্র[2] ভ্রাতরস্তে সমাশ্রিতাঃ ॥ ২ ॥
কুম্ভকর্ণস্তদাত্যর্থং সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ ।
অতপ্যদ্ গ্রীষ্মকালে বৈ সোঽগ্নিভিঃ সূর্য্যপঞ্চমৈঃ ॥ ৩ ॥
মেঘাম্বুসিক্তো বর্ষাসু বীরাসনমসেবত ।
নিত্যং চ শিশিরে কালে জলমধ্যপ্রতিশ্রয়ঃ ॥ ৪ ॥

১ । লো টী । 'আচক্ষ্ব'ইতি পাঠঃ । 'আতস্থু'রিতি পাঠে গোকর্ণং গত্বা আশ্রম-মণ্ডলমাতস্থুশ্চক্রুঃ, ততঃ কীদৃশং তপস্তেপুঃ ?

৪ । লো-টী । বীরাসনমূর্দ্ধাবস্থানম্, জলমধ্যং প্রতিশ্রয় আশ্রয়ো যস্য সঃ ।

পরে রামচন্দ্র অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্, সেই মহাবীরগণ সেই আশ্রমমণ্ডলে গমন করিয়া কিরূপ তপস্যা করিয়াছিল, তাহা বলুন ॥ ১ ॥

সংযতমনাঃ অগস্ত্য রামচন্দ্রকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন—সেই ভ্রাতৃগণ সেইস্থানে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ধর্ম্মের বিধানসকল অনুষ্ঠান করিল ॥ ২ ॥

সত্য এবং ধর্ম্মপরায়ণ কুম্ভকর্ণ গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে চারিটী অগ্নিকুণ্ডদ্বারা পরিবৃত হইয়া এবং ঊর্দ্ধে সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত কঠোর পঞ্চাগ্নি-তপস্যা করিল ॥ ৩ ॥

বর্ষাকালে বীরাসন করিয়া মেঘজলে সিক্ত হইয়া এবং শীতকালে সর্ব্বদা জলমধ্যে বাস করিয়া তপস্যা করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

১। ছ-'সম্'। ২। ছ '-বিধীংস্তাত'।

এবং বর্ষসহস্রাণি দশ তস্য তদা যযুঃ।
সত্যে[1] ধর্ম্মে চ রক্তস্য[2] সৎপথাধিষ্ঠিতস্য চ ॥ ৫ ॥
বিভীষণস্তু[3] ধর্ম্মাত্মা নিত্যং ধর্ম্মব্রতঃ[4] শুচিঃ।
পঞ্চ বর্ষসহস্রাণি পাদেনৈকেন তস্থিবান্ ॥ ৬ ॥
সমাপ্তে নিয়মে তস্মিন্[5] ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
পপাত পুষ্পবর্ষং চ তুষ্টুবুশ্চৈব দেবতাঃ ॥ ৭ ॥
পঞ্চ বর্ষসহস্রাণি সূর্য্যমেবানুবর্ত্তয়ন্[6]।
তস্থাবূর্দ্ধশিরোবাহুঃ স্বাধ্যায়াসক্তচেতনঃ ॥ ৮ ॥
এবং বিভীষণস্যাপি গতানি সুমহাত্মনঃ।
দশ বর্ষসহস্রাণি স্বর্গস্থস্যেব নন্দনে ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। রক্তস্য অনুরক্তস্য।

৮। লো-টী। সূর্য্যমেবানুবর্ত্তয়ন্ সূর্য্যাভিমুখো ভবন্, স্বাধ্যায়াসক্তচেতনঃ বেদপাঠনিরত-বুদ্ধিঃ।

সৎপথাবলম্বী সত্য এবং ধর্ম্মে অনুরক্ত কুম্ভকর্ণের এইরূপে দশ-সহস্র বর্ষ অতিবাহিত হইল ॥ ৫ ॥

ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সর্ব্বদা শুচি হইয়া ধর্ম্মব্রত অনুষ্ঠান করত পঞ্চ-সহস্র বর্ষ একপদে অবস্থান করিল ॥ ৬ ॥

তাহার সেই ব্রত সমাপ্ত হইলে অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল এবং পুষ্প-বৃষ্টি হইল ও দেবতাগণ তাহাকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

[পরে বিভীষণ] বেদপাঠে মনোনিবেশপূর্ব্বক উর্দ্ধবাহু এবং সূর্য্যাভিমুখ হইয়া পঞ্চ সহস্র বর্ষ অবস্থান করিল ॥ ৮ ॥

এইরূপে মহাত্মা বিভীষণেরও দশ সহস্র বর্ষ নন্দনকাননে স্বর্গবাসীর ন্যায় অতিবাহিত হইল ॥ ৯ ॥

১। ছ '-হনুর-'। ২। ছ '-পাথেঽধি-'। ৩। ছ '-শ্চ'। ৪। ছ '-রতঃ'। ৫। ছ 'তস্য'।
৬। ছ '-বাহ্ব-'।

দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু নিরাহারো দশাননঃ।

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শীর্ষমগ্নৌ জুহাব সঃ ॥ ১০ ॥

এবং বর্ষসহস্রাণি নব তস্যাতিচক্রমুঃ।

শিরাংসি নব চাপ্যস্য প্রবিষ্টানি হুতাশনে[১] ॥ ১১ ॥

অথ বর্ষসহস্রান্তে দশমে দশমং শিরঃ।

ছেত্তুকামস্য[২] ধর্ম্মাত্মা প্রাপ্তস্তত্র প্রজাপতিঃ ॥ ১২ ॥

পিতামহস্তু সুপ্রীতঃ সহ দেবৈরুপস্থিতঃ।

বৎস বৎস দশগ্রীব প্রীতস্তেঽস্মীত্যভাষত ॥ ১৩ ॥

শীঘ্রং বৃণীষ্ব ধর্ম্মজ্ঞ বরো যস্তেঽভিকাঙ্ক্ষিতঃ[৩]।

[৪]তং তং কামং করোম্যদ্য ন বৃথা তে পরিশ্রমঃ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। শীর্ষং শিরঃ।

১৪। লো-টী। তত্তে তৎ তং কামং 'তং তং কাম'মিতি বা পাঠঃ।

দশানন অনাহারে থাকিয়া দিব্য সহস্র বর্ষ তপস্যা করিতে লাগিল এবং এক সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে একটি মস্তক অগ্নিতে আহুতি দিল ॥ ১০ ॥

এইরূপে তাহার নয় হাজার বৎসর গত হইল এবং তাহার নয়টী মস্তক অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ১১ ॥

অতঃপর দশম সহস্র বর্ষের অন্তে রাবণ দশম মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলে, ধর্ম্মাত্মা প্রজাপতি তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১২ ॥

পিতামহ অতিশয় প্রীত হইয়া দেবগণের সহিত উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে বৎস, হে বৎস দশগ্রীব, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥ ১৩ ॥

হে ধর্ম্মজ্ঞ, তোমার যে বর অভিপ্রেত তাহা শীঘ্র কামনা কর, আমি আজ সেই সমস্ত কামনা পূর্ণ করিব, তোমার পরিশ্রম নিষ্ফল হইবে না ॥ ১৪ ॥

১। ছ '-শনম্'। ২। ছ '-স্তস্য'। ৩। ছ '-বাঞ্ছিতঃ'। ৪। ছ 'তত্তে'।

ততোঽব্রবীদ্দশগ্রীবঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
প্রণম্য শিরসা দেবং হর্ষগদ্‌গদয়া গিরা ॥ ১৫ ॥
ভগবন্ প্রাণিনাং নিত্যং নান্যত্র মরণাদ্ভয়ম্।
ন চ মৃত্যুসমঃ শত্রুরমরত্বমতো[1] বৃণে ॥ ১৬ ॥
এবমুক্তস্ততো ব্রহ্মা দশগ্রীবমুবাচ হ।
নাস্তি সর্ব্বামরত্বং তে বরমন্যং বৃণীষ্ব বৈ ॥ ১৭ ॥
এবমুক্তস্তদা রাম ব্রহ্মণা লোককারিণা[2]।
দশগ্রীব উবাচেদং কৃতাঞ্জলিরথাগ্রতঃ ॥ ১৮ ॥
সুপর্ণযক্ষনাগানাং[3] দৈত্যদানবরক্ষসাম্।
অবধ্যঃ স্যাং প্রজাধ্যক্ষ দেবতানাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ১৯ ॥
ন হি চিন্তা মমান্যেষু প্রাণিষু প্রপিতামহ।
তৃণভূতা হি তে সর্ব্বে প্রাণিনো মানুষাদয়ঃ ॥ ২০ ॥

১৭। লো-টী। সর্ব্বামরত্বং সর্ব্বাবচ্ছেদেনামরত্বম্।

তার পর দশগ্রীব সন্তুষ্টচিত্তে অবনত মস্তকে পিতামহকে প্রণাম করিয়া আহ্লাদগদ্‌গদ বাক্যে বলিল—॥ ১৫ ॥

ভগবন্, প্রাণীদিগের সর্ব্বদা মরণ ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে ভয় নাই এবং মৃত্যুর তুল্য শত্রু নাই, অতএব অমরত্ব কামনা করি ॥ ১৬ ॥

দশগ্রীব এইরূপ বলিলে ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন, তোমার সকলের নিকট অমরত্ব নাই, অতএব অন্য বর প্রার্থনা কর ॥ ১৭ ॥

হে রাম, লোককর্ত্তা ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে দশগ্রীব কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার সম্মুখে এইরূপ বলিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

হে প্রজাধ্যক্ষ, আমি গরুড়, যক্ষ, নাগ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস এবং সমস্ত দেবগণের অবধ্য হইব ॥ ১৯ ॥

হে প্রপিতামহ, অন্য কোন প্রাণীর বিষয়ে আমার চিন্তা নাই, মনুষ্য প্রভৃতি

১। ছ '-ত্বং ততো'। ২। ক '-কর্ত্তৃণা'। ৩। ছ '-নাগযক্ষাণাং।

এবমুক্তস্তু ব্রহ্মাসৌ দশগ্রীবেণ রক্ষসা।
উবাচ বচনং রাম সহ দেবৈঃ পিতামহঃ ॥ ২১ ॥
ভবিষ্যত্যেতদেবং বৈ তব রাক্ষসপুঙ্গব।
শৃণু চাপি বচো[২] ভূয়ঃ প্রীতস্যেহ হিতং মম ॥ ২২ ॥
হুতানি যানি শীর্ষাণি পূর্ব্বমগ্নৌ ত্বয়ানঘ।
অক্ষয়াণি[৩] ভবিষ্যন্তি তথৈব তব সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥
বিতরামি চ তে সৌম্য বরমন্যং সুদুর্ল্লভম্।
ছন্দতো বিন্দ ভদ্রং তে রূপমন্যদ্ যদিচ্ছসি ॥ ২৪ ॥
এবং পিতামহোক্তস্য দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ।
অগ্নৌ হুতানি শীর্ষাণি যানি তান্যুত্থিতানি বৈ ॥ ২৫ ॥

সেই সমস্ত প্রাণী [আমার নিকট] তৃণতুল্য ॥ ২০ ॥

হে রাম, রাক্ষস দশগ্রীব ব্রহ্মাকে এইরূপ বলিলে তিনি দেবগণের সহিত এই কথা বলিলেন—॥ ২১ ॥

হে রাক্ষসপুঙ্গব, তোমার এই প্রার্থনা সফল হইবে, আমি [তোমার প্রতি] সন্তুষ্ট হইয়াছি ; আমার আরও হিতকথা শ্রবণ কর ॥ ২২ ॥

হে অনঘ, তুমি পূর্ব্বে যে-সকল মস্তক অগ্নিতে আহুতি দিয়াছ, তোমার সেই সকল মস্তক পূর্ব্বের ন্যায়ই অক্ষয় হইবে ॥ ২৩ ॥

হে সৌম্য, তোমাকে অতিশয় দুর্ল্লভ অপর একটী বর দিতেছি যে, তোমার অভিপ্রায় অনুসারে অন্য যে কোন সুন্দর রূপ ইচ্ছা করিবে, তাহাই লাভ করিবে ॥ ২৪ ॥

পিতামহ রাক্ষস দশগ্রীবকে এইরূপ বলিলে, তাহার যে-সকল মস্তক অগ্নিতে অর্পিত হইয়াছিল সেইগুলি উত্থিত হইল ॥ ২৫ ॥

১। ছ 'ধর্ম্মাত্মা'। ২। ছ 'বরং'। ৩। ছ 'তব রাক্ষসপুঙ্গব'।

এবমুক্ত্বা তু তং রাম দশগ্রীবং প্রজাপতিঃ।
বিভীষণমথোবাচ বাক্যং লোকপিতামহঃ ॥ ২৬ ॥
বিভীষণ ত্বয়া বৎস ধর্ম্মসংহিতবুদ্ধিনা।
আরাধিতোঽস্মি ধর্ম্মজ্ঞ বরং বরয় সুব্রত ॥ ২৭ ॥
বিভীষণস্তু ধর্ম্মাত্মা প্রাঞ্জলির্ব্বাক্যমব্রবীৎ।
বৃতঃ সর্ব্বগুণৈর্নিত্যং[১] চন্দ্রমা রশ্মিভির্যথা ॥ ২৮ ॥
ভগবন্ কৃতমেতাবদ্ যন্মে লোকেশ্বরঃ[২] প্রভুঃ।
প্রীতো মে যদি[৩] দাতব্যো বরোঽয়ং[৪] শৃণু সুব্রত ॥ ২৯ ॥
পরমাপদ্‌গতস্যাপি ধর্ম্মে এব ধৃতির্ভবেৎ।
অশিক্ষিতং চ ভগবন্ ব্রহ্মাস্ত্রং প্রতিভাতু মে ॥ ৩০ ॥

২৯। লো-টী। ভগবন্নিতি হে ভগবন্ যদি লোকেশ্বরঃ ত্বং প্রীতঃ তদা এতাবৎ এতাবতৈব মম কৃতং সর্ব্বং পর্য্যাপ্তং প্রাপ্তবরোঽহমিত্যর্থঃ। তথাপি যদি দেয়স্তর্হি তং শৃণ্বিত্যন্বয়ঃ।

হে রাম, লোকপিতামহ ব্রহ্মা দশগ্রীবকে এইরূপ বলিয়া পরে বিভীষণকে বলিলেন—॥ ২৬ ॥

বৎস বিভীষণ, ধর্ম্মাসক্ত-বুদ্ধি তোমাদ্বারা আমি আরাধিত হইয়াছি; অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ সুব্রত, বর প্রার্থনা কর ॥ ২৭ ॥

রশ্মিজালে সমাবৃত চন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বদা সর্ব্বগুণে বিভূষিত ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ করজোড়ে বলিলেন— ॥ ২৮ ॥

ভগবন্, সর্ব্বলোকেশ্বর প্রভু আপনি যে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহাতেই আমার বরলাভ হইয়াছে; হে সুব্রত, তথাপি যদি বর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই বর দিবেন, শ্রবণ করুন ॥ ২৯ ॥

হে ভগবন্, অত্যন্ত বিপদে পতিত হইলেও আমি যেন ধর্ম্মচ্যুত না হই এবং শিক্ষা না করিলেও ব্রহ্মাস্ত্র আমার নিকট প্রতিভাত হউক ॥ ৩০ ॥

১। ছ 'সর্ব্বগুণ-'। ২। ছ '-মন্মে লোকেশ্বরঃ'। ৩। ছ 'যদি তু'। ৪। ছ 'বরো মে'।

যা যা জায়েত মে বুদ্ধিস্তেষু তেষ্বাশ্রমেষু[1] চ।
সা সা ভবতু ধর্ম্মিষ্ঠা তং তং ধর্ম্মং ভজেত চ[2] ॥ ৩১ ॥
এষ[3] মে পরমোদারো বরঃ[4] পরমকো মতঃ।
ন হি ধর্ম্মানুরক্তানাং কিঞ্চিল্লোকেঽস্তি দুর্লভম্ ॥ ৩২ ॥
অথ প্রজাপতিঃ প্রীতো বাক্যমেতদুবাচ হ।
ধর্ম্মিষ্ঠস্ত্বং[5] যথা বৎস তথৈতত্তে ভবিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥
যস্মাদ্রাক্ষসযোনৌ তে জাতস্যামিত্রকর্ষণ।
নাধর্ম্মে বর্ত্ততে বুদ্ধিরমরত্বং দদামি[6] তে ॥ ৩৪ ॥
এষ এব চ তে কামো[7] ভবিষ্যতি নিশাচর।
অশিক্ষিতঞ্চ ব্রহ্মাস্ত্রং যথাবৎ প্রতিপৎস্যসে ॥ ৩৫ ॥

৩২। লো-টী। পরমশ্চাসৌ উদারো মহাংশ্চ পরমোদারঃ। পরমং কং সুখং যস্মাৎ সঃ।

আর, আশ্রমসমূহে আমার যে যে মতি হইবে সেই সেই মতি ধর্ম্ম-শালিনী হউক এবং তত্তদাশ্রমোচিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হউক ॥ ৩১ ॥

[ভগবন্,] অতিমহান্ এবং অতিশয় সুখকর এই বর আমার অভিপ্রেত; কারণ, জগতে ধর্ম্মানুরক্ত ব্যক্তিগণের কিছুই দুর্ল্লভ নহে ॥ ৩২ ॥

পরে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া এই কথা বলিলেন, হে বৎস, তুমি যেমন অতিশয় ধার্ম্মিক, তোমার সেইরূপ ধর্ম্মলাভ হইবে ॥ ৩৩ ॥

হে শত্রুপীড়ক, রাক্ষসকুলে জন্মিয়াও যেহেতু তোমার অধর্ম্মে মতি নাই, সেই জন্য তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিতেছি ॥ ৩৪ ॥

হে নিশাচর, তোমার এই ইচ্ছাও সফল হইবে, তুমি শিক্ষা না করিয়াও যথাযথরূপে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিতে পারিবে ॥ ৩৫ ॥

১। ছ '-ষ্বিহ'। ২। ছ 'হ'। ৩। ছ 'এষ'। ৪। ক 'দেব'। ৫। ছ '-ষ্ঠ ত্বং'। ৬। ছ 'দদানি'। ৭। ছ 'বৎস ভবিষ্যতি'।

কুম্ভকর্ণায় তু বরং দাতুকামমরিন্দম।
প্রজাপতিং সুরাঃ সর্ব্বে বাক্যং প্রাঞ্জলয়োঽব্রুবন্ ॥ ৩৬ ॥
ন তাবৎ কুম্ভকর্ণায় প্রদাতব্যো বরস্ত্বয়া।
জানাসি হি যথা লোকাংস্ত্রাসয়ত্যেষ রাক্ষসঃ ॥ ৩৭ ॥
নন্দনেঽপ্সরসঃ সপ্ত মহেন্দ্রানুচরা দশ।
অনেন ভক্ষিতা ব্রহ্মন্ ঋষয়ো মানুষাস্তথা ॥ ৩৮ ॥
তচ্ছাপো বরনাম্নাস্মৈ দীয়তামমিতপ্রভ।
লোকেভ্যঃ[1] স্বস্তি চৈবং স্যাদ্ভবেত্তস্য[2] চ সম্মতিঃ ॥ ৩৯ ॥
এবমুক্তঃ সুরৈর্ব্রহ্মাঽচিন্তয়ৎ পদ্মসম্ভবঃ।
দেবীং সরস্বতীং দেব পদ্মাক্ষীং পদ্মসম্ভবাম্ ॥ ৪০ ॥

৩৯। লো-টী। বরনামা ইতি পাঠঃ 'বরনাম্না' বা। স্বস্তি কল্যাণং তদা স্যাৎ। সম্মতিরাত্মীয়া বাগ্ ইতি সর্ব্বজ্ঞঃ। যদ্বা, সম্যগ্ মতিঃ স্বদ্বিষয়েঽপি স্যাৎ।

হে অরিন্দম, অনন্তর কুম্ভকর্ণকে বরদান করিতে অভিলাষী ব্রহ্মাকে দেবগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন—॥ ৩৬ ॥

আপনি এই কুম্ভকর্ণকে বর প্রদান করিবেন না, যে হেতু আপনি জানেন যে, এই রাক্ষস ত্রিলোককে সন্ত্রাসিত করিতেছে ॥ ৩৭ ॥

হে ব্রহ্মন্, এই রাক্ষস নন্দনবনে সাতজন অপ্সরাঃ, ইন্দ্রের দশজন অনুচর এবং ঋষিগণ ও মনুষ্যগণকে খাইয়া ফেলিয়াছে ॥ ৩৮ ॥

হে অমিতপ্রভ, অতএব ইহাকে বররূপে অভিসম্পাত প্রদান করুন, তাহা হইলে প্রাণিগণের কল্যাণ হইবে এবং উহারও সম্মতি হইবে ॥ ৩৯ ॥

হে দেব, দেবগণ এইরূপ বলিলে পদ্মযোনি ব্রহ্মা কমলাক্ষী কমলসম্ভবা সরস্বতীদেবীকে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

১। ছ 'লোকে বৈ স্বস্তি'। ২। ছ '-তঃ'।

ত্রৈলোক্যে সর্ব্বভূতেষু জিহ্বা বুদ্ধির্ধৃতিঃ স্মৃতিঃ।
চিন্তিতা চোপতস্থে সা পার্শ্বে দেবী সরস্বতী ॥ ৪১ ॥
প্রাঞ্জলিঃ সা তু পার্শ্বস্থা প্রাহ বাক্যং[১] সরস্বতী।
ইয়মস্ম্যাগতা দেব কিং কার্য্যং করবাণি তে ॥ ৪২ ॥
প্রজাপতিস্তু সংপ্রাপ্তাং[২] প্রাহ দেবীং সরস্বতীম্।
বাণি[৩] ত্বং রাক্ষসস্যাস্য ভব বাগ্[৪] দেবতেপ্সিতা ॥ ৪৩ ॥
ইত্যুক্তা সা প্রণম্যাথ তং বিবেশ নিশাচরম্।
ততো রাঘব ভদ্রক্ষো ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৪ ॥
কুম্ভকর্ণ মহাবাহো বরং বরয় যো[৫] মতঃ।
কুম্ভকর্ণস্ততো হৃষ্টঃ শ্রুত্বা বাক্যমুবাচ হ ॥ ৪৫ ॥

৪১। লো-টী। ত্রৈলক্যে সর্ব্বভূতেষু জিহ্বা-বুদ্ধ্যাদিরূপা।
৪২। লো-টী। ইয়মস্মি ইয়মহম্।
৪৩। লো-টী। দেবতেপ্সিতা ত্বং ভবেথাঃ।

ত্রিভুবনে সমস্ত প্রাণীর জিহ্বা, বুদ্ধি, ধৃতি এবং স্মৃতিরূপা সরস্বতীদেবী চিন্তা মাত্রেই সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪১ ॥

সেই সরস্বতী ব্রহ্মার পার্শ্বে অবস্থান করত করজোড়ে কহিলেন, দেব, এই আমি আসিয়াছি, আপনার কি কার্য্য করিতে হইবে? ॥ ৪২ ॥

তখন ব্রহ্মা সেই সমাগতা সরস্বতীদেবীকে বলিলেন, বাণি, তুমি এই রাক্ষসের বাক্যস্বরূপিণী হও, যে বাক্য দেবতাদের অভিলষিত ॥ ৪৩ ॥

সরস্বতীকে এইরূপ বলিলে তিনি প্রণামপূর্ব্বক সেই নিশাচর কুম্ভকর্ণের শরীরে প্রবেশ করিলেন; হে রাঘব, পরে ব্রহ্মা সেই রাক্ষসকে বলিলেন— ॥ ৪৪ ॥

হে মহাবাহো কুম্ভকর্ণ, তোমার অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর; তখন কুম্ভকর্ণ সেই কথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট হইয়া বলিল—॥ ৪৫ ॥

১। ছ 'দেবী'। ২। ছ 'তাং প্রাহ দেবীং চৈব'। ৩। ক 'বাণী ত্বং'। ৪। ছ 'বা দে-'। ৫। ছ 'রাক্ষস'।

স্বপ্তুং[১] বর্ষাণ্যনেকানি দেবদেব মমেপ্সিতম্ ।
ষণ্মাসোঽন্তে ভবেদ্দেব দিনমেকন্তু[২] ভোজনম্ ॥ ৪৬ ॥
এবমস্ত্বিতি চোক্ত্বা তং[৩] সহ দেবৈঃ পিতামহঃ ।
দেবী সরস্বতী চাপি[৪] মুক্ত্বা তং প্রযযৌ দিবম্ ॥ ৪৭ ॥
গতেষু ব্রহ্মপূর্ব্বেষু দৈবতেষু নভঃস্থলম্[৫] ।
বিমুক্তোঽসৌ সরস্বত্যা স্বাং সংজ্ঞাং[৬] পুনরাগমৎ ॥ ৪৮ ॥
কুম্ভকর্ণস্তু দুষ্টাত্মা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ ।
ঈদৃশং কিমিদং বাক্যং বদনান্মম নিঃসৃতম্ ॥ ৪৯ ॥
অনভিপ্রেতপূর্ব্বং হি সংমোহাদিব ভাষিতম্ ।
ভক্ষয়ামীতি বদতা স্বপ্স্যামীত্যুদিতং ময়া ॥ ৫০ ॥

৪৬। লো-টী। স্বপ্তুমিতি পাঠঃ। 'সুপ্ত'মিতি পাঠে বর্ষসহস্রাণি ব্যাপ্য সুপ্তং স্বাপো নিদ্রেতি যাবৎ।

৪৭। লো-টী। তং রাক্ষসং মুক্ত্বা ত্যক্ত্বা।

হে দেব, বহুবৎসর ধরিয়া নিদ্রা যাইতে আমার অভিলাষ; হে দেব, আমার নিদ্রা ছয় মাস হইবে এবং অবশেষে একদিন ভোজন হইবে ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মা দেবগণের সহিত তাহাকে 'তথাস্তু' বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং সরস্বতী দেবীও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন ॥ ৪৭ ॥

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ নভোমণ্ডলে গমন করিলে সরস্বতীকর্তৃক পরিত্যক্ত ঐ রাক্ষস পুনরায় স্বকীয় বুদ্ধি প্রাপ্ত হইল ॥ ৪৮ ॥

পরে দুষ্টাত্মা কুম্ভকর্ণ দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, এ কি! এতাদৃশ বাক্য আমার মুখ হইতে বহির্গত হইল! ॥ ৪৯ ॥

আমি যাহা কখনও ইচ্ছা করি নাই, যেন মোহবশতঃ তাদৃশ বাক্য বলিয়া ফেলিয়াছি; 'ভোজন করিব' বলিতে যাইয়া 'নিদ্রা যাইব' বলিয়াছি ॥ ৫০ ॥

১। ছ '-র্ষসহস্রাণি'। ২। ছ '-ঞ্চ'। ৩। ছ 'তং চোক্ত্বা'। ৪। ছ 'চৈব'। ৫। ছ 'নভস্তলম্'। ৬। 'পূর্ব্বাং প্রকৃতিমাগতঃ'।

সংতপ্যমানো দুঃখার্ত্তো বিধুন্বন্ চরণৌ করৌ।
আত্মানমেব[1] বহুশঃ শ্বসন্ নিন্দন্ পপাত হ ॥ ৫১ ॥
এবং লব্ধবরাঃ সর্ব্বে ভ্রাতরো দীপ্ততেজসঃ।
শ্লেষ্মাতকং[2] বনং গত্বা[3] তত্র তে ন্যবসংশ্চিরম্ ॥ ৫২ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে রাবণাদিবরদানং নাম দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০ ॥

৫২। লো-টী। শ্লেষ্মাতকবনং স্থানবিশেষম্।

বরদানম্ ॥ ১০

কুম্ভকর্ণ অত্যন্ত সন্তপ্ত এবং দুঃখার্ত্ত হইয়া হস্ত এবং পদ সঞ্চালিত করত নিজেকে পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিতে করিতে নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক [ভূতলে] পতিত হইল ॥ ৫১ ॥

সেই প্রবল-পরাক্রান্ত ভ্রাতৃগণ সকলেই এইরূপে বরলাভ করিয়া শ্লেষ্মাতক বনে গমন করিয়া বহুকাল বাস করিল ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রাবণাদিবরদান নামক ১০ম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

১। ছ '-বসবশং'। ২। ছ '-তকবনং'। ৩। ছ 'নাম'।

(১১) একাদশঃ সর্গঃ

সুমালী বরলব্ধাংস্তু জ্ঞাত্বা তান্ বৈ নিশাচরান্[১]।
উদতিষ্ঠদ্ভয়ং ত্যক্ত্বা সানুগঃ স রসাতলাৎ ॥ ১ ॥
[২]মাল্যবাংশ্চ প্রহস্তশ্চ বিরূপাক্ষো মহোদরঃ।
সচিবাঃ পরিবার্য্যৈনমুদতিষ্ঠন্[৩] সুমালিনম্ ॥ ২ ॥
প্রস্থিতঃ স[৪] চ তৈঃ সর্ব্বৈর্ব্বৃতো রাক্ষসপুঙ্গবৈঃ।
অভিগম্য দশগ্রীবং পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ ॥ ৩ ॥
দিষ্ট্যা তে পুত্র সম্প্রাপ্তশ্চিন্তিতোঽয়ং মনোরথঃ।
যস্ত্বং ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠাল্লব্ধবান্ বরমী[৫]প্সিতম্ ॥ ৪ ॥
যৎকৃতে চ বয়ং লঙ্কাং ত্যক্ত্বা যাতা রসাতলম্।
তদ্ গতং নো মহাবাহো[৬] দিষ্ট্যা বিষ্ণুকৃতং ভয়ম্ ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। এনং সুমালিনম্।

সুমালী সেই সকল রাক্ষসের বরলাভের বিবরণ অবগত হইয়া ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুচরগণ সমভিব্যাহারে পাতাল হইতে উত্থিত হইল ॥ ১ ॥

মাল্যবান্, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ এবং মহোদর এই সচিবগণও সেই সুমালীকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক উত্থিত হইল ॥ ২ ॥

সুমালী সেই সকল প্রধান প্রধান রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া প্রস্থান করত দশগ্রীবের সমীপে উপস্থিত হইয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিল—॥ ৩ ॥

বৎস, তুমি যে ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার নিকট হইতে ভাগ্যক্রমে অভীষ্ট বরলাভ করিয়াছ, ইহা আমাদের [বহুদিনের] চিন্তিত মনোরথ ॥ ৪ ॥

হে মহাবাহো, যাহার যন্য আমরা লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া পাতালে গিয়া-

১। ছ 'নিশাচরঃ'। ২। ছ 'মারীচশ্চ'। ৩। ছ '-মুপাতিষ্ঠন্'। ৪। ছ 'সহ'। ৫। ছ '-মীদৃশম্'।
৬। ছ 'মহদ্ বিষ্ণুকৃতং।

অসকৃত্তেন ভগ্না হি পরিত্যজ্য স্বমালয়ম্ ।
বিদ্রুতাঃ সহিতাঃ সর্ব্বে প্রবিষ্টাঃ স্মো রসাতলম্ ॥ ৬ ॥
অস্মদীয়া চ লঙ্কেয়ং নগরী রাক্ষসোষিতা ।
নিবেশিতা তব ভ্রাত্রা ধনাধ্যক্ষেণ ধীমতা ॥ ৭ ॥
যদি নামাত্র[১] শক্যং স্যাৎ সাম্না[২] দানেন চানঘ ।
তরসা বা মহাবাহো প্রত্যানেতুং কৃতং ভবেৎ ॥ ৮ ॥
ত্বং তু লঙ্কেশ্বরস্তাত ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ।
সর্ব্বেষাং নঃ প্রভুশ্চৈব ভবিষ্যসি মহাবল ॥ ৯ ॥
অথাব্রবীদ্দশগ্রীবো মাতামহমুপস্থিতম্ ।
বিত্তেশো গুরুরস্মাকং নার্হস্যেবং প্রভাষিতুম্ ॥ ১০ ॥

৮। লো-টী। 'সাম্না বস্তুঃ ত্বয়ানঘ' ইতি পাঠঃ। 'সাম্না সা দারুণেন বে'তি পাঠে দারুণেন নৈষ্ঠুর্য্যেণ। তরসা বলেন, কৃতমস্মাকং কার্য্যং ভবেৎ। যদ্বা, কৃতং তপসঃ ফলং ভবেৎ। 'কৃতং যুগে চ পর্য্যাপ্তে বিহিতে হিংসিতে ফলে' ইতি ভূরিঃ।

ছিলাম, ভাগ্যক্রমে আমাদের সেই বিষ্ণুকৃত ভয় দূর হইল ॥ ৫ ॥

আমরা পুনঃ পুনঃ নারায়ণকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া স্বীয় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়নপূর্ব্বক সকলে মিলিত হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিয়াছিলাম ॥ ৬ ॥

এই লঙ্কানগরী পূর্ব্বে আমাদের ছিল এবং উহাতে রাক্ষসগণ বাস করিত, কিন্তু তোমার ভ্রাতা ধনাধ্যক্ষ এক্ষণে উহাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ॥ ৭ ॥

হে অনঘ, হে মহাবাহো, সাম, দান, অথবা বলদ্বারা যদি [লঙ্কানগরী] প্রত্যানয়ন করা সম্ভব হয়, তবে [আমাদের] কার্য্যসিদ্ধি হয় ॥ ৮ ॥

বৎস, তুমি লঙ্কার অধীশ্বর হইবে সন্দেহ নাই ; হে মহাবল, তুমি আমাদের সকলের প্রভু হইবে ॥ ৯ ॥

পরে দশানন উপস্থিত মাতামহকে বলিল, ধনেশ্বর আমাদের গুরুজন, সুতরাং আপনার এইরূপ বলা উচিত নয় ॥ ১০ ॥

১। ছ 'নাম ন শক্যোয়ং'। ২। ছ 'বস্তুঃ ত্বয়ানঘ'।

ইত্যেবমুক্তঃ স তদা সুমালী রাবণেন হ।
নোবাচ কিঞ্চিত্তত্রৈব ন্যবসচ্চ সুহৃদ্‌বৃতঃ ॥ ১১ ॥
কেনচিত্ত্বথ[১] কালেন[২] বসন্তং তত্র রাবণম্।
প্রহস্তঃ প্রশ্রিতং[৩] বাক্যমিদং রাক্ষসমব্রবীৎ ॥ ১২ ॥
দশগ্রীব মহাবাহো যৎ পুরা প্রোক্তবানসি।
বিত্তেশো[৪] গুরুরস্মাকমিতি তচ্চ নিবোধ মে ॥ ১৩ ॥
ননু বীর মহাবাহো নার্হস্ত্বং বক্তুমীদৃশম্।
সৌভ্রাত্রং নাস্তি শূরাণাং[৫] শৃণু ভূয়ো বচশ্চ মে ॥ ১৪ ॥
অদিতিশ্চ দিতিশ্চৈব[৬] দ্বে ভগিন্যৌ বভূবতুঃ।
ভার্য্যে পরমরূপিণ্যৌ কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ ॥ ১৫ ॥

১২। লো· টী। কস্যচিৎ কালস্য অথ অনন্তরম্।

রাবণ এইরূপ বলিলে সুমালী কিছু না বলিয়াই সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে বাস করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

কিছুকাল পরে প্রহস্ত সেই স্থানে বাসকারী রাক্ষস রাবণকে বিনীত ভাবে বলিল—॥ ১২ ॥

মহাবাহো দশানন, আপনি যে 'ধনেশ্বর আমাদের গুরু' এই কথা পূর্ব্বে বলিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার নিকট শ্রবণ করুন ॥ ১৩ ॥

হে বীর মহাবাহো, আপনি এইরূপ বলিতে পারেন না, কারণ, বীরদিগের সৌভ্রাত্র নাই; আমার আরও বাক্য শ্রবণ করুন ॥ ১৪ ॥

দিতি এবং অদিতি নামক পরম রূপবতী দুই ভগিনী প্রজাপতি কশ্যপের ভার্য্যা ছিল ॥ ১৫ ॥

১। ছ 'কস্যচি-'। ২। ছ 'কালস্য'। ৩। ছ 'প্রশ্রিতং'। ৪। ছ 'বিত্তেশো'। ৫। ছ 'বীরাণাং'। ৬। ছ 'এতে সহিতে কিল'।

অদিত্যাং জজ্ঞিরে দেবাস্তদা ত্রিভুবনেশ্বরাঃ।

দিতিস্ত্বজনয়দ্দৈত্যান্ কশ্যপাদাত্মসম্ভবান্ ॥ ১৬ ॥

দৈত্যানাং কিল ধর্ম্মজ্ঞ পুরেয়ং সবনার্ণবা।

আসীৎ সপর্ব্বতা ভূমিস্তেঽভবন্ প্রভবিষ্ণবঃ ॥ ১৭ ॥

ততস্তে নিহতাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।

দেবানাঞ্চ[১] বশং নীতং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥

তথা বৈরমপর্য্যন্তং গরুড়স্যোরগৈঃ সহ।

ভ্রাতৃভিঃ সংপ্রসক্তং[২] হি সংহারো যস্য নাভবৎ ॥ ১৯ ॥

নৈতদেকো ভবানদ্য করিষ্যতি বিপর্য্যয়ম্।

সুরৈরাচরিতং পূর্ব্বং কুরুষ্বৈতদ্বচো মম ॥ ২০ ॥

১৯। লো-টী। উরগৈর্ভ্রাতৃভিঃ সহ অপর্য্যাপ্তং বৈরং প্রসক্তম্, যস্য বৈরস্য সংহারো নাশো নাভবৎ।

২০। লো-টী। 'যচ্চ' ইতি পাঠঃ, 'পূর্ব্ব'মিতি বা।

অদিতির গর্ভে ত্রিভুবনের ঈশ্বর দেবগণ জন্মিয়াছিলেন এবং দিতি কশ্যপের ঔরসজাত দৈত্যগণকে উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

হে ধর্ম্মজ্ঞ, পুরাকালে বন, পর্ব্বত এবং সমুদ্রের সহিত এই পৃথিবী দৈত্যদিগের অধিকারে থাকায় তাহাদের অত্যন্ত প্রভাব হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

তার পর প্রভু বিষ্ণু তাহাদের সকলকে নিহত করিয়া এই অব্যয় ত্রৈলোক্য দেবতাদিগের বশে আনয়ন করেন ॥ ১৮ ॥

তা ছাড়া, ভ্রাতা সর্পগণের সহিত গরুড়ের অসীম শত্রুতা প্রসক্ত হইয়াছে, সেই শত্রুতার অবসান [অদ্যাবধি] হইল না ॥ ১৯ ॥

আপনি একাই কেবল এইরূপ ভ্রাতৃবিরোধ করিবেন, তাহা নয়, পুরাকালে দেবগণ এইরূপ আচরণ করিয়াছেন; সুতরাং আমার এই কথা প্রতিপালন করুন ॥ ২০ ॥

১। ছ '-নাস্ত'। ২। ছ '-প্রযুক্তং বৈ'।

এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রহস্তেন দুরাত্মনা।
চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তং বৈ[১] বাঢ়মিত্যেব সোঽব্রবীৎ ॥ ২১ ॥
স তু তেনৈব হর্ষেণ তস্মিন্নহনি বীর্য্যবান্।
লঙ্কাং যাতো[২] দশগ্রীবঃ সহ তৈঃ ক্ষণদাচরৈঃ ॥ ২২ ॥
ত্রিকূটস্থঃ স তু তদা দশগ্রীবো নিশাচরঃ[৩]।
প্রেষয়ামাস দৌত্যেন প্রহস্তং বাক্যকোবিদম্ ॥ ২৩ ॥
প্রহস্ত শীঘ্রং গচ্ছ ত্বং[৪] ব্রূহি রাক্ষসপুঙ্গব।
বচনান্মম বিত্তেশং সামপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ২৪ ॥
ইয়ং[৫] লঙ্কাপুরী নাম রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্।
নিবাসো দেববিহিতঃ সর্ব্বলোকপরিশ্রুতঃ ॥ ২৫ ॥

২৫। লো-টী। 'সুরলোকপরিশ্রুত'ইতি পাঠঃ। 'সর্ব্বলোক' ইতি বা।

দুরাত্মা প্রহস্ত এইরূপ বলিলে দশগ্রীব মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া 'তাহাই হইবে' এইরূপ বলিল ॥ ২১ ॥

বীর দশগ্রীব সেই উল্লাসে সেই দিনেই রাক্ষসগণের সহিত লঙ্কায় গমন করিল ॥ ২২ ॥

তখন সেই রাক্ষস দশানন ত্রিকূটে অবস্থান করত বাক্পটু প্রহস্তকে দূতরূপে প্রেরণ করিল—॥ ২৩ ॥

রাক্ষসপুঙ্গব প্রহস্ত, তুমি শীঘ্র গমন করিয়া আমার বাক্যানুসারে প্রিয়-বাক্যপুরঃসর ধনেশ্বরকে এই কথা বলিবে ॥ ২৪ ॥

এই লঙ্কানগরী যে মহাত্মা রাক্ষসদিগের বাসভূমি, ইহা দেবগণকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট এবং সর্ব্বলোকপরিজ্ঞাত ॥ ২৫ ॥

১। ছ '-স্তু'। ২। ছ 'গতো'। ৩। ছ 'মহাবলঃ'। ৪। ছ 'ত্বং গত্বা'। ৫। ছ 'রাজন্'।

কিঞ্চিৎ কারণমুদ্দিশ্য ত্যক্তাসীদ্রাক্ষসৈরিয়ম্‌ ।
তে পুনঃ কালসময়ে স্বং নিবাসমুপাগতাঃ ॥ ২৬ ॥
ত্বয়া নিবেশিতা চেয়ং তত্তে ন সদৃশং কৃতম্‌ ।
তদ্ভবান্‌ যদি নাম্নৈতাং দদ্যাদতুলবিক্রমঃ ।
কৃতা[১] ভবেন্মম প্রীতির্ধর্ম্মশ্চৈবানুপালিতঃ ॥ ২৭ ॥
ইত্যুক্তঃ স তদা গত্বা প্রহস্তো বাক্যকোবিদঃ ।
দশগ্রীববচঃ সর্ব্বং বিত্তেশায় ন্যবেদয়ৎ ॥ ২৮ ॥
প্রহস্তাদভিসংশ্রুত্য সর্ব্বং বৈশ্রবণো বচঃ ।
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞঃ প্রহস্তং স নিশাচরম্‌ ॥ ২৯ ॥
সর্ব্বং কর্ত্তাস্মি ভদ্রং তে রাক্ষসেশবচোঽচিরাৎ ।
কিন্তু তাবৎ প্রতীক্ষস্ব পিতুর্যাবন্নিবেদয়ে ॥ ৩০ ॥

২৬। লো-টী। কালসময়ে কালশ্চাসৌ সময়শ্চাবসরস্তস্মিন্‌ অবসরকাল ইত্যর্থঃ। 'সময়ঃ শপথে কালে সঙ্কেতেঽবসরেঽপি চে'ত্যজয়ঃ। স্বং স্বীয়ম্‌।

২৭। লো-টী। যন্নিবেশিতা তৎ তে ত্বয়া ন সদৃশং কৃতম্‌।

রাক্ষসগগণ কোন কারণে এই লঙ্কানগরী ত্যাগ করিয়াছিল, পুনরায় তাহারা অবসর সময়ে স্বীয় বাসভূমিতে উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

আপনি লঙ্কানগরীতে বসতি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা আপনি ভাল করেন নাই ; অতুলবিক্রমশালী আপনি যদি এই লঙ্কানগরী ছাড়িয়া দেন, তবে আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করা হইবে এবং ধর্ম্মও রক্ষিত হইবে ॥ ২৭ ॥

এইরূপ আদিষ্ট হইয়া বাক্যবিশারদ প্রহস্ত তখন গমন করত ধনেশ্বরের নিকট সমস্ত রাবণবাক্য নিবেদন করিল ॥ ২৮ ॥

বাক্যজ্ঞ বৈশ্রবণ প্রহস্তের নিকট হইতে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া সেই রাক্ষস প্রহস্তকে বলিলেন—॥ ২৯ ॥

শীঘ্রই রাক্ষসেশ্বরের কথানুযায়ী সমস্ত করিব, তোমার মঙ্গল হউক, কিন্তু

১। ছ 'মম ভবেৎ'।

এবমুক্ত্বা ধনাধ্যক্ষো জগাম পিতুরন্তিকম্।

অভিবাদ্যাব্রবীত্তঞ্চ রাবণস্য যদীপ্সিতম্ ॥ ৩১ ॥

এষ তাত দশগ্রীবো দূতং প্রেষিতবান্মম।

মমেয়ং দীয়তাং লঙ্কা পূর্ব্বং রক্ষোগণোষিতা।

ত্বময়া যদনুষ্ঠেয়ং তদাচক্ষ্ব মমানঘ ॥ ৩২ ॥

ধনদেনৈবমুক্তস্তু বিশ্রবা মুনিপুঙ্গবঃ।

সোঽব্রবীদ্বচনং তত্র শৃণু পুত্র বচো মম ॥ ৩৩ ॥

দশগ্রীবো মমাপ্যেতদুক্তবান্ মুনিসন্নিধৌ।

ময়া নির্ভৎ[১]সিতশ্চাপি বহু[২] চোক্তঃ[৩] স দুর্ম্মতিঃ ॥ ৩৪ ॥

[৪]স ক্রোধেন পুনশ্চোক্তো ধ্বংস ধ্বংসেতি বৈ পুনঃ[৫]।

[৬]তচ্ছৃণু ত্বং বচঃ পুত্র মম ধর্ম্মার্থসংযুতম্ ॥ ৩৫ ॥

৩২। লো-টী। অনুষ্ঠেয়ং কর্ত্তব্যম্।

৩৫। লো-টী। ধ্বংস ধ্বংস অপসর। 'অপধ্বংসে'তিপাঠে দূরং গচ্ছ।

কিছুকাল অপেক্ষা কর, আমি তৎক্ষণে পিতার নিকটে [এই বিষয়] জ্ঞাপন করি ॥ ৩০ ॥

এই বলিয়া ধনাধ্যক্ষ পিতার নিকটে গমন করত অভিবাদনপূর্ব্বক রাবণের অভিপ্রেত বিষয় তাঁহাকে বলিলেন—॥ ৩১ ॥

পিতঃ, এই দশগ্রীব আমার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছে, [এবং দূত-মুখে বলিয়াছে যে] পূর্ব্বে রাক্ষসগণকর্তৃক অধ্যুষিতা এই লঙ্কানগরী আমাকে প্রদান করুন। হে অনঘ, অতএব আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা আদেশ করুন ॥ ৩২ ॥

কুবের এই কথা বলিলে সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্রবাঃ বলিলেন, বৎস, এ বিষয়ে আমার কথা শ্রবণ কর ॥ ৩৩ ॥

সেই দুরাত্মা দশগ্রীব মুনিদিগের সমীপে আমার নিকটেও এইকথা বলিয়াছিল; আমি তাহাকে তিরস্কার করিয়া বহু কথা বলিয়াছি ॥ ৩৪ ॥

পুনরায় ক্রোধের সহিত 'ধ্বংস হও, ধ্বংস হও' এই কথা বলিয়াছি, অতএব

১। ছ '-তঃ সোঽপি'। ২। ছ '-থোক্তঃ'। ৩। ছ 'সুদু-'। ৪। ছ 'ক্রোধেন চ'। ৫। ছ 'মুহুঃ'। ৬। 'তচ্ছৃণুষ্ব'।

বরপ্রদানাৎ সংমূঢ়ো মান্যামান্যং ন বেত্তি সঃ।
ন বিভেতি চ মে শাপাৎ প্রকৃতিং দারুণাং গতঃ॥ ৩৬॥
তস্মাৎ প্রযাহি ভদ্রং তে কৈলাসং ধরণীধরম্।
নিবেশয় নিকেতার্থং ত্যজ লঙ্কাং সহানুগঃ॥ ৩৭॥
তত্র মন্দাকিনী নাম নদীনাং প্রবরা নদী।
কাঞ্চনৈঃ সূর্য্যসঙ্কাশৈঃ পঙ্কজৈর্মণ্ডিতোদকা॥ ৩৮॥
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সাপ্সরোগণকিন্নরাঃ।
বিহারশীলাঃ সততং রমন্তে ধরণীধরে॥ ৩৯॥
রমস্ব পুত্র ত্বমপি রম্যে তস্মিন্ শিলোচ্চয়ে।
ন হি ক্ষমং ভবানেন বৈরং ধনদ রক্ষসা।
জানীষে চ যথা তেন লব্ধঃ পরমকো বরঃ॥ ৪০॥

৩৭। লো-টী। নিবেশয় আশ্রয়, নিকেতার্থং বাসার্থম্।

পুত্র, তুমি আমার ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ কর॥ ৩৫॥

সেই দুর্ম্মতি, বরলাভে মোহিত হইয়া মান্যামান্য জ্ঞান করে না এবং অত্যন্ত দারুণ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া আমার অভিশাপকেও ভয় করিতেছে না॥ ৩৬॥

সুতরাং তুমি অনুচরগণের সহিত লঙ্কানগরী পরিত্যাগ করিয়া কৈলাস পর্ব্বতে গমন কর এবং বসতি স্থাপন কর, তোমার মঙ্গল হইবে॥ ৩৭॥

সেই পর্ব্বতে নদীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা মন্দাকিনীনাম্নী নদী আছে, তাহার জল সূর্য্যসদৃশ স্বর্ণকমলে ভূষিত॥ ৩৮॥

সেই কৈলাসপর্ব্বতে গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাঃ এবং কিন্নরগণের সহিত ক্রীড়াপরায়ণ দেবগণ সর্ব্বদা বিহার করেন॥ ৩৯॥

পুত্র, তুমিও সেই রমণীয় কৈলাসপর্ব্বতে বিহার কর; ধনদ, এই রাক্ষস দশগ্রীবের সহিত তোমার বিরোধ করা উচিত নয় এবং তুমি অবগত আছ যে, সে উৎকৃষ্ট বর লাভ করিয়াছে॥ ৪০॥

১। ছ 'ন বেদ সঃ'।

তথেত্যুক্ত্বা স পিতরমভিবাদ্য ধনেশ্বরঃ।
যযৌ লঙ্কাং পুনস্তূর্ণং প্রহস্তং চেদমব্রবীৎ ॥ ৪১ ॥
ব্রূহি গচ্ছ দশগ্রীবং পুরীং রাজ্যঞ্চ যন্মম।
তবাপ্যেতন্মহাবাহো[১] ভুঙ্‌ক্ষ্ব[২] চৈতদকণ্টকম্।
অবিভক্তং ত্বয়া সার্দ্ধং রাজ্যং যচ্চাস্তি মে বসু ॥ ৪২ ॥
অহং গচ্ছামি কৈলাসং নিবাসায় মহাগিরিম্[৩]।
লঙ্কামাবস ভদ্রং তে স্বধর্ম্মং[৪] তত্র পালয় ॥ ৪৩ ॥
এবমুক্ত্বা ধনাধ্যক্ষো বলেন মহতা বৃতঃ[৫]।
সপৌরদারঃ সামাত্যঃ সবাহন-ধনো গতঃ ॥ ৪৪ ॥
প্রহস্তোঽথ দশগ্রীবং গত্বা বচনমব্রবীৎ।
প্রহৃষ্টাত্মা মহাত্মানং সহামাত্যং সহানুজম্ ॥ ৪৫ ॥
শূন্যা সা নগরী লঙ্কা ত্যক্ত্বৈনাং ধনদো গতঃ।
প্রবিশ ত্বং মহাবাহো স্বধর্ম্মং তত্র পালয় ॥ ৪৬ ॥

সেই ধনেশ্বর, 'যে আজ্ঞা' বলিয়া পিতাকে অভিবাদন পূর্ব্বক অতিক্রুত লঙ্কায় গমন করিয়া প্রহস্তকে এই কথা বলিলেন—॥ ৪১ ॥

তুমি দশগ্রীবের সমীপে গমন করিয়া বলিবে যে, হে মহাবাহো, আমার পুরী এবং রাজ্য যাহা আছে, তাহা তোমারও বটে, তুমি নিষ্কণ্টকে এই সমস্ত ভোগ কর; আমার রাজ্য এবং ধন যাহা কিছু আছে তাহা তোমার সহিত অবিভক্ত ॥ ৪২ ॥

আমি মহাপর্ব্বত কৈলাসে বাস করিবার জন্য যাইতেছি, তুমি লঙ্কায় বাস করিয়া স্বধর্ম্ম পালন কর; মঙ্গল হইবে ॥ ৪৩ ॥

এই বলিয়া ধনাধ্যক্ষ বিপুল সৈন্য পরিবৃত হইয়া পৌরজন, কলত্র, অমাত্য, ধন এবং বাহন সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৪ ॥

পরে সন্তুষ্টচিত্ত প্রহস্ত অমাত্য এবং অনুজগণের সহিত বর্ত্তমান মহাত্মা দশগ্রীবের নিকটে গমন করিয়া বলিল ॥ ৪৫ ॥

হে মহাবাহো, সেই লঙ্কানগরী শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, ধনেশ্বর লঙ্কা

১। ছ '-ভাগ'। ২। ছ 'ভুঙ্‌ক্ষ্ব তদ্ধত-'। ৩। ছ 'সহানুগঃ'। ৪। ছ '-র্ম্মমনু-'। ৫। ছ 'তদা'।

এবমুক্তঃ প্রহস্তেন দশগ্রীবো নিশাচরঃ।
নিবেশয়ামাস পুরীং সভ্রাতা সবলানুগঃ[১]।
ধনদেন পরিত্যক্তাং সুবিভক্তমহাপথাম্[২] ॥ ৪৭ ॥
স চাভিষিক্তঃ ক্ষণদাচরৈস্তদা নিবেশয়ামাস পুরীং দশাননঃ।
নিকামপূর্ণা চ বভূব সা পুরী নিশাচরৈর্নীলবলাহকোপমৈঃ ॥ ৪৮ ॥
ধনেশ্বরোঽপ্যথ[৩] পিতৃবাক্যগৌরবান্ন্যবেশয়চ্ছশিবিমলে গিরৌ পুরীম্।
স্বলঙ্কৃতৈর্ভবনবরৈর্বিভূষিতাং পুরন্দরঃ স্বপুরমিবামরাবতীম্ ॥ ৪৯ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে লঙ্কাধ্যাসো নাম
একাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

৪৭। লো-টী। সহ ভ্রাত্রা সভ্রাতৃকঃ, 'সহ ভ্রাত্রা বলানুগ'ইতি পাঠে বলং সৈন্যম্ অনুগমনুবর্ত্তি যস্য সঃ। পূর্ব্বপাঠে বলানুগঃ সেনাপতিঃ।

৪৮। লো-টী। নিকামপূর্ণা নিকামং যথেষ্টং যস্য যস্য যথা ইচ্ছা তস্য তস্য তৎপূর্ণা ইচ্ছানুরূপফলপ্রদেত্যর্থঃ। যদ্বা, নিতরাং কামং কাম্যং তৎপূর্ণা।

৪৯। লো টী। 'শশিবিমলে গিরা'বিতি পাঠঃ। 'নিবেশয়ামাস বিমল'ইতি বা।

লঙ্কাপ্রবেশঃ ॥ ১১ ॥

পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আপনি এই নগরীতে প্রবেশ করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম পালন করুন ॥ ৪৬ ॥

প্রহস্ত এইরূপ বলিলে রাক্ষস দশগ্রীব ভ্রাতা এবং সৈন্যগণের সহিত কুবের-পরিত্যক্ত সুবিভক্ত-বিশাল-পথযুক্ত লঙ্কানগরীতে বসতি স্থাপন করিল ॥ ৪৭ ॥

তখন দশানন রাক্ষসগণকর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া পুরী স্থাপন করিল, সেই পুরী কৃষ্ণমেঘতুল্য রাক্ষসগণে অতিশয় পরিপূর্ণ হইল ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর ধনেশ্বরও পিতৃবাক্যের প্রতি গৌরববশতঃ পুরন্দর যেরূপ স্বীয় অমরাবতী নগরী স্থাপিত করিয়াছেন সেইরূপ চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল কৈলাসপর্ব্বতে সুশোভিত উত্তম গৃহরাজিদ্বারা বিভূষিতা নগরী স্থাপন করিলেন ॥ ৪৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লঙ্কাপ্রবেশ-নামক
১১শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

১। ছ 'সপরানুগঃ'। ২। ছ 'সংবি-'। ৩। চ 'রোঽথ'।

(১২) দ্বাদশঃ সর্গঃ

রাক্ষসেন্দ্রোঽভিষিক্তস্তু ভ্রাতৃভ্যাং[১] সহিতস্তদা।
ততঃ প্রদানং রাক্ষস্যা ভগিন্যাঃ সোঽভ্যরোচয়ৎ ॥ ১ ॥
স্বসারং কালকেয়ায় দানবেন্দ্রায় রাক্ষসীম্[২]।
দদৌ শূর্পণখাং রাজা বিদ্যুজ্জিহ্বায় নামতঃ ॥ ২ ॥
অথ দত্ত্বা স্বসারং তাং[৩] মৃগয়াং পর্য্যটন্ নৃপঃ।
অপশ্যৎ স[৪] বনে রাম ময়ং নাম দিতেঃ সুতম্ ॥ ৩ ॥
কন্যাসহায়ং তং দৃষ্ট্বা দশগ্রীবো নিশাচরঃ।
অপৃচ্ছৎ কো ভবানত্র নির্ম্মনুষ্যমৃগে বনে ॥ ৪ ॥
ময়স্তথাব্রবীদ্রাম পৃচ্ছন্তং তং নিশাচরম্।
শ্রূয়তাং সর্ব্বমাখ্যাস্যে যথাবৃত্তমিদং মম ॥ ৫ ॥

পরে অভিষিক্ত রাক্ষসরাজ রাবণ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া রাক্ষসী ভগিনীর বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিল ॥ ১ ॥

রাক্ষসরাজ সূর্পণখানাম্নী রাক্ষসী ভগিনীকে কালকেয় দানবরাজ বিদ্যুজ্জিহ্বকে সম্প্রদান করিল ॥ ২ ॥

হে রাম, রাক্ষসরাজ সেই ভগিনীকে সম্প্রদান করিয়া পরে মৃগয়া-বিহার করিতে করিতে বনমধ্যে দিতির পুত্র 'ময়'কে দেখিতে পাইল ॥ ৩ ॥

রাক্ষস দশগ্রীব তাহাকে কন্যাসহ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, পশু এবং মানবের সঞ্চারবিহীন এই বনে আপনি কে ? ॥ ৪ ॥

হে রাম, রাক্ষস রাবণ প্রশ্ন করিলে ময়-দানব তাহাকে বলিল, আমার যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৫ ॥

১। ক 'ভ্রাতৃভিঃ'। ২। ছ 'রাক্ষসঃ'। ৩। ছ 'স'। ৪। ছ 'তাত'।

হেমা নামাপ্সরাঃ সুভ্রূঃ[১] শ্রুতপূর্ব্বা যদি ত্বয়া।
দেবৈর্ম্মহ্যমসৌ দত্তা পৌলোমীব বিড়ৌজসে ॥ ৬ ॥
তস্যাং সক্তমনাশ্চাসং[২] দশ বর্ষশতান্যহম্‌।
সা চ দৈবতকার্য্যেণ[৩] গতা বর্ষত্রয়োদশে ॥ ৭ ॥
তস্যাঃ কৃতে চ হেমায়া হৈমাঃ প্রাসাদপঙ্‌ক্তয়ঃ।
বজ্রবৈদূর্য্যবর্ণাশ্চ নির্ম্মিতা মায়য়া ময়া ॥ ৮ ॥
তত্রাহং ন রতিং বিন্দং[৪]স্তয়া হীনঃ সুদুঃখিতঃ।
ভবনাৎ[৫] স্বাং দুহিতরং গৃহীত্বা বনমাগতঃ ॥ ৯ ॥
ইয়ং মমাত্মজা রাজংস্তস্যাঃ কুক্ষিসমুদ্ভবা।
ভর্ত্তারমস্যাঃ সদৃশং প্রাপ্তবানস্মি[৬] মার্গিতুম্‌ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। বিড়ৌজসে শক্রায়।
৭। লো-টী। সক্তমনাঃ আসক্তমনাঃ। বর্ষে ত্রয়োদশে সতি কন্যায়া ইতি শেষঃ।
৯। লো-টী। তত্র তাসু প্রাসাদপংক্তিষু অরতিং প্রীত্যভাবং বিন্দন্‌ লভমানঃ। 'ন রতিং বিন্দন্নি'তি পাঠে রতিং প্রীতিম্‌।
১০। লো-টী। প্রাপ্তবানস্মি বরমিতি শেষঃ।

হেমানাম্নী অতি সুন্দরী অপ্সরার কথা সম্ভবতঃ আপনি পূর্ব্বে শুনিয়া থাকিবেন; ইন্দ্রকে পৌলোমীর ন্যায় দেবগণ ঐ অপ্সরাকে আমাকে প্রদান করেন ॥ ৬ ॥

আমি সহস্র বৎসর যাবৎ ঐ অপ্সরাতে আসক্তচিত্ত ছিলাম, [তাহার পর এই কন্যার] ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সের সময় সেই হেমা দেবকার্য্যের জন্য প্রস্থান করিয়াছে ॥ ৭ ॥

সেই হেমার জন্য আমি মায়াদ্বারা হীরক এবং বৈদূর্য্যখচিত কাঞ্চনময় প্রাসাদশ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম ॥ ৮ ॥

সেই স্থানে আমি তাহার বিরহে প্রীতিলাভ করিতে না পারিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া গৃহ হইতে স্বীয় দুহিতাকে সঙ্গে লইয়া বনে আসিয়াছি ॥ ৯ ॥

রাজন, এই আমার কন্যা সেই হেমা'র গর্ভসম্ভূতা, আমি ইহার উপযুক্ত পতি

১। ছ '-বান্তাত'। ২। ছ '-না হ্যাসং'। ৩। ছ 'ত্রয়োদশ সমা গতাঃ'। ৪। ছ 'বিন্দে তয়া'। ৫। ছ '-নস্যাং দুহিতরং'। ৬। ছ 'প্রারব্ধশ্চাস্মি'।

কন্যাপিতৃত্বং দুঃখং হি নরাণাং মানকাঙ্ক্ষিণাম্।
দ্বে কুলে সংশয়ে[1] কৃত্বা নিত্যং কন্যা হি তিষ্ঠতি ॥ ১১ ॥
পুত্রদ্বয়ং[2] মমাপ্যস্যাং ভার্য্যায়াং[3] সংবভূব হ।
মায়াবী প্রথমস্তত্র দুন্দুভিস্তদনন্তরম্ ॥ ১২ ॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যাথাতথ্যেন পৃচ্ছতঃ।
ত্বামিদানীং কথং তাত জানীয়াং কো ভবানিতি ॥ ১৩ ॥
এবমুক্তো রাক্ষসেন্দ্রো বিনীতমিদমব্রবীৎ।
অহং পৌলস্ত্যতনয়ো দশগ্রীবশ্চ[4] নামতঃ ॥ ১৪ ॥
রাজা রাক্ষসমুখ্যানাং মৃগয়ামস্মি নির্গতঃ।
[5]এবমুক্তস্তদা রাম রাক্ষসেন্দ্রেণ দানবঃ ॥ ১৫ ॥

১১। লো-টী। নরাণাং সচেতনপ্রাণিনাম্। সংশয়ং সংশয়াপন্নে।

অন্বেষণ করিবার জন্য আসিয়াছি ॥ ১০ ॥

সম্মানাভিলাষী মনুষ্যদিগের কন্যার পিতা হওয়া দুঃখজনক, কন্যা সর্ব্বদা পিতৃকুল এবং মাতৃকুলকে সংশয়মগ্ন করত অবস্থান করে ॥ ১১ ॥

এই স্ত্রীর গর্ভে আমার দুইটী পুত্রও জন্মিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রথমটী 'মায়াবী' এবং দ্বিতীয়টী 'দুন্দুভি' নামে খ্যাত ॥ ১২ ॥

হে তাত, আপনার প্রশ্নানুসারে যথাযথ সমস্ত বলিলাম ; এক্ষণে আপনি কে, তাহা কি প্রকারে জানিব ॥ ১৩ ॥

এইরূপ বলিলে রাক্ষসরাজ রাবণ বিনীতভাবে বলিল, আমি পৌলস্ত্যপুত্র, আমার নাম দশগ্রীব ॥ ১৪ ॥

আমি শ্রেষ্ঠ রাক্ষসদিগের রাজা, আমি মৃগয়া করিতে বহির্গত হইয়াছি। হে রাম, রাক্ষসরাজ রাবণ তখন দানবকে এইরূপ বলিল ॥ ১৫ ॥

১। ছ 'সংশয়ং'। ২। ছ '-স্বস্যাং'। ৩। ছ 'সমজায়ত। ৪। ছ '-স্তু'। ৫। ছ 'ইদমর্দ্ধং নাস্তি'

ব্রহ্মর্ষেস্তং সুতং জ্ঞাত্বা ময়ো দৈত্যাধিপস্ততঃ।

প্রদানং দুহিতুস্তস্মৈ রোচয়মাস বৈ তদা ॥ ১৬ ॥

করেণাদায় কন্যাং[১] স ময়স্তমমিতৌজসম্।

প্রহসন্নিব দৈত্যেন্দ্রো রাক্ষসেন্দ্রমভাষত ॥ ১৭ ॥

ইয়ং মমাত্মজা রাজন্ হেমায়াঃ[২] পয়সা ভৃতা।

কন্যা মন্দোদরী নাম ভার্য্যার্থে প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ১৮ ॥

বাঢ়মিত্যেব তং রাম দশগ্রীবোঽব্রবীদ্বচঃ।

প্রজ্বাল্য চ বনে বহ্নিং পাণিং জগ্রাহ ধর্ম্মতঃ ॥ ১৯ ॥

ন হি তস্য ময়ো রাজন্ শাপং জানাতি দুর্ম্মতেঃ।

বিদিত্বা তস্য সা দত্তা তেন পৈতামহং কুলম্ ॥ ২০ ॥

১৭। লো-টী। প্রহসন্নিব ইবশব্দেন মুখপ্রসাদো দ্যোত্যতে, প্রসন্নমুখঃ সন্।
২০। লো-টী। শাপং নরবানরজং বধম্।

তখন দৈত্যাধিপতি ময় তাহাকে ব্রহ্মর্ষির পুত্র জানিয়া তাহার নিকট কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিল ॥ ১৬ ॥

সেই দৈত্যেন্দ্র ময় হস্তদ্বারা কন্যাকে গ্রহণ করিয়া অমিতবলশালী রাক্ষসরাজ রাবণকে হাসিতে হাসিতে বলিল—॥ ১৭ ॥

রাজন্, হেমার স্তন্যদুগ্ধে পুষ্টা আমার ঔরসজাতা মন্দোদরী নামে এই কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করুন ॥ ১৮ ॥

হে রাম, দশগ্রীব তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বনে অগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক ধর্ম্মতঃ তাহার পাণিগ্রহণ করিল ॥ ১৯ ॥

রাজন্, দৈত্যরাজ ময় সেই দুষ্টাত্মা দশগ্রীবের অভিশাপের বিষয় জানিত না, সে পিতামহের বংশে তাহার উৎপত্তি জানিয়া সেই কন্যাকে প্রদান করিল ॥ ২০ ॥

১। ছ 'তু করং ময়স্তস্যামিতৌজসঃ'। ২। ছ '-য়াং পর্য্যদূয়ত'।

অমোঘাং তস্য শক্তিং চ প্রদদৌ পরমাদ্ভুতাম্ ।
পরেণ তপসা লব্ধাং জঘ্নিবান্ লক্ষ্মণং যয়া ॥ ২১ ॥
এবং স কৃতদারো হি লব্ধ্বা[1] পত্নীং ময়াত্তদা ।
গত্বা স্বাং নগরীং ভার্য্যে ভ্রাতৃভ্যামুদবাহয়ৎ ॥ ২২ ॥
বৈরোচনস্য দৌহিত্রী বিদ্যুজ্জ্বালেতি বিশ্রুতা ।
তাং ভার্য্যাং কুম্ভকর্ণস্য দশগ্রীবো ব্যবাহয়ৎ ॥ ২৩ ॥
গন্ধর্ব্বরাজস্য সুতাং শৈলূষস্য মহাত্মনঃ ।
সরমাং নাম ধর্ম্মজ্ঞো লেভে ভার্য্যাং বিভীষণঃ ॥ ২৪ ॥
তীরে বৈ সরসঃ সা হি মানসস্য ব্যজায়ত ।
মানসং[2] চ সরস্তদ্বৈ ববৃধে জলদাগমে ॥ ২৫ ॥
মাত্রা তস্যাস্তু কন্যায়াঃ পুরা স্নেহাত্তয়া[3] বচঃ ।
উক্তং সরো মা বর্দ্ধেতি ততঃ সা সরমাভবৎ ॥ ২৬ ॥

২৫ । লো-টী । তত্তদা ।
২৬ । লো-টী । হে সরঃ, মা বর্দ্ধ বর্দ্ধস্ব ।

ময় অত্যুগ্র তপস্যা-লব্ধ অত্যাশ্চর্য্যজনক অব্যর্থ 'শক্তি' তাহাকে প্রদান করিল, রাবণ সেই শক্তি দ্বারা লক্ষ্মণকে আহত করিয়াছিল ॥ ২১ ॥

এইরূপে সেই দশগ্রীব ময়দানবের নিকট হইতে পত্নী লাভ করিয়া বিবাহ করত স্বীয় নগরীতে গমন করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে পত্নীদ্বয় বিবাহ করাইল ॥ ২২ ॥

দশগ্রীব বিদ্যুজ্জ্বালা নামে বিখ্যাতা বৈরোচনের দৌহিত্রীকে কুম্ভকর্ণকে বিবাহ করাইল ॥ ২৩ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ গন্ধর্ব্বরাজ মহাত্মা শৈলূষের রমানাম্নী কন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করিল ॥ ২৪ ॥

মানস-সরোবরের তীরে সেই কন্যা জন্মিয়াছিল এবং [তৎকালে] সেই মানসসরোবর বর্ষাসমাগমে বৃদ্ধি পাইতেছিল ॥ ২৫ ॥

তখন সেই কন্যার মাতা স্নেহবশতঃ বলিয়াছিলেন, 'সরো মা বর্দ্ধ' অর্থাৎ

১। ছ 'বৈ'। ২। ছ '-সত্ত'। ৩। ছ 'স্নেহাদ্রয়া'।

এবং তে কৃতদারা বৈ রেমিরে তত্র রাক্ষসাঃ।

স্বাং স্বাং ভার্য্যামুপাদায় গন্ধর্ব্বা ইব কাননে ॥ ২৭ ॥

ততো মন্দোদরী পুত্রং মেঘনাদমজীজনৎ।

য এষ রাম যুষ্মাভিরিন্দ্রজিৎ সমভিশ্রুতঃ ॥ ২৮ ॥

জাতমাত্রেণ হি পুরা তেন রাক্ষসসূনুনা।

রুদতা সংপ্রমুক্তো[১]ঽভূন্নাদো জলভৃতাং যথা ॥ ২৯ ॥

সর্ব্বা সা নগরী তেন[২] সশৈলবনকাননা।

জড়ীকৃতাভূন্নদতা সাট্টালগৃহগোপুরা ॥ ৩০ ॥

জড়ীকৃতায়াং লঙ্কায়াং তেন নাদেন তস্য বৈ।

পিতা তস্যাকরোন্নাম মেঘনাদ ইতি প্রভো ॥ ৩১ ॥

২৯। গো-টী। সংপ্রমুক্তঃ ত্যক্তঃ। 'সংপ্রযুক্ত' ইতি বা পাঠঃ।

ইন্দ্রজিজ্জন্ম ॥ ১২ ॥

'সরোবর, বর্দ্ধিত হইও না' তাহাতে সেই কন্যার নাম সরমা হইয়াছিল ॥ ২৬ ॥

এইরূপে সেই রাক্ষসগণ বিবাহিত হইয়া কাননে গন্ধর্ব্বগণের ন্যায় স্বীয় স্বীয় ভার্য্যাসমভিব্যাহারে তথায় বিহার করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

অতঃপর মন্দোদরী মেঘনাদ নামে পুত্র প্রসব করিল; রাম, সেই মেঘনাদকেই আপনারা ইন্দ্রজিৎ নামে শুনিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

পূর্ব্বে সেই রাক্ষসপুত্র জন্মিবামাত্রই কান্দিতে কান্দিতে মেঘের শব্দের ন্যায় শব্দ করিয়াছিল ॥ ২৯ ॥

ক্রন্দনরত সেই শিশু পর্ব্বত, অরণ্য, অট্টালিকা, গৃহ এবং দ্বারের সহিত সমস্ত লঙ্কানগরীকে স্তব্ধ করিয়াছিল ॥ ৩০ ॥

হে প্রভো! শিশুর সেই ক্রন্দনশব্দে লঙ্কানগরী নিস্তব্ধ হওয়ায় তাহার পিতা তাহার নাম রাখিয়াছিল 'মেঘনাদ' ॥ ৩১ ॥

১। ছ '-প্রযুক্তোঽভূন্না-'। ২। ছ 'যেন'।

সোঽবর্দ্ধত তদা রাম রাবণান্তঃপুরে শিশুঃ।
রক্ষ্যমাণঃ প্রযত্নেন ছন্নঃ কাষ্ঠৈরিবানলঃ ॥ ৩২ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ইন্দ্রজিজ্জন্ম নাম
দ্বাদশঃ সর্গঃ॥ ১২ ॥

হে রাম, রাবণের অন্তঃপুরে সযত্নে পালিত সেই শিশু কাষ্ঠাচ্ছন্ন বহ্নির ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৩২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ইন্দ্রজিতের জন্ম-নামক
১২শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

(১৩) ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

অথ লোকেশ্বরোৎস্বষ্টা তত্র কালেন কেনচিৎ।

নিদ্রা সমভবত্তীব্রা কুম্ভকর্ণস্য রূপিণী ॥ ১ ॥

ততো ভ্রাতরমাসীনং কুম্ভকর্ণোঽব্রবীদিদম্।

নিদ্রা মাং বাধতে রাজন্ কারয়স্ব মমালয়ম্ ॥ ২ ॥

বিনিযুক্তাস্ততো রাজ্ঞা শিল্পিনো বিশ্বকর্ম্মবৎ।

অকুর্ব্বন্ কুম্ভকর্ণস্য কৈলাসাকারমালয়ম্ ॥ ৩ ॥

দ্বিকিষ্কুশতবিস্তীর্ণং ততঃ ষড়্গুণমায়তম্।

শয়নীয়ং মহাকারং[১] কুম্ভকর্ণস্য চক্রিরে ॥ ৪ ॥

কাঞ্চনৈঃ স্ফাটিকৈশ্চৈব স্তম্ভৈঃ সর্ব্বত্র শোভিতম্

বৈদূর্য্যকৃতসোপানং কিঙ্কিণীজালশোভিতম্ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। লোকেশ্বরোৎস্বষ্টা দত্তা।

৩। লো-টী। বিশ্বকর্ম্মবৎ বিশ্বকর্ম্মেব।

তার পর কিছুদিন পরে কুম্ভকর্ণের লোকেশ্বরকর্ত্তৃক প্রদত্ত মূর্ত্তিমতী ঘোর নিদ্রা আবির্ভূত হইল ॥ ১ ॥

তখন কুম্ভকর্ণ সমাসীন ভ্রাতাকে বলিল, রাজন্, নিদ্রা আমাকে পীড়িত করিতেছে, সুতরাং আমার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিন ॥ ২ ॥

তখন বিশ্বকর্ম্মার তুল্য শিল্পিগণ রাজাজ্ঞায় নিযুক্ত হইয়া কুম্ভকর্ণের নিমিত্ত কৈলাসপর্ব্বতসদৃশ গৃহ নির্ম্মাণ করিল ॥ ৩ ॥

কুম্ভকর্ণের জন্য বৃহদাকার সেই শয়নগৃহ প্রস্থে দ্বিশত হস্ত এবং দৈর্ঘ্যে তাহার ছয়গুণ করিল ॥ ৪ ॥

[সেই গৃহ] কাঞ্চন এবং স্ফটিকনির্ম্মিত স্তম্ভে ও কিঙ্কিণী সমূহে

১। ছ 'গুহাকারং'।

দান্ততোরণবিন্যস্তং বজ্রগ্রথিতবেদিকম্ ।
সর্ব্বর্ত্তুসুখদং নিত্যং মেরোঃ প্রাগ্র্যাং গুহামিব ॥ ৬ ॥

তত্র নিদ্রাসমাক্রান্তঃ কুম্ভকর্ণো নিশাচরঃ ।
বহূন্যব্দসহস্রাণি প্রসুপ্তো ন বিবুধ্যতে ॥ ৭ ॥

নিদ্রাভিভূতে তু তদা কুম্ভকর্ণে দশাননঃ ।
দেবর্ষিযক্ষগন্ধর্ব্বানবাধত নিশাচরঃ ॥ ৮ ॥

উদ্যানানি বিচিত্রাণি নন্দনাদীনি যানি চ ।
তানি গত্বা সুসংক্রুদ্ধো ভিনত্তি স্ম দশাননঃ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। দান্তা হস্তিদন্তব্যাপ্তা যে তোরণাস্তেষাং বিন্যস্তং বিন্যাসো যত্র তৎ, বজ্রেণ হীরকেণ গ্রথিতা বেদিকা যত্র তৎ।

৭। লো-টী। তত্র শয়নীয়গৃহে, 'নিদ্রাসমাক্রান্ত' ইতি পাঠঃ। 'নিদ্রাং সমন্বাস্ত' ইতি পাঠে উপাস্তে স্ম।

সর্ব্বত্র শোভিত ; তাহার সোপানশ্রেণী বৈদূর্য্যমণি-নির্ম্মিত, তোরণ সকল গজদন্ত-রচিত ; তাহা হীরকখচিত-বেদিকাযুক্ত এবং মেরুপর্ব্বতের উত্তম গুহার ন্যায় সর্ব্বদা সর্ব্বঋতুতে সুখপ্রদ ॥ ৫-৬ ॥

নিদ্রাক্রান্ত রাক্ষস কুম্ভকর্ণ সেই শয়নগৃহে নিদ্রিত হইয়া বহু সহস্র বৎসর জাগরিত হইল না ॥ ৭ ॥

কুম্ভকর্ণ নিদ্রাভিভূত হইলে তখন রাক্ষস দশানন দেবর্ষি, যক্ষ এবং গন্ধর্ব্বদিগকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥

নন্দনকানন প্রভৃতি যে সমস্ত বিচিত্র উদ্যান ছিল, দশানন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তৎসমস্ত ভগ্ন করিল ॥ ৯ ॥

১। হ '-বিন্যস্তবজ্র-'। ২। ছ 'দিব্যং'। ৩। ছ 'প্রাগ্র্যা গুহা যথা'। ৪। ছ '-ন্দ্রাং সমন্বাস্ত'। ৫। ছ '-ধ্যত'। ৬। ক '-নানি চ'।

নদীর্গজ[১] ইবাক্রীড়ন্ বৃক্ষান্ বায়ুরিবাক্ষিপন্ ।

অদ্রীন্ বজ্র ইবাক্ষিপ্তো ব্যধ্বংসয়ত[২] নিত্যশঃ ॥ ১০ ॥

তথাবৃত্তং তু বিজ্ঞায় দশগ্রীবং ধনেশ্বরঃ ।

কুলানুরূপং ধর্ম্মজ্ঞো বৃত্তমন্বীক্ষ্য[৩] চাত্মনঃ ॥ ১১ ॥

সৌভ্রাত্রং দর্শয়ংশ্চৈব দূতং বৈশ্রবণো নৃপঃ ।

লঙ্কাং সংপ্রেষয়ামাস দশগ্রীবহিতায় বৈ ॥ ১২ ॥

স গত্বা নগরীং[৪] লঙ্কামাসসাদ বিভীষণম্ ।

মানিতস্তেন ধর্ম্মেণ পৃষ্টশ্চাগমনং[৫] প্রতি ॥ ১৩ ॥

স পৃষ্ট্বা কুশলং রাজ্ঞো জ্ঞাতীনাং চৈব সর্ব্বশঃ ।

সভায়াং দর্শয়ামাস তস্মাসীনং[৬] দশাননম্ ॥ ১৪ ॥

সে সর্ব্বদা নদীসমূহে হস্তীর ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিল, বায়ুর ন্যায় বৃক্ষরাজি উৎপাটন করিতে লাগিল এবং নিক্ষিপ্ত বজ্রের ন্যায় পর্ব্বতসমূহ ধ্বংস করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ ধনাধিপতি রাজা বৈশ্রবণ দশগ্রীবের তাদৃশ চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া এবং স্বীয় কুলানুরূপ ব্যবহার স্মরণ করিয়া সৌভ্রাত্র দেখাইবার জন্য দশগ্রীবের হিতার্থে লঙ্কায় দূত প্রেরণ করিলেন ॥ ১১-১২ ॥

সেই দূত লঙ্কানগরীতে গমন করিয়া বিভীষণের নিকট উপস্থিত হইল এবং বিভীষণ ধর্ম্মানুসারে তাহাকে সম্মানিত করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল ॥ ১৩ ॥

বিভীষণ রাজার (কুবেরের) এবং জ্ঞাতিগণের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া সেই দূতকে সভায় সমাসীন দশাননকে দেখাইয়া দিল ॥ ১৪ ॥

১। ছ 'নদীং গজ'। ২। ছ 'বিধ্বংসয়তি'। ৩। ছ '-মুদ্বীক্ষ্য'। ৪। ছ '-ঙ্কাং সমাসাদ্য'। ৫। ছ '-শ্চানাময়ং'। ৬। ছ 'সমাসীনং'।

স দৃষ্ট্বা তত্র রাজানং দীপ্যমানমিব শ্রিয়া।
জয়েন চাভিনন্দ্যৈনং তূষ্ণীমাসীন্মুহূর্ত্তকম্ ॥ ১৫ ॥
তস্যোপনীতঃ পর্য্যঙ্কঃ স্বাস্তীর্ণো রাবণাদনু।
তত্রোপবিশ্য রাজানং দূতো বচনমব্রবীৎ ॥ ১৬ ॥
রাজন্ বক্ষ্যামি তে সর্ব্বং ভ্রাতৃসন্দেশমর্পিতম্[১]।
উভয়োঃ সদৃশং সম্যগ্ বৃত্তস্য চ কুলস্য চ ॥ ১৭ ॥
সাধু পর্য্যাপ্তমেতাবৎ[২] কৃতং চামিত্রকর্ষণম্।
সাধু ধর্ম্মে ব্যবস্থানং ক্রিয়তাং যদি শক্যতে ॥ ১৮ ॥

১৬। লো-টী। উপনীতঃ সমর্পিতঃ রাবণাদনু রাবণস্য পশ্চাৎ অধ ইত্যর্থঃ। যদ্বা, রাবণস্য অনু সমীপে।

১৭·১৮।। লো-টী। আদৌ ধনেশং দশগ্রীবঞ্চ প্রশংসতি—উভাভ্যামিতি। বৃত্তস্য সচ্চরিতস্য কুলস্য চ বিশ্রবসঃ কুলস্য সম্যক্ সমীচীনত্বম্ উভাভ্যাং ভ্রাতৃভ্যাং বিহিতং কৃতম্, এতত্তু উচিতমিত্যাহ—সাধ্বিতি। এতাবদ্ বৃত্তকুলয়োঃ সমীচীনত্ববিধানং যতঃ সাধোর্জনস্য পর্য্যাপ্তং যথেষ্টং যথাবদিচ্ছাবিষয়ঃ। যদ্বা, কুলস্য বৃত্তস্য চেতি সম্বন্ধঃ। 'বৃত্তং পদ্যে চরিত্রে চে'ত্যমরঃ। 'পর্য্যাপ্তং তু যথেষ্টং স্যাৎ তৃপ্তৌ শক্তৌ নিবারণে' ইতি ভূরি॰। অতোঽনুমীয়তে চরিত্রমেব চারিত্র্যাং শং ভদ্রং করোতীতি তথা কুলচরিতস্য ভদ্রকারিত্বেন ভবান্ স চ ধনদঃ কৃতঃ বিধাত্রা নিরূপিত ইত্যর্থঃ। 'উভয়োর্হি হিত'মিতি পাঠঃ। কুলস্য বৃত্তস্য সম্যক্ সমীচীনত্বং উভয়োর্হিতম্, কৃতস্তত্রাহ—সাধু পর্য্যাপ্তমিতি, সমানমন্যৎ। 'সঙ্কর' ইতি দন্ত্যপাঠে সং সম্যক্ করোতীতি তথা।

সেই দূত প্রভাভরে দীপ্যমান রাজাকে সভায় দেখিয়া জয়শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক অভিনন্দিত করত মুহূর্ত্তকাল নীরব রহিল ॥ ১৫ ॥

অতঃপর রাবণের সমীপে তাহাকে বসিবার জন্য সুন্দরভাবে আস্তরণাবৃত পর্য্যঙ্ক প্রদান করা হইলে সেই দূত তাহাতে উপবেশন করিয়া রাজাকে বলিল—॥ ১৬ ॥

রাজন্, বংশ এবং চরিত্র উভয়ের অত্যন্ত অনুরূপ আপনার ভ্রাতা যে-সমস্ত বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন, সেই সমস্ত আপনার নিকট বলিব—॥ ১৭ ॥

"[রাজন্] এ পর্য্যন্ত যে শত্রু পীড়ন করিয়া আসিয়াছ, ইহাই

১। ছ '-শ্রীরিতম্'। ২। ছ '-তশ্চামিত্র্যসঙ্করঃ'।

দৃষ্টং মে নন্দনং ভগ্নমৃষয়ো নিহতাঃ শ্রুতাঃ।
দেবতানাং সমুদ্বেগস্ত্বত্তো রাজন্ শ্রুতশ্চ মে ॥ ১৯ ॥
নিবারিতস্ত্বং ভূয়ো হি ময়া ভূয়ো নিবার্য্যসে।
অপরাধাচ্চ বালত্বাদ্রক্ষণীয়ো হি বান্ধবঃ ॥ ২০ ॥
অহং হি হিমবৎপৃষ্ঠং গতো ধর্ম্মমুপাসিতুম্।
রৌদ্রং [১] ব্রতমুপাস্থায় [২] নিয়মেনোষিতং ময়া ॥ ২১ ॥
তত্র দেবো ময়া [৩] রুদ্রো দৃষ্টো দেব্যা সহ প্রভুঃ।
সব্যং চক্ষুর্ম্ময়া চৈব তত্র দেব্যাং নিপাতিতম্ ॥ ২২ ॥
কেয়ং ত্বিতি মহারাজ ন খল্বন্যেন হেতুনা।
রূপং [৪] হ্যনুপমং কৃত্বা তত্রাক্রীড়ত পার্ব্বতী ॥ ২৩ ॥

২০। লো-টী। অপরাধাৎ দেবর্ষিহিংসাতঃ।
২১। লো-টী। উষিতং স্থিতম্।

সর্ব্বতোভাবে যথেষ্ট ; অতঃপর যদি পার ধর্ম্মে সম্যক্‌রূপে অবস্থান কর ॥ ১৮ ॥

রাজন্, তুমি নন্দন-কানন ভগ্ন করিয়াছ দেখিয়াছি, ঋষিগণকে নিহত করিয়াছ শুনিয়াছি, তোমা হইতে দেবগণের উদ্বেগের কথাও শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১৯ ॥

তোমাকে আমি পুনঃ পুনঃ বারণ করিয়াছি এবং পুনরায় বারণ করিতেছি ; বালত্বনিবন্ধন আত্মীয়কে রক্ষা করা উচিত ॥ ২০ ॥

আমি ধর্ম্মোপাসনা করিবার জন্য হিমালয়ে গিয়াছিলাম, [সেস্থানে] আমি নিয়মপূর্ব্বক রৌদ্রব্রত আচরণ করত অবস্থান করিয়াছিলাম ॥ ২১ ॥

সেই স্থানে আমি দেবীর সহিত প্রভু রুদ্রকে দেখিতে পাই, সেই সময়ে দেবী পার্ব্বতী অনুপম রূপ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন ; মহারাজ, 'ইনি কে' এইমাত্র জানিবার অভিপ্রায়ে, অন্য কোন কারণে নয়, আমি সেই দেবীর প্রতি বামচক্ষুদ্বারা দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম ॥ ২২-২৩ ॥

১। ছ 'ব্রতং সমা'। ২। ছ '-মেস্যোষিতং'। ৩। ছ 'দৃষ্টো রুদ্রো'। ৪। ক 'হ্যনুরূপং'।

তচ্চ দেব্যাঃ প্রভাবেণ দগ্ধং সব্যং মমেক্ষণম্।
রেণুধ্বস্তমিব জ্যোতিঃ পিঙ্গলত্বমুপাগতম্ ॥ ২৪ ॥
ততোঽহমন্যদ্বিস্তীর্ণং গত্বা তস্য গিরেস্তটম্।
অষ্টৌ বর্ষশতান্যুগ্রং তপ্তবান্ সুমহত্তপঃ ॥ ২৫ ॥
সমাপ্তে নিয়মে তস্মিংস্তদা দেবো মহেশ্বরঃ।
প্রীতঃ প্রীতেন মনসা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ২৬ ॥
প্রীতোঽহমস্মি ধর্ম্মজ্ঞ যদেতত্তে তপঃ কৃতম্।
ময়া চৈতদ্ ব্রতং চীর্ণং ত্বয়া চানুপমং মহৎ ॥ ২৭ ॥
তৃতীয়ঃ পুরুষো নাস্তি যশ্চরেদ্ব্রতমীদৃশম্।
ব্রতং সুদুশ্চরং হীদং ময়ৈবোৎপাদিতং পুরা ॥ ২৮ ॥

২৪। লো-টী। রেণুধ্বস্তং ধূলিধ্বস্তম্।

দেবীর প্রভাবে আমার সেই বামচক্ষুঃ দগ্ধ হইয়া ধূলিসমাচ্ছন্ন তেজের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ হইল ॥ ২৪ ॥

তার পর আমি সেই পর্ব্বতের অপর একটী বিস্তীর্ণ সানুতে গমন করিয়া অষ্টশত বৎসর অত্যুগ্র তপস্যা করিয়াছিলাম ॥ ২৫ ॥

সেই তপস্যা সমাপ্ত হইলে দেব মহেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া প্রীতচিত্তে এই কথা বলিলেন—॥ ২৬ ॥

"হে ধর্ম্মজ্ঞ, তুমি যে এই তপস্যা করিয়াছ, তাহাতে আমি প্রীত হইয়াছি; এই অতুলনীয় মহৎ ব্রত আমি আচরণ করিয়াছিলাম এবং তুমি আচরণ করিলে ॥ ২৭ ॥

তৃতীয় কোন ব্যক্তি নাই, যিনি এইরূপ ব্রত আচরণ করিতে পারেন; এই অতিশয় দুষ্কর ব্রত পুরাকালে আমিই সৃষ্টি করিয়াছিলাম ॥ ২৮ ॥

সখিত্বং তন্ময়া সার্দ্ধং রোচয়স্ব ধনেশ্বর।
তপসা নির্জ্জিতত্বাদ্ধি সখা মম ভবান্ মতঃ ॥ ২৯ ॥
দেব্যা দগ্ধং প্রভাবাচ্চ তব যৎ সব্যমীক্ষণম্।
একপিঙ্গেক্ষণ ইতি নাম তে স্থাস্যতি ধ্রুবম্ ॥ ৩০ ॥
এবং[১] গত্বা[২] সখিত্বং হি রুদ্রেণ সহ ধীমতা।
আগতেন ময়ৈতচ্চ শ্রুতং তে পাপচেষ্টিতম্ ॥ ৩১ ॥
তদধর্ম্মিষ্ঠসংযোগাদ্বিনিবর্ত্তস্ব কিল্বিষাৎ।
চিন্ত্যতে হি বধোপায়ঃ সর্ষিসঙ্ঘৈঃ সুরৈস্তব ॥ ৩২ ॥
এবমুক্তো রাক্ষসেন্দ্রঃ ক্রুদ্ধঃ সংরক্তলোচনঃ।
[৩]হস্তান্ দন্তাংশ্চ সংপীড্য বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৩৩ ॥

২৯। লো-টী। 'সখিত্বং ত্ব'মিতি পাঠঃ 'সখিত্বং তদি'তি বা।
৩২। লো-টী। অধর্ম্মিষ্ঠা অধার্ম্মিকাস্তেষাং সংযোগাৎ যৎ কিল্বিষং তস্মাৎ।

হে ধনেশ্বর, অতএব [তুমি] আমার সহিত সখ্য কামনা কর, তপস্যাদ্বারা জয় (সমতা অর্জ্জন) করিয়াছ বলিয়া তুমি আমার মনোনীত সখা ॥ ২৯ ॥

দেবীর প্রভাবে তোমার যে বাম চক্ষুঃ দগ্ধ হইয়াছে, তজ্জন্য তোমার 'একপিঙ্গেক্ষণ' এই নাম চিরস্থায়ী হইবে" ॥ ৩০ ॥

এইরূপে ধীমান্ রুদ্রের সহিত বন্ধুত্ব লাভ করত ফিরিয়া আসিয়া আমি তোমার পাপকার্য্যের বিষয় শ্রবণ করিলাম ॥ ৩১ ॥

অতএব [তুমি] ধর্ম্মবিরুদ্ধ পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হও, ঋষিগণের সহিত দেবগণ তোমার বধের উপায় চিন্তা করিতেছেন" ॥ ৩২ ॥

[দূত] এইরূপ বলিলে রাক্ষসরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া চক্ষুঃ আরক্ত করত হস্ত এবং দন্ত পীড়ন করিয়া এই কথা বলিল—॥ ৩৩ ॥

---

১ ছ '-ত্বত্ত ময়া'। ২। ক 'গত্বা এবং'। ৩। ছ 'হস্তৈর্হস্তাংশ্চ'।

বিজ্ঞাতং তে ময়া বাক্যং দূত যত্ত্বং প্রভাষসে।
নৈব ত্বমপি[১] নৈবাসৌ যেন ত্বং প্রহিতো মম ॥ ৩৪ ॥
হিতমেতন্ন মে বাক্যমুক্তবান্ ধনরক্ষিতা।
মহেশ্বরসখিত্বং[২] হি মাং শ্রাবয়তি বিস্মিতঃ ॥ ৩৫ ॥
যচ্চ দূত ময়া কাল এতাবাংস্তস্য মর্ষিতঃ।
ভ্রাতা কিল গুরুর্জ্যেষ্ঠো মমায়মিতি জানতা ॥ ৩৬ ॥
তস্য ত্বিদানীং বাক্যেন বরোন্মত্তস্য[৩] রোষিতঃ।
ত্রীন্[৪] লোকানপি জেষ্যামি বাহুবীর্য্যসমাশ্রিতঃ[৫] ॥ ৩৭ ॥
তস্মিন্ মুহূর্ত্ত একস্য কৃতে তস্যাহমেষ বৈ।
চতুরো লোকপালাংস্তান্ নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ৩৮ ॥

৩৫। লো-টী। বিস্মিতোঽহঙ্কৃতঃ সন্।
৩৮। লো-টী। কৃতে নিমিত্তে।

ধনদং প্রতি যাত্রা ॥ ১৩ ॥

হে দূত, তুমি যে কথা বলিলে আমি তোমার সেই কথা বুঝিতে পারিয়াছি, তুমিও থাকিবে না এবং তোমাকে যিনি প্রেরণ করিয়াছেন তিনিও থাকিবেন না (অর্থাৎ তোমাদের উভয়কেই বিনাশ করিব) ॥ ৩৪ ॥

ধনরক্ষক (কুবের) আমাকে এই হিতোপদেশ প্রদান করেন নাই, পরন্তু গর্ব্বিত হইয়া মহেশ্বরের সহিত বন্ধুত্বের কথা শুনাইয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

হে দূত, আমি এতকাল পর্য্যন্ত যে তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া আসিয়াছি, তাহা কেবল তিনি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা, অতএব গুরু, এই মনে করিয়াই ॥ ৩৬ ॥

ইদানীং বরলাভে উন্মত্ত তাঁহার কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া আমি বাহুবলে ত্রিভুবন জয় করিব ॥ ৩৭ ॥

এই মুহূর্ত্তে একমাত্র তাঁহার জন্যই আমি বিখ্যাত চারিজন লোকপালকেও যমালয়ে প্রেরণ করিব ॥ ৩৮ ॥

১। ছ 'ত্বমসি'। ২। ছ '-শ্বরসখিত্বং'। ৩। ছ '-ত্তঃ সুরো-'। ৪। ছ 'ত্রীল্লোঁকানেব'। ৫। ছ '-মুপা-'।

ছিত্ত্বা স রোষতাম্রাক্ষো দূতং খড়্গেন রাবণঃ।[1]
দদৌ ভক্ষয়িতুং তত্র রাক্ষসেভ্যো নিশাচরঃ[2] ॥ ৩৯ ॥
তত উত্থায় সংক্রুদ্ধো মন্ত্রিণস্তান্ সমাগতান্।[3]
আজ্ঞাপয়ামাস তদা নির্যাতেতি নিশাচরঃ[4] ॥ ৪০ ॥
ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়নো রথমারুহ্য রাবণঃ।[5]
ত্রৈলোক্যবিজয়াকাঙ্ক্ষী যযৌ যত্র ধনেশ্বরঃ[6] ॥ ৪১ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ধনদং প্রতি যাত্রা নাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ॥ ১৩ ॥

ক্রোধে রক্তচক্ষুঃ রাক্ষস রাবণ খড়্গদ্বারা দূতকে ছেদন করিয়া সেইস্থানে রাক্ষসদিগকে ভক্ষণ করিতে দিল ॥ ৩৯ ॥

পরে ক্রুদ্ধ রাবণ উত্থিত হইয়া সমাগত সেই মন্ত্রীদিগকে যাত্রা করিতে আদেশ করিল ॥ ৩৯ ॥

তৎপরে রাবণ মঙ্গলানুষ্ঠানপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া ত্রৈলোক্যবিজয়াভিলাষে ধনেশ্বরের সমীপে গমন করিল ॥ ৪১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ধনদপ্রতিযাত্রানামক ১৩শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

১। ছ 'সরোষং'। ২। ক 'রাক্ষসঃ'। ৩। চ 'গতজ্বরঃ'। ৪। ছ 'মহাবলঃ'। ৫। ছ 'রাক্ষসঃ'। ৬। ছ 'নিশাচরঃ'।

(১৪) চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ

ততঃ স সচিবৈঃ সার্দ্ধং ষড়্ভিঃ ক্রুরৈর্ব্বলোৎকটৈঃ।
মহোদরপ্রহস্তাভ্যাং মারীচশুকসারণৈঃ ॥ ১ ॥
ধূম্রাক্ষেণ চ বীরেণ নিত্যং সমরসেবিনা[1]।
বৃতঃ[2] সংপ্রযযৌ ধীমান্ ক্রোধাল্লোকান্[3] দহন্নিব ॥ ২ ॥
স পুরাণি নদীঃ শৈলান্ বনান্যুপবনানি চ।
অতিক্রম্য মুহূর্ত্তেন কৈলাসং গিরিমাগমৎ[4] ॥ ৩ ॥
সংনিবিষ্টং গিরৌ তস্মিন্ রাক্ষসেন্দ্রং নিশম্য তু।
যুদ্ধে[5]হত্যর্থং কৃতোৎসাহং দুরাত্মানং সমন্ত্রিণম্ ॥ ৪ ॥
যক্ষা ন শেকুঃ সংস্থাতুং প্রমুখে তস্য রক্ষসঃ।
রাজ্ঞো ভ্রাতেতি বিজ্ঞায় গতা যত্র ধনেশ্বরঃ ॥ ৫ ॥

১-২ লো·টী। বলোৎকটৈঃ বলমত্তৈঃ উদ্বর্ত্তন্ সংহরন্। সচিবৈঃ সার্দ্ধং ততো ব্যাপ্ত ইত্যেকং বাক্যম্, পশ্চাৎ তৈর্বৃতঃ প্রযযাবিত্যপরম্।

ধীমান্ দশানন মহোদর, প্রহস্ত, মারীচ, শুক, সারণ এবং সর্ব্বদা সংগ্রাম-পরায়ণ বীর ধূম্রাক্ষ—এই ছয়জন বলোন্মত্ত নিষ্ঠুর মন্ত্রীর সহিত [সৈন্য-]পরিবৃত হইয়া ক্রোধে যেন ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ করিতে করিতে যাত্রা করিল ॥ ১-২ ॥

সেই রাক্ষস নগর, নদী, পর্ব্বত, বন, উপবন প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে কৈলাসপর্ব্বতে আগমন করিল ॥ ৩ ॥

যুদ্ধ করিতে অতিশয় উৎসাহসম্পন্ন দুরাত্মা রাক্ষসরাজকে মন্ত্রিগণের সহিত কৈলাসপর্ব্বতে সন্নিবিষ্ট শুনিয়া যক্ষগণ তাহার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ না হইয়া [তাহাকে] রাজার (কুবেরের) ভ্রাতা বলিয়া অবগত হইয়া ধনেশ্বরের (কুবেরের) নিকট গমন করিল ॥ ৪-৫ ॥

১। ছ '-গর্ব্বিণা'। ২। ছ 'স'। ৩। ছ 'লোকান্নুদ্বর্ত্তয়ন্নিব'। ৪। ছ '-মাসদৎ'। ৫। ছ 'যুদ্ধেপ্সুং তং'।

তে গত্বা সর্ব্বমাচখ্যুর্ভ্রাতুস্তস্য চিকীর্ষিতম্ ।
অনুজ্ঞাতা যযুর্হৃষ্টা যুদ্ধায় ধনদেন তে ॥ ৬ ॥
ততো বলানাং সংক্ষোভো ববৃধে তোয়ধেরিব ।
তস্য নৈঋ্র্তরাজস্য শৈলং সঞ্চালয়ন্নিব ॥ ৭ ॥
ততো যুদ্ধং সমভবদ্ যক্ষরাক্ষসসংকুলম্ ।
ব্যথিতাশ্চাভবংস্তত্র সচিবা রাক্ষসস্য তে ॥ ৮ ॥
স দৃষ্ট্বা তাদৃশং সৈন্যং দশগ্রীবো নিশাচরঃ ।
হর্ষান্নাদান্ বহূন্ কৃত্বা স[ং]ক্রোধাদভ্যধাবত ॥ ৯ ॥
যে তু তে রাক্ষসেন্দ্রস্য সচিবা ঘোরবিক্রমাঃ ।
তেষাং সহস্রমেকৈকো যক্ষাণাং সমযোধয়ৎ ॥ ১০ ॥

৭। লো-টী। সংক্ষোভঃ সংমর্দ্দঃ 'শৈলং সঞ্চালয়ন্নি'তি পাঠঃ। 'শৈলসদ্ম নয়ন্নি'তি পাঠে শৈলসদ্ম শৈলগৃহম্ ।

তাহারা গমন করিয়া তাঁহার ভ্রাতার যুদ্ধেচ্ছার কথা বলিল, পরে তাহারা কুবেরের অনুমতি লাভ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে যুদ্ধার্থে যাত্রা করিল ॥ ৬ ॥

তার পর কৈলাসপর্ব্বত যেন সঞ্চালিত করিয়াই বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় রাক্ষসরাজ রাবণের সৈন্যগণের সংক্ষোভ বর্দ্ধিত হইল ॥ ৭ ॥

তার পর যক্ষগণের সহিত রাক্ষসগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল, রাবণের সেই মন্ত্রিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যথিত হইল ॥ ৮ ॥

সেই রাক্ষস দশানন সৈন্যদিগকে তাদৃশ (পীড়িত) দেখিয়া সোল্লাসে বহু সিংহনাদপূর্ব্বক ক্রোধের সহিত ধাবিত হইল ॥ ৯ ॥

[তখন] রাক্ষসরাজ রাবণের যে সমস্ত ভয়ঙ্কর-বিক্রমশালী মন্ত্রী ছিল, তাহারা এক একজনই সহস্র সহস্র যক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

১। ক '-মাখ্যায় ভ্রাতু-'। ২। চ 'তোয়দৈরিব'।

ততো গদাভিম্মু´ষলৈরসিভিঃ শক্তিতোমরৈঃ ।
বধ্যমানো দশগ্রীবস্তৎ সৈন্যং সমগাহত ॥ ১১ ॥
[১]নিরুচ্ছ্বাসোঽভবত্তত্র [২]বধ্যমানো দশাননঃ ।
বর্ষদ্ভিরিব [৩]জীমূতৈঃ স নিরুদ্ধো মহাবলঃ ॥ ১২ ॥
ন চকার ব্যথাঞ্চৈব [৪]যক্ষশস্ত্রৈঃ সমাহতঃ ।
মহীধর ইবাম্ভোদৈর্ধারাশতসমুক্ষিতঃ ॥ ১৩ ॥
স মহাত্মা সমুদ্যম্য কালদণ্ডোপমাং গদাম্ ।
প্রবিবেশ ততঃ সৈন্যং নয়ন্ যক্ষান্ যমক্ষয়ম্ ॥ ১৪ ॥
স কক্ষমিব বিস্তীর্ণং [৫]শুষ্কেন্ধনসমাকুলম্ ।
বাতেনাগ্নিরিবা[৬]ক্ষিপ্তো যক্ষসৈন্যং দদাহ তৎ ॥ ১৫ ॥

---

১২ । লো-টী । সংব্যরুধ্যত সংরুদ্ধ ইত্যর্থঃ । 'সংনিরুদ্ধো মহাবল' ইতি বা পাঠঃ ।
১৪ । লো-টী । সমুদ্যম্য গৃহীত্বা ।
১৫ । লো-টী । কক্ষং তৃণম্ ।

পরে দশানন গদা, মুষল, অসি, শক্তি এবং তোমরদ্বারা আহত হইয়া সেই সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ১১ ॥

মহাবীর দশানন সেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রহৃত হইয়া যেন বর্ষণশীল মেঘসমূহে সন্নিরুদ্ধ হইয়া নিঃস্পন্দ হইল ॥ ১২ ॥

[দশানন] যক্ষগণের শস্ত্রসমূহদ্বারা আহত হইয়া মেঘরাজিকর্ত্তৃক শত ধারায় অভিষিক্ত পর্ব্বতের ন্যায় ব্যথা অনুভব করিল না ॥ ১৩ ॥

পরন্তু মহাকায় দশানন কালদণ্ডসদৃশ গদা উত্তোলিত করিয়া যক্ষদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে করিতে সৈন্যগণমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ১৪ ॥

বায়ুদ্বারা পরিচালিত অগ্নি যেমন শুষ্ককাষ্ঠ-সমাকুল বিস্তীর্ণ তৃণরাশি দগ্ধ করে, দশানন সেইরূপ সেই যক্ষসৈন্যকে দগ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

---

১ । ছ 'স নিরুচ্ছ্বাসবত্তত্র' । ২ । ক 'ব্যথমানো' । ৩ । ছ '-তৈর্দ্ধারাভিরিব রুধ্যত' । ৪ । ছ 'যক্ষৈঃ শস্ত্রসমাহতঃ' । ৫ । ছ '-ন্ধনমিবানলঃ' । ৬ । ছ '-দীপ্তো' ।

তৈস্তু তত্র সহামাত্যৈর্মহোদরশুকাদিভিঃ।
অল্পাবশেষাস্তে যক্ষা হৃতা[1] বাতৈরিবাম্বুদাঃ ॥ ১৬ ॥
কেচিৎ সমাগমে[2] ভগ্নাঃ পতিতাঃ সমরে ক্ষিতৌ।
ওষ্ঠান্[3] স্বদশনৈস্তীক্ষ্ণৈরদশন্ কুপিতা রণে ॥ ১৭ ॥
শ্রান্তাস্ত্বন্যোন্যমালোক্য[4] ভ্রষ্টশস্ত্রা রণাজিরে।
সীদন্তি স্ম[5] তত্র[6] যক্ষাঃ কূলানীব জলেন হ ॥ ১৮ ॥
হতানাং গচ্ছতাং স্বর্গং যুধ্যতামথ ধাবতাম্।
পশ্যতামৃষিসঙ্ঘানাং বভূব হি তদদ্ভুতম্[7] ॥ ১৯ ॥
ভগ্নাংস্তু[8] তান্ সমালক্ষ্য যক্ষেন্দ্রান্ সুমহাবলান্।
ধনাধ্যক্ষো মহাবাহুঃ প্রেষয়ামাস নায়কান্[9] ॥ ২০ ॥

১৮। গো-টী। গ্রাহাঃ নক্রাঃ 'কূলানীব জলেন হ' ইতি বা পাঠঃ।
১৯। গো-টী। হতানাং হতান্, এবমন্যেষাং বিশেষণানাং দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠ্যঃ।

মহোদর এবং শুক প্রভৃতি অমাত্যগণ সম্মিলিত হইয়া বাতাপসারিত মেঘসমূহের ন্যায় অল্প অবশিষ্ট সেই যক্ষদিগকে বিদূরিত করিল ॥ ১৬ ॥

কেহ কেহ সংঘর্ষের ফলে আহত হইয়া ভগ্নদেহে সংগ্রামক্ষেত্রে পতিত হইল এবং ক্রুদ্ধ হইয়া স্ব স্ব তীক্ষ্ণ দন্তসমূহদ্বারা ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

[সেই] যক্ষগণ সেই রণক্ষেত্রে পরিশ্রান্ত হইয়া পরস্পরকে অবলোকন করত জলাঘাত-বিধ্বস্ত তটভূমির ন্যায় অবসন্ন হইল, তাহাদের শস্ত্র স্খলিত হইয়া পড়িল ॥ ১৮ ॥

যুদ্ধ করিতে করিতে ধাবমান এবং নিহত হইয়া স্বর্গে গমনকারী যোদ্ধৃবর্গকে দেখিয়া ঋষিগণের আশ্চর্য্য বোধ হইল ॥ ১৯ ॥

ধনাধ্যক্ষ মহাবাহু কুবের সেই যক্ষগণকে বিনষ্ট দেখিয়া অতিশয় বলবান্ যক্ষনেতৃবর্গকে প্রেরণ করিলেন ॥ ২০ ॥

১। ছ 'কৃতা'। ২। ছ 'সমাহতা'। ৩। ছ '-ষ্ঠাংশ্চ দশ-'। ৪। ছ '-শ্চান্যোন্যমালিঙ্গ্য'।
৫। ছ 'চ'। ৬। চ 'তদা'। ৭। ছ 'তদাদ্ভুতম্'। ৮। ছ '-ভ্রাংস্তু'। ৯। ছ 'যক্ষকান্'।

এতস্মিন্নন্তরে রাম বিস্তীর্ণবলবাহনঃ।
প্রেষিতোঽভ্যাপতদ্[১] যক্ষো নাম্না যো গণ্ডবিল্বকঃ ॥ ২১ ॥
তেন চক্রেণ মারীচো বিষ্ণুনেব রণে হতঃ।
পতিতঃ পৃথিবীপৃষ্ঠে ক্ষীণপুণ্য ইব গ্রহঃ ॥ ২২ ॥
সসংজ্ঞস্তু মুহূর্ত্তেন স বিশ্রম্য নিশাচরঃ।
তং যক্ষং যোধয়ামাস স চ ভগ্নঃ প্রদুদ্রুবে ॥ ২৩ ॥
ততঃ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গং বৈদূর্য্যরজতোক্ষিতম্।
মর্য্যাদাং প্রতিহারাণাং[২] তোরণং স সমাবিশৎ ॥ ২৪ ॥
ততো রাজন্ দশগ্রীবং প্রবিশন্তং নিশাচরম্।
সূর্য্যভানুরিতি খ্যাতো দ্বারপালো ন্যবারয়ৎ ॥ ২৫ ॥

২১। লো-টী। অন্তরে অবসরে, বিস্তীর্ণং বহুলং বলং সৈন্যং বাহনমশ্বাদিকং যস্য সঃ।

২৪। লো-টী। প্রতিহারাণাং দ্বারপালানাং মর্য্যাদামবস্থিতিস্থানং তোরণং বহির্দ্বারং স রাবণঃ সমাবিশৎ জগাম।

হে রাম, ইত্যবসরে গণ্ডবিল্বক নামক এক যক্ষ প্রেরিত হইয়াছিল, সে বিপুল সৈন্য এবং বাহন সমভিব্যাহারে [যুদ্ধক্ষেত্রে] অবতীর্ণ হইল ॥ ২১ ॥

বিষ্ণুর ন্যায় সেই যক্ষের চক্রাঘাতে আহত হইয়া [রাক্ষস] মারীচ ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল ; রাক্ষস মারীচ মুহূর্ত্তমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করত বিশ্রাম করিয়া সেই যক্ষের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে যক্ষ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল ॥ ২৬ ॥

তার পর রাবণ সুবর্ণচিত্রিত এবং বৈদূর্য্য ও রজতখচিত দ্বারপালদিগের বাসস্থান—তোরণমধ্যে (বহির্দ্বারে) প্রবেশ করিল ॥ ২৪ ॥

হে রাজন্, তখন সূর্য্যভানুনামক দ্বারপাল [তাহাদের গৃহে] প্রবেশকারী

১। ছ '-হ্যপতদ্'। ২। ছ '-ণঞ্চ সমা-'।

স বার্য্যমাণো যক্ষেণ প্রবিবেশ নিশাচরঃ।
যদা তু বারিতো রাম ন ব্যতিষ্ঠৎ স রাক্ষসঃ ॥ ২৬ ॥
ততস্তোরণমুৎপাট্য তেন যক্ষেণ তাড়িতঃ।
রুধিরং স শ্রবন্[1] ভাতি শৈলো ধাতুস্রবৈরিব ॥ ২৭ ॥
স শৈলশিখরাভেণ তোরণেন সমাহতঃ।
জগাম ন ক্ষিতিং বীরো বরদানাৎ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ২৮ ॥
তেনৈব তোরণেনাথ যক্ষস্তেনাভিতাড়িতঃ।
নাদৃশ্যত তদা যক্ষো ভস্মীভূততনুস্তদা ॥ ২৯ ॥

২৭। লো-টী। তোরণং তোরণস্থং স্তম্ভমিত্যর্থঃ।

২৮। লো-টী। ক্ষিতিং ক্ষয়ং। 'ক্ষিতির্নিবাসে মেদিন্যাং কল্পভেদে ক্ষয়ে স্ত্রিয়াম্' ইতি কোষঃ।

যক্ষযুদ্ধম্ ॥ ১৪ ॥

রাক্ষস দশগ্রীবকে নিষেধ করিল ॥ ২৫ ॥

হে রাম, সেই নিশাচর যক্ষকর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াও প্রবেশ করিল; যখন নিবারিত হইয়াও নিবৃত্ত হইল না, তখন যক্ষ তোরণস্তম্ভ উৎপাটিত করিয়া প্রহার করিলে রাবণ [গৈরিক] ধাতুক্ষরণে [রঞ্জিত] পর্ব্বতের ন্যায় রক্তাক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২৬-২৭ ॥

পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ সেই তোরণপ্রহারে আহত হইয়াও বীর রাবণ ব্রহ্মার বর-প্রভাবে ক্ষয় (নিধন) প্রাপ্ত হইল না ॥ ২৮ ॥

রাবণ সেই তোরণদ্বারাই যক্ষকে প্রহার করিলে তাহার শরীর ভস্মীভূত হওয়ায় সে অদৃশ্য হইল ॥ ২৯ ॥

১। ছ 'প্রস্রবন্'।

ততঃ প্রদুদ্রুবুঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা যক্ষাঃ পরাক্রমম্[১]।
নভো[২] নদীগুহাশ্চৈব বিবিশুর্ভয়পীড়িতাঃ।
ত্যক্তপ্রহরণাঃ শ্রান্তা বিবর্ণবদনাস্তথা[৩] ॥ ৩০ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে কৈলাসযুদ্ধং নাম
চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

তার পর [রাবণের] পরাক্রম দেখিয়া যক্ষগণ সকলেই ভয়ার্ত্ত হইয়া পলায়ন করিল এবং অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্লান্তিহেতুক মলিনমুখে গগনমণ্ডল, নদী ও গুহামধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৩০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে কৈলাসযুদ্ধ-নামক
১৪শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

১। ছ 'রক্ষঃপরা-'। ২। ছ 'ততো ন-'। ৩। ছ '-স্তদা'।

(১৫) পঞ্চদশঃ সর্গঃ

তান্ সমালক্ষ্য বিত্রস্তান্ যক্ষেন্দ্রান্ শতসঙ্ঘশঃ।[1]

ধনাধ্যক্ষো মহাযক্ষং মাণিভদ্রমথাব্রবীৎ ॥ ১ ॥

রাবণং জহি যক্ষেন্দ্র দুর্ব্বৃত্তং পাপচেতসম্।

শরণং ভব বীরাণাং যক্ষাণাং যুদ্ধশালিনাম্ ॥ ২ ॥

এবমুক্তো মহাবাহুর্ম্মাণিভদ্রঃ সুদুর্জ্জয়ঃ।

বৃতো যক্ষসহস্রৈঃ[2] স চতুর্ভিঃ সমযোধয়ৎ ॥ ৩ ॥

তে গদামুষলপ্রাসৈঃ শক্তিতোমরমুদ্গরৈঃ।

অভিঘ্নন্তস্তদা যক্ষা রাক্ষসান্ সমুপাদ্রবন্ ॥ ৪ ॥

কুর্ব্বন্তস্তুমুলং যুদ্ধং চরন্তঃ শ্যেনবল্লঘু।

বাঢ়ং প্রযচ্ছ নেচ্ছামি দীয়তামিতিভাষিণঃ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। মাণিভদ্রং তন্নামানম্।

৫। লো-টী। যুদ্ধং প্রহারং প্রযচ্ছ দেহি। বাঢ়ং স্বীকৃতং, দত্তে চ প্রহারে নেচ্ছামঃ প্রহারোঽস্মাকং যোগ্যো ন ভবতীতি কৃত্বা নেচ্ছামঃ, ততশ্চ মহাপ্রহারো দীয়তামিত্যুক্তে তে মাণি ভদ্রাদয়ঃ 'সহতা'মিতি বাদিনঃ।

পরে শত শত যক্ষপতিকে পলায়িত দেখিয়া ধনাধ্যক্ষ কুবের মাণিভদ্রনামক মহাযক্ষকে বলিলেন—॥ ১ ॥

হে যক্ষেন্দ্র, দুরাচার পাপিষ্ঠ রাবণকে বধ করিয়া যুদ্ধরত বীর যক্ষগণের রক্ষক হও ॥ ২ ॥

[কুবের] এইরূপ বলিলে অতিশয় দুর্জ্জয় মহাবাহু মাণিভদ্র চারি সহস্র যক্ষে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥

তখন সেই যক্ষগণ গদা, মুষল, প্রাস, শক্তি, তোমর এবং মুদ্গরদ্বারা রাক্ষস দিগকে প্রহার করিতে করিতে ধাবিত হইল ॥ ৪ ॥

[তাহারা] 'আচ্ছা', [যুদ্ধ] 'প্রদান কর', 'চাই না', 'দাও' এই রূপ

১। ছ '-স্রাংশ্চ সহস্রশঃ'। ২। ছ '-স্রৈস্তু'।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ।
দৃষ্ট্বা[৫] তত্তুমুলং যুদ্ধং পরং বিস্ময়মাগমন্ ॥ ৬ ॥

যক্ষাণাং তু প্রহস্তেন সহস্রং নিহতং রণে।
মহোদরেণ গদয়া[১] সহস্রমপরং হতম্ ॥ ৭ ॥

ধূম্রাক্ষেণ[২] চ ক্রুদ্ধেন যক্ষাণাং সমরে যুধি।
ক্রুদ্ধেন চ তদা রাজন্ মারীচেন যুযুৎসতা।
নিমেষান্তরমাত্রেণ দ্বে সহস্রে নিপাতিতে ॥ ৮ ॥

ক[৩] চার্জ্জবং যক্ষযুদ্ধং ক চ মায়াবলাশ্রয়ম্।
রাক্ষসাঃ[৪] পুরুষব্যাঘ্র তেন তেঽভ্যধিকা যুধি ॥ ৯

৮। লো-টী। সহস্রে দ্বে সহস্রে।
৯। লো-টী। তেন মায়াবলেন তে রাক্ষসাঃ

বলিতে বলিতে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় দ্রুত বিচরণ করত ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ৫ ॥

দেবতা, গন্ধর্ব্ব এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ সেই তুমুল যুদ্ধ দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ৬ ॥

প্রহস্ত সহস্র যক্ষকে যুদ্ধে বধ করিল এবং মহোদর গদাদ্বারা অপর এক সহস্র যক্ষ বধ করিল ॥ ৭ ॥

রাজন্, যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রুদ্ধ ধূম্রাক্ষ এবং যুদ্ধাভিলাষী ক্রুদ্ধ মারীচ তখন নিমেষ-মধ্যে দুই সহস্র যক্ষ বিনাশ করিল ॥ ৮ ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, সরলতাপূর্ণ যক্ষদিগের যুদ্ধই বা কোথায় এবং মায়াবলাশ্রিত রাক্ষসদিগের যুদ্ধই বা কোথায়, (অর্থাৎ উভয়ের তুলনা হয় না ;) রাক্ষসেরা সেই মায়াবলে অধিক প্রবল হইল ॥ ৯ ॥

১। ছ 'চানঘ'। ২। ছ ইদমর্দ্ধং নাস্তি। ৩। ছ 'ক চ যক্ষার্জ্জবং'। ৪। ছ 'রক্ষসাং'।

ধূম্রাক্ষেণ সমাগম্য মাণিভদ্রো মহারণে।
মুষলেনোরসি ক্রোধাৎ তাড়িতো ন চকম্প হ[১] ॥ ১০ ॥
ততো গদাং সমাবিধ্য মাণিভদ্রেণ রাক্ষসঃ।
ধূম্রাক্ষস্তাড়িতো মূর্দ্ধ্নি বিহ্বলঃ স পপাত হ ॥ ১১ ॥
ধূম্রাক্ষং তাড়িতং দৃষ্ট্বা পতিতং শোণিতোক্ষিতম্।
অভ্যধাবত সংগ্রামে মাণিভদ্রং দশাননঃ ॥ ১২ ॥
তং ক্রুদ্ধমভিধাবন্তং মাণিভদ্রো দশাননম্।
শক্তিভিস্তাড়য়ামাস তিসৃভির্যক্ষপুঙ্গবঃ ॥ ১৩ ॥
সোঽপি রাক্ষসরাজেন তাড়িতো গদয়া রণে।
তস্য তেন প্রহারেণ মুকুটঃ পার্শ্বমাগমৎ[২]।
ততঃ প্রভৃতি যক্ষোঽসৌ পার্শ্বমৌলিরভূৎ কিল ॥ ১৪ ॥

মাণিভদ্র সেই মহাযুদ্ধে ধূম্রাক্ষের সহিত মিলিত (সংঘর্ষে প্রবৃত্ত) হইয়া ক্রোধে [তৎকর্ত্তৃক] বক্ষঃস্থলে মুষলদ্বারা আহত হইয়াও কম্পিত হইল না ॥ ১০ ॥

পরে মাণিভদ্র গদা উত্তোলন করিয়া ধূম্রাক্ষ-রাক্ষসের মস্তকে আঘাত করিল, [সেই আঘাতেই] সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল ॥ ১১ ॥

ধূম্রাক্ষকে আহত এবং রক্তাক্ত-কলেবরে পতিত দেখিয়া দশানন যুদ্ধক্ষেত্রে মাণিভদ্রের প্রতি ধাবিত হইল ॥ ১২ ॥

যক্ষশ্রেষ্ঠ মাণিভদ্র ক্রুদ্ধ দশাননকে ধাবিত দেখিয়া তিনটী শক্তিদ্বারা আঘাত করিল ॥ ১৩ ॥

সেও রাক্ষসরাজ রাবণের গদার আঘাতে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইল এবং তাহার মুকুট সেই আঘাতে একপার্শ্বে চলিয়া গেল, তদবধি না কি ঐ যক্ষের নাম 'পার্শ্বমৌলি' হইল ॥ ১৪ ॥

১। ছ '-কম্পিতঃ'। ২। ছ '-মাগতঃ'।

তস্মিংস্তু বিমুখীভূতে মাণিভদ্রে মহাত্মনি।
সংনাদঃ সুমহান্ রাজংস্তস্মিন্ শৈলে ব্যবর্দ্ধত ॥ ১৫ ॥
ততো দূরাৎ স দদৃশে ধনাধ্যক্ষো গদাধরঃ।
[১]শুক্রপ্রোষ্ঠপদাভ্যাঞ্চ পদ্মশঙ্খসমাবৃতঃ ॥ ১৬ ॥
স দৃষ্ট্বা[২] ভ্রাতরং সংখ্যে শাপাদ্বিভ্রষ্টগৌরবম্।
উবাচ বচনং ধীমান্ যুক্তং পৈতামহে কুলে ॥ ১৭ ॥
যন্ময়া বার্য্যমাণস্ত্বং নাবগচ্ছসি দুর্ম্মতে।
পশ্চাদস্য ফলং প্রাপ্য জ্ঞাস্যসে নিরয়ং গতঃ ॥ ১৮ ॥
যো হি মোহাদ্বিষং পীত্বা নাবগচ্ছতি দুর্ম্মতিঃ।
স তস্য পরিণামান্তে জানীতে কর্ম্মণঃ ফলম্ ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টী। শুক্রঃ (?) প্রোষ্ঠপদাভ্যাং যথা সমাবৃতঃ তথা শঙ্খপদ্মৈঃ শঙ্খপদ্মাভ্যাং নিধিভ্যাং সমাবৃতঃ।

১৭। লো-টী। শাপাৎ পিতুঃ শাপাৎ বিভ্রষ্টং নষ্টমস্তকৃতং গৌরবং যস্য তম্।

১৬। টিপ্পনী। 'শুক্রপ্রোষ্ঠপদৌ মন্ত্রিণা'বিতি গোবিন্দরাজঃ। রামায়ণশিরোমণৌ তু অনয়োর্নিধিরক্ষকত্বমুক্তম্। "পদ্মশঙ্খসমাবৃতঃ শঙ্খপদ্মনিধ্যভিমানিদেবসংবৃত" ইতি তিলকটীকা।

হে রাজন্, সেই মহাত্মা মাণিভদ্র পরাঙ্মুখ হইলে ঐ পর্ব্বতমধ্যে অতিশয় কোলাহল বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

তার পর দূর হইতে শুক্র এবং প্রোষ্ঠপদ নামক মন্ত্রিদ্বয়ের সহিত পদ্ম এবং শঙ্খনামক নিধিদেবতা-পরিবৃত সেই ধনাধ্যক্ষ কুবেরকে গদাহস্তে দেখা গেল ॥ ১৬ ॥

পাপবশতঃ গৌরবভ্রষ্ট ভ্রাতাকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিয়া বুদ্ধিমান্ কুবের পিতামহকুলের উপযুক্ত কথা বলিতে লাগিলেন—॥ ১৭ ॥

রে দুর্ম্মতে, তুই আমাকর্ত্তৃক [অসৎ কার্য্য হইতে] নিবারিত হইয়াও [আমার কথার তাৎপর্য্য] বুঝিতেছিস না, পরিণামে নরকে গমন করিয়া ইহার ফললাভ করিলে [তখন] বুঝিতে পারিবি ॥ ১৮ ॥

যে দুর্ম্মতি মোহবশতঃ বিষপান করিয়া জানিতে পারে না, সে বিষ পরিপাকান্তে সেই বিষপানের ফল বুঝিতে পারে ॥ ১৯ ॥

১। ছ 'যুক্তঃ'। ২। ছ 'তথা বিভ্র-'।

দৈবতানি ন নন্দন্তি ধর্ম্মযুক্তেন কেনচিৎ।
যেন ত্বমীদৃশং ভাবং নীতস্তচ্চ ন বুধ্যসে ॥ ২০ ॥
মাতরং পিতরং বিপ্রমাচার্য্যং যোঽবমন্যতে[1]।
স পশ্যতি ফলং তস্য প্রেতরাজবশং গতঃ ॥ ২১ ॥
অধ্রুবে হি শরীরে যো ন করোতি তপোঽর্জ্জনম্।
স পশ্চাত্তপ্যতে মূঢ়ো মৃতো গত্বাত্মনো গতিম্ ॥ ২২ ॥
কস্যচিন্ন হি দুর্ব্বুদ্ধে ছন্দতঃ[2] ক্ষীয়তে মতিঃ[3]।
যাদৃশং কুরুতে কর্ম্ম তাদৃশং ফলমশ্নুতে ॥ ২৩ ॥
বুদ্ধিং রূপং বলং পুত্রান্ শৌর্য্যং শৌটীর্য্যমেব চ।
প্রাপ্নুবন্তি নরা লোকে নির্জ্জিতং পুণ্যকর্ম্মভিঃ ॥ ২৪ ॥

২০। লো-টী। নিন্দন্তি নিন্দ্যন্তে বা পাঠঃ, যেন দৈবতনিন্দনেন।
২১। লো-টী। অবমন্যতে যঃ।
২৩। লো-টী। ছন্দতঃ ইচ্ছাতঃ। দৈবেন হতোঽন্যেন হন্যতে।
২৪। লো-টী। শৌটীরং সর্ব্বোপরিশাসনং শৌর্য্যং বিপক্ষস্যাভিভবকর্ত্তৃত্বম্।

ধর্ম্মযুক্ত কোন কারণ বশতঃ দেবগণ [তোর প্রতি] সন্তুষ্ট নহেন, সেই হেতু তুই ঈদৃশ অবস্থা (প্রবৃত্তি) লাভ করিয়াছিস এবং তাহা বুঝিতে পারিতেছিস না ॥ ২০ ॥

যে-ব্যক্তি মাতা, পিতা, ব্রাহ্মণ এবং আচার্য্যকে অবমানিত করে, সে যমরাজের বশীভূত হইয়া তাহার ফল দেখিতে পায় ॥ ২১ ॥

বিনশ্বর শরীর ধারণ করিয়া যে তপস্যা অর্জ্জন করে না, সেই মূর্খ মরিয়া স্বীয় [কর্ম্মানুসারে] গতি লাভ করত শেষে অনুতপ্ত হয় ॥ ২২ ॥

হে দুর্ব্বুদ্ধে, কাহারও বুদ্ধি স্বেচ্ছায় বিলুপ্ত হয় না, যে যেরূপ কাজ করে তদনুরূপ ফল পায় ॥ ২৩ ॥

মানবগণ ইহলোকে পুণ্যকার্য্য দ্বারা অর্জ্জিত পুত্র, বুদ্ধি, রূপ, বল, প্রভুত্ব

১। ছ 'চাবমন্য বৈ'। ২। ছ '-তো হীয়তে'। ৩। ছ অতঃ পরং 'দৈবং চেষ্টয়তে সর্ব্বং হতো দৈবেন হন্যতে' ইত্যধিকম্।

এবং নিরয়গামী ত্বং যস্য তে মতিরীদৃশী।

১ ২

ন ত্বাং সমভিভাষিষ্যে সদ্বৃত্তেষ্বেষ নির্ণয়ঃ ॥ ২৫ ॥

দৃষ্ট্বাথ ধনদং রাম রাক্ষসাঃ সুমহাবলাঃ।

মারীচপ্রমুখাঃ সর্ব্বে বিমুখা বিপ্রদুদ্রুবুঃ ॥ ২৬ ॥

ততস্তেন দশগ্রীবো যক্ষেন্দ্রেণ মহাত্মনা।

গদয়াভিহতো মূর্দ্ধ্নি নাস্থাভূচ্চাস্য রক্ষসঃ ॥ ২৭ ॥

ততস্তৌ রাম নিঘ্নন্তৌ তদান্যোন্যং মহামৃধে।

৩

ন বিহ্বলেতাং ন শ্রান্তৌ তাবুভৌ যক্ষরাক্ষসৌ ॥ ২৮ ॥

২৫। লো-টী। যস্য তে তব যা ঈদৃশী মতি'র্যস্যে'তি বা পাঠঃ। যতঃ দুর্ব্বৃত্তস্য জনস্য বিষয়ে এষ নিশ্চয়ঃ মমেত্যর্থঃ।

২৭। লো-টী। নাস্থাভূৎ ধনদেন অস্তা ক্ষিপ্তাপি গদা নাস্থাভূৎ বেদনায়া অজননাৎ।

এবং বীরত্ব লাভ করে ॥ ২৪ ॥

যেহেতু তোর এতাদৃশ দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছে, তজ্জন্য তুই নরকে গমন করিবি; তোর সহিত বাক্যালাপ করিব না, [দুর্ব্বৃত্তের প্রতি] সাধুদিগের ব্যবহারে ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ২৫ ॥

হে রাম, অনন্তর অতিশয় বলবান্ মারীচপ্রভৃতি রাক্ষসগণ সকলেই কুবেরকে দেখিয়া [সংগ্রামে] পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিল ॥ ২৬ ॥

যক্ষরাজ মহাত্মা কুবেরের গদার আঘাতে দশানন মস্তকে আহত হইল, তাহাতেও এই রাক্ষসের আস্থা (কুবেরের বীরত্বে শ্রদ্ধা) হইল না ॥ ২৭ ॥

হে রাম, তৎপরে সেই মহাযুদ্ধে পরস্পরকে আঘাত করিয়াও সেই যক্ষ এবং রাক্ষস উভয়েই বিহ্বল বা পরিশ্রান্ত হইল না ॥ ২৮ ॥

১। ছ '-ত্তেহ্যেষ'। ২। অতঃ পরং ছ 'এবমুক্তে ততস্তেন তস্যামাত্যাঃ সমাগতাঃ'। ইত্যধিকম্। ৩। ছ 'বিহ্বলৌ ন চ শ্রান্তৌ'।

আগ্নেয়মস্ত্রং তস্মৈ চ মুমোচ ধনদস্তদা।

রাক্ষসেন্দ্রো রাবণো[১]ঽসৌ তদস্ত্রং পর্য্য[২]বারয়ৎ ॥ ২৯ ॥

ততো মায়াং প্রবিষ্টো[৩]ঽসৌ রাক্ষসো রাক্ষসীং তদা।

রূপাণাং শতসাহস্রং স চকার ননাদ চ ॥ ৩০ ॥

ব্যাঘ্রো বরাহো জীমূতঃ পর্ব্বতঃ সাগরো দ্রুমঃ।

যক্ষৈ[৪]র্দৈত্যস্বরূপী চ সোঽদৃশ্যত দশাননঃ ॥ ৩১ ॥

প্রতিগৃহ্য ততো রাম মহদস্ত্রং দশাননঃ।

জঘান মূর্দ্ধ্নি ধনদং ব্যাবিধ্য মহতীং গদাম্ ॥ ৩২ ॥

এবং স তেনাভিহতো বিহ্বলঃ শোণিতোক্ষিতঃ।

কৃত্তমূল ইবাশোকো নিপপাত ধনাধিপঃ ॥ ৩৩ ॥

৩১। লো-টী। জীমূতো মেঘঃ। স ধনদঃ দশাননমেবং স্বরূপমপশ্যত।
৩৩। লো-টী। স ধনদঃ মায়ানিহতঃ।

তখন কুবের তাহার প্রতি আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণ সেই অস্ত্র নিবারণ করিল ॥ ২৯ ॥

পরে রাক্ষস দশানন রাক্ষসী মায়া অবলম্বন করিয়া শত-সহস্র রূপ ধারণ করত গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ৩০ ॥

তখন যক্ষগণ দশাননকে ব্যাঘ্র, বরাহ, মেঘ, পর্ব্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ এবং দৈত্যরূপে দেখিতে পাইল ॥ ৩১ ॥

হে রাম, পরে দশানন শক্তিশালী অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মহতী গদা ভেদ করত কুবেরের মস্তকে আঘাত করিল ॥ ৩২ ॥

দশাননকর্তৃক এইরূপে আহত ধনাধিপতি কুবের রক্তাক্ত-কলেবরে অচেতন হইয়া ছিন্নমূল অশোকবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৩৩ ॥

১। ছ 'রাবণেন তদস্ত্রং'। ২। ছ 'প্রত্য-'। ৩। ছ '-সীং রাক্ষসস্তদা'। ৪। ছ 'যক্ষো দৈ-'।

ততঃ পদ্মাদিভিস্তত্র নিধিভিঃ স তদাবৃতঃ।
আশ্বাসিতো ধনপতির্ব্বনমানীয় নন্দনম্ ॥ ৩৪ ॥
নির্জ্জিত্য রাক্ষসেন্দ্রস্তু[২] ধনদং হৃষ্টমানসঃ।
পুষ্পকং তস্য জগ্রাহ বিমানং জয়লক্ষণম্ ॥ ৩৫ ॥
কাঞ্চনস্তম্ভসংবীতং বৈদূর্য্যমণিতোরণম্।
মুক্তাজালপ্রতিচ্ছন্নং[৩] সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৩৬ ॥
মনোজবং কামগমং কামরূপং বিহঙ্গমম্।
মণিকাঞ্চনসোপানং তপ্তকাঞ্চনবেদিকম্ ॥ ৩৭ ॥
দেবোপবাহ্যমক্ষুব্ধং[৪] সদা দৃষ্টিমনঃসুখম্।
বহ্বাশ্চর্য্যং ভক্তিচিত্রং ব্রহ্মণা পরিনির্ম্মিতম্ ॥ ৩৮ ॥

৩৪। লো-টী। নিধানৈর্নিধিভির্নন্দনং বনমানীয় আশ্বাসিতঃ, তৈশ্চ তত্র সমাবৃতঃ।
৩৬। লো-টী। সর্ব্বং যৎ কামফলং ইচ্ছাবিষয়ভূতং ফলং তৎপ্রদম, যতঃ সর্ব্বকামৈঃ নির্ম্মিতম্।

তখন পদ্মপ্রভৃতি নিধি [-দেবতা] গণ ধনাধিপতি কুবেরকে পরিবেষ্টন করত নন্দনবনে লইয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিল ॥ ৩৪ ॥

রাক্ষসরাজ দশানন কুবেরকে পরাজিত করিয়া প্রফুল্লচিত্তে বিজয়চিহ্নস্বরূপ তাঁহার সুবর্ণনির্ম্মিত স্তম্ভযুক্ত, বৈদূর্য্যমণিখচিত-তোরণসমন্বিত, মুক্তাজাল-সমাচ্ছন্ন, সমস্ত অভিলাষপ্রদ, মনের ন্যায় বেগশালী, কামগামী, কামরূপী, আকাশগামী, মণি এবং কাঞ্চননির্ম্মিত সোপানশ্রেণীবিশিষ্ট, উজ্জ্বল সুবর্ণনির্ম্মিত বেদিকাযুক্ত, দেবগণের আরোহণযোগ্য, প্রশান্ত, সর্ব্বদা নয়ন এবং মনের প্রীতিজনক, নানাপ্রকার আশ্চর্য্য বস্তু সমন্বিত, উপযুক্ত গৃহবিভাগদ্বারা রমণীয়, ব্রহ্মার নির্ম্মিত, সমস্ত কাম্যবস্তুদ্বারা সুগঠিত, মনোরম, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অনুষ্ণাশীত এবং সর্ব্বঋতুর

১। ছ 'নিধানৈঃ'। ২। চ '-স্ত্রস্তং'। ৩। ছ '-ক্রমম্'। ৪। ছ '-মক্ষ্যাং'।

নির্ম্মিতং সর্ব্বকামৈস্তু[1] মনোরমমনুত্তমম্ ।
ন চ[2] শীতং[3] ন চৈবোষ্ণং সর্ব্বর্ত্তুসুখদং শুভম্ ॥ ৩৯ ॥
স তং রাজা সমারুহ্য কামগং বীর্য্যনির্জ্জিতম্ ।
জিতং ত্রিভুবনং মেনে দর্পোৎসেকাৎ সুদুর্ম্মতিঃ ।
জিত্বা বৈশ্রবণং দেবং কৈলাসাৎ সমবাতরৎ ॥ ৪০ ॥
স তেজসা বিপুলমবাপ্য তং জয়ং প্রতাপবান্ বিমলকিরীটবর্ম্মভৃৎ ।
ররাজ বৈ পরমবিমানমাস্থিতো নিশাচরঃ সদসি গতো যথানলঃ ॥ ৪১ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বৈশ্রবণবিজয়ো নাম
পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৫ ॥

৩৯। লো-টী। সর্ব্বদুঃখানাং সর্ব্বেষাং দুঃখবতামপি সুখং সুখপ্রদম্ 'সর্ব্বর্ত্তুসুখদ'মিতি বা পাঠঃ।

[লো-টী।] শিবং নির্ম্মলম্।

৪০। লো-টী। তং পুষ্পকবিমানং বৈশ্রবণং কৈলাসাৎ হিত্বা হাপয়িত্বা ত্যাজয়িত্বা সমবারয়ৎ স্বজনান্ আবৃণোৎ।

৪১। লো-টী। সদসি কুণ্ডে।

বৈশ্রবণজয়ঃ ॥ ১৫ ॥

সুখকর পুষ্পকনামক সুন্দর রথ গ্রহণ করিল ॥ ৩৫-৩৯ ॥

সেই দুর্ম্মতি রাজা দশানন পরাক্রমলব্ধ সেই কামগামী রথে আরোহণ করত গর্ব্বাধিক্যবশতঃ 'ত্রিভুবন জয় করিলাম' এইরূপ মনে করিল এবং বৈশ্রবণ-দেবকে পরাভূত করিয়া কৈলাস-পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিল ॥ ৪০ ॥

বিমল কিরীট এবং বর্ম্ম-পরিহিত প্রতাপশালী রাক্ষস রাবণ সেই বিপুল জয়লাভ করিয়া উত্তম বিমানে আরোহণপূর্ব্বক কুণ্ডস্থিত অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বৈশ্রবণবিজয়-নামক
১৫শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

১। ছ '-হর-'। ২। ছ 'তু'। ৩। ছ 'ন বোষ্ণং'।

(১৬) ষোড়শঃ সর্গঃ

তং জিত্বা ভ্রাতরং রাম ধনদং রাক্ষসাধিপঃ।
মহাসেনপ্রসূতিং[১] স যযৌ শরবণং[২] ততঃ ॥ ১ ॥
[৩]অথাপশ্যদ্দশগ্রীবো রৌক্মং শরবণং[৪] মহৎ।
গভস্তিজালসংবীতং দ্বিতীয়মিব ভাস্করম্ ॥ ২ ॥
স পর্ব্বতং সমাসাদ্য কিঞ্চিদ্রৌক্মবনা[৫]ন্তদা।
অপশ্যৎ পুষ্পকং রাম তত্র বিষ্টম্ভিতং স্থিতম্ ॥ ৩ ॥
বিষ্টব্ধং পুষ্পকং দৃষ্ট্বা কামগং হ্যগমং কৃতম্।
[৬]অচিন্তদ্রাক্ষসেন্দ্রস্তু সচিবৈস্তৈঃ সমাবৃতঃ ॥ ৪ ॥
কিমিদং য[৭]ন্নিমিত্তন্তু নেদং গচ্ছতি পুষ্পকম্।
পর্ব্বতস্যোপরিষ্টাচ্চ কস্যেদং কর্ম্ম বৈ ভবেৎ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। মহাসেনঃ কার্ত্তিকেয়ঃ, তৎপ্রসূতিং প্রসূতিস্থানং, কিং তৎ ? শরবণমিতি, মূর্দ্ধন্যণকারঃ।
৩। লো-টী। রৌক্মবনান্তরং বহিঃ বিষ্টম্ভিতং নিষ্ক্রিয়ম্।

হে রাম, তার পর রাক্ষসাধিপতি রাবণ ভ্রাতা কুবেরকে পরাজিত করিয়া কার্ত্তিকেয়ের জন্মভূমি শরবনে গমন করিল ॥ ১ ॥

দশানন কিরণসমূহে আচ্ছন্ন দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় সুবর্ণময় বিশাল শরবন দেখিতে লাগিল ॥ ২ ॥

হে রাম, দশানন সুবর্ণময় শরবন হইতে পর্ব্বতের নিকটস্থ হইয়া তথায় পুষ্পকরথকে নিশ্চল অবস্থায় অবস্থিত দেখিল ॥ ৩ ॥

রাক্ষসরাজ দশানন ইচ্ছানুসারে গমনশীল পুষ্পকরথকে গতিরহিত, প্রতিরুদ্ধ দেখিয়া সেই মন্ত্রিবৃন্দে পরিবৃত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল—॥ ৪ ॥

"কি কারণে এই পুষ্পকরথ পর্ব্বতের উপরে যাইতেছে না, ইহা কাহার

১। ছ '-ভিত্ত'। ২। ছ 'মহৎ'। ৩। ছ সোঽপশ্যত দশ-'। ৪। ছ 'ততঃ'। ৫। ছ '-নান্তরম্'। ৬। ছ 'অচিন্তয়দ্রাক্ষসেন্দ্রঃ'। ৭। ছ 'কিন্নি-'।

তমব্রবীত্ততো রাম মারীচো বুদ্ধিমত্তমঃ।[1]

নৈতন্নিষ্কারণং রাজন্ বিমানং যন্ন গচ্ছতি ॥ ৬ ॥[2]

ইদং হি পুষ্পকং নাম ধনদান্নান্যবাহি বৈ।[3]

তেনেদং বিষ্ঠিতং ব্যোম্নি নান্যদস্তীহ কারণম্ ॥ ৭ ॥

এবং মন্ত্রয়তাং তেষাং রাক্ষসানাং নরাধিপ।[4]

ততঃ পার্শ্বমুপাগম্য ভবস্যানুচরস্তদা ॥ ৮ ॥

দশাননমুবাচেদং রাক্ষসেন্দ্রমশঙ্কিতঃ।

নিবর্ত্তস্ব দশগ্রীব শৈলে ক্রীড়তি শঙ্করঃ ॥ ৯ ॥

সর্ব্বেষাং তেন ভূতানাং দুর্গমঃ পর্ব্বতঃ কৃতঃ।

সুপর্ণনাগযক্ষাণাং দৈত্যদানবরক্ষসাম্।

তন্নিবর্ত্তস্ব দুর্ব্বুদ্ধে মা বিনাশমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

১০। লো·টী। দুর্গমঃ কৃতো ভবেন ইত্যর্থঃ। সুপর্ণনাগাদীনাং বিশেষতো দুর্গমঃ কৃত ইত্যন্বয়ঃ। যদি বিনাশং মা অব্যাপ্সসি তৎ তদা নিবর্ত্তস্ব।

কার্য্য হওয়া সম্ভব ? ॥ ৫ ॥

হে রাম, অতঃ পর অতিশয় বুদ্ধিমান্ মারীচ তাহাকে বলিল, মহারাজ, বিমান যে চলিতেছে না—ইহার কারণ আছে ॥ ৬ ॥

এই পুষ্পকরথ কুবের ভিন্ন অন্য কাহাকেও বহন করে না, সেই হেতু ইহা আকাশে নিশ্চল অবস্থায় রহিয়াছে, অন্য কোন কারণ নাই ॥ ৭ ॥

হে রাজন, (রাম) সেই রাক্ষসগণ এইরূপ মন্ত্রণা করিতেছে, এমন সময়ে মহাদেবের অনুচর তাহাদের পার্শ্বে আগমন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে রাক্ষসরাজ দশাননকে বলিল, দশানন, নিবর্ত্তিত হও, এই পর্ব্বতে শঙ্কর ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ৮-৯ ॥

তিনি এই পর্ব্বতকে সুপর্ণ, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস প্রভৃতি

১। ছ '-সত্তমঃ'। ২। ছ 'তেন গচ্ছ-'। ৩। ছ '-তু'। ৪। ছ '-স্তাবেব'।

স রোষতাম্রনয়নস্ত্ববরুহ্যাথ পুষ্পকাৎ।
কোঽয়ং শঙ্কর ইত্যুক্ত্বা শৈলমূলমুপাগমৎ ॥ ১১ ॥
নন্দিনং স তদাপশ্যদবিদূরে[১] স্থিতং প্রভুম্।
শূলং দীপ্তমবষ্টভ্য দ্বিতীয়মিব শঙ্করম্ ॥ ১২ ॥
দৃষ্ট্বা তং বানরমুখমবজ্ঞায় স রাক্ষসঃ।
প্রহাসং মুমুচে তত্র সতোয় ইব তোয়দঃ ॥ ১৩ ॥
স ক্রুদ্ধো ভগবান্ নন্দী শঙ্করস্যাপরা তনুঃ।
অব্রবীদ্রাক্ষসেন্দ্রঞ্চ[২] দশগ্রীবমুপস্থিতম্ ॥ ১৪ ॥
যস্মাদ্বানরমূর্ত্তিং মাং দৃষ্ট্বা রাক্ষস দুর্ম্মতে।
মোহাদিহ[৩] ন জানীষে প্রহাসং চৈব মুঞ্চসি ॥ ১৫ ॥

১১। লো-টী। অবরুহ্যেতি বিসন্ধিরার্ষঃ
১২। লো-টী। অবষ্টভ্য অবলম্ব্য।

সমস্ত প্রাণীর পক্ষে দুর্গম করিয়াছেন, অতএব হে দুর্ব্বুদ্ধে, নিবর্ত্তিত হও, বিনাশপ্রাপ্ত হইও না ॥ ১০ ॥

ক্রোধে রক্তচক্ষুঃ দশানন পুষ্পকরথ হইতে অবতরণ করত 'কে এই শঙ্কর ?' এই বলিয়া পর্ব্বতের মূলদেশে উপস্থিত হইল ॥ ১১ ॥

তখন সেই দশানন অনতিদূরে উজ্জ্বল-শূলধারী দ্বিতীয় শঙ্করের ন্যায় প্রভু নন্দীকে দেখিতে পাইল ॥ ১২ ॥

রাক্ষস দশানন বানরমুখ সেই নন্দীকে দেখিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় (অতিশয় গম্ভীর ধ্বনিতে) হাসিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

তখন শঙ্করের দ্বিতীয় শরীরস্বরূপ ভগবান্ নন্দী ক্রুদ্ধ হইয়া সমুপাগত রাক্ষসরাজ দশাননকে বলিলেন—॥ ১৪ ॥

রে দুর্ম্মতে রাক্ষস, যে হেতু বানরমূর্ত্তি আমাকে দেখিয়া মোহবশতঃ বুঝিতে না পারিয়া উপহাস করিতেছিস, সেই হেতু আমার ন্যায় মূর্ত্তিমান্ এবং আমার ন্যায় তেজস্বী নখ এবং দন্তরূপ অস্ত্রধারী মন এবং বায়ুর ন্যায় বেগবান্

১। ছ '-পশ্যত্তমদূরে স্থিতং প্রভুং'। ২। ছ '-ন্দ্রং তং'। ৩। ছ '-হান্বং ন বিজানীষে'।

তস্মান্মদ্রূপসংযুক্তা মদ্বীর্য্যসমতেজসঃ ।
উৎপৎস্যন্তে বধার্থং তে কুলস্য ভুবি বানরাঃ ॥ ১৬ ॥
নখদংষ্ট্রায়ুধাঃ শূরা মনঃপবনরংহসঃ ।
যুদ্ধোন্মত্তা বলোদগ্রাঃ শৈলা ইব বিসর্পিণঃ ॥ ১৭ ॥
তে [1]রাক্ষস বলং [2]দর্পমুৎসেধঞ্চ পৃথগ্বিধম্ ।
ব্যপনেষ্যন্তি সংভূয় সহামাত্যসুত[3]তস্য তে ॥ ১৮ ॥
কিং ত্বিদানীং ময়া শক্যং [4]কর্ত্তুং যন্ন ময়া ভবান্ ।
[5]হন্তব্যো হত এব ত্বং পূর্ব্বমেব [6]স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ১৯ ॥
অচিন্তয়িত্বা স তদা নন্দিবাক্যং [7]মহামনাঃ ।
তচ্ছাপা[8]গ্নিবিনির্দ্দগ্ধো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ২০ ॥

১৬। লো-টী। তে তব কুলস্য।

১৭। লো-টী। বলম্ উদগ্রম্ অত্যুগ্রং যেষাং তে। শৈলা ইব ইব-শব্দোঽপ্যর্থে, শৈলা অপি শৈলতুল্যা অপি বিসর্পিণঃ শীঘ্রগামিনঃ।

১৮। লো-টী। উৎসেকমুৎসাহং তে তু বানরাঃ। তে তব।

১৯। লো-টী। হতস্ত্বং বা ত্বং হত এব।

অতিশয় বলশালী এবং পর্ব্বতের ন্যায় বিশালকায় যুদ্ধোন্মত্ত দ্রুতগামী বানরগণ তোর বংশ বিনাশ করিবার জন্য পৃথিবীতে উৎপন্ন হইবে ॥ ১৫-১৭ ॥

হে রাক্ষস, সেই বানরগণ মিলিত হইয়া অমাত্য এবং পুত্রগণের সহিত তোর বল, দর্প এবং বহুবিধ ঔদ্ধত্য দূর করিবে ॥ ১৮ ॥

আমি আর এখন কি করিতে পারি? যে হেতু তোকে আমার বধ করিতে হইবে না; কারণ, তুই স্বীয় কর্ম্মদ্বারা পূর্ব্ব হইতেই নিহত হইয়া আছিস ॥ ১৯ ॥

তখন সেই মহামনাঃ রাবণ নন্দীর কথা চিন্তা না করিয়া নন্দীর অভিশাপানলে

১। ছ 'তবাস্ত্রবলং'। ২। ছ '-মুৎসেকঞ্চ'। ৩। ছ 'হ'। ৪। ছ 'যত্নবতাপি চ'। ৫। ছ 'ন হন্তব্যো হতস্ত্বং বা'। ৬। ছ '--ণা'। ৭। ছ '-বলঃ'। ৮। ক '-গ্নিনা নি-'।

পুষ্পকস্য গতিশ্ছিন্না যৎকৃতে মম গচ্ছতঃ।
করিষ্যাম্যহমপ্যস্য প্রতিকারং সুদারুণম্ ॥ ২১ ॥
তদেষ শৈলমুন্মূলং করোমি তব গোপতে।
কেন প্রভাবেণ ভবান্[১] ক্রীড়ত্যত্র স[২] লীলয়া ॥ ২২ ॥
[৩]আপীড্যেতাং ততস্তস্য শৈলস্তম্ভোপমৌ ভুজৌ[৪]।
বিস্মিতাশ্চাভবংস্তত্র সচিবাস্তস্য রক্ষসঃ ॥ ২৩ ॥
রক্ষসা তেন রোষাচ্চ ভুজানামবপীড়নাৎ[৫]।
মুক্তো বিরাবঃ সুমহাংস্ত্রৈলোক্যং যেন কম্পিতম্।
মেনিরে বজ্রনিষ্পেষং মর্ত্ত্যা[৬] দৈত্যা যুগক্ষয়ে ॥ ২৪ ॥

২২। লো-টী। গোপতে পশুপতে।
[লো-টী।] যথা প্রভুঃ প্রভুরিব।
২৩। লো-টী। শৈলস্তম্ভয়োরিব উপমা সাদৃশ্যং যয়োস্তৌ। বিস্মিতা বিগতাহঙ্কারাঃ।
২৪। লো-টী। বিরাবো মহান্ শব্দঃ। তমেব বিরাবং যুগক্ষয়ং যুগক্ষয়কালীনং বজ্রনিষ্পেষং বজ্রসংঘট্টজধ্বনিং। 'স্ফূর্জথুর্বজ্রনিষ্পেষো বজ্রসংঘট্টজে ধ্বনা'বিত্যজয়ঃ।

দগ্ধ হইয়া [শঙ্করের উদ্দেশে] এই কথা বলিল—॥ ২০ ॥

হে পশুপতে, যে জন্য আমার গতিশীল পুষ্পকরথের গতি রোধ করিয়াছ, আমিও তাহার অতি কঠোর প্রতিবিধান করিব; সুতরাং এই আমি তোমার পর্ব্বতকে উন্মূলিত করিতেছি, [দেখি] কোন্ প্রভাবে সেই তুমি এই পর্ব্বতে লীলাসহকারে বিহার কর ॥ ২১-২২ ॥

পরে সেই রাক্ষস রাবণের পর্ব্বতস্তম্ভসদৃশ বাহু অতিশয় পীড়িত হইল এবং তাহার মন্ত্রিগণ বিস্মিত হইল ॥ ২৩ ॥

সেই রাক্ষস রাবণ ক্রোধে এবং বাহুর পীড়াবশতঃ অতিশয় ভীষণ শব্দ করিতে

১। ছ 'ভবঃ'। ২। ছ 'যথা প্রভুঃ'। ৩। ছ 'অপী-'। ৪। ছ অতঃ পরম্ 'বর্জ্জনীয়ং ন জানীতে ভয়স্থানং ন বুধ্যতে। এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ ভুজৌ নিক্ষিপ্য পর্ব্বতে। তোলয়ামাস তং শৈলং স চ শৈলো ব্যকম্পত॥ ততো রাম মহাদেবো দেবানাং প্রবরো হসন্। পাদাঙ্গুষ্ঠেন তং শৈলং পীড়য়ামাস লীলয়া'॥ ইত্যধিকম্।
৫। ছ 'ভুজয়োঃ পীড়নাত্তথা'। ৬। ছ 'দৈত্যা মর্ত্ত্যা যু-'।

আসনেভ্যশ্চ চলিতা দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ।

যক্ষা[1] বিদ্যাধরাঃ সিদ্ধাঃ কিমেতদিতি চাব্রুবন্ ॥ ২৫ ॥

তোষয়স্ব মহাদেবং নীলকণ্ঠমুমাপতিম্।

তমৃতে শরণং নান্যং পশ্যামোঽত্র দশানন ॥ ২৬ ॥

স্তুতিভিঃ প্রণতো ভূত্বা তমেব শরণং ব্রজ।

কৃপালুঃ শঙ্করস্তুষ্টঃ প্রসাদং তে বিধাস্যতি ॥ ২৭ ॥

এবমুক্তস্তদামাত্যৈস্তুষ্টাব বৃষভধ্বজম্।

সামভির্ব্বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ প্রণম্য স দশাননঃ ॥ ২৮ ॥

ততঃ প্রীতো মহাদেবঃ শৈলাগ্রে বিষ্ঠিতঃ[2] প্রভুঃ।

মুক্ত্বা তস্য ভুজৌ রাজন্নুবাচেদং দশাননম্ ॥ ২৯ ॥

লাগিল; সেই শব্দে ত্রিভুবন কম্পিত হইল এবং মনুষ্য ও দৈত্যগণ [সেই শব্দকে] যুগক্ষয়কালীন বজ্রনিষ্পেষ-শব্দ বলিয়া মনে করিল ॥ ২৪ ॥

ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ স্ব স্ব আসন হইতে বিচলিত হইলেন এবং যক্ষ, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ বলিয়া উঠিলেন—"এ কি!" ॥ ২৫ ॥

[মন্ত্রিগণ কহিল] দশানন, উমাপতি নীলকণ্ঠ মহাদেবকে সন্তুষ্ট করুন, এ বিষয়ে তিনি ব্যতীত অন্য কাহাকেও রক্ষাকর্ত্তা দেখিতে পাই না ॥ ২৬ ॥

স্তুতিদ্বারা প্রণত হইয়া মহাদেবের শরণাগত হউন; শঙ্কর দয়ালু, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া আপনার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেন ॥ ২৭ ॥

অমাত্যগণ এইরূপ বলিলে সেই দশানন প্রণত হইয়া বিবিধ প্রিয়বাক্যদ্বারা মহাদেবের স্তব করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥

রাজন্, তার পর পর্ব্বতশিখরে অবস্থিত প্রভু মহাদেব প্রীত হইয়া রাবণের বাহু [পীড়া-] মুক্ত করিয়া তাহাকে এই কথা বলিলেন—॥ ২৯ ॥

১। ছ ইতঃ প্রভৃতি অষ্টাবিংশশ্লোকান্তং নাস্তি'। ২। ছ '-তত্তদা'।

প্রীতোঽস্মি তব বীর্য্যাচ্চ শৌটীর্য্যাচ্চ নিশাচর।
অরাক্ষসঃ স্বভাবস্তে স্বর এষ সুদারুণঃ ॥ ৩০ ॥
যস্মাল্লোকত্রয়ং ত্বেতদ্রাবিতং ভয়মাগতম্।
তস্মাত্ত্বং রাবণো নাম্না খ্যাতিং রাজন্ গমিষ্যসি ॥ ৩১ ॥
ভবন্তং মানুষা দৈত্যা গন্ধর্ব্বাঃ সহ দৈবতৈঃ।
সর্ব্ব এবাভিধাস্যন্তি রাবণং লোকরাবণম্ ॥ ৩২ ॥
গচ্ছ পৌলস্ত্য বিশ্রব্ধং পথা যেন ত্বমিচ্ছসি।
ময়া ত্বমভ্যনুজ্ঞাতো রাক্ষসাধিপ গম্যতাম্ ॥ ৩৩ ॥
সাক্ষান্মহেশ্বরেণৈবং[১] কৃতনামা স রাবণঃ[২]।
অভিবাদ্য মহাদেবমারোহৎ পুষ্পকং পুনঃ ॥ ৩৪ ॥

৩০। লো-টী। শৌটীর্য্যাৎ শৌর্য্যাৎ। এষ তে তব স্বভাবস্বরঃ স্বভাবতঃ স্বরঃ অরাক্ষসঃ রাক্ষসৈঃ কর্ত্তুমশক্যঃ।
৩১। লো-টী। দ্রাবিতং কম্পিতম্, তব শব্দেন ভয়ঞ্চাগতং প্রাপ্তম্।
৩৩। লো-টী। যেন পথা ত্বং গন্তুমিচ্ছসি তেন পথা বিশ্রব্ধং যথা ভবতি তথা যথাবৎ স্বেচ্ছয় গচ্ছ।
৩৪। লো-টী। অভিবাদ্য নমস্কৃত্য।

হে নিশাচর, তোমার শৌর্য্য এবং বীর্য্যে আমি প্রীত হইয়াছি; তোমার এই অতিশয় ভয়ঙ্কর স্বাভাবিক স্বর সাধারণ রাক্ষসের ন্যায় নহে ॥ ৩০ ॥

হে রাজন্, যে-হেতু তোমার শব্দে এই ত্রিভুবন নিনাদিত এবং ভীত হইয়াছে, সেই হেতু তুমি 'রাবণ' এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে ॥ ৩১ ॥

দেবগণের সহিত মনুষ্য, দৈত্য এবং গন্ধর্ব্বগণ সকলেই তোমাকে লোকরাবণ রাবণ বলিয়া অভিহিত করিবে ॥ ৩২ ॥

হে পৌলস্ত্য, তুমি যে পথে গমন করিতে ইচ্ছা কর সেই পথে নির্ভয়ে গমন কর; হে রাক্ষসাধিপ, আমি অনুমতি করিতেছি তুমি [পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া] গমন কর ॥ ৩৩ ॥

সেই রাক্ষস সাক্ষাৎ মহেশ্বরকর্ত্তৃক 'রাবণ' এই নামে আখ্যাত হইয়া

১। ছ 'ণৈব'। ২। ছ 'রাক্ষসঃ'।

ততো মহীতলং রাম[১] পর্য্যক্রামৎ[২] স রাবণঃ।
ক্ষত্রিয়ান্ সুমহাভাগান্ বাধমানস্ততস্ততঃ[৩] ॥ ৩৫ ॥
কেচিত্তেজস্বিনঃ শূরাঃ ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ।
তচ্ছাসনমকুর্ব্বন্তো বিনেশুঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥ ৩৬ ॥
অপরে দুর্জ্জয়ং রক্ষো জানন্তঃ প্রাজ্ঞসম্মতাঃ।
জিতাঃ স্ম ইত্যভাষন্ত রাক্ষসং বলদর্পিতম্ ॥ ৩৭ ॥
এবং দর্পবলোৎসিক্তো রাবণো লোকরাবণঃ।
প্রতাপবান্[৪] বশীকুর্ব্বল্লোঁকাংস্তু বিচচার হ[৫] ॥ ৩৮ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে কৈলাসোদ্ধরণং নাম ষোড়শঃ সর্গঃ ॥ ১৬ ॥

[লো-টী।] মানুষং প্রাপ্য লোকমহীন্দ্রা রাজানস্তন্মর্দ্দনঃ, বিঘ্নং নাশম্ উপদ্রবং বা। কৈলাসোদ্ধরণম্ ॥ ১৬ ॥

মহাদেবকে অভিবাদনপূর্ব্বক পুনরায় পুষ্পকরথে আরোহণ করিল ॥ ৩৪ ॥

হে রাম, অনন্তর সেই রাবণ অতিশয় বীর্য্যশালী ক্ষত্রিয়দিগকে পীড়িত করিয়া পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥

কোন কোন তেজস্বী যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়বীর তাহার আদেশ প্রতিপালন না করিয়া অনুচরগণের সহিত বিনাশপ্রাপ্ত হইল ॥ ৩৬ ॥

অন্যান্য বুদ্ধিমান্ [ক্ষত্রিয়গণ] রাক্ষস রাবণকে দুর্জ্জয় মনে করিয়া বলদর্পিত রাক্ষসের নিকট 'আমরা পরাজিত হইয়াছি' এই কথা বলিলেন ॥ ৩৭ ॥

এইরূপে দর্প এবং বলগর্ব্বিত প্রতাপশালী লোকরাবণ রাবণ লোকদিগকে বশীভূত করত বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে কৈলাসোত্তোলন-নামক ১৬শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

১। ছ 'প্রাপ্য'। ২। ছ 'যোদ্ধুকামঃ'। ৩। ছ 'বাধতে স্ম তত-'। ৪। ছ 'প্রতাপাবনতান্ কুর্ব্ব-'। ৫। অতঃ পরং ছ 'স মানুষং লোকমরিপ্রমর্দ্দনো নিশাচরেন্দ্রোঽপ্রতিমস্বতেজাঃ। চকার বিঘ্নং তরসা মহীক্ষিতাং যুগান্তকালে প্রপতন্ রবির্যথা'। ইত্যধিকম্।

(১৭) সপ্তদশঃ সর্গঃ

অথ রাজন্[১] মহাবাহুর্ব্বিচরন্ বসুধাতলে।
হিমবদ্বনমালোক্য পরিচক্রাম রাবণঃ ॥ ১ ॥
তত্রাপশ্যচ্চ কন্যাং স কৃষ্ণাজিনজটাধরাম্।
আর্ষেণ বিধিনা যুক্তাং দীপ্যন্তীং দেবতামিব ॥ ২ ।
প্রত্যক্ষমিব সাবিত্রীং[২] জ্বলন্তীং দেবমাতরম্।
প্রভামিব রবের্দ্দীপ্তামেকাং[৩] মূর্ত্তিমতীমিব ॥ ৩ ॥
স দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নাং তাং[৪] কন্যাং সুমহাব্রতাম্।
কামমোহপরীতাত্মা হসন্ পপ্রচ্ছ রাবণঃ ॥ ৪ ॥
কিমিদং বর্ত্ততে ভীরু বিরুদ্ধং যৌবনস্য তে।
ন হি যুক্তা তবৈতস্য রূপস্যেয়ং প্রতিক্রিয়া ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। আর্ষেণ বিধিনা ঋষির্বেদস্তদুক্তেন বিধিনা তপোবিধিনা।
৩। লো-টী। একাং স্ত্রীণাং মুখ্যাং লক্ষ্মীম্।
৪। লো-টী। মোহঃ অধর্ম্মঃ।

হে রাজন্, মহাবাহু রাবণ পৃথিবীতে বিচরণ করিতে করিতে হিমালয়-পর্ব্বতের বন অবলোকন করিয়া [তাহার মধ্যে] ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ১ ॥

রাবণ সেই বনে কৃষ্ণাজিন-পরিহিতা জটাধারিণী তপঃপরায়ণা দেবতার ন্যায় দীপ্তিশালিনী, সাক্ষাৎ দেবমাতা সাবিত্রীর ন্যায় শোভমানা সূর্য্যের প্রভার ন্যায় উজ্জ্বল এবং মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় একটী কন্যাকে দেখিতে পাইল ॥ ২-৩ ॥

রাবণ মহাব্রতশালিনী সেই রূপবতী কন্যাকে দেখিয়া কাম এবং মোহে অভিভূত হইয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল—॥ ৪ ॥

হে সুন্দরি, তোমার যৌবনের বিপরীত এ কি কার্য্য হইতেছে! এইরূপ

১। ছ 'রাম'। ২। ছ '-ত্রী জ্বলন্তী স্বেন তেজসা'। ৩। ছ 'মেধাং'। ৪। ছ 'কন্যাং তাং'।

রূপং তেঽনুপমং ভদ্রে কামোন্মাদকরং নৃণাম্।
ন যুক্তং তপ আস্থাতুং বৃদ্ধানামেষ নিশ্চয়ঃ ॥ ৬ ॥
কস্যাসি দুহিতা ভদ্রে কো বা ভর্ত্তা তবানঘে।
পৃচ্ছতঃ শংস মে শীঘ্রং কো বা হেতুস্তপোঽর্জ্জনে ॥ ৭ ॥
এবমুক্তা তু সা কন্যা তেনানার্য্যেণ রক্ষসা।
অব্রবীদ্বিধিবৎ কৃত্বা তস্যাতিথ্যং তপোধনা ॥ ৮ ॥
কুশধ্বজো নাম পিতা ব্রহ্মর্ষির্ম্মে[১] সুধার্ম্মিকঃ।
বৃহস্পতিসুতঃ শ্রীমান্ বুদ্ধ্যা তুল্যো বৃহস্পতেঃ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। যত এষ তপোবিষয়ো নিশ্চয়ঃ বৃদ্ধানামেব।
৮। লো-টী। অনার্য্যেণ শঠেন।
[লো-টী।] এষ ইত্যত্র বুদ্ধিসন্নিকর্ষঃ।
৯। লো-টী। বৃহস্পতিসমো ব্রহ্মণ্যে।

বিরুদ্ধাচরণ (এতাদৃশ কঠোর তপস্যা) তোমার এই অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের উপযুক্ত নহে ॥ ৫ ॥

হে ভদ্রে, তোমার অনুপম রূপ মানবদিগকে কামোন্মত্ত করে, তপস্যা করা তোমার যুক্তিযুক্ত নয়, এইরূপ তপস্যা করা বৃদ্ধগণেরই শোভা পায় ॥ ৬ ॥

হে ভদ্রে, তুমি কাহার কন্যা? হে পুণ্যশীলে, তোমার স্বামীই বা কে? তোমার তপস্যা অর্জ্জন করিবার কারণই বা কি? আমি [ইহা] প্রশ্ন করিতেছি, শীঘ্র বল ॥ ৭ ॥

সেই অনার্য্য রাক্ষস রাবণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সেই তাপসী কন্যা যথাবিধানে তাহার আতিথ্যসৎকার করিয়া বলিতে লাগিল ॥ ৮ ॥

অতিশয় ধার্ম্মিক বৃহস্পতি-পুত্র বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজ আমার পিতা ॥ ৯ ॥

১। ছ '-র্ষম ধা-'।

তস্যাহং কুর্ব্বতো নিত্যং[১] বেদাভ্যাসং মহাত্মনঃ[২]।
সম্ভূতা বাঙ্ময়ী কন্যা নাম্না বেদবতী[৩] স্মৃতা ॥ ১০ ॥
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসদানবাঃ[৪]।
মমাভিগম্য পিতরং বরণং মেঽভ্যরোচয়ন্[৫] ॥ ১১ ॥
ন চ মাং স পিতা তেভ্যো দত্তবান্ রাক্ষসেশ্বর।
কারণং তদ্বদিষ্যামি নিশাময় মহাভুজ ॥ ১২ ॥
পিতুস্তু[৬] মম জামাতা যোঽভিপ্রেতঃ পুরা বিভুঃ।
শ্রুতো[৭] ময়া যথা রক্ষো বিষ্ণুঃ কিল সুরোত্তমঃ ॥ ১৩ ॥
শম্ভুর্নাম ততো রাজা দৈত্যানাং কুপিতোঽভবৎ।
তেন রাত্রৌ প্রসুপ্তো মে পিতা পাপেন হিংসিতঃ[৮] ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। বেদাভ্যাসং বেদাবর্ত্তনম্।
১১। লো-টী। মে মম বরণং যাচনমভ্যরোচয়ন্ অকুর্ব্বন্।
১২। লো-টী। নিশাময় পশ্য শৃণ্বিত্যর্থঃ।

আমি সর্ব্বদা বেদাভ্যাসরত সেই মহাত্মা কুশধ্বজের বাঙ্ময়ী কন্যা, আমার নাম বেদবতী ॥ ১০ ॥

গন্ধর্ব্বগণের সহিত দেব, যক্ষ, রাক্ষস ও দানবগণ আমার পিতার নিকট আসিয়া বিবাহ করিবার জন্য আমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

হে মহাবাহো রাক্ষসেশ্বর, আমার পিতা তাহাদিগের নিকট আমাকে দান করিলেন না, তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১২ ॥

হে নিশাচর, আমি যতদূর শুনিয়াছি—আমার পিতার এই অভিলাষ ছিল যে, দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার জামাতা হ'ন ॥ ১৩ ॥

তাহা অবগত হইয়া দৈত্যরাজ শম্ভু কুপিত হইল এবং রাত্রিতে সেই পাপিষ্ঠ

১। ছ'-তস্যাত'। ২। ছ 'নিশাচর'। ৩। ছ-'শুভা'। ৪। ছ 'পন্নগাঃ। ৫। ছ 'ব্যরোচয়ন্'। ৬। ছ '-হি'। ৭। ছ 'শ্রুতং'। ৮। ছ 'ঘাতিতঃ'।

ততো জনিত্রী মম যা সা শরীরং পিতুর্ম্মম।
পরিগৃহ্য মহাভাগা প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্ ॥ ১৫ ॥
ততো মনোরথং[১] শ্রুত্বা পিতুর্নারায়ণং প্রতি।
মৃতং চ পিতরং দৃষ্ট্বা[২] মিথ্যাকামং মহাব্রতম্ ॥ ১৬ ॥
অহং প্রেতগতস্যাপি কুর্ব্বতী কাঙ্ক্ষিতং পিতুঃ।
ইতি প্রতিজ্ঞা[৩]মারুহ্য ধর্ম্মমেতং[৪] সমাশ্রিতা ॥ ১৭ ॥
ইত্যেতৎ সর্ব্বমাখ্যাতং তব রাক্ষসপুঙ্গব।
নারায়ণঃ পতির্ম্মেঽস্তু ন চান্যো[৫] মানুষোত্তমঃ।
আশ্রিতাং চাপি মাং বিদ্ধি নারায়ণপরায়ণাম্ ॥ ১৮ ॥
বিজ্ঞাতস্ত্বং ময়া রাজন্[৬] পৌলস্ত্যকুলসম্ভবঃ ॥
জানামি তপসা সর্ব্বং ত্রৈলোক্যে যদ্ধি[৭] বর্ত্ততে ॥ ১৯ ॥

১৭। লো-টী। কাঙ্ক্ষিতং কুর্ব্বতী করিষ্যন্তী ইতি প্রতিজ্ঞা পিতুর্যা প্রতিজ্ঞা তাম্

১৮। লো-টী। আশ্রিতাং তপ আশ্রিতাম্।

আমার নিদ্রিত পিতাকে বধ করিল ॥ ১৪ ॥

তার পর মহাভাগ্যবতী আমার জননী আমার পিতার দেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৫ ॥

তার পর নারায়ণের প্রতি পিতার অভিলাষ শ্রবণ করিয়া এবং মহাব্রত পিতাকে ব্যর্থমনোরথ ও মৃত দেখিয়া আমি 'পরলোকগত পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিব' এই প্রতিজ্ঞা করিয়া এইরূপ কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছি ॥ ১৬-১৭ ॥

হে রাক্ষসপুঙ্গব, তোমার নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলাম, নারায়ণ আমার পতি হউন, অন্য কোন শ্রেষ্ঠ মনুষ্য নহে ; নারায়ণপরায়ণা আমাকে তপস্বিনী বলিয়া অবগত হও ॥ ১৮ ॥

হে রাজন্, আমি তোমাকে পৌলস্ত্যকুলসম্ভূত বলিয়া বিশেষভাবে অবগত

১। ছ '-গতং'। ২। ছ 'মহাত্মানং'। ৩। ছ '-মাশ্রিত্য'। ৪। ছ-'মহং শ্রিতা। ৫। ছ 'ন হ্যন্যো মানুষে মতঃ'। ৬। ছ 'মহারাজ'। ৭। ছ 'যচ্চ'।

সোঽব্রবীদ্রাবণস্তত্র তাং কন্যাং সুমহাব্রতাম্।
অবতীর্য্য বিমানাগ্রাৎ কন্দর্পশরপীড়িতঃ ॥ ২০ ॥

অবলিপ্তাসি সুশ্রোণি যস্যাস্তে মতিরীদৃশী।
বৃদ্ধানাং মৃগশাবাক্ষি [1]ভ্রাজতে পুণ্যসঞ্চয়ঃ ॥ ২১ ॥

[2]ত্বং তু সর্ব্বগুণোপেতা নেদৃশং কর্ত্তুমর্হসি।
ত্রৈলোক্যসুন্দরী ভূত্বা যৌবনে বার্দ্ধকং বিধিম্ ॥ ২২ ॥

কশ্চ তাবদসৌ [3]যস্ত্বং বিষ্ণুরিত্যভিভাষসে।
একেনাপি ন তুল্যোঽসৌ ভুজেন মম বীর্য্যতঃ।
মা মৈবমিতি সা কন্যা তমুবাচ নিশাচরম্ ॥ ২৩ ॥

২২। লো-টী। যৌবনে ঈদৃশং বার্দ্ধকং বিধিং কর্ত্তুং নার্হসি।

২৩। লো-টী। এবং একেনাপীতি যদুক্তং তদেবং মা মা, সংভ্রমে নিষেধস্য দ্বিরুক্তিঃ। এবং বক্তুং নার্হসীত্যর্থঃ।

আছি, ত্রিভুবনে যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, তৎসমস্তই তপঃপ্রভাবে জানিতে পারি ॥ ১৯ ॥

কামবাণে জর্জ্জরিত সেই রাবণ পুষ্পকরথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই সুমহাব্রতা কন্যাকে বলিল—॥ ২০ ॥

হে সুশ্রোণি, তুমি গর্ব্বিতা হইয়াছ, যে হেতু তোমার এইরূপ বুদ্ধি হইয়াছে; হে বালমৃগলোচনে, পুণ্যসঞ্চয় বৃদ্ধদিগেরই শোভা পায় ॥ ২১ ॥

কিন্তু সর্ব্বগুণশালিনী তুমি ত্রিভুবনের মধ্যে সুন্দরী হইয়া যৌবনে এরূপ বার্দ্ধক্যোচিত অনুষ্ঠান করিতে পার না ॥ ২২ ॥

তুমি যাহাকে বিষ্ণু বলিয়া বলিতেছ, সে কে? সে পরাক্রমে আমার একটী হস্তেরও তুল্য নহে, [তখন] সেই কন্যা নিশাচর রাবণকে বলিল—"না না, এরূপ বলিও না" ॥ ২৩ ॥

১। ছ 'রাজতে পুণ্যসঞ্চয়ঃ'। ২। ছ 'তত্ত্বং'। ৩। ক 'যত্ত্বং'।

মূর্দ্ধজেষু[1] চ তাং রক্ষঃ[2] করেণোপসমস্পৃশৎ।
স্ত্রীভাবমনয়চ্চাপি[3] বিস্ফুরন্তীং বলাদ্বলী ॥ ২৪ ॥
ততো বেদবতী ক্রুদ্ধা শ্বসন্তী[4] জ্বলিতাননা।
উবাচাগ্নিং সমাধায় দহন্তীব নিশাচরম্[5] ॥ ২৫ ॥
ধর্ষিতায়াস্ত্বয়ানার্য্য নেদানীং মম জীবিতম্।
ক্ষমং তস্মাৎ প্রবেক্ষ্যামি পশ্যতস্তে হুতাশনম্ ॥ ২৬ ॥
যস্মাত্তু[6] ধর্ষিতা তেঽহমেকেত্যবমতা বনে।
তস্মাত্তব বধার্থায় সমুৎপৎস্যাম্যহং পুনঃ ॥ ২৭ ॥
ন হি স্ত্রিয়া পুমান্ শক্যো হন্তুং ত্বং তু বিশেষতঃ।
শপামি ন চ পাপ ত্বাং তপসঃ কিং ব্যয়েন মে ॥ ২৮ ॥

২৫। লো-টী। অগ্নিং সমাধায় বিধিবৎ কৃত্বা।

২৬। লো-টী। হে অনার্য্য, ত্বয়া ধর্ষিতায়া মম জীবিতং জীবনং নাস্তি, তস্মাদিদানীমেব পশ্যতঃ তে তব সমক্ষং হুতাশনং প্রবেষ্টুং ক্ষমং যুক্তমিত্যন্বয়ঃ।

বলশালী রাবণ হস্তদ্বারা তাহার কেশসমূহ স্পর্শ করিল এবং বলপূর্ব্বক কম্পমানা সেই কন্যাকে পত্নীত্ব গ্রহণ করাইল ॥ ২৪ ॥

তখন ক্রোধে অগ্নিমুখী বেদবতী নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া নিশাচর রাবণকে যেন দগ্ধ করিতে করিতে বলিল—॥ ২৫ ॥

হে অনার্য্য, তোমাকর্ত্তৃক ধর্ষিত হইয়া এক্ষণে আমার জীবন ধারণ করা উচিত নয়, অতএব তোমার সমক্ষেই অগ্নিতে প্রবেশ করিতেছি ॥ ২৬ ॥

যে হেতু এই বনে তুমি একাকিনী বলিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক আমাকে ধর্ষণ করিয়াছ, সেই হেতু তোমাকে বধ করিবার জন্য পুনরায় আমি উৎপন্ন হইব ॥ ২৭ ॥

নারী পুরুষকে বধ করিতে সমর্থ নহে, বিশেষতঃ তোমাকে;

১। ছ 'কন্যাং'। ২। ছ '-নৈব'। ৩। ছ 'চৈনাং'। ৪। ছ 'জ্বলন্তী'। ৫। ছ 'নিরীক্ষিতৈঃ'। ৬। ছ 'চাহ-'।

যদি ত্বস্তি ময়া কিঞ্চিৎ কৃতং দত্তং হুতং তথা

তেন হ্যযোনিজা[১] সাধ্বী ভবেয়ং ধর্ম্মিণঃ সুতা ॥ ২৯ ॥

এবমুক্ত্বা প্রবিষ্টা সা প্রজ্বলন্তং হুতাশনম্।

খাৎ প্রপেতুস্ততো দিব্যাঃ সমন্তাৎ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥ ৩০ ।

পুনরেব[২] হি সম্ভূতা পদ্মে পদ্মসমপ্রভা।

তস্মাদপি পুনঃ প্রাপ্তা পর্য্যন্তেন চ রক্ষসা ॥ ৩১ ॥

কন্যাং পঙ্কজগর্ভাভাং প্রগৃহ্য স্বগৃহং যযৌ।

প্রবিশ্য রাবণশ্চৈনাং দর্শয়ামাস মন্ত্রিণে ॥ ৩২ ॥

লক্ষণজ্ঞো নিরীক্ষ্য তামিদমাহ দশাননম্।

গৃহস্থো নার্হতি শ্রোণীং ত্বমেতাং ত্যক্তুমর্হসি ॥ ৩৩ ॥

হে পাপিষ্ঠ, আমি তোমাকে অভিশাপও দিব না; [অভিশাপ দিয়া] তপঃক্ষয় করিয়া কি হইবে ? ॥ ২৮ ॥

আমি যদি কিঞ্চিৎ সৎকর্ম্ম, দান, অথবা হোম করিয়া থাকি, তবে সেই সকল কর্ম্মদ্বারা সতী এবং অযোনিজা হইয়া কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তির কন্যারূপে অবতীর্ণ হইব ॥ ২৯ ॥

এই কথা বলিয়া বেদবতী জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন, তখন আকাশ হইতে চতুর্দ্দিকে স্বর্গীয় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ॥ ৩০ ॥

কমলপ্রভা সেই বেদবতী পুনরায় পদ্মের উপর জন্মগ্রহণ করিলে সেই রাবণ তথা হইতেও পুনরায় তাঁহাকে লাভ করিল ॥ ৩১ ॥

রাবণ পদ্মগর্ভপ্রভা দীপ্তিমতী সেই কন্যাকে গ্রহণ করিয়া গমন করত স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিয়া মন্ত্রীকে দেখাইল ॥ ৩২ ॥

লক্ষণজ্ঞ মন্ত্রী তাহাকে দেখিয়া দশাননকে বলিল, গৃহস্থের পক্ষে এই কন্যাকে সম্ভোগ করা অনুচিত, অতএব তোমার ইহাকে পরিত্যাগ করা উচিত ॥ ৩৩ ॥

১। ছ 'তত্রাপ্যযো-'। ২। ছ 'ইতঃ প্রভৃতি পঞ্চত্রিংশশ্লোকপ্রথমপাদদ্বয়পর্য্যন্তং নাস্তি'।

এতচ্ছ্ত্বার্ণবে রাম সোঽক্ষিপদ্রাক্ষসস্তদা।

সা ক্ষিপ্তোর্ম্মিভিরানায্য যজ্ঞোপবনমন্তিকে ॥ ৩৪ ॥

রাজ্ঞো হলমুখগ্রস্তা পুনরপ্যুদ্ধৃতা সতী।

সৈষা জনকরাজস্য প্রসূতা তনয়া প্রভো[১]।

তব ভার্য্যা মহাবাহো ত্বং হি বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥ ৩৫ ॥

পূর্ব্বং ক্রোধহতঃ শত্রুরনয়া যো হতস্ত্বয়া।

সমুপাশ্রিত্য শৈলাভং তব বীর্য্যমমানুষম্ ॥ ৩৬ ॥

এবমেষা মহাভাগা[২] পুনর্ম্মর্ত্ত্যেঽভ্যজায়ত[৩]।

ক্ষেত্রে হলমুখোৎকৃষ্টে বেদীসংস্থানসংস্থিতে ॥ ৩৭ ॥

৩৫। লো-টী। প্রসূতা লাঙ্গলদ্বারেণ জাতা।

৩৬। লো-টী। তব বীর্য্যং বলং শৈলাভং শৈলবৎ দুরবগাহং সমুপাশ্রিত্য অনয়ৈব পূর্ব্বক্রোধহতঃ।

৩৭। লো-টী। বেদীসংস্থানং বেদীরচনা, তেন রূপেণ সংস্থিতে।

ইহা শ্রবণ করিয়া সেই রাক্ষস রাবণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল; [তখন] সেই কন্যা তরঙ্গাভিঘাতে [জনকের] যজ্ঞোদ্যান সমীপে নিক্ষিপ্ত হইল ॥ ৩৪ ॥

সেই সতী বেদবতী জনকরাজের লাঙ্গলের ফালে আকৃষ্টা এবং [তৎকর্তৃক] উদ্ধৃতা হইয়া তদীয়া কন্যারূপে পুনরায় আবির্ভূতা হইয়াছেন। হে মহাবাহো, তিনিই আপনার ভার্য্যা, আপনি সনাতন বিষ্ণু ॥ ৩৫ ॥

আপনি যাহাকে বধ করিয়াছেন, সেই শত্রু রাবণকে এই সীতা ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার পর্ব্বতবৎ অনতিক্রমণীয় অমানুষিক সামর্থ্য আশ্রয় করত পূর্ব্বেই বধ করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

এইরূপে এই মহাভাগা সীতা লাঙ্গলাগ্রদ্বারা কর্ষিত বেদীনির্ম্মাণের জন্য নির্দ্ধারিত ক্ষেত্রে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

১। ছ 'বিভো'। ২। ছ 'মহারাজ'। ৩। ছ 'ব্যজায়ত'।

সৈষা বেদবতী নাম[1] পূর্ব্বমাসীৎ কৃতে যুগে।
সীতোৎপন্নেতি[2] সীতা সা মানবৈঃ পুনরুচ্যতে ॥ ৩৮ ॥
কৃতে যুগে তু নির্ব্বৃত্তে হ্যেতৎ পরপুরঞ্জয়।
ত্রেতাযুগমিদং[3] প্রাপ্য তব ভার্য্যা কৃতা চ সা ॥ ৩৯ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সীতোৎপত্তির্নাম
সপ্তদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭ ॥

৩৮। লো-টী। সীতয়া লাঙ্গলপদ্ধত্যা উৎপন্না।
৩৯। লো-টী। এতদ্ বৃত্তান্তং নির্ব্বৃত্তং জাতম্। ইয়ং সীতা, স রাবণঃ।

সীতোৎপত্তিঃ ॥ ১৭ ॥

পুরাকালে সত্যযুগে ইঁহারই নাম বেদবতী ছিল, পুনরায় লাঙ্গলপদ্ধতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া [এখন] ইঁহাকে লোকে সীতা বলে ॥ ৩৮ ॥

হে পরপুরঞ্জয়, এই ঘটনা সত্যযুগে ঘটিয়াছে, সত্যযুগ অতীত হইলে এই ত্রেতাযুগ লাভ করিয়া সেই বেদবতী আপনার ভার্য্যা হইয়াছেন ॥ ৩৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সীতোৎপত্তিনামক
১৭শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

১। ছ 'রাম'। ২। ছ 'সীতৈষা'। ৩। ছ 'হতশ্চ সঃ'।

(১৮) অষ্টাদশঃ সর্গঃ

প্রবিষ্টায়াং হুতাশং তু বেদবত্যাং স রাবণঃ।
পুষ্পকন্তু[১] তমারুহ্য পরিবভ্রাম[২] মেদিনীম্ ॥ ১ ॥
ততো মরুত্তং নৃপতিং যজন্তং সহ দৈবতৈঃ।
উশীরবীজমাসাদ্য শৈলমৈক্ষত রাবণঃ ॥ ২ ॥
সংবর্ত্তো নাম বিপ্রর্ষির্ব্বৃ[৩]হস্পতিকুলোদ্ভবঃ।
যাজয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞঃ সর্ব্বৈব্র্হ্মগুণৈর্যুতঃ ॥ ৩ ॥
দৃষ্ট্বা দেবাস্তু তদ্রক্ষো বরদানাৎ সুদুর্জ্জয়ম্।
তাং তাং যোনিং[৪] সমাবিষ্টাস্তস্য ধর্ষণ[৫]ভীরবঃ ॥ ৪ ॥
ইন্দ্রো ময়ূরঃ সংবৃত্তো ধর্ম্মরাজস্তু বায়সঃ।
কৃকলাসো ধনাধ্যক্ষো হংসো বৈ বরুণোঽভবৎ ॥ ৫ ॥

৩। গো টী। ব্রহ্মগুণৈর্ব্রাহ্মণগুণৈঃ।

বেদবতী অগ্নিতে প্রবেশ করিলে সেই রাবণ পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ১ ॥

রাবণ উশীরবীজনামক পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া দেবগণের সহিত নরপতি 'মরুত্ত'কে যজ্ঞ করিতে দেখিল ॥ ২ ॥

সমস্ত ব্রাহ্মণগুণযুক্ত ধর্ম্মজ্ঞ বৃহস্পতিকুলোৎপন্ন সংবর্ত্তনামক বিপ্রর্ষি পৌরোহিত্য করিতেছিলেন ॥ ৩ ॥

বরপ্রভাবে অতিশয় দুর্জ্জয় সেই রাক্ষসকে দেখিয়া তাহার অত্যাচারে ভীত হইয়া দেবগণ নানা যোনিতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪ ॥

ইন্দ্র ময়ূর হইলেন, ধর্ম্মরাজ কাক হইলেন, কুবের কৃকলাস হইলেন এবং বরুণ হংস হইলেন ॥ ৫ ॥

১। ছ '-কং তং স'। ২। ছ 'পরিচক্রাম'। ৩। ছ '-র্ষিঃ সাক্ষাদ্ ভ্রাতা বৃহস্পতেঃ'। ৪। ছ 'স্বাং যাং'। ৫। ছ 'দর্শন'।

অন্যযোনিগতেষ্বেবং সুরেষ্বরিনিসূদন।[১]
রাবণঃ প্রাবিশদ্ যজ্ঞং[২] সারমেয় ইবাশুচিঃ ॥ ৬ ॥
তঞ্চ রাজানমাসাদ্য[৩] রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
প্রাহ যুদ্ধং প্রযচ্ছেতি নির্জ্জিতোঽস্মীতি বা বদ ॥ ৭ ॥
ততো মরুত্তো নৃপতিঃ কো ভবানিত্যভাষত।
অবহাসং ততো মুক্ত্বা রক্ষো বচনমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥
সকুতূহলভাবেন[৪] প্রীতোঽস্মি তব পার্থিব।
ভ্রাতরং ধনদস্যেহ বেৎসি মাং যন্ন রাবণম্ ॥ ৯ ॥
কো হি নাম ত্রিলোকেষু[৫] যো ন জানাতি মে বলম্।
ধনদং যেন নির্জ্জিত্য বিমানমেতদাহৃতম্[৬] ॥ ১০ ॥

৯। লো-টী। ধনদস্য ভ্রাতরং মাং রাবণং ন বেৎসীত্যুচ্যতে তেন সুকুতূহলভাবেন অতি-কুতূহলতয়া।

হে শত্রুসূদন! এইরূপে দেবগণ অন্য [তির্য্যগ্] যোনিমধ্যে প্রবেশ করিলে রাবণ অশুচি কুক্কুরের ন্যায় যজ্ঞক্ষেত্রে প্রবেশ করিল ॥ ৬ ॥

রাক্ষসরাজ রাবণ সেই মরুত্ত নৃপতির সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে বলিল 'যুদ্ধ কর, অথবা বল—'পরাজিত হইয়াছি' ॥ ৭ ॥

তৎপরে রাজা মরুত্ত তাহাকে কহিলেন 'তুমি কে'? তখন রাবণ বিদ্রূপ করিয়া তাঁহাকে বলিল—রাজন্, কুবেরের ভ্রাতা আমি রাবণ, আমাকে যে হেতু আপনি জানেন না, সেই জন্য আপনার কৌতূহলে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥ ৮-৯ ॥

যে-আমি কুবেরকে পরাজিত করিয়া এই পুষ্পকরথ আহরণ করিয়াছি, সেই আমার বলের বিষয় অবগত নহে, ত্রিভুবনে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে ॥ ১০ ॥

১। ছ 'সুরেষু সুরসূদনঃ'। ২। ক 'যুদ্ধং'। ৩। ছ 'তং স্বরাজানং সমাসাদ্য'। ৪। ছ 'অকু-'। ৫। ছ 'স লোকেষু'। ৬। ছ '-মিদমা-'।

১
ততো মরুত্তো নৃপতী রাবণং প্রত্যুবাচ হ।
ধন্যঃ খলু ভবান্ যেন জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা রণে জিতঃ ॥ ১১ ॥
২
নাধর্ম্মসহিতং শ্লাঘ্যং ন চ লোকে বিগর্হিতম্।
ত্বং তু দৌরাত্ম্যতঃ কৃত্বা শ্লাঘসে ভ্রাতৃনির্জ্জয়ম্ ॥ ১২ ॥
৩
কিং ত্বং প্রাক্ কেবলো ধাত্রা নির্ম্মিতঃ ক্রূরকর্ম্মকৃৎ।
শ্রুতপূর্ব্বং হি ন ময়া যাদৃশং ভাষসে স্বয়ম্ ॥ ১৩ ॥
তিষ্ঠেদানীং ন মে জীবন্ প্রতিযাস্যসি দুর্ম্মতে।
অদ্য ত্বাং নিশিতৈর্ব্বাণৈঃ প্রেষয়ামি যমক্ষয়ম্ ॥ ১৪ ॥

১২। লো-টী। অধর্ম্মসহিতম্ অধর্ম্মজনকং জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজয়াদিকং কর্ম্ম শ্লাঘ্যং কস্যাপি শ্লাঘনীয়ং ন ভবতি, তথা লোকনিন্দিতং যদন্যৎ কর্ম্ম।

১৩। লো-টী। ক্রূরকর্ম্মকর্ত্তৃত্বেন নির্ম্মিতঃ।

তখন রাজা 'মরুত্ত' রাবণকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন, তুমি যুদ্ধে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরাজিত করিয়াছ, অতএব তুমিই ধন্য! ॥ ১১ ॥

অধর্ম্মজনক এবং লোকনিন্দিত কার্য্য প্রশংসনীয় নহে, তুমি দুরাত্মা, সেই জন্য ভ্রাতাকে পরাভূত করিয়া শ্লাঘা প্রকাশ করিতেছ ॥ ১২ ॥

বিধাতা কি কেবল তোমাকেই নিষ্ঠুর-কর্ম্মকারী করিয়া পূর্ব্বে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তুমি নিজমুখে যেরূপ বলিতেছ, এরূপ কথা আমি পূর্ব্বে শ্রবণ করি নাই ॥ ১৩ ॥

রে দুর্ম্মতে, তুই থাম, তুই আমার নিকট হইতে জীবিত অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবি না, আজ তোকে তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করিব ॥ ১৪ ॥

১। ছ 'প্রত্যভাষত'। ২। ছ 'ন বা লোকবিগ-'। ৩। ছ '-লং'।

ইত্যুক্ত্বা ধনুরাদায় শায়কাংশ্চ স পার্থিবঃ।
নির্জ্জগাম ততস্তস্য সংবর্ত্তো মার্গমাবৃণোৎ ॥ ১৫ ॥

সোঽব্রবীৎ স্নেহসংক্লিষ্টস্তং[1] মরুত্তং মহানৃষিঃ।
শ্রোতব্যং যদি মদ্বাক্যং[2] সংপ্রহারো ন তে ক্ষমঃ ॥ ১৬ ॥

মাহেশ্বরো হি যজ্ঞোঽয়মসমাপ্তঃ কুলং দহেৎ।
দীক্ষিতস্য কুতো যুদ্ধং ক্রূরত্বং দীক্ষিতে কুতঃ।
সংশয়শ্চ[3] রণে নিত্যং[4] রাক্ষসশ্চৈষ[5] দুর্জ্জয়ঃ ॥ ১৭ ॥

স নিবৃত্তো গুরোর্ব্বাক্যান্মরুত্তঃ[6] পৃথিবীপতিঃ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং স্বস্থো মখমুখঃ[7] স্থিতঃ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। তস্য মরুত্তস্য। স সংবর্ত্তঃ।
১৬। লো-টী। স্নেহসংশ্লিষ্টং স্নেহযুক্তং যথা ভবতি।
১৮। লো-টী। মখমুখে মখারম্ভে।

এই কথা বলিয়া সেই রাজা 'মরুত্ত' ধনুক এবং শরসমূহ গ্রহণ করত নির্গত হইলেন, তখন সংবর্ত্ত তাঁহার পথ রোধ করিলেন ॥ ১৫ ॥

সেই মহর্ষি সংবর্ত্ত স্নেহপ্রবণ হইয়া সেই মরুত্তকে বলিলেন, যদি আমার কথা শ্রবণ কর, তবে তোমার যুদ্ধ করা উচিত নয় ॥ ১৬ ॥

এই মহেশ্বরদৈবত যজ্ঞ যদি সমাপ্ত না হয়, তবে কুল দগ্ধ করে, [যজ্ঞে] দীক্ষিত ব্যক্তির যুদ্ধ করা চলে না, দীক্ষিত হইলে নৃশংসতা করা উচিত নয়; যুদ্ধে জয়-পরাজয় অনিশ্চিত এবং এই রাক্ষসকে জয় করাও কষ্টকর ॥ ১৭ ॥

গুরুর কথায় সেই ভূপতি মরুত্ত নিবৃত্ত হইয়া বাণ ও কার্ম্মুক পরিত্যাগ করত যজ্ঞাভিমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

১। ছ '-সংশ্লিষ্টং তং'। ২। 'মে বাক্যং'। ৩। ছ 'বিজয়শ্চ'। ৪। ছ '-হ্যনিত্যো'। ৫। ছ 'শ্চৈব'। ৬। ছ '-ক্যাদ্দীক্ষিতঃ'। ৭। ছ '-মুখে'।

ততস্তং নির্জ্জিতং মত্বা[১] ঘোষয়ামাস বৈ শুকঃ।
রাবণো জয়তাত্যেবং হর্ষগদ্গদয়া গিরা ॥ ১৯ ॥
স[২] ভক্ষয়িত্বা তত্রস্থান্ ব্রহ্মর্ষীন্ যজ্ঞসংস্থিতান্[৩]।
বিতৃষ্ণো[৪] রুধিরৈস্তেষাং পুনঃ সংপ্রযযৌ মহীম্[৫] ॥ ২০ ॥
জিতকাশিনো নিবৃত্তস্য রাবণস্যাথ তে সুরাঃ।
পুনঃ স্বাং যোনিমাস্থায় তানি সত্ত্বানি তেঽব্রুবন্ ॥ ২১ ॥
হর্ষাদথাব্রবীদিন্দ্রো ময়ূরং নীলবর্হিণম্।
প্রীতোঽস্মি তব ধর্ম্মজ্ঞ ভুজঙ্গারে বিহঙ্গম ॥ ২২ ॥
মম নেত্রসহস্রং যৎ তত্তে বর্হে ভবিষ্যতি।
ময়ি বর্ষতি[৬] হর্ষং চ পরং ত্বমুপযাস্যসি।
এবমিন্দ্রো[৭] বরং প্রাদান্ময়ূরস্য সুরেশ্বরঃ ॥ ২৩ ॥

২০। লো-টী। বিতৃষ্ণো বিগততৃষ্ণাঃ।
২১। লো-টী। জিতকাশিনো জিতাহবস্য।
২২। লো-টী। নীলং বর্হং পুচ্ছমস্যাস্তীতি তথা। নীলাঃ কৃষ্ণাঃ বর্হাঃ পুচ্ছানি পত্রাণি বা। 'বর্হং পুচ্ছে দলেঽস্ত্রিয়া'মিতি কোষঃ।

তারপর [রাবণের মন্ত্রী] শুক তাঁহাকে পরাজিত স্থির করিয়া হর্ষগদ্গদ বাক্যে 'রাবণের জয়' এইরূপ ঘোষণা করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥
রাবণ যজ্ঞে দীক্ষিত তত্রত্য ব্রহ্মর্ষিদিগকে ভক্ষণ করিয়া তাঁহাদের রক্তে তৃষ্ণা নিবারণ করত পুনরায় ভূমণ্ডলে যাত্রা করিল ॥ ২০ ॥
অনন্তর জয়োদ্ধত রাবণ নিবৃত্ত হইলে সেই দেবগণ পুনরায় স্ব স্ব যোনিতে প্রবিষ্ট হইয়া সেই সেই প্রাণীদিগকে [বরদানার্থে নানা কথা] বলিতে লাগিলেন ॥২১॥
ইন্দ্র আহ্লাদবশতঃ নীলপুচ্ছ ময়ূরকে বলিলেন, হে সর্পশত্রো ধার্ম্মিক বিহঙ্গ, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥ ২২ ॥
আমার এই যে নয়ন-সহস্র, ইহা তোমার পুচ্ছে শোভা পাইবে এবং আমি

১। ছ 'জ্ঞাত্বা'। ২। ছ 'তে'। ৩। ছ '-সঙ্গতান্'। ৪। ছ 'বিতৃপ্তা'। ৫। ছ '-মূর্দ্ধহীম্'। ৬। ছ 'বর্ষং বিসৃজতি পরং হর্ষমুপৈষ্যসি'। ৭। ছ ইদমর্দ্ধং নাস্তি।

নীলাঃ কিল পুরা বর্হা ময়ূরাণাং নরাধিপ।
সুরাধিপাদ্বরং[১] প্রাপ্য গতাঃ সর্ব্বে বিচিত্রতাম্ ॥ ২৪ ॥
বরুণস্ত্বব্রবীদ্ধংসং গঙ্গাতোয়বিচারিণম্[২]।
শ্রূয়তাং মে প্রসন্নস্য বচঃ পত্ররথেশ্বর ॥ ২৫ ॥
বর্ণো মনোহরঃ সৌম্যশ্চন্দ্রমণ্ডলনির্ম্মলঃ[৩]।
ভবিষ্যতি তবোদগ্রঃ শুক্লফেনসমপ্রভঃ ॥ ২৬ ॥
মচ্ছরীরং সমাসাদ্য জলং জলচরেশ্বর।
লপ্স্যসে চাতুলাং প্রীতিমেতত্ত্বে প্রীতিলক্ষণম্ ॥ ২৭ ॥
হংসানাং হি পুরা রাজন্ ন বর্ণঃ সর্ব্বপাণ্ডুরঃ[৪]।
পক্ষা[৫] নীলাগ্রসংবীতাঃ ক্রোড়পৃষ্ঠং চ পাণ্ডুরম্ ॥ ২৮ ॥

২৬। লো-টী। উদগ্রঃ অতীব শুক্লঃ।
২৭। লো-টী। মচ্ছরীরং জলরূপম্। এতৎ মচ্ছরীরস্থ জলস্থ সমাসাদনম্।
২৮। লো-টী। নীলাগ্রং কৃষ্ণাগ্রং তেন সংবীতা ব্যাপ্তাঃ।

বারিবর্ষণ করিতে লাগিলে তুমি অতিশয় আনন্দ লাভ করিবে। দেবরাজ ইন্দ্র ময়ূরকে এইরূপ বর প্রদান করিলেন ॥ ২৩ ॥

হে নরপতে, পূর্ব্বে ময়ূরগণের পুচ্ছ নীলবর্ণ ছিল, পরে দেবরাজের নিকট হইতে বরলাভ করিয়া সকলে বিচিত্রতা ধারণ করিল ॥ ২৪ ॥

বরুণদেব গঙ্গাজলে বিচরণকারী হংসকে বলিলেন, হে বিহঙ্গরাজ, [তোমার প্রতি] প্রসন্নচিত্ত আমার কথা শ্রবণ কর ॥ ২৫ ॥

তোমার চন্দ্রমণ্ডলতুল্য নির্ম্মল, শুভ্র-ফেনসমকান্তি, অত্যুজ্জ্বল মনোহর বর্ণ হইবে ॥ ২৬ ॥

হে জলচরেশ্বর, তুমি আমার জলরূপ শরীরে বিচরণ করিয়া অতুল প্রীতি লাভ করিবে, ইহাই তোমার প্রতি আমার প্রীতির চিহ্ন ॥ ২৭ ॥

রাজন্, পূর্ব্বে হংসগণের বর্ণ সর্ব্বাংশে শ্বেত ছিল না, পক্ষসমূহের অগ্রভাগ

১। ছ '-পাদ্বরং'। ২। ছ '-বিহারিণম্'। ৩। ছ '-ম্য চন্দ্র-'। ৪। ছ 'বর্ণঃ সর্ব্বত্র পাণ্ডরঃ'। ৫। ছ 'পক্ষৌ নীলাগ্রসংবীতৌ ক্রোড়ঃ পৃষ্ঠঞ্চ পাণ্ডরম্'।

অথাব্রবীদ্বৈশ্রবণঃ কৃকলাসং গিরৌ স্থিতম্।

হৈরণ্যং সংপ্রযচ্ছামি বর্ণং প্রীতস্তবাপ্যহম্ ॥ ২৯ ॥

সদ্রব্যং চ শিরো নিত্যং ভবিষ্যতি তবাক্ষয়ম্।

এষ চাঞ্জনকো বর্ণস্তবেহ ন ভবিষ্যতি।

রূপমন্যৎ[১] প্রযচ্ছামি তপ্তচামীকরপ্রভম্ ॥ ৩০ ॥

যমস্ত্বথাব্রবীদ্রাম প্রাগ্বংশে বায়সং স্থিতম্।

পক্ষিংস্তবাস্মি[২] সুপ্রীতঃ প্রীতস্য শৃণু মে বচঃ ॥ ৩১ ॥

মৃত্যুতো[৩] বৈ ভয়ং নাস্তি মত্তস্তব বিহঙ্গম।

যাবত্ত্বাং ন হনিষ্যন্তি পরে তাবদ্ভবিষ্যসে[৪] ॥ ৩২ ॥

৩০। লো-টী। দ্রব্যমৌষধং তৎসহিতং শিরঃ অক্ষয়ং বহুকালস্থায়ি। 'দ্রব্যং গুণাশ্রয়ে ভব্যে দ্রুবিকারে ধনৌষধে' ইতি কোষঃ। অঞ্জনকো বর্ণঃ কৃষ্ণবর্ণঃ।

৩১। লো-টী। প্রাগ্বংশে হবির্গেহস্য পূর্ব্বভাগে।

৩২। লো-টী। মত্তো মম মৃত্যুতো মদধীনমৃত্যুতঃ মৃত্যুরূপাৎ মত্তো বা। পরে অন্যে ভবিষ্যসি জীবিষ্যসি।

কৃষ্ণবর্ণ এবং ক্রোড়দেশ ও পৃষ্ঠদেশ শ্বেতবর্ণ ছিল ॥ ২৮ ॥

অনন্তর বৈশ্রবণ পর্ব্বতস্থিত কৃকলাসকে বলিলেন, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়া তোমাকে সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ প্রদান করিতেছি ॥ ২৯ ॥

তোমার মস্তক চিরদিন ঔষধবিশিষ্ট এবং অক্ষয় হইবে, তোমার এইরূপ কৃষ্ণ বর্ণ আর থাকিবে না, তোমাকে তপ্তসুবর্ণের প্রভার ন্যায় অন্যবিধ রূপ প্রদান করিতেছি ॥ ৩০ ॥

হে রামচন্দ্র, যম হবির্গৃহের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত বায়সকে বলিলেন, হে পক্ষিন্, তোমার প্রতি আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমার কথা শ্রবণ কর; হে বিহঙ্গম, মৃত্যুরূপী আমা হইতে তোমার ভয় নাই, অন্যে তোমাকে যে পর্য্যন্ত বধ না করিবে, সে পর্য্যন্ত তুমি জীবিত থাকিবে ॥ ৩১-৩২ ॥

১। ছ ইদমৰ্দ্ধং নাস্তি'। ২। ছ '-ক্ষিস্তবাস্মি'। ৩। ক '-তন্তে'। ৪। ছ 'তাবন্নিবৎস্যসি'।

যথান্যে বিবিধৈ রোগৈঃ পীড্যন্তে প্রাণিনস্তথা।
ন ত্বামভিভবিষ্যন্তি ময়ি প্রীতে তু বায়স ॥ ৩৩ ॥
যশ্চ মদ্বিষয়স্থানাং মানবো নির্ব্বপিষ্যতি।
ত্বয়ি ভুক্তে তু তৃপ্তাস্তে ভবিষ্যন্ত্যন্যলোকগাঃ ॥ ৩৪ ॥
এবং দত্ত্বা[1] বরাংস্তেষাং তস্মিন্ যজ্ঞোত্তমে সুরাঃ।
নির্ব্বৃত্তে যজ্ঞসময়ে পুনঃ স্বভবনং গতাঃ ॥ ৩৫ ।

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মরুত্তসমাগমো নাম
অষ্টাদশঃ সর্গঃ ॥ ১৮ ॥

৩৩। গো-টী। অভিভবিষ্যন্তি রোগা ইত্যর্থঃ।
৩৪। গো-টী। নির্বপিষ্যতি শ্রাদ্ধং করিষ্যতি।
মরুত্তসমাগমঃ ॥ ১৮ ॥

হে বায়স, অন্য প্রাণিগণ যেরূপ বিবিধ রোগে পীড়িত হয়, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকায় রোগ তোমাকে সেইরূপ অভিভূত করিতে পারিবে না ॥ ৩৩ ॥

মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে লোকে যে শ্রাদ্ধ করিবে, তুমি ভোজন করিলে সেই লোকান্তরগত মানবগণ তৃপ্তি লাভ করিবে ॥ ৩৪ ॥

দেবগণ সেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে তাহাদিগকে এইরূপ বরপ্রদান করিয়া যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পুনরায় স্ব-গৃহে গমন করিলেন ॥ ৩৫ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মরুত্তসমাগম নামক
১৮শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

১। চ 'দত্ত্বা বরং তেষাং'।

(১৯)একোনবিংশঃ সর্গঃ

অথ জিত্বা [১]মরুত্তং স প্রযযৌ রাক্ষসাধিপঃ ।
[২]নরোত্তমান্ পরাংস্তাংস্তান্ যুদ্ধকাঙ্ক্ষী দুরাত্মবান্ ॥ ১ ॥
স সমাসাদ্য নৃপতীন্ মহেন্দ্রবরুণোপমান্ ।
অব্রবীদ্রাক্ষসঃ ক্রূরো যুদ্ধং মে দীয়তামিতি ॥ ২ ॥
জিতাঃ স্ম ইতি বা ব্রূত মত্বৈতন্মম নিশ্চয়ম্ ।
[৩]অন্যথা কুর্ব্বতাং বস্তু নাস্তি [৪]মোক্ষোঽদ্য জীবতাম্ ॥ ৩ ॥
ততঃ সুবহবঃ প্রাজ্ঞাঃ পার্থিবা [৫]ধর্ম্মবিষ্ঠিতাঃ ।
জিতাঃ স্ম ইত্যভাষন্ত জ্ঞাত্বা [৬]পরং বলং রিপোঃ ॥ ৪ ॥

---

১ । লো-টী । দুরাত্মবান্ দুষ্টবুদ্ধিঃ ।
৩ । লো-টী । এতং নিশ্চয়ং মত্বা জ্ঞাত্বা ।
৪ । লো-টী । পরংবলম্ উত্তমং বলম্ ।

অনন্তর যুদ্ধাভিলাষী দুষ্টাত্মা সেই রাক্ষসরাজ রাবণ মরুত্তকে জয় করিয়া প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ নৃপতিদিগের নিকট গমন করিল ॥ ১ ॥

সেই নিষ্ঠুর রাক্ষস রাবণ ইন্দ্র এবং বরুণসদৃশ নৃপতিদিগের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, আমাকে যুদ্ধ দাও, অথবা আমার এই অধ্যবসায় অবগত হইয়া 'পরাজিত হইলাম'এই কথা স্বীকার কর, ইহার অন্যথা করিলে তোমাদের অদ্য জীবন থাকিতে (অর্থাৎ না মরিয়া) নিষ্কৃতি নাই ॥ ২-৩ ॥

তখন বহু ধার্ম্মিক বিচক্ষণ নৃপতি শত্রুর অত্যধিক বলের বিষয় অবগত হইয়া 'পরাজিত হইলাম' এই কথা বলিলেন ॥ ৪ ॥

১ । ছ '-ত্তন্ত' । ২ । ছ 'নরেন্দ্রানপরাংস্তাং-' । ৩ । 'অথবা' । ৪ । ক '-বিত্তাৎ' । ৫ । ছ '-নিষ্ঠয়াঃ' ।
৬ । ছ 'তস্থু' ।

দুষ্মন্তঃ সুরথো গাধির্গয়ো রাজা পুরূরবাঃ[১]।
এতে সর্ব্বেঽব্রুবন্ রাজন্ জিতাঃ স্ম ইতি রাবণম্ ॥ ৫ ॥
অথাযোধ্যাং সমাসাদ্য রাবণো রক্ষসাধিপঃ।
সুগুপ্তামনরণ্যেন শক্রেণেবামরাবতীম্ ॥ ৬ ॥
তমুবাচ স রাজানং যুদ্ধং মে সংপ্রদীয়তাম্।
নির্জ্জিতোঽস্মীতি বা ব্রূহি মম হ্যেষ বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৭ ॥
অনরণ্যস্তু সংক্রুদ্ধো রাক্ষসেন্দ্রমথাব্রবীৎ।
[২]দীয়তাং দ্বন্দ্বযুদ্ধং মে রাক্ষসাধিপতে ত্বয়া ॥ ৮ ॥
অথ পূর্ব্বং শ্রুতার্থেন সজ্জিতং[৩] সুমহদ্বলম্।
নিশ্চক্রাম নরেন্দ্রশ্চ[৪] রাক্ষসেন্দ্রবধে[৫] দ্রুতম্ ॥ ৯ ॥

৯। লো-টী। শ্রুতো দিগ্বিজয়লক্ষণোঽর্থো যেন তেনানরণ্যেন সজ্জিতং সুযোজিতং 'সংহিত'মিতি পাঠে স এবার্থঃ।

রাজন্, দুষ্মন্ত, সুরথ, গাধি, গয় এবং রাজা পুরূরবাঃ, ইঁহারা সকলেই 'পরাজিত হইলাম' এই কথা রাবণকে বলিলেন ॥ ৫ ॥

রাক্ষসাধিপতি রাবণ ইন্দ্রপালিতা অমরাবতীর ন্যায় অনরণ্য কর্ত্তৃক সুরক্ষিত অযোধ্যা নগরীতে উপস্থিত হইয়া সেই রাজা অনরণ্যকে বলিল যে, "আমার সহিত যুদ্ধ কর অথবা 'পরাজিত হইলাম' এই কথা স্বীকার কর, আমার ইহাই সিদ্ধান্ত" ॥ ৬-৭ ॥

তখন অনরণ্য ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে বলিলেন, হে রাক্ষসাধিপতে, তুমি আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ॥ ৮ ॥

অনরণ্য পূর্ব্বেই রাবণের দিগ্বিজয়-যাত্রার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিপুল সৈন্য সজ্জিত করিয়াছিলেন, [এক্ষণে] তিনি রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করিবার জন্য দ্রুত বহির্গত হইলেন ॥ ৯ ॥

১। ছ অতঃ পরং 'হরিশ্চন্দ্রোঽথ যোগ্রশ্চ শশবিন্দুশ্চ পার্থিবঃ' ইত্যধিকম্। ২। ছ 'দীয়তাং দ্বন্দ্বযুদ্ধে'। ৩। ক 'নিশ্চিতং'। ৪। ছ '-ন্দ্রঃ স'। ৫। ছ '-বধোদ্যতঃ'।

নাগানাং বহুসাহস্রং বাজিনামযুতান্বিতম্ ।
মহীং সংছাদ্য নির্যাতং সপদাতিরথং ক্ষণাৎ ॥ ১০ ॥
ততঃ প্রবৃত্তং সুমহদ্ যুদ্ধং যুদ্ধবিশারদ ।
অনরণ্যনরেন্দ্রস্য রাক্ষসেন্দ্রস্য চাদ্ভুতম্ ॥ ১১ ॥
তদ্রাবণবলং প্রাপ্য বলং তস্য মহীপতেঃ ।
প্রাণশ্যত[১] তদা রাজন্ হব্যং হুতমিবানলে[২] ॥ ১২ ॥
স নশ্যদথ সংপ্রেক্ষ্য নরেন্দ্রস্তদ্বলং মহৎ ।
মহার্ণবং সমাসাদ্য সলিলং সরিতামিব ॥ ১৩ ॥
অনরণ্যেন তেঽমাত্যা মারীচ[৩]শুকসারণাঃ ।
প্রহস্ত[৪]সহিতা ভগ্না বিদ্রবন্তি[৫] মৃগা ইব ॥ ১৪ ॥

[লো-টী ।] আততং বিস্তৃতং বহুকালং যথা তথা ।
১৩ । লো-টী । নশ্যদদর্শনং প্রাপ্নুবৎ সরিতাং [নদ-] নদীনাং সলিলং যথা নশ্যতি তথা ।

বহু-সহস্র গজারোহী এবং দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য পদাতিক এবং রথের সহিত পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়া তৎক্ষণাৎ [যুদ্ধার্থ] নির্গত হইল ॥ ১০ ॥

হে যুদ্ধবিশারদ, পরে নরপতি অনরণ্যের ও রাক্ষসরাজ রাবণের ঘোরতর অদ্ভুত যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ১১ ॥

রাজন্, সেই মহীপতি অনরণ্যের সেনা রাবণের সেনার সহিত মিলিত হইয়া অগ্নিতে হুত হবির ন্যায় সংহারপ্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ১২ ॥

নৃপতি অনরণ্য দেখিলেন, নদীর জল যেরূপ মহাসমুদ্রে পতিত হইয়া লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তাঁহার বিপুল বাহিনী [রাক্ষসসৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া] ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে ॥ ১৩ ॥

রাবণের মন্ত্রী মারীচ, শুক, সারণ এবং প্রহস্ত অনরণ্যের নিকট পরাজিত হইয়া মৃগযূথের ন্যায় পলায়ন করিল ॥ ১৪ ॥

১ । ছ 'সর্ব্বং' । ২ । ছ 'হুতাহুতিরিবানলম্' । ৩ । ছ 'প্রহস্ত-' । ৪ । ছ 'মারীচ-' । ৫ । ছ 'ব্যদ্রবন্ত' ।

ততঃ শক্রধনুঃপ্রখ্যং ধনুর্ব্বিস্ফারয়ন্ স্বয়ম্।
আসসাদ নরেন্দ্রস্তং রাক্ষসেন্দ্রং মহাবলম্ ॥ ১৫ ॥
তস্য বাণময়ং বর্ষং পাতয়ামাস মূর্দ্ধনি।
তদা রাক্ষসরাজস্য সোঽনরণ্যো[১] নরাধিপঃ ॥ ১৬ ॥
ততো বাণাভিপাতাস্তে[২] নাকুর্ব্বন্ রাক্ষসং[৩] ক্ষতম্।
বারিধারা ইবাভ্রেভ্যঃ পতন্ত্যো নগমূর্দ্ধনি ॥ ১৭ ॥
রাক্ষসেন্দ্রেণ সহসা ক্রুদ্ধেন বসুধাধিপঃ।
তলেনাভিহতো মূর্দ্ধ্নি স পপাত রথাৎ স্বকাৎ ॥ ১৮ ॥
স রাজা পতিতো ভূমৌ বিহ্বলাঙ্গঃ প্রবেপিতঃ।
বজ্রবেগাহত ইব শালবৃক্ষো মহাবনে ॥ ১৯ ॥

১৭। লো-টী। 'বাণাভিঘাতা' ইতি পাঠঃ। 'বাণাভিপাতা' ইতি বা পাঠঃ।

পরে নরপতি অনরণ্য ইন্দ্রধনুতুল্য একটী ধনুক বিস্ফারণ করত নিজেই মহাবলশালী রাবণের সমীপস্থ হইলেন ॥ ১৫ ॥

তার পর নরপতি অনরণ্য রাক্ষসরাজ রাবণের মস্তকে বাণ-বৃষ্টি পাতিত করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

মেঘ হইতে পর্ব্বতশিখরে পতিত জলধারা যেরূপ পর্ব্বতের কোন ক্ষতি করিতে পারে না, সেইরূপ সেই বাণবর্ষণও রাক্ষসের [কোন স্থানেই] ক্ষত সৃষ্টি করিল না ॥ ১৭ ॥

পরে রাক্ষসরাজ রাবণ সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া মহীপতি অনরণ্যের মস্তকে চপেটাঘাত করিলে অনরণ্য স্বীয় রথ হইতে পড়িয়া গেলেন ॥ ১৮ ॥

সেই নরপতি অনরণ্য অবশাঙ্গ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মহারণ্যে বজ্রাহত শালবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১৯ ॥

১। ছ 'অনরণ্যো'। ২। ছ 'বাণাবপাতাস্তে'। ৩। ছ 'রক্ষসঃ'।

তং প্রহস্যাব্রবীদ্রক্ষো হ্যনরণ্যং মহীপতিম্ ।

কিমিদানীং ত্বয়া প্রাপ্তং ময়া সহ যুযুৎসতা ॥ ২০ ॥

ত্রৈলোক্যে নাস্তি মে দ্বন্দ্বং প্রতিতিষ্ঠেত কোঽপি যঃ ।

শঙ্কে প্রমত্তো ভোগেষু ন বিজানাসি মে বলম্ ॥ ২১ ॥

তস্যৈবং ব্রুবতো রাজা মন্দাসুর্ব্বাক্যমব্রবীৎ ।[১]

সুরারে গর্ব্বিতোঽসি ত্বং মাং নিহত্য বিকত্থসে ॥ ২২ ॥

নহ্যেবং ভাষতে শূরো দৌষ্কুলেয়োঽসি রাক্ষস ।

কিন্নু[২] শক্যং ময়া কর্ত্তুং যৎ কালো দুরতিক্রমঃ ॥ ২৩ ॥

২১। লো-টী। ত্রৈলোক্যে কোঽপি কশ্চনাপি নাস্তি যো মে ময়া সহ দ্বন্দ্বং যুদ্ধং প্রতিতিষ্ঠেত।

২২। লো-টী। মন্দাযুরল্পায়ুঃ 'মন্দাসু'রিতি পাঠে মন্দাঃ স্পন্দরহিতাঃ অসবঃ প্রাণা যস্য সঃ।

২৩। লো-টী। দুরতিক্রমঃ অনতিক্রমণীয়ঃ।

রাক্ষসরাজ রাবণ উপহাস করিয়া মহীপতি অনরণ্যকে বলিল যে, তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া এক্ষণে কি [ফল] লাভ করিলে ? ॥ ২০ ॥

ত্রিভুবনে এমন কেহই নাই, যে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ; আমার মনে হয়, তুমি ভোগাসক্ত হইয়া আমার বলের বিষয় অবগত হও নাই ॥ ২১ ॥

রাবণ এইরূপ বলিলে মৃতপ্রায় রাজা অনরণ্য তাহাকে বলিলেন, হে দেবশত্রো রাক্ষস, তুমি গর্ব্বিত হইয়াছ এবং আমাকে নিহত করিয়া আত্মশ্লাঘা করিতেছ ॥ ২২ ॥

হে রাক্ষস, তুমি নীচকুলে জন্মিয়াছ, [প্রকৃত] বীরব্যক্তি কখনও এরূপ আত্মশ্লাঘা করে না ; কালকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য, অতএব আমি কি করিতে পারি ? ॥ ২৩ ॥

১। ক 'মন্দাংশু-'। ২। ছ 'কিন্তু'।

নাহং[১] বিনির্জ্জিতো রক্ষস্ত্বয়েহাত্মাভিমানিনা।
কালেনৈব বিপন্নোঽস্মি হেতুভূতো হি মে ভবান্ ॥ ২৪ ॥
কিন্ত্বিদানীং ময়া শক্যং কর্ত্তুং[২] প্রাণপরিক্ষয়ে।
বাচা ত্বাং সংপ্রবক্ষ্যামি ইক্ষ্বাকুপরিভাবিনম্ ॥ ২৫ ॥
কালপাশস্য হি যথা মধ্যে তিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
এবং বাক্যান্তরে শপ্তুং মম তিষ্ঠসি রাবণ[৩] ॥ ২৬ ॥
যদি দত্তং যদি হুতং যদি মে সুকৃতং কৃতম্।
যদি গুপ্তাঃ প্রজাঃ সম্যক্[৪] তথা সত্যং বচোঽস্তু মে ॥ ২৭ ॥
উৎপৎস্যতে কুলেঽস্মাকমিক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্।
রাজা পরমতেজস্বী স তে প্রাণান্ হরিষ্যতি ॥ ২৮ ॥

২৪। লো-টী। আত্মাভিমানিনা আত্মনঃ শূরত্বেনাভিমানবতা।

২৫। লো টী। প্রাণপরিক্ষয়ে বলক্ষয়ে। ইক্ষ্বাকুপরিভাবিনম্ ইক্ষ্বাকুকুলপরিভব-কর্ত্তারম্।

হে রাক্ষস, আত্মশ্লাঘাকারী তুমি আমাকে পরাজিত কর নাই, কালই আমাকে এইরূপ বিপদে ফেলিয়াছে, তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র ॥ ২৪ ॥

কিন্তু এখন এই মৃত্যুসময়ে আমি আর কি করিতে পারি? [কেবল] ইক্ষ্বাকুকুলের পরিভবকারী তোমাকে বাক্যদ্বারা অভিশাপ দিব ॥ ২৫ ॥

হে রাবণ, মানবগণ যেরূপ কালপাশমধ্যে অবস্থান করে, তুমিও সেইরূপ অভিশাপ প্রদানোদ্যত আমার বাক্যমধ্যে (অর্থাৎ অভিশাপের বিষয়রূপে) অবস্থান করিতেছ ॥ ২৬ ॥

আমি যদি দান, হোম বা সৎকার্য্য করিয়া থাকি, অথবা প্রজাগণকে সম্যক্ রূপে পালন করিয়া থাকি, তবে আমার [এই] বাক্য সত্য হউক— ॥ ২৭ ॥

আমাদের এই মহাত্মা ইক্ষ্বাকুদিগের কুলে অতিশয় তেজস্বী রাজা জন্ম গ্রহণ করিবেন এবং তিনিই তোমার প্রাণ সংহার করিবেন ॥ ২৮ ॥

১। ছ 'অহং'। ২। ছ 'কর্ত্তুং'। ৩। ছ 'রাক্ষস'। ৪। ছ 'সম্যক্'।

ততো জলধরোদগ্র[1]স্তাড়িতো দেবদুন্দুভিঃ।
তস্মিন্নুদাহৃতে শাপে পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত হ ॥ ২৯ ॥
এবং দত্ত্বা তু শাপং স পঞ্চত্বমগমন্নৃপঃ।
স্বর্গতে তু নৃপে রাম রাক্ষসঃ সংন্যবর্ত্তত[2] ॥ ৩০ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অনরণ্যবধো নাম
একোনবিংশঃ সর্গঃ ॥ ১৯ ॥

[লো-টী।] হত্বা রাজানমিতি শেষঃ।

অনরণ্যবধঃ ॥ ১৯

সেই শাপ প্রদত্ত হইলে মেঘের ন্যায় গম্ভীর দেবদুন্দুভি বাজিতে লাগিল এবং [আকাশ হইতে] পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল ॥ ২৯ ॥

সেই নৃপতি অনরণ্য এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। হে রাম, রাজা অনরণ্য স্বর্গগত হইলে রাক্ষস রাবণ প্রত্যাবৃত্ত হইল ॥ ৩০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অনরণ্যবধ-নামক
১৯শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

১। ছ '-গ্রা তাড়িতা'। ২। ছ অতঃ পরং 'ততঃ স রাজা রজনীচরাহতস্ত্রিবিষ্টপং প্রাপ্য মুমোদ সানুগঃ। যযৌ স হত্বা রজনীচরস্তদা বিমানমারুহ্য পুনর্যুযুৎসয়া'। ইত্যধিকম্।

(২০) বিংশঃ সর্গঃ

ততো রামো মহাতেজাঃ শ্রুত্বেদং পরবীরহা।
উবাচ প্রহসন্ বাক্যমগস্ত্যমৃষিসত্তমম্ ॥ ১ ॥
ভগবন্ কিং তদা লোকাঃ শূন্যা আসন্ দ্বিজোত্তম।
ধর্ষণাং যত্র ন প্রাপ্তো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥ ২ ॥
উতাহো হীনবীর্য্যাস্তে বভূবুঃ পৃথিবীক্ষিতঃ।
বহিষ্কৃতা[১] বাস্ত্রবরৈর্যেঽবোচন্ নির্জ্জিতা ইতি ॥ ৩ ॥
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা অগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ।
উবাচ[২] রামং প্রহসন্ পিতামহ ইবেশ্বরম্ ॥ ৪ ॥
শৃণু রাঘব ভদ্রন্তে যত্রাসৌ[৩] রাক্ষসেশ্বরঃ।
ধর্ষণামভিসংপ্রাপ্তো যথা প্রাকৃতপুরুষঃ ॥ ৫ ॥

২। লো টী। শূন্যাঃ বীরজনশূন্যাঃ। ধর্ষণাং পরাভবম্।
৩। লো-টী। উতাহো অথবা, অস্ত্রবরৈরস্ত্রশ্রেষ্ঠৈঃ। 'বলৈর্বহিষ্কৃতাস্তে বা যৈরুক্তং নির্জিতা ইতি' ইতি বা পাঠঃ।
৪। লো-টী। ঈশ্বরং শ্রীনারায়ণম্।

তৎপরে শত্রুনিহন্তা মহাতেজস্বী রামচন্দ্র ইহা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে এই কথা বলিলেন ॥ ১ ॥

হে ভগবন্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তখন কি সমগ্র জগৎ বীরশূন্য ছিল, যেখানে রাক্ষসরাজ রাবণ পরাভূত হইল না ॥ ২ ॥

অথবা সেই নরপতিগণ হীনবীর্য্য ছিলেন, কিংবা বীর্য্য থাকিলেও দিব্যাস্ত্র প্রভাবে বিতাড়িত হইয়া 'পরাজিত হইলাম' এই কথা বলিয়াছিলেন ? ॥ ৩ ॥

ভগবান্ অগস্ত্য-ঋষি রামের কথা শুনিয়া পিতামহ যেমন নারায়ণের নিকট কথা বলেন, সেইরূপ হাস্য সহকারে রামকে বলিলেন— ॥ ৪ ॥

হে রাঘব, আপনার মঙ্গল হউক—যেখানে ঐ রাক্ষসাধিপতি রাবণ

১। ছ 'বহিঃকৃতা বানুচরৈর্যে বোচুঃ'। ২। ছ 'বাচং'। ৩। যথাসৌ'।

স এবং বাধমানস্তু পার্থিবান্ পার্থিবেশ্বর।
চচার রাবণো রাম[1] পৃথিবীং[2] পর্য্যটন্ বলী ॥ ৬ ॥
ততো মাহিষ্মতীং নাম পুরীং স্বর্গপুরীমিব।
সংপ্রাপ্তো যত্র সান্নিধ্যং পরমং বসুরেতসঃ ॥ ৭ ॥
তুল্য[3] আসীন্নৃপস্তত্র প্রভাবাদ্বসুরেতসঃ।
অর্জ্জুনো নাম যস্যাগ্নিঃ শরকাণ্ডাশ্রয়ঃ সদা ॥ ৮ ॥
তমেব দিবসং সোঽথ হৈহয়াধিপতির্ব্বলী।
অর্জ্জুনো নর্ম্মদাং যাতঃ ক্রীড়ার্থং স্ত্রীভিরাবৃতঃ ॥ ৯ ॥

৭। লো-টী। বসুরেতসোঽগ্নেঃ।

৮। লো-টী। শরকাণ্ডাগ্রতঃ শররূপস্য কাণ্ডস্য ক্ষিপ্তস্যাগ্রতঃ ইতি সর্ব্বজ্ঞঃ। কেচিত্তু শরস্য ধনুষি সংযোজ্যমানস্য বাণস্য কাণ্ডে প্রক্ষেপণাবসরে অগ্রতঃ সদা বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ। 'কাণ্ডঃ স্তবে তরুস্কন্ধে বাণেঽবসরনীরয়ো'রিতি কোষঃ। 'শরগুল্মাশয়' ইতি পাঠে শরে ক্ষিপ্তে গুল্মে চ যুদ্ধে প্রবর্ত্তমানায়াং সেনায়াং তেজোবৃদ্ধয়ে শেতে তিষ্ঠতীতি তথা। 'গুল্মা রুক্স্তম্বসেনাশ্চ যা'মঃ স্বস্কুলস্ত্রিয়ো'রিত্যমরঃ।

সাধারণ মানবের ন্যায় পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ৫ ॥

হে পার্থিবেশ্বর রাম, সেই বলশালী রাবণ এইরূপে নৃপতিদিগকে নিপীড়ন করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছিল ॥ ৬ ॥

অনন্তর [একদা রাবণ] অমরাবতীর ন্যায় মাহিষ্মতী নামক নগরীতে উপস্থিত হইল, যেখানে বসুরেতাঃ (অগ্নি) অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ৭ ॥

সেই মাহিষ্মতী নগরীতে অগ্নিতুল্য প্রতাপশালী অর্জ্জুন নামে এক নৃপতি ছিলেন, অগ্নিদেব সর্ব্বদা তাঁহার শরকাণ্ডে আশ্রিত থাকিতেন ॥ ৮ ॥

সেই হৈহয়াধিপতি বলবান্ অর্জ্জুন রমণীবৃন্দে পরিবৃত হইয়া সেই দিবসেই (যেদিন রাবণ মাহিষ্মতীতে গমন করিল,) নর্ম্মদা নদীতে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

১। ছ 'নাম'। ২। ছ 'রাক্ষসেশ্বরঃ'। ৩। ছ '-তুল্য'।

রাবণো রাক্ষসেন্দ্রস্তু তস্যামাত্যানপৃচ্ছত।
ক্বার্জ্জুনো[1] বৈ নৃপঃ সোঽদ্য শীঘ্রমাখ্যাতুমর্হথ ॥ ১০ ॥

রাবণোঽহমনুপ্রাপ্তো যুদ্ধার্থং নৃবরেণ বঃ।
মমাগমনমব্যগ্রৈস্তস্য[2] বৈ সংনিবেদ্যতাম্ ॥ ১১ ॥

ইত্যেবং রাবণোক্তাস্তে তস্যামাত্যা বিপশ্চিতঃ।
অভীতাঃ কথয়ামাসুর্নর্ম্মদাং নৃপতিং গতম্ ॥ ১২ ॥

শ্রুত্বা বিশ্রবসঃ পুত্রঃ পৌরাণামর্জ্জুনং গতম্।
অপসৃত্যাশ্রিতো[3] বিন্ধ্যং হিমবদ্‌গিরিসন্নিভম্ ॥ ১৩ ॥

স তমভ্রগণাকীর্ণ[4]মুদ্‌ভ্রান্তমৃগপক্ষিণম্।
অপশ্যদ্রাবণো বিন্ধ্যমাহ্বয়ন্তমিবাচলম্ ॥ ১৪ ॥

১১। লো টী। অব্যগ্রৈঃ সাবধানৈঃ।
১৩। লো-টী। পৌরাণাং পুরসম্বন্ধিনাং বাক্যামিতি শেষঃ।
১৪। লো-টী। অভ্রগণাবিদ্ধম্ 'আকীর্ণং' বা পাঠঃ। উদ্‌ভ্রান্তা ইতস্ততশ্চলন্তঃ।

রাক্ষসরাজ রাবণ সেই নৃপতির অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, অদ্য [তোমাদের] রাজা সেই অর্জ্জুন কোথায়—অবিলম্বে বল; আমি রাবণ, তোমাদের রাজার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছি; আমার আগমন-সংবাদ সাবধানতার সহিত তাঁহাকে জ্ঞাপন কর ॥ ১০-১১ ॥

রাবণ এইরূপ বলিলে সেই নৃপতির সুপণ্ডিত অমাত্যগণ ভীত না হইয়া [তাঁহাদের] রাজার নর্ম্মদা গমন-সংবাদ বলিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্রবার পুত্র রাবণ পুরবাসিগণের মুখে 'অর্জ্জুন নর্ম্মদায় গিয়াছেন' শুনিয়া তথা হইতে ফিরিয়া হিমালয়পর্ব্বততুল্য বিন্ধ্যপর্ব্বতে উপস্থিত হইল ॥ ১৩ ॥

সেই রাবণ মেঘরাজিব্যাপ্ত ইতস্ততঃ বিচরণকারী মৃগপক্ষি-সমাকুল বিন্ধ্যপর্ব্বত দেখিতে পাইল, সেই পর্ব্বত যেন [দর্শককে] আহ্বান করিতেছিল ॥ ১৪ ॥

১। ছ 'অর্জ্জুনো বা নৃপঃ ক্বাদ্য'। ২। ছ '-বাগ্রাঃ শীঘ্রং তস্মৈ নিবেদ্যতাম্'। ৩। ছ 'গতো'। ৪। ছ '-বিদ্ধ-'।

সহস্রশিখরোপেতং সিংহাধ্যুষিতকন্দরম্।
প্রপাতপতিতৈঃ শীতৈঃ সাট্টহাসমিবাম্বুভিঃ ॥ ১৫ ॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বৈঃ সাপ্সরোগণকিন্নরৈঃ।
ক্রীড়মানৈঃ সহ স্ত্রীভিঃ স্বর্গভূতং মহোচ্ছ্রয়ম্ ॥ ১৬ ॥
নদীভিঃ স্যন্দমানাভিঃ স্ফটিকপ্রতিমং জলম্।
স্ফটাভিশ্চলজিহ্বাভিরনন্তমিব চেষ্টিতম্[১] ॥ ১৭ ॥
গুহাবন্তং দরীবন্তং হিমবচ্ছিখরোপমম্[২]।
বীক্ষমাণস্তদা[৩] বিন্ধ্যং রাবণো নর্ম্মদাং যযৌ।
চলোৎপলজলাং পুণ্যাং পশ্চিমোদধিগামিনীম্ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। সিংহৈরধ্যুষিতা আশ্রিতা কন্দরা গুহা যস্য তম্, প্রপাতাৎ নির্ঝরাৎ পতিতৈঃ। 'প্রপাতপাতিভি'রিতি পাঠে প্রপাতপতনশীলৈঃ। 'প্রপাতো নির্ঝরে তটে' ইতি কোষঃ।

১৬। লো-টী। ক্রীড়মানং দেবাদিভিঃ ক্রীড়মানমিবেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। 'ক্রীড়মানৈ'রিতি পাঠঃ। মহান্ উচ্ছ্রয় উচ্চতা যস্য তম্।

১৭। লো-টী। জলং স্যন্দমানাভিঃ স্রবন্তীভিঃ বিষ্ঠিতং বিশেষেণ স্থিতং স্ফটাভিঃ ফণাভিরনন্তং শেষমিব। 'স্ফটায়াস্তু ফণা দ্বয়ো'রিত্যমরঃ।

১৮। লো-টী। গুহা দেবখাতং বিলং তদ্বন্তম্, দরী কন্দরা দেবখাতবিলভিন্না, তদ্বন্তম্। 'দরী তু কন্দরো বা স্ত্রী দেবখাতবিলে গুহা' ইত্যমরঃ। চলানি চলন্তি উৎপলানি। 'চলোপলজলা'-মিতি পাঠে উপলাঃ প্রস্তরাঃ।

সেই পর্ব্বত সহস্রশৃঙ্গযুক্ত, তাহার গুহায় সিংহসকল অধিষ্ঠিত ছিল এবং প্রস্রবণ হইতে পতিত শীতলজলদ্বারা (অর্থাৎ জলপ্রপাত-শব্দে) সেই পর্ব্বত যেন অট্টহাস্য করিতেছিল ॥ ১৫ ॥

সস্ত্রীক ক্রীড়াপরায়ণ দেবতা, দানব ও গন্ধর্ব্ববৃন্দে এবং অপ্সরাগণের সহিত কিন্নরবৃন্দে সেই অত্যুন্নত পর্ব্বত যেন স্বর্গতুল্য হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

স্ফটিকবৎ নির্ম্মল-জলবাহী নদীসমূহদ্বারা ঐ পর্ব্বত চঞ্চল-জিহ্বাযুক্ত ফণাবিশিষ্ট অনন্তের ন্যায় অবস্থিত ছিল ॥ ১৭ ॥

রাবণ গুহা এবং গহ্বরযুক্ত হিমালয়-শিখরসদৃশ সেই বিন্ধ্যপর্ব্বত দেখিতে

১। ছ 'বিষ্ঠিতম্'। ২। ছ -'বৎসন্নিভং গিরিম্'। ৩। ছ '-স্ততো'।

মহিষৈঃ সৃমরৈঃ[১] সিংহৈঃ শার্দ্দূলর্ক্ষগজোত্তমৈঃ[২]।
উষ্ণাভিতপ্তৈস্তৃষিতৈঃ সংক্ষোভিতজলাশয়াম্ ॥ ১৯ ॥
চক্রবাকৈঃ সকাদম্বৈঃ সহংসজলকুক্কুভৈঃ।
সারসৈশ্চ সদামত্তৈঃ কূজদ্ভির্ব্বিবিধা গিরঃ ॥ ২০ ॥
ফুল্লদ্রুমকৃতোত্তংসাং চক্রবাকযুগস্তনীম্।
বিস্তীর্ণপুলিনশ্রোণীং হংসাকলিতমেখলাম্ ॥ ২১ ॥
পুষ্পরেণ্বনুরক্তাঙ্গীং জলফেনামলাংশুকাম্।
সুশীতজলসংস্পর্শাং ফুল্লোৎপলশুভেক্ষণাম্ ॥ ২২ ॥
পুষ্পকাদবরুহ্যাথ নর্ম্মদাং সরিতাং বরাম্।
ইষ্টামিব বরাং নারীং সোঽভ্যগাহত রাবণঃ ॥ ২৩ ॥

১৯। লো-টী। দ্বিজোত্তমৈরগুজোত্তমৈঃ। উষ্ণো নিদাঘঃ।

২০। লো-টী। চক্রবাকাদিভির্বিশিষ্টাং সংক্ষোভিতজলাশয়ামিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ।

২১-২৩। লো-টী। স রাবণঃ নর্ম্মদাম্ ইষ্টাং প্রিয়াং নারীমিব ব্যগাহত ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। নারীসাধর্ম্ম্যমাহ—ফুল্লাঃ পুষ্পিতা দ্রুমাঃ কৃতা উত্তংসাঃ কর্ণভূষণাদি যস্যাঃ তাম্, কৃতপদস্য মধ্যপতনমার্ষম্। হংসা আকলিতাঃ শব্দায়মানা মেখলা যস্যাঃ তাং পুষ্পরেণুভিরনুরক্তমঙ্গং যস্যাস্তাম্।

দেখিতে চঞ্চলকমল-শোভিতা পশ্চিম-সমুদ্রগামিনী পুণ্যতোয়া নর্ম্মদানদীতে গমন করিল ॥ ১৮ ॥

নিদাঘসন্তপ্ত তৃষ্ণার্ত্ত মহিষ, সৃমর, সিংহ, শার্দ্দূল, ভল্লুক, উত্তম হস্তিসমূহ, চক্রবাক, কলহংস, হংস, জলকুক্কুভ এবং নানারূপ কূজননিরত সর্ব্বদা-মত্ত সারসবৃন্দ ঐ নর্ম্মদার সলিল আলোড়িত করিতেছিল ॥ ১৯-২০ ॥

সেই রাবণ বিমান হইতে অবতরণ করিয়া বিকশিত-পুষ্প-সমন্বিত বৃক্ষরাজিরূপ কর্ণভূষণবিশিষ্টা, চক্রবাকযুগলরূপ স্তনবতী, বিস্তীর্ণ পুলিনরূপ নিতম্বশালিনী, হংসশ্রেণীরূপ মেখলাপরিবৃতা, পুষ্পপরাগ [রূপ অনুলেপন]-লিপ্তাঙ্গী, সলিলফেনরূপ শুভ্র- বসনান্বিতা, অতিশীতল জলরূপ শীতলস্পর্শশালিনী এবং বিকশিত পদ্মরূপ মনোরম লোচনবিশিষ্টা উত্তমা প্রিয়তমা রমণীর ন্যায় নদীশ্রেষ্ঠা নর্ম্মদায় অবগাহন করিয়াছিল ॥ ২১-২৩ ॥

১। ছ 'শৃকরৈঃ'। ২। ছ '-দ্বিজো-'।

স তস্যাঃ পুলিনে চিত্রে নানাকুসুমচিত্রিতে।
সুখোপবিষ্টঃ[1] সচিবৈঃ[2] সহ রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
নদীদর্শনজং[3] হর্ষং প্রাপ্তবান্ রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥
ততঃ সলীলং প্রহসন্ রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
উবাচ সচিবাংস্তত্র মারীচশুকসারণান্ ॥ ২৫ ॥
এষ রশ্মিসহস্রেণ জগৎ কৃত্বেব কাঞ্চনম্।
তীক্ষ্ণতাপকরঃ সূর্য্যো নভসো[4] মধ্যমাস্থিতঃ।
মাং চাসনং বিদিত্বেহ মন্দং যাতি দিবাকরঃ[5] ॥ ২৬ ॥
নর্ম্মদাজলশীতশ্চ সুগন্ধিঃ শ্রমনাশনঃ।
মদ্ভয়াদনিলোঽপ্যেষ প্রবাতীহ শনৈঃ শনৈঃ ॥ ২৭ ॥

২৪। লো-টী। সুখোপবিষ্টঃ। 'উপোপবিষ্টৈ'রিতি পাঠে সমীপে সমীপে বিষ্টৈঃ স্থিতৈঃ।

২৫। লো-টী। সলীলং সক্রীড়ং যথা।

২৬। লো-টী। কাঞ্চনপ্রকাশবৎ কৃত্বা। চন্দ্র ইব আচরতি পরস্মৈপদনার্ষম্।

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাক্ষসাধিপতি রাবণ অমাত্যগণ সহ বিবিধ পুষ্পশোভিত নর্ম্মদার রমণীয় পুলিনে সুখে উপবেশন করত নদী দর্শন করিয়া প্রীতি লাভ করিল ॥ ২৪ ॥

তার পর রাক্ষসাধিপতি রাবণ সাবলীল হাস্য সহকারে মারীচ, শুক, সারণ প্রভৃতি সচিবগণকে কহিল—॥ ২৫ ॥

এই তীক্ষ্ণতাপকর সূর্য্য সহস্র কিরণদ্বারা পৃথিবীকে যেন সুবর্ণমণ্ডিত করিয়া আকাশের মধ্যস্থলে আরোহণ করিয়াছে এবং এইস্থানে আমাকে উপবিষ্ট জানিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছে ॥ ২৬ ॥

নর্ম্মদার সলিলস্পর্শে শীতল এবং ক্লান্তিনাশক এই সুগন্ধি বায়ুও এখানে আমার ভয়ে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে ॥ ২৭ ॥

১। ছ 'উপো-'। ২। ছ '-বৈঃ'। ৩। ছ 'রাক্ষসর্ষভঃ'। ৪। ছ 'জপতো'। ৫। ছ 'চন্দ্রায়তি'।

ইয়ঞ্চাপি সরিচ্ছ্রেষ্ঠা নর্ম্মদা[১] শর্ম্মবর্দ্ধনা।

লীনমীনবিহঙ্গোর্ম্মিঃ[২] সভয়েবাঙ্গনা স্থিতা ॥ ২৮ ॥

তদ্ভবন্তঃ ক্ষতাঃ শস্ত্রৈর্নৃপৈরিন্দ্রসমৈর্যুধি।

চন্দনস্য রসেনেব রুধিরেণ সমুক্ষিতাঃ ॥ ২৯ ॥

তে যূয়মবগাহধ্বং নর্ম্মদাং[৩] শর্ম্মদাং নৃণাম্।

মহাপদ্মমুখা[৪] মত্তা গঙ্গামিব মহাগজাঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রমমস্যাং মহানদ্যামপনীয় নিশাচরাঃ।

বিচরধ্বং মহোৎসাহাঃ পুষ্পাহরণকারণাৎ ॥ ৩১ ॥

অহমপ্যত্র পুলিনে নদ্যাশ্চন্দ্রসমপ্রভে।

প্রযচ্ছাম্যদ্য কুসুমৈরুপহারমুমাপতেঃ ॥ ৩২ ॥

২৮। লো-টী। শর্ম্মবর্দ্ধিনী সুখবর্দ্ধিনী।

[লো-টী]। ধুনুধ্বং নাশয়ধ্বম্। ইয়ঞ্চ মত্তোঽনুগ্রহং প্রাপ্তুম্ অর্হা যোগ্যা।

৩২। লো-টী। উপহারং পূজাং প্রযচ্ছামি।

মৎস্য, পক্ষী এবং তরঙ্গসমাকুল এই আনন্দদায়িনী সরিদ্বরা নর্ম্মদাও ভীতা নায়িকার ন্যায় অবস্থিতা রহিয়াছে ॥ ২৮ ॥

অতএব আপনারা যাঁহারা ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রমশালী রাজগণকর্ত্তৃক শস্ত্রদ্বারা যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হইয়া চন্দনের রসের ন্যায় রক্তে রঞ্জিত হইয়াছেন, তাঁহারা গঙ্গায় মহাপদ্ম প্রভৃতি উন্মত্ত মহাগজসমূহের ন্যায় লোকের সুখদায়িনী নর্ম্মদানদীতে অবগাহন করুন ॥ ২৯-৩০ ॥

হে রাক্ষসগণ, এই মহানদী নর্ম্মদায় [স্নান করিয়া] শ্রম দূর করত পুষ্প আহরণ করিবার জন্য অতিশয় উৎসাহের সহিত বিচরণ করুন ॥ ৩১ ॥

আমিও আজ চন্দ্রতুল্য-প্রভাবিশিষ্ট এই নদীতটে বহু পুষ্পদ্বারা মহাদেবের পূজা করি ॥ ৩২ ॥

১। ছ 'নর্ম্ম-'। ২। ছ 'শঙ্কিতে-'। ৩। ছ 'নর্ম্মদাং'। ৪। ছ '-মুখোপেতাং'।

রাবণেনৈবমুক্তাস্ত[1] প্রহস্তশুকসারণাঃ।
সমহোদরধূম্রাক্ষা নর্ম্মদাং বিজগাহিরে ॥ ৩৩ ॥
রাক্ষসেন্দ্রগজেন্দ্রৈস্ত সাক্ষোভ্যত মহানদী।
বামনাঞ্জনপদ্মাদ্যৈর্গঙ্গেব হি মহাগজৈঃ ॥ ৩৪ ॥
ততস্তে রাক্ষসাঃ স্নাতা নর্ম্মদায়াঃ শুভে জলে[2]।
উত্তীর্য্য পুষ্পাণ্যাজহ্রু র্বল্যর্থং[3] রাবণস্য তু ॥ ৩৫ ॥
নর্ম্মদাপুলিনে রম্যে শুভ্রাভ্রসদৃশপ্রভে।
রাক্ষসেন্দ্রৈর্ম্মুহূর্ত্তেন কৃতঃ পুষ্পময়ো গিরিঃ ॥ ৩৬ ॥
পুষ্পেষূপহৃতেষ্বেবং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
অবাতরন্নদীং স্নাতুং গঙ্গামিব মহাগজঃ ॥ ৩৭ ॥

৩৪। লো-টী। রাক্ষসেন্দ্রা এব গজেন্দ্রাস্তৈঃ।
৩৫। লো-টী। বল্যর্থং পূজার্থম্।

রাবণ এইরূপ বলিলে প্রহস্ত, শুক, সারণ, মহোদর এবং ধূম্রাক্ষ নর্ম্মদায় অবগাহন করিল ॥ ৩৩ ॥

বামন, অঞ্জন, পদ্ম প্রভৃতি দিগ্‌গজগণ যেরূপ গঙ্গাকে বিক্ষোভিত করে, সেইরূপ সেই রাক্ষসপুঙ্গবরূপ গজগণ মহানদী নর্ম্মদাকে বিক্ষোভিত করিল ॥ ৩৪ ॥

অতঃপর সেই রাক্ষসগণ নর্ম্মদার পবিত্র জলে স্নান করিয়া উঠিয়া রাবণের পূজার জন্য পুষ্প আহরণ করিল ॥ ৩৫ ॥

শুভ্রমেঘসদৃশ শুক্লবর্ণ রমণীয় নর্ম্মদাতীরে রাক্ষসগণ মুহূর্ত্তমধ্যে পুষ্পের পাহাড় প্রস্তুত করিল ॥ ৩৬ ॥

এইরূপে পুষ্পরাশি আহৃত হইলে রাক্ষসরাজ রাবণ গঙ্গাজলে মহাগজের ন্যায় নর্ম্মদার জলে স্নান করিবার জন্য অবতরণ করিল ॥ ৩৭ ॥

১। ছ '-স্তে'। ২। ছ 'বরাম্ভসি'। ৩। ক '-হ্রুঃ ক্রীড়ার্থং'।

তত্র স্নাত্বা চ বিধিবজ্জপ্ত্বা[2] জপ্যমনুত্তমম্ ।
নর্ম্মদাসলিলাৎ তস্মাদুত্ততার স রাবণঃ ॥ ৩৮ ॥

রাবণং প্রাঞ্জলিং যান্তমন্বযুঃ সপ্ত রাক্ষসাঃ ।
মহাবলং সুরপতিং মূর্ত্তিমন্ত ইবানিলাঃ[3] ॥ ৩৯ ॥

মহোদরমহাপার্শ্বমারীচশুকসারণাঃ ।
ধূম্রাক্ষশ্চ প্রহস্তশ্চ নিত্যং প্রযতমানসাঃ ॥ ৪০ ॥

যত্র যত্র হি যাতি স্ম রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।
জাম্বূনদময়ং লিঙ্গং তত্র তত্র হি নীয়তে ॥ ৪১ ॥

বালুকাবেদিকামধ্যে লিঙ্গং[4] সংস্থাপ্য রাবণঃ ।
অর্চ্চয়ামাস পুষ্পৈশ্চ গন্ধৈশ্চামৃতগন্ধিভিঃ ॥ ৪২ ॥

---

৩৯ । লো-টী । প্রাঞ্জলিং যান্তম্ উমাপতিং প্রদক্ষিণীকর্ত্তুমিতি শেষঃ । মূর্ত্তিমন্তোঽচলা গিবয় ইব । 'মূর্ত্তিমন্ত ইবামরা' ইতি পাঠে সন্ত [মতুঃ] প্রশংসার্গে, মূর্ত্তিঃ কায়ঃ ।

সেই রাবণ নর্ম্মদার জলে যথাবিধি স্নান করিয়া এবং অত্যুত্তম জপ্যমন্ত্র জপ করিয়া নর্ম্মদার জল হইতে উত্থিত হইল ॥ ৩৮ ॥

মহাবলশালী দেবরাজ ইন্দ্রের অনুগামী মূর্ত্তিমান্ বায়ুগণের ন্যায় মহোদর, মহাপার্শ্ব, মারীচ, শুক, সারণ, ধূম্রাক্ষ ও প্রহস্ত—সতত একাগ্রচিত্ত এই সাত জন রাক্ষস [মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করিতে] কৃতাঞ্জলিপুটে গমনকারী রাবণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল ॥ ৩৯ ৪০ ॥

রাক্ষসাধিপতি রাবণ যে যে স্থানে গমন করিত, সেই সেই স্থানেই সুবর্ণময় শিবলিঙ্গ লইয়া যাইত ॥ ৪১ ॥

রাবণ বালুকানির্ম্মিত বেদিমধ্যে [সুবর্ণময় শিব-] লিঙ্গ সংস্থাপিত করিয়া অমৃতের ন্যায় সুগন্ধি গন্ধ এবং পুষ্পসমূহদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিল ॥ ৪২ ॥

---

১ । ছ 'ততঃ' । ২ । ছ 'তু' । ৩ । ছ '-নলাঃ' । ৪ । ছ 'তল্লিঙ্গং স্থাপ্য' ।

ততঃ স তং মূর্ত্তিধরং বরং হরং বরপ্রদং চন্দ্রকিরীটভূষণম্।
তমর্চ্চয়িত্বা সনিশাচরো জগৌ প্রসার্য্য হস্তাংশ্চ ননর্ত্ত সোঽগ্রতঃ ॥ ৪৩ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে নর্ম্মদাবগাহো নাম
বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২০ ॥

৪৩। লো টী। সনিশাচরঃ নিশাচরৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ তমর্চ্চয়িত্বা জগৌ ইত্যেকং বাক্যম্, তং প্রপূজ্যাগ্রতঃ স ননর্ত্ত ইত্যপরম্, তং তস্য ইতি বা।

রাবণনর্ম্মদাবগাহঃ ॥ ২০ ॥

অনন্তর সেই রাবণ রাক্ষসগণের সহিত বরপ্রদ দেবশ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিমান্ চন্দ্রচূড় মহাদেবকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার সম্মুখে হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নর্ম্মদা অবগাহন-নামক
২০শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

১। চ হরং বরং'।

(২১) একবিংশঃ সর্গঃ

নর্ম্মদাপুলিনে যত্র রাক্ষসেন্দ্রঃ স রাবণঃ।
পুষ্পোপহারং কৃতবাংস্তস্মাদ্দেশাদদূরতঃ ॥ ১ ॥
অর্জ্জুনো জয়তাং শ্রেষ্ঠো মাহিষ্মত্যাঃ পতিঃ প্রভুঃ।
চিক্রীড় সহ নারীভির্নর্ম্মদাতোয়মাশ্রিতঃ ॥ ২ ॥[1]
তাসাং মধ্যগতো রাজা ররাজ স তদার্জ্জুনঃ।
করেণূনাং সহস্রস্য মধ্যস্থ ইব কুঞ্জরঃ ॥ ৩ ॥
জিজ্ঞাসন্ স তু বাহূনাং সহস্রস্যোত্তমং বলম্।
রুরোধ নর্ম্মদাবেগং বাহুভির্ব্বহুভির্ব্বৃতঃ ॥ ৪ ॥
কার্ত্তবীর্য্যভুজৈঃ সেতুং তজ্জলং প্রাপ্য নির্ম্মলম্।
কূলাপহারং কুর্ব্বাণং প্রতিস্রোতঃ প্রধাবিতম্ ॥ ৫ ॥

১। গো-টী। পুষ্পোপহারং পুষ্পৈঃ পূজাম্।
৫। গো-টী। তন্নির্ম্মলং জলং কার্ত্তবীর্য্যভুজৈঃ করণৈঃ সেতুং প্রাপ্য প্রতিস্রোতো যথা তথা প্রধাবিতং ধাবতি স্ম।

সেই রাক্ষসরাজ রাবণ নর্ম্মদাতীরে যে-স্থানে পুষ্পদ্বারা [মহাদেবের] পূজা করিতেছিল, তাহার অনতিদূরে বিজয়িপ্রবর মাহিষ্মতীরাজ প্রভাবশালী অর্জ্জুন রমণীগণের সহিত নর্ম্মদাসলিলে ক্রীড়া করিতেছিলেন ॥ ১-২ ॥

সেই রাজা অর্জ্জুন সেই রমণীবৃন্দের মধ্যে সহস্র হস্তিনীর মধ্যস্থিত হস্তীর ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ৩ ॥

সেই রাজা অর্জ্জুন [স্বীয়] সহস্র বাহুর উত্তম বল জানিতে ইচ্ছা করিয়া বহু বাহুদ্বারা আবরণপূর্ব্বক নর্ম্মদার বেগ রোধ করিলেন ॥ ৪ ॥

নর্ম্মদার সেই নির্ম্মল জল কার্ত্তবীর্য্যের বাহুদ্বারা সেতুর ন্যায় বাধা প্রাপ্ত হইয়া তটদেশ প্লাবিত করত প্রতিকূল স্রোতে প্রধাবিত হইল ॥ ৫ ॥

১। অতঃ পরং ছ 'চিক্রীড় সহ নারীভির্নর্ম্মদাতোয়মাশ্রিতঃ।' ইত্যধিকম্।

সমীননক্রমকরঃ সপুষ্পকুশসংস্তরঃ।
স নর্ম্মদাম্ভসো বেগঃ প্রাবৃট্‌কাল ইবাভবৎ ॥ ৬ ॥
স বেগঃ কার্ত্তবীর্য্যেণ সংপ্রেরিত[১] ইবাম্ভসঃ।
পুষ্পোপহারং তং সর্ব্বং রাবণস্য জহার হ ॥ ৭ ॥
রাবণোঽপ্যসমাপ্তং[২] তমুৎসৃজ্য নিয়মং তদা।
অপশ্যন্নর্ম্মদাং রাম প্রতিকূলাং যথা প্রিয়াম্ ॥ ৮ ॥
পশ্চিমেন তু তং দৃষ্ট্বা সাগরোদ্গারসন্নিভম্।
বিবৃদ্ধমম্ভসো বেগং দিশং পূর্ব্বাম[৩]বৈক্ষত ॥ ৯ ॥
তত্রানুদ্‌ভ্রান্তশকুনাং[৪] স্বভাবে পরমে স্থিতাম্।
নির্ব্বিকারাঙ্গনাভাসামপশ্যদ্রাবণো নদীম্ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। কুশসংস্তরঃ কুশাসনম্।

৭। লো-টী। পুষ্পোপহারং পুষ্পৈর্যুক্তমুপহারমন্যৎ পূজাদ্রব্যম্।

৯। লো-টী। সাগরোদ্গারসন্নিভং সাগরশব্দতুল্যশব্দমিত্যর্থঃ। নদী পূর্ব্বাভিমুখী। পশ্চিমেন পশ্চিমদিগ্‌ভাগেন।

১০। লো-টী। তত্র পূর্ব্বস্যাং দিশি ন উদ্‌ভ্রান্তাঃ পক্ষিণো যস্যাং তাম্, স্বভাবেঽসত্ত্বে।

মৎস্য, কুম্ভীর, মকর এবং [রাবণের পূজার] পুষ্প ও কুশাসনবাহী নর্ম্মদার জলবেগ বর্ষাকালের ন্যায় [ভীষণ] হইল ॥ ৬ ॥

সেই জলবেগ যেন কার্ত্তবীর্য্যকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া রাবণের সেই সমস্ত পুষ্পোপহার হরণ করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

হে রাম, রাবণও তখন সেই অসমাপ্ত পূজা পরিত্যাগ করিয়া প্রতিকূলা পত্নীর ন্যায় নর্ম্মদা নদীকে দেখিতে লাগিল ॥ ৮ ॥

রাবণ পশ্চিমদিকে সমুদ্রের জোয়ারের ন্যায় নদীর জলবেগের বৃদ্ধি দেখিয়া পূর্ব্বদিকে অবলোকন করিল ॥ ৯ ॥

রাবণ পূর্ব্বদিকে নিরাকুল-পক্ষিগণ-শোভিতা অতিশয় স্থিরভাবে অবস্থিতা

১। ছ -প্রেষিত'। ২। ছ '-গোঽর্দ্ধসমাপ্তং'। ৩। ছ 'পূর্ব্বামাশাম-'। ৪। ক '-নাং'।

সব্যেতরকরাঙ্গুল্যা অশব্দং[1] চ দশাননঃ।
বেগপ্রভবমন্বেষ্টুমদিশচ্ছুকসারণৌ ॥ ১১ ॥
তৌ তু রাবণসন্দিষ্টৌ ভ্রাতরৌ শুকসারণৌ।
ব্যোমান্তরচরৌ বীরৌ প্রস্থিতৌ পশ্চিমামুখৌ ॥ ১২ ॥
অর্দ্ধযোজনমাত্রং[2] তু গত্বা তৌ রজনীচরৌ।
অপশ্যতাং[3] নরং তোয়ে ক্রীড়ন্তং স্ত্রীভিরাবৃতম্[4] ॥ ১৩ ॥
বৃহচ্ছালপ্রতীকাশং তোয়ব্যাকুলমূর্দ্ধজম্।
মদরক্তান্তনয়নং মদনাকারবর্চ্চসম্ ॥ ১৪ ॥
নদীং বাহুসহস্রেণ রুন্ধানমরিমর্দ্দনম্।
গিরিং পাদসহস্রেণ[5] রুন্ধন্তমিব মেদিনীম্ ॥ ১৫ ॥

[লো-টী।] সংজ্ঞাপ্য জ্ঞানং জনয়িত্বা।

১৪। লো-টী। মদেন যৌবনমদেন পানমদেন বা রক্তো লোহিতোঽন্তো যয়োস্তে নয়নে যস্য তম্। মদনাকারস্য মদনশরীরস্য বর্চ্চ ইব বর্চ্চো দীপ্তির্যস্য তম্।

১৫। লো-টী। পাদাঃ প্রত্যন্তপর্ব্বতাস্তৎসহস্রেণ মেদিনীং রুন্ধন্তং গিরিমিব।

নর্ম্মদানদীকে প্রকৃতিস্থা রমণীর ন্যায় দেখিতে পাইল ॥ ১০ ॥

দশানন মুখে কোন শব্দ না করিয়া দক্ষিণ করাঙ্গুলিদ্বারা শুক এবং সারণকে [নর্ম্মদার] বেগবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিল ॥ ১১ ॥

সেই বীর ভ্রাতৃদ্বয় শুক এবং সারণ রাবণের আদেশে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া শূন্যমার্গে প্রস্থান করিল ॥ ১২ ॥

সেই নিশাচরদ্বয় অর্দ্ধযোজন (২ ক্রোশ) মাত্র যাইয়া দেখিল যে, মহিলাগণে পরিবৃত, বৃহৎ শালতরুর ন্যায় উন্নত, জলদ্বারা বিপর্য্যস্ত-কেশরাজি, মত্ততাবশতঃ আরক্তচক্ষুঃ, কামসদৃশ-কান্তি, শত্রুপীড়ক, সহস্র প্রত্যন্ত-পর্ব্বতদ্বারা পৃথিবীর অবরোধক পর্ব্বতের ন্যায় সহস্রবাহুদ্বারা নদী-স্রোত-রোধকারী এক ব্যক্তি মদমত্ত

১। ছ 'সংসজ্ঞাপ্য দশাননঃ'। ২। ছ '-মানন্ত'। ৩। ছ '-শ্যতাং'। ৪। ছ '-ন্বিতম্'। ৫। ক 'পাদপ-'।

বালানাং বরনারীণাং সহস্রেণ সমাবৃতম্ ।
সমদানাং করেণূনাং সহস্রেণেব কুঞ্জরম্ ॥ ১৬ ॥
তদদ্ভুতং মহদ্দৃষ্ট্বা রাক্ষসৌ শুকসারণৌ ।
সন্নিবৃত্তাবুপাগম্য রাবণং তমথোচতুঃ ॥ ১৭ ॥
বৃহচ্ছালপ্রতীকাশঃ কোঽপ্যসৌ রাক্ষসেশ্বরঃ ।
বাহুভির্নর্ম্মদাং রুদ্ধ্বা সংক্রীড়য়তি যোষিতঃ ॥ ১৮ ॥
তেন বাহুসহস্রেণ সন্নিরুদ্ধজলা[১] নদী ।
সাগরোদ্গারসংকাশানুদ্গারান্ সৃজতে মুহুঃ ॥ ১৯ ॥
ইত্যেবং ভাষমাণৌ তৌ নিশম্য শুকসারণৌ ।
রাবণোঽর্জ্জুন ইত্যুক্ত্বা উত্তস্থৌ যুদ্ধলালসঃ ॥ ২০ ॥
অর্জ্জুনাভিমুখে[২] তস্মিন্ প্রস্থিতে রাক্ষসেশ্বরে[৩] ।
সকৃদেব কৃতো নাদঃ[৪] সংবৃত্তঃ ক্ষুভিতো যথা ॥ ২১ ॥

সহস্র করিণী পরিবেষ্টিত হস্তীর ন্যায় ষোড়শবর্ষীয়া সহস্র সুন্দরী রমণীতে পরিবেষ্টিত হইয়া জলে ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ১৩-১৬ ॥

রাক্ষস শুক এবং সারণ সেই অতিশয় অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক রাবণের নিকট আগমন করিয়া বলিতে লাগিল—॥ ১৭ ॥

হে রাক্ষসেশ্বর, বিশাল বৃক্ষের ন্যায় উন্নত এক পুরুষ বাহুদ্বারা নর্ম্মদানদীকে অবরুদ্ধ করিয়া মহিলাগণকে ক্রীড়া করাইতেছেন ॥ ১৮ ॥

[তাঁহার] সেই বাহু-সহস্রদ্বারা জল অবরুদ্ধ হওয়ায় নর্ম্মদানদী সমুদ্রের বৃদ্ধির ন্যায় পুনঃ পুনঃ বেগ বৃদ্ধি করিতেছে ॥ ১৯ ॥

শুক এবং সারণকে এতাদৃশ কথা বলিতে শুনিয়া 'অর্জ্জুন' এই কথা বলিয়া রাবণ যুদ্ধাভিলাষে উত্থিত হইল—॥ ২০ ॥

রাক্ষসাধিপতি রাবণ অর্জ্জুনের উদ্দেশে প্রস্থান করিলে [তাহার হুঙ্কারে]

১ । ক '-রুদ্ধা জলা' । ২ । ছ '-মুখং' । ৩ । ছ অতঃ পরং 'চণ্ডঃ প্রবাতি পবনঃ সনাদঃ সরজস্তথা' ইত্যধিকম্ । ৪ । ছ 'সরক্তঃ পৃষতৈর্ঘনৈঃ' ।

মহোদরমহাপার্শ্বধূম্রাক্ষশুকসারণৈঃ।
সংবৃতো রাক্ষসেন্দ্রস্তু তত্রাগাদ্ যত্র সোঽর্জ্জুনঃ ॥ ২২ ॥
নাতিদীর্ঘেণ কালেন স ততো রাক্ষসো বলী।
তং নর্ম্মদাহ্রদং ভীমমাজগামাঞ্জনপ্রভঃ ॥ ২৩ ॥
স ততঃ স্ত্রীপরিবৃতং বাসিতাভিরিব দ্বিপম্।
অপশ্যত্তত্র তং রাজা রাক্ষসানাং তদার্জ্জুনম্[১] ॥ ২৪ ॥
স রোষাদ্রক্তনয়নো রাক্ষসেন্দ্রো বলোদ্ধতঃ।
অভাষতার্জ্জুনামাত্যান্ নাতিগম্ভীরয়া গিরা ॥ ২৫ ॥
অমাত্যাঃ ক্ষিপ্রমাখ্যাত হৈহয়স্য নৃপস্য হ।
যুদ্ধার্থিনমনুপ্রাপ্তং রাবণং নাম নামতঃ ॥ ২৬ ॥

২৪। লো-টী। বাসিতাভিঃ করিণীভিঃ। 'বাসিতা করিণীনার্য্যোর্ব্বাসিতং ভাবিতে কৃতে' ইতি কোষঃ।

২৫। লো টী। বলোদ্ধতঃ বলোন্মত্তঃ। রক্তশ্রুতের্লশ্রুতিঃ ইতি বক্ষ্যমাণম্।

একবার মাত্র ক্ষুভিতের ন্যায় শব্দ হইল ॥ ২১ ॥

যেখানে অর্জ্জুন অবস্থান করিতেছিলেন রাক্ষসপতি রাবণ মহোদর, মহাপার্শ্ব, ধূম্রাক্ষ, শুক এবং সারণের সহিত সেই স্থানে গমন করিল ॥ ২২ ॥

সেই অঞ্জনপ্রভ বলবান্ রাক্ষস অল্পকাল মধ্যেই সেই ভয়ানক নর্ম্মদাহ্রদে আসিয়া উপনীত হইল ॥ ২৩ ॥

তার পর রাক্ষসরাজ দশানন করিণীগণে পরিবেষ্টিত হস্তীর ন্যায় রমণীগণে বেষ্টিত সেই অর্জ্জুনকে সেইস্থানে দেখিতে পাইল ॥ ২৪ ॥

বলগর্ব্বিত রাক্ষসরাজ রাবণ কোপবশতঃ চক্ষুঃ আরক্ত করিয়া অনতিগম্ভীর স্বরে অর্জ্জুনের অমাত্যদিগকে বলিল—॥ ২৫ ॥

অমাত্যগণ, তোমরা হৈহয়রাজ অর্জ্জুনকে শীঘ্র বল "যুদ্ধাভিলাষে রাবণ উপস্থিত হইয়াছে" ॥ ২৬ ॥

১। ছ 'তমর্জ্জুনং'।

রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা মন্ত্রিণোঽথার্জ্জুনস্য[১] তে ।
উত্তস্থুঃ সায়ুধাস্তঞ্চ রাবণং বাক্যমব্রুবন্ ॥ ২৭ ॥
রণস্য কালো বিজ্ঞাতঃ সাধু ভোঃ সুষ্ঠু রাবণ ।
যঃ ক্ষীবং স্ত্রীরতং চৈব যোদ্ধুমিচ্ছসি নো নৃপম্ ॥ ২৮ ॥
স্ত্রীসমক্ষং কথং বা ত্বং যোদ্ধুমুৎসহসেঽর্জ্জুনম্ ।
বাসিতামধ্যগং মত্তং শার্দ্দূল ইব কুঞ্জরম্ ॥ ২৯ ॥
ক্ষমস্বাদ্য দশগ্রীব হৃষ্য মা সংযুগং প্রতি ।
যুদ্ধশ্রদ্ধাং বিনেতা[২] তে শ্বস্তাত সমরেঽর্জ্জুনঃ ॥ ৩০ ॥

২৭। লো-টী। সায়ুধাঃ 'সায়ুধং' বা পাঠঃ।

২৮। লো-টী। সুষ্ঠু শোভনং সাধু যথা স্যাত্তথা বিজ্ঞাত ইতি সোপহাসবাক্যম্। যস্ত্বম্, 'যদি'তি বা পাঠঃ। ক্ষীবং মত্তম্।

২৯। লো-টী। শার্দ্দূলঃ পশুভেদঃ।

৩০। লো-টী। হৃষ্য মা হৃষ্টো মা ভব। যুদ্ধশ্রদ্ধাং যুদ্ধাকাঙ্ক্ষাম্।

অর্জ্জুনের সেই অমাত্যগণ রাবণের কথা শুনিয়া সশস্ত্রে উঠিয়া তাহাকে বলিল—॥ ২৭ ॥

হে রাবণ, তুমি যুদ্ধের খুব উৎকৃষ্ট সময়ই স্থির করিয়াছ! যেহেতু মত্ত এবং রমণীগণে পরিবেষ্টিত আমাদের রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিতেছ ॥ ২৮ ॥

করিণী-মধ্যবর্ত্তী মদমত্ত হস্তীর সহিত শার্দ্দূলের ন্যায় তুমি স্ত্রীগণের সমক্ষে অর্জ্জুনের সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ! ॥ ২৯ ॥

দশানন, অদ্য ক্ষমা কর, যুদ্ধের প্রতি উৎসুক হইও না; হে তাত, আগামী কল্য [আমাদের রাজা] অর্জ্জুন সংগ্রামে তোমার যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করিবেন ॥ ৩০ ॥

১। ছ 'হর্জ্জুনস্য তে'। ২। ছ '-তাশু তাত তে'।

যদি বাতিতরাং শ্রুত্বা যুদ্ধতৃষ্ণা সমাশ্রিতা।
বিজিত্যাস্মাংস্ততো যুদ্ধমর্জ্জুনেনোপযাস্যসি ॥ ৩১ ॥
ততস্তে[1] রাবণামত্যৈরমাত্যাঃ পার্থিবস্য তে[2]।
শতশো দ্রাবিতা যুদ্ধে ভক্ষিতাশ্চ বুভুক্ষিতৈঃ ॥ ৩২ ॥
ততো হলহলাশব্দো নর্ম্মদাতীরমাশ্রিতঃ।
অর্জ্জুনস্যানুযাত্রাণাং[3] রাবণস্য চ মন্ত্রিণাম্ ॥ ৩৩ ॥
ইষুভিস্তোমরৈঃ পাশৈস্ত্রিশূলৈর্ব্বজ্রকল্পকৈঃ[4]।
আর্দ্দয়ংস্তে রণে সর্ব্বানর্জ্জুনানুচরাংস্তথা ॥ ৩৪ ॥
রাবণেনার্দিতানাস্তু সমন্তাদ্বলিনান্ততঃ।
হৈহয়াধিপযোধানাং বেগ আসীৎ সুদারুণঃ।
সনক্রমকরস্যেব সমীনস্য মহোদধেঃ ॥ ৩৫ ॥

৩৩। লো-টী। অর্জ্জুনস্য অনু পশ্চাৎ যাত্রা গমনং যেষাং ভটানাম্।
৩৪। লো-টী। বজ্রকম্পনৈঃ বজ্রমিব কম্পয়ন্তীতি তথা, 'বজ্রকল্পনৈ'রিতি পাঠে বজ্রকল্পৈরিত্যর্থঃ।

অথবা [ইহা] শুনিয়া যদি যুদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে, তবে আমাদিগকে পরাজিত করিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবে ॥ ৩১ ॥

পরে রাবণের সেই ক্ষুধার্ত্ত সচিবগণ নরপতি অর্জ্জুনের শত শত অমাত্যকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া খাইয়া ফেলিল ॥ ৩২ ॥

তার পর নর্ম্মদাতীরে অর্জ্জুনের অনুযাত্রিগণ এবং রাবণমন্ত্রিগণের কোলাহল-ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

রাবণের অমাত্যগণ বজ্রসদৃশ বাণ, তোমর, পাশ এবং ত্রিশূল দ্বারা অর্জ্জুনের সমস্ত অনুচরকে আহত করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

পরে রাবণকর্ত্তৃক নিপীড়িত বলবান্ হৈহয়াধিপতির সৈনিকগণের কুম্ভীর, মকর এবং মৎস্যযুক্ত মহাসমুদ্রের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর বেগ হইল ॥ ৩৫ ॥

১। ছ '-স্তে'। ২। ছ 'তু'। ৩। চ '-যাত্তানাং'। ৪। চ 'প্রাসৈস্ত্রিশূলৈশ্চক্রমুদ্গরৈঃ'।

অথ তে রাবণামাত্যাঃ প্রহস্তশুকসারণাঃ।
কার্ত্তবীর্য্যবলং[1] ক্রুদ্ধা নিজঘ্নুস্তে মহৌজসঃ ॥ ৩৬ ॥
অর্জ্জুনায় চ তৎ কর্ম্ম রাবণস্য[2] সমন্ত্রিণঃ।
ক্রীড়তে কথিতং তস্মৈ পুরুষৈর্দ্বা[3]ররক্ষিভিঃ ॥ ৩৭ ॥
উক্ত্বা ন ভেতব্যমিতি স্ত্রীজনং স ততোঽর্জ্জুনঃ।
উত্ততার জলাত্তস্মাদ্ গঙ্গাতোয়াদিবাঞ্জনঃ ॥ ৩৮ ॥
ক্রোধদূষিতনেত্রস্তু স ততোঽর্জ্জুনপাবকঃ।
প্রজজ্বাল যথা ঘোরো যুগান্তে[4]ঽর্ণবপাবকঃ ॥ ৩৯ ॥
স তূর্ণতরমাদায়[5] বরহেমাঙ্গদাং গদাম্।
অভিদুদ্রাব রক্ষাংসি তমাংসীব দিবাকরঃ ॥ ৪০ ॥

৩৮। লো-টী। অঞ্জনো দিগ্‌হস্তী।
৩৯। লো-টী। অর্ণবপাবকো বড়বানলঃ।

তার পর অতিশয় বলবান্ প্রহস্ত, শুক, সারণ প্রভৃতি রাবণের অমাত্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া কার্ত্তবীর্য্যের সৈন্যদিগকে নিহত করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

পরে দ্বাররক্ষী পুরুষগণ রাবণের মন্ত্রিগণের তাদৃশ কার্য্যের বিষয় ক্রীড়ারত অর্জ্জুনের নিকট বলিল ॥ ৩৭ ॥

তখন অর্জ্জুন রমণীগণকে 'ভয় করিও না' এই কথা বলিয়া গঙ্গাজল হইতে দিগ্‌হস্তীর ন্যায় সেই নর্ম্মদার জল হইতে উত্থিত হইলেন ॥ ৩৮ ॥

তার পর প্রলয়কালে ভয়ঙ্কর বাড়বানলের ন্যায় সেই অর্জ্জুনরূপ অনল ক্রোধে চক্ষুঃ আরক্ত করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন ॥ ৩৯ ॥

অর্জ্জুন অবিলম্বে উত্তম সুবর্ণমণ্ডিত গদা গ্রহণ করিয়া অন্ধকারের অভিমুখী সূর্য্যের ন্যায় রাক্ষসগণের দিকে ধাবিত হইলেন ॥ ৪০ ॥

১। ছ 'সর্ব্বমহনন্নগ্রতেজসা'। ২। ছ '-স্য চ মন্ত্রিণাম্'। ৩। ক '-র্দ্বার-'। ৪। ছ '-ন্তার্ণব-'।
৫। ছ '-মাসাদ্য'।

বাহুবিক্ষেপকরণঃ সমুদ্যতমহাগদঃ।
গারুড়ং বেগমাস্থায় উৎপপাতাথ সোঽর্জ্জুনঃ ॥ ৪১ ॥
তস্য মার্গং সমাবৃত্য বিন্ধ্যোঽর্কস্যেব পর্ব্বতঃ।
স্থিতো বিন্ধ্য ইবাকম্প্যঃ[১] প্রহস্তো মুষলায়ুধঃ ॥ ৪২ ॥
ততস্য মুষলং ঘোরং লোহবদ্ধং মহোৎকটম্।
প্রহস্তঃ প্রেষয়ন্[২] ক্রোধান্ননাদ চ যথাম্বুদঃ ॥ ৪৩ ॥
তস্যাগ্রে মুষলস্যাগ্নিরশোকাপীড়সন্নিভঃ।
বভূব করমুক্তস্য কুর্ব্বাণো বিমলা দিশঃ ॥ ৪৪ ॥
আপতন্তঞ্চ মুষলং কার্ত্তবীর্য্যস্তদার্জ্জুনঃ[৩]।
লাঘবাদ্বঞ্চয়ামাস[৪] গদয়া গজবিক্রমঃ ॥ ৪৫ ॥

৪১। লো-টী। বাহূনাং বিক্ষেপং করোতীতি বাহুবিক্ষেপকরণঃ।
৪৩। লো-টী। ততস্য 'তং তস্যে'তি বা পাঠঃ। মহোৎকটং মহাতীব্রম্।
৪৪। লো-টী। অশোকাপীড়োঽশোকভূষণং 'পুষ্প'মিতি যাবৎ, তৎসন্নিভঃ।
৪৫। লো-টী। লাঘবাৎ অস্ত্রশৈঘ্র্যাৎ।

অর্জ্জুন বাহুসকল বিক্ষেপপূর্ব্বক ভীষণ গদা উত্তোলিত করিয়া গরুড়ের ন্যায় বেগে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলেন ॥ ৪১ ॥

বিন্ধ্যপর্ব্বত যেরূপ সূর্য্যের পথ রোধ করিয়া অবস্থিত, বিন্ধ্যাচলের ন্যায় অকম্পনীয় প্রহস্ত সেইরূপ মুষল ধারণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের পথ অবরোধ করিয়া রহিল ॥ ৪২ ॥

পরে প্রহস্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার সেই অতিশয় তীব্র লৌহবদ্ধ ভীষণ গদা [অর্জ্জুনের প্রতি] নিক্ষেপ করত মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥

প্রহস্ত-করচ্যুত সেই মুষলের সম্মুখভাগে অশোকপুষ্প-স্তবকের ন্যায় অগ্নি-শিখা উৎপন্ন হইল, তাহাতে চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ॥ ৪৪ ॥

তখন হস্তীর ন্যায় বিক্রমশালী কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সমাগত মুষলকে ক্ষিপ্রকারিতা-

১। ছ '-ম্প্যঃ'। ২। ছ 'প্রৈষয়ৎ'। ৩। ছ '-র্য্যার্জ্জুনস্তদা'। ৪। ছ 'চাতি-'।

ততস্তমভিদুদ্রাব প্রহস্তং হৈহয়াধিপঃ।
ভ্রাময়ন্ বৈ গদাং গুর্ব্বীং পঞ্চবাহুশতোচ্ছ্রিতাম্[1] ॥ ৪৬ ॥
তেনাহতোঽতিবেগেন প্রহস্তো গদয়া তদা।
নিপপাতার্দ্দিতঃ[2] শৈলো বজ্রিবজ্রাহতো যথা ॥ ৪৭ ॥
প্রহস্তং পতিতং দৃষ্ট্বা মারীচশুকসারণাঃ।
সমহোদরধূম্রাক্ষা অপযাতা রণাজিরাৎ ॥ ৪৮ ॥
অপক্রান্তেষ্বমাত্যেষু প্রহস্তে চ নিপাতিতে।
রাবণোঽভ্যদ্রবত্তূর্ণমর্জ্জুনং নৃপসত্তমম্ ॥ ৪৯ ॥
সহস্রবাহোস্তদ্ যুদ্ধং বিংশদ্বাহোশ্চ দারুণম্।
নৃপরাক্ষসয়োস্তত্র সংরব্ধং লোমহর্ষণম্ ॥ ৫০ ॥

৪৬। লো-টী। পঞ্চবাহুশতং যথা তথা উচ্ছ্রিতাম্ উচ্চাম্।
৫০। লো-টী। যুদ্ধং সংরব্ধং জাতম্।

বশতঃ গদা দ্বারা নিবারিত করিলেন ॥ ৪৫ ॥

অবশেষে হৈহয়াধিপতি অর্জ্জুন পঞ্চশত বাহুদ্বারা ভীষণ গদা উত্তোলিত করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে সেই প্রহস্তের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ৪৬ ॥

তখন প্রহস্ত অতি বেগশীল অর্জ্জুনের গদাঘাতে নিপীড়িত হইয়া ইন্দ্রের বজ্রদ্বারা আহত পর্ব্বতের ন্যায় [ভূতলে] পতিত হইল ॥ ৪৭ ॥

প্রহস্তকে পতিত দেখিয়া মারীচ, শুক এবং সারণ মহোদর ও ধূম্রাক্ষের সহিত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল ॥ ৪৮ ॥

প্রহস্ত নিপাতিত হইলে এবং অমাত্যগণ পলায়ন করিলে রাবণ অতিদ্রুত নৃপসত্তম অর্জ্জুনের প্রতি ধাবিত হইল ॥ ৪৯ ॥

সহস্রবাহু নরপতি অর্জ্জুন এবং বিংশতিবাহু রাক্ষস দশাননের সেই লোমহর্ষণ দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৫০ ॥

১। ছ 'স্রা'। ২। ছ '-ভাবিতঃ'।

সাগরাবিব সংক্ষুব্ধৌ চলমূলাবিবাচলৌ।

তেজোযুক্তাবিবাদিত্যৌ প্রদহন্তাবিবানলৌ ॥ ৫১ ॥

বলোদ্ধতৌ[১] যথা নাগৌ বসিতার্থে যথা বৃষৌ।

মেঘাবিব বিনর্দ্দন্তৌ[২] সিংহাবিব মদোৎকটৌ[৩] ॥ ৫২ ॥

রুদ্রকালাবিবাশ্রান্তৌ তৌ তথার্জ্জুনরাবণৌ[৪]।

পরস্পরং গদাপাতৈস্তাড়য়ামাসতুর্ভৃশম্[৫] ॥ ৫৩ ॥

গদাপ্রহারাংস্তৌ[৬] তত্র সেহাতে নররাক্ষসৌ।

বজ্রপ্রহারানচলৌ যথৈব হি সুদুঃসহান্ ॥ ৫৪ ॥

যথাশনিরবেভ্যস্তু জায়তে বৈ প্রতিস্বনঃ।

তথা তাভ্যাং গদাপাতৈর্দ্দিশঃ সর্ব্বাঃ প্রসস্বনুঃ[৭] ॥ ৫৫

৫২। লো-টী। নাগৌ মহাসর্পৌ বাসিতার্থে করিণ্যর্থে যথা গজৌ।
৫৫। লো-টী। তাভ্যাং তয়োঃ, প্রসস্বনুঃ প্রতিনাদং চক্রুঃ।

সংক্ষুভিত সাগরদ্বয়, চঞ্চল-মূল পর্ব্বতদ্বয়, তেজোযুক্ত আদিত্যদ্বয়, দহনকারী অনলদ্বয়, করিণীর জন্য যুদ্ধকারী বলোদ্ধত হস্তিদ্বয়, বৃষদ্বয়, গর্জ্জনকারী মেঘযুগল, বলগর্ব্বিত সিংহদ্বয় এবং অপরিশ্রান্ত রুদ্র ও কালের ন্যায় সেই রাবণ এবং অর্জ্জুন উভয়ে পরস্পরকে গদাপ্রহারে অত্যন্ত আহত করিতে লাগিলেন ॥ ৫১—৫৩ ॥

দুঃসহ বজ্রপ্রহার-সহনকারী পর্ব্বতদ্বয়ের ন্যায় সেই রাক্ষস এবং মনুষ্য যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গদাপ্রহার সহ্য করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

বজ্রপতনের শব্দ হইতে যেরূপ প্রতিধ্বনি হয়, অর্জ্জুন এবং রাবণের গদাপাতের শব্দে দিক্ সকল সেইরূপ প্রতিধ্বনিত হইল ॥ ৫৫ ॥

১। ছ '-দ্ধুতৌ'। ২। ছ '-বিব চ নর্দ্দন্তৌ'। ৩। ছ 'বলোৎ-'। ৪। ছ 'রাবণার্জ্জুনৌ'। ৫। ছ 'গদাগ্র্যাভ্যাং দারু-'। ৬। ছ 'দন্তান্'। ৭। ছ '-তৈঃ প্রতিনাদস্তু জায়তে'।

অর্জ্জুনেন গদা সা তু ক্ষিপ্যমাণা মহোরসি।
কাঞ্চনাভং নভশ্চক্রে বিদ্যুৎ সৌদামিনী যথা ॥ ৫৬ ॥
তথৈব রাবণেনাপি পাত্যমানা[১] মুহুর্ম্মুহুঃ।
অর্জ্জুনোরসি ভাতি স্ম গদোল্কেব মহাগিরৌ ॥ ৫৭ ॥
নার্জ্জুনঃ খেদমায়াতঃ[২] স চ রক্ষোগণেশ্বরঃ।
সমমাসীৎ তয়োর্যুদ্ধং যথা বলিমহেন্দ্রয়োঃ ॥ ৫৮ ॥
দন্তৈরিব মহানাগৌ শৃঙ্গৈরিব মহাবৃষৌ।
জঘ্নতুস্তৌ রণে ঘোরৌ তদা রাক্ষসপার্থিবৌ ॥ ৫৯ ॥
ততোঽর্জ্জুনেন ক্রুদ্ধেন সর্ব্বপ্রাণেন[৩] সা গদা।
স্তনয়োরন্তরে মুক্তা রাবণস্য মহাহবে ॥ ৬০ ॥

৫৬। লো-টী। মহোরসি রাবণস্য উরসি উদ্দিশ্য ক্ষিপ্যমাণা নভঃ কাঞ্চনাভং চক্রে। বিদ্যুৎ বিশেষেণ দ্যোততে ইতি তথা, সৌদামিনী তড়িৎ।

অর্জ্জুনকর্ত্তৃক রাবণের বিশাল বক্ষঃস্থলে নিক্ষিপ্ত সেই গদা অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুতের ন্যায় গগনমণ্ডলকে স্বর্ণবর্ণ করিয়া তুলিল ॥ ৫৬ ॥

রাবণকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থলে নিপাতিত গদাও সেইরূপ মহাপর্ব্বতের উপরে পতিত উল্কার ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥

সেই রাক্ষসগণের রাজা রাবণ এবং অর্জ্জুন কেহই ক্লান্ত হইলেন না, বলি এবং দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহাদের যুদ্ধ তুল্যরূপ হইতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥

প্রকাণ্ড হস্তিদ্বয় দন্তদ্বারা এবং প্রকাণ্ড বৃষভদ্বয় শৃঙ্গদ্বারা যেরূপ পরস্পরকে আঘাত করে, সেইরূপ অতিভয়ঙ্কর সেই রাবণ এবং নৃপতি অর্জ্জুন যুদ্ধে [অস্ত্র দ্বারা] পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই গদা মহাযুদ্ধে রাবণের স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থলে (বক্ষঃপ্রদেশে) নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৬০ ॥

১। ছ 'মহাগদা'। ২। ছ '-মাপেদে ন রাক্ষসগণেশ্বরঃ'। ৩। ছ 'আক্ষিপ্য মহাপ্রাণেন সা গদা'।

বরদানকৃতত্রাণে সা গদা রাবণোরসি।
দুর্ব্বলেব তদা সেনা দ্বিধাভূতাপতৎ ক্ষিতৌ ॥ ৬১ ॥
স ত্বর্জ্জুনপ্রমুক্তেন[১] গদপাতেন পীড়িতঃ[২]।
অপসৃত্য ধনুর্মাত্রং[৩] বিষসাদ[৪] সনিস্বনঃ ॥ ৬২ ॥
তং বিহ্বলিতমালোক্য দশগ্রীবং ততোঽর্জ্জুনঃ।
সহসাপ্লুত্য[৫] জগ্রাহ গরুত্মানিব পন্নগম্ ॥ ৬৩ ॥
স তং বাহুসহস্রেণ বলাদাদায় রাবণম্।
ববন্ধ বলবান্ রাজা বলিং নারায়ণো যথা ॥ ৬৪ ॥
বধ্যমানে দশগ্রীবে সিদ্ধচারণদেবতাঃ।
সাধ্বিবতি বাদিনঃ পুষ্পৈরকিরন্[৬]অর্জ্জুনং তদা ॥ ৬৫ ॥

৬১। লো-টী। সা গদা রাবণোরসি পতিতা দ্বিধাভূতাঽপতৎ, কেব? দুর্বলা সেনেব। উরসি কিংভূতে? বরদানেন কৃতং ত্রাণং রক্ষণং যস্য তস্মিন্। 'বরদানকৃতত্রাণে'তি পাঠে বরদানেন কৃতং ত্রাণং প্রাণরক্ষণং যস্যাঃ সকাশাৎ সা।

৬২। লো-টী। ধনুর্ম্মাত্রমপসৃত্য প্রাপ্য নিষসাদ তস্থৌ, বিনষ্টবৎ মৃত ইব।

বরদান্ প্রভাবে সুরক্ষিত রাবণের বক্ষঃস্থলে সেই গদা নিক্ষিপ্ত হইয়া বলহীন সেনার ন্যায় দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৬১ ॥

কিন্তু রাবণ অর্জ্জুনকর্ত্তৃক নিপাতিত গদাঘাতে পীড়িত হইয়া চারি হাত পিছনে সরিয়া গিয়া [অস্ফুট] ধ্বনি করিতে করিতে বিষণ্ণ হইয়া পড়িল ॥ ৬২ ॥

তখন অর্জ্জুন দশাননকে অবসন্ন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ লম্ফ প্রদান করত গরুড় যেরূপ সর্পদিগকে ধরে, সেইরূপ তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন ॥ ৬৩ ॥

ভগবান্ হরি বলিকে যেরূপ বন্ধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ বলবান্ রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাবণকে সহস্র বাহুদ্বারা বলপূর্ব্বক ধরিয়া বন্ধন করিলেন ॥ ৬৪ ॥

তখন দশাননকে বন্ধন করিলে সিদ্ধগণ, চারণগণ এবং দেবগণ 'সাধু সাধু' বলিয়া অর্জ্জুনের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন ॥ ৬৫ ॥

১। ছ 'প্রমু-'। ২। ছ 'রাবণঃ'। ৩। ছ 'নিব-'। ৪। ছ 'নিষসদ'। ৫। ছ 'প্রতি-'। ৬। ছ '-র্বাকি-'।

ব্যাঘ্রো মৃগমিবাদায় সিংহো বা গজযূথপম্ ।
[1]ননাদ হৈহয়ো রাজা হর্ষাদম্বুদবন্মুহুঃ ॥ ৬৬ ॥
প্রহস্তস্তু সমাশ্বস্তো দৃষ্ট্বা বদ্ধং দশাননম্ ।
সহিতৈ রাক্ষসৈঃ সর্ব্বৈরভিদুদ্রাব[2] পার্থিবম্ ॥ ৬৭ ॥
নক্তঞ্চরাণাং বেগস্তু[3] তেষামাপততাং বভৌ ।
[4]উদ্ধতানাং যুগাপায়ে সমুদ্রাণামিবাদ্ভুতঃ ॥ ৬৮ ॥
মুঞ্চ মুঞ্চেতি ভাষন্তস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাসকৃৎ ।
মুষলানি সশূলানি সসৃজুস্তে তদার্জ্জুনে ॥ ৬৯ ॥
অপ্রাপ্তান্যেব তান্যাশু সোঽসংভ্রান্তস্ততোঽর্জ্জুনঃ ।
আয়ুধান্যমরারীণাং জগ্রাহ চ ননাদ চ ॥ ৭০ ॥

৬৬। লো-টী। সিংহো বা সিংহ ইব।
৬৮। লো-টী। উদ্ধতানাম্ উচ্ছলিতানাম্।

ব্যাঘ্র যেরূপ মৃগকে এবং সিংহ যেরূপ হস্তিযূথপতিকে ধরিয়া গর্জ্জন করে, হৈহয়াধিপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সেইরূপ রাবণকে ধরিয়া হর্ষবশতঃ মেঘের ন্যায় পুনঃ পুনঃ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥

প্রহস্ত চৈতন্যলাভ করিয়া দশাননকে বদ্ধ দেখিয়া সমস্ত রাক্ষসগণের সহিত হৈহয়াধিপতির প্রতি ধাবিত হইল ॥ ৬৭ ॥

সেই রাক্ষসগণের আগমনবেগ প্রলয়কালীন উদ্বেলিত সমুদ্রের ন্যায় অদ্ভুত বোধ হইল ॥ ৬৮ ॥

তখন রাক্ষসগণ ‘পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর’ ‘থাম থাম’ এরূপ পুনঃ পুনঃ বলিতে বলিতে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের প্রতি মুষল এবং শূল নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৬৯ ॥

নির্ভীক কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দেবশত্রু রাক্ষসদিগের সেই অস্ত্রসমূহ তাঁহার শরীর স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই তৎক্ষণাৎ সেগুলি ধরিয়া ফেলিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৭০ ॥

১। ছ ‘ররাস’। ২। ছ ‘ক্রোধাদ-’। ৩। ‘-গৈস্তু’। ৪। ছ ‘উদ্ধৃতানাং’।

ততস্তৈরেব রক্ষাংসি শিতধারৈর্ব্বরায়ুধৈঃ।
ভিত্ত্বা বিদ্রাবয়ামাস বায়ুরম্বুধরানিব ॥ ৭১ ॥
রাক্ষসাংস্ত্রাসয়িত্বাথ কার্ত্তবীর্য্যোঽর্জ্জুনস্তদা[১]।
আদায় রাবণং বীরঃ প্রবিবেশ পুরীং[২] ততঃ ॥ ৭২ ॥
[৩]তেঽপি সর্ব্বে তদামাত্যা রাবণস্য ভয়ার্দ্দিতাঃ।
অতিষ্ঠন্ পুষ্পকং গৃহ্য স্বামিনো মোক্ষকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৭৩ ॥
স কীর্য্যমাণঃ কুসুমাক্ষতোৎকরৈর্দ্বিজৈঃ সপৌরৈঃ পুরুহূতবিক্রমঃ।
ততোঽর্জ্জুনঃ স্বাং প্রবিবেশ[৪] তাং পুরীং বলিং নিগৃহ্যেব সহস্রলোচনঃ॥৭৪

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনেন রাবণনিগ্রহো নাম একবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২১ ॥

৭৩। লো-টী। ভয়যুক্ত আত্মা যেষাং তে, রাবণস্য ত্যক্ত্বা গমনে চ ভয়ার্দ্দিতাঃ।
৭৪। লো-টী। বলিং নিগৃহ্য বামনদ্বারেণ।

রাবণগ্রহণম্ ॥ ২১ ॥

পরে বায়ু যেরূপ মেঘসমূহকে বিদ্রাবিত করে সেইরূপ [কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন] সেই সমস্ত তীক্ষ্ণধার শ্রেষ্ঠ অস্ত্রদ্বারাই রাক্ষসদিগকে বিদ্ধ করিয়া বিদ্রাবিত করিলেন ॥ ৭১ ॥

অনন্তর বীর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাক্ষসদিগকে ত্রাসিত করিয়া রাবণকে লইয়া নগরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭২ ॥

তখন রাবণের সেই অমাত্যগণ সকলেই ভীত হইয়া পুষ্পকরথ গ্রহণ করত প্রভুর মুক্তির অপেক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৭৩ ॥

তখন পৌরগণের সহিত ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্রতুল্য বিক্রমশালী কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের মস্তকে পুষ্প এবং অক্ষত বর্ষণ করিলে তিনি বলি-নিগ্রহকারী সহস্রলোচন ইন্দ্রের ন্যায় স্বীয় পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের রাবণনিগ্রহ-নামক ২১শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

১। ছ 'চ'। ২। ছ 'ততঃ পুরম্'। ৩। ছ ইদমর্দ্ধং নাস্তি'। ৪। ছ 'সংপ্রবি-'।

(২২) দ্বাবিংশঃ সর্গঃ

গ্রহণং রাক্ষসেন্দ্রস্য তত্তু রাহুগ্রহোপমম্ ।
ঋষিঃ পুলস্ত্যঃ শুশ্রাব কথিতং দিবি দৈবতৈঃ ॥ ১ ॥
ততঃ পুত্রসুতস্নেহাৎ ত্বরিতঃ[১] স মহামুনিঃ ।
মাহিষ্মতীপতিং দ্রষ্টুমাজগাম মহাতপাঃ ॥ ২ ॥
স বায়ুমার্গমাস্থায় বায়ুতুল্যগতির্দ্বিজঃ ।
পুরীং মাহিষ্মতীং প্রাপ্তো মনঃসংকল্পবিক্রমঃ ॥ ৩ ॥
সোঽমরাবতিসংকাশাং হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতাম্ ।
প্রবিবেশ পুরীং ব্রহ্মা যথেন্দ্রস্যামরাবতীম্ ॥ ৪ ॥
পাদচারমিবাদিত্যং প্রবিশন্তং সুদুর্দৃশম্ ।
বিজ্ঞায় তমৃষিং দ্বাঃস্থা অর্জুনায় ন্যবেদয়ন্ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। বায়ুগ্রহোপমং বায়ুগ্রহণোপমম্ ।
৩। লো-টী। মনসঃ সংকল্পো গমনমিব বিক্রমঃ পাদবিক্ষেপো যস্য সঃ ।
৪। লো-টী। অমরাবতীতি হ্রস্বঃ 'ঘাকার' ইত্যাদিনা ।

পুলস্ত্য ঋষি স্বর্গে দেবগণের নিকট রাহুকে গ্রাস করিবার তুল্য রাক্ষসরাজ রাবণকে বন্ধন করিবার সংবাদ শুনিলেন ॥ ১ ॥

তার পর মহাতপস্বী মহামুনি সেই পুলস্ত্য পৌত্রের প্রতি স্নেহবশতঃ সত্বর মাহিষ্মতীর রাজাকে দেখিতে আসিলেন ॥ ২ ॥

বায়ুতুল্যগতি সেই দ্বিজবর বায়ুপথ ধরিয়া মনোরথের ন্যায় শীঘ্রগতিতে মাহিষ্মতী নগরীতে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রের অমরাবতী নগরীতে ব্রহ্মার ন্যায় সেই পুলস্ত্য হৃষ্টপুষ্ট জনদ্বারা পরিবেষ্টিত অমরাবতীতুল্য মাহিষ্মতীনগরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪ ॥

দৌবারিকগণ পাদচারী আদিত্যের ন্যায় দুরালোক্য (অতি তেজস্বী) সেই

১। ছ 'তং'।

শ্রুত্বা পুলস্ত্যং সংপ্রাপ্তমর্জ্জুনঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
শিরস্যঞ্জলিমাধায়[১] ততঃ প্রত্যুদ্‌যযৌ মুনিম্‌ ॥ ৬ ॥
পুরোহিতো গৃহীত্বার্ঘ্যং মধুপর্কং তথৈব গাম্‌।
পুরস্তাৎ প্রযযৌ রাজ্ঞঃ শক্রস্যেব বৃহস্পতিঃ ॥ ৭ ॥
ততস্তমৃষিমায়ান্তমুদ্যন্তমিব ভাস্করম্‌।
অর্জ্জুনো ভৃশসংভ্রান্তো ববন্দেঽর্ঘপুরঃসরঃ (রম্‌ ?) ॥ ৮ ॥
স তস্য মধুপর্কং গাং পাদ্যমর্ঘ্যং নিবেদ্য চ।
পুলস্ত্যমব্রবীদ্রাজা হর্ষগদ্গদয়া গিরা ॥ ৯ ॥
অদ্যেয়মমরাবত্যা তুল্যা মাহিষ্মতী কৃতা।
অদ্য[২] চাহং মনুষ্যেন্দ্রো[৩] যস্ত্বাং পশ্যামি দুর্দ্দৃশম্‌ ॥ ১০ ॥

৮। লো-টী। অর্ঘ্যং পুরঃসরং যথা স্যাত্তথা।

ঋষির পরিচয় অবগত হইয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নিকট নিবেদন করিল ॥ ৫ ॥

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন পুলস্ত্যের আগমনসংবাদ শ্রবণ করিয়া মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করত মন্ত্রিগণের সহিত সেই মুনির প্রত্যুদ্গমন করিলেন ॥ ৬ ॥

পুরোহিত অর্ঘ্য, মধুপর্ক এবং বৃষ গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রের অগ্রগামী বৃহস্পতির ন্যায় রাজার অগ্রে চলিলেন ॥ ৭ ॥

তার পর উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় সেই ঋষিকে আসিতে দেখিয়া অর্জ্জুন অতিশয় সম্ভ্রান্ত হইয়া অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দনা করিলেন ॥ ৮ ॥

সেই নৃপতি অর্জ্জুন পুলস্ত্যের উদ্দেশ্যে মধুপর্ক, গো, পাদ্য এবং অর্ঘ্য দিয়া হর্ষগদ্গদস্বরে তাঁহাকে বলিলেন—॥ ৯ ॥

আজ এই মাহিষ্মতী নগরীকে আপনি অমরাবতীতুল্য করিলেন এবং দুর্লভ-দর্শন আপনার দর্শন পাইয়া আমিও অদ্য মনুষ্যমধ্যে ইন্দ্রতুল্য হইলাম ॥ ১০ ॥

১। ছ '-মাদায়'। ২। ছ 'অপি'। ৩। ছ 'সুরেন্দ্রোঽস্মি'।

অদ্য মে কুশলং[১] দেব অদ্য মে কুলমুদ্ধৃতম্।
যত্তে দেবশতৈর্ব্বন্দ্যৌ বন্দেঽহং চরণাবিমৌ ॥ ১১ ॥
ইদং রাজ্যমিমে পুত্রা ইমে দারাস্তথা বয়ম্।
ব্রহ্মন্ কিং কুর্ম্মহে কার্য্যমাজ্ঞাপয়তু নো ভবান্ ॥ ১২ ॥
তং[২] ধর্ম্মেষ্বপি রাজ্যে চ পৃষ্ট্বা কুশলমব্যয়ম্।
পুলস্ত্যঃ প্রাহ রাজানং হৈহয়ানাং তদার্জ্জুনম্ ॥ ১৩ ॥
রাজন্ কমলপত্রাক্ষ পূর্ণচন্দ্রনিভানন।
অতুলং তে বলং যেন দশগ্রীবস্ত্বয়া জিতঃ ॥ ১৪ ॥
ভয়াদ্ যস্যাবতিষ্ঠেতাং নিস্পন্দৌ সাগরানিলৌ।
সোঽয়মদ্য ত্বয়া বদ্ধঃ পুত্রো মেঽতীব দুর্জ্জয়ঃ ॥ ১৫ ॥

হে দেব, অদ্য শত শত দেবতার বন্দনীয় আপনার এই চরণযুগল বন্দনা করিয়া আমার মঙ্গল হইল এবং আমার বংশ উদ্ধারপ্রাপ্ত হইল ॥ ১১ ॥

হে ব্রহ্মন্, এই রাজ্য (রাজ্যের সকল প্রজা), এই দারাপত্য প্রভৃতি এবং আমরা আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিব, আপনি তাহা আমাদিগকে আজ্ঞা করুন ॥ ১২ ॥

পুলস্ত্য হৈহয়রাজ অর্জ্জুনকে ধর্ম্ম এবং রাজ্যবিষয়ে স্থায়ী কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—॥ ১৩ ॥

হে পদ্মপলাশলোচন পূর্ণচন্দ্রবদন, রাজন্, তোমার শক্তি অতুলনীয় ; যেহেতু তুমি দশাননকে পরাজিত করিয়াছ ॥ ১৪ ॥

যাহার ভয়ে সমুদ্র এবং বায়ু স্পন্দনহীন হইয়া অবস্থান করিতেছে, অতিশয় দুর্জ্জয় আমার সেই পুত্র (পৌত্র)কে অদ্য তুমি বদ্ধ করিয়াছ ॥ ১৫ ॥

১। চ 'সফলং জন্ম'। ২। ছ '-:

তৎ পুত্রক যশঃ স্ফীতং লোকে বিশ্রাবিতং ত্বয়া।
মদ্বাক্যং পালয়ন্নদ্য[1] মুঞ্চ তাত দশাননম্ ॥ ১৬ ॥

পুলস্ত্যাজ্ঞাং গৃহীত্বা স নকিঞ্চিদ্বচনোঽর্জ্জুনঃ।
অমুঞ্চৎ পার্থিবেন্দ্রস্তং রাক্ষসেন্দ্রং প্রহৃষ্টবৎ ॥ ১৭ ॥

স তং বিমুচ্য ত্রিদশারিমর্জ্জুনঃ
প্রপূজ্য দিব্যাভরণাম্বরৈঃ শুভৈঃ।
অহিংসয়া সখ্যমুপেত্য সাগ্নিকম্
প্রণম্য সব্রহ্মসুতং[2] ব্যসর্জ্জয়ৎ ॥ ১৮ ॥

পুলস্ত্যেনাপি সংগম্য রাক্ষসেন্দ্রঃ স রাবণঃ।
পরিষ্বজ্য[3] কৃতাতিথ্যো লজ্জমানো বিসর্জ্জিতঃ ॥ ১৯ ॥

১৮। লো টী। স তং প্রপূজ্য ব্যমুঞ্চদিত্যেকং বাক্যম্, অহিংসয়া অক্রৌর্য্যেণ সাগ্নিকং সখ্যমুপেত্য সব্রহ্মসুতং ব্যসর্জ্জয়দিত্যপরম্। 'স তং বিমুচ্যে'তি পাঠে বন্ধনাদ্বিমুচ্য দিব্যাভরণাদিভিঃ প্রপূজ্য সখ্যমুপেত্য ব্রহ্মসুতেন সহ প্রণম্য ব্যসর্জ্জয়ৎ।

১৯। লো·টী। পুলস্ত্যেনাপি সঙ্গম্য সখ্যং প্রাপয্য কারয়িত্বেতি যাবৎ, বিসর্জিতঃ কৃতাতিথ্যোঽর্জ্জুনেনেতি শেষঃ।

বৎস, রাবণকে জয় করিয়া তুমি বিপুল যশঃ বিস্তার করিয়াছ, অতএব অদ্য আমার কথা পালন করিয়া রাবণকে মুক্ত কর ॥ ১৬ ॥

নরপতি অর্জ্জুন পুলস্ত্যের আদেশ শ্রবণ করিয়া কিছু না বলিয়াই সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে সন্তোষের সহিত মুক্ত করিলেন ॥ ১৭ ॥

সেই অর্জ্জুন দেবশত্রু রাবণকে মুক্ত করিয়া উৎকৃষ্ট অলঙ্কার এবং বস্ত্রদ্বারা সম্মানিত করত হিংসা ভুলিয়া অগ্নিসমক্ষে [তাহার সহিত] বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া প্রণামানন্তর ব্রহ্মপুত্র পুলস্ত্যের সহিত বিদায় দিলেন ॥ ১৮ ॥

পুলস্ত্যও সমীপে গমন করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের নিকট অতিথিসংকারপ্রাপ্ত লজ্জিত রাক্ষসরাজ রাবণকে বিদায় দিলেন ॥ ১৯ ॥

১। ক 'ত্বদ্য'। ২। ছ 'গৃহং যযৌ'। ৩। ছ '-ষঙ্গং'।

পিতামহসুতশ্চাপি পুলস্ত্যো মুনিসত্তমঃ।
মোক্ষয়িত্বা দশগ্রীবং ব্রহ্মলোকং জগাম হ ॥ ২০ ॥
এবং স রাবণঃ প্রাপ্তঃ কার্ত্তবীর্য্যাত্তু ধর্ষণাম্।
পুলস্ত্যবচনাচ্চাপি পুনর্মোক্ষমবাপ্তবান্ ॥ ২১ ॥
এবং বলিভ্যো বলিনঃ সন্তি রাঘবনন্দন।
নাবজ্ঞা হি পরে কার্য্যা যদীচ্ছেঃ শ্রেয় আত্মনঃ[১] ॥ ২২ ॥
ততঃ স রাজা পিশিতাশনানাং সহস্রবাহুং সমবেক্ষ্য মিত্রম্[২]।
পুনর্নরাণাং কদনঞ্চকার চচার সর্ব্বাং পৃথিবীং[৩] চ দর্পাৎ ॥ ২৩ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে রাবণমোক্ষো নাম
দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২২ ॥

২২। লো-টী। পরে শত্রৌ।

রাবণমোক্ষঃ ॥ ২২

ব্রহ্মপুত্র মুনিসত্তম পুলস্ত্য দশাননকে মুক্ত করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ২০ ॥

সেই রাবণ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের হস্তে এইরূপে পরাভবপ্রাপ্ত হইয়া পুলস্ত্যের কথায় পুনরায় মুক্তিলাভ করিয়াছিল ॥ ২১ ॥

হে রঘুনন্দন, বলবান্ ব্যক্তি অপেক্ষাও এইরূপ অনেক বলবান্ ব্যক্তি আছেন; যদি নিজের মঙ্গল কামনা কর, তবে শত্রুর প্রতি অবজ্ঞা করিও না ॥ ২২ ॥

অনন্তর রাক্ষসরাজ সেই রাবণ সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে মিত্রভাবাপন্ন দেখিয়া পুনরায় মনুষ্যদিগকে উৎপীড়িত করিতে করিতে সদর্পে সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রাবণমোক্ষ-নামক
২২শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

১। ছ 'শ্রেয়মাত্মনঃ'। ২। ছ 'ধার্ম্মিকম্'। ৩। ক '-বীং স দর্পাৎ'।

(২৩) ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ

অর্জ্জুনেন বিমুক্তস্তু রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
চচার পৃথিবীং কৃৎস্নামনির্ব্বিণ্ণস্তথাকৃতঃ ॥ ১ ॥
রাক্ষসং বা মনুষ্যং বা শ্রুতবান্ যং বলাধিকম্।
রাক্ষসঃ[১] স সমাসাদ্য যুদ্ধায়াহ্বয়তে স্ম[২] তম্ ॥ ২ ॥
ততঃ কদাচিৎ কিষ্কিন্ধ্যাং নগরীং বালিপালিতাম্।
গত্বাহ্বয়ত যুদ্ধায় বালিনং হেমমালিনম্ ॥ ৩ ॥
ততস্তং বানরামাত্যস্তারস্তারাধিপোপমঃ।
উবাচ রাবণং বাক্যং যুদ্ধপ্রেপ্সুমুপাগতম্ ॥ ৪ ॥
রাক্ষসেন্দ্র গতো বালী যস্তব প্রবলো মৃধে।
নান্যঃ প্রমুখতঃ স্থাতুং তব শক্তঃ প্লবঙ্গমঃ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। তথাকৃতঃ অর্জ্জুনেন পরাভূতোঽপি ন নির্ব্বিণ্ণঃ অবিরক্তঃ।
২। লো-টী। যুদ্ধায় যোদ্ধুম্।

অর্জ্জুনকর্ত্তৃক পরাজিত এবং বিমুক্ত রাক্ষসাধিপতি রাবণ নির্ব্বেদগ্রস্ত না হইয়া সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ১ ॥

সেই রাক্ষস রাবণ, রাক্ষস অথবা মনুষ্য যাহাকেই অধিক-বলশালী বলিয়া শুনিত, তাহারই সমীপে গমন করিয়া তাহাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিত ॥ ২ ॥

একদা রাবণ বালিপালিত কিষ্কিন্ধ্যানগরীতে গমন করিয়া সুবর্ণমাল্যধারী বালীকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিল ॥ ৩ ॥

তার পর বালিতুল্য বানরমন্ত্রী 'তার' যুদ্ধাভিলাষী সমাগত রাবণকে বলিল—॥ ৪ ॥

রাক্ষসেন্দ্র, যুদ্ধে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী বালী [সমুদ্রতীরে] গমন করিয়াছেন, অন্য কোন বানর তোমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ নয় ॥ ৫ ॥

১। ছ 'সত্তং সমাসাদ্য'। ২। ছ 'হ্বয়তি স্ম সঃ'।

চতুর্ষ্বপি সমুদ্রেষু সন্ধ্যামন্বাস্য রাবণ।
ইমং মুহূর্ত্তমায়াতি বালী তিষ্ঠ মুহূর্ত্তকম্ ॥ ৬ ॥
এতানস্থিচয়ান্ পশ্য যত্র তে শঙ্খপাণ্ডুরাঃ[১]।
যুদ্ধার্থিনামিমে রাজন্ বানরাধিপতেজসা ॥ ৭ ॥
অদ্যামৃতরসঃ[২] পীতস্ত্বয়া[৩] যদ্যপি রাবণ।
তথাপি বালিনং প্রাপ্য তদন্তং তব জীবিতম্ ॥ ৮ ॥
পশ্যেদানীং জগচ্চিত্রমিদং বিশ্রবসাত্মজ।
ইমং[৪] মুহূর্ত্তং সংপ্রাপ্য দুর্লভং তে ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥
অথবা ত্বরসে মর্ত্তুং যাহি দক্ষিণসাগরম্।
বালিনং দ্রক্ষ্যসে তত্র ভূমিষ্ঠমিব ভাস্করম্ ॥ ১০ ॥

৯। লো-টী। প্রাপ্য স্থিতস্য। বিশ্রবসাত্মজ সম্বিরার্থঃ। 'পশ্চাত্তু' ইতি পাঠঃ, ক্বচিত্তু 'পশ্যাস্য'।

রাবণ, তুমি মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর; বালী সমুদ্রচতুষ্টয়ে সন্ধ্যা-বন্দনা সমাপ্ত করিয়া এই মুহূর্ত্তেই আসিবেন ॥ ৬ ॥

রাজন্, এই অস্থিরাশি অবলোকন কর, শঙ্খের ন্যায় শুভ্রবর্ণ এই অস্থিসমূহ বানরাধিপতি বালীর তেজঃপ্রভাবে মৃত যুদ্ধার্থিবৃন্দের ॥ ৭ ॥

রাবণ, তুমি যদি অমৃতরসও পান করিয়া থাক, তথাপি আজ বালীর নিকট উপস্থিত হইলেই তোমার জীবনের অবসান হইবে ॥ ৮ ॥

হে বিশ্রবার তনয়, এক্ষণে এই বিচিত্র জগৎ একবার নিরীক্ষণ করিয়া লও; এক মুহূর্ত্ত পরেই তোমার পক্ষে ইহা দুর্লভ হইবে ॥ ৯ ॥

অথবা যদি মরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাক, তবে দক্ষিণসমুদ্রে গমন কর, সেখানে ভূতলস্থ সূর্য্যের ন্যায় বালীকে দেখিতে পাইবে ॥ ১০ ॥

১। ছ '-পাণ্ডরাঃ'। ২। ছ 'যদামৃত'। ৩। ছ '-স্ত্বয়াদ্য রজনীচর'। ৪। ছ 'পশ্যাস্য'।

স তু তারং বিনির্ভর্ৎস্য রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
ততঃ পুষ্পকমারুহ্য প্রযযৌ দক্ষিণার্ণবম্ ॥ ১১ ॥
তত্র হেমগিরিপ্রখ্যং তরুণার্কনিভাননম্।
বালিনং রাবণোঽপশ্যৎ সন্ধ্যোপাসনতৎপরম্ ॥ ১২ ॥
যদৃচ্ছয়োন্মীলয়তা বালিনাপি স রাবণঃ।
আয়াতো লক্ষিতো দূরাচ্চকার ন চ সংভ্রমম্ ॥ ১৩ ॥
সিংহঃ শশমিবালক্ষ্য গরুড়ো বা ভুজঙ্গমম্।
নাচিন্তয়ত্তথা দৃষ্ট্বা বালী রাবণমাগতম্ ॥ ১৪ ॥
পুষ্পকাদবরুহ্যাথ রাবণোঽঞ্জনসপ্রভঃ।
গ্রহীতুং বালিনং পশ্চাদশব্দপদমভ্রবৎ ॥ ১৫ ॥

১৩। লো টী। সংভ্রমং সাধ্বসম্।
১৪। লো টী। গরুড়ো বা গরুড় ইব, তথা 'তদা' বা পাঠঃ।
১৫। লো টী। অশব্দপদং ন বিদ্যতে শব্দো যত্র তথা।

রাক্ষসাধিপতি সেই রাবণ 'তার'কে তিরস্কার করিয়া পুষ্পকরথে আরোহণ করত দক্ষিণসাগরে গমন করিল ॥ ১১ ॥

রাবণ সেখানে কাঞ্চনগিরিসদৃশ বালসূর্য্যের ন্যায় আনন-বিশিষ্ট সন্ধ্যোপাসনায় নিযুক্ত বালীকে দেখিতে পাইল ॥ ১২ ॥

বালীও দৈবাৎ চক্ষুঃ উন্মীলিত করিয়া দূর হইতে সেই রাবণকে আসিতে দেখিতে পাইলেন এবং কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না ॥ ১৩ ॥

সিংহ যেমন শশককে, বা গরুড় যেমন সর্পকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হয় না, সেইরূপ বালীও রাবণকে আসিতে দেখিয়া চিন্তিত হইলেন না ॥ ১৪ ॥

অনন্তর অঞ্জনতুল্য-প্রভাবিশিষ্ট রাবণ পুষ্পকরথ হইতে অবতরণ করিয়া বালীকে ধরিবার জন্য তাঁহার পশ্চাতে নিঃশব্দ-পদবিক্ষেপে গমন করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

১। ছ 'তং'। ২। ছ 'রাক্ষসাধিপঃ'। ৩। ছ 'আগচ্ছন্'। ৪। ক '-শব্দঃ পদ-'।

বিজ্ঞাতং বালিনা তস্য তচ্চ পাপবিচেষ্টিতম্ ।
অসম্ভ্রমমনাশ্চাসৌ[১] চিন্তয়ামাস রাঘব ॥ ১৬ ॥
জিঘৃক্ষমাণমদ্যৈনং রাবণং পাপচেতসম্ ।
কক্ষাবলম্বিতং কৃত্বা গমিষ্যে[২] ত্রীন্ মহার্ণবান্ ॥ ১৭ ॥
[৩]পশ্যন্ত্বেনং মমাঙ্কস্থং প্রসৃতোরুকরাম্বরম্ ।
লম্বমানং দশগ্রীবং গরুড়স্যেব পন্নগম্ ॥ ১৮ ॥
ইত্যেতাং মতিমাস্থায় বালী নিয়মমাস্থিতঃ ।
জপন্ বৈ নৈগমং মন্ত্রং তস্থৌ পর্ব্বতরাড়িব ॥ ১৯ ॥
তাবন্যোন্যং জিঘৃক্ষন্তৌ হরিরাক্ষসপার্থিবৌ ।
প্রযত্নবন্তৌ তৎ কর্ম্ম চেরতুর্ব্বলদর্পিতৌ ॥ ২০ ॥

১৭। লো-টী। কক্ষাবলম্বিতং 'কক্ষাবলম্বিন'মিতি বা পাঠঃ ।
১৮। লো-টী। প্রসৃতাঃ প্রসারিতা উরবো মহান্তঃ করা অঙ্গুলয়শ্চ যেন তম্। উরু সক্থিনী বা ।
১৯। লো-টী। নৈগমং বৈদিকম্ ।
২০। লো-টী। তৎ কর্ম্ম পরস্পরগ্রহণরূপং চেরতুঃ চক্রতুঃ ।

হে রাঘব, বালী রাবণের সেই অসদভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অব্যাকুলচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অদ্য আমাকে ধরিতে ইচ্ছুক এই পাপিষ্ঠ রাবণকে কক্ষমধ্যে আবদ্ধ করিয়া [অপর] তিনটি মহাসমুদ্রে গমন করিব ॥ ১৬-১৭ ॥

ইহার বিশাল বাহু এবং বস্ত্র প্রসারিত হইয়া পড়ুক, লোকে আমার অঙ্কস্থিত লম্বমান এই দশাননকে গরুড়ধৃত সর্পের ন্যায় অবলোকন করুক ॥ ১৮ ॥

বালী এইরূপ বুদ্ধি স্থির করিয়া সংযত হইয়া বৈদিক মন্ত্র জপ করিতে করিতে পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

পরস্পরকে ধরিতে অভিলাষী সেই বলদর্পিত বানররাজ বালী এবং রাক্ষসরাজ রাবণ যত্নপূর্ব্বক সেই কার্য্য সাধন করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ২০ ॥

১। ছ 'প্রতি-'। ২। ছ '-ত্বেহত্তান'। ৩। ছ 'ব্রহ্মাস্ত্বেনং'।

হস্তপ্রাপ্তস্ত তং দৃষ্ট্বা[1] পদশব্দেন রাবণম্।
প্রাঙ্‌মুখস্তং[2] নিজগ্রাহ বালী সর্পমিবাণ্ডজঃ ॥ ২১ ॥
গ্রহীতুকামমাদায় রক্ষসামীশ্বরং হরিঃ।
খমুৎপপাত বেগেন কৃত্বা কক্ষাবলম্বিনম্ ॥ ২২ ॥
অত্যর্থং পীড্যমানস্ত[3] তদা দন্তনখৈর্মুহুঃ।
জহার রাবণং বালী পবনস্তোয়দং যথা ॥ ২৩ ॥
অথ তে রাক্ষসামাত্যা হ্রিয়মাণং দশাননম্।
মুমোচয়িষবো রাজন্ বালিনং সমুপদ্রুতাঃ ॥ ২৪ ॥
অন্বীয়মানৈস্তৈর্বালী বভৌ নীলনিশাচরৈঃ[4]।
অন্বীয়মানো মেঘৌঘৈরম্বরস্থ ইবাংশুমান্ ॥ ২৫ ॥

২১। লো-টী। অণ্ডজো গরুড়ঃ।
২৩। লো-টী। মুখৈর্মুখৈষু বিতুদন্তং ব্যথাং প্রাপ্নুবন্তম্। 'নখৈ'রিতি বা পাঠঃ।
২৫। লো-টী। অংশুমান্ সূর্য্যঃ।

বালী রাবণের পদশব্দদ্বারা হস্ত প্রসারণ করিলেই তাহাকে ধরিতে পারা যাইবে—ইহা বুঝিতে পারিয়া পূর্ব্বদিকে মুখ রাখিয়াই, গরুড় যেমন সর্পকে ধরে—সেইরূপ তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন ॥ ২১ ॥

বালী ধরিতে অভিলাষী সেই রাক্ষসেশ্বর রাবণকে ধরিয়া কক্ষদেশে ঝুলাইয়া সবেগে আকাশমার্গে উঠিলেন ॥ ২২ ॥

তখন বালী রাবণকর্ত্তৃক দন্ত এবং নখ দ্বারা পুনঃ পুনঃ অতিশয় পীড়িত হইয়াও বায়ু যেরূপ মেঘকে লইয়া যায় সেইরূপ রাবণকে লইয়া চলিলেন ॥ ২৩ ॥

হে রাজন্, সেই রাক্ষসমন্ত্রিগণ অপহ্রিয়মাণ দশাননকে উদ্ধার করিবার অভিলাষে বালীর দিকে ধাবিত হইল ॥ ২৪ ॥

নীলবর্ণ রাক্ষসগণকর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া বালী অনুগামী মেঘসমূহদ্বারা

১। ছ 'মত্বা'। ২। ছ '-মুখো'। ৩। ছ '-মানং তং বিতুদন্তং নখৈর্মুহুঃ'। ৪। ছ 'নীলৈর্নিশা-'।

নাশক্নুবংশ্চ সংপ্রাপ্তুং[১] বালিনং রাক্ষসাস্তদা।
তস্য বাহূরুবেগেন পরিশ্রান্তা ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২৬ ॥
বালিমার্গাদপক্রান্তাঃ[২] পর্ব্বতেন্দ্রা ইব প্লুতাঃ।
কিং পুনর্জ্জীবিতং[৩] প্রেপ্সুর্বিভ্রাণো মাংসশোণিতম্ ॥ ২৭ ॥
যো হ্যক্ষিপক্ষ্মসংপাতাদ্বানরেন্দ্রো মনোজবঃ[৪]।
ক্রমতে সাগরান্ সর্ব্বান্ সন্ধ্যাকালঞ্চ বিন্দতি ॥ ২৮ ॥
সভাজ্যমানো ভূতৈস্তু[৫] খেচরৈঃ খেচরো হরিঃ।
পশ্চিমং সাগরং বালী আজগাম সরাবণঃ ॥ ২৯ ॥

২৭। লো-টী। বালিমার্গাৎ বালিন ইত্যর্থে বালিপদং লুপ্তষষ্ঠীকং বালিনো গচ্ছত ইত্যর্থঃ। অপাক্রামন্ গমনবেগাৎ স্বস্থানং ত্যক্ত্বা অন্যত্র গচ্ছন্তি স্ম। জীবিতুং প্রেপ্সুঃ অপক্রামতীতি বাচ্যম্। 'জীবিতং প্রেপ্সু'রিতি বা পাঠঃ।

২৮। লো-টী। অক্ষিপক্ষ্মসংপাতাৎ নিমেষমাত্রাৎ সন্ধ্যাকালং প্রাপ্য বিন্দতি প্রাপ্নোতি স্বগৃহান্।

২৯। লো-টী। সভাজ্যমানঃ পূজ্যমানঃ।

নভোমণ্ডলস্থ সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

রাক্ষসগণ বালীকে ধরিতে সমর্থ হইল না, বরং তাহার হস্ত এবং উরুর বেগে পরিশ্রান্ত হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥

বালীর গমনপথ হইতে শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত সকল যেন লম্ফপ্রদান করিয়াই সরিয়া গেল, রক্তমাংসের শরীরধারী বাঁচিতে ইচ্ছুক প্রাণীর কথা আর কি বলিব ॥ ২৭ ॥

মনোগামী বানররাজ বালী নিমেষমাত্রে সমস্ত সাগরে পরিভ্রমণ করেন এবং সর্ব্বত্র যথাসময়ে সন্ধ্যা করেন ॥ ২৮ ॥

খেচর প্রাণিগণকর্ত্তৃক সম্পূজিত আকাশচারী বানররাজ বালী রাবণের সহিত পশ্চিম-সমুদ্রে আগমন করিলেন ॥ ২৯ ॥

১। ছ 'তেহশক্নুবংস্তং প্রাপ্তুং'। ২। ছ '-ক্রামন্ পর্ব্বতা অপি গচ্ছতঃ'। ৩। ছ '-তপ্রেপ্সু'। ৪। ছ 'মহাবলঃ'। ৫। ছ 'তৈঃ স'।

তত্র সন্ধ্যামুপাস্যাসৌ জপ্ত্বা জপ্যঞ্চ বানরঃ।
১
উত্তরং সাগরং প্রায়াদ্বহমানো নিশাচরম্ ॥ ৩০ ॥

বহুযোজনসাহস্রং তমধ্বানং মহাকপিঃ।
বায়ুবচ্চ মনোবচ্চ জগাম সহ শক্রুণা ॥ ৩১ ॥
২
উত্তরে সাগরে সন্ধ্যামুপাস্যৈব বিধানতঃ।
প্রযযৌ বেগবান্ বালী পূর্ব্বমম্বুমহানিধিম্ ॥ ৩২ ॥

তত্রাপি সন্ধ্যামন্বাস্য বাসবিঃ স হরীশ্বরঃ।
কিষ্কিন্ধ্যাভিমুখং রক্ষো গৃহীত্বা পুনরাগমৎ ॥ ৩৩
৩
চতুর্ষ্বপি সমুদ্রেষু সন্ধ্যামন্বাস্য বানরঃ।
রাবণোদ্বহনশ্রান্তঃ কিষ্কিন্ধ্যোপবনেঽপতৎ ॥ ৩৪ ॥

৩২। লো-টী। বলবদ্বালীত্যেকং পদম্ 'বলবান্' বা পাঠঃ।

বালী তথায় সন্ধ্যা-উপাসনা এবং জপ্যমন্ত্র জপ করিয়া রাবণকে সঙ্গে লইয়া উত্তর-সাগরে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩০ ॥

মহাবানর বালী শত্রু রাবণকে কক্ষে করিয়া বহুসহস্রযোজন সেই পথ বায়ু এবং মনের ন্যায় দ্রুত গমন করিলেন ॥ ৩১ ॥

বেগগামী বালী উত্তর সমুদ্রে যথাবিধি সন্ধ্যা-উপাসনা করিয়াই পূর্ব্ব মহা-সাগরে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩২ ॥

ইন্দ্রপুত্র সেই বানরেশ্বর বালী সেখানেও সন্ধ্যা-উপাসনা করিয়া রাবণকে লইয়া পুনরায় কিষ্কিন্ধ্যাভিমুখে আগমন করিলেন ॥ ৩৩ ॥

বানররাজ বালী চারি সমুদ্রে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া রাবণকে বহন করত ক্লান্ত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যার উপবনে উপনীত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

১। ছ 'উত্তরং'। ২। ছ '-বং'। ৩। ক 'চতুঃষপি'।

রাবণঞ্চ[1] মুমোচাথ কক্ষ্যাতঃ কপিসত্তমঃ।
কুতস্ত্বমিতি[2] চোবাচ প্রহসন্ রাবণং পুনঃ ॥ ৩৫ ॥
বিস্ময়ং তু পরং গত্বা শ্রমলোলনিরীক্ষণঃ।
রাক্ষসেন্দ্রো[3] হরীশং তমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৬ ॥
বানরেন্দ্র মহেন্দ্রাভ রাক্ষসেন্দ্রোঽস্মি রাবণঃ।
যুদ্ধং[4] প্রেপ্সুরিহ প্রাপ্তস্তচ্চাপ্যাসাদিতং[5] ময়া ॥ ৩৭ ॥
অহো বলমহো বীর্য্যমহো গম্ভীরতা তব[6]।
যেনাহং পশুবদ্ গৃহ্য ভ্রামিতশ্চতুরোঽর্ণবান্ ॥ ৩৮ ॥
এবমশ্রান্তবদ্বীরমেবং শীঘ্রঞ্চ বানর।
মামুদ্বহংশ্চ কোঽধ্বানমেতং বীর[7] ক্রমিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥

৩৬। লো-টী। শ্রমেণ লোলে চঞ্চলে ঈক্ষণে যস্য সঃ।
৩৭। লো-টী। শ্রমো দুঃখম্।
৩৯। লো-টী। বীরং মাম্ এবং শীঘ্রমুদ্বহন্ অশ্রান্তবৎ এতমধ্বানং কো বীরঃ ক্রমিষ্যতীত্যন্বয়ঃ।

পরে বানরশ্রেষ্ঠ বালী কক্ষ (বগল) হইতে রাবণকে মুক্ত করিয়া পুনঃ পুনঃ উপহাস পূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ? ॥ ৩৫ ॥

পরিশ্রমে চঞ্চল-লোচন রাক্ষসরাজ রাবণ অতিশয় বিস্মিত হইয়া বানরেন্দ্র বালীকে এই কথা বলিল—॥ ৩৬ ॥

হে মহেন্দ্রসদৃশ বানররাজ, আমি রাক্ষসাধিপতি রাবণ, [আপনার সহিত] যুদ্ধ করিবার অভিলাষে এই স্থানে আসিয়াছিলাম এবং তাহা আমি লাভ করিয়াছি ॥৩৭॥

হে বীর, আপনি আমাকে পশুর ন্যায় ধরিয়া লইয়া চারিটী সমুদ্রে ভ্রমণ করাইয়াছেন, অতএব আপনার বল-বীর্য্য ও গাম্ভীর্য্য অতিশয় অদ্ভুত ॥ ৩৮ ॥

হে বীর বানর, আপনার ন্যায় অন্য কোন্ ব্যক্তি এত শীঘ্র আমার ন্যায়

১। ছ 'গত্ব'। ২। ছ 'হোবাচ'। ৩। ছ 'হরীন্দ্রং তমিদং'। ৪। ছ '-দ্ধং প্রে-'। ৫। ছ '-প্তঃ শ্রমশ্চাসাদিতস্ত্বয়া'। ৬। ছ '-রতা চ তে'। ৭। ছ 'বীরঃ'।

এয়াণামেব ভূতানাং গতিরেষা প্লবঙ্গম।
মনোঽনিলসুপর্ণানাং তব চাত্র[১] ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥
তব দৃষ্টবলঃ সোঽহমিচ্ছামি হরিপুঙ্গব।
ত্বয়া সহ স্থিরং সংখ্যং সুস্নিগ্ধং পাবকাগ্রতঃ ॥ ৪১ ॥
দারাঃ পুত্রাঃ পুরং রাষ্ট্রং ভোগাচ্ছাদনভোজনম্।
সর্ব্বমেবাবিভক্তং[২] নৌ ভবিষ্যতি হরীশ্বর ॥ ৪২ ॥
এবমুক্তস্তদা তেন রাবণেন স বানরঃ।
তথাস্ত্বিত্যব্রবীদ্ধৃষ্টং তং বিভীষণপূর্ব্বজম্ ॥ ৪৩ ॥
ততঃ প্রজ্বাল্য তাবগ্নিং তত্রোভৌ হরিরাক্ষসৌ।
ভ্রাতৃত্বমুপসম্পন্নৌ[৩] পরিষ্বজ্য পরস্পরম্ ॥ ৪৪ ॥

৪৩। গো-টী। হৃষ্টং তং রাবণম্।

বীরকে এইরূপ অক্লেশে বহন করিয়া এতখানি পথ অতিক্রম করিবে ॥ ৩৯ ॥

হে প্লবঙ্গম, মন এবং বায়ু, গরুড়, ও আপনি এই ভূতত্রয়েরই এইরূপ গতি [অপর কাহারও নহে], এবিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥

হে বানরপুঙ্গব, আপনার শক্তি আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এক্ষণে অগ্নি-সমক্ষে আপনার সহিত সুস্নিগ্ধ চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৪১ ॥

হে বানরেশ্বর, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, রাষ্ট্র, ভোগ, আচ্ছাদন ও ভোজন এই সমস্তই আমাদের অবিভক্ত হইবে ॥ ৪২ ॥

সেই রাবণ বানর বালীকে এইরূপ বলিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বিভীষণাগ্রজ রাবণকে 'তাহাই হউক' এই কথা বলিলেন ॥ ৪৩ ॥

অতঃপর সেই বানর এবং রাক্ষস উভয়ে সেই স্থানে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া পরস্পর আলিঙ্গন করত ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিলেন ॥ ৪৪ ॥

১। ছ 'বা নাত্র'। ২। ছ '-ক্তং' নো'। ৩। ক '-পন্নৌ তৌ'।

১
অন্যোন্যলম্বিতকরৌ ততস্তৌ মিত্রতাং গতৌ।
কিষ্কিন্ধ্যাং বিশতুর্হৃষ্টৌ সিংহৌ গিরিগুহামিব ॥ ৪৫ ॥
স তত্র মাসমুষিতো বালিনা সহ রাবণঃ।
২ ৩
অমাত্যৈ রাবণো নীতস্ত্রৈলোক্যোৎসাদনার্থিভিঃ ॥ ৪৬ ॥
এবমেতৎ পুরা বৃত্তং বালিনা রাবণঃ প্রভো।
ধর্ষিতশ্চ কৃতশ্চাপি ভ্রাতা পাবকসন্নিধৌ ॥ ৪৭ ॥
বলমপ্রতিমং রাম বালিনোঽভবদুত্তমম্।
সোঽপি ত্বয়া বিনির্দ্দগ্ধঃ শলভো বহ্নিনা যথা ॥ ৪৮ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বালিনা রাবণসখ্যং নাম ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৩ ॥

৪৫। লো-টী। অন্যোন্যালম্বিতকরৌ গৃহীতকরৌ।
৪৬। লো-টী। মাসমুষিতঃ স্থিতঃ। ততশ্চান্যত্র নীতঃ।
৪৮। লো-টী। উত্তমম্ অপ্রতিমং বলমভবৎ।

বালিসখ্যম্ ॥ ২৩ ॥

তার পর তাঁহারা উভয়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া পরস্পরের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক গিরিগুহামধ্যে সিংহযুগলের ন্যায় হৃষ্টচিত্তে কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৫ ॥

সেই রাবণ কিষ্কিন্ধ্যায় বালীর সহিত এক মাস অবস্থান করিল, পরে ত্রিভুবন-বিনাশাভিলাষী অমাত্যগণ তাহাকে লইয়া গেল ॥ ৪৬ ॥

হে প্রভো, বালী রাবণকে পরাভূত করিয়া পুনরায় অগ্নিসমীপে তাহার সহিত ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা পুরাবৃত্ত ॥ ৪৭ ॥

হে রাম, বালীর অতুলনীয় উত্তম বল ছিল, তুমি তাহাকেও অগ্নি যেরূপ পতঙ্গকে দগ্ধ করে, সেইরূপ দগ্ধ করিয়াছ ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বালী ও রাবণের সখ্য-নামক ২৩শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

১। ছ '-ন্যালম্বিত'। ২। ছ '-রাগতৈর্মী-'। ৩। ক '-লোক্যোচ্ছাদনা-'।

(২৪) চতুর্ব্বিংশঃ সর্গঃ

অথ বিত্রাসয়ন্[১] মর্ত্ত্যান্ পৃথিব্যাং রাক্ষসাধিপঃ।
আসসাদ বনে পুণ্যে মহর্ষিং নারদং তদা ॥ ১ ॥
নারদস্তু মহাতেজা দেবর্ষিরমিতপ্রভঃ।
অব্রবীন্মেঘপৃষ্ঠস্থো[২] রাবণং পুষ্পকে স্থিতম্ ॥ ২ ॥
রাক্ষসাধিপতে বীর তিষ্ঠ বিশ্রবসঃ সুত।
প্রীতোঽস্ম্যভিজনোপেতবিক্রমৈরূর্জ্জিতৈস্তব ॥ ৩ ॥
বিষ্ণুনা দৈত্যমথনৈস্তার্ক্ষ্যেণোরগধর্ষণৈঃ।
ত্বয়া সমরমর্দ্দৈশ্চ দৃঢ়মস্ম্যভিতোষিতঃ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। বনে পুণ্যে সুমেরোরিতি শেষঃ।
৪। লো-টী। যথা বিষ্ণুনা যথা গরুড়েন ধর্ষণৈঃ পীড়নৈঃ তথা ত্বয়া সমরমর্দ্দৈঃ যুদ্ধে বীরাণাং পীড়নৈঃ।
[লো-টী]। অভিজনোপেতবিক্রমৈঃ কুলোচিতপরাক্রমৈঃ।

অনন্তর রাক্ষসাধিপতি রাবণ, পৃথিবীস্থ মানবগণকে ভয়ে ভীত করিয়া [সুমেরুর] পুণ্যারণ্য মধ্যে মহর্ষি নারদের সাক্ষাৎ লাভ করিল ॥ ১ ॥

অমিতাভ মহাতেজাঃ দেবর্ষি নারদ মেঘপৃষ্ঠে থাকিয়াই পুষ্পকরথস্থ রাবণকে বলিলেন—॥ ২ ॥

হে রাক্ষসাধিপতে বিশ্রবার তনয় বীর রাবণ, থাম, (দাঁড়াও,) আমি তোমার কুলোচিত প্রবলপরাক্রমে সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥ ৩ ॥

বিষ্ণুর দৈত্যমর্দ্দন, গরুড়ের সর্পপীড়ন এবং তোমার সংগ্রামোৎসাহে আমি অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি ॥ ৪ ॥

১। ছ 'বিদ্রাবয়ন'। ২। ছ '-স্থঃ পুষ্পকে রাবণং স্থিতম্'।

কিঞ্চিদ্বক্ষ্যামি তাবত্ত্বাং শ্রোতব্যং যদি মন্যসে।
তন্মে[১] নিগদতস্তাত সমাধিং শ্রবণে কুরু ॥ ৫ ॥
কিময়ং বধ্যতে লোকস্ত্বয়াবধ্যেন দৈবতৈঃ।
হত এব হ্যয়ং[২] লোকো যদা মৃত্যুবশং গতঃ ॥ ৬ ॥
দেবদানবদৈত্যানাং যক্ষগন্ধর্ব্বরক্ষসাম্।
অবধ্যেন ত্বয়া লোকঃ ক্লেষ্টুং[৩] যোগ্যো ন মানুষঃ ॥ ৭ ॥
নিত্যং শ্রেয়সি সংমূঢ়ং মহদ্ভির্ব্ব্যসনৈর্ব্বৃতম্[৪]।
হন্যাৎ কস্ত্বীদৃশং[৫] লোকং জরাব্যাধিশতৈর্ব্বৃতম্ ॥ ৮ ॥
তৈস্তৈরনিষ্টোপগমৈরজস্রং যত্র[৬] কুত্র কঃ।
মতিমান্[৭] মানুষে লোকে যুদ্ধেন প্রণয়ী ভবেৎ ॥ ৯ ॥

৫। লো টী। সমাধিম্ অবধানম্।

৬। লো-টী। দৈবতৈরবধ্যেন।

৯। লো-টী। অনিষ্টানাং কদাপি ইচ্ছায়া অবিষয়ীভূতানাং দুঃখানামুপগমঃ প্রাপ্তির্যেভ্যস্তৈস্তৈর্ব্যাধ্যাদিভিঃ সহ যত্র মনুষ্যে অজস্রং নিরন্তরং যুদ্ধং পীড়া বর্ত্ততে তত্র তেন যুদ্ধেন কঃ প্রণয়ী প্রকৃষ্টনীতবান্।

হে তাত, তুমি যদি অনুমোদন কর, তবে তোমাকে কিছু বলিব; আমি বলিতেছি, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর ॥ ৫ ॥

দেবগণেরও অবধ্য তুমি এই লোকদিগকে বধ করিতেছ কেন? এই মনুষ্যগণ যখন মৃত্যুর বশবর্ত্তী, তখন ইহারা নিহত হইয়াই আছে ॥ ৬ ॥

দেব, দানব, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব এবং রাক্ষসগণের অবধ্য হইয়া তোমার পক্ষে মনুষ্যদিগকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয় ॥ ৭ ॥

নিয়ত মঙ্গলাচরণে পরাঙ্মুখ, অত্যধিক ব্যসনে সমাচ্ছন্ন এবং বার্দ্ধক্য ও শত শত ব্যাধিদ্বারা সমাবৃত—এতাদৃশ মনুষ্যদিগকে কে বধ করে? ॥ ৮ ॥

সেই সমস্ত অনিষ্টজালে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পীড়িত এই মনুষ্যদিগের সহিত

১। ছ 'ততো মে গদত-'। ২। ছ 'বীর'। ৩। ছ 'বীর হন্তুং যুক্তং ন মানুষম্'। ৪। ছ '-নৈর্যুতম্'। ৫। ছ '-স্তাদৃশো'। ৬। ছ 'বর্ত্ততে'। ৭। ছ 'যুদ্ধং ন তত্র মতিমান্'।

ক্ষীয়মাণং সদৈবেমং[১] ক্ষুৎপিপাসাজরাদিভিঃ।
বিষাদশোকসংমূঢ়ং মা লোকং ক্ষয়য় প্রভো ॥ ১০ ॥
পশ্য তাবন্মহাবাহো রাক্ষসেশ্বর মানুষম্।
লোকমেতং বিচিত্রার্থং যস্য ন জ্ঞায়তে গতিঃ ॥ ১১ ॥
কচিদ্বাদিত্রনৃত্যানি সেব্যন্তে মুদিতৈর্জ্জনৈঃ।
রুদ্যতে চাপরৈরার্ত্তৈরশ্রুধিক্লেদিতাননৈঃ ॥ ১২ ॥
মাতাপিতৃসুতস্নেহাদ্ভার্য্যাবন্ধুমনোরথাৎ।
ন বেত্তি ক্লেশমত্যর্থং লোকো মোহসমাবৃতঃ ॥ ১৩ ॥
তৎ ক্লিষ্টেন কিমেতেন নিত্যং ক্লেশপরেণ তে।
জিত এব ত্বয়া সৌম্য[২] মর্ত্ত্যলোকো ন সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। বিচিত্রার্থং নানাপ্রকারকম্, যস্য প্রকারস্য গতির্মূলম্।
১২। লো-টী। তমেব বিচিত্রার্থং দর্শয়তি—কচিদিতি দ্বাভ্যাম্।
১৩। লো-টী। মনোরথাৎ মনোরথসম্পাদনাৎ।
১৪। লো-টী। ক্লেশপরেণ ক্লেশরূপোয়ং পরঃ শত্রুস্তেন ক্লিষ্টেন গৃহীতেন তত্তস্মাৎ কিং ন কিমপি, নিসর্গতঃ স্বভাবতঃ।

কোন্ বুদ্ধিমান্ লোক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৯ ॥

হে প্রভাবশালিন্, ক্ষুধা, পিপাসা, জরা প্রভৃতিদ্বারা সর্ব্বদা ক্ষয়প্রাপ্ত এবং বিষাদ ও শোকগ্রস্ত এই লোকদিগকে ক্ষয় করিও না ॥ ১০ ॥

হে মহাবাহো রাক্ষসনাথ, এই নানাবিধ বিচিত্র বিষয়াসক্ত মনুষ্যলোক দেখ, যাহার (যে বিষয়-বৈচিত্র্যের) মূল কারণ অপরিজ্ঞাত ॥ ১১ ॥

কোথাও মানবগণ আনন্দিত হইয়া নৃত্য ও বাদ্যের সেবা করিতেছে, কোথাও বা আর্ত্তগণ অশ্রুসিক্ত আননে রোদন করিতেছে ॥ ১২ ॥

মাতা, পিতা ও পুত্রের প্রতি স্নেহবশতঃ এবং ভার্য্যা ও বন্ধুবর্গের অভিলাষে মোহাচ্ছন্ন হইয়া মানব নিরতিশয় [সাংসারিক] ক্লেশ উপলব্ধি করিতে পারে না ॥১৩॥

হে সৌম্য, ক্লেশরূপ শত্রুদ্বারা সতত ক্লিষ্ট এই মনুষ্যলোককে ক্লেশ দিয়া তোমার কি হইবে? তুমি মনুষ্যলোক জয় করিয়াছ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ১৪ ॥

১। ছ '-বৈনং'। ২। ছ 'মর্ত্ত্যো হি মৃত্যুনা'।

[1]যতো বিনাশো ভূতানাং [2]যেনেদং বধ্যতে জগৎ।
তং নিগৃহ্লীষ্ব পৌলস্ত্য যমং[3] পরপুরঞ্জয়।
তস্মিন্ হি বিজিতে সর্ব্বং জিতং ভবতি ধর্ম্মতঃ॥ ১৫ ॥
এবমুক্তো রাক্ষসেন্দ্রো দীপ্যমান ইবৌজসা।
অব্রবীন্নারদং বাক্যং সংপ্রহস্যাভিবাদ্য চ ॥ ১৬ ॥
[4]মহর্ষে দেবগন্ধর্ব্ববিহারসমরপ্রিয়।
অহং খলূদ্যতো গন্তুং জয়ার্থং[5] বসুধাতলম্ ॥ ১৭ ॥
ততো লোকত্রয়ং জিত্বা কৃত্বা নাগান্[6] সুরান্ বশে।
সমুদ্রমমৃতার্থং[7] বৈ মথিষ্যামি রসালয়ম্[8] ॥ ১৮ ॥
অথাব্রবীদ্দশগ্রীবং নারদো ভগবানৃষিঃ।
কিমিদানীং বিমার্গেণ ত্বয়ান্যেনেহ[9] গম্যতে ॥ ১৯ ॥

১৭। লো-টী। হে দেবগন্ধর্ব্ববিহার।
১৯। লো-টী। অন্যত্র স্বর্গে ইহ লোকে চ।

হে পরপুরঞ্জয় পুলস্ত্যবংশধর, যাঁহা হইতে প্রাণিগণের বিনাশ হয়—যিনি এই জগৎকে বধ করেন, সেই যমকে নিগৃহীত কর ; তাঁহাকে জয় করিলেই ধর্ম্মতঃ সমস্ত জগৎ জয় করা হইবে ॥ ১৫ ॥

তখন তেজে দীপ্তপ্রায় রাক্ষসাধিপতি রাবণ নারদের কথা শ্রবণ করিয়া হাস্য সহকারে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিল—॥ ১৬ ॥

হে দেবগন্ধর্ব্বলোকে ক্রীড়াপরায়ণ, যুদ্ধদর্শনপ্রিয় মহর্ষে ! আমি জয়ের জন্য পাতালে যাইতে উদ্যত হইয়াছি ॥ ১৭ ॥

তার পর ত্রিভুবন জয় করিয়া দেবতা ও নাগদিগকে বশে আনয়নপূর্ব্বক অমৃতের জন্য সুধালয় সমুদ্র মন্থন করিব ॥ ১৮ ॥

অনন্তর ভগবান্ দেবর্ষি নারদ দশাননকে বলিলেন, তুমি এক্ষণে

১। ছ 'অতো'। ২। ছ 'যেন বা'। ৩। ছ '-ন্নম্'। ৪। ছ 'ব্রহ্মর্ষে'। ৫। ছ 'জয়ার্থী'।
৬। ছ 'নাগা-'। ৭। ছ '-র্থীব'। ৮। ছ 'রসাতলম্'। ৯। ছ 'ত্বয়াস্যত্রেহ'।

সুদুর্গমঃ খলু মহান্ পিতৃরাজপুরং প্রতি।
মার্গো গচ্ছতি দুর্দ্ধর্ষ[1] যমস্যামিত্রকর্ষণ ॥ ২০ ॥
স তু শারদমেঘাভং মুক্ত্বা হাসং দশাননঃ।
উবাচ কৃতমিত্যেবং বচনঞ্চেদমব্রবীৎ[2] ॥ ২১ ॥
অনেনৈব পথা ব্রহ্মন্ বৈবস্বতবধোদ্যতঃ।
গচ্ছামি দক্ষিণামাশাং যত্র সূর্য্যাত্মজো নৃপঃ ॥ ২২ ॥
ময়া তু ভগবন্ ক্রোধাৎ প্রতিজ্ঞাতং রণার্থিনা।
অবজেষ্যামি চতুরো লোকপালানিতি প্রভো ॥ ২৩ ॥
[3]তদেষ প্রস্থিতোঽহং বৈ ধর্ম্মরাজপুরং প্রতি।
প্রজাসংক্লেশকর্ত্তারং যোজয়িষ্যামি মৃত্যুনা ॥ ২৪ ॥

২০। লো-টী। রাবণমুত্তেজয়তি সুদুর্গম ইতি। হে দুর্দ্ধর্ষ পিতৃরাজপুরং সংযমনীং (?) প্রতি যোঽয়ং মার্গো গচ্ছতি স তু মহান্ সুদুর্গমঃ অতস্তব তত্রেদানীং গন্তুমশ্রদ্ধেতি।

২১। লো-টী। শারদমেঘাভং শারদমেঘশব্দাভমিত্যর্থঃ। কৃতং ত্বদ্বাক্যমিত্যর্থঃ।

বিপথে গমন করিতেছ কেন? ॥ ১৯ ॥

হে কৃতান্তদুর্দ্ধর্ষ শত্রুসংহারক, অতিশয় দুর্গম এই প্রশস্ত পথ যমরাজের নগরের দিকে গিয়াছে ॥ ২০ ॥

পরে দশানন শরৎকালীন মেঘের ন্যায় হাস্য করিয়া নারদকে 'আপনার কথা অঙ্গীকার করিলাম' বলিয়া এই কথা বলিল—॥ ২১ ॥

ব্রহ্মন্, যমের বধার্থে উদ্যোগী হইয়া এই পথেই যমরাজ যেদিকে আছেন—সেই দক্ষিণদিকে গমন করিতেছি ॥ ২২ ॥

প্রভো ভগবন্, ক্রোধবশতঃ আমি যুদ্ধার্থী হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, 'লোকপাল-চতুষ্টয়কে জয় করিব' ॥ ২৩ ॥

সুতরাং আমি এই যমপুরীর প্রতিই গমন করিলাম, প্রাণিগণের ক্লেশদাতা সেই যমকে মৃত্যুর সহিত মিলন করাইব ॥ ২৪ ॥

১। ক 'দুর্দ্ধর্ষো'। ২। ছ '-নং দেব-'। ৩। ক 'তদেব'।

এবমুক্ত্বা দশগ্রীবো মুনিং তমভিবাদ্য চ।
প্রযাতো দক্ষিণামাশাং প্রহৃষ্টঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥ ২৫ ॥
নারদস্তু মহাতেজা মুহূর্ত্তং[1] ধ্যানতৎপরঃ।
চিন্তয়ামাস বিপ্রেন্দ্রো[2] বিধূম ইব পাবকঃ ॥ ২৬ ॥
যেন লোকাস্ত্রয়ঃ সেন্দ্রাঃ ক্লিশ্যন্তে সচরাচরাঃ।
যশ্চ দত্তে[3] কৃতে সাক্ষী দ্বিতীয় ইব পাবকঃ ॥ ২৭ ॥
ভয়ত্রস্তা বিচেষ্টন্তে যস্মাল্লোকা মহাত্মনঃ।
ত্রৈলোক্যমপি যস্যৈতদ্বশে তিষ্ঠতি সর্ব্বদা।
তং কথং রাক্ষসেন্দ্রোঽয়ং স্বয়মেবাভিযোৎস্যতে[4] ॥ ২৮ ॥
যো বিধাতা চ ধাতা চ সুকৃতে দুষ্কৃতে তথা।
ত্রৈলোক্যং বিদিতং যস্য তং কথং তু হনিষ্যতি ॥ ২৯ ॥

২৬। লো-টী। সধূমঃ পাবকঃ রাবণ ইত্যর্থঃ, যথা সর্ব্বেষামুদ্বেজকঃ তথা সঃ।
২৭। লো-টী। দত্তে দানে, কৃতে ধর্ম্মাধর্ম্মকর্ম্মণি।
২৮। লো-টী। ভয়েন ত্রস্তাঃ কম্পিতাঃ।
[লো-টী।] অধিগচ্ছতি অভিভবিতুমিচ্ছতি।

দশানন নারদমুনিকে এইরূপ বলিয়া এবং অভিবাদন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে মন্ত্রিগণের সহিত দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিল ॥ ২৫ ॥

মহাতেজাঃ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ নারদ মুহূর্ত্তকাল ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া ধূমহীন অনলের ন্যায় স্থিরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন—॥ ২৬ ॥

যিনি চরাচরগণের সহিত ইন্দ্রপ্রমুখ স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালবাসীদিগকে ক্লেশ দেন, যিনি দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় [জীবগণের] দান ও পাপ-পুণ্য কার্য্যের সাক্ষী, যে মহাত্মার ভয়ে লোকসকল সন্ত্রস্ত হইয়া কার্য্য করে এবং এই ত্রিভুবনও যাঁহার অধীনে সর্ব্বদা অবস্থান করে, তাঁহার সহিত কিরূপে রাক্ষসাধিপতি রাবণ নিজেই যুদ্ধ করিবে ॥ ২৭-২৮ ॥

যিনি পুণ্য এবং পাপের স্রষ্টা এবং ফলদাতা, ত্রিভুবন যাঁহার বিদিত, সেই

১। ছ '-মান্বিতঃ'। ২। ছ '-ন্দ্রঃ সধূ-'। ৩। ক 'দণ্ড-'। ৪। ছ '-ঃস্তুতি'।

যমক্ষয়ন্তু সম্প্রাপ্তে দশগ্রীবে নিশাচরে।
অপরং কিন্তু তত্রায়ং বিধানং সংবিধাস্যতি[১] ॥ ৩০ ॥
দ্রষ্টুং তদদ্ভুতং যুদ্ধং রাবণস্য যমস্য চ।
[২]কৌতূহলং মমাত্যর্থং যাস্যামি যমসাদনম্ ॥ ৩১ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে নারদসমাগমো নাম চতুর্ব্বিশঃ সর্গঃ ॥ ২৪ ॥

৩০। লো-টী। অয়ং রাবণঃ যমো বা, বিধানং প্রকারম্।

[লো-টী।] বহ্বী বিধা কুমতিসম্পত্তির্যস্য তং রাবণমনু লক্ষ্যীকৃত্য অগমৎ। ভানুসূনবে তৎ 'ভানুসূনুমেত'দিতি বা পাঠঃ ॥

উত্তরকাণ্ডে নারদসমাগমঃ ॥ কচিচ্চ 'বৈবস্বতং প্রতি যাত্রে'তি পাঠঃ ॥ ২৪ ॥

যমকে কিরূপে নিহত করিবে ॥ ২৯ ॥

রাক্ষসাধিপতি দশানন যমালয়ে উপস্থিত হইলে সেই স্থানে যম অপর কি ব্যবস্থা করিবেন? রাবণ এবং যমের সেই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিবার জন্য আমার অতিশয় কৌতূহল হইয়াছে, আমি যমলোকে গমন করিব ॥ ৩০-৩১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নারদসমাগম-নামক ২৪শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

১। অতঃ পরং চ 'কৌতূহলং সমুৎপন্নং যাস্যামি যমসাদনম্'। ইত্যধিকম্। ২। অত্রৈতদর্দ্ধস্থানে চ পুস্তকে' ইতি মুনিবর্য্যো বিচার্য্য বুদ্ধ্যা বহুবিধমথম(?)গাত্তদা দানেবগ্রম্। যমসদনমুপেত্য চৈব সর্ব্বং প্রকথিতবান্ স হি ভানুসূনবে তৎ'। ইতি পাঠঃ।

(২৫) পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ

এবং সংচিন্ত্য[১] বিপ্রেন্দ্রো যযৌ ত্বরিতবিক্রমঃ।
আখ্যাতুং তদ্ যথাবৃত্তং যমস্য সদনং প্রতি ॥ ১ ॥
ততো[২]ঽপশ্যদ্ যমং তত্র দেবমগ্নিপুরস্কৃতম্।
বিধানমনুতিষ্ঠন্তং প্রণিনাং যস্য যাদৃশম্ ॥ ২ ॥
স তু দৃষ্ট্বা যমঃ প্রাপ্তং নারদং দেবপূজিতম্[৩]।
অব্রবীৎ সমুপাসীনমর্ঘ্যমাবেদ্য ধর্ম্মতঃ ॥ ৩ ॥
কচ্চিৎ ক্ষেমং নু[৪] দেবর্ষে কচ্চিদ্ধর্ম্মো ন নশ্যতি।
কিমাগমনকৃত্যং তে দেবগন্ধর্ব্বসেবিত ॥ ৪ ॥
তমব্রবীৎ তথা[৫] পৃষ্টো নারদো ভগবানৃষিঃ।
শ্রূয়তামভিধাস্যামি বিধানঞ্চ বিধীয়তাম্ ॥ ৫ ॥

৩। লো টী। দেবসম্মতং দেবৈঃ সম্মতং সম্মানিতম্।
৪। গো-টী। কিমাগমনকৃত্যং কৃত্যং কারণম্।

ক্ষিপ্রগামী বিপ্রশ্রেষ্ঠ নারদ এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই সংবাদ যথাযথরূপে বলিবার জন্য শমনগৃহের প্রতি যাত্রা করিলেন ॥ ১ ॥

অনন্তর নারদ যমালয়ে যাইয়া দেখিলেন, যমদেব অগ্নিকে সম্মুখে রাখিয়া প্রাণিগণের যাহার যেরূপ কর্ম্ম, তদনুরূপ নিগ্রহানুগ্রহ বিধান করিতেছেন ॥ ২ ॥

যম দেবপূজিত নারদকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া উপবেশন করাইয়া ধর্ম্মানুসারে অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন—॥ ৩ ॥

হে দেবগন্ধর্ব্বসেবিত দেবর্ষে, আপনার কুশল ত ? ধর্ম্ম নষ্ট হইতেছে না ত ? আপনার আসিবার কারণ কি ? ॥ ৪ ॥

এইরূপ প্রশ্ন করিলে ভগবান্ নারদঋষি তাঁহাকে বলিলেন—আমি

১। চ 'বিচিন্ত্য'। ২। ক 'অতো'। ৩। ছ 'দেবসম্মতম্'। ৪। ক 'তু'। ৫। ছ 'অতো হৃষ্টো'।

এষ নাম্না দশগ্রীবঃ পিতৃরাজ নিশাচরঃ।
উপৈতি[1] ত্বাং বশে নেতুং বিক্রমেণ সুদুর্জ্জয়ঃ ॥ ৬ ॥
এতত্তু[2] কারণং যেন ত্বরিতোঽস্ম্যহমাগতঃ।
দণ্ডহস্তস্য তে যুদ্ধং দ্রষ্টুং তস্য চ রক্ষসঃ ॥ ৭ ॥
এতস্মিন্নন্তরে দূরাদংশুমন্তমিবোদিতম্[3]।
দদৃশুর্দ্দিব্যমায়ান্তং[4] বিমানং তস্য রক্ষসঃ ॥ ৮ ॥
স ত্বপশ্যন্মহাবাহুর্দ্দশগ্রীবস্ততস্ততঃ।
প্রাণিনঃ সুকৃতং কর্ম্ম ভুঞ্জানান্ দুষ্কৃতং তথা ॥ ৯ ॥

৬। লো টী। উপায়াতি ক্বচিৎ 'উপৈতি ত্বা'মিতি পাঠঃ।
[লো-টী।] অনয়োর্যুদ্ধমাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ।
৮। লো-টী। উদয়ন্নিব ভাস্করঃ উদ্যন্তং ভাস্করমিব।
৯। লো-টী। সুকৃতং পুণ্যং জ্বলিতম্।
[লো-টী।] ত্রপু সীসকম্।

[আগমনের কারণ] বলিতেছি, শ্রবণ করুন এবং [শ্রবণ করিয়া] যাহা কর্ত্তব্য করুন ॥ ৫ ॥

হে পিতৃরাজ, দশগ্রীবনামক নিতান্ত দুর্জ্জয় রাক্ষস বিক্রম প্রকাশ করিয়া আপনাকে বশে আনিবার জন্য আসিতেছে ॥ ৬ ॥

এই কারণেই আমি দণ্ডধারী আপনার এবং সেই রাক্ষস রাবণের যুদ্ধ দেখিতে দ্রুত এইস্থানে আসিয়াছি ॥ ৭ ॥

ইত্যবসরে [সকলে] দূর হইতে উদিত সূর্য্যের ন্যায় সেই রাক্ষস রাবণের স্বর্গীয় বিমান আসিতেছে দেখিলেন ॥ ৮ ॥

মহাবাহু দশানন [যমালয়ে আসিয়া] দেখিতে পাইল যে, চারিদিকে প্রাণিগণ পুণ্য এবং পাপকর্ম্মের ফলভোগ করিতেছে ॥ ৯ ॥

১। ছ 'বশং'। ২। ছ '-চ্চ'। ৩। ছ '-দুদয়ন্নিব ভাস্করঃ'। ৪। ছ '-শে দিব্য-'।

দদর্শ বধ্যমানান্ স কৃষ্যমাণাংশ্চ দেহিনঃ।
যমস্য পুরুষৈর্ঘোরৈর্নৈকরূপৈর্ভয়ঙ্করৈঃ ॥ ১০ ॥

তার্য্যমাণান্[১] বৈতরণীং বহুশঃ শোণিতোদকাম্।
বালুকায়াঞ্চ তপ্তায়াং কৃষ্যমাণান্ মুহুর্মুহুঃ ॥ ১১ ॥

কৃমিভির্ভক্ষ্যমাণাংশ্চ সারমেয়ৈশ্চ দারুণৈঃ।
ক্রোশতশ্চ মহানাদাংস্তীব্রান্[২] নিশ্বসতঃ পরান্ ॥ ১২ ॥

শ্রোত্রায়াসকরীর্বাচঃ শুশ্রাব নদতাং কচিৎ।
অসিপত্রবনেঽপশ্যচ্ছিদ্যমানানধার্ম্মিকান্ ॥ ১৩ ॥

রৌরবে ক্ষারনদ্যাঞ্চ ক্ষুরধারে চ দারুণে।
পানীয়ং যাচমানাংশ্চ তৃষিতান্ ক্ষুধিতান্ কচিৎ ॥ ১৪ ॥

[লো-টী।] 'কাথিতান্ বহুনি'তি পাঠে কাথীকৃতান্ চূর্ণীকৃতানিত্যর্থঃ।
১২। লো-টী। ক্রোশতঃ কুর্ব্বতঃ, তীব্রং মহদ্ যথা স্যাত্তথা নিশ্বসতঃ।
১৩। লো-টী। শ্রোত্রায়াসকরীঃ শ্রোত্রস্য দুঃখজননীঃ।

সে দেখিল, বহুরূপী ভয়ঙ্কর ভীষণ যমদূতগণকর্ত্তৃক জীবসকল আকৃষ্ট এবং বধ্যমান হইতেছে, অনেকে শোণিতোদক-পূর্ণা বৈতরণী নদী পার হইতেছে, কেহ কেহ পুনঃপুনঃ উত্তপ্ত বালুকার উপরে আকৃষ্ট হইতেছে, অনেকে হিংস্র সারমেয় এবং কৃমিগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অত্যুচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে। দশানন কোনস্থানে ক্রন্দনরত জীবগণের কর্ণবিদারক বাক্যসকল শুনিতে পাইল এবং অসিপত্র-বন নামক নরকে অধার্ম্মিকদিগকে ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় দেখিতে পাইল ॥ ১০-১৩ ॥

[রাবণ দেখিল] রৌরব, ক্ষারনদী এবং ক্ষুরধারনামক ভীষণ নরকে কতকগুলি পাপী তৃষ্ণার্ত্ত এবং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পানীয় প্রার্থনা করিতেছে ॥ ১৪ ॥

১। ছ 'প্রাপিতান্ জ্বলিতং বপুঃ'। ২। ক 'নিষ্ঠনতৎপ-'।

শবভূতান্ কৃশান্ দীনান্ বিবর্ণান্ মুক্তমূর্দ্ধজান্ ।
মলপঙ্কধরান্ [১]রুক্ষান্ [২]নগ্নাংশ্চ পরিধাবতঃ ।
দদর্শ রাবণো মর্ত্ত্যান্ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১৫ ॥
কাংশ্চিদ্ গৃহেষু [৩]পুণ্যেষু গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ ।
প্রমোদমানানদ্রাক্ষীৎ প্রাণিনঃ সুকৃতৈঃ স্বকৈঃ ॥ ১৬ ॥
গোরসং গোপ্রদাতৄংশ্চ অন্নঞ্চৈবান্নদায়িনঃ ।
তত্র তত্রোপভুঞ্জানান্ [৪]স্বকর্ম্মফলমশ্নতঃ ॥ ১৭ ॥
বস্ত্রদান্ বস্ত্রসংচ্ছন্নান্ গৃহদাংশ্চ গৃহে স্থিতান্ ।
সুবর্ণমণিমুক্তানাং [৫]প্রদাতৄংশ্চাভ্যলঙ্কৃতান্ ।
ধার্ম্মিকাংশ্চ নরাংস্তত্র দীপ্যমানান্ স্বতেজসা ॥ ১৮ ॥

১৫ । লো-টী । ভূতান্ ভূতানি । ক্ষতান্ শস্ত্রৈশ্ছিন্নান্ 'কৃশানি'তি বা পাঠঃ । রুক্ষান্ অচিক্কণান্ । স চ রাবণ ইত্যন্বয়ঃ ।

১৬ । লো-টী । পুণ্যেষু চারুষু ।

[১৭ । লো-টী ।] বর্ণঃ শুক্লাদিঃ, আদিপদেন রসগন্ধাদিঃ ।

রাবণ আলুলায়িত-কেশ, বিবর্ণ, দীন, কৃশ, শবভাবাপন্ন, মল ও কর্দ্দমলিপ্ত, রুক্ষকায়, উলঙ্গ, ইতস্ততঃ ধাবমান শত-সহস্র মর্ত্ত্যবাসীকে দেখিতে পাইল ॥ ১৫ ॥

রাবণ দেখিল, কোন কোন প্রাণী স্বীয় পুণ্যপ্রভাবে রমণীয় গৃহে গীত ও বাদিত্র-নিনাদদ্বারা আমোদ-প্রমোদ করিতেছে, নিজ নিজ কর্ম্মফলানুসারে ধেনুদানকারিগণ দুগ্ধ এবং অন্নদাতৃগণ অন্ন উপভোগ করিতেছে, বস্ত্রদানকারিগণ বস্ত্রপরিহিত রহিয়াছে এবং গৃহদানকারিগণ গৃহে অবস্থিত রহিয়াছে, মণি, মুক্তা ও সুবর্ণদানকারিগণ মণি, মুক্তা ও সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছে, ধার্ম্মিক লোকগণ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান হইয়া আছে ॥ ১৬-১৮ ॥

১ । ছ 'ক্রুরান্' । ২ । ক 'লগ্নাংশ্চ' । ৩ । ছ 'মুখ্যেষু' । ৪ । ছ 'বর্ণাদিগুণসংযুতান্' । ৫ । ছ -শ্চাপ্যল-' ।

ক্বচিদন্তর্জলনিভাস্তমসা চাবৃতাঃ ক্বচিৎ।

ক্বচিৎ সৌম্যাশ্চ দিব্যাশ্চ পন্থানো দিব্যদর্শনাঃ[১] ॥ ১৯ ॥

তং দেশং প্রভয়া তস্য পুষ্পকস্য মহাবলঃ।

কৃত্বা বিতিমিরং সর্ব্বং সমীপমভ্যবর্ত্তত ॥ ২০ ॥

ততস্তান্ বধ্যমানাংস্তু প্রাণিনঃ কর্ম্মভিঃ স্বকৈঃ।

রাবণো মোক্ষয়ামাস বিক্রমেণ মহাবলঃ ॥ ২১ ॥

প্রাণিনো মোক্ষিতাস্তেন দশগ্রীবেণ রক্ষসা।

সুখমাপুর্মুহূর্ত্তং তদতর্কিতমচিন্তিতম্[২] ॥ ২২ ॥

প্রেতেষু মুচ্যমানেষু রাক্ষসেন বলীয়সা।

প্রেতগোপাঃ সুসংরব্ধা রাক্ষসেন্দ্রমুপাদ্রবন্ ॥ ২৩ ॥

১৯। লো-টী। অন্তর্জলনিভাঃ জলমধ্যতুল্যাঃ অগম্যা ইত্যর্থঃ। 'অন্তর্জলগতা' ইতি বা পাঠঃ। 'দৃষ্টিদর্শনাঃ' 'দৃষ্টিশোভনাঃ' ইতি পাঠে নেত্রানন্দজনকাঃ।

২২। লো-টী। অতর্কিতমকস্মাদুপস্থিতম্।

কোথাও জলমধ্যতুল্য (দুর্গম), কোথাও অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং কোথাও সুন্দর দিব্যদর্শন পথসকল রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥

মহাবীর রাক্ষস তাহার পুষ্পকরথের প্রভায় চারিদিকের অন্ধকার দূর করিয়া [তাহাদের] সমীপে উপস্থিত হইল ॥ ২০ ॥

পরে মহাবলশালী রাবণ পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে বধ্যমান সেই প্রাণিগণকে মুক্ত করিয়া দিল ॥ ২১ ॥

প্রাণিগণ রাক্ষস দশাননকর্ত্তৃক বিমুক্ত হইয়া মুহূর্ত্তকালের জন্য সেই অচিন্তিত ও অতর্কিত সুখ প্রাপ্ত হইল ॥ ২২ ॥

বলবান্ রাক্ষসরাজ প্রেতগণকে বিমুক্ত করিলে, প্রেতরক্ষকগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইল ॥ ২৩ ॥

১। ছ 'দৃষ্টি-'। ২। ছ '-মচিন্তিতমতর্কিতম্'।

কৃতৈর্হলহলাশব্দৈঃ সর্ব্বমাবিদ্ধমাবভৌ।
ধর্ম্মরাজস্য যোধানাং[১] শূরাণাং সংপ্রধাবতাম্ ॥ ২৪ ॥
তে প্রাসৈঃ[২] পরিঘৈঃ শূলৈর্ম্মুদ্গরৈঃ শক্তিতোমরৈঃ।
পুষ্পকং সমবর্ষন্ত শূরাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ২৫ ॥
অসংখ্যমাসীৎ সংবৃত্তং[৩] তস্য সৈন্যং মহাত্মনঃ।
শূরাণামুগ্রবীর্য্যাণাং সংযুগেষ্বনিবর্ত্তিনাম্ ॥ ২৬ ॥
ততো বৃক্ষাংশ্চ শৈলাংশ্চ প্রাসাদানাসনানি[৪] চ।
পুষ্পকস্য বভঞ্জুস্তে পুষ্পাণি মধুপা ইব ॥ ২৭ ॥
দেবনির্ম্মাণভূতং তু বিমানং পুষ্পকং তদা।
ভজ্যমানং তথৈবাভূদক্ষয়ং[৫] ব্রহ্মতেজসা ॥ ২৮ ॥

২৪। লো-টী। সর্ব্বং জগৎ আবিদ্ধং ব্যাপ্তম্।
২৬। লো-টী। তস্য যমস্য, সংবৃত্তং বিদ্যমানম্।

[দশাননের প্রতি] সম্প্রধাবিত যমরাজের বীর যোদ্ধৃবৃন্দের কোলাহল-ধ্বনিতে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইল বলিয়া বোধ হইল ॥ ২৪ ॥

সেই শতসহস্র বীর পুষ্পকরথের উপর শূল, মুষল, শক্তি, প্রাস, পরিঘ এবং তোমর বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

মহাত্মা যমের সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ উগ্রবীর্য্য অসংখ্য বীর সৈন্য যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত ছিল ॥ ২৬ ॥

তার পর ভ্রমর যেমন পুষ্পরাশি লণ্ডভণ্ড করে, তাহারা সেইরূপ বৃক্ষ, পর্ব্বত এবং পুষ্পকরথের প্রাসাদ ও আসন সকল ভগ্ন করিল ॥ ২৭ ॥

তখন সেই দেবনির্ম্মিত পুষ্পকরথ ভজ্যমান হইয়াও ব্রহ্মতেজে পূর্ব্বের ন্যায় অক্ষয় রহিল ॥ ২৮ ॥

১। ছ 'শূরাণাং যোধানাং'। ২। ছ 'প্রাশৈঃ'। ৩। ছ 'সুমহৎ'। ৪। ছ '-দান্ সদনানি চ'।
৫। ছ 'তথৈবাভূ-'।

ততস্তে সচিবাস্তস্য যথাকামং যথাবলম্‌।
অযুধ্যন্ত[১] মহাবীরা দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ ॥ ২৯ ॥
তে তু শোণিতদিগ্ধাঙ্গাঃ সর্ব্বশস্ত্রবিশারদাঃ।
অমাত্যা রাক্ষসেন্দ্রস্য চক্রুরাযোধনং মহৎ ॥ ৩০ ॥
অন্যোন্যং তে মহাবেগা[২] জঘ্নুঃ প্রহরণৈর্ভৃশম্‌।
যমস্য চ মহাসেনা[৩] রাক্ষসস্য চ মন্ত্রিণঃ ॥ ৩১ ॥
অমাত্যাংস্তাংস্তু সংত্যজ্য যমস্যানুচরাস্তদা।
তমেব সমবর্ষন্ত শূলবর্ষৈর্দ্দশাননম্‌ ॥ ৩২ ॥
ততঃ শোণিতদিগ্ধাঙ্গঃ প্রহারৈর্জ্জর্জ্জরীকৃতঃ।
ফুল্লাশোক ইবাভ্রাজদ্বিমানে[৪] রাক্ষসাধিপঃ ॥ ৩৩ ॥

৩১। লো-টী। মহাসৈন্যং জঘ্নুঃ 'মহাসৈন্যা' ইতি পাঠে মহান্তশ্চ তে সৈন্যাশ্চ সেনায়াং সমবেতাস্তৎপতয়শ্চ। 'সেনায়াং সমবেতা যে সৈন্যাস্তে সৈনিকাশ্চ তে' ইত্যমরঃ। মহৎ সৈন্যং যেষাং তে ইতি বা।

৩৩। লো-টী। অভ্রাজৎ চকাশে, 'অরাজদি'তি বা পাঠঃ।

তার পর রাক্ষস দশাননের মহাবীর অমাত্যগণ শক্তি অনুসারে যথেচ্ছভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

সর্ব্ববিধ শস্ত্র প্রয়োগে নিপুণ সেই রাক্ষসরাজ রাবণের অমাত্যগণ রক্তাক্ত দেহে ভীষণ যুদ্ধ করিল ॥ ৩০ ॥

যমরাজের সেই মহাবেগশালী দুর্দ্ধর্ষ সেনাগণ এবং রাবণের অমাত্যগণ অস্ত্রসমূহদ্বারা পরস্পরকে বিষম প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

যমের অনুচরগণ তখন সেই অমাত্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া দশাননের উপরই শূল বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥

পরে রাক্ষসাধিপতি রাবণ প্রহারে জর্জ্জরীভূত এবং সর্ব্বাঙ্গে রুধিররঞ্জিত হইয়া বিমানমধ্যে পুষ্পিত অশোকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

১। ছ '-বাহোঃ'। ২। ছ 'মহাযোধা মৃধঃ'। ৩। ছ '-সৈন্যং'। ৪। ছ '-বারাজ-'

স তু শূলান্ গদাঃ প্রাসানায়সান্ বিবিধান্ শিতান্।
মুমোচ চ শিলাবৃক্ষান্ মুমোচাস্ত্রবলাদ্বলী ॥ ৩৪ ॥
তানি সর্ব্বাণ্যবক্ষিপ্য তদস্ত্রং ব্যবহৃত্য চ।
ভিন্দিপালৈশ্চ শূলৈশ্চ নিরুচ্ছ্বাসং প্রচক্রিরে ॥ ৩৫ ॥
বিমুক্তকবচঃ ক্রুদ্ধো মত্তঃ শোণিতবিস্রবৈঃ।
সন্ত্যজ্য পুষ্পকং বীরঃ পৃথিব্যামবতিষ্ঠত ॥ ৩৬ ॥
তত্রস্থঃ কার্ম্মুকী বাণী ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্ত্তেন ক্রুদ্ধস্তস্থৌ যথান্তকঃ ॥ ৩৭ ॥
ততঃ পাশুপতং দিব্যমস্ত্রং সন্ধায় কার্ম্মুকে।
ইদানীং তিষ্ঠতেত্যুক্ত্বা তচ্চাপং বিচকর্ষ হ ॥ ৩৮ ॥
আ কর্ণাৎ স বিকৃষ্যাথ চাপমিন্দ্রারিরাহবে।
মুমোচ তং শরং ক্রুদ্ধস্ত্রিপুরে শঙ্করো যথা ॥ ৩৯ ॥

৩৫। লো-টী। প্রচক্রিরে যমানুচরা ইতি শেষঃ।

অস্ত্রবলে বলীয়ান্ রাবণ শূল, গদা, লৌহনির্ম্মিত বিবিধ তীক্ষ্ণ প্রাস, শিলা ও বৃক্ষসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

যমের অনুচরগণ সেই সমস্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া এবং তাহারই অস্ত্র ব্যবহার করিয়া ভিন্দিপাল এবং শূলসমূহদ্বারা তাহাকে নিঃস্পন্দ (অসাড়) করিয়া ফেলিল ॥ ৩৫ ॥

কবচ পতিত হওয়ায় ক্রুদ্ধ এবং রক্তক্ষরণে মত্ত বীর রাবণ পুষ্পকরথ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

ভূতলস্থ রাবণ মুহূর্ত্তমধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া ধনুক এবং বাণ ধারণ করত ক্রোধে চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করিয়া ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥

তার পর শরাসনে দিব্য পাশুপত অস্ত্র সন্ধান করিয়া "এখন দাঁড়াও দেখি" এই বলিয়া সেই ধনুক আকর্ষণ করিল ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর সেই ইন্দ্রশত্রু রাবণ ক্রোধবশতঃ কর্ণ পর্য্যন্ত কার্ম্মুক আকর্ষণ করিয়া

১। ছ 'প্রাশান্ সায়কান্'। ২। ছ 'নাগান্ বাণান্ শিলা বৃক্ষান্ ক্ষিপন্ কার্ম্মুকবিচ্যুতান্'। ৩। ছ '-ণ্যাধিক্ষিপ্য'। ৪। ছ '-মেব বিষ্ঠিতঃ'।

তস্য রূপং শরস্যাসীৎ সধূমজ্বালমণ্ডলম্।
বনং দিধক্ষতঃ শুষ্কমিদ্ধস্যেব বিভাবসোঃ ॥ ৪০ ॥
জ্বালামালী স তু[১] শরঃ ক্রব্যাদানুগতো রণে।
মুক্তো গুল্মান্ দ্রুমাংশ্চৈব ভস্মীকৃত্যাভ্যধাবত ॥ ৪১ ॥
তে তস্য তেজসা দগ্ধা যোধা বৈবস্বতস্য তু[২]।
বলে[৩] তস্মিন্ নিপতিতা[৪] মাহেন্দ্রা ইব কেতবঃ ॥ ৪২ ॥
ততঃ স সচিবৈঃ সার্দ্ধং রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ।
ননাদ সুমহানাদং কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥ ৪৩ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বৈবস্বতবলবিধ্বংসনং নাম পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৫ ॥

৪০। লো-টী। ধূমেন জ্বালমণ্ডলেন জ্বালসমূহেন চ বর্ত্তমানম্। ইদ্ধস্য দীপ্তস্য।
৪১। লো-টী। ক্রব্যাদানুগতঃ ক্রব্যাদং রাবণম্ অনুগতঃ সম্বদ্ধঃ, পশ্চাত্তেন মুক্তঃ ত্যক্তঃ। গুল্মান্ সেনাঃ।

বৈবস্বতবলবিধ্বংসনম্ ॥ ২৫ ॥

ত্রিপুরাসুরের প্রতি শিবের ন্যায় যুদ্ধে সেই বাণ নিক্ষেপ করিল ॥ ৩৯ ॥

সেই বাণের আকৃতি [গ্রীষ্মকালে] শুষ্ক-বনদগ্ধকারী প্রদীপ্ত দাবানলের ন্যায় প্রজ্বলিত শিখা ও ধূমযুক্ত হইল ॥ ৪০ ॥

যুদ্ধে রাবণের অনুগত জ্বালামালা-মণ্ডিত সেই নিক্ষিপ্ত শর সেনা এবং বৃক্ষসমূহ ভস্মসাৎ করিয়া ধাবিত হইল ॥ ৪১ ॥

যমের সেই যোদ্ধৃবৃন্দ সেই বাণের তেজে দগ্ধ হইয়া ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় সেই সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইল ॥ ৪২ ॥

তারপর ভীম-পরাক্রম রাক্ষস রাবণ অমাত্যগণ সহ ভূমণ্ডল যেন কম্পিত করিয়াই ঘোরতর শব্দে নিনাদ করিল ॥ ৪৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বৈবস্বতবলবিধ্বংস-নামক ২৫শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

১। ছ 'তু স শরঃ'। ২। ছ 'হ'। ৩। ছ 'রণে'। ৪। ছ 'মহেন্দ্রধ্বিপসন্নিভাঃ'।

(২৬) ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ

স তু তস্য মহানাদং শ্রুত্বা বৈবস্বতঃ প্রভুঃ।
শত্রুং বিজয়িনং মেনে স্ববলস্য চ সংক্ষয়ম্ ॥ ১ ॥
স হি যোধান্ হতান্ মত্বা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
অব্রবীত্ত্বরিতঃ সূতং রথো মে যুজ্যতামিতি ॥ ২ ॥
তস্য সূতস্তদা দিব্যমুপস্থাপ্য মহারথম্।
স্থিতঃ স চ মহাতেজা অধ্যারোহত তং রথম্ ॥ ৩ ॥
প্রাসমুদ্গরহস্তস্তু[১] মৃত্যুস্তস্যাগ্রতঃ স্থিতঃ।
যেন সংক্ষিপ্যতে সর্ব্বং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥
কালদণ্ডস্তু পার্শ্বস্থো মূর্ত্তিমানস্য চাভবৎ।
যমপ্রহরণং দিব্যং তেজসা জ্বলদগ্নিবৎ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। উপস্থাপ্য সমীপে স্থাপয়িত্বা স্থিতঃ। স চ যমঃ।
৫। লো-টী। মূর্ত্তিমানভবৎ, যতঃ যমপ্রহরণং যমস্যাস্ত্রম্। কালদণ্ডঃ কীদৃশঃ? যমায় সংযমায় ত্রৈলোক্যনিগ্রহায় অস্ত্রমিতি বা।

সূর্য্যতনয় প্রভু যম রাবণের ভীষণ নিনাদ শ্রবণ করিয়া শত্রুকে যুদ্ধে জয়ী এবং নিজসেনার সংক্ষয় বিবেচনা করিলেন ॥ ১ ॥

তিনি যোদ্ধৃগণকে নিহত মনে করিয়া ক্রোধে চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করত তৎক্ষণাৎ সারথিকে বলিলেন, আমার রথ যোজনা কর ॥ ২ ॥

তখন যমের সারথি উৎকৃষ্ট প্রকাণ্ড রথ তাঁহার সমীপে স্থাপিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল; মহাতেজাঃ যমও সেই রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৩ ॥

যে মৃত্যু অনাদি প্রবাহশালী এই ত্রিভুবন সংহার করেন, সেই মৃত্যু প্রাস ও মুদ্গর হস্তে যমের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় যমের দিব্য অস্ত্র কালদণ্ডও মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার পার্শ্বে অবস্থিত হইল ॥ ৫ ॥

১। চ '-স্ত'।

ততো লোকত্রয়ং ক্ষুব্ধমকম্পন্ত দিবৌকসঃ।

কালং দৃষ্ট্বা তথা ক্রুদ্ধং সর্ব্বলোকভয়াবহম্ ॥ ৬ ॥

ততঃ[1] সংচোদয়ন্ সূতস্তান্[2] হয়ান্ রুচিরপ্রভান্।

প্রযযৌ ভীমসংনাদো যত্র রক্ষঃপতিঃ[3] স্থিতঃ ॥ ৭ ॥

মুহূর্ত্তেন যমং তে তু হয়া হরিহয়োপমাঃ।

প্রাপয়ন্ মনসস্তুল্যা যত্র তৎ প্রস্তুতং বলম্ ॥ ৮ ॥

দৃষ্ট্বা তথৈব বিকৃতং রথং মৃত্যুসমন্বিতম্।

সচিবা রাক্ষসেন্দ্রস্য সহসা বিপ্রদুদ্রুবুঃ ॥ ৯ ॥

লঘুসত্ত্বতয়া তে হি নষ্টসংজ্ঞা ভয়ার্দ্দিতাঃ।

নেহ যোদ্ধুং সমর্থাঃ স্ম ইত্যুক্ত্বা প্রযযুর্দ্দিশঃ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। ক্ষুব্ধং প্রাপ্তক্ষোভম্।

৮। লো-টী। তৎ প্রস্তুতং রণম্। 'অস্ত্রিয়াং সমরানীকরণাঃ কলহবিগ্রহা'বিত্যমরঃ।

১০। লো-টী। লঘুসত্ত্বতয়া অল্পবলতয়া।

তখন সমস্ত লোকের ভয়জনক কৃতান্তকে তাদৃশ ক্রুদ্ধ দেখিয়া ত্রিভুবন ক্ষুব্ধ হইল এবং স্বর্গবাসী দেবতারা কম্পিত হইলেন ॥ ৬ ॥

পরে সারথি রুচিরপ্রভ সেই অশ্বসকলকে চালিত করিয়া ভীষণ ধ্বনি করিতে করিতে রাক্ষসপতি রাবণ যেস্থানে অবস্থান করিতেছিল, সেইস্থানে গমন করিল ॥ ৭ ॥

মনের তুল্য বেগবান্ ইন্দ্রের অশ্বসদৃশ সেই অশ্বগণ মুহূর্ত্তমধ্যে যমকে সেই সুসজ্জিত সৈন্যমধ্যে উপনীত করিল ॥ ৮ ॥

মৃত্যুসমন্বিত তাদৃশ ভয়ঙ্কর রথ দেখিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের অমাত্যগণ সহসা পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

সেই অমাত্যগণ দুর্ব্বলতাবশতঃ ভীত ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া 'আমরা এখানে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব না' এই বলিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল ॥ ১০ ॥

১। ছ 'ততস্তু'। ২। ছ '-স্তানশ্বানচিরপ্রভান্'। ৩। ছ 'রক্ষপতিঃ'।

শবভূতান্ কৃশান্ দীনান্ বিবর্ণান্ মুক্তমূর্দ্ধজান্।

মলপঙ্কধরান্[১] রুক্ষান্[২] নগ্নাংশ্চ পরিধাবতঃ।

দদর্শ রাবণো মর্ত্ত্যান্ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১৫ ॥

কাংশ্চিদ্ গৃহেষু পুণ্যেষু[৩] গীতবাদিত্রনিস্বনৈঃ।

প্রমোদমানানদ্রাক্ষীৎ প্রাণিনঃ সুকৃতৈঃ স্বকৈঃ ॥ ১৬ ॥

গোরসং গোপ্রদাতৃংশ্চ অন্নঞ্চৈবান্নদায়িনঃ।

তত্র তত্রোপভুঞ্জানান্[৪] স্বকর্ম্মফলমশ্নতঃ ॥ ১৭ ॥

বস্ত্রদান্ বস্ত্রসংচ্ছন্নান্ গৃহদাংশ্চ গৃহে স্থিতান্।

সুবর্ণমণিমুক্তানাং প্রদাতৃংশ্চাভ্যলঙ্কৃতান্[৫]।

ধার্ম্মিকাংশ্চ নরাংস্তত্র দীপ্যমানান্ স্বতেজসা ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। ভূতান্ ভূতানি। ক্ষতান্ শস্ত্রৈশ্ছিন্নান্ 'কৃশানি'তি বা পাঠঃ। রুক্ষান্ অচিক্কণান্। স চ রাবণ ইত্যন্বয়ঃ।

১৬। লো-টী। পুণ্যেষু চারুষু।

[১৭। লো-টী।] বর্ণঃ শুক্লাদিঃ, আদিপদেন রসগন্ধাদিঃ।

রাবণ আলুলায়িত-কেশ, বিবর্ণ, দীন, কৃশ, শবভাবাপন্ন, মল ও কর্দ্দমলিপ্ত, রুক্ষকায়, উলঙ্গ, ইতস্ততঃ ধাবমান শত-সহস্র মর্ত্ত্যবাসীকে দেখিতে পাইল ॥ ১৫ ॥

রাবণ দেখিল, কোন কোন প্রাণী স্বীয় পুণ্যপ্রভাবে রমণীয় গৃহে গীত ও বাদিত্র-নিনাদদ্বারা আমোদ-প্রমোদ করিতেছে, নিজ নিজ কর্ম্মফলানুসারে ধেনুদান-কারিগণ দুগ্ধ এবং অন্নদাতৃগণ অন্ন উপভোগ করিতেছে, বস্ত্রদানকারিগণ বস্ত্রপরিহিত রহিয়াছে এবং গৃহদানকারিগণ গৃহে অবস্থিত রহিয়াছে, মণি, মুক্তা ও সুবর্ণ-দানকারিগণ মণি, মুক্তা ও সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়াছে, ধার্ম্মিক লোকগণ স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান হইয়া আছে ॥ ১৬-১৮ ॥

১। ছ 'ক্রুরান্'। ২। ক 'লগ্নাংশ্চ'। ৩। ছ 'মুখ্যেষু'। ৪। ছ 'বর্ণাদিগুণসংযুতান্'। ৫। ছ '-চাপ্যল-'।

কচিদন্তর্জলনিভাস্তমসা চাবৃতাঃ কচিৎ।
কচিৎ সৌম্যাশ্চ দিব্যাশ্চ পন্থানো দিব্যদর্শনাঃ[১] ॥ ১৯ ॥
তং দেশং প্রভয়া তস্য পুষ্পকস্য মহাবলঃ।
কৃত্বা বিতিমিরং সর্ব্বং সমীপমভ্যবর্ত্তত ॥ ২০ ॥
ততস্তান্ বধ্যমানাংস্তু প্রাণিনঃ কর্ম্মভিঃ স্বকৈঃ।
রাবণো মোক্ষয়ামাস বিক্রমেণ মহাবলঃ ॥ ২১ ॥
প্রাণিনো মোক্ষিতাস্তেন দশগ্রীবেণ রক্ষসা।
সুখমাপুর্মুহূর্ত্তং তদতর্কিতমচিন্তিতম্[২] ॥ ২২ ॥
প্রেতেষু মুচ্যমানেষু রাক্ষসেন বলীয়সা।
প্রেতগোপাঃ সুসংরব্ধা রাক্ষসেন্দ্রমুপাদ্রবন্ ॥ ২৩ ॥

১৯। লো-টী। অন্তর্জলনিভাঃ জলমধ্যতুল্যাঃ অগম্যা ইত্যর্থঃ। 'অন্তর্জলগতা' ইতি বা পাঠঃ। 'দৃষ্টিদর্শনাঃ' 'দৃষ্টিশোভনাঃ' ইতি পাঠে নেত্রানন্দজনকাঃ।

২২। লো-টী। অতর্কিতমকস্মাদুপস্থিতম্।

কোথাও জলমধ্যতুল্য (দুর্গম), কোথাও অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং কোথাও সুন্দর দিব্যদর্শন পথসকল রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥

মহাবীর রাক্ষস তাহার পুষ্পকরথের প্রভায় চারিদিকের অন্ধকার দূর করিয়া [তাহাদের] সমীপে উপস্থিত হইল ॥ ২০ ॥

পরে মহাবলশালী রাবণ পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে বধ্যমান সেই প্রাণিগণকে মুক্ত করিয়া দিল ॥ ২১ ॥

প্রাণিগণ রাক্ষস দশাননকর্ত্তৃক বিমুক্ত হইয়া মুহূর্ত্তকালের জন্য সেই অচিন্তিত ও অতর্কিত সুখ প্রাপ্ত হইল ॥ ২২ ॥

বলবান্ রাক্ষসরাজ প্রেতগণকে বিমুক্ত করিলে, প্রেতরক্ষকগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইল ॥ ২৩ ॥

১। ছ 'দৃষ্টি-'। ২। ছ '-মচিন্তিতমতর্কিতম্'।

কৃতৈর্হলহলাশব্দৈঃ সর্ব্বমাবিদ্ধমাবভৌ।
ধর্ম্মরাজস্য যোধানাং[১] শূরাণাং সংপ্রধাবতাম্ ॥ ২৪ ॥
তে প্রাসৈঃ[২] পরিঘৈঃ শূলৈর্ম্মুদ্গরৈঃ শক্তিতোমরৈঃ।
পুষ্পকং সমবর্ষন্ত শূরাঃ শতসহস্রশঃ ॥ ২৫ ॥
অসংখ্যমাসীৎ[৩] সংবৃত্তং তস্য সৈন্যং মহাত্মনঃ।
শূরাণামুগ্রবীর্য্যাণাং সংযুগেষ্বনিবর্ত্তিনাম্ ॥ ২৬ ॥
ততো বৃক্ষাংশ্চ শৈলাংশ্চ প্রাসাদানাসনানি[৪] চ।
পুষ্পকস্য বভঞ্জুস্তে পুষ্পাণি মধুপা ইব ॥ ২৭ ॥
দেবনির্ম্মাণভূতং তু বিমানং পুষ্পকং তদা।
ভজ্যমানং তথৈবাভূদক্ষয়ং[৫] ব্রহ্মতেজসা ॥ ২৮ ॥

২৪। লো-টী। সর্ব্বং জগৎ আবিদ্ধং ব্যাপ্তম্।
২৬। লো-টী। তস্য যমস্য, সংবৃত্তং বিদ্যমানম্।

[দশাননের প্রতি] সম্প্রধাবিত যমরাজের বীর যোদ্ধৃবৃন্দের কোলাহল-ধ্বনিতে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইল বলিয়া বোধ হইল ॥ ২৪ ॥

সেই শতসহস্র বীর পুষ্পকরথের উপর শূল, মুষল, শক্তি, প্রাস, পরিঘ এবং তোমর বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

মহাত্মা যমের সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ উগ্রবীর্য্য অসংখ্য বীর সৈন্য যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত ছিল ॥ ২৬ ॥

তার পর ভ্রমর যেমন পুষ্পরাশি লণ্ডভণ্ড করে, তাহারা সেইরূপ বৃক্ষ, পর্ব্বত এবং পুষ্পকরথের প্রাসাদ ও আসন সকল ভগ্ন করিল ॥ ২৭ ॥

তখন সেই দেবনির্ম্মিত পুষ্পকরথ ভজ্যমান হইয়াও ব্রহ্মতেজে পূর্ব্বের ন্যায় অক্ষয় রহিল ॥ ২৮ ॥

১। ছ 'শূরাণাং যোধানাং'। ২। ছ 'প্রাশৈঃ'। ৩। ছ 'সুমহৎ'। ৪। ছ '-দান্ সদনানি চ'।
৫। ছ 'তথৈবাভূ-'।

ততস্তে সচিবাস্তস্য যথাকামং যথাবলম্।
অযুধ্যন্ত[1] মহাবীরা দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ ॥ ২৯ ॥
তে তু শোণিতদিগ্ধাঙ্গাঃ সর্ব্বশস্ত্রবিশারদাঃ।
অমাত্যা রাক্ষসেন্দ্রস্য চক্রুরাযোধনং মহৎ ॥ ৩০ ॥
অন্যোন্যং তে মহাবেগা[2] জঘ্নুঃ প্রহরণৈর্ভৃশম্।
যমস্য চ মহাসেনা[3] রাক্ষসস্য চ মন্ত্রিণঃ ॥ ৩১ ॥
অমাত্যাংস্তাংস্তু সংত্যজ্য যমস্যানুচরাস্তদা।
তমেব সমবর্ষন্ত শূলবর্ষৈর্দ্দশাননম্ ॥ ৩২ ॥
ততঃ শোণিতদিগ্ধাঙ্গঃ প্রহারৈর্জ্জর্জ্জরীকৃতঃ।
ফুল্লাশোক ইবাভ্রাজদ্[4]বিমানে রাক্ষসাধিপঃ ॥ ৩৩ ॥

৩১। লো-টী। মহাসৈন্যং জঘ্নুঃ 'মহাসৈন্যা' ইতি পাঠে মহান্তশ্চ তে সৈন্যাশ্চ সেনায়াং সমবেতাস্তৎপতয়শ্চ। 'সেনায়াং সমবেতা যে সৈন্যাস্তে সৈনিকাশ্চ তে' ইত্যমরঃ। মহৎ সৈন্যং যেষাং তে ইতি বা।

৩৩। লো-টী। অভ্রাজৎ চকাশে, 'অরাজদি'তি বা পাঠঃ।

তার পর রাক্ষস দশাননের মহাবীর অমাত্যগণ শক্তি অনুসারে যথেচ্ছভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

সর্ব্ববিধ শস্ত্র প্রয়োগে নিপুণ সেই রাক্ষসরাজ রাবণের অমাত্যগণ রক্তাক্ত দেহে ভীষণ যুদ্ধ করিল ॥ ৩০ ॥

যমরাজের সেই মহাবেগশালী দুর্দ্ধর্ষ সেনাগণ এবং রাবণের অমাত্যগণ অস্ত্রসমূহদ্বারা পরস্পরকে বিষম প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

যমের অনুচরগণ তখন সেই অমাত্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া দশাননের উপরই শূল বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥

পরে রাক্ষসাধিপতি রাবণ প্রহারে জর্জ্জরীভূত এবং সর্ব্বাঙ্গে রুধিররঞ্জিত হইয়া বিমানমধ্যে পুষ্পিত অশোকবৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

১। ছ '-বাহোঃ'। ২। ছ 'মহাযোধা যুদ্ধঃ'। ৩। ছ '-সৈন্যং'। ৪। ছ '-বারাজ-'

স তু শূলান্ গদাঃ প্রাসানায়সান্[1] বিবিধান্ শিতান্।
[2]মুমোচ চ শিলাবৃক্ষান্ মুমোচাস্ত্রবলাদ্বলী ॥ ৩৪ ॥
তানি সর্ব্বাণ্যবক্ষিপ্য[3] তদস্ত্রং ব্যবহৃত্য চ।
ভিন্দিপালৈশ্চ শূলৈশ্চ নিরুচ্ছ্বাসং প্রচক্রিরে ॥ ৩৫ ॥
বিমুক্তকবচঃ ক্রুদ্ধো মত্তঃ শোণিতবিস্রবৈঃ।
সন্ত্যজ্য পুষ্পকং বীরঃ পৃথিব্যামবতিষ্ঠত[4] ॥ ৩৬ ॥
ততস্থঃ কার্ম্মুকী বাণী ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্ত্তেন ক্রুদ্ধস্তস্থৌ যথান্তকঃ ॥ ৩৭ ॥
ততঃ পাশুপতং দিব্যমস্ত্রং সন্ধায় কার্ম্মুকে।
ইদানীং তিষ্ঠতেত্যুক্ত্বা তচ্চাপং বিচকর্ষ হ ॥ ৩৮ ॥
আ কর্ণাৎ স বিকৃষ্যাথ চাপমিন্দ্রারিরাহবে।
মুমোচ তং শরং ক্রুদ্ধস্ত্রিপুরে শঙ্করো যথা ॥ ৩৯ ॥

৩৫। লো-টী। প্রচক্রিরে যমানুচরা ইতি শেষঃ।

অস্ত্রবলে বলীয়ান্ রাবণ শূল, গদা, লৌহনির্ম্মিত বিবিধ তীক্ষ্ণ প্রাস, শিলা ও বৃক্ষসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

যমের অনুচরগণ সেই সমস্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া এবং তাহারই অস্ত্র ব্যবহার করিয়া ভিন্দিপাল এবং শূলসমূহদ্বারা তাহাকে নিঃস্পন্দ (অসাড়) করিয়া ফেলিল ॥ ৩৫ ॥

কবচ পতিত হওয়ায় ক্রুদ্ধ এবং রক্তক্ষরণে মত্ত বীর রাবণ পুষ্পকরথ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

ভূতলস্থ রাবণ মুহূর্ত্তমধ্যে সংজ্ঞালাভ করিয়া ধনুক এবং বাণ ধারণ করত ক্রোধে চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করিয়া ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥

তার পর শরাসনে দিব্য পাশুপত অস্ত্র সন্ধান করিয়া "এখন দাঁড়াও দেখি" এই বলিয়া সেই ধনুক আকর্ষণ করিল ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর সেই ইন্দ্রশত্রু রাবণ ক্রোধবশতঃ কর্ণ পর্য্যন্ত কার্ম্মুক আকর্ষণ করিয়া

১। ছ 'প্রাশান্ সায়কান'। ২। ছ 'নাগান্ বাণান্ শিলা বৃক্ষান্ ক্ষিপন্ কার্ম্মুকবিচ্যুতান্'। ৩। ছ '-ণ্যধিক্ষিপ্য'। ৪। ছ '-মেব বিষ্ঠিতঃ'।

তস্য রূপং শরস্যাসীৎ সধূমজ্বালমণ্ডলম্।
বনং দিধক্ষতঃ শুষ্কমিদ্ধস্যেব বিভাবসোঃ ॥ ৪০ ॥
জ্বালামালী স তু[১] শরঃ ক্রব্যাদানুগতো রণে।
মুক্তো গুল্মান্ দ্রুমাংশ্চৈব ভস্মীকৃত্যাভ্যধাবত ॥ ৪১ ॥
তে তস্য তেজসা দগ্ধা যোধা বৈবস্বতস্য তু[২]।
বলে[৩] তস্মিন্ নিপতিতা মাহেন্দ্রা ইব কেতবঃ[৪] ॥ ৪২ ॥
ততঃ স সচিবৈঃ সার্দ্ধং রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ।
ননাদ সুমহানাদং কম্পয়ন্নিব মেদিনীম্ ॥ ৪৩ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বৈবস্বতবলবিধ্বংসনং নাম পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৫ ॥

৪০। লো-টী। ধূমেন জ্বালমণ্ডলেন জ্বালসমূহেন চ বর্ত্তমানম্। ইদ্ধস্য দীপ্তস্য।

৪১। লো-টী। ক্রব্যাদানুগতঃ ক্রব্যাদং রাবণম্ অনুগতঃ সম্বদ্ধঃ, পশ্চাত্তেন মুক্তঃ ত্যক্তঃ। গুল্মান্ সেনাঃ।

বৈবস্বতবলবিধ্বংসনম্ ॥ ২৫ ॥

ত্রিপুরাসুরের প্রতি শিবের ন্যায় যুদ্ধে সেই বাণ নিক্ষেপ করিল ॥ ৩৯ ॥

সেই বাণের আকৃতি [গ্রীষ্মকালে] শুষ্ক-বনদগ্ধকারী প্রদীপ্ত দাবানলের ন্যায় প্রজ্বলিত শিখা ও ধূমযুক্ত হইল ॥ ৪০ ॥

যুদ্ধে রাবণের অনুগত জ্বালামালা-মণ্ডিত সেই নিক্ষিপ্ত শর সেনা এবং বৃক্ষসমূহ ভস্মসাৎ করিয়া ধাবিত হইল ॥ ৪১ ॥

যমের সেই যোদ্ধৃবৃন্দ সেই বাণের তেজে দগ্ধ হইয়া ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় সেই সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইল ॥ ৪২ ॥

তারপর ভীম-পরাক্রম রাক্ষস রাবণ অমাত্যগণ সহ ভূমণ্ডল যেন কম্পিত করিয়াই ঘোরতর শব্দে নিনাদ করিল ॥ ৪৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বৈবস্বতবলবিধ্বংস-নামক ২৫শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

১। ছ 'তু স শরঃ'। ২। ছ 'হ'। ৩। ছ 'ক্ষণে'। ৪। ছ 'মহেন্দ্রধ্বিপসন্নিভাঃ'।

(২৬) ষড়্বিংশঃ সর্গঃ

স তু তস্য মহানাদং শ্রুত্বা বৈবস্বতঃ প্রভুঃ।
শত্রুং বিজয়িনং মেনে স্ববলস্য চ সংক্ষয়ম্ ॥ ১ ॥
স হি যোধান্ হতান্ মত্বা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
অব্রবীত্ত্বরিতঃ সূতং রথো মে যুজ্যতামিতি ॥ ২ ॥
তস্য সূতস্তদা দিব্যমুপস্থাপ্য মহারথম্।
স্থিতঃ স চ মহাতেজা অধ্যারোহত তং রথম্ ॥ ৩ ॥
প্রাসমুদ্গরহস্তস্তু[১] মৃত্যুস্তস্যাগ্রতঃ স্থিতঃ।
যেন সংক্ষিপ্যতে সর্ব্বং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥
কালদণ্ডস্তু পার্শ্বস্থো মূর্ত্তিমানস্য চাভবৎ।
যমপ্রহরণং দিব্যং তেজসা জ্বলদগ্নিবৎ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। উপস্থাপ্য সমীপে স্থাপয়িত্বা স্থিতঃ। স চ যমঃ।

৫। লো-টী। মূর্ত্তিমানভবৎ, যতঃ যমপ্রহরণং যমস্যাস্ত্রম্। কালদণ্ডঃ কীদৃশঃ? যমায় সংযমায় ত্রৈলোক্যনিগ্রহায় অস্ত্রমিতি বা।

সূর্য্যতনয় প্রভু যম রাবণের ভীষণ নিনাদ শ্রবণ করিয়া শত্রুকে যুদ্ধে জয়ী এবং নিজসেনার সংক্ষয় বিবেচনা করিলেন ॥ ১ ॥

তিনি যোদ্ধৃগণকে নিহত মনে করিয়া ক্রোধে চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করত তৎক্ষণাৎ সারথিকে বলিলেন, আমার রথ যোজনা কর ॥ ২ ॥

তখন যমের সারথি উৎকৃষ্ট প্রকাণ্ড রথ তাঁহার সমীপে স্থাপিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল; মহাতেজাঃ যমও সেই রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৩ ॥

যে মৃত্যু অনাদি প্রবাহশালী এই ত্রিভুবন সংহার করেন, সেই মৃত্যু প্রাস ও মুদ্গর হস্তে যমের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় যমের দিব্য অস্ত্র কালদণ্ডও মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার পার্শ্বে অবস্থিত হইল ॥ ৫ ॥

১। চ '-স্ত'।

তভো লোকত্রয়ং ক্ষুব্ধমকম্পন্ত দিবৌকসঃ।

কালং দৃষ্ট্বা তথা ক্রুদ্ধং সর্ব্বলোকভয়াবহম্ ॥ ৬ ॥

ততঃ[১] সংচোদয়ন্ সূতস্তান্[২] হয়ান্ রুচিরপ্রভান্।

প্রযযৌ ভীমসংনাদো যত্র রক্ষঃপতিঃ[৩] স্থিতঃ ॥ ৭ ॥

মুহূর্ত্তেন যমং তে তু হয়া হরিহয়োপমাঃ।

প্রাপয়ন্ মনসস্তুল্যা যত্র তৎ প্রস্তুতং বলম্ ॥ ৮ ॥

দৃষ্ট্বা তথৈব বিকৃতং রথং মৃত্যুসমন্বিতম্।

সচিবা রাক্ষসেন্দ্রস্য সহসা বিপ্রদুদ্রুবুঃ ॥ ৯ ॥

লঘুসত্ত্বতয়া তে হি নষ্টসংজ্ঞা ভয়ার্দ্দিতাঃ।

নেহ যোদ্ধুং সমর্থাঃ স্ম ইত্যুক্ত্বা প্রযযুর্দ্দিশঃ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। ক্ষুব্ধং প্রাপ্তক্ষোভম্।

৮। লো-টী। তৎ প্রস্তুতং রণম্। 'অস্ত্রিয়াং সমরানীকরণাঃ কলহবিগ্রহা'বিত্যমরঃ।

১০। লো-টী। লঘুসত্ত্বতয়া অল্পবলতয়া।

তখন সমস্ত লোকের ভয়জনক কৃতান্তকে তাদৃশ ক্রুদ্ধ দেখিয়া ত্রিভুবন ক্ষুব্ধ হইল এবং স্বর্গবাসী দেবতারা কম্পিত হইলেন ॥ ৬ ॥

পরে সারথি রুচিরপ্রভ সেই অশ্বসকলকে চালিত করিয়া ভীষণ ধ্বনি করিতে করিতে রাক্ষসপতি রাবণ যেস্থানে অবস্থান করিতেছিল, সেইস্থানে গমন করিল ॥ ৭ ॥

মনের তুল্য বেগবান্ ইন্দ্রের অশ্বসদৃশ সেই অশ্বগণ মুহূর্ত্তমধ্যে যমকে সেই সুসজ্জিত সৈন্যমধ্যে উপনীত করিল ॥ ৮ ॥

মৃত্যুসমন্বিত তাদৃশ ভয়ঙ্কর রথ দেখিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের অমাত্যগণ সহসা পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

সেই অমাত্যগণ দুর্ব্বলতাবশতঃ ভীত ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া 'আমরা এখানে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব না' এই বলিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল ॥ ১০ ॥

১। ছ 'ততস্ত'। ২। ছ '-স্তানশ্বানচিরপ্রভান্'। ৩। ছ 'রক্ষপতিঃ'।

স তু বৈবস্বতো দেবৈঃ সহ ব্রহ্মপুরোগমৈঃ।

জগাম ত্রিদিবং হৃষ্টো নারদশ্চ মহামুনিঃ ॥ ৪৯ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে যমবিজয়ো নাম
ষড়্বিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৬ ॥

৪৯। লো-টী। নারদশ্চ হৃষ্টঃ।

যমবিজয়ঃ ॥ ২৬

সূর্য্যনন্দন যম এবং মহামুনি নারদ হৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মপুরঃসর দেবগণের সহিত স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥ ৪৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে যমবিজয়-নামক
২৬শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

(২৭) সপ্তবিংশঃ সর্গঃ

জিত্বা তু তং দশগ্রীবো যমং ত্রিদশপুঙ্গবম্ ।
নিষ্ক্রম্য নগরাত্তস্মাদ্ যোধাংস্তান্ দদৃশে পুনঃ ॥ ১ ॥
জয়েন বর্দ্ধয়িত্বা তং মারীচপ্রমুখাস্তদা ।
পুষ্পকং তং[১] সমারূঢ়াঃ সান্ত্বিতা রাবণেন তে ॥ ২ ॥
ততো রসাতলং রক্ষো বিবেশ পয়সাং নিধিম্ ।
দৈত্যোরগগণৈর্জুষ্টং বরুণেন সুরক্ষিতম্ ॥ ৩ ॥
তত্র ভোগবতীং জিত্বা পুরীং বাসুকিপালিতাম্ ।
স্থাপয়িত্বা বশে নাগান্ যযৌ মণিবতীং পুরীম্ ॥ ৪ ॥
নিবাতকবচাস্তত্র[২] দৈত্যা লব্ধবরাঃ স্থিতাঃ ।
রাক্ষসস্তান্ সমাসাদ্য যুদ্ধায় স সমাহ্বয়ৎ ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। পুষ্পকং তং পুংস্ত্বমার্ষম্। 'বিমানন্তু পুষ্পক'মিত্যমরঃ।
৩। লো-টী। পয়সাং নিধিং প্রবিশ্যেতি শেষঃ।

দশানন দেবশ্রেষ্ঠ যমকে পরাজিত করিয়া সেই যমপুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনরায় নিজ সৈন্যদিগকে দর্শন করিল ॥ ১ ॥

তখন সেই মারীচ প্রভৃতি রাক্ষসগণ রাবণকর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া জয়-বাক্যদ্বারা তাহাকে সংবর্দ্ধিত করত সেই পুষ্পকরথে আরোহণ করিল ॥ ২ ॥

তার পর রাবণ সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া দৈত্য এবং নাগগণকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত বরুণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত রসাতলে প্রবেশ করিল ॥ ৩ ॥

সেখানে বাসুকিরক্ষিত পাতালস্থ ভোগবতী নামক নাগপুরী জয় করিয়া সর্পদিগকে নিজবশে আনয়নপূর্ব্বক মণিবতী পুরীতে গমন করিল ॥ ৪ ॥

তথায় অবস্থিত বরপ্রাপ্ত নিবাত-কবচ প্রভৃতি দৈত্যগণের সমীপে গমন করিয়া দশানন তাহাদিগকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল ॥ ৫ ॥

১। ছ 'ভৎ'। ২। ছ '-চা যত্র'।

তেঽপি সর্ব্বে সুবিক্রান্তা দৈতেয়া[১] বাহুশালিনঃ।
নানাপ্রহরণাস্তত্র প্রযযুর্যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ॥ ৬ ॥
শূলৈস্ত্রিশূলৈঃ কুলিশৈঃ পট্টিশাসিপরশ্বধৈঃ।
অন্যোন্যং বিভিদুঃ ক্রুদ্ধা রাক্ষসা দানবাস্তথা ॥ ৭ ॥
তেষাং তু যুধ্যমানানাং সাগ্রঃ সংবৎসরো গতঃ।
ন চান্যতময়োস্তত্র[২] জয়ো বাসীৎ[৩] ক্ষয়োঽপি বা ॥ ৮ ॥
ততঃ পিতামহো দেবস্ত্রৈলোক্যপতিরব্যয়ঃ।
আজগাম দ্রুতং তত্র বিমানবরমাস্থিতঃ ॥ ৯ ॥
নিবাতকবচানাং তু নিবার্য্য রণকর্ম্ম তৎ।
বৃদ্ধঃ পিতামহো বাক্যমুবাচ বিদিতাত্মবান্ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। বাহুশালিনঃ বাহবঃ সমরে শালিনঃ শ্রেষ্ঠা যেষাং তে।
৮। লো-টী। ক্ষয়ঃ পরাজয়ঃ।
১০। লো-টী। রণকর্ম্মতৎ রণকর্ম্ম নিবার্য্য উবাচ রাবণমিত্যর্থঃ। বিদিতাত্মবান্ বিদিতঃ অপরোক্ষীকৃতঃ আত্মা ঈশ্বরো বিদ্যতে যস্য সঃ।

অতিশয় পরাক্রমশালী শ্রেষ্ঠ বাহুসম্পন্ন যুদ্ধদুর্ম্মদ নানাবিধ অস্ত্রধারী সেই সমস্ত দৈত্যগণও [যুদ্ধার্থে] বহির্গত হইল ॥ ৬ ॥

পরে রাক্ষসগণ এবং দানবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শূল, ত্রিশূল, কুলিশ, পট্টিশ, তরবারি এবং পরশ্বধ দ্বারা পরস্পরকে ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

সেই রাক্ষস এবং দৈত্যগণের যুদ্ধ করিতে করিতে এক বৎসরেরও অধিক অতীত হইল, কিন্তু কোন পক্ষেরই সেই যুদ্ধে জয় বা পরাজয় হইল না ॥ ৮ ॥

তখন ত্রিলোকপতি অবিনশ্বর পিতামহদেব উৎকৃষ্ট বিমানে আরোহণ করিয়া সেইস্থানে দ্রুত আগমন করিলেন ॥ ৯ ॥

আত্মতত্ত্বজ্ঞ বৃদ্ধ পিতামহ নিবাত-কবচদিগের সেই যুদ্ধ নিবারণ করিয়া [রাবণকে এই] কথা বলিতে লাগিলেন—॥ ১০ ॥

১। ছ 'যুদ্ধ-'। ২। ছ 'তয়ো-'। ৩। ছ '-বিজয়োঽপি ক্ষয়োঽপি বা'।

ন ত্বং রাবণ সংগ্রামে জেতুং শক্যঃ সুরাসুরৈঃ।
ন চেমেঽপি[১] ক্ষয়ং নেতুং শক্যাঃ সেন্দ্রৈঃ সুরাসুরৈঃ॥ ১১॥
তৎ সখিত্বমস্তু[২] ভবতাং রাক্ষসেশ্বর রোচয়ে।
অবিভক্তা হি সর্ব্বেঽর্থাঃ সুহৃদাং নাত্র সংশয়ঃ॥ ১২॥
ততোঽগ্নিসাক্ষিকং সখ্যং কৃত্বা তত্র দশাননঃ।
নিবাতকবচৈঃ সার্দ্ধং প্রীতিমানভবত্তদা॥ ১৩॥
পূজিতস্তৈর্যথান্যায়ং সংবৎসরসুখোষিতঃ।
স্বপুরান্নির্বিশেষাং[৩] হি প্রীতিং লেভে দশাননঃ॥ ১৪॥
স তু তেভ্যস্ত[৪] মায়ানাং শতমেকং সমাপ্তবান্।
সলিলেশপুরান্বেষী[৫] ভ্রমতি স্ম রসাতলম্॥ ১৫॥

১৫। লো-টী। 'স চ তেভ্যশ্চ মায়ানাং শতমেকোনমাপ্তবানি'তি পাঠঃ। 'স তূপধার্য্য মায়ানাং শতমেকোনমাত্মবানি'তি পাঠে মায়ানামেকোনশতমুপধার্য্য জ্ঞাত্বা রসাতলং ভ্রমতি স্মেত্যন্বয়ঃ। আত্মবান্ বুদ্ধিমান্।

হে রাবণ, দেবতা বা অসুরগণ কেহই তোমাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে না এবং ইহারাও সুরাসুর এবং দেবরাজেরও অবধ্য॥ ১১॥

সুতরাং হে রাক্ষসরাজ, তোমাদিগের বন্ধুত্ব করা উচিত, ইহাই আমার অভিলাষ। ভোগ্যপদার্থ-সমস্ত বন্ধুদিগের অবিভক্ত হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই॥ ১২॥

পরে রাবণ তথায় অগ্নিসমক্ষে নিবাত-কবচদিগের সহিত মিত্রতা করিয়া তৎকালে অতিশয় আনন্দিত হইল॥ ১৩॥

দশানন সেই দৈত্যগণকর্ত্তৃক ন্যায়ানুসারে সম্মানিত হইয়া এক বৎসরকাল সুখে বাস করত স্ব গৃহে বাসের তুল্য প্রীতি লাভ করিল॥ ১৪॥

দশানন সেই দৈত্যদিগের নিকট হইতে এক শত মায়া লাভ করিল,

১। ছ 'চৈতেঽপি'। ২। ক 'রাক্ষসস্ত সখিত্বং বৈ ভবদ্ভিঃ সহ রোচতে'। ৩। ছ 'স্বপুরীনি-'। ৪। ছ 'স তূপলভ্য'। ৫। ছ 'পুরীং জেতুং'।

১
ততোঽশ্মনগরং নাম দৈত্যানাং পুরমাবিশৎ।
২
তাং স জিত্বা মুহূর্ত্তেন হত্বা দৈত্যাযুতং বলী ॥ ১৬ ॥
৩
ততঃ পাণ্ডুরমেঘাভং কৈলাসাকারসংস্থিতম্।
বরুণস্যালয়ং দিব্যমপশ্যদ্রাক্ষসাধিপঃ ॥ ১৭ ॥
পয়ঃ ক্ষরন্তীং সততং তত্র গাং চ দদর্শ সঃ।
৪
যস্যাঃ পয়োভিবিস্যন্দৈঃ ক্ষীরোদো নাম সাগরঃ ॥ ১৮ ॥
যতশ্চন্দ্রঃ প্রভবতি শীতরশ্মিঃ প্রজাপতিঃ।
৫
যং সমাশ্রিত্য জীবন্তি ফেনপাঃ পরমর্ষয়ঃ ॥ ১৯ ॥

১৬-১৭। লো-টী। দৈত্যানামযুতং হত্বা তাঞ্চ পুরং জিত্বা বরুণস্যালয়মপশ্যদিতি সার্দ্ধেনান্বয়ঃ।

১৮-১৯। লো-টী। নিস্যন্দৈঃ পতিতৈঃ ক্ষীরোদঃ প্রভবতি জায়তে, যতঃ ক্ষীরোদাৎ চন্দ্রশ্চ। যং ক্ষীরোদম্।

পরে জলাধিপতি বরুণের পুরী অন্বেষণে অভিলাষী হইয়া পাতালে ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥

পরে বলবান্ রাক্ষসাধিপতি রাবণ অশ্মনগর নামক দৈত্যপুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। তার পর মুহূর্ত্তমধ্যে দশ সহস্র দৈত্য নিহত করিয়া সেই পুরী জয় করত কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় অবস্থিত পাণ্ডুর-মেঘাভ রমণীয় বরুণালয় দেখিতে পাইল ॥ ১৬-১৭ ॥

যে ক্ষীরোদ-সমুদ্র হইতে শীতরশ্মি প্রজাপতি চন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যাহাকে আশ্রয় করিয়া ফেনপায়ী মহর্ষিগণ বাঁচিয়া আছেন, যে-সমুদ্র হইতে [দেবতাদিগের] অমৃত ও সুরাপায়ী [দৈত্য] দিগের সুরা উৎপন্ন হইয়াছিল, যাঁহার [স্তন হইতে] ক্ষরিত দুগ্ধধারা সেই ক্ষীরোদনামক সমুদ্র উৎপন্ন হইয়াছে,

১। ছ '-শ্মনগরীং নাম'। ২। ক 'তান্'। ৩। ছ 'পাণ্ডর'। ৪। ছ '-র্নি-'। ৫। ছ '-স্যাত্ত'।

যস্মাদমৃতমুৎপন্নং সুধা চাপি সুধাশিনাম্ ।
ব্রুবন্তি যাং নরা লোকে [১]সুরভীমিতি নামতঃ ॥ ২০ ॥
প্রদক্ষিণং তু তাং কৃত্বা রাবণঃ পরমাদ্ভুতাম্ ।
প্রবিবেশ মহা[২]ঘোরৈর্গুপ্তং যাদোগণৈঃ পুরম্ ॥ ২১ ॥
[৩]তত্র ধারাশতাকীর্ণং শারদাভ্রনিভং তদা ।
[৪]নিত্যং প্রহৃষ্টং দদৃশে যত্রাস্তে বরুণো গৃহে ॥ ২২ ॥
ততো হত্বা বলাধ্যক্ষান্ সমরে [৫]তৈশ্চ তাড়িতঃ ।
অব্রবীৎ [৬]সচিবান্ রাজা [৭]গত্বা শীঘ্রং নিবেদ্যতাম্ ॥ ২৩ ॥
যুদ্ধার্থী রাবণঃ প্রাপ্তস্তস্য যুদ্ধং প্রদীয়তাম্ ।
[৮]বদ বা ন ভয়ং তেঽস্তি নির্জ্জিতোঽস্মীতি সাঞ্জলিঃ ॥ ২৪ ॥

২০। লো-টী। সুধাত্র সুরা, সুরাশিনাং দৈত্যানাং সুরা চ উৎপন্না ।

২২। লো-টী। ধারায়াঃ শতং যস্য জন[ল ?]স্য তেনাকীর্ণং ব্যাপ্তং গৃহং নিত্যং প্রহৃষ্টং প্রকর্ষাশ্রয়ম্ ।

জগতে মনুষ্যগণ যাঁহাকে 'সুরভি' বলিয়া অভিহিত করে, সেই সতত দুগ্ধক্ষরণকারিণী সুরভি গাভীকে রাবণ সেইস্থানে দেখিতে পাইল ॥ ১৮-২০ ॥

রাবণ সেই পরমাদ্ভুতা গাভীকে প্রদক্ষিণ করিয়া অতি ভয়ঙ্কর জলজন্তুগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত বরুণালয়ে প্রবেশ করিল ॥ ২১ ॥

বরুণদেব যে গৃহে বাস করেন, রাবণ সেই গৃহ শত শত জলধারাসমাকীর্ণ, শরৎকালীন মেঘমালার ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট এবং সর্ব্বদা আনন্দিত জনপূর্ণ দেখিল ॥ ২২ ॥

পরে রাবণ সৈন্যাধ্যক্ষগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া যুদ্ধে তাহাদিগকে নিহত করত মন্ত্রিগণকে বলিল, তোমরা শীঘ্র যাইয়া রাজাকে বল যে "রাবণ যুদ্ধার্থী হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং তাহার সহিত যুদ্ধ করুন, অথবা আপনার ভয় নাই, কৃতাঞ্জলি-পুটে 'পরাজিত হইলাম' এই কথা বলুন" ॥ ২৩-২৪ ॥

১। ছ '-রিতি'। ২। ছ '-ঘোরৈ-'। ৩। ছ 'ততো'। ৪। ছ 'নিত্যপ্র-'। ৫। ছ 'তৈঃ প্রতাড়িতঃ'। ৬। ছ '-ঞ্চ সবো'। ৭। ছ 'গত্বঃ'। ৮। ক 'বরদানতঃ'।

এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধা বরুণস্য মহাত্মনঃ।
পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ নিষ্ক্রান্তা গৌরপুষ্কররোচিষঃ[১] ॥ ২৫ ॥
নিষ্ক্রম্য সুমহাবীর্য্যা বলৈঃ পরিবৃতাঃ স্বকৈঃ।
যুক্ত্বা[২] রথান্ কামগমান্ তুল্যান্ পুষ্করতেজসা ॥ ২৬ ॥
ততো যুদ্ধং সমভবৎ তুমুলং লোমহর্ষণম্।
সলিলেন্দ্রস্য পুত্রাণাং রাবণস্য চ রক্ষসঃ ॥ ২৭ ॥
অমাত্যৈস্তু মহাবীর্য্যৈর্দ্দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ[৩]।
বারুণং তদ্বলং কৃৎস্নং ক্ষণেন বিনিপাতিতম্ ॥ ২৮ ॥
ততস্তে[৪] তান্ সমাসাদ্য বরুণস্য সুতাংস্তদা।
অর্দ্দিতাস্তৈঃ[৫] শরৌঘেণ নিবৃত্তা রণকর্ম্মতঃ ॥ ২৯ ॥

২৫। লো-টী। গৌরাঃ গৌরবর্ণাঃ।
২৮। লো-টী। কৃৎস্নং সর্ব্বম্।
২৯। লো-টী। সমীক্ষ্য চুক্রুধুরিতি শেষঃ। ততশ্চ তে রাক্ষসাঃ তৈরেবার্দ্দিতাঃ।

ইত্যবসরে গৌরবর্ণ পদ্মকান্তি মহাবীর্য্যশালী স্বীয়সৈন্যপরিবেষ্টিত মহাত্মা বরুণদেবের পুত্র এবং পৌত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া পুষ্করের তেজের তুল্য কামগামী রথসমূহ যোজনা করত বহির্গত হইলেন ॥ ২৫-২৬ ॥

পরে বরুণদেবের পুত্রগণ ও রাক্ষস রাবণের মধ্যে রোমাঞ্চজনক তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

রাক্ষস দশাননের মহাবীর্য্যশালী অমাত্যগণ বরুণদেবের সেই সমস্ত সৈন্য-দিগকে মুহূর্ত্তমধ্যে নিপাতিত করিল ॥ ২৮ ॥

তার পর সেই রাক্ষসগণ বরুণ-পুত্রগণের সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাহাদের শরজালে পীড়িত হইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইল ॥ ২৯ ॥

১। ছ 'গৌরঃ পুষ্কর এব চ'। ২। ছ 'কামগাংস্তু তু-'। ৩। ছ 'রাক্ষসৈঃ'। ৪। ক 'সমীক্ষ্য স্ববলং ভগ্নং বরুণস্য সুতাস্তদা'। ৫। ক '-স্তে'।

অর্দ্দিতেষ্বথ রক্ষঃসু তদা বরুণসূনুভিঃ।
রাবণঃ ক্রোধতাম্রাক্ষ আকাশে সমতিষ্ঠত ॥ ৩০ ॥
দৃষ্ট্বাকাশগমং তস্তু রাবণং গগনে স্থিতম্।
আকাশমেব বিবিশুস্তে রথৈঃ শীঘ্রগামিভিঃ ॥ ৩১ ॥
তদাসীত্তুমুলং যুদ্ধং তুল্যং বিজয়মিচ্ছতাম্।
তদা সুমহদাকাশে বৃত্রবাসবয়োরিব ॥ ৩২ ॥
ততস্তে রাবণং যুদ্ধে শিতৈঃ পাবকসন্নিভৈঃ।
বিমুখীকৃত্য সংহৃষ্টাঃ শরৈর্ম্মর্ম্মস্বতাড়য়ন্[১] ॥ ৩৩ ॥
ততো মহোদরঃ ক্রুদ্ধো রাজানং বীক্ষ্য ধর্ষিতম্।
ত্যক্ত্বা মৃত্যুভয়ং শূরো[২] যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী ব্যলোকয়ৎ ॥ ৩৪ ॥

৩২। লো-টী। বৃত্রবাসবয়োর্যথা মহদ্ যুদ্ধম্।
৩৪। লো-টী। ধর্ষিতং পরিভূতম্।

পরে বরুণদেবের পুত্রগণকর্ত্তৃক রাক্ষসগণ পীড়িত হইলে রাবণ ক্রোধে চক্ষুঃ তাম্রবর্ণ করিয়া আকাশে আরোহণ করিল ॥ ৩০ ॥

সেই রাবণকে আকাশে গমন করিয়া তথায় অবস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহারা দ্রুতগামী রথারোহণে আকাশমণ্ডলেই প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৩১ ॥

তখন সমানভাবেই বিজয়াকাঙ্ক্ষী তাঁহাদের আকাশে বৃত্রাসুর এবং ইন্দ্রের যুদ্ধের ন্যায় তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩২ ॥

পরে আনন্দিত বরুণপুত্রগণ যুদ্ধে অগ্নিতুল্য তীক্ষ্ণ শরসমূহে রাবণের মর্ম্মস্থল আহত করিয়া তাহাকে পরাঙ্মুখ করিলেন ॥ ৩৩ ॥

পরে বীর 'মহোদর' রাক্ষসরাজ রাবণের পরাভব দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া মৃত্যুভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধাভিলাষে অবলোকন করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

১। ক 'স্ব তাড়য়ন্'। ২। ছ 'বীরো'।

তেন তেষাং হয়াঃ সর্ব্বে কামগাঃ পবনোপমাঃ।
মহোদরেণ [1]সহসা হতাস্তে পেতুরম্বরাৎ ॥ ৩৫ ॥

হত্বা রথাংশ্চ যোধাংশ্চ বারুণীয়ান্ স রাক্ষসঃ।
মুমোচ সুমহানাদং বিরথান্ বীক্ষ্য তান্ স্থিতান্ ॥ ৩৬ ॥

তে তু তেষাং রথাঃ সাশ্বাঃ সহ সারথিভির্ব্বরৈঃ।
মহোদরেণ নিহতাঃ পতিতাঃ পৃথিবীতলে ॥ ৩৭ ॥

[2]তে তু ত্যক্ত্বা রথান্ [3]পুত্রা বরুণস্য [4]মহাত্মনঃ।
আকাশে [5]বিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে স্বপ্রভাবান্ন [6]বিব্যথুঃ ॥ ৩৮ ॥

ধনূংষি কৃত্বা সজ্যানি [7]নিবর্ত্ত্য চ মহোদরম্।
রাবণং সমরে ক্রুদ্ধাঃ সহিতাঃ সমভিদ্রুতাঃ ॥ ৩৯ ॥

৩৬। লো-টী। মুমোচ চকার।

৩৭। লো-টী। সারথিভির্বরৈঃ সহ মহোদরেণ নিহতাঃ।

৩৮। লো-টী। বিষ্ঠিতাঃ বিশেষেণ স্থিতাঃ। 'স্বপ্রভাবান্ন বিব্যথু'রিতি পাঠঃ। 'ন বিব্যথে' ইতি পাঠে তেষাং পুত্রাণাং মধ্যে ন কোঽপি বিব্যথে ইত্যর্থঃ।

৩৯। লো-টী। সজ্যানি জ্যাসহিতানি, বিনিবর্ত্ত্য পরাঙ্মুখং কৃত্বা।

সেই মহোদর বরুণপুত্রদের পবনতুল্য স্বেচ্ছাগামী সমস্ত অশ্বকে সহসা নিহত করায় তাঁহারা আকাশ হইতে পতিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

সেই রাক্ষস মহোদর তাঁহাদের রথ এবং যোদ্ধৃগণকে আহত করিয়া তাঁহাদিগকে রথশূন্য দেখিয়া অতিশয় [উল্লাস-] ধ্বনি করিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

তাঁহাদের সেই সকল রথ উত্তম সারথি এবং অশ্বগণের সহিত বিনষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৭ ॥

কিন্তু মহাত্মা বরুণদেবের পুত্রগণ রথ পরিত্যাগ করিয়া আকাশে অবস্থান করত স্বীয় প্রভাবে ব্যথিত হইলেন না ॥ ৩৮ ॥

তাঁহারা ক্রোধবশতঃ শরাসনে জ্যা আরোপণ করিয়া মহোদরকে নিবর্ত্তিত

১। ছ 'গময়া'। ২। ছ 'তৈস্তু'। ৩। ছ 'পুত্রৈর্ব-'। ৪। ছ '-ভিঃ'। ৫। ছ '-তৈঃ শূরৈঃ'। ৬। ছ '-থে'। ৭। ছ 'বিনিবর্ত্ত্য মহো-'।

তে শরৈ[1]শ্চাপনির্ম্মু্ক্তৈর্ব্বজ্রকল্পৈঃ[2] সুদারুণৈঃ।
দারয়ন্তি দশগ্রীবং মেঘা ইব মহাগিরিম্ ॥ ৪০ ॥
ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবো যুগান্তাগ্নিরিব[3] স্থিতঃ।
শরবর্ষং মহাবেগং তেষাং মর্ম্মস্বতাড়য়ৎ ॥ ৪১ ॥
মুষলানি বিচিত্রাণি ততো ভল্ল[4]শতানি চ।
পট্টিশাং[5]শ্চৈব শক্তীশ্চ শতঘ্নীর্ম্মহতীরপি ॥ ৪২ ॥
পাতয়ামাস লঙ্কেশস্তেষামুপরি বিষ্ঠিতঃ।
[6]ততস্তেনৈব সহসা ন্যসীদংস্তে পদাতয়ঃ ॥ ৪৩ ॥
ততো রক্ষো[7] মহানাদং মুক্ত্বা[8] হস্তি স্ম বারুণান্।
নানাপ্রহরণৈর্ঘোরৈর্ধারাভিরিব তোয়দঃ ॥ ৪৪ ॥

[৪২। লো-টী।] উপলাঃ প্রস্তরাঃ।
৪৩। লো-টী। ন্যসীদন্ নিষণ্ণাঃ, বিষণ্ণা ইত্যর্থঃ।

করত সকলে মিলিয়া রাবণের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ৩৯ ॥

তাঁহারা পর্ব্বতবিদারণকারী মেঘের ন্যায় ধনুক হইতে নির্ম্মুক্ত বজ্রকল্প সুদারুণ শরজালে দশাননকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

পরে দশানন ক্রুদ্ধ হইয়া প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় অবস্থান করত তাঁহাদের মর্ম্মস্থলে অতিশয় বেগশীল শর বর্ষণপূর্ব্বক আঘাত করিল ॥ ৪১ ॥

লঙ্কেশ্বর [রথোপরি] স্থিরভাবে অবস্থান করত বিচিত্র মুষল, শত শত ভল্ল, পট্টিশ, শক্তি এবং মহতী শতঘ্নী তাঁহাদের উপরে পাতিত করিল এবং তাহাতেই পদচারী তাঁহারা সহসা বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন ॥ ৪২-৪৩ ॥

পরে রাক্ষস রাবণ গর্জ্জন করিয়া মেঘের ন্যায় ধারাপ্রবাহে নানাবিধ ভয়ঙ্কর অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া বরুণ-পুত্রদিগকে প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥

১। ছ 'তৈঃ শরৈঃ'। ২। ছ '-বক্তৈ্ঃ'। ৩। ছ '-বঃ কালাগ্নিরিব বিষ্ঠিতঃ'। ৪। ছ '-পল-'। ৫। ছ '-শানি চ'। ৬। ছ 'রথভ্রংশাত্ততো বীরা ন্য-'। ৭। ছ 'মুক্ত্বা'। ৮। ছ 'হাসংমুক্ত্বা জঘান তান্'।

ততস্তে ঘাতিতাঃ[১] সর্ব্বে পতিতা[২] ধরণীতলে।
যুদ্ধাৎ স্বৈঃ পুরুষৈঃ শীঘ্রং গৃহানেব প্রবেশিতাঃ ॥ ৪৫ ॥
[৩]তানব্রবীত্ততো রক্ষো বরুণায় নিবেদ্যতাম্।
রাবণং ত্বব্রবীন্মন্ত্রী প্রহাসো নাম বারুণঃ ॥ ৪৬ ॥
গতঃ খলু মহারাজো ব্রহ্মলোকং জলেশ্বরঃ।
গান্ধর্ব্বং হি সুরৈঃ সার্দ্ধং শ্রোষ্যতে পদ্মযোনিনা ॥ ৪৭ ॥
তদলং তে বৃথা বীর পরিশ্রম্য গতে নৃপে[৪]।
[৫]যেঽত্র সংনিহিতা বীরাঃ কুমারাস্তে ত্বয়া জিতাঃ ॥ ৪৮ ॥
এবং শ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রো নাম বিশ্রাব্য[৬] চাত্মনঃ।
হর্ষান্নাদানবসৃজন্[৭] নিষ্ক্রান্তো বরুণালয়াৎ ॥ ৪৯ ॥

তার পর সেই বরুণ-পুত্রগণ আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইলে অনুচরগণ দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাঁহাদিগকে গৃহমধ্যে লইয়া গেল ॥ ৪৫ ॥

পরে রাক্ষস দশানন তাঁহাদিগকে বলিল—'বরুণকে সংবাদ দাও'। তখন প্রহাস নামক বরুণের মন্ত্রী রাবণকে বলিলেন—॥ ৪৬ ॥

জলেশ্বর মহারাজ বরুণদেব ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তথায় তিনি পদ্মযোনি ব্রহ্মা ও দেবগণের সহিত গন্ধর্ব্বদিগের গান শ্রবণ করিবেন ॥ ৪৭ ॥

হে বীর, মহারাজ চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তোমার বৃথা পরিশ্রমে প্রয়োজন কি? যে-সমস্ত বীর এস্থানে আছেন, সেই কুমারদিগকে তুমি জয় করিয়াছ ॥ ৪৮ ॥

রাক্ষসরাজ রাবণ ইহা শ্রবণ করিয়া আপনার নাম প্রচারপূর্ব্বক আনন্দে গর্জ্জন করিতে করিতে বরুণালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল ॥ ৪৯ ॥

১। ছ 'সহিতাঃ'। ২। ছ 'পাতিতাঃ'। ৩। ছ 'ততস্তানব্রবীদ্রক্ষো'। ৪। ছ 'নৃপে গতে'। ৫। ছ 'যে তু সন্নিহিতা'। ৬। ছ 'বিশ্রাব্য'। ৭। ক '-সৃজ্য'।

মহোদরেণ সংঘুষ্টং হর্ষগদ্গদয়া গিরা।
দ্বিতীয়ং জিতবাঁল্লোকং[১] বারুণং রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ৫০ ॥
যেনৈব তে গতাস্তত্র তেনৈবাশু বিনিঃসৃতাঃ।
লঙ্কামভিমুখা হৃষ্টা নভস্তলকৃতেক্ষণাঃ[২] ॥ ৫১ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে রাবণস্য রসাতলবিজয়ো নাম সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৭ ॥

৫০। লো-টী। দ্বিতীয়ং লোকং মর্ত্তালোকং পাতাললোকঞ্চ, যদ্বা, দ্বিতীয়ং ভ্রাতুরন্যং যমং বরুণঞ্চ লোকং লোকপালম্।

৫১। লো-টী। যেনৈব অশ্মনগরবর্ত্মনা। নভস্তলকৃতক্ষণাঃ আকাশজয়ায় কৃতোৎসাহাঃ। 'কৃতেক্ষণা' ইতি পাঠে কৃতদৃষ্টয়ঃ।

রসাতলবিজয়ঃ ॥ ২৭ ॥

মহোদরও হর্ষগদ্গদ বাক্যে 'রাক্ষসেশ্বর বরুণপালিত দ্বিতীয় [পাতাল-] লোক জয় করিয়াছেন' এই কথা ঘোষণা করিতে লাগিল ॥ ৫০ ॥

সেই রাক্ষসগণ যে পথে আসিয়াছিল সেই পথেই শীঘ্র বহির্গত হইয়া গগনমণ্ডলে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক আনন্দে লঙ্কাভিমুখে গমন করিল ॥ ৫০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রাবণের পাতালবিজয় নামক ২৭শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

১। ছ 'রাবণো'। ২। ক '-কৃত-'।

(২৮) অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ

ততোঽশ্মনগরং[১] ভূয়ো বিচেরুর্যুদ্ধলালসাঃ।
স তু তত্র দশগ্রীবো গৃহং পশ্যতি ভাস্বরম্[২] ॥ ১ ॥
বৈদূর্য্যতোরণাকীর্ণং মুক্তাজালবিভূষিতম্।
সুবর্ণস্তম্ভগহনং বেদিকাভিঃ সমন্ততঃ ॥ ২ ॥
বজ্রস্ফটিকসোপানং কিঙ্কিণীজালশোভিতম্।
বহ্বাসনযুতং রম্যং মহেন্দ্রভবনোপমম্ ॥ ৩ ॥
তত্র[৩] গৃহবরং দৃষ্ট্বা দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্।
কস্যেদং ভবনং রম্যং[৪] মেরুমন্দরসন্নিভম্ ॥ ৪ ॥
গচ্ছ প্রহস্ত শীঘ্রং ত্বং জানীষ্ব[৫] ভবনোত্তমম্।
এবমুক্তঃ প্রহস্তস্তু প্রবিবেশ গৃহোত্তমম্ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। পাতালনির্গমং সংক্ষেপেণ উক্ত্বা তৎপ্রাক্কালীনকথায়াঃ কথনং পুনারামং কথয়তি—তত ইতি।

২। লো-টী। তোরণং বহির্দ্বারং বন্দনমালা বা। সুবর্ণস্তম্ভানাং গহনং বনং যত্র তৎ, অনেকসুবর্ণস্তম্ভযুক্তমিত্যর্থঃ।

পরে যুদ্ধলোলুপ রাক্ষসগণ পুনরায় অশ্মনগরে বিচরণ করিতে লাগিল। দশানন তথায় বৈদূর্য্যমণিময়-তোরণযুক্ত, মুক্তারজিবিমণ্ডিত, সুবর্ণস্তম্ভবহুল, চতুর্দ্দিকে বেদিকাসমন্বিত, হীরকখচিত-স্ফটিকনির্ম্মিত-সোপানবিশিষ্ট, বহু আসনযুক্ত, ইন্দ্রভবনের ন্যায় একটী রমণীয় উজ্জ্বল গৃহ দেখিল ॥ ১-৩ ॥

প্রতাপশালী দশানন তথায় উৎকৃষ্ট গৃহ দেখিয়া 'মেরু ও মন্দরতুল্য এই রমণীয় গৃহ কাহার? হে প্রহস্ত, তুমি শীঘ্র গমন করিয়া এই উত্তম গৃহের বিষয় অবগত হও' এইরূপ বলিলে, প্রহস্ত সেই উৎকৃষ্ট গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৪-৫ ॥

১। ছ 'হ্মনগরং'। ২। ছ 'ভাস্বরম্'। ৩। ছ 'তং তু'। ৪। ছ 'সৌম্য'। ৫। ছ '-হি'।

স শূন্যং প্রেক্ষ্য তদ্দ্বারং[১] পুনঃ কক্ষ্যান্তরং[২] যযৌ।
সপ্তকক্ষ্যান্তরং গত্বা ততো জ্বালামপশ্যত ॥ ৬ ॥
ততো দৃষ্টঃ পুমাংস্তত্র হৃষ্টো হাসং মুমোচ সঃ।
ত্রস্তঃ স তু মহাত্মা বৈ ঊর্দ্ধরোমাভবৎ[৩] তদা ॥ ৭ ॥
জ্বালামধ্যে স্থিতস্তত্র হেমমালী বিমোহনঃ।
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ সাক্ষাদিব যমঃ প্রভুঃ ॥ ৮ ॥
তথা দৃষ্ট্বা তু বৃত্তান্তং ত্বরমাণো বিনির্গতঃ।
বিনির্গম্যাব্রবীৎ[৪] সর্ব্বং রাবণায় নিশাচরঃ ॥ ৯ ॥
অথ রাজা[৫] দশগ্রীবঃ পুষ্পকাদবরুহ্য সঃ।
প্রবেষ্টকামো বেশ্মাথ ভিন্নাঞ্জনচয়োপমঃ ॥ ১০ ॥

৭। লো-টী। তত্র তস্যাং জ্বালায়াম্। স পুমান্ প্রহস্তং দৃষ্ট্বা হাসং মুমোচ। ততঃ স মহাত্মা প্রহস্তঃ ত্রস্তঃ পশ্চাচ্চ স ঊর্দ্ধরোমাঽভবদিতি সম্বয়ান্বয়ঃ।

১০-১১। লো-টী। বেশ্ম প্রবেষ্টুকামঃ, অথ অনন্তরং তস্যাগ্রতঃ পুরুষঃ স্থিতঃ বপুষ্মান্

প্রহস্ত সেই গৃহদ্বার শূন্য দেখিয়া পুনরায় কক্ষান্তরে গমন করিল; ক্রমে ক্রমে সাতটি প্রকোষ্ঠমধ্যে গমন করিয়া একটী জ্বালা (অগ্নিশিখা) দেখিতে পাইল ॥ ৬ ॥

পরে সেই জ্বালামধ্যে একটী পুরুষকে দেখিতে পাইল, সেই পুরুষ আহ্লাদিত হইয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন, তখন সেই মহাত্মা প্রহস্ত ভীত হইয়া রোমাঞ্চিত-কলেবর হইল ॥ ৭ ॥

সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য মনোমুগ্ধকর হেমমালী এক পুরুষ সাক্ষাৎ প্রভু যমের ন্যায় সেই জ্বালামধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ৮ ॥

রাক্ষস প্রহস্ত তাদৃশ ব্যাপার দেখিয়া অতি দ্রুত তথা হইতে বহির্গত হইয়া রাবণের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল ॥ ৯ ॥

তৎপরে রাক্ষসরাজ দশানন পুষ্পকরথ হইতে অবতরণ করিয়া গৃহমধ্যে

১। ছ 'তদ্বারং'। ২। ছ 'কক্ষা-'। ৩। ছ '-ভবচ্চ সঃ'। ৪। ছ '-র্গত্যাব্র-'। ৫। ছ 'রাম'।

বদ্ধমৌলির্ব্বপুষ্মাংশ্চ পুরুষোঽস্যাগ্রতঃ স্থিতঃ।[১]
দ্বারমাবৃত্য সহসা জ্বালাজিহ্বো ভয়ানকঃ॥ ১১ ॥
রক্তাক্ষঃ[২] শ্বেতদশনো[৩] বিম্বোষ্ঠশ্চারুদর্শনঃ।[৪]
মহাভীষণনাসশ্চ[৫] কম্বুগ্রীবো মহাহনুঃ[৬] ॥ ১২ ॥
দৃঢ়শ্মশ্রুর্নিগূঢ়াস্থির্দংষ্ট্রালো লোমহর্ষণঃ।[৭]
গৃহীত্বা লোহমুষলং দ্বারং বিষ্টভ্য তিষ্ঠতি[৮] ॥ ১৩ ॥
অথ সংদর্শনাত্তস্য ঊর্দ্ধরোমা বভূব সঃ।[৯]
হৃদয়ং কম্পতে চাস্য বেপথুশ্চাপ্যজায়ত ॥ ১৪ ॥

প্রশস্তাকৃতিমান্। 'বপুঃ ক্লীবং তনৌ শস্তাকৃতাবপী'তি কোষঃ। জ্বালাজিহ্বঃ জ্বালাসংযুক্তজিহ্বঃ।

১২। লো-টী। শ্বেতাক্ষোঽপি চারুদর্শনঃ চারুনেত্রঃ। মহাভীষণা নাসা নাসিকা যস্য সঃ। 'নাশ' ইতি তালব্যশকারপাঠে মহাভীষণানাং দৈত্যাদীনাং নাশো বিনাশো যস্মাৎ সঃ। মহাভয়ং মহদ্ ভয়ং ভক্তানাং যস্মাৎ সঃ। 'অমহাভয়' ইতি বা ছেদঃ। অভক্তানাং ভয়ানকোঽপি তদ্ভক্তানামমহাভয় ইত্যর্থঃ। 'ভয়াবহ' ইতি কচিৎ পাঠঃ।

১৩। লো-টী। গূঢ়ানি গুহ্যানি অলক্ষিতানি শ্মশ্রূণি যস্য সঃ, গূঢ়ানি সংহতানি নিবিষ্টানীতি বা। 'গূঢ়ং রহসি গুহ্যে চ ন দ্বয়োঃ সংহতে ত্রিষিতি কোষঃ। 'দৃঢ়শ্মশ্রু'রিতি পাঠে দৃঢ়ানি নিবিড়ানীত্যর্থঃ। নিগূঢ়ানি অদৃশ্যানি অস্থীনি নিগূঢ়াস্থীনি দংষ্ট্রাশ্চ তদ্বান্, বিষ্টভ্য আবৃত্য।

প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে, ভিন্নাঞ্জন-সদৃশ (কৃষ্ণবর্ণ), বদ্ধমৌলি, বিশালকায়, জ্বালাজিহ্ব, সেই ভয়ানক পুরুষ সহসা দ্বাররোধ করিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন,—তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ, দন্তসকল শুভ্র, ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় প্রিয়দর্শন, নাসিকা অতীব ভীষণ, গ্রীবা কম্বুর ন্যায়, হনু (চোয়াল) বিশাল ॥ ১০-১২ ॥

সেই নিবিড়-শ্মশ্রু নিগূঢ়াস্থি রোমহর্ষণ দংষ্ট্রাল পুরুষ লৌহমুষল গ্রহণ করিয়া দ্বাররোধপূর্ব্বক অবস্থান করিলেন ॥ ১৩ ॥

তখন তাঁহাকে দেখিয়া রাবণের শরীর রোমাঞ্চিত হইল এবং তাহার হৃদয় ও দেহ কাঁপিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

১। ছ '-স্যচাগ্রতঃ'। ২। ছ 'শ্বেতাক্ষঃ'। ৩। ছ '-বদনো'। ৪। ছ 'বিম্বোষ্ঠ-'। ৫। ছ '-নাদশ্চ'। ৬। ছ 'ভয়াবহঃ'। ৭। ছ 'দংষ্ট্রাভির্লোম-'। ৮। ছ 'বিষ্ঠিতঃ'। ৯। চ 'ব্যজায়ত'।

নিমিত্তান্যমনোজ্ঞানি দৃষ্ট্বা রাম ব্যচিন্তয়ৎ।
অথ চিন্তয়তস্তস্য স এব পুরুষোঽব্রবীৎ ॥ ১৫ ॥

কিং ত্বং চিন্তয়সে রক্ষো ব্রূহি বিশ্রব্ধমানসঃ।
যুদ্ধাতিথ্যমহং বীর করিষ্যে রজনীচর ॥ ১৬ ॥

এবমুক্ত্বা[১] স তদ্রক্ষঃ পুনর্ব্বচনমব্রবীৎ।
যোৎস্যসে বলিনা সার্দ্ধমথবা[২] মন্যসে কথম্ ॥ ১৭ ॥

রাবণোঽভিহিতো[৩] ভূয় ঊর্দ্ধরোমা ব্যজায়ত।
অথ ধৈর্য্যং সমালম্ব্য রাবণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥

গৃহেষু[৪] তিষ্ঠতে কো হি তদ্ ব্রূহি বদতাং বর।
তেনৈব[৫] সার্দ্ধং যোৎস্যামি যথা বা মন্যতে ভবান্ ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টী। বিশ্রব্ধমানসঃ বিশ্বস্তমানসঃ।
১৮। লো-টী। লোকান্ রাবয়তীতি রাবণঃ।

হে রাম, রাবণ অমনোজ্ঞ নিমিত্তসকল দেখিয়া চিন্তান্বিত হইল; ইতিমধ্যে সেই পুরুষই চিন্তাকুল রাবণকে বলিলেন—॥ ১৫ ॥

হে রাক্ষস, তুমি কি চিন্তা করিতেছ, বিশ্বস্তচিত্তে [আমার নিকট তাহা] বল, হে নিশাচর-বীর, আমি তোমার যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিব ?॥ ১৬ ॥

তিনি এইরূপ বলিয়া পুনরায় সেই রাক্ষসকে বলিতে লাগিলেন,—তুমি কি বলির সহিত যুদ্ধ করিবে ? না কি মনে করিতেছ ? ॥ ১৭ ॥

রাবণ এই কথা শুনিয়া পুনরায় রোমাঞ্চিত হইল, পরে ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক বলিল— ॥ ১৮ ॥

হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, গৃহমধ্যে কে আছেন তাহা বলুন, তাঁহারই সহিত যুদ্ধ করিব; অথবা আপনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিব ॥ ১৯ ॥

১। ছ 'তু'। ২। ছ '-র্দ্ধং ময়া বা তদ্ বিধীয়তাম্'। ৩। ছ '-ণো হি ততো'। ৪। ছ 'গৃহেঽত্র'।
৫। ছ 'অনেন'।

স এনং পুনরপ্যাহ[১] দানবেন্দ্রোঽত্র[২] তিষ্ঠতি।
এষ বৈ পরমোদারঃ শূরঃ সত্যপরাক্রমঃ॥ ২০॥
বীরো বহুগুণোপেতঃ পাশহস্ত ইবান্তকঃ।
বালার্ক ইব তেজস্বী সমরেষ্বনিবর্ত্তকঃ॥ ২১॥
অমর্ষী দুর্জ্জয়ো জেতা বলবান্ গুণসাগরঃ।
প্রিয়ংবদঃ সংবিভাগী গুরুপ্রিয়করঃ সদা॥ ২২॥
কালাকাঙ্ক্ষী মহাসত্ত্বঃ সত্যবাক্ সৌম্যদর্শনঃ।
দক্ষঃ সর্ব্বগুণোপেতঃ শূরঃ স্বাধ্যায়তৎপরঃ॥ ২৩॥

২০। লো-টী। পরমোদারঃ পরমো দাতা শূরো যোদ্ধা।

২১। লো-টী। বীরঃ বিশিষ্টা বিবিধা বা ঈরা সরস্বতী যস্য সঃ। 'ধীর' ইতি বা পাঠঃ। বহবো গুণা যেষু তৈর্বিবিধৈস্তৈরুপেতো ব্যাপ্তঃ।

২২। লো-টী। গুণসাগরঃ গুণানামাশ্রয়ঃ। ভূতেভ্যঃ সংবিভজ্য ভুঙ্ক্তে ইতি সংবিভাগী।

২৩। লো-টী। কালাকাঙ্ক্ষী সাবর্ণিমন্বন্তররূপকালাকাঙ্ক্ষী, সত্ত্ববান্ ধৈর্য্যবান্, সর্ব্বগুণোপেতঃ গুণঃ সত্ত্বং সংপূর্ণসত্ত্বগুণোপেতঃ। শূরঃ পরাক্রমশীলঃ। 'গুহ্য' ইতি পাঠে গোপ্যঃ ন কস্যাপি 'বলি'রয়মিতি জ্ঞানবিষয়ঃ।

সেই পুরুষ পুনরায় রাবণকে বলিলেন—"এস্থানে দানবরাজ অবস্থান করিতেছেন, ইনি নিতান্ত উদারস্বভাব, সত্যপরাক্রম, শূর, বহুগুণযুক্ত, পাশহস্ত অন্তকের ন্যায় বীর, নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ; ইনি গুণসাগর, বলবান্, ক্রোধী, জয়শীল এবং দুর্জ্জয়; ইনি গুরুর প্রিয়কারী সতত প্রিয়বাদী এবং সর্ব্ববস্তু বিভাগ করিয়া ভোগ করিয়া থাকেন॥ ২০-২২॥

ইনি সর্ব্বগুণযুক্ত, সৌম্যদর্শন, সত্যবাদী, মহাসত্ত্ব, শূর, স্বাধ্যায়নিরত কার্য্যদক্ষ এবং কালের প্রতীক্ষাকারী॥ ২৩॥

১। ছ '-রেবাহ'। ২। ছ অতঃ পরম্ 'আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ স্থিতো দানবসত্তমঃ'। ইত্যধিকম্।

এষ গচ্ছতি বাত্যেষ জ্বলতে তপতে তথা।
দেবৈশ্চ ভূতসঙ্ঘৈশ্চ পন্নগৈঃ সপতত্রিভিঃ।
ভয়ং যো নাভিজানাতি তেন ত্বং যোদ্ধুমিচ্ছসি[১] ॥ ২৪ ॥
বলিনা রোচতে যুদ্ধং[২] যদি তে রাক্ষসেশ্বর।
প্রবিশ ত্বং মহাসত্ত্ব সংগ্রামং কুরু মা চিরম্।
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রবিবেশ যতো বলিঃ ॥ ২৫ ॥
স বিলোক্য তু লঙ্কেশং জহাস দহনোপমঃ।
[৩]আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ স্থিতো দানবসত্তমঃ ॥ ২৬ ॥
অথ সন্দর্শনাদেব বলির্বৈ বিশ্বরূপবান্।
[৪]তদ্ গৃহীত্বা করে রক্ষ উৎসঙ্গে স্থাপ্য চাব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

২৪। লো-টী। বর্ষতি ইন্দ্ররূপেণ, বাতি বায়ুরূপেণ, জ্বলতেঽগ্নিরূপেণ, তপতে প্রকাশয়তি সূর্য্যরূপেণ, দেবৈরিত্যাদিকরণভূতৈঃ।

২৫। লো-টী। তে তুভ্যম্। যতো যত্র।

২৬-২৭। লো-টী। বলিনা বলবতা বিষ্ণুরূপিণা বামনেন করে গৃহীতং তদ্রক্ষঃ দানবসত্তমঃ উৎসঙ্গে ক্রোড়ে সংস্থাপ্য চাব্রবীৎ। 'গৃহীত্বে'তি পাঠে বিষ্ণুনা বিশিষ্টং রক্ষঃ করে গৃহীত্বা। 'বিশ্বরূপিণে'তি বা পাঠঃ।

ইনি দেবগণ, ভূতগণ, পন্নগগণ এবং পক্ষিগণের সহিত মিলিত হ'ন, [বায়ুরূপে] প্রবাহিত হন, [সূর্য্যরূপে] উত্তাপ দান করেন এবং [অগ্নিরূপে] প্রজ্বলিত হন (অর্থাৎ ইনি বিশ্বরূপী)। যিনি ভয় কাহাকে বলে জানেন না, সেই বলির সহিত তুমি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। হে মহাসত্ত্ব রাক্ষসরাজ, বলির সহিত যদি তোমার যুদ্ধ করিতে অভিলাষ হয়, তবে অচিরেই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া সংগ্রামে লিপ্ত হও"। এইরূপ বলিলে দশানন বলির সমীপে উপস্থিত হইল। তথায় অবস্থিত সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য অনলতুল্য সেই দানবসত্তম বলি লঙ্কেশ্বরকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন ॥ ২৪-২৬ ॥

পরে সেই বিশ্বরূপী বলি সেই রাক্ষসকে দেখিবামাত্রই তাহাকে হস্তদ্বারা ধরিয়া ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন—॥ ২৭ ॥

১। ছ 'যুদ্ধং তেন স্বমি-'। ২। 'সার্দ্ধং'। ৩। ছ 'ইদমর্দ্ধং নাস্তি'। ৪। ছ 'স তদ্ গৃহীত্বা রক্ষো বৈ'।

দশগ্রীব মহাবাহো কিন্তে কার্য্যং করোম্যহম্।
কিমাগমনকৃত্যং তে ব্রূহি ত্বং রাক্ষসেশ্বর ॥ ২৮ ॥
এবমুক্তস্তু বলিনা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।
শ্রুতং ময়া[১] মহাভাগ বদ্ধস্ত্বং বিষ্ণুনা পুরা ॥ ২৯ ॥
সোঽহং মোচয়িতুং শক্তো বন্ধনাৎ ত্বাং ন সংশয়ঃ।
এবমুক্তস্ততো হাসং বলির্মুক্তে[২]নমব্রবীৎ ॥ ৩০ ॥
শ্রূয়তামভিধাস্যামি যৎ ত্বং পৃচ্ছসি রাবণ।
য এষ পুরুষঃ শ্যামো দ্বারি তিষ্ঠতি নিত্যদা[৩] ॥ ৩১ ॥
এতেন দানবেন্দ্রাশ্চ তথান্যে বলদর্পিণঃ[৪]।
বশং নীতা বলবতা পূর্ব্বে পূর্ব্বতরাশ্চ[৫] যে ॥ ৩২ ॥
বদ্ধশ্চাহমনেনৈব কৃতান্তো দুরতিক্রমঃ।
ক এনং পুরুষং লোকে বঞ্চয়িষ্যতি রাবণ[৬] ॥ ৩৩ ॥

৩৩। লো-টী। কৃতান্ত ঈশ্বরঃ।

মহাবাহো দশানন, আমি তোমার কি কার্য্য করিব? হে রাক্ষসেশ্বর, তোমার আগমনের প্রয়োজন কি, তাহা বল ॥ ২৮ ॥

রাবণ বলির এইরূপ কথা শুনিয়া বলিল,—মহাভাগ, আমি শুনিয়াছি, পুরাকালে বিষ্ণু আপনাকে বদ্ধ করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

আমি আপনাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ, ইহাতে সন্দেহ নাই। রাবণ এই কথা বলিলে বলি হাসিয়া তাহাকে বলিলেন—॥ ৩০ ॥

রাবণ, তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ আমি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর, এই যে শ্যামবর্ণ পুরুষটী দ্বারদেশে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন, বলবান্ ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী ও পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী দানবগণ এবং বলদর্পিত অপর অনেককেই স্ববশে আনিয়াছিলেন ॥ ৩১-৩২ ॥

ইনিই আমাকে বদ্ধ করিয়াছিলেন, অদৃষ্ট দুরতিক্রমণীয়। হে রাবণ,

১। ছ 'যথা মহারাজ'। ২। ছ '-স্তমব্র-'। ৩। ছ '-শঃ'। ৪। ছ '-তাঃ'। ৫। ছ 'পূর্ব্বপূর্ব্ব-'।
৬। ছ অতঃ পরং 'ন ত্বং চৈব ন চৈবাহং ভূতং ভব্যঞ্চ সর্ব্বদা' ইত্যধিকম্।

সর্ব্বভূতাপহর্ত্তা চ য এষ[1] দ্বারি তিষ্ঠতি।
কর্ত্তা কারয়িতা চৈব ধাতা চ ভুবনেশ্বরঃ ॥ ৩৪ ॥
[2] ন ত্বং বেদ ন চৈবাহং ভূতভব্যঞ্চ নিত্যদা।
[3] কালশ্চৈব হি কালেশো লোকরক্ষাকরস্তথা ॥ ৩৫ ॥
লোকত্রয়স্য সর্ব্বস্য হন্তা স্রষ্টা তথৈব চ।
[4] ইন্দ্রাণাঞ্চ সহস্রাণি সুরাণামযুতানি চ ॥ ৩৬ ॥
ঋষীণাঞ্চৈব[5] মুখ্যানাং শতান্যথ সহস্রশঃ।
বশং নীতানি সর্ব্বাণি য এষ দ্বারি তিষ্ঠতি[6] ॥ ৩৭ ॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাবণোঽথ তমব্রবীৎ।
ময়া প্রেতেশ্বরো দৃষ্টঃ কৃতান্তঃ[7] সহ মৃত্যুনা ॥ ৩৮ ॥

৩৫। লো-টী। ন ত্বং চৈব ন চৈবাহং ভুবনেশ্বর ইত্যন্বয়ঃ। ভূতং ভব্যঞ্চ যৎ প্রাণিমাত্রম্। কালেশঃ সৃষ্ট্যাদিকালানামীশঃ। লোকত্রয়করঃ পালনেন সুখকরঃ।

৩৭। লো-টী। বশং নীতানি প্রভুত্বং প্রাপিতানি। 'বশমিচ্ছাপ্রভুত্বায়ত্ততাসু ত্রিষ্বধীনকে' ইতি তৃন্নি০।

জগতে কোন্ ব্যক্তি এই পুরুষকে বঞ্চনা করিবে ? ॥ ৩৩ ॥

যিনি দ্বারে অবস্থান করিতেছেন এই ত্রৈলোক্যনাথই সমস্ত প্রাণিগণের স্রষ্টা, পালক, সংহারকর্ত্তা এবং [শুভাশুভ কর্ম্মের] কারয়িতা ॥ ৩৪ ॥

ভূত, ভবিষ্যৎ ও নিত্য বর্ত্তমান ইঁহাকে তুমিও জান না এবং আমিও জানি না, ইনিই কাল এবং কালের অধিপতি ও লোকপালক ॥ ৩৫ ॥

যিনি এই দ্বারে অবস্থান করিতেছেন, তিনি সমস্ত ত্রিভুবনের সৃজন ও সংহার করেন ; সহস্র সহস্র ইন্দ্র, অযুত অযুত দেবতা এবং শত-সহস্র শ্রেষ্ঠ ঋষিকে ইনি বশীভূত করিয়াছেন ॥ ৩৬-৩৭ ॥

পরে রাবণ বলির সেই কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিল, আমি মৃত্যুর সহিত

১। ছ 'হৃদ্যুতি-'। ২। ছ ইদমর্দ্ধং নাস্তি। ৩। ছ 'কালঃ কালাধিপশ্চৈব কালকর্ত্তা চ সোঽব্যয়ঃ'। ৪। ছ ইদমর্দ্ধং নাস্তি'। ৫। ছ '-মেব'। ৬। অতঃ পরং ছ 'সর্ব্বলোকময়শ্চৈব সর্ব্বজ্ঞানময়স্তথা'। ইত্যধিকম্। ৭। ছ 'সর্ব্বদেহিনাম্'।

পাশহস্তো মহাজ্বালোঽপূর্দ্ধলোমা ভয়ানকঃ।
দংষ্ট্রালো বিদ্যুজ্জিহ্বশ্চ সর্পবৃশ্চিকরোষরুট্ ॥ ৩৯ ॥
রক্তাক্ষো ভীমবেগশ্চ সর্ব্বসত্ত্বভয়ঙ্করঃ।[২]
আদিত্য ইব দুষ্প্রেক্ষ্যঃ সমরেষ্বনিবর্ত্তকঃ ॥ ৪০ ॥
পাপানাং শাসিতা চৈব স ময়া যুধি নির্জ্জিতঃ।
ন চ মে তত্র ভীঃ কাচিদ্[৩] ব্যথা বা দানবেশ্বর ॥ ৪১ ॥
এতং তু নাভিজানামি তদ্ ভবান্ বক্তুমর্হতি।
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা বলির্বৈরোচনোঽব্রবীৎ ॥ ৪২ ॥
এষ বৈ লোকধাতা[৪] চ হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ।
অনন্তঃ কপিলো বিষ্ণুর্নরসিংহো মহাদ্যুতিঃ ॥ ৪৩ ॥

৩৯। লো-টী। সর্পবৃশ্চিকরোষবৎ রুট্ রোষো যস্য সঃ।

৪৩। লো-টী। অনন্তঃ শেষঃ কপিলঃ কপিলাবতারঃ। যদ্বা, অনন্তো বলভদ্রঃ কপিলো বাসুদেবঃ। 'কপিলো বাসুদেবে চ নলমুনিপ্রভেদয়ো'রিতি রত্নমালা।

প্রেতরাজ যমকে দেখিয়াছি ॥ ৩৮ ॥

হে দানবেশ্বর, নিরতিশয় জ্বালাসমন্বিত, পাশহস্ত, ঊর্দ্ধরোমা, বৃহদ্দন্তযুক্ত, বিদ্যুতের ন্যায় জিহ্বাবিশিষ্ট, সর্প এবং বৃশ্চিকের ন্যায় ক্রোধী, রক্তচক্ষুঃ, অতিশয় বেগশালী, সমস্ত প্রাণীর ভয়জনক, সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ, পাপীদের শাস্তিদাতা সেই ভয়ানক যমকে আমি যুদ্ধে জয় করিয়াছি; আমার তাহাতে কোন ভয় বা ব্যথা হয় নাই ॥ ৩৯-৪১ ॥

এই পুরুষকে আমি জানি না, সুতরাং আপনি ইহার বিষয়ে বলুন। তখন রাবণের কথা শুনিয়া বিরোচনপুত্র বলি কহিলেন—॥ ৪২ ॥

ইনি জগতের পালনকর্ত্তা প্রভু নারায়ণ হরি, ইনিই অনন্ত, কপিল,

১। ছ '-রোমা'। ২। ছ '-বেগশ্চ'। ৩। ছ 'কুত্র'। ৪। ছ 'ত্রিলোক'।

ঋতধামা সুধামা চ পাশহস্তো ভয়ানকঃ।

দ্বাদশাদিত্যসদৃশঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪৪ ॥

নীলজীমূতসংকাশঃ সুরনাথঃ সুরোত্তমঃ।

জ্বালামালী মহানাদো যোগী ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

সংহরত্যেষ ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।

পুনশ্চ সৃজতে সর্ব্বমনাদ্যন্তমহেশ্বরঃ[১] ॥ ৪৬ ॥

ইষ্টং চৈব হি[২] দত্তং চ হুতং চৈব নিশাচর।

সর্ব্বস্যৈব তু[৩] লোকেশো ধাতা গোপ্তা ন সংশয়ঃ।

নৈবংবিধং মহদ্‌ভূতং বিদ্যতে ভুবনত্রয়ে ॥ ৪৭ ॥

৪৪। লো-টী। ঋতং সর্ব্বৈঃ পূজিতং ধাম বৈকুণ্ঠস্থানং যস্য সঃ। 'ঋতমুঞ্ছশিলে জলে। সত্যে দীপ্তে পূজিতেঽপি স্যাদি'তি কোষঃ। শোভনং ধাম তেজো যস্য সঃ।

৪৫। লো-টী। জ্বালা আমলিতুং আবারয়িতুং শীলং যস্য সঃ, তেজঃস্বরূপঃ।

৪৬। লো-টী। সর্ব্বং জগৎ সৃজতে অতো জগৎ অনাদ্যন্তং প্রবাহরূপেণ আদ্যন্তশূন্যম্।

৪৭। লো-টী। সর্ব্বস্য ইষ্টাদের্ধাতা ধারয়িতা।

বিষ্ণু, মহাদ্যুতি নরসিংহ, সর্ব্বলোকপূজিত বৈকুণ্ঠধামনিবাসী, তেজস্বী, পাশহস্ত এবং ভয়ানক, ইনি দ্বাদশ সূর্য্যের তুল্য এবং পুরাতন পুরুষোত্তম ॥ ৪৩-৪৪ ॥

ইনি সুরেশ্বর এবং সুরশ্রেষ্ঠ, ইঁহার দীপ্তি নীলমেঘসদৃশ, ইনি তেজঃস্বরূপ, ইঁহার নিনাদ অতি ভীষণ, ইনি যোগী ও ভক্তজনপ্রিয় ॥ ৪৫ ॥

ইনি স্থাবর ও জঙ্গম জীবসমূহের সংহার করেন এবং পুনরায় সমস্ত জগৎ সৃজন করেন, ইনিই আদি ও অন্ত-রহিত মহেশ্বর ॥ ৪৬ ॥

হে নিশাচর, এই লোকেশ্বর যজ্ঞ, দান এবং হোম এই সকলেরই প্রবর্ত্তক এবং রক্ষক—এবিষয়ে সন্দেহ নাই। ত্রিভুবনে এতাদৃশ মহৎ অপর কিছু বিদ্যমান নাই ॥ ৪৭ ॥

১। ছ '-ন্তমুত্তং'। ২। ছ 'চৈব চ'। ৩। ছ 'হি'

অহং ত্বঞ্চৈব রাজেন্দ্র যে চান্যে পূর্ব্বৰক্তরাঃ।

নেতা হ্যেষাং যথা সিংহঃ পশূনাং যমসাদনম্ ॥ ৪৮ ॥

বৃত্রো দনুঃ শুকঃ শম্ভুর্নিশুম্ভঃ শুম্ভ এব চ।

কালনেমিশ্চ সংহ্রাদঃ[1] কূটো বৈরোচনো মৃদুঃ ॥ ৪৯ ॥

[2]যমলার্জ্জুন-কংসশ্চ কৈটভো মধুনা সহ।

এতে তপন্তি দ্যোতন্তি বান্তি বর্ষন্তি চৈব হি ॥ ৫০ ॥

সর্ব্বৈস্ত্রিদশরাজ্যানি কারিতানি মহাত্মভিঃ।

যুদ্ধে সুরগণাঃ সর্ব্বে নির্জ্জিতাশ্চ সহস্রশঃ ॥ ৫১ ॥

প্রমত্তা ভোগসক্তাশ্চ বালার্কসমতেজসঃ।

তে চ সর্ব্বে ক্ষয়ং নীতা বলিনঃ কামরূপিণঃ ॥ ৫২ ॥

৪৯। লো-টী। প্রহ্লাদঃ ভক্তাদন্যঃ।
৫২। লো-টী। বালার্কসমতেজসঃ পীতবর্ণা রক্তবর্ণা বা ইত্যর্থঃ

হে রাজেন্দ্র, সিংহ যেরূপ পশুদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করে, ইনিও সেইরূপ তুমি, আমি এবং পূর্ব্ব-পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য দানবগণ—ইহাদের (অর্থাৎ আমাদের) সকলকেই যমালয়ে প্রেরণ করেন ॥ ৪৮ ॥

বৃত্র, দনু, শুক, শম্ভু, নিশুম্ভ, শুম্ভ, কালনেমি, সংহ্রাদ, কূট, বৈরোচন, মৃদু, যমলার্জ্জুন, কংস, মধু এবং কৈটভ—ইঁহারা সকলেই [সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু ও ইন্দ্রকে জয় করিয়া তাঁহাদের দ্বারা নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে] তপন, দ্যোতন, প্রবহণ এবং বর্ষণকার্য্য [নিষ্পাদন] করিতেন ॥ ৪৯-৫০ ॥

সেই মহাত্মাদের সকলেই সহস্র সহস্র দেবতাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া স্বর্গরাজ্য সকল ভোগ করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥

সেই বালসূর্য্যের ন্যায় তেজোবিশিষ্ট প্রমত্ত এবং বিষয়ভোগে আসক্ত কামরূপী বলবান্ দানবেন্দ্রগণ সকলেই [এই পুরুষের হস্তে] ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫২ ॥

১। ছ '-শ্চী স প্রহ্লাদঃ'। ২। ছ অয়ং শ্লোকো নাস্তি।

সমরে চ দুরাধর্ষাঃ শ্রূয়ন্তে চাপরাজিতাঃ।
তে[১]ঽপি সর্ব্বে মহদ্‌ভূতাঃ[২] কৃতান্তবলমোহিতাঃ ॥ ৫৩ ॥
এষ ধারয়তে লোকান্ এষ বৈ সৃজতে প্রভুঃ।
এষ সংহরতে চৈব কালো ভূত্বা মহাবলঃ ॥ ৫৪ ॥
এষ যজ্বা চ যাজ্যশ্চ[৩] চক্রায়ুধধরো হরিঃ।
সর্ব্ববেদময়শ্চৈষ[৪] সর্ব্বভূতময়স্তথা ॥ ৫৫ ॥
সর্ব্বরূপী মহারূপী[৫] বলদেবো মহাভুজঃ।
বীরহা বীর চক্ষুষ্মাংস্ত্রৈলোক্যগুরুরব্যয়ঃ ৫৬ ॥
এনং মুনিগণাঃ সর্ব্বে চিন্তয়ন্তি হি মোক্ষিণঃ।
য[৬] এনং বেত্তি পুরুষং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
স্মৃত্বা শ্রুত্বা তথেষ্ট্বা চ সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৭ ॥

৫৩। লো-টী। মহদ্ভূতাঃ সর্ব্বাংশেন মহত্ত্বং প্রাপ্তাঃ কৃতান্তেন ঈশ্বরেণানেন বলান্মোহিতাঃ মোহং প্রাপিতাঃ।

৫৪। লো-টী। এষ ধারয়তে পালয়তি।

৫৫। লো-টী। যাজ্যঃ পূজ্যঃ। বলেন দীব্যতীতি বলদেবঃ।

৫৬। লো-টী। হে বীর, চক্ষুষ্মান্ জ্ঞানী, বীরাণাং দেবানাং জ্ঞানোপদেষ্টা (?) ইতি বা।

শোনা যায়, যাঁহারা সমরে অজেয় এবং দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন, সেই সর্ব্বাংশে মহত্ত্বপ্রাপ্ত বীরগণও কৃতান্তরূপী এই মহাত্মার বলে মোহপ্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৫৩ ॥

এই প্রভুই লোকসমূহ সৃজন করিয়াছেন, ইনিই আবার তাহাদিগকে পালন করিতেছেন, এই মহাবলই আবার কাল হইয়া সমস্ত সংহার করেন ॥ ৫৪ ॥

ইনিই যাগকর্ত্তা এবং যাজ্য (পূজক এবং পূজ্য) ও চক্রায়ুধধারী হরি, ইনিই সমস্ত বেদস্বরূপ ও অখিল ভূতময় ॥ ৫৫ ॥

হে বীর, ইনি মহারূপী, সর্ব্বময়, ইনি বীরহন্তা, মহাবাহু, স্বীয় [মায়া] শক্তিপ্রভাবে [সৃষ্টি-স্থিতি-সংহাররূপ] ক্রীড়াপরায়ণ এবং জ্ঞানী, ত্রৈলোক্যগুরু ও অব্যয় ॥ ৫৬ ॥

মোক্ষাভিলাষী সমস্ত মুনিগণ ইঁহাকেই চিন্তা করেন এবং যিনি এই পুরুষের

১। ক 'এতে'। ২। অতঃ পরং ছ 'ইন্দ্রাণাঞ্চ সহস্রাণি সুরাণামযুতানি চ' ইত্যধিকম্। ২। ছ 'যজ্ঞশ্চ'। ৩। ছ '-শ্চৈব'। ৪। ছ 'মহাদেবো'। ৬। ছ 'এবং'।

এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং রাবণো নির্যযৌ তদা।
ন চ তং পুরুষং তত্র পশ্যতে[1] রজনীচরঃ ॥ ৫৮ ॥
হর্ষান্নাদং বিমুঞ্চন্ বৈ নিষ্ক্রান্তো বরুণালয়াৎ।
গত এবাগতো যেন পথা তেন নিবৃত্য তু ॥ ৫৯ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বলিদর্শনং[2] নাম অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৮ ॥

৫৯। লো-টী। যেন অশ্মনগরবর্ত্মনা বরুণলোকং গতঃ, তেন পথা নিবৃত্য আগতঃ। বলিদর্শনম্ ॥ ২৮ ॥

স্বরূপ বিদিত হইতে পারেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হন এবং ইহাঁর যজন, নামশ্রবণ এবং স্মরণ করিলে সমস্ত অভিলষিত বস্তু পাওয়া যায় ॥ ৫৭ ॥

তখন রাক্ষস রাবণ এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া [তথা হইতে] নির্গত হইল, কিন্তু সেই পুরুষকে সেখানে দেখিতে পাইল না ॥ ৫৮ ॥

সুতরাং আনন্দিত মনে সিংহনাদ করিতে করিতে বরুণের আলয় হইতে বাহির হইয়া যে-পথ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছিল, সেই পথেই ফিরিয়া চলিয়া গেল ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বলিদর্শন-নামক ২৮শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

১। ছ '-ন্তি স নিশাচরঃ'। ২। ক 'নিদর্শনম্'।

(২৯) একোনত্রিংশঃ সর্গঃ

অথ সঞ্চিন্ত্য লঙ্কেশঃ[১] সোমলোকং জগাম হ।
মেরুশৃঙ্গবরে[২] রম্যে রজনীমুষ্য বীর্য্যবান্ ॥ ১ ॥
অথ স্যন্দনমারূঢ়ো দিব্যস্রগনুলেপনঃ।
অপ্সরোগণমুখ্যেন সেব্যমানস্তু গচ্ছতি ॥ ২ ॥
রতিশ্রান্তোঽপ্সরোঽঙ্গেষু[৩] চুম্বিতঃ স বিবুধ্যতে।
দৃষ্টস্তু পুরুষস্তেন দৃষ্ট্বা কৌতূহলান্বিতঃ ॥ ৩ ॥
অথাপশ্যদৃষিং তত্র দৃষ্ট্বা[৪] চৈবমুবাচ তম্।
স্বাগতং তব দেবর্ষে[৫] কালেনেহাগতো হ্যসি ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। রক্ষেন্দ্রঃ সন্ধিরার্ষঃ, স্বগণরক্ষায়ামিন্দ্রো বা। 'রক্ষোঽসা'বিতি পাঠে অসৌ রাবণো রক্ষঃ উষ্য উষিত্বা।

৩। লো-টী। অপ্সরোঽঙ্গেষু বর্ত্তমানশ্চুম্বিতৈরপ্সরোগণচুম্বনৈঃ। তেন রাবণেন।

পরে বলবান্ লঙ্কাধিপতি রাবণ চিন্তা করিয়া সুমেরুর শ্রেষ্ঠতম রমণীয় শিখরে রাত্রিযাপন করত চন্দ্রলোকে গমন করিল ॥ ১ ॥

সেই সময়ে দিব্যমাল্য এবং গন্ধদ্রব্যে ভূষিত এক পুরুষ প্রধান প্রধান অপ্সরাগণকর্তৃক সেব্যমান হইয়া রথারোহণে যাইতেছিলেন ॥ ২ ॥

সেই পুরুষ রতিশ্রান্ত হইয়া অপ্সরাগণের অঙ্গে শয়ান থাকিয়া তাহাদের চুম্বনে জাগরিত হইতেছিলেন। রাবণ সেই পুরুষকে দেখিল, দেখিয়া কৌতূহলান্বিত হইল ॥ ৩ ॥

ইত্যবসরে তথায় [পর্ব্বতনামক] এক ঋষিকে দেখিতে পাইল, দেখিয়া তাঁহাকে বলিল,—দেবর্ষে, আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত? আপনি কালক্রমে এস্থানে আসিয়াছেন ॥ ৪ ॥

১। ছ 'রক্ষেন্দ্রঃ'। ২। ছ '-বনে'। ৩। ছ '-ঙ্গেষু'। ৪। ছ 'তত্র উবাচ'। ৫। ছ '-নৈবা-'।

কোঽয়ং স্যন্দনমারূঢ়ো হ্যপ্সরোগণসেবিতঃ।
নির্লজ্জ ইব সংযাতি ভয়স্থানং ন বিন্দতি ॥ ৫ ॥
রাবণেনৈবমুক্তস্তু পর্ব্বতো বাক্যমব্রবীৎ।
শৃণু বৎস যথাতত্ত্বং বক্ষ্যে চাহং মহাদ্যুতে[১] ॥ ৬ ॥
এতেন[২] নির্জ্জিতা লোকা ব্রহ্মা চৈবাভিতোষিতঃ।
এষ গচ্ছতি মোক্ষায় সুসুখং[৩] স্থানমুত্তমম্ ॥ ৭ ॥
তপসা নির্জ্জিতা যদ্বদ্ভবতা রাক্ষসাধিপ।
প্রয়াতি পুণ্যকৃৎ তদ্বৎ সোমং পীত্বা ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥
ত্বন্তু রাক্ষসশার্দ্দূল শূরঃ সত্যপরাক্রমঃ।
নৈবেদৃশেষু কুপ্যন্তি[৪] বলিনো ধর্ম্মচারিষু ॥ ৯ ॥

[লো-টী।] ত্বা ত্বাম্।
৭। লো-টী। সু শোভনম্ অতীব সুখং যত্র তৎ।
৮। লো-টী। ভবতা যথা লোকা নির্জ্জিতাঃ, লুপ্তোপমা।
৯। লো-টী। ঈদৃশেষু ঈদৃগ্ভ্যঃ, ব্রহ্মচারিষু তপস্বিষু।

অপ্সরাগণে সেবিত হইয়া রথারোহণপূর্ব্বক নির্লজ্জভাবে যাইতেছে এবং ভয়স্থান অবগত হইতেছে না—এই ব্যক্তি কে? ॥ ৫ ॥

পর্ব্বত-ঋষি রাবণের এই কথা শুনিয়া বলিলেন, বৎস, প্রকৃত বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

ইনি [তপোবলে] সমস্তলোক নির্জ্জিত এবং ব্রহ্মাকেও সন্তুষ্ট করিয়াছেন, অতএব মোক্ষাভিলাষে অতীব সুখাস্পদ উত্তম স্থানে যাইতেছেন ॥ ৭ ॥

হে রাক্ষসাধিপ, আপনি যেমন তপস্যাদ্বারা [সমস্তলোক] জয় করিয়াছেন, এই পুণ্যাত্মা ব্যক্তিও সেইরূপ; ইনি সোমরস পান করিয়া যাইতেছেন, সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥

হে রাক্ষসশার্দ্দূল, আপনি বীর এবং সত্যপরাক্রম; বলবান্ ব্যক্তিগণ

১। ছ '-দ্যুতে'। ২। ছ 'অনেন'। ৩। ছ 'বহু-'। ৪। ক 'ক্রুধ্যন্তি'।

অথাপশ্যদ্রথবরং মহাকায়ং মহৌজসম্ ।
জাজ্বল্যমানং বপুষা গীতবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ ॥ ১০ ॥
কোঽয়ং গচ্ছতি দেবর্ষে শোভমানো মহাদ্যুতিঃ ।
কিন্নরৈশ্চ প্রগায়দ্ভির্নৃত্যদ্ভিশ্চ মনোরমম্ ॥ ১১ ॥
শ্রুত্বা[১] চেদমুবাচাথ পর্ব্বতো মুনিসত্তমঃ ।
এষ শূরো রণে যোদ্ধা সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তকঃ ॥ ১২ ॥
যুধ্যমানস্তথৈবৈষ প্রহারৈর্জর্জ্জরীকৃতঃ ;
কৃতী শূরো রণে জেতা স্বাম্যর্থং[২] ত্যক্তজীবিতঃ ॥ ১৩ ॥
সংগ্রামে নিহতোঽ[৩]মিত্রৈর্হত্বা চ সমরে বহূন্ ।
ইন্দ্রস্যাতিথিরেবৈষ[৪] অথবা যত্র গচ্ছতি ।
নৃত্যগীতপরৈর্লোকৈঃ সেব্যতে নরসত্তমঃ ॥ ১৪ ॥

১০ । লো-টী । বপুষা প্রশস্তাকৃত্যা, গীতাদিভির্বিশিষ্টম্ ।

১১ । লো-টী । কিন্নরৈশ্চ শোভমানঃ । 'কিন্নরৈঃ শোভমানোঽসৌ স্বচ্ছন্দব্রজগামিভিঃ । গন্ধর্ব্বৈশ্চ প্রগায়দ্ভির্নৃত্যদ্ভিশ্চ মনোরমম্' । [ইতি পাঠো বা ।]

এতাদৃশ ধার্ম্মিক জনগণের প্রতি রুষ্ট হন না ॥ ৯ ॥

অনন্তর রাবণ গীত ও বাদ্যধ্বনিতে পরিপূর্ণ উজ্জ্বলকান্তি তেজঃসম্পন্ন একখানি বৃহৎ উত্তম রথ দেখিতে পাইল ॥ ১০ ॥

[তখন রাবণ বলিল] দেবর্ষে, মনোরম নৃত্যগীতপরায়ণ কিন্নরগণের সহিত মহাদ্যুতিবিশিষ্ট এই যে সুন্দর ব্যক্তিটী যাইতেছেন, ইনি কে ? ॥ ১১ ॥

পরে মুনিবর পর্ব্বত ইহা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, ইনি একটী বীর যোদ্ধা, ইনি [কখনও] সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হন নাই ॥ ১২ ॥

এই কার্য্যকুশল রণজয়ী বীর [শত্রুর] প্রহারে জর্জ্জরীভূত হইয়াও যুদ্ধ করিয়া প্রভুর জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

ইনি যুদ্ধে বহু শত্রু বধ করিয়া শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হইয়া ইন্দ্রের অতিথি

১ । ছ 'চৈন-' । ২ । ছ '-র্থে' । ৩ । ছ 'নিহতে' । ৪ । ক '-রেষো বৈ' ।

পপ্রচ্ছ রাবণো ভূয়ঃ কোঽয়ং যাত্যর্কসন্নিভঃ।
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা পর্ব্বতো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৫ ॥
য এষ দৃশ্যতে রাজন্ বিমানে সর্ব্বকাঞ্চনে।
অপ্সরোগণসংযুক্তে পূর্ণেন্দুসদৃশাননঃ[১] ॥ ১৬ ॥
সুবর্ণদো মহারাজ বিচিত্রাভরণাম্বরঃ।
এষ গচ্ছতি শীঘ্রেণ যানেন সুমহাদ্যুতিঃ ॥ ১৭ ॥
পর্ব্বতস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।
এতে যে[২] যান্তি রাজানো ব্রূহি ত্বমৃষিসত্তম।
কো[৩] হ্যেষাং যাচিতো দদ্যাদ্ যুদ্ধাতিথ্যং মমাদ্য বৈ ॥ ১৮ ॥
তৎ সমাখ্যাহি ধর্ম্মজ্ঞ পিতা মে ত্বং হি ধর্ম্মতঃ।
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ রাবণং পর্ব্বতস্তদা ॥ ১৯ ॥

১৭। লো-টী। শীঘ্রেণ শীঘ্রগেণ।

হইয়াছেন, অথবা এই নরশ্রেষ্ঠ যেখানেই যান সেইখানেই নৃত্যগীতপরায়ণ লোকসকল দ্বারা সেবিত হন ॥ ১৪ ॥

রাবণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট এই যে ব্যক্তি যাইতেছেন, ইনি কে? পর্ব্বতঋষি রাবণের প্রশ্ন শুনিয়া তাহাকে বলিলেন—॥ ১৫ ॥

রাজন্, অপ্সরোরাজি-পরিশোভিত সর্ব্বাংশে সুবর্ণমণ্ডিত বিমানে যাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন, ইনি সুবর্ণদাতা। মহারাজ, পূর্ণচন্দ্রতুল্য এই মহাতেজস্বী ব্যক্তি বিচিত্র ভূষণ এবং বস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দ্রুতগামী যানে গমন করিতেছেন ॥১৬-১৭॥

পর্ব্বতমুনির কথা শুনিয়া রাবণ বলিল, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, এই যে-সকল রাজা যাইতেছেন, ইঁহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি যাচিত হইয়া অদ্য আমাকে যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিবেন, তাহা আপনি বলুন ॥ ১৮ ॥

হে ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মানুসারে আপনি আমার পিতা, আপনি আমার

১। ছ 'পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ'। ২। ছ 'বৈ'। ৩। ছ 'হ্যত্র'।

শর্ম্মার্থিনো মহারাজ নৈতে যুদ্ধার্থিনো নৃপাঃ।
বক্ষ্যামি তে মহাভাগ যস্তে যুদ্ধং প্রদাস্যতি ॥ ২০ ॥
এষ রাজা[1] মহাতেজাঃ সপ্তদ্বীপেশ্বরো[2] মহান্।
মান্ধাতা যোঽভিবিখ্যাতঃ[3] স তে যুদ্ধং প্রদাস্যতি ॥ ২১ ॥
পর্ব্বতস্য বচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।
কুত্রাসৌ[4] দৃশ্যতে রাজা তন্মমাচক্ষ্ব সুব্রত ॥ ২২ ॥
সোঽহং যাস্যামি তত্রৈব যত্রাসৌ নরপুঙ্গবঃ।
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা মুনির্ব্বচনমব্রবীৎ ॥ ২৩ ॥
যুবনাশ্বসুতো রাজা মান্ধাতা রাজসত্তমঃ।
সপ্তদ্বীপসমুদ্রান্তাং জিত্বেহাভ্যাগমিষ্যতি ॥ ২৪ ॥

২২। লো-টী। অসৌ রাজা মম যুদ্ধদাতা ইত্যর্থঃ।

নিকট তাহা বলুন। তখন পর্ব্বতমুনি এই কথা শুনিয়া রাবণকে বলিলেন—॥ ১৯ ॥

মহারাজ, এই সকল নরপতি সুখাভিলাষী, ইঁহারা যুদ্ধাভিলাষী নহেন। হে মহাভাগ, যিনি আপনাকে যুদ্ধ প্রদান করিবেন, আপনার নিকট তাঁহার কথা বলিতেছি ॥ ২০ ॥

সপ্তদ্বীপ মধ্যে প্রধান বীর অতিশয় তেজস্বী মান্ধাতা নামে বিখ্যাত যে রাজা আছেন, তিনিই আপনার সহিত যুদ্ধ করিবেন ॥ ২১ ॥

পর্ব্বতমুনির কথা শুনিয়া রাবণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুব্রত, ঐ রাজার দর্শন কোথায় পাওয়া যায়—আপনি আমার নিকট তাহা বলুন ॥ ২২ ॥

সেই নরপুঙ্গব যেখানে থাকেন, আমি সেইখানে যাইব। পর্ব্বতমুনি রাবণের কথা শুনিয়া বলিলেন—॥ ২৩ ॥

যুবনাশ্বপুত্র রাজশ্রেষ্ঠ রাজা মান্ধাতা সসাগরা সপ্তদ্বীপা মেদিনী জয় করিয়া এইস্থানেই আসিবেন ॥ ২৪ ॥

১। ছ 'স তু'। ২। ক 'শূরো-'। ৩। ছ '-স্তেতাভি-'। ৪। ছ 'কুতোঽসৌ'।

[1]অথাপশ্যন্মহাবাহুস্ত্রৈলোক্যে বলদর্পিতঃ।
অযোধ্যায়াঃ পতিং বীরং মান্ধাতারং নরোত্তমম্ ॥ ২৫ ॥
সপ্তদ্বীপাধিপং যান্তং স্যন্দনেন বিরাজতা।
[2]হেমদণ্ডেন চিত্রেণ শ্বেতচ্ছত্রেণ রাজিতম্ ॥ ২৬ ॥
জাজ্বল্যমানং রূপেণ দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
তমুবাচ দশগ্রীবো যুদ্ধং মে দীয়তামিতি ॥ ২৭ ॥
এবমুক্তো দশগ্রীবং প্রহস্যেদমুবাচ হ।
যদি তে জীবিতং নেষ্টং ততো যুধ্যস্ব রাক্ষস ॥ ২৮ ॥
মান্ধাতুর্ব্বচনং শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।
বরুণস্য কুবেরস্য যমস্যাপি ন বিব্যথে।
কিং পুনর্ম্মানুষাত্ত্বত্তো রাবণো ভয়মাবিশেৎ ॥ ২৯ ॥

২৬। লো-টী। বিরাজতা বিরাজমানেন। মহেন্দ্রার্হেণ মহেন্দ্রযোগ্যেন, ভাস্বতা জাজ্বল্যমানেন।

পরে ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ গর্ব্বিত মহাবাহু রাবণ সপ্তদ্বীপের অধিপতি, বিচিত্র সুবর্ণদণ্ড এবং শ্বেতচ্ছত্রে শোভিত, দিব্যগন্ধ এবং অনুলেপনে রঞ্জিত, সৌন্দর্য্য প্রভাবে দীপ্যমান, অযোধ্যাপতি নরোত্তম বীরবর মান্ধাতাকে শোভমান বিমানারোহণে যাইতে দেখিল। তখন রাবণ তাঁহাকে বলিল, 'আমার সহিত যুদ্ধ কর' ॥ ২৫-২৭ ॥

মান্ধাতা রাবণের কথা শ্রবণ করিয়া পরিহাসপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাক্ষস, যদি তোমার বাঁচিবার ইচ্ছা না থাকে, তবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ॥ ২৮ ॥

মান্ধাতার কথা শুনিয়া রাবণ বলিল,—বরুণ, কুবের এবং যমের নিকটেও রাবণ কাতর হয় নাই; তুমি ত' মানুষ, তোমাকে ভয় করিবে ? ॥ ২৯ ॥

১। ছ 'বরদ-'। ২। ছ 'কাঞ্চনেন বিচিত্রেণ মাহেন্দ্রাঙ্গেণ ভাস্বতা'।

এবমুক্ত্বা রাক্ষসেন্দ্রঃ ক্রোধাৎ সংপ্রজ্বলন্নিব।
আজ্ঞাপয়ামাস তদা রাক্ষসান্ যুদ্ধদুর্ম্মদান্ ॥ ৩০ ॥
অথ ক্রুদ্ধাস্তু সচিবা রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
ববৃষুঃ[১] শরজালানি ক্রোধাদ্[২] যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৩১ ॥
অথ রাজ্ঞা বলবতা কঙ্কপত্রৈঃ শিলাশিতৈঃ।
ইষুভিস্তাড়িতাঃ সর্ব্বে প্রহস্তশুকসারণাঃ।
মহোদরবিরূপাক্ষা হ্যকম্পনপুরোগমাঃ ॥ ৩২ ॥
অথ প্রহস্তস্তু[৩] নৃপং শরবর্ষৈরবাকিরৎ।
অপ্রাপ্তানেব তান্ সর্ব্বান্ প্রচিচ্ছেদ নৃপোত্তমঃ ॥ ৩৩ ॥
ভুশুণ্ডীভিশ্চ ভল্লৈশ্চ ভিন্দিপালৈঃ সতোমরৈঃ।
নররাজেন দহ্যন্তে তৃণভারা ইবাগ্নিনা ॥ ৩৪ ॥

৩১। লো-টী। ক্রুদ্ধাঃ সচিবা ইত্যেকং বাক্যম্, ততশ্চ ক্রুদ্ধাস্তে শরজালানি ববৃষুরিত্যপরম্।

রাক্ষসরাজ রাবণ এইরূপ বলিয়া তখন ক্রোধে যেন প্রজ্বলিত হইয়া রণদুর্ম্মদ রাক্ষসদিগকে যুদ্ধ করিতে আজ্ঞা করিল ॥ ৩০ ॥

পরে দুরাত্মা রাবণের রণবিশারদ ক্রুদ্ধ অমাত্যগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বাণজাল বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

অনন্তর বলবান্ রাজা মান্ধাতা শিলাশাণিত কঙ্কপত্রবিশিষ্ট বাণসমূহে প্রহস্ত, শুক, সারণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ প্রভৃতি অকম্পনের অনুগামী যোদ্ধৃবৃন্দকে আহত করিলেন ॥ ৩২ ॥

পরে প্রহস্ত বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া নরপতিকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। নরশ্রেষ্ঠ মান্ধাতা সেই সকল বাণ আসিতে না আসিতেই তাহা কাটিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৩ ॥

অগ্নি যেরূপ তৃণরাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ নররাজ মান্ধাতা ভুশুণ্ডী, ভল্ল, ভিন্দিপাল এবং তোমরসমূহদ্বারা তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

১। ছ 'ববর্ষুঃ'। ২। ছ 'ক্রুদ্ধা'। ৩। ছ '-পশিষু-'।

ততো নৃপবরঃ ক্রুদ্ধঃ পঞ্চভিঃ প্রবিভেদ তম্ ।
তোমরৈঃ[১] সুমহাবেগৈঃ পুনঃ ক্রৌঞ্চমিবাগ্নিজঃ ॥ ৩৫ ॥
ততো মুহুর্ভ্রাময়িত্বা মুদ্গরং যমসন্নিভম্ ।
প্রাহরৎ সোঽতিবেগেন রাক্ষসস্য রথং প্রতি ॥ ৩৬ ॥
স পপাত মহাবেগো মুদ্গরো বজ্রসন্নিভঃ ।
স তূর্ণং রাবণস্তেন[২] পাতিতঃ[৩] শক্রকেতুবৎ ॥ ৩৭ ॥
ততো[৪] মর্ত্ত্যপতিঃ প্রীত্যা হর্ষোদ্গতবলো[৫] বভৌ ।
সকলেন্দুকলাঃ[৬] স্পৃষ্ট্বা যথাম্বু লবণাম্ভসঃ ॥ ৩৮ ॥

৩৫। লো-টী। অগ্নিনা অগ্নিপুত্রেণ গুহেনেত্যর্থঃ। 'সেনানীঃ স্যাদগ্নিভূর্বাহুলেয়শ্চ কার্ত্তিক' ইতি রত্নমালা।
৩৮। লো-টী। হর্ষেণ উদ্গতং বৃদ্ধং বলং যস্য সঃ, অম্বু জলং সকলা সর্ব্বা যা ইন্দুকলা।

পরে অগ্নিতনয় কার্ত্তিকেয় যেমন বাণদ্বারা ক্রৌঞ্চপর্ব্বত বিদারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ নৃপবর মান্ধাতা ক্রুদ্ধ হইয়া অতিশয় বেগশালী পাঁচটী তোমরদ্বারা পুনরায় রাবণকে ক্ষতবিক্ষত করিলেন ॥ ৩৫ ॥

পরে তিনি যমতুল্য মুদ্গর বারম্বার ঘুরাইয়া বিষমবেগে রাক্ষসরাজের রথাভিমুখে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৬ ॥

সেই বজ্রসদৃশ মুদ্গর মহাবেগে পতিত হইয়া অবিলম্বে ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় রাবণকে পাতিত করিল ॥ ৩৭ ॥

তার পর লবণসমুদ্রের জল যেরূপ চন্দ্রের সকল কলা (পূর্ণচন্দ্রের কর) স্পর্শ করিয়া স্ফীত হয়, সেইরূপ ভূপতি মান্ধাতা আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং তাঁহার সৈন্যগণ হর্ষোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ৩৮ ॥

১। ছ '-রৈশ্চ মহা-'। ২। ছ 'পাতিতস্তেন'। ৩। চ 'রাবণঃ'। ৪। ছ 'তদা স নৃপতিঃ'। ৫। ছ '-দ্ধত-'। ৬। ছ '-কলাং'।

১
ততো রক্ষোবলং সর্ব্বং হাহাভূতং বিচেতনম্।
পরিবার্য্যাথ সংতস্থৌ রাক্ষসেন্দ্রং সমন্ততঃ ॥ ৩৯ ॥
ততশ্চিরাৎ সমাশ্বস্য রাবণো লোকরাবণঃ।
মান্ধাতুঃ পীড়য়ামাস দেহং লঙ্কেশ্বরো ভৃশম্ ॥ ৪০ ॥
২
রথং সাশ্বযুগাক্ষং তং বভঞ্জ চ মহাবলঃ।
বিরথঃ স রথাৎ প্রাপ্য শক্তিং ঘণ্টাট্টহাসিনীম্।
মান্ধাতা প্রতিচিক্ষেপ তাং বলাদ্রাবণং প্রতি ॥ ৪১ ॥
মরীচিমিব চার্কস্য চিত্রভানোঃ শিখামিব।
৩
দীপ্যন্তীং রুচিরাভাসাং মান্ধাতুঃ করবিচ্যুতাম্ ॥ ৪২ ॥
তামাপতন্তীং শূলেন পৌলস্ত্যো রজনীচরঃ।
দদাহ শক্তিং রক্ষেন্দ্রঃ পতঙ্গমিব পাবকঃ ॥ ৪৩ ॥

৪১। লো-টী। ঘণ্টায়া ইব অট্টো হাসঃ শব্দো বর্ত্ততে যস্যাস্তাম্।
৪২। লো-টী। রুচিরাভাসাং চারুকান্তিম্।

তখন সমস্ত রাক্ষসসেনা হাহাকার করিয়া সেই অচেতন রাক্ষসরাজের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া রহিল ॥ ৩৯ ॥

পরে লোকরাবণ লঙ্কাধিপতি রাবণ বহুবিলম্বে আশ্বস্ত হইয়া মান্ধাতার গাত্রে প্রহার করিল ॥ ৪০ ॥

মহাবীর রাবণ অশ্ব, যুগদণ্ড ও অক্ষের সহিত সেই [মান্ধাতার] রথ ভগ্ন করিল, তখন সেই মান্ধাতা রথবিহীন হইয়া রথ হইতে ঘণ্টার ন্যায় অট্টধ্বনি-কারিণী শক্তি গ্রহণ করিয়া সেই শক্তি রাবণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪১ ॥

অগ্নি যেরূপ পতঙ্গকে দগ্ধ করে, সেইরূপ পুলস্ত্যনন্দন রাক্ষসরাজ রাবণ মান্ধাতার করচ্যুত সূর্য্যকিরণ ও অগ্নিশিখার ন্যায় দীপ্যমান চারুকান্তি সেই আপতিত শক্তিকে শূলদ্বারা ভস্মীভূত করিল ॥ ৪২-৪৩ ॥

১। ছ '-মচেতনম্'। ২। ছ 'সাশ্বং যুগক্ষেপং'। ৩। ক '-ভাষাং'।

যমদত্তং[1] তু নারাচং বিকৃষ্য[2] স দশাননঃ।
পাতয়ামাস বেগেন স চ[3] তেন হতো ভৃশম্ ॥ ৪৪ ॥
মূর্চ্ছিতং[4] তং নৃপং দৃষ্ট্বা প্রহৃষ্টাস্তে[5] নিশাচরাঃ।
চুক্রুশুঃ সিংহনাদাংশ্চ প্রক্ষ্বেলন্তো মহাবলাঃ ॥ ৪৫ ॥
লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্ত্তেন হ্যযোধ্যায়াঃ[6] পতিস্তদা।
দৃষ্ট্বা তং মন্ত্রিভিঃ শক্রং পূজ্যমানং মুদান্বিতৈঃ[7] ॥ ৪৬ ॥
জাতকোপো দুরাধর্ষশ্চন্দ্রার্কসদৃশদ্যুতিঃ।
মহতা শরবর্ষেণ পীড়য়দ্রাক্ষসং[8] বলম্ ॥ ৪৭ ॥
মান্ধাতুস্তু নিনাদেন রক্ষসস্য রবেণ[9] চ।
সংচচাল ততঃ সৈন্যমুদ্ধৃত ইব সাগরঃ।
তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরং নররাক্ষসসংকুলম্ ॥ ৪৮ ॥

৪৪। লো-টী। স মান্ধাতা।
৪৫। লো-টী। প্রক্ষ্বেলন্তঃ ক্রীড়ন্তঃ।
৪৭। লো-টী। পীড়য়ন্ যুযুধে ইতি শেষঃ। 'পীড়য়দ্রাক্ষস'মিতি পাঠে অপীড়য়দিত্যর্থঃ
৪৮। লো-টী। উদ্ধৃতঃ অতীব বর্দ্ধমানঃ।

দশানন যমপ্রদত্ত নারাচ আকর্ষণ করিয়া বেগে নিক্ষেপ করিল, তাহাদ্বারা মান্ধাতা অতিশয় আহত হইলেন ॥ ৪৪ ॥

মহাবলশালী রাক্ষসগণ সেই নরপতি মান্ধাতাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে আস্ফালন সহকারে সিংহনাদ করিতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥

তখন সূর্য্য এবং চন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান্ দুরাধর্ষ অযোধ্যাধিপতি মান্ধাতা মুহূর্ত্তকালমধ্যে সংজ্ঞালাভ করত সেই শক্রকে আনন্দিত মন্ত্রিগণকর্ত্তৃক সেবিত হইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া নিরন্তর বাণবর্ষণদ্বারা রাক্ষসবাহিনীকে আহত করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬-৪৭ ॥

পরে সেই সৈন্যসকল মান্ধাতার নিনাদ এবং রাক্ষসের শব্দে উচ্ছলিত

১। ছ '-দণ্ডঃ'। ২। ছ 'নিষ্কৃ'। ৩। ছ 'স তেনাভিহতো'। ৪। ছ 'তু'। ৫। ছ '-স্তে'।
৬। ছ 'অযোধ্যাধিপতি-'। ৭। ছ 'নিশাচরৈঃ'। ৮। ছ 'পাতয়দ্রা-'। ৯। ক 'চ রবেণ'।

অথাবিষ্টৌ মহাত্মানৌ নররাক্ষসসত্তমৌ।
কার্ম্মুকাসিধরৌ বীরৌ বীরাসনগতৌ তদা ॥ ৪৯ ॥
মান্ধাতা রাবণঞ্চৈব রাবণশ্চৈব তং নৃপম্।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টৌ শরবর্ষং মুমোচতুঃ ॥ ৫০ ॥
তৌ পরস্পরসংক্ষোভাৎ প্রহারৈঃ ক্ষতবিক্ষতৌ।
কার্ম্মুকেঽস্ত্রং সমাধায় রৌদ্রমস্ত্রমমুঞ্চতাম্[১] ॥ ৫১ ॥
আগ্নেয়েন তু মান্ধাতা তদস্ত্রং পর্য্যবারয়ৎ।
গান্ধর্ব্বেণ দশগ্রীবো বারুণেন চ রাজরাট্ ॥ ৫২ ॥

৪৯। লো-টী। বীরাসনং যুদ্ধবেশমিত্যর্থঃ।

৫০। লো-টী। মুমোচতুঃ মুমুচতুঃ।

৫১। লো-টী। পরস্পরসংক্ষোভাৎ ক্রোধাৎ রৌদ্রং ভয়ানকমস্ত্রবিশেষম্, ন তু পাশুপতম্।

৫২। লো-টী। তদস্ত্রং মান্ধাতা আগ্নেয়েন দশগ্রীবস্তু গান্ধর্ব্বেণ বারুণেন চ স্বাভ্যাং পর্য্যবারয়ৎ।

সাগরের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিচলিত হইল, মনুষ্য এবং রাক্ষসসঙ্কুল সেই যুদ্ধ ভীষণ আকার ধারণ করিল ॥ ৪৮ ॥

পরে মহাত্মা বীর নরবর মান্ধাতা এবং রাক্ষসবর দশানন বীরাসনে অবস্থিত হইয়া ধনুক এবং তরবারিদ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৯ ॥

অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট রাবণ মান্ধাতার প্রতি এবং অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট মান্ধাতা রাবণের প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

তাঁহারা পরস্পর ক্রোধবশতঃ প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ধনুকে রৌদ্র অস্ত্র সন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫১ ॥

মান্ধাতা আগ্নেয়াস্ত্রদ্বারা সেই অস্ত্র নিবারণ করিলেন, দশানন গান্ধর্ব্বাস্ত্র এবং বারুণাস্ত্রদ্বারা [সেই অস্ত্র নিবারণ করিল] ॥ ৫২ ॥

১। ক '-মস্ত্রং মুমুচতাম্'।

গৃহীত্বা স তু ব্রহ্মাস্ত্রং সর্ব্বভূতভয়াবহম্ ।
চোদয়ামাস মান্ধাতা দিব্যং পাশুপতং মহৎ ॥ ৫৩ ॥
তদস্ত্রং ঘোররূপং তু ত্রৈলোক্যভয়বর্দ্ধনম্ ।
দৃষ্ট্বা ত্রস্তানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ৫৪ ॥
বরদানাত্তু রুদ্রস্য তপসারাধিতং মহৎ ।
ততঃ সংকম্পতে সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৫৫ ॥
দেবাশ্চ কম্পিতাঃ[১] সর্ব্বে লয়ং নাগাশ্চ সংগতাঃ ।
অথ তৌ মুনিশার্দ্দূলৌ ধ্যানযোগাদপশ্যতাম্ ॥ ৫৬ ॥
পুলস্ত্যো গালবশ্চৈব বারয়ামাসতুর্নৃপম্ ।
সোপালম্ভৈশ্চ বিবিধৈর্ব্বাক্যৈ রাক্ষসসত্তমম্ ॥ ৫৭ ॥

৫৩। লো-টী। স তু মান্ধাতা পাশুপতং মহদ্ গৃহীত্বা, কিংভূতং ? ব্রহ্মাস্ত্রং ব্রহ্মাস্ত্রতুল্যম্ ।

৫৪। লো-টী। স্থাবরাণি চরাণি চ প্রাণিনঃ তদস্ত্রং দৃষ্ট্বা সর্ব্বঃ পশুপতিঃ, তং ভূতানি শরণতয়া প্রাপ্তানি ।

৫৫। লো-টী। কীদৃশমস্ত্রম্ ? রাজ্ঞস্তপসা রুদ্রস্য বরদানাৎ মহদ্ যথা তথারাধিতং পূজিতম্ ।

৫৬। লো-টী। বিলং গর্ত্তম্ ।

৫৭। লো-টী। স পুলস্ত্যো গালবশ্চ নশং [নৃপং] বারয়ামাসতুঃ রাক্ষসসত্তমস্ত অপাংশৈর্বাক্যৈঃ 'দেবাদীনামবধ্যত্বেঽপি মানুষাদ্ ভয়মস্তী'ত্যেবংরূপৈঃ ।

পরে মান্ধাতা সর্ব্বপ্রাণীর ভয়াবহ ব্রহ্মাস্ত্রতুল্য দিব্য পাশুপত-মহাস্ত্র গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৫৩ ॥

তপস্যায় সন্তুষ্ট রুদ্রের বরে প্রাপ্ত ত্রিভুবনের ভয়বর্দ্ধন সেই ভীষণাকার মহাস্ত্র দেখিয়া চরাচর প্রাণিগণ ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং সমস্ত চরাচরসমন্বিত ত্রিভুবন কাঁপিতে লাগিল ॥ ৫৪-৫৫ ॥

সমস্ত দেবতাগণ কম্পিত হইলেন এবং নাগগণ [গর্ত্তমধ্যে] বিলীন হইল। অনন্তর মুনিবর পুলস্ত্য এবং গালব ধ্যানযোগে [ত্রিভুবনের ত্রাসের কারণ]

১। ছ '-বাঃ সকম্পিতাঃ' ।

তৌ তু কৃত্বা পরাং[১] প্রীতিং নররাক্ষসয়োস্তদা[২]।

সংপ্রস্থিতৌ সুসংহৃষ্টৌ পথা যেনৈব চাগতৌ ॥ ৫৮ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মান্ধাতৃযুদ্ধং নাম একোনত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ২৯ ॥

৫৮। লো-টী। কৃত্বা কারয়িত্বা।

মান্ধাতৃরাবণযুদ্ধম্ ॥ ২৯ ॥

জানিতে পারিয়া বিবিধ ভর্ৎসনাবাক্যদ্বারা রাবণকে এবং নরনাথ মান্ধাতাকে নিবারণ করিলেন ॥ ৫৬-৫৭ ॥

তাঁহারা সেই সময়ে মানুষ এবং রাক্ষসের [রাবণ ও মান্ধাতার] পরম সম্প্রীতি স্থাপন করিয়া যে-পথে আসিয়াছিলেন সেই পথেই হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মান্ধাতা ও রাবণের যুদ্ধনামক ২৯শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

১। ছ 'ভদা'। ২। ছ '-স্তথা'

(৩০) ত্রিংশঃ সর্গঃ

গতাভ্যামথ বিপ্রাভ্যাং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
দশযোজনসাহস্রং প্রথমং তু মরুৎপথম্।
যত্র তিষ্ঠন্তি নিত্যস্থা[১] হংসাঃ সর্ব্বগুণান্বিতাঃ ॥ ১ ॥
অত ঊর্দ্ধং তু গত্বা বৈ মরুৎপথমনুত্তমম্।
দশযোজনসাহস্রং তদেব পরিগণ্যতে ॥ ২ ॥
তত্র সন্নিহিতা মেঘাস্ত্রিবিধা নিত্যসংস্থিতাঃ[২]।
আগ্নেয়াঃ পক্ষিণো ব্রাহ্ম্যাস্ত্রিবিধাস্তত্র তে স্থিতাঃ ॥ ৩ ॥

১। লো-টী। গতাভ্যাং বিপ্রাভ্যামথ তয়োর্গতয়োরনন্তরং মরুৎপথং গত্বেতি সম্বন্ধঃ। ততশ্চ ক্রমেণ চন্দ্রমসো লোকং গত্বা স্থিতং দশগ্রীবং চন্দ্রমাঃ প্রাদহদিতি পঞ্চদশশ্লোকেনান্বয়ঃ। হংসাঃ পক্ষিণো নির্লোভা যোগিনো বা। 'হংসঃ প্রাণাত্মনোর্বিষ্ণৌ নির্লোভে বিহগে রবা'বিতি ভূরি০। নিত্যং নিরন্তরং তত্র তিষ্ঠন্তীতি নিত্যস্থাঃ।

২। লো-টী। তদেব তদপি।

৩। লো-টী। সন্নিহিতাঃ বিধিনা স্থাপিতাঃ। ত্রৈবিধ্যমাহ—আগ্নেয়া ইত্যাদি। ত্রিবিধাঃ তামস-রাজস-সাত্ত্বিকাঃ, আগ্নেয়োঃ প্রলয়েঽগ্নিবর্ষিণঃ সংহারকাঃ, সৃষ্টিকালে চ পক্ষিণঃ সৃষ্টিং বিবর্দ্ধয়িতুং বলবন্তঃ সহায়া বা। 'পক্ষঃ সহায়ে মাসার্দ্ধে পার্শ্বে সাধ্যবিরোধয়োঃ। বলে চেতি' ভূরি০। পালনে চ ব্রহ্মণঃ ব্রহ্ম তপঃ তদুপকারকাঃ, মেঘজন্যশস্যাদিনা যজ্ঞাদিতপসো নির্ব্বাহাৎ।

বিপ্রদ্বয় চলিয়া গেলে, রাক্ষসাধিপতি রাবণ যেখানে সর্ব্বগুণযুক্ত হংসসকল সতত অবস্থান করে, সেই দশহাজার যোজনপরিমিত প্রথম বায়ুপথ অতিক্রম করিয়া উহার ঊর্দ্ধে সেই অত্যুত্তম দ্বিতীয় বায়ুপথে গমন করিল—যেখানে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারানুকূল ত্রিবিধ মেঘ সর্ব্বদা অবস্থিত; তাহারও পরিমাণ দশহাজার যোজন বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ১-৩ ॥

১। ছ '-ত্যা হি হংসাঃ'। ২। ছ '-শঃ স্থিতাঃ'

অথ গত্বা তৃতীয়ং তু বায়োঃ পন্থানমুত্তমম্ ।
নিত্যং যত্র স্থিতাঃ সিদ্ধাশ্চারণাশ্চ মনস্বিনঃ ॥ ৪ ॥
দশৈব তু সহস্রাণি যোজনানাং তথৈব চ ।
চতুর্থং বায়ুমার্গং তু শীঘ্রং[১] গত্বা ততঃ পরম্ ।
বসন্তি যত্র নিত্যস্থা[২] ভূতাস্ত সবিনায়কাঃ ॥ ৫ ॥
অথ গত্বা স বৈ শীঘ্রং পঞ্চমং বায়ুগোচরম্ ।
দশৈব তু[৩] সহস্রাণি যোজনানাং তথৈব চ ॥ ৬ ॥
গঙ্গা যত্র সরিচ্ছ্রেষ্ঠা নাগা বৈ কুমুদাদয়ঃ ।
কুঞ্জরাস্তত্র তিষ্ঠন্তি যে তু মুঞ্চন্তি শীকরম্ ।
গঙ্গাতোয়েষু ক্রীড়ন্তি পুণ্যং বর্ষন্তি[৪] সর্ব্বশঃ ॥ ৭ ॥

৪। লো-টী। মনস্বিনো নির্ম্মলমনসঃ।

৭। লো-টী। কুমুদাদয়ো নাগা গজাঃ যে চ কুঞ্জরাঃ শীকরং মুঞ্চন্তি তেঽপি। পুণ্যং শোভনং স্বাদু ইত্যর্থঃ। পুণ্ড্রমিতি পাঠে পুণ্ড্রং চিত্রং মনোহারীত্যর্থঃ। যদ্বা, পুণ্ড্রম্ ইক্ষুম্, ইক্ষুরসতুল্যমিত্যর্থঃ। 'পুণ্ড্রশ্চিত্রেঽতিমুক্তেক্ষ্বোঃ পুণ্ড্রাঃ স্যূর্নীবৃদন্তরে' ইতি ভূরি০।

পরে যেস্থানে মনস্বী সিদ্ধ এবং চারণগণ সর্ব্বদা অবস্থান করেন, দশ-সহস্র যোজন পরিমিত সেই উত্তম তৃতীয় বায়ুপথে গমন করিল ॥ ৪ ॥

তার পর সেইরূপ দশ সহস্র যোজনপরিমিত চতুর্থ বায়ুপথে শীঘ্র গমন করিল, সেখানে ভূত এবং বিনায়কগণ সর্ব্বদা বাস করে ॥ ৫ ॥

পরে অতি শীঘ্র পঞ্চম বায়ুমার্গে গমন করিল, তাহারও পরিমাণ দশ সহস্র যোজন ॥ ৬ ॥

সেখানে নদীশ্রেষ্ঠ গঙ্গা ও কুমুদ প্রভৃতি নাগসমূহ বর্ত্তমান এবং সেখানে জলকণা-বর্ষণকারী হস্তিগণ অবস্থান করে, গঙ্গাজলে ক্রীড়া করে ও চতুর্দ্দিকে পুণ্য বর্ষণ করে ॥ ৭ ॥

১। ছ 'পরন্তপ'। ২। ছ '-শ্চ'। ৩। ছ 'চ'। ৪। ক 'পর্ষন্তি'।

ততো রবিকরভ্রষ্টং বায়ুনা পেলবীকৃতম্‌।
জলং পুণ্যং[১] নিপততি হিমবর্ষং তু রাঘব ॥ ৮ ॥
ততো জগাম ষষ্ঠং তু[২] বায়ুমার্গং মহাদ্যুতে।
যোজনানাং সহস্রাণি দশৈব তু স রাক্ষসঃ।
যত্রাস্তে গরুড়ো নিত্যং জ্ঞাতিবান্ধবসৎকৃতঃ ॥ ৯ ॥
দশৈব তু সহস্রাণি যোজনানাং তথোপরি।
সপ্তমং[৩] বায়ুমার্গং চ যত্র[৪] তে ঋষয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ১০ ॥
অত ঊর্দ্ধং তু গত্বা বৈ সহস্রাণি দশৈব তু।
অষ্টমং বায়ুমার্গং তু যত্র গঙ্গা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ১১ ॥

৮। লো-টী। রবিকরভ্রষ্টং 'করিকরভ্রষ্টং' বা পাঠঃ। জলং পেলবীকৃতং বিরলীকৃতম্‌। 'পেলবং বিরলং তনু'রিত্যমরঃ। পুণ্যেষু পুণ্যস্থানেষু 'পুণ্যেষ্বি'তি পাঠে আকাশপ্রদেশান্তরেষু হিমবদ্‌ বর্ষং পতনং যস্য তৎ।

৯। লো-টী। সৎকৃতঃ পূজিতঃ।

১০। লো-টী। তে ঋষয়ঃ স্বর্গিণো নক্ষত্রভূতাঃ।

১১। লো-টী। প্রতিষ্ঠিতা পঞ্চমে মার্গে পততীতি বিশেষঃ।

হে রাঘব, তথায় শিশিরপাতের ন্যায় বায়ুদ্বারা পৃথক্‌কৃত সূর্য্যকরভ্রষ্ট পবিত্র জল পতিত হয় ॥ ৮ ॥

হে মহাদ্যুতে, পরে সেই রাক্ষস দশানন দশসহস্র যোজন-পরিমিত ষষ্ঠ বায়ুপথে গমন করিল, যেস্থানে গরুড় জ্ঞাতি এবং বান্ধবগণকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন ॥ ৯ ॥

পরে রাবণ ঊর্দ্ধদেশে দশ সহস্রযোজন পরিমিত সপ্তম বায়ুপথে গমন করিল, যে স্থানে সেই (বিখ্যাত) ঋষিসকল অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ১০ ॥

রাবণ ইহার দশ সহস্রযোজন ঊর্দ্ধে অষ্টম বায়ুপথে গমন করিল, যে স্থানে গঙ্গা বিরাজিতা আছেন ॥ ১১ ॥

১। ছ 'পুণ্যেষু পততি'। ২। ছ 'স'। ৩। ছ '-মে বায়ুমার্গে চ'। ৪। ছ 'যত্রৈতে'।

আকাশগঙ্গা বিখ্যাতা আদিত্যপথসংস্থিতা।
বায়ুনা ধার্য্যমাণা সা মহাবেগা মহাস্বনা ॥ ১২ ॥
অত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি চন্দ্রমা যত্র তিষ্ঠতি।
অশীতিং তু সহস্রাণি যোজনানাং প্রমাণতঃ।
চন্দ্রমাস্তিষ্ঠতে[১] যত্র গ্রহনক্ষত্রসংযুতঃ ॥ ১৩ ॥
শতং শতসহস্রাণি রশ্ময়শ্চন্দ্রমণ্ডলাৎ[২]।
প্রকাশয়ন্তি লোকাংস্ত সর্ব্বসত্ত্বসুখাবহাঃ[৩] ॥ ১৪ ॥
ততো দৃষ্ট্বা দশগ্রীবং চন্দ্রমা নির্দ্দহন্নিব।
স তু শীতাগ্নিনা শীঘ্রং প্রাদহদ্রাবণং তদা।
নাসহংস্তস্য সচিবাঃ শীতাগ্নিভয়পীড়িতাঃ ॥ ১৫ ॥

১২। লো-টী। আদিত্যপথমাকাশম্, তত্র স্থিতা।

১৩। লো-টী। চন্দ্রমাঃ চন্দ্রমণ্ডলম্। অশীতিমিতি। পূর্ব্বং চোক্তা অশীতিঃ, তু-শব্দেন অন্যান্যপি চত্বারিংশৎ সহস্রাণীতি বোধ্যম্, ততশ্চ দ্বিলক্ষযোজনে চন্দ্রমা ইতি। 'দ্বিগুণঃ সূর্য্যবিস্তারা-দ্বিস্তারঃ শশিনঃ স্মৃতঃ' ইতি বিষ্ণুপুরাণম্। কল্পভেদবিবক্ষয়া বা ষষ্টিসহস্রযোজনাধিকলক্ষযোজনে চন্দ্রমা ইতি। গ্রহনক্ষত্রসংযুত ইতি একচক্রাবস্থানাৎ।

১৪। লো-টী। শতং শতসহস্রাণি রশ্ময়ঃ অসংখ্যরশ্ম্যাত্মকং চন্দ্রমণ্ডলমিত্যর্থঃ।

১৫। লো-টী। নির্দ্দহন্নিব অগ্নিরিব প্রাদহৎ।

সেই মহাবেগবতী মহাকল্লোলকারিণী সুপ্রসিদ্ধা আকাশগঙ্গা বায়ুকর্তৃক ধৃত হইয়া সূর্য্যপথে (শূন্যে) অধিষ্ঠিতা আছেন॥ ১২ ॥

ইহার আশী হাজার যোজন পরিমাণ ঊর্দ্ধে যেস্থানে চন্দ্রমণ্ডল অবস্থিত, তাহার বিষয় বর্ণন করিতেছি; সেখানে চন্দ্র গ্রহ-নক্ষত্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন॥ ১৩ ॥

সর্ব্বজীবের সুখাবহ লক্ষ লক্ষ রশ্মি চন্দ্রমণ্ডল হইতে নিঃসৃত হইয়া সমগ্র জগৎকে প্রকাশিত করিতেছে॥ ১৪ ॥

পরে চন্দ্র দশাননকে দেখিয়া শীতরূপ অগ্নিদ্বারা অগ্নির ন্যায় তাহাকে দগ্ধ

১। ছ '-স্তিষ্ঠ-'। ২। ছ '-গুলম্'। ৩। ছ '-বহম্'।

রাবণং জয়শব্দেন প্রহস্তোঽথৈনমব্রবীৎ।
রাজন্ শীতেন বধ্যামো নিবর্ত্তাম ইতো বয়ম্ ॥ ১৬ ॥
চন্দ্ররশ্মিপ্রতাপেন রক্ষসাং ভয়মাবিশৎ।
স্বভাব এষ রাজেন্দ্র শীতাংশুর্দ্দহনাত্মকঃ ॥ ১৭ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা প্রহস্তস্য রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
বিস্ফার্য্য ধনুরুদ্যম্য নারাচৈস্তমপীড়য়ৎ[1] ॥ ১৮ ॥
অথ ব্রহ্মা তদাগচ্ছৎ সোমলোকং ত্বরান্বিতঃ।
দশগ্রীব মহাবাহো সাক্ষাদ্বিশ্রবসঃ সুত ॥ ১৯ ॥
গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ সৌম্য মা চন্দ্রং পীড়য়স্ব বৈ।
লোকস্য হিতকামো বৈ দ্বিজরাজো মহাদ্যুতিঃ ॥ ২০ ॥

১৬। লো-টী। বধ্যামঃ বধ্যামহে, ইতো যুদ্ধাৎ।
১৮। লো-টী। উদ্যম্য গৃহীত্বা, বিস্ফার্য্য টঙ্কারয়িত্বা, প্রপীড়য়ৎ প্রাপীড়য়দিত্যর্থঃ।

করিতে লাগিলেন; তখন তাহার মন্ত্রিগণ শীতাগ্নির ভয়ে পীড়িত হইয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল ॥ ১৫ ॥

অনন্তর প্রহস্ত জয়শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক রাবণকে কহিল, রাজন্, আমরা শীতে মরিয়া যাইতেছি, অতএব এই স্থান হইতে নিবর্ত্তিত হইব ॥ ১৬ ॥

হে রাজেন্দ্র, শীতাংশুযুক্ত চন্দ্রের স্বভাবই দহনাত্মক। চন্দ্রের রশ্মির প্রতাপে রাক্ষসগণের ত্রাস উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

প্রহস্তের এই কথা শুনিয়া রাবণ ক্রোধে হতবুদ্ধি হইয়া ধনুক উত্তোলনপূর্ব্বক বিস্ফারিত করিয়া নারাচসমূহ দ্বারা চন্দ্রকে পীড়ন করিতে উদ্যত হইল ॥ ১৮ ॥

সেই সময়ে ব্রহ্মা ত্বরান্বিত হইয়া চন্দ্রলোকে আসিয়া রাবণকে বলিলেন, হে বিশ্রবার তনয় মহাবাহো সৌম্য দশগ্রীব, তুমি এইস্থান হইতে শীঘ্র চলিয়া যাও; চন্দ্রকে পীড়িত করিও না; কারণ, এই মহাদ্যুতি চন্দ্র নিখিল জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী ॥ ১৯-২০ ॥

১। ক '-দ্যং প্রপীড়য়ৎ'।

মন্ত্রং চ সংপ্রদাস্যামি প্রাণাত্যয়গতির্যদা।

যস্ত্বিমং[১] সংস্মরেন্মন্ত্রং নাসৌ মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২১ ॥

এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রাঞ্জলির্দেবমব্রবীৎ।

যদি তুষ্টোঽসি মে দেব লোকনাথ মহাব্রত ॥ ২২ ॥

যদি মন্ত্রশ্চ মে দেয়ো দীয়তাং মম ধার্ম্মিক।

যং জপ্ত্বাহং মহাভাগ সর্ব্বদেবেষু নির্ভয়ঃ ॥ ২৩ ॥

অসুরেষু চ সর্ব্বেষু দানবেষু পতত্রিষু।

ত্বৎপ্রসাদাত্তু[২] দেবেশ স্যামজেয়ো ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥

এবমুক্তো দশগ্রীবং ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ।

প্রাণাত্যয়েষু জপ্তব্যো ন নিত্যং রাক্ষসাধিপ ॥ ২৫ ॥

অক্ষসূত্রং গৃহীত্বা তু জপেন্মন্ত্রমিমং শুভম্।

জপ্ত্বা তু রাক্ষসপতে ত্বমজেয়ো ভবিষ্যসি ॥ ২৬ ॥

অধিকন্তু, তোমাকে এক মন্ত্র দিব; প্রাণনাশের অবস্থা উপস্থিত হইলে যে এই মন্ত্র স্মরণ করে, তাহার মৃত্যু হয় না ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে দশানন যোড়হাতে তাঁহাকে বলিল, হে লোকনাথ, হে মহাব্রত, মহাভাগ, ধার্ম্মিক! যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং যদি আমাকে মন্ত্রদান করা উচিত হয়, তবে সেই মন্ত্র আমাকে দিন, যে মন্ত্র জপ করিয়া আমি আপনার প্রসাদে দেবগণ, দানবগণ, অসুরগণ এবং পতত্রিগণের মধ্যে নির্ভয় এবং অপরাজেয় হইতে পারি ॥ ২২-২৪ ॥

রাবণ এইরূপ বলিলে ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন, হে রাক্ষসাধিপ! প্রাণনাশ সময়েই মন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য, নিত্য জপ করা উচিত নয় ॥ ২৫ ॥

হে রাক্ষসপতে, অক্ষসূত্র গ্রহণ করিয়াই এই মন্ত্রটি জপ করিতে হয়; তুমি এই মন্ত্র জপ করিয়া [সকলের] অজেয় হইতে পারিবে ॥ ২৬ ॥

১। ছ 'যস্ত্বেতং'। ২। ছ 'যতো যামি'।

অজপ্ত্বা[1] রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ন তে সিদ্ধির্ভবিষ্যতি।
শৃণু মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি যেন রাক্ষসপুঙ্গব।
মন্ত্রস্য কীর্ত্তনাদেব প্রাপ্স্যসে সমরে জয়ম্ ॥ ২৭ ॥

নমস্তে দেবদেবেশ সুরাসুরনমস্কৃত[2]।
ভূত ভব্য মহাদেব হরিপিঙ্গললোচন ॥ ২৮ ॥
বালস্ত্বং বৃদ্ধরূপী চ বৈয়াঘ্রবসনচ্ছদ।
অর্চ্চনীয়োঽসি দেব ত্বং ত্রৈলোক্যপ্রভুরীশ্বরঃ ॥ ২৯ ॥
হরো হরিতনেমী চ যুগান্তকরণোঽনলঃ।
গণেশো লোকশম্ভুশ্চ[3] লোকপালো মহাবলঃ।
মহাভাগো মহাশূলী মহাদংষ্ট্রো[4] মহেশ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

২৭। লো-টী। যেন যস্য, সুপাং সুপ্।
২৮। লো-টী। হরিঃ কপিঃ, তস্যেব পিঙ্গলানি লোচনানি যস্য সঃ।
২৯। লো-টী। বৈয়াঘ্রং ব্যাঘ্রচর্ম্ম, তদেব বসনং বস্ত্রং তেন চ্ছদ আবরণং যস্য সঃ।
৩০। লো-টী। হরিতো হরিদ্বর্ণো নেমোঽর্দ্ধভাগো যস্যাস্তি সঃ। অর্দ্ধনারীশ্বরত্বাৎ। যুগস্যান্তো নাশো যস্যাঃ সা কমলা বরস্ত্রী যস্য সঃ। অনিলো বায়ুস্বরূপঃ।

উত্তরকাণ্ডে ব্রহ্মপ্রোক্তমহাস্তবঃ ॥ ৩০ ॥

হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, মন্ত্র জপ না করিয়া তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে না। হে রাক্ষসপুঙ্গব, আমি মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর, যে-মন্ত্রের কীর্ত্তন মাত্রেই যুদ্ধে তুমি জয়লাভ করিবে ॥ ২৭ ॥

[মন্ত্রটী এই]—হে সুরাসুরনমস্কৃত দেবদেবেশ, ভূত ও ভবিষ্যৎস্বরূপ, বানরের ন্যায় পিঙ্গলনেত্র মহাদেব, তোমায় নমস্কার করি ॥ ২৮ ॥

হে ব্যাঘ্রচর্ম্ম-বসনধারিন্, তুমি বালক এবং বৃদ্ধ, হে দেব, তুমি ত্রৈলোক্যের প্রভু এবং ঈশ্বর, অতএব তুমি অর্চ্চনীয় ॥ ২৯ ॥

তুমি হর, তুমি হরিতনেমী (অর্থাৎ তোমার শরীরার্দ্ধ হরিদ্বর্ণ), তুমি যুগান্তকারী অনল, গণেশ, লোকশম্ভু, মহাবল, লোকপাল, মহাভাগ, মহাশূলী,

১। ছ '-পতে'। ২। ছ '-তঃ'। ৩। ছ '-ভুজঃ'। ৪। ছ '-দংষ্ট্রী'।

কালশ্চ কালরূপী চ নীলগ্রীবো মহোদরঃ।
দেবান্তকস্তপোঽন্তশ্চ পশূনাং পতিরব্যয়ঃ ॥ ৩১ ॥
শূলপাণির্বৃষকেতুর্নেতা গোপ্তা হরো হরিঃ।
জটী মৌঞ্জী[১] শিখণ্ডী চ মুকুটী চ মহাযশাঃ ॥ ৩২ ॥
ভূতেশ্বরো গণাধ্যক্ষঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভাবনঃ।
সর্ব্বগঃ সর্ব্বকারী[২] চ স্রষ্টা চ গুরুরব্যয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
কমণ্ডলুধরো দেবঃ পিণাকী ত্রিশরী[৩] তথা।
মাননীয়শ্চ ওঙ্কারো বরিষ্ঠো জ্যেষ্ঠসামগঃ ॥ ৩৪ ॥
মৃত্যুশ্চ মৃত্যুভূতশ্চ পারিপাত্রশ্চ সুব্রতঃ।
ব্রহ্মচারী গুহাবাসী বীণাপণবতূণবান্ ॥ ৩৫ ॥
অমরো দর্শনীয়শ্চ বালসূর্য্যনিভস্তথা।
শ্মশানচারী[৪] ভগবান্ উমাপতিরনিন্দিতঃ ॥ ৩৬ ॥
ভগস্যাক্ষিনিপাতী চ পূষ্ণো দশননাশনঃ।
জ্বরহন্তা[৫] পাশহস্তঃ প্রলয়ঃ কাল এব চ ॥ ৩৭ ॥
উল্কামুখোঽগ্নিকেতুশ্চ মুনির্দীপ্তো[৬] বিশাম্পতিঃ।
উন্মাদো বেপনকরশ্চতুর্থো লোকসত্তমঃ ॥ ৩৮ ॥

মহাদংষ্ট্র, মহেশ্বর, কাল, কালরূপী, নীলগ্রীব, মহোদর, দেবান্তক, তপোঽন্তক (তপস্যার পারগামী), অব্যয়, পশুপতি, শূলপাণি, বৃষকেতু, নেতা, গোপ্তা, হর, হরি, জটী, মৌঞ্জী, শিখণ্ডী, মহাযশাঃ, মুকুটী, ভূতেশ্বর, গণাধ্যক্ষ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বভাবন, সর্ব্বগ, সর্ব্বহারী, স্রষ্টা, অব্যয়, গুরু, কমণ্ডলুধর, দেব, পিণাকী,

১। ছ 'দণ্ডী'। ২। ছ '-হারী চ'। ৩। ছ 'ত্রিশূলী'। ৪। ছ '-বাসী'। ৫। ছ '-হর্ত্তা'। ৬। ছ '-দীপ্তো'।

বামনো বামদেবশ্চ [১]প্রাচ্যদক্ষিণবামনঃ।
ভিক্ষুশ্চ ভিক্ষুরূপী চ [২]ত্রিদণ্ডী জটিলঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৯ ॥
শক্রহস্তপ্রবিষ্টম্ভী বসূনাং স্তম্ভনস্তথা।
ঋতুর্ঋতুকরঃ কালো [৩]মধুর্মধুকরো বরঃ ॥ ৪০ ॥
বানস্পত্যো [৪]বাজিসেনো নিত্যমাশ্রমপূজিতঃ।
জগদ্ধাতা চ কর্ত্তা চ পুরুষঃ শাশ্বতো ধ্রুবঃ ॥ ৪১ ॥
ধর্ম্মাধ্যক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রি[৫]ধর্ম্মো ভূতভাবনঃ।
ত্রিনেত্রো [৬]বহ্নিরূপশ্চ সূর্য্যাযুতসমপ্রভঃ ॥ ৪২ ॥
দেবদেবোঽতিদেবশ্চ চন্দ্রাঙ্কিতজটস্তথা।
নর্ত্তকো লাসকশ্চৈব পূর্ণেন্দুসদৃশাননঃ ॥ ৪৩ ॥
ব্রহ্মণ্যশ্চ [৭]বরেণ্যশ্চ সর্ব্ববীজময়স্তথা।
সর্ব্বভূত[৮]বিনোদী চ সর্ব্বভূত[৯]বিমোক্ষণঃ ॥ ৪৪ ॥
মোহনো বন্ধনশ্চৈব সর্ব্বদো [১০]নিধনোঽব্যয়ঃ।
পুষ্পদন্তো বিভাগশ্চ মুখ্যঃ সর্ব্বহরস্তথা ॥ ৪৫ ॥

ত্রিশরী, মাননীয় ওঙ্কার, বরিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠসামগ, মৃত্যু, মৃত্যুভূত, পারিপাত্র, সুব্রত, ব্রহ্মচারী, গুহাবাসী, বীণা পণব এবং তূণধারী, বালসূর্য্যসদৃশ দর্শনীয়, অমর, শ্মশানচারী, ভগবান্, উমাপতি, অনিন্দিত, ভগনয়নপাতী, পুষ্য, দশননাশন, জ্বরহন্তা, পাশহস্ত, প্রলয়রূপ কাল, উল্কামুখ, অগ্নিকেতু, মুনি, সিদ্ধ, বিশাম্পতি, উন্মাদ, বেপনকর, চতুর্থ লোকসত্তম, বামন, বামদেব, প্রাচ্যদক্ষিণ-বামন, ভিক্ষু, ভিক্ষুরূপী, ত্রিদণ্ডী, জটিল, শক্রহস্ত-প্রবিষ্টম্ভী, বসুস্তম্ভন, ঋতু, ঋতুকারক, মধু, শ্রেষ্ঠ

১। ছ 'প্রাক্প্রদক্ষিণ-'। ২। ছ 'ত্রিজটী'। ৩। ছ 'কলোচনঃ'। ৪। ছ 'বাজসনো'। ৫। ছ '-ধর্ম্মা'। ৬। ছ 'বহ্ন-'। ৭। ছ 'শরণ্যশ্চ'। ৮। ছ '-নিবাসী চ'। ৯। ছ '-বন্ধ-'। ১০। ছ '-নোত্তমঃ'।

হরিশ্মশ্রুর্ধনুর্ধারী ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।

ময়া প্রোক্তমিদং পুণ্যং নামাষ্টশতমুত্তমম্ ॥ ৪৬ ॥

সর্ব্বপাপহরং [১]পুণ্যং শরণ্যং শরণার্থিনাম্।

[২]জপ্যমেতদ্দশগ্রীব কুর্য্যাচ্ছত্রুবিনাশনম্ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ব্রহ্ম[৩]প্রোক্তমহাস্তবো নাম ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩০ ॥

মধুকর, বানপ্রস্থ, বাজিসেন, সর্ব্বদা আশ্রমপূজিত, জগতের ধাতা, কর্ত্তা, শাশ্বত পুরুষ, ধ্রুব, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, বিরূপাক্ষ, ত্রিধর্ম্মা, ভূতভাবন, ত্রিনেত্র, অগ্নিমূর্ত্তি, অযুত-সূর্য্যসমপ্রভ, দেবদেব, অতিদেব, চন্দ্রাঙ্কিতজট, নর্ত্তক, লাসক, পূর্ণচন্দ্রানন, ব্রহ্মণ্য, বরেণ্য, সর্ব্ববীজময়, সর্ব্বভূতবিনোদী, সর্ব্বভূতবিমোক্ষণ, মোহন, বন্ধন, সর্ব্বদ (সর্ব্বার্থদাতা), নিধন, অব্যয়, পুষ্পদন্ত, বিভাগ, মুখ্য, সর্ব্বহর, হরিৎশ্মশ্রু, ধনুর্দ্ধারী, ভীম, ভীমপরাক্রম, [তোমাকে নমস্কার করি ;]—আমার কথিত পবিত্র এই উত্তম অষ্টোত্তরশত নাম সর্ব্বপাপের অপহারক, পুণ্যপ্রদ এবং শরণার্থীদিগের শরণ্য। হে দশগ্রীব, ইহা জপ করিলে শত্রুবিনাশ হয় ॥ ৩০-৪৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ব্রহ্মপ্রোক্ত মহাস্তব-নামক ৩০শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

১। ছ 'দিব্যং'। ২। ছ 'জপ্ত-'। ৩। ক '-প্রোক্তো'।

(৩১) একত্রিংশঃ সর্গঃ

দত্ত্বা তু রাবণস্যৈবং বরং স কমলোদ্ভবঃ।[১]
পুনরেবাগমৎ ক্ষিপ্রং ব্রহ্মলোকং সনাতনম্।
রাবণোঽপি বরং লব্ধ্বা পুনরেবাগমৎ তথা ॥ ১ ॥
কেনচিত্ত্বথ কালেন রাবণো লোকরাবণঃ।
পশ্চিমার্ণবমাগচ্ছৎ সচিবৈঃ সহ রাক্ষসঃ ॥ ২ ॥
দ্বীপস্থো দৃশ্যতে তত্র পুরুষঃ পাবকপ্রভঃ।
মহাজাম্বূনদপ্রখ্য এক এব ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩ ॥
দৃশ্যতে ভীষণাকারো যুগান্তানলসন্নিভঃ।
দেবানামিব দেবেশো গ্রহাণামিব ভাস্করঃ ॥ ৪ ॥

৪। লো-টী। ভীষণঃ আকারঃ শরীরং যস্য সঃ। যুগান্তানিলসন্নিভঃ প্রলয়কালীন-বায়ুবলসমবলঃ।

সেই পদ্মযোনি ব্রহ্মা রাবণকে এইরূপ বর দিয়া শীঘ্রই পুনরায় সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। দশাননও ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়া পুনরায় পূর্ব্ববৎ গমন করিল ॥ ১ ॥

তার পর কিছুদিন পরে লোকরাবণ রাক্ষস রাবণ একদিন মন্ত্রিগণ সহ পশ্চিম-সমুদ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২ ॥

সেইস্থানে অগ্নির ন্যায় প্রভাশালী এক পুরুষকে দ্বীপমধ্যে দেখা গেল। দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায়, গ্রহদিগের মধ্যে সূর্য্যের ন্যায়, পশুগণের মধ্যে সিংহের ন্যায়, হস্তিগণের মধ্যে ঐরাবতের ন্যায়, পর্ব্বতগণের মধ্যে সুমেরুর ন্যায়, বৃক্ষরাজির মধ্যে পারিজাতের ন্যায় [পুরুষগণ মধ্যে প্রধান] উজ্জ্বল কাঞ্চনাভ

১। ছ 'পিতামহঃ'।

মৃগাণাস্তু[1] যথা সিংহো হস্তিষ্বৈরাবতো যথা।
পর্ব্বতানাং যথা মেরুঃ পারিজাতশ্চ শাখিনাম্ ॥ ৫ ॥
তথা তং পুরুষং দৃষ্ট্বা স্থিতং মধ্যে মহার্ণবে[2]।
অব্রবীৎ তং[3] দশগ্রীবো যুদ্ধং মে দীয়তামিতি ॥ ৬ ॥
অভবৎ তস্য সা দৃষ্টির্গ্রহমালা ইব[4] দ্রুতম্।
দন্তান্ সংদশতঃ শব্দো যন্ত্রস্যেবাভিভিদ্যতঃ।
জগর্জ্জ চোচ্চৈর্ব্বলবান্[5] সহামাত্যো দশাননঃ ॥ ৭ ॥
স গর্জ্জন্ বিবিধৈর্নাদৈর্লম্ব[6]হস্তং ভয়ানকম্।
দংষ্ট্রালং বিকটঞ্চৈব কম্বুগ্রীবং মহোরসম্ ॥ ৮ ॥

৫। লো-টী। শরভাণামুষ্ট্রাণাম্। 'শরভো মৃগরাট্‌কীশভেদোষ্ট্রে বৃষভো বৃষে' ইতি ভূরি০। 'মৃগাণাঞ্চে'তি ক্বচিৎ পাঠঃ।

৬। লো-টী। মধ্যে দ্বীপমধ্যে।

৭। লো-টী। তস্য দ্বীপস্থপুরুষস্য গ্রহায় রাবণানুগ্রহায় মানোঽভিমানো যস্যাঃ সা দৃষ্টির্বুদ্ধিঃ, গ্রহায় গ্রহণায় বা। 'মালা' ইতি পাঠে গ্রহমালা গ্রহপঙ্‌ক্তিঃ।

৮। লো-টী। স দশাননঃ। সোঽঞ্জনাচলসন্নিভো গর্জ্জন্ প্রাহরদিতি পঞ্চমেনান্বয়ঃ। লম্বহস্তমাজানুলম্বিতবাহুং, বিকটং তুঙ্গম্।

প্রলয়াগ্নিসদৃশ ভীষণাকৃতি একমাত্র সেই পুরুষই সেই স্থানে অবস্থিত রহিয়াছেন [দেখা গেল] ॥ ৪-৫ ॥

মহাসমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত সেই পুরুষকে দেখিয়া দশানন তাঁহাকে কহিল, আমার সহিত যুদ্ধ কর ॥ ৬ ॥

তখন সেই পুরুষের চক্ষুঃ দ্রুত গ্রহরাজির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং বিদীর্য্যমাণ যন্ত্রের শব্দের ন্যায় দন্তদংশনের ধ্বনি উত্থিত হইল। [তখন] বলবান্ রাবণও মন্ত্রিগণের সহিত উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিয়া উঠিল ॥ ৭ ॥

অঞ্জনাচলসদৃশ সেই দশানন নানারূপ শব্দে গর্জ্জন করিয়া আজানুলম্বিত-

১। ছ 'শরভাণাং'। ২। ছ 'মহাবলম্'। ৩। ছ '-চ্চ'। ৪। ছ 'ইবাকুলা'। ৫। ছ '-র্জ্জোচ্চৈঃ স'। ৬। ছ 'লঘুহ-'।

মণ্ডূককুক্ষিং সিংহাক্ষং[১] কৈলাসশিখরোপমম্।
পদ্মপাদতলং ভীমং রক্ততালুকরাম্বুজম্ ॥ ৯ ॥
মহানাদং মহাকায়ং মনোঽনিলসমং[২] জবে।
ভীমমাবদ্ধতূণীরং সঘণ্টাবদ্ধচামরম্ ॥ ১০ ॥
জ্বালামালাপরিক্ষিপ্তং[৩] কিঙ্কিণীকৃতনিস্বনম্।
মালয়া স্বর্ণপদ্মানাং কণ্ঠদেশাবলম্বয়া[৪] ॥ ১১ ॥
ঋগ্বেদমিব শোভন্তং পদ্মমালাবিভূষিতম্।
সোঽঞ্জনাচলসংকাশঃ কাঞ্চনাচলসন্নিভম্[৫]।
প্রাহরদ্রাক্ষসপতিঃ শূলশক্ত্যৃষ্টিপট্টিশৈঃ ॥ ১২ ॥
দ্বীপিনা স সিংহ ইব শরভেণেব কুঞ্জরঃ।
সুমেরুরিব নাগেন্দ্রৈর্নদীবেগৈরিবার্ণবঃ ॥ ১৩ ॥

৯। লো-টী। মণ্ডূককুক্ষিং শোণোদরং 'মণ্ডূকঃ শোণভেকয়ো'রিতি ভূরি০।

১১। লো-টী। বক্ষোদেশাবলম্বয়া বক্ষএব উদ্দেশো দেশস্তদবলম্বয়া, সন্ধিরার্ষঃ।

১২। লো-টী। ঋগ্বেদমতিশুদ্ধমিতি নারায়ণঃ। যদ্বা, ঋচাং বেদানাং বেদঃ পাঠতোঽর্থতশ্চ জ্ঞানং যস্য সঃ, সর্ব্ববেদজ্ঞ ইত্যর্থঃ। পদ্মমালয়া পদ্মীয়জপমালয়া বিভূষিতম্।

১৩। লো-টী। দ্বীপিনা ক্ষুদ্রব্যাঘ্রেণ যথা সিংহঃ [ন] প্রক্রমতে, শরভেণ উষ্ট্রেণ, নাগেন্দ্রৈর্মত্তহস্তিভিঃ।

বাহু, ভীষণ, বিকটাকার, বিকট দশন-বিশিষ্ট, কম্বুতুল্য গ্রীবাযুক্ত, বিশালবক্ষাঃ, ভেকের ন্যায় উদরবিশিষ্ট, সিংহনেত্র, কৈলাসপর্ব্বতসদৃশ, পদ্মতুল্য পদতলবিশিষ্ট, ভীমাকৃতি, রক্তবর্ণ তালু এবং করকমলশালী, উৎকট নিনাদপরায়ণ, বিশালকায়, মন এবং বায়ুতুল্য দ্রুতগামী, আবদ্ধ-তূণীর, ঘণ্টাযুক্ত চামরশালী, জ্বালামালা-পরিবেষ্টিত, কিঙ্কিণীর শব্দে শব্দায়মান, কণ্ঠদেশে বিলম্বিত স্বর্ণপদ্মের মালাদ্বারা বিভূষিত, জপমালাধারী, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ন্যায় শোভমান, কাঞ্চন-গিরিসদৃশ সেই পুরুষকে শূল, শক্তি, ঋষ্টি এবং পট্টিশ অস্ত্রদ্বারা আঘাত করিল ॥ ৮-১২ ॥

সিংহ যেরূপ নেকড়ে বাঘদ্বারা, হস্তী যেরূপ উষ্ট্রদ্বারা, সুমেরুপর্ব্বত যেরূপ

১। ছ 'সিংহাস্যং'। ২। ছ 'মনোহনল-'। ৩। ছ -জাল-'। ৪। ক 'বক্ষোদ্দেশাবলম্বয়া'।
৫। ক '-ভঃ'।

অকম্পমানঃ পুরুষো রাক্ষসং বাক্যমব্রবীৎ।
যুদ্ধশ্রদ্ধাং হি তে রক্ষো নাশয়িষ্যামি দুর্ম্মতে ॥ ১৪ ॥
রাবণস্য চ যো বেগঃ সর্ব্বলোকভয়ঙ্করঃ।
তথা বেগসহস্রাণি সংশ্রিতানি তমেব হি ॥ ১৫ ॥
ধর্ম্মস্তস্য তপশ্চৈব জগতঃ সিদ্ধিহেতুকৌ।
ঊরূ সংশ্রিত্য[1] তস্থাতে মন্মথঃ শিশ্নমাশ্রিতঃ[2] ॥ ১৬ ॥
বিশ্বেদেবাঃ কটীভাগে মরুতো[3] বস্তিশীর্ষয়োঃ[4]।
মধ্যেঽষ্টৌ বসবস্তস্য সমুদ্রাঃ কুক্ষিসংস্থিতাঃ[5] ॥ ১৭ ॥
পার্শ্বয়োশ্চ[6] দিশঃ সর্ব্বাঃ পর্ব্বসন্ধিষু মাতরঃ[7]।
পিতরশ্চাশ্রিতাঃ[8] পৃষ্ঠং হৃদয়ঞ্চ পিতামহঃ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। তমেব হি তমেব পুরুষম্।
১৭। লো-টী। বস্তির্নাভেরধঃ। 'বস্তির্নাভেরধো দ্বয়ো'রিত্যমরঃ। মরুতঃ পঞ্চ প্রাণাঃ

মত্ত হস্তীদ্বারা এবং সমুদ্র যেরূপ নদীবেগদ্বারা বিচলিত হয় না, সেইরূপ সেই পুরুষ [রাবণের অস্ত্রাঘাতে] কম্পিত না হইয়া সেই রাক্ষসকে বলিলেন—রে দুর্ম্মতি রাক্ষস! আমি তোর যুদ্ধানুরাগ দূর করিব ॥ ১৩-১৪ ॥

ত্রিভুবনের ভয়জনক রাবণের যে বেগ (বল), তদপেক্ষাও সহস্রগুণ বেগ সেই পুরুষকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥ ১৫ ॥

জগতের সিদ্ধিপ্রদ ধর্ম্ম এবং তপস্যা তাঁহার ঊরুদ্বয় আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এবং কামদেব তাঁহার শিশ্ন আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। বিশ্বদেবগণ তাঁহার কটীদেশে, বায়ুগণ বস্তি এবং শীর্ষদেশে, অষ্ট বসু তাঁহার মধ্যভাগে, সমুদ্রগণ কুক্ষিদেশে, দিক্ সকল পার্শ্বদেশে, মাতৃবৃন্দ পর্ব্বসন্ধিসমূহে, পিতৃগণ পৃষ্ঠদেশে এবং পিতামহ হৃদয়ে আশ্রয়পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৬-১৮ ॥

১। ছ 'হ্যাশ্রিত্য'। ২। ছ '-মাহ্নিতঃ'। ৩। ছ 'মারুতো'। ৪। ছ '-পার্শ্বয়োঃ'। ৫। ছ '-তঃ'। ৬। ছ 'পার্শ্বাদিষু'। ৭। ক 'মারুতঃ'। অতঃ পরং ছ 'পৃষ্ঠঞ্চ ভগবান্ রুদ্রো হৃদয়ঞ্চ পিতামহঃ ইত্যধিকম্। ৮। ক 'বিতরু'।

গোদানানি পবিত্রাণি ভূমিদানানি যানি চ।
সুবর্ণ[1]ধনদানানি হৃল্লোমান্যনুগানি[2] বৈ ॥ ১৯ ॥

হিমবান্ হেমকূটশ্চ মন্দরো মেরুরেব চ।
নরং তং তু[3] সমাশ্রিত্য চাস্থিভূতা[4] ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২০ ॥

পাণির্ব্বজ্রোঽভবত্তস্য শরীরে দ্যৌরবস্থিতা।
কৃকাটিকায়াং সন্ধ্যা চ জলবাহাশ্চ যে ঘনাঃ।
বাহৌ[5] ধাতা বিধাতা চ তথা বিদ্যাধরাদয়ঃ ॥ ২১ ॥

শেষশ্চ বাসুকিশ্চৈব বিশালাক্ষ ইরাবতঃ।
কম্বলাশ্বতরৌ চোভৌ কর্কোটকধনঞ্জয়ৌ ॥ ২২ ॥

স চ ঘোরবিষো নাগস্তক্ষকঃ সোপতক্ষকঃ।
করজানাশ্রিতাশ্চৈব[6] বিষবীর্য্যং মুমুক্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

১৯। লো-টী। যকৃৎ মাংসবিশেষঃ, লোমানি চ, তদনুগানি।
২০। লো-টী। তং নরং পুরুষম্।
২১। লো-টী। কৃকাটিকায়াং ঘাটায়াম্। 'অবটুর্ঘাটা কৃকাটিকে'ত্যমরঃ।
২৩। লো-টী। উপতক্ষকেণ নাগবিশেষেণ সহ বর্ত্তমানঃ।

গোদান, ভূমিদান এবং সুবর্ণরূপ ধনদান প্রভৃতি পুণ্যকার্য্য-সকল তাঁহার বক্ষের লোম আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥

হিমবান্, হেমকূট, মন্দর এবং মেরুপর্ব্বত সেই পুরুষকে আশ্রয় করিয়া অস্থি-রূপে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ২০ ॥

বজ্র তাঁহার হস্ত হইয়াছে এবং দ্যুলোক তাঁহার শরীরে, জলবাহী মেঘসমূহ ও সন্ধ্যা গ্রীবাদেশে এবং ধাতা, বিধাতা, বিদ্যাধর প্রভৃতি বাহুদ্বয়ে অবস্থান করিতেছে ॥ ২১ ॥

শেষনাগ, বাসুকি, বিশালাক্ষ, ইরাবত, কম্বল, অশ্বতর, কর্কোটক, ধনঞ্জয়

১। ছ '-বর'। ২। ছ 'কক্ষ[ক্ষ?]লোমানুগানি'। ৩। ছ 'তু তং'। ৪। ছ 'স্তব-'। ৫। ছ 'বাহু'। ৬। ছ '-স্থিতা-'।

অগ্নিরাস্যমভূত্তস্য স্কন্ধৌ রুদ্রৈরধিষ্ঠিতৌ।
পক্ষমাসর্ত্তবশ্চৈব [১] দ্রংষ্ট্রয়োরুভয়োঃ স্থিতাঃ ॥ ২৪ ॥
[২] নাসে কুহূরমাবাস্যা তচ্ছিদ্রেষু চ বায়বঃ।
গ্রীবা তস্যাভবদ্দেবী বাণী চাপি সরস্বতী ॥ ২৫ ॥
নাসত্যৌ শ্রবণে [৩] চোভৌ নেত্রে চ শশিভাস্করৌ।
বেদাঙ্গানি চ যজ্ঞাশ্চ তারারূপাণি যানি চ ॥ ২৬ ॥
সুবৃত্তানি চ বাক্যানি তেজাংসি চ তপাংসি চ।
এতানি নররূপস্য তস্য দেহাশ্রিতানি বৈ ॥ ২৭ ॥
তেন বজ্রপ্রভাবেণ [৪] লম্বমানেন [৫] লীলয়া।
পাণিনা পীড়িতং রক্ষো নিপপাত মহীতলে ॥ ২৮ ॥

এবং ভয়ানক বিষধর সর্প তক্ষক ও উপতক্ষক বিষবীর্য্য মুমুক্ষু হইয়া তাঁহার অঙ্গুলি সকল আশ্রয়পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে ॥ ২২-২৩ ॥

অগ্নি তাঁহার মুখমণ্ডলে বিরাজ করিতেছে, রুদ্রগণ স্কন্ধযুগল আশ্রয় করিয়ছেন এবং পক্ষ, মাস ও ঋতু সকল দশনশ্রেণীদ্বয়ে অবস্থান করিতেছে ॥ ২৪ ॥

কুহূ এবং অমাবস্যা নাসিকারন্ধ্রদ্বয়ে, বায়ুনিবহ ছিদ্রসমূহে এবং বাগ্দেবতা সরস্বতী তাঁহার গ্রীবারূপে শোভা পাইতেছেন ॥ ২৫ ॥

অশ্বিনীকুমারদ্বয় [তাঁহার] শ্রবণযুগল এবং চন্দ্র ও সূর্য্য [তাঁহার] নয়নযুগল আশ্রয় করিয়া বিরাজ করিতেছেন। বেদাঙ্গ সকল, যজ্ঞ সকল, তারকানিকর, সুবৃত্ত বাক্যাবলী, তেজঃপুঞ্জ এবং তপস্যা—সেই নররূপধারীর দেহ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥ ২৬-২৭ ॥

সেই পুরুষ বজ্রতুল্য প্রভাবশালী লম্বমান বাহুদ্বারা অনায়াসে রাবণকে নিপীড়িত করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন ॥ ২৮ ॥

১। ছ 'দন্তা'। ২। ছ 'নাসে কুহূরমাবস্যা'। ৩। ক 'শ্রবণৌ'। ৪। ছ '-প্রহারেণ'। ৫। ছ 'লম্বমাত্রেণ'।

পতিতং রাক্ষসং দৃষ্ট্বা[1] বিদ্রাব্য স নিশাচরান্ ।
ঋগ্বেদপ্রতিমঃ[2] সোঽথ পদ্মমালাবিভূষিতঃ ।
প্রবিবেশ চ পাতালং নিজং পর্ব্বতসন্নিভঃ ॥ ২৯ ॥
উত্থায় চ দশগ্রীব আহূয় সচিবান্ স্বয়ম্ ।
ক্ব গতঃ সহসা ব্রূত[3] প্রহস্তশুকসারণাঃ ॥ ৩০ ॥
এবমুক্তা[4] রাবণেন রাক্ষসাস্তমথাব্রুবন্ ।
প্রবিষ্টঃ স নরোঽত্রৈব দেবদানবদর্পহা ॥ ৩১ ॥
অথ সংগৃহ্য বেগেন গরুত্মানিব পন্নগম্ ।
স তু শীঘ্রং বিলদ্বারং প্রবিবেশ[5] সুদুর্ম্মতিঃ ॥ ৩২ ॥
সংপ্রবিশ্য[6] চ তদ্দ্বারং রাবণো নির্ভয়স্ততঃ[7] ।
অপশ্যৎ[8] স নরাংস্তত্র নীলাঞ্জনচয়োপমান্ ॥ ৩৩ ॥
কেয়ূরধারিণঃ শূরান্ রক্তমাল্যানুলেপনান্ ।
বরহাটকরত্নাদ্যৈর্ব্বিবিধৈশ্চ বিভূষিতান্ ॥ ৩৪ ॥

বেদবিদ্ ব্রাহ্মণসদৃশ পদ্মমালা-বিভূষিত পর্ব্বতপ্রমাণ সেই পুরুষ রাবণকে নিপতিত দেখিয়া রাক্ষসদিগকে বিধ্বস্ত করত স্বীয় পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৯ ॥

পরে রাবণ উঠিয়া সচিবগণকে স্বয়ং আহ্বানপূর্ব্বক বলিল—হে প্রহস্ত, শুক এবং সারণ, সেই পুরুষ সহসা কোথায় গেল, বল ॥ ৩০ ॥

তখন রাক্ষসমন্ত্রিগণ রাবণের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া তাহাকে বলিল—সেই দেবতা ও দানবের দর্পহারী নর এই স্থানেই প্রবেশ করিয়াছে ॥ ৩১ ॥

গরুড় যেমন সর্প লইয়া বেগে গমন করে, সেইরূপ সেই দুর্ম্মতি রাক্ষস রাবণ শীঘ্র বিবরদ্বারে প্রবেশ করিল ॥ ৩২ ॥

নির্ভীক রাবণ সেই বিবরের দ্বারদেশে প্রবেশ করিয়াই তথায় নীলাঞ্জনরাশি-

১। ছ 'জ্ঞাত্বা'। ২। ছ '-দঃ প্র-'। ৩। ছ 'ব্রূত'। ৪। ছ '-ক্তে তদা-'। ৫। ছ 'সংপ্রবিশ্য চ দুর্ম্মতিঃ'। ৬। ছ 'প্রবিবেশ চ'। ৭। ছ '-স্তদা'। ৮। ছ 'স প্রবিশ্য ত্বপশ্যন্ বৈ নীলা-'।

দৃশ্যন্তে তত্র নৃত্যন্ত্যস্তিস্রঃ কোট্যো মহাত্মনাম্।
নিত্যোৎসবা বীতভয়া বিমলাঃ পাবকপ্রভাঃ॥ ৩৫॥
ক্রীড়তঃ[১] পশ্যতে তাংস্তু[২] রাবণো ভীমবিক্রমঃ।
দ্বারস্থো রাবণস্তত্র তিস্রঃ কোটীর্বিনির্ভয়ঃ[৩]।
যথা দৃষ্টঃ স তু নরস্তুল্যাংস্তানপি সর্ব্বশঃ॥ ৩৬॥
একবর্ণা[৪]নেকবেশানেকরূপান্ মহৌজসঃ।
চতুর্ভুজান্ মহোৎসাহাংস্তত্রাপশ্যৎ স রাক্ষসঃ॥ ৩৭॥
তান্[৫] দৃষ্ট্বাথ দশগ্রীব ঊর্দ্ধরোমা বভূব হ।
স্বয়ম্ভুবা দত্তবরস্ততঃ শীঘ্রং বিনির্যযৌ।
অথাপশ্যৎ পরং তত্র পুরুষং শয়নে স্থিতম্॥ ৩৮॥

সদৃশ, কেয়ূরধারী, রক্তবর্ণ মাল্য এবং চন্দনাদিদ্বারা রঞ্জিত, বিমল সুবর্ণ এবং রত্নাদিদ্বারা বিভূষিত বীরপুরুষগণকে দেখিতে পাইল॥ ৩৩-৩৪॥

সেখানে অগ্নির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট বিমলদ্যুতি ভয়শূন্য তিনকোটী মহাকায় পুরুষ নিয়ত উৎসবাসক্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন, দেখা গেল॥ ৩৫॥

তখন ভীম-পরাক্রম নির্ভীক রাবণ দ্বারদেশে থাকিয়া সেই নৃত্যপরায়ণ তিনকোটী পুরুষকে দেখিতে লাগিল; সেই পুরুষ যেরূপ দৃষ্ট হইয়াছিলেন, ইঁহারাও সর্ব্বতোভাবে তদনুরূপ॥ ৩৬॥

রাক্ষস রাবণ সেইস্থানে মহোৎসাহ-সম্পন্ন অতীব তেজস্বী চতুর্ভুজ পুরুষ সকলের বর্ণ, বেশ এবং আকৃতি একই রকমের দেখিল॥ ৩৭॥

পরে ব্রহ্মার নিকট বরপ্রাপ্ত রাক্ষস রাবণ সেই পুরুষদিগকে দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেইস্থান হইতে বহির্গত হইল, পরে সেইস্থানে শয্যার উপর শয়ান এক পুরুষকে দেখিতে পাইল॥ ৩৮॥

১। ছ 'ক্রীড়ন্ত্যঃ'। ২। ছ 'তাস্তু'। ৩। ছ 'তাসু কোটিষু নির্ভয়ঃ'। ৪। ছ '-বর্ণা-'। ৫। ছ 'তাশ্চ'।

পাণ্ডুরেণ মহার্হেণ শয়নাসনবেশ্মনা।

শেতে স পুরুষস্তত্র পাবকেনাবগুণ্ঠিতঃ ॥ ৩৯ ॥

দিব্যস্রগনুলেপা চ দিব্যাভরণভূষিতা।

দিব্যাম্বরধরা সাধ্বী ত্রৈলোক্যস্যৈব[১] ভূষণম্ ॥ ৪০ ॥

বালব্যজনহস্তা চ দেবী তত্র ব্যবস্থিতা।

লক্ষ্মীরিব[২] সপদ্মা বৈ ভ্রাজতে লোকসুন্দরী ॥ ৪১ ॥

প্রবিষ্টঃ স তু রক্ষেন্দ্রো দৃষ্ট্বা তাং চারুহাসিনীম্।

জিঘৃক্ষুঃ সহসা সাধ্বীং সিংহাসনসমাশ্রিতাম্[৩] ॥ ৪২ ॥

বিনা[৪] তু সচিবৈস্তত্র রাবণো দুর্ম্মতিস্তদা।

হস্তে গ্রহীতুমন্বিচ্ছন্[৫]মন্মথেন বশীকৃতঃ।

সুপ্তমাশীবিষং যদ্বদ্রাবণঃ কালচোদিতঃ ॥ ৪৩ ॥

সেই পুরুষ সেইস্থানে বহ্নিদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া মহামূল্য শ্বেতবর্ণ গৃহমধ্যে মহামূল্য শুভ্র আসনযুক্ত শয্যায় শুইয়া আছেন ॥ ৩৯ ॥

ত্রিভুবনের ভূষণস্বরূপা উত্তম-বসন-পরিধানা এক লোকসুন্দরী সাধ্বী দেবী দিব্যমাল্য এবং আভরণে ভূষিতা এবং দিব্য অনুলেপনে অনুলিপ্তা হইয়া হস্তে বালব্যজন (চামর) ধারণপূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিয়া পদ্মহস্তা লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন ॥ ৪০-৪১ ॥

পাতালপ্রবিষ্ট রাক্ষসরাজ রাবণ সেই সুচারুহাসিনীকে দেখিয়া সিংহাসনে উপবিষ্টা সেই সাধ্বীকে সহসা ধরিতে ইচ্ছা করিল ॥ ৪২ ॥

কোন ব্যক্তি যেমন কালপ্রেরিত হইয়া নিদ্রিত সর্পকে ধরিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ মন্ত্রিবিহীন দুর্ম্মতি দশানন মদনের বশীভূত হইয়া তাঁহাকে হাতে ধরিতে ইচ্ছা করিল ॥ ৪৩ ॥

১। ছ '-স্যৈক-'। ২। ছ '-দেবী'। ৩। ছ '-স্থিতাম্'। ৪। ছ '-বিনাপি'। ৫। ক '-তুং তাং চাপি'।

অথ সুপ্তো মহাবাহুঃ পাবকেনাবগুণ্ঠিতঃ।
গ্রহীতুকামং তং জ্ঞাত্বা ব্যপবিদ্ধপটং তদা।
জহাসোচ্চৈর্ভৃশং দেবস্তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসাধিপম্ ॥ ৪৪ ॥
তেজসা সহসা দীপ্তো রাবণো লোকরাবণঃ।
কৃত্তমূলো যথা শাখী নিপপাত মহীতলে ॥ ৪৫ ॥
পতিতং রাক্ষসং দৃষ্ট্বা[১] বচনং চেদমব্রবীৎ।
উত্তিষ্ঠ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মৃত্যুস্তে নাদ্য বিদ্যতে ॥ ৪৬ ॥
প্রজাপতিবরো রক্ষ্যস্তেন জীবসি রাক্ষস।
গচ্ছ রাবণ বিশ্রব্ধো নাধুনা মরণং তব ॥ ৪৭ ॥
লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্ত্তেন রাবণো ভয়মাবিশৎ।
এবমুক্তস্তদোত্থায় রাবণো দেবকণ্টকঃ।
লোমহর্ষণমাপন্নো হ্যব্রবীত্তং মহাদ্যুতিম্ ॥ ৪৮ ॥

পরে অনলাচ্ছাদিত নিদ্রিত সেই মহাবাহু পুরুষ বিগলিতবসন রাক্ষসাধিপতি রাবণকে [সেই দেবীকে] গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত উচ্চহাস্য করিলেন ॥ ৪৪ ॥

লোকরাবণ রাবণ সহসা [সেই মহাপুরুষের] তেজে দগ্ধ হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল ॥ ৪৫ ॥

তখন [সেই মহাপুরুষ] রাক্ষস রাবণকে পতিত দেখিয়া এই কথা বলিলেন, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ! তুমি ওঠ, আজ তোমার মৃত্যু হইবে না ॥ ৪৬ ॥

হে রাক্ষস, প্রজাপতি ব্রহ্মার বর [-বাক্য] অবশ্যই রক্ষণীয়, সেইজন্যই তুমি বাঁচিয়া রহিলে। হে রাবণ, এক্ষণে তোমার মৃত্যু নাই, তুমি বিশ্বস্তভাবে প্রস্থান কর ॥ ৪৭ ॥

দেবকণ্টক রাবণ মুহূর্ত্তকাল মধ্যে চৈতন্যলাভ করিয়া ভীত হইল এবং এই কথা শুনিয়া রোমাঞ্চিত দেহে উত্থিত হইয়া সেই মহাতেজোময় পুরুষকে বলিল—॥ ৪৮ ॥

১। ছ 'জ্ঞাত্বা'।

কো ভবান্ শৌর্য্যসম্পন্নো যুগান্তানলসন্নিভঃ।
ব্রূহি ত্বং কো ভবান্ দেব কুতো ভূত্বা ব্যবস্থিতঃ ॥ ৪৯ ॥
এবমুক্তঃ[২] স তেনাথ রাবণেন দুরাত্মনা।
প্রত্যুবাচ হসন্ দেবো মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ৫০ ॥
কিং তে ময়া দশগ্রীব বধ্যোঽসি নচিরান্মম।
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ প্রাঞ্জলির্ব্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫১ ॥
প্রজাপতেস্তু বচনান্নাহং মৃত্যুপথং গতঃ।
ন স জাতো জনিষ্যো বা মম তুল্যঃ সুরেষ্বপি ॥ ৫২ ॥
প্রজাপতিবরং যো হি লঙ্ঘয়েদ্বীর্য্যমাশ্রিতঃ।
ন তত্র পরিহারোঽস্তি প্রযত্নশ্চাপি দুর্ব্বলঃ ॥ ৫৩ ॥
ন তং[৩] পশ্যামি ত্রৈলোক্যে যো মে কুর্য্যাদ্বরং বৃথা।
অমরোঽহং সুরশ্রেষ্ঠ তেন মাং নাবিশদ্ভয়ম্ ॥ ৫৪ ॥

প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন এবং বলশালী আপনি কে? হে দেব, আপনি বলুন, আপনি কে এবং কোথা হইতে উদ্ভূত হইয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥

পরে সেই দেব দুর্ম্মতি রাবণের প্রশ্ন শুনিয়া হাস্যপূর্ব্বক মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন—॥ ৫০ ॥

দশানন! আমার পরিচয়ে তোমার কি হইবে? তুমি অচিরেই আমার বধ্য হইবে। দশানন এই কথা শুনিয়া করযোড়ে কহিল—॥ ৫১ ॥

প্রজাপতির বাক্যানুসারে আমি মৃত্যুপথের পথিক হই নাই; কিন্তু যিনি বীর্য্য অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মার বর উল্লঙ্ঘন করিবেন, আমার সমকক্ষ [পরাক্রান্ত] সেই পুরুষ দেবতাদের মধ্যেও কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং করিবেনও না। সেই বরের পরিহার নাই (অর্থাৎ তাহা মিথ্যা হইবার নহে), সে বিষয়ে প্রযত্নও ব্যর্থ হইবে ॥ ৫২-৫৩ ॥

হে দেবশ্রেষ্ঠ, যিনি আমার বর বিফল করিবেন সেরূপ লোক ত্রিভুবনে

১। ছ 'বীর্য্য-'। ২। ছ '-স্তস্ততো দেবো'। ৩। ছ 'ত্রৈলোক্যে তং ন পশ্যামি'।

অথাপি চ ভবেন্মৃত্যুস্ত্বদ্ধস্তান্নান্যতঃ প্রভো।[1]
যশস্যং শ্লাঘনীয়ং চ ত্বদ্ধস্তান্মরণং মম ॥ ৫৫ ॥
অথাস্য গাত্রে সংপশ্যদ্রাবণো ভীমবিক্রমঃ।
তস্য দেবস্য সকলং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৫৬ ॥
আদিত্যা মরুতঃ সাধ্যা বসবোঽথাশ্বিনাবপি।
রুদ্রাশ্চ পিতরশ্চৈব যমো বৈশ্রবণস্তথা ॥ ৫৭ ॥
সমুদ্রা গিরয়ো নদ্যো বেদা বিদ্যাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।
গ্রহাস্তারাগণা ব্যোম সিদ্ধগন্ধর্ব্বচারণাঃ ॥ ৫৮ ॥
মহর্ষয়ো বেদবিদো গরুড়োঽথ ভুজঙ্গমাঃ।
যে চান্যে দেবতা যক্ষাঃ[2] সংস্থিতা দৈত্যরাক্ষসাঃ।
গাত্রেষু শয়নস্থস্য দৃশ্যন্তে সূক্ষ্মমূর্ত্তয়ঃ ॥ ৫৯ ॥

৫৬। লো-টী। সম্পশ্যৎ সমপশ্যৎ।
৫৯। লো-টী। যাশ্চান্যা দেবতাঃ, তা অপি তস্য গাত্রে সংস্থিতা দৃশ্যন্তে।

দেখি না, আমি অমর, সেইজন্য আমার ভয় নাই ॥ ৫৪ ॥

হে প্রভো, তথাপি যদি আমাকে মরিতে হয়, তবে আপনার হস্ত ব্যতীত যেন অপর কাহারও হস্তে না হয়, আপনার হস্তে মরণও আমার যশস্য এবং শ্লাঘনীয় ॥ ৫৫ ॥

অনন্তর ভীমবিক্রম রাবণ সেই দেবতার দেহে সচরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্য দেখিতে পাইল ॥ ৫৬ ॥

আদিত্যগণ, মরুদ্‌গণ, সাধ্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারযুগল, রুদ্রগণ, পিতৃগণ, যম, বৈশ্রবণ, সাগরসকল, পর্ব্বতসমুদয়, নদীনিবহ, সমস্ত বেদ, বিদ্যা, অগ্নিত্রয়, গ্রহগণ, তারাগণ, সিদ্ধগণ, আকাশ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব এবং চারণগণ, বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ, গরুড়, সর্পগণ এবং অন্যান্য দৈত্য, যক্ষ, রাক্ষস ও দেবতাগণ সূক্ষ্মমূর্ত্তি হইয়া সেই শয়ান পুরুষের শরীরে দৃষ্ট হইতেছেন ॥ ৫৭-৫৯ ॥

১। ছ 'ত্বদ্ধস্তান্না-'। ২। ছ '-সংঘাঃ'।

আহ রামোঽথ ধর্ম্মাত্মা হ্যগস্ত্যং মুনিসত্তমম্।

দ্বীপস্থঃ পুরুষঃ কোঽসৌ তিস্রঃ কোট্যস্তু কাশ্চ তাঃ।

শয়ানঃ পুরুষঃ কোঽসৌ দৈত্যদানবদর্পহা ॥ ৬০ ॥

রামস্য বচনং শ্রুত্বা অগস্ত্যো বাক্যমব্রবীৎ।

শ্রূয়তামভিধাস্যামি দেবদেবং সনাতনম্ ॥ ৬১ ॥

ভগবান্ কপিলো নাম দ্বীপস্থো নর উচ্যতে।

যে তু নৃত্যন্তি বৈ তত্র সুরাস্তে তস্য ধীমতঃ।

তুল্যতেজঃপ্রভাবাস্তে কপিলস্য নরস্য বৈ ॥ ৬২ ॥

নাসৌ ক্রুদ্ধেন দৃষ্টস্তু রাক্ষসঃ পাপনিশ্চয়ঃ।

ন বভূব তদা তেন ভস্মসাদ্রাম রাবণঃ ॥ ৬৩ ॥

৬০। লো-টী। 'অগস্ত্যো' 'অগস্ত্যং' 'অগস্ত্য' ইতি বা পাঠঃ।

৬২। লো-টী। শয়ানঃ পুরুষো নোক্তোঽপি, তথাপি য এব শয়ানঃ স এব দ্বীপস্থ ইতি বোদ্ধব্যম্। তে তস্য সুরাস্তদীয়মূর্ত্তয়ঃ। তে চ তুল্যতেজঃপ্রভাবা ইত্যপরং বাক্যম্।

৬৩। লো-টী। শপ্তঃ 'দৃষ্টো' বা পাঠঃ। তেন কারণেন।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা রাম মুনিবর অগস্ত্যকে বলিলেন, দ্বীপস্থিত পুরুষ কে? আর অপর যে তিনকোটী পুরুষের কথা বলিলেন তাহারাই বা কে? দৈত্য এবং দানবের দর্পহারী শয়ান পুরুষই বা কে? ॥ ৬০ ॥

তখন অগস্ত্যমুনি রামের কথা শুনিয়া বলিলেন, সেই দেবদেব সনাতনের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৬১ ॥

সেই দ্বীপস্থিত পুরুষের নাম ভগবান্ কপিল, যে সকল দেবতারা তথায় নৃত্য করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেই ধীমান্ নর কপিলেরই মূর্ত্তি। তাঁহারা কপিলের ন্যায়ই তেজ ও প্রভাবান্বিত ॥ ৬২ ॥

হে রাম, তিনি তৎকালে পাপবিষয়ে কৃতসঙ্কল্প সেই রাক্ষসকে কোপদৃষ্টিতে দেখেন নাই, সেই কারণে রাবণ ভস্মীভূত হয় নাই ॥ ৬৩ ॥

স্বিন্নগাত্রো[1] নগপ্রখ্যো রাবণঃ পতিতো ভুবি।[2]

অথ দীর্ঘেণ কালেন লব্ধসংজ্ঞঃ স রাক্ষসঃ।

আজগাম মহৌজাশ্চ[3] যত্র তে সচিবাঃ স্থিতাঃ ॥ ৬৪ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মহাপুরুষদর্শনং নাম

একত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩১ ॥

[লো-টী]। স্তম্ভিতেবাশু স্তম্ভিত ইবেতি সর্ব্বজ্ঞঃ। স্তম্ভিতেতি তৃজন্তং পদম্। রহস্তং রহস্তবিদ্যাদিকং-যথা পিশুনে জ্ঞানবঞ্চকে স্তম্ভিতং ভবতি, তথা।

মহাপুরুষদর্শনম্ ॥ ৩১ ॥

পর্ব্বতপ্রমাণ রাবণ ঘর্ম্মাক্তকলেবরে ভূতলে পতিত হইল। তার পর দীর্ঘকাল পরে সেই মহাতেজস্বী রাক্ষস সংজ্ঞালাভ করিয়া যেস্থানে অমাত্যবর্গ অবস্থিতি করিতেছিল তথায় আগমন করিল ॥ ৬৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মহাপুরুষদর্শন-নামক

৩১শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

১। ছ 'খিন্ন-'। ২। অতঃ পরং ছ 'বাক্‌শরৈস্তং বিভেদাশু রহস্তং পিশুনো যথা'। ইত্যধিকম্।
৩। ছ 'মহাতেজা'।

(৩২) দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ

নিবর্ত্তমানঃ সংহৃষ্টো রাবণঃ স দুরাত্মবান্।
জহ্রে[১] পথি নরেন্দ্রর্ষিদৈত্যগন্ধর্ব্বকন্যকাঃ ॥ ১ ॥
দর্শনীয়াং হি যাং কন্যাং রক্ষঃ স্ত্রীং[২] বাথ পশ্যতি।
হত্বা বন্ধুজনং তস্যা বিমানে তাং রুরোধ সঃ ॥ ২ ॥
এবং পন্নগকন্যাশ্চ রাক্ষসাসুরমানুষীঃ।
যক্ষদানবকন্যাশ্চ বিমানে সোঽধ্যরোপয়ৎ ॥ ৩ ॥
তা হি সর্ব্বাঃ সমং দুঃখান্মুমুচুর্নেত্রজং জলম্।
তুল্যমগ্ন্যর্চ্চিষাং তত্র শোকাগ্নিভয়সম্ভবম্ ॥ ৪ ॥
তাভিঃ সর্ব্বানবদ্যাভির্নদীভিরিব সাগরঃ।
আপূরিতং বিমানং তু[৩] শোকজৈরশ্রুবিন্দুভিঃ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। দুরাত্মা দুষ্টস্বভাবস্তদ্বান্।
৪। লো-টী। সমমেকদা অগ্ন্যর্চ্চিষা অগ্নিশিখয়া।
৫। লো-টী। সর্ব্বাণি অঙ্গানি অনবদ্যানি নির্দ্দোষাণি যাসাং তাভিঃ।

নিতান্ত দুষ্টচরিত্র রাবণ হৃষ্টচিত্তে নিবর্ত্তিত হইয়া পথিমধ্যে রাজকন্যা, ঋষিকন্যা, দৈত্যকন্যা এবং গন্ধর্ব্বকন্যাদিগকে হরণ করিতে লাগিল ॥ ১ ॥

সেই রাক্ষস কন্যা বা স্ত্রী (কুমারী বা বিবাহিতা) যাহাকে সুন্দরী দেখিল, তাহার আত্মীয়জনকে বধ করিয়া তাহাকে বিমানমধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল ॥ ২ ॥

এইরূপে রাবণ রাক্ষসকন্যা, অসুরকন্যা, মনুষ্যকন্যা, নাগকন্যা, যক্ষকন্যা এবং দানবকন্যা-সকলকে রথে আরোহণ করাইতে লাগিল ॥ ৩ ॥

সেই কন্যাগণ সকলেই তথায় দুঃখবশতঃ যুগপৎ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল, সেই ভয় ও শোকানলম্ভূত অশ্রু অগ্নিজ্বালার ন্যায় অতি উষ্ণ ছিল ॥ ৪ ॥

নদীর জলে যেরূপ সমুদ্র পূর্ণ হয়, সেইরূপ সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীগণের

১। ছ 'জহার রাম দেবর্ষি'। ২। ছ 'স্ত্রীষু দদর্শ হ'। ৩। ছ 'তচ্ছোক-'।

নাগগন্ধর্ব্বকন্যাশ্চ মহর্ষিতনয়াশ্চ যাঃ।
দৈত্যদানবকন্যাশ্চ বিমানে শতশোঽরুদন্ ॥ ৬ ॥
দীর্ঘকেশ্যঃ সুচার্ব্বঙ্গ্যঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ।
পীনস্তনতটা মধ্যে বজ্রবেদীসমপ্রভাঃ ॥ ৭ ॥
রথকূবরসংকাশৈঃ শ্রোণীদেশৈর্ম্মনোহরাঃ।
স্ত্রিয়ঃ সুরাঙ্গনাপ্রখ্যাস্তপ্তকাঞ্চনসপ্রভাঃ[১]।
শোকদুঃখভয়ত্রস্তা বিহ্বলাশ্চ সুমধ্যমাঃ ॥ ৮ ॥
তাসাং নিশ্বাসবাতেন সর্ব্বতঃ সংপ্রদীপিতম্।
অম্বরীষমিবাভাতি দীপ্তিমৎ পুষ্পকং তদা ॥ ৯ ॥

৭। লো-টী। পীনস্তনৌ তটৌ স্তনয়োরধোভাগৌ যাসাং তাঃ। মধ্যে দেহমধ্যে বজ্রং বেদিশ্চ যুক্তাঙ্গুলিঃ (?) তয়োঃ সমা প্রভা যাসাং তাঃ।

৮। লো-টী। রথা অবয়বাঃ কূবরাশ্চারবঃ, চারুভিরবয়বৈঃ সংকাশন্তে যে শ্রোণীভারাঃ তৈর্বিশিষ্টাঃ। "রথঃ পুমানবয়বে স্যন্দনে বেতসেঽপি চ" ইতি 'কূবরস্ত্রিষু চারৌ না কুব্জকেঽস্ত্রী যুগন্ধরে'। ইতি চ কোষঃ। শোকো বন্ধুজনত্যাগঃ। শশ্বসুঃ শ্বাসং তত্যজুঃ। 'বিহ্বস্তা' ইতি পাঠে তত্রৈব পতিতাঃ।

৯। লো-টী। অম্বরীষং ভ্রাষ্ট্রং বস্তু। 'অম্বরীষং রণে ভ্রাষ্ট্রে ক্লীবং পুংসি নৃপান্তরে' ইতি কোষঃ। দীপ্তিমদপি পুষ্পকম্ অম্বরীষমিব প্রদীপিতমভবদিতি শেষঃ।

শোকাশ্রুতে [রাবণের] পুষ্পকরথ পরিপূর্ণ হইল ॥ ৫ ॥

সেই বিমানমধ্যে শত শত নাগকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা, মহর্ষিকন্যা, দৈত্যকন্যা এবং দানবকন্যা ক্রন্দন করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

দীর্ঘকেশী, সুন্দরাঙ্গী, পূর্ণচন্দ্রমুখী, সুপীনস্তনতটশালিনী, মধ্যদেশে হীরকযুক্ত বেদীর ন্যায় দীপ্তিমতী, রথকূবরসদৃশ নিতম্বদেশদ্বারা মনোহারিণী, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় প্রভাশালিনী, সুরসুন্দরীর ন্যায় সেই সুমধ্যমা কন্যাগণ শোক, দুঃখ এবং ভয়ে বিত্রস্ত হইয়া উঠিল ॥ ৭-৮ ॥

তখন তাহাদের নিশ্বাসবায়ুদ্বারা সর্ব্বতোভাবে উত্তাপিত হইয়া সেই তেজোময় পুষ্পকরথ অম্বরীষের (ভর্জ্জনপাত্রের, ভাজনা-খোলার) ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥

১। ছ '-নপ্র-'।

দশগ্রীববশং প্রাপ্তাস্তাস্তু শোকাকুলাঃ স্ত্রিয়ঃ।
দীনবক্ত্রেক্ষণাঃ শ্যামা[1] মৃগ্যঃ সিংহবশা ইব ॥ ১০ ॥
কাচিত্ত্বচিন্তয়ত্তত্র[2] কিন্নু মাং ভক্ষয়িষ্যতি।
কাচিদ্দধ্যৌ সুদুঃখার্ত্তা অপি মাং মারয়েদয়ম্ ॥ ১১ ॥
ইতি মাতৄঃ পিতৄন্[3] স্মৃত্বা ভর্ত্তৄন্ ভ্রাতৄংস্তথৈব চ।
দুঃখশোকসমাবিষ্টা বিলেপুঃ সহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১২ ॥
কথং নু খলু মে পুত্রো ভবিষ্যতি ময়া বিনা।
কথং মাতা কথং ভ্রাতা নিমগ্নাঃ শোকসাগরে ॥ ১৩ ॥
হা কথং নু ভবিষ্যামি[4] ভর্ত্তুস্তস্মাদহং বিনা।
মৃত্যো প্রসাদয়ামি ত্বাং নয় মাং দুঃখভাগিনীম্ ॥ ১৪ ॥

১৩। লো-টী। ময়া বিনা মে পুত্রঃ কথং নু ভবিষ্যতি মরণাবস্থাং প্রাপ্স্যতি।
১৪। লো-টী। প্রসাদয়ামি প্রার্থয়ামি।

সেই দীনবদনা কাতরনয়না শ্যামা ললনাগণ রাবণের বশীভূতা হইয়া সিংহাক্রান্তা হরিণীর ন্যায় শোকাকুলা হইল ॥ ১০ ॥

তখন কোন দুঃখিতা রমণী ভাবিতে লাগিল, এই রাবণ কি আমাকে খাইয়া ফেলিবে? কেহ চিন্তা করিতে লাগিল, রাবণ কি আমাকে মারিয়া ফেলিবে? ॥ ১১ ॥

সেই রমণীগণ শোক এবং দুঃখে আকুল হইয়া মাতা, পিতা, পতি এবং ভ্রাতাদিগকে স্মরণ করত মিলিত হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিল—॥ ১২ ॥

হায়, আমার বিরহে আমার পুত্রের কি দশা হইবে এবং আমার মাতা এবং ভ্রাতাও আমাকে না দেখিয়া কিরূপ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন? ॥ ১৩ ॥

হায়, আমি আমার সেই পতি বিনা কিরূপে জীবিত থাকিব? হে মৃত্যু, তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এই দুঃখভাগিনী আমাকে লইয়া যাও ॥ ১৪ ॥

১। ছ 'ক্ষামা'। ২। ছ 'কাচিচ্চিন্তয়তী তত্র'। ৩। ছ 'মাতৄপিতৄন্'। ৪। ছ 'করিষ্যামি'।

কিন্নু তদ্দুষ্কৃতং কর্ম্ম পুরা দেহান্তরে কৃতম্ ।

যেন স্মো দুঃখিতাঃ সর্ব্বাঃ পতিতাঃ শোকসাগরে ॥ ১৫ ॥

ন খল্বিদানীং পশ্যামো দুঃখস্যাস্যান্তমাত্মনঃ ।

অহো ধিঙ্ মানুষং লোকং ন খল্বস্ত্যপরোঽধমঃ ॥ ১৬ ॥[1]

যদ্দুর্ব্বলা[2] বলবতা বান্ধবা[3] রাবণেন নঃ ।

সূর্য্যেণোদয়তা কালে নক্ষত্রাণীব নাশিতাঃ ॥ ১৭ ॥

অহো সুবলবদ্রক্ষো বধোপায়েষু রজ্যতে ।

অহো দুর্ব্বৃত্তমাস্থায় নাত্মানং বৈ জুগুপ্সতে ॥ ১৮ ॥

সর্ব্বথা সদৃশস্তাবদ্বিক্রমোঽস্য দুরাত্মনঃ ।

ইদং ত্বসদৃশং কর্ম্ম পরদারাভিমর্ষণম্ ॥ ১৯ ॥

১৭ । লো-টী । নো বান্ধবাঃ ।
১৯ । লো-টী । স ব্রহ্মবরঃ সদৃশো যোগ্যঃ ।

পূর্ব্বে দেহান্তরে কি মন্দকার্য্য করিয়াছি, যাহার ফলে আমরা সকলে শোকসাগরে পতিত হইয়া দুঃখভোগ করিতেছি ॥ ১৫ ॥

এখন নিজ নিজ দুঃখের অবসান দেখিতে পাইতেছি না ; অহো, মনুষ্যলোককে ধিক্, ইহা হইতে আর অধম লোক নাই ॥ ১৬ ॥

কারণ, যথাসময়ে সূর্য্য উদিত হইয়া যেমন নক্ষত্রগণকে বিনাশ করেন, বলবান্ রাবণ আমাদের দুর্ব্বল বান্ধবগণকে সেইরূপ বধ করিয়াছে ॥ ১৭ ॥

অতিশয় বলবান্ রাক্ষস রাবণ বধসম্পাদক পাপকার্য্যে লিপ্ত হইতেছে, দুর্ব্বৃত্তের আচরণ করিয়াও নিজেকে নিন্দিত মনে করিতেছে না ॥ ১৮ ॥

এই দুরাত্মার পরাক্রম সর্ব্বপ্রকারে [ব্রহ্মার বরের] অনুরূপ ; কিন্তু এই পরস্ত্রীধর্ষণ অতিশয় বিসদৃশ কার্য্য ॥ ১৯ ॥

১ । ছ 'নাস্তি খল্বধমঃ পরঃ' । ২ । চ 'যে দুর্ব্বলা' । ৩ । ছ 'ভর্ত্তারো' ।

যস্মাদেষ পরস্ত্রীষু রমতে রাক্ষসাধমঃ।
তস্মাদ্বৈ স্ত্রীকৃতেনৈব বধং প্রাপ্স্যতি দুর্ম্মতিঃ[1] ॥ ২০ ॥
শপ্তঃ স্ত্রীভিঃ স তু সমং হতৌজা ইব নিষ্প্রভঃ।
পতিব্রতাভিঃ সাধ্বীভির্বভূব বিমনা ইব ॥ ২১ ॥
এবং বিলপিতং তাসাং শৃণ্বন্ রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং পূজ্যমানো নিশাচরৈঃ ॥ ২২ ॥
এতস্মিন্নন্তরে ঘোরা রাক্ষসী কামরূপিণী।
সহসা পতিতা ভূমৌ ভগিনী রাবণস্য সা ॥ ২৩ ॥
তাং স্বসারং সমুত্থাপ্য রাবণঃ পরিসান্ত্বয়ন্।
অব্রবীৎ কিমিদং ভদ্রে বক্তুকামাসি মাং দ্রুতম্[2] ॥ ২৪ ॥

২১। লো-টী। সমম্ একদৈব।

যেহেতু এই রাক্ষসাধম পরস্ত্রীতে রমণ করিতেছে, সেই হেতু এই দুর্ম্মতি রাক্ষস স্ত্রীলোকের জন্য নিধনপ্রাপ্ত হইবে ॥ ২০ ॥

রাবণ সুচরিত্রা পতিব্রতা রমণীগণ কর্ত্তৃক এককালে অভিশপ্ত হইয়া নিস্তেজ-ব্যক্তির ন্যায় নিষ্প্রভ এবং যেন বিমনাঃ হইল ॥ ২১ ॥

রাক্ষস রাবণ তাহাদিগের এইরূপ বিলাপবাক্য শুনিতে শুনিতে রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিল ॥ ২২ ॥

এই সময়ে রাবণের ভগিনী কামরূপিণী বিকটাকৃতি রাক্ষসী হঠাৎ ভূতলে পতিত হইল ॥ ২৩ ॥

রাবণ সেই ভগিনীকে উঠাইয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক বলিল, ভদ্রে, এ কি! তুমি তাড়াতাড়ি আমাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছ? ॥ ২৪ ॥

১। অতঃ পরম্ ছ 'সতীভির্ব্বরনারীভিরেবং বাক্যে হ্যদীরিতে। নেদুর্দ্দুন্দুভয়ঃ খস্থাঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত চ'। ইত্যধিকম্। ২। ছ 'দৃঢ়ম্'।

সা বাষ্পপরিরুদ্ধাক্ষী রক্তাক্ষী বাক্যমব্রবীৎ।
কৃতাস্মি বিধবা রাজংস্ত্বয়া বলবতা বলাৎ ॥ ২৫
যে তে রাজংস্ত্বয়া বীর্য্যাদ্দৈত্যা বিনিহতা রণে।
কালকঞ্জা ইতিখ্যাতাঃ শতানি চ সহস্রশঃ[১] ॥ ২৬ ॥
প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়ান্ মে তত্র ভর্ত্তা মহাবলঃ।
সোঽপি ত্বয়া হতস্তাত রিপুণা ভ্রাতৃগন্ধিনা ॥ ২৭ ॥
তৎ ত্বয়াস্মি হতা রাজন্ স্বয়মেবেহ[২] বন্ধুনা।
রাজন্ বৈধব্যশব্দং চ ভোক্ষ্যামি ত্বৎকৃতে[৩] হ্যহম্ ॥ ২৮ ॥
নন্বু নাম ত্বয়া রক্ষ্যো জামাতা সমরেষ্বপি।
স ত্বয়া নিহতো যুদ্ধে স্বয়মেব ন লজ্জসে ॥ ২৯ ॥

২৫। লো-টী। বাষ্পেণ অশ্রুণা পরিরুদ্ধে ব্যাপ্তে অক্ষিণী যস্যাঃ সা।
২৭। লো-টী। ভ্রাতৃগন্ধিনা ভ্রাতেতি গন্ধঃ সম্বন্ধো বর্ত্ততে যস্য তেন, বস্তুতস্তু রিপুণা।
২৮। লো-টী। স্বয়মেব স্বীয়েন। যদ্বা, স্বয়ং স্বীয়াঽহম্। বক্ষ্যামি বহধাতোঃ প্রয়োগঃ।
২৯। লো-টী। জামাতা পিতুরিতি শেষঃ।

সেই বাষ্পাবরুদ্ধনেত্রা আরক্তনয়না রাক্ষসী বলিল, রাজন্, বলশালী আপনি বলপূর্ব্বক আমাকে বিধবা করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

রাজন্, আপনি বীর্য্যবলে কালকঞ্জনামে বিখ্যাত যে শত সহস্র দৈত্যকে বধ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মহাবলশালী আমার প্রাণাধিক স্বামী ছিলেন; ভ্রাতঃ! আপনি তাঁহাকেও বধ করিয়াছেন, সুতরাং আপনি কেবল সম্বন্ধমাত্রেই ভ্রাতা, কার্য্যতঃ শত্রু ॥ ২৬-২৭ ॥

রাজন্, অতএব আপনি বন্ধু হইলেও আপনাদ্বারাই আমি হতা হইলাম এবং আপনার জন্যই আমি বৈধব্য-সংজ্ঞা ভোগ করিব ॥ ২৮ ॥

যুদ্ধে [আপনার পিতার] জামাতাকে রক্ষা করাই আপনার

১। ছ 'সহস্রাণি চতুর্দ্দশ'। ২। ছ '-মেব হি'। ৩। ছ '-কৃতং হ্য-'।

এবমুক্তস্তয়া[১] রক্ষো ভগিন্যা ক্রোশমানয়া।
অব্রবীৎ সান্ত্বয়িত্বা তাং সামপূর্ব্বমিদং বচঃ॥ ৩০॥
অলং বৎসে রুদিত্বা তে ন ভেতব্যঞ্চ সর্ব্বশঃ।
দানমানপ্রসাদৈস্ত্বাং[২] তোষয়িষ্যামি যত্নতঃ॥ ৩১॥
যুদ্ধে প্রমত্তো ব্যাক্ষিপ্তো জয়াকাঙ্ক্ষী ক্ষিপন্ শরান্।
নাহমজ্ঞাসিষং যুধ্যন্ স্বান্ পরান্ বাপি সংযুগে॥ ৩২॥
জামাতরং ন জানে স্ম প্রহরন্ যুদ্ধদুর্ম্মদঃ।
তেনাসৌ নিহতঃ সংখ্যে ময়া ভর্ত্তা তব স্বসঃ[৩]॥ ৩৩॥
অস্মিন্ কালে তু যৎ প্রাপ্তং তৎ করিষ্যামি তে হিতম্।
ভ্রাতুরৈশ্বর্য্যসংস্থস্য[৪] খরস্য বস[৫] পার্শ্বতঃ॥ ৩৪॥

৩২। লো-টী। প্রমত্তো যুদ্ধোৎসাহবান্ ব্যাক্ষিপ্তঃ পরৈর্বিশেষেণ শরৈরাক্ষিপ্তঃ, যুদ্ধে কীদৃশে? সংযুগে সমকং [সমাক্?] যুগং যোধযুগলং যত্র তে (?) তথা 'পরান্ বা যদি বা স্বকানি'তি বা পাঠঃ।

৩৪-৩৫। লো-টী। চতুর্দ্দশানাং সহস্রাণাং রক্ষসামৈশ্বর্য্যসংস্থস্য ভ্রাতুরর্থান্মম ভ্রাতুঃ

কর্ত্তব্য, [তাহা না করিয়া] আপনি নিজেই তাঁহাকে বধ করিয়াছেন, তথাপি লজ্জিত হইতেছেন না॥ ২৯॥

রাবণ রোদনকারিণী সেই ভগিনীর এই কথা শুনিয়া তাহাকে সান্ত্বনাদান করিয়া মধুর বাক্যে বলিল—॥ ৩০॥

বৎসে, বিলাপ করিও না, তুমি কাহাকেও ভয় করিও না, দান, মান এবং প্রসাদনদ্বারা যত্নপূর্ব্বক আমি তোমার সন্তোষ বিধান করিব॥ ৩১॥

আমি যুদ্ধে জয়াভিলাষে প্রমত্ত এবং শত্রুর আঘাতে বিচলিত হইয়া শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রু-মিত্র বুঝিতে পারি নাই॥ ৩২॥

ভগিনি, আমি রণমত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলাম, জামাতাকে চিনিতে পারি নাই, সেইজন্য তোমার পতি যুদ্ধে আমার হস্তে নিহত হইয়াছেন॥ ৩৩॥

বর্ত্তমানে তোমার যে উপকার করা উচিত, তাহা আমি করিব; তুমি ঐশ্বর্য্যশালী ভ্রাতা খরের নিকট বাস কর॥ ৩৪॥

১। ছ '-ক্তো দশগ্রীবো'। ২। ছ '-প্রদানৈ-'। ৩। ছ 'ময়ম্'। ৪। ছ '-যুক্তস্য'। ৫। ছ 'ভব'।

চতুর্দ্দশানাং ভ্রাতা তে সহস্রাণাং ভবিষ্যতি।
প্রভুঃ প্রযাণে যানে চ রাক্ষসানাং মহৌজসাম্[1] ॥ ৩৫ ॥
[2]তত্র মাতৃষ্বসেয়স্তে ভ্রাতায়ং বৈ খরঃ প্রভুঃ।
ভবিষ্যতি তবাদেশং সদা কুর্ব্বন্ নিশাচরঃ ॥ ৩৬ ॥
শীঘ্রং গচ্ছত্বয়ং শূরো[3] দণ্ডকং পরিরক্ষিতুম্।
দূষণোঽস্য বলাধ্যক্ষো ভবিষ্যতি মহাবলঃ ॥ ৩৭ ॥
স হি শপ্তো বনোদ্দেশঃ ক্রুদ্ধেনোশনসা পুরা।
রাক্ষসানামধীবাসো[4] ভবেতি সুমহাত্মনাম্[5] ॥ ৩৮ ॥
তত্র তে বচনং শূরঃ করিষ্যতি সদা খরঃ।
রক্ষসাং কামরূপাণাং প্রভুরেষ ভবিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥

খরস্য ভ্রাতা দূষণস্তব পার্শ্বে ভবিষ্যতি স্থাস্যতি। তে তব স ভ্রাতা রাক্ষসানাং প্রয়াণে যুদ্ধাদৌ প্রেরণে, দানে প্রসাদরূপদানে, প্রভুরীশ্বরঃ।

৩৭। লো-টী। অস্য খরস্য বলাধ্যক্ষো বাহিনীপতির্দূষণঃ।

৩৮। লো-টী। বনোদ্দেশো বনপ্রদেশঃ। অয়ং দণ্ডকঃ।

তোমার সেই ভ্রাতা মহাবলশালী চতুর্দ্দশ-সহস্র রাক্ষসের যুদ্ধযাত্রা এবং যানবাহন বিষয়ে প্রভু হইবে ॥ ৩৫ ॥

তোমার মাতৃষ্বসেয় ভ্রাতা এই রাক্ষস 'খর' সর্ব্বদা তোমার আদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে থাকিবে ॥ ৩৬ ॥

এই বীর সত্বর দণ্ডকারণ্য রক্ষা করিতে গমন করুক, মহাবলশালী দূষণ ইহার সৈন্যাধ্যক্ষ হইবে ॥ ৩৭ ॥

পুরাকালে উশনাঃ ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অরণ্যপ্রদেশকে "বিশালকায় রাক্ষসদিগের বাসভূমি হও" এইরূপ শাপ দিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

এই বীর খর তথায় কামরূপী রাক্ষসদিগের প্রভু হইয়া সর্ব্বদা তোমার বাক্য

১। ছ 'মহাবলঃ'। ২। ছ অয়ং শ্লোকো নাস্তি। ৩। ছ 'বীরো'। ৪। ক '-মধিবাসো'। ৫। ছ 'ভবিষ্যতি মহাত্মনাম্'।

এবমুক্ত্বা দশগ্রীবঃ সৈন্যমস্যাদিদেশ হ[১]।
চতুর্দ্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং বীর্য্যশালিনাম্ ॥ ৪০ ॥
স তৈঃ পরিবৃতঃ সর্ব্বৈ রাক্ষসৈর্ভীমবিক্রমৈঃ[২]।
[৩]সমাগচ্ছৎ খরঃ শীঘ্রং দণ্ডকানকুতোভয়ঃ ॥ ৪১ ॥
স তত্র কারয়ামাস রাজ্যং নিহতকণ্টকম্।
সা চ শূর্পণখা তত্র ন্যবসদ্দণ্ডকে বনে ॥ ৪২ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে স্ত্রীপরিদেবিতং নাম
দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩২ ॥

৪০। লো-টী। বলশালিনাং বলং শালি শ্রেষ্ঠং যেষাং তে। 'শালী তু শ্রেষ্ঠঃ শ্রেয়ানি'তি রত্নমালা। 'বীর্য্যশালিনা'মিতি বা পাঠঃ।

স্ত্রীপরিদেবনম্। ক্বচিচ্চ খরযানম্ ॥ ৩২ ॥

প্রতিপালন করিবে ॥ ৩৯ ॥

রাবণ এইরূপ বলিয়া বীর্য্যবান্ চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে খরের সৈন্য হইতে আদেশ করিল ॥ ৪০ ॥

খর সেই সকল অতিশয় পরাক্রমশালী রাক্ষসসেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া অকুতোভয়ে অবিলম্বে দণ্ডকারণ্যে গমন করিল ॥ ৪১ ॥

সেই খর সেইস্থানে নিষ্কণ্টক রাজ্য স্থাপন করিল এবং শূর্পণখাও সেই দণ্ডকারণ্যে বাস করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে স্ত্রীপরিদেবন-নামক
৩২শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

১। ছ '-মস্য দি-'। ২। ছ '-র্ঘোরদর্শনৈঃ'। ৩। ছ 'অগচ্ছত'।

(৩৩) ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ

স তু দত্ত্বা দশগ্রীবো বলং ঘোরং খরস্য তৎ।
ভগিনীং চ সমাশ্বাস্য হৃষ্টঃ স্বস্থতরোঽভবৎ ॥ ১ ॥
ততো নিকুম্ভিলা নাম লঙ্কোপবনমুত্তমম্।
তদ্রাক্ষসেন্দ্রো বলবান্ প্রবিবেশ সহানুগঃ ॥ ২ ॥
ততো যূপশতাকীর্ণঃ সৌম্যচৈত্যোপশোভিতঃ।
দদৃশে বিষ্ঠিতো[১] যজ্ঞঃ শ্রিয়া সংপ্রজ্বলন্নিব ॥ ৩ ॥
ততঃ কৃষ্ণাম্বরধরং[২] কমণ্ডলুশিখিধ্বজম্।
দদর্শ স্বসুতং তত্র মেঘনাদং ভয়াবহম্ ॥ ৪ ॥

২। লো-টী। লঙ্কোপবনং কীদৃশম্? নিকুম্ভিলা নাম।

৩। লো-টী। সোমচিত্যোপশোভিতঃ সোমায় সোমযাগায় সোমপানায় বা যশ্চিত্যোঽগ্নিঃ তেন তথা। 'সৌম্যচৈত্যোপশোভিত' ইতি পাঠে সৌম্যং যৎ চৈত্যমায়তনং তেন শোভিতঃ বিষ্ঠিতঃ বিশেষেণ স্থিতঃ। শ্রিয়া অনুষ্ঠানশ্রিয়া।

৪। লো-টী। কমণ্ডলুশিখিধ্বজম্ কমণ্ডলুঃ শিখী শরশ্চ ধ্বজৌ চিহ্নৌ যস্য তম্। 'শিখী কেতুগ্রহে বর্হিঃশরাগ্নিবিষকুক্কুটে' ইতি ভূরি°।

রাবণ খরকে সেই ভীষণ বাহিনী প্রদান করিয়া ভগিনীকে আশ্বস্ত করত হৃষ্টচিত্ত এবং [বিশ্রাম পূর্ব্বক] অতিশয় সুস্থ হইল ॥ ১ ॥

তার পর সেই বলশালী রাক্ষসরাজ রাবণ অনুগামী জনগণ সমভিব্যাহারে নিকুম্ভিলানামক লঙ্কার রমণীয় উপবনমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ২ ॥

রাবণ দেখিল, অনুষ্ঠানশোভায় সমুজ্জ্বল সুন্দর আয়তনে সুশোভিত শতযূপ-সমাকীর্ণ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে ॥ ৩ ॥

পরে রাবণ কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিত শর এবং কমণ্ডলুধারী ভয়াবহ নিজপুত্র মেঘনাদকে তথায় দেখিতে পাইল ॥ ৪ ॥

১। ছ 'বিস্মিতো'। ২। ছ '-জিন-'।

তং সমাসাদ্য লঙ্কেশঃ পরিষ্বজ্য[১] চ বাহুভিঃ।
অব্রবীৎ কিমিদং বৎস বর্ত্ততে[২] ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥ ৫ ॥
উশনাস্ত্বব্রবীৎ তূর্ণং গুরুর্যজ্ঞসমৃদ্ধয়ে।
রাবণং রাক্ষসশ্রেষ্ঠং দ্বিজশ্রেষ্ঠো মহাতপাঃ ॥ ৬ ॥
প্রিয়ং ভবতু তে রাজন্ শ্রূয়তাং বচনং মম।
যজ্ঞাস্তে সপ্ত পুত্রেণ প্রাপ্তাঃ[৩] সুবহুবিস্তরাঃ ॥ ৭ ॥
অগ্নিষ্টোমোঽশ্বমেধশ্চ তথা বহুসুবর্ণকঃ।
রাজসূয়স্তথা যজ্ঞো গোসবো[৪] বৈষ্ণবস্তথা ॥ ৮ ॥
মাহেশ্বরে প্রবৃত্তে তু যজ্ঞে পুম্ভিঃ সুদুর্লভে।
[৫]বরাংস্তে লব্ধবান্ পুত্রঃ সাক্ষাৎ পশুপতেরিহ ॥ ৯ ।

৬। লো-টী। যজ্ঞসমৃদ্ধয়ে যজ্ঞসমৃদ্ধিং শ্রাবয়িতুম্।
৭। লো-টী। প্রিয়ং সুখমিত্যাশীর্ব্বাদঃ। বহুবিস্তরাঃ। বহবোঽঙ্গবিস্তরা যেষাং তে।
৮। লো-টী। বহুসুবর্ণকো নাম কশ্চন যজ্ঞঃ।

লঙ্কেশ্বর দশানন নিকটে গিয়া তাহাকে বাহুসকল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া বলিল, বৎস, ইহা কি কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহা যথাযথরূপে বল ॥ ৫ ॥

তখন মহাতপাঃ দ্বিজশ্রেষ্ঠ [দৈত্যকুল-] গুরু শুক্র যজ্ঞলব্ধ সমৃদ্ধির কথা শুনাইবার জন্য রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে দ্রুত বলিলেন— ॥ ৬ ॥

রাজন্, আপনার মঙ্গল হউক, আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন, আপনার পুত্র বহু অনুষ্ঠানসাধ্য সুদীর্ঘ সপ্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, বহুসুবর্ণক, রাজসূয়, গোসব, বৈষ্ণব ;—লোকদুর্লভ

১। ছ '-যজ্যাথ'। ২। ক '-সে'। ৩। ছ 'পুভিঃ সুদুর্লভাঃ'। ৪। ছ 'গোমেধো'। ৫। ছ 'বরং তে'।

কামগং স্যন্দনং দিব্যমন্তরীক্ষচরং শুভম্।

মায়াং চ তামসীং নাম তমসঃ প্রভবো যতঃ ॥ ১০ ॥

এতয়া কিল সংগ্রামে মায়য়া রাক্ষসেশ্বর।

[১]প্রযুক্তয়া গতিঃ শক্যা নহি বেত্তুং সুরাসুরৈঃ ॥ ১১ ॥

[২]অক্ষয়াবিষুধী বাণৈশ্চাপং চাপি সুদুর্জ্জয়ম্।

অস্ত্রাণি [৩]হি সমগ্রাণি[৪] শত্রুবিধ্বংসনানি চ ॥ ১২ ॥

এবং সর্ব্বান্ বরান্ লব্ধ্বা পুত্রস্তেঽয়ং দশানন।

মহাযজ্ঞসমাপ্তৌ চ ত্বৎপ্রতীক্ষঃ স্থিতো বিভো ॥ ১৩ ॥

ততোঽব্রবীদ্দশগ্রীবো ন শোভনমিদং কৃতম্।

পূজিতাঃ শত্রবো [৫]যস্মে হব্যৈরিন্দ্রপুরোগমাঃ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। যতো যস্যা মায়ায়াঃ।

১২। লো-টী। অস্ত্রাণি লব্ধবানিত্যনেন সম্বন্ধঃ।

১৩। লো-টী। ত্বয়ি প্রতীক্ষা অপেক্ষা যস্য সঃ।

মাহেশ্বর যজ্ঞ প্রবৃত্ত হইলে আপনার পুত্র মেঘনাদ এইস্থানে সাক্ষাৎ পশুপতির নিকট বিস্তর বর লাভ করিয়াছেন ॥ ৮-৯ ॥

হে রাক্ষসেশ্বর, আকাশচারী শুভাবহ কামগামী সুন্দর রথ এবং তামসী মায়া প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহা হইতে অন্ধকারের উৎপত্তি হয়। যুদ্ধে এই মায়া প্রয়োগ করিলে, দেবতা বা অসুরেরাও ইঁহার গতিবিধি জানিতে পারিবে না ॥ ১০-১১ ॥

প্রভো দশানন, আপনার এই পুত্র অদ্য যজ্ঞসমাপ্তিকালে অক্ষয় তূণীরদ্বয়, সুদুর্জ্জয় ধনুক এবং শরসমূহ, শত্রুবিনাশক সমগ্র অস্ত্র, এই সকল বরলাভ করিয়া আপনার অপেক্ষায় অবস্থান করিতেছেন ॥ ১২-১৩ ॥

পরে রাবণ বলিল, ইন্দ্রপ্রভৃতি আমার শত্রুদিগকে হব্য প্রদানদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ভাল কাজ করা হয় নাই ॥ ১৪ ॥

১। ছ 'সুযুদ্ধস্ত ন শক্যা বৈ গতির্জ্ঞাতুং'। ২। ছ ইদমন্যং নাস্তি। ৩। ছ 'চ'। ৪। ছ '-ত্রানি'। ৫। ছ 'দেবা'।

এহীদানীং কৃতং যত্তে ন কর্ত্তব্যমজানতা।
জহীহি সোম্য[১] গচ্ছামঃ স্বমেব ভবনং প্রতি ॥ ১৫ ॥
ততো গত্বা দশগ্রীবঃ সপুত্রঃ সবিভীষণঃ।
স্ত্রিয়োঽবতারয়ামাস[২] সর্ব্বাস্তা বাষ্পগদ্গদাঃ ॥ ১৬ ॥
দৈত্যোরগাণাং রত্নানি যান্যথো যক্ষরক্ষসাম্।
নানাভরণযুক্তানি ভাসমানানি তেজসা ॥ ১৭ ॥
বিভীষণোঽথ তা দৃষ্ট্বা নারীঃ শোকসমাকুলাঃ।
[৩]তাসাং তু বচনং শ্রুত্বা ধর্ম্মাত্মা বাক্যমব্রবীৎ[৪] ॥ ১৮ ॥
ঈদৃশৈস্তে সমাচারৈঃ কুলাত্মগুণনাশনৈঃ।
ধর্ষণং[৫] প্রাপিতা রাজন্ সমং হি বিনিপাতনম্[৬] ॥ ১৯ ॥

১৫। লো-টী। তে ত্বয়া অজানতা যৎ কৃতং তদিদানীং জহীহি, পুনর্ন কর্ত্তব্যম্। এহি আগচ্ছ।

১৬। লো-টী। শোকবিহ্বলাঃ শোকাকুলাঃ।

১৭। লো-টী। রত্নানি অবতারয়ামাসেতি পূর্ব্বক্রিয়য়ান্বয়ঃ।

১৯। লো-টী। কুলমধ্যে গুণশ্চ তেষাং নাশনৈঃ। ধর্ষণং পরিভবং প্রাপিতা বয়ম্। সমং হি বিনিপাতনং পরিভবঃ, যথা পরস্য ক্রিয়তে তথা আত্মনোঽপি ভবতি। 'বিনিপাতিতং' বা পাঠঃ।

বৎস, তুমি না জানিয়া যাহা করিয়াছ, তাহা এক্ষণে পরিত্যাগ কর ; [পুনরায় আর করিও না ;] এস, এখন আমরা স্বগৃহে গমন করি ॥ ১৫ ॥

পরে দশানন বিভীষণ এবং পুত্র সমভিব্যাহারে গৃহে যাইয়া সেই বাষ্পগদ্গদ (অর্থাৎ শোকাবেগে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে অস্ফুটস্বরে রোরুদ্যমান) রমণীগণকে এবং যক্ষ, রাক্ষস, দৈত্য এবং উরগগণের নানাবিধ অলঙ্কার ও ভাস্বর রত্নসমূহ [বিমান হইতে] অবতারিত করিল ॥ ১৬-১৭ ॥

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সেই শোকাচ্ছন্ন রমণীদিগকে দেখিয়া এবং তাহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন—॥ ১৮ ॥

রাজন্, বংশের এবং নিজের গুণনাশক আপনার এতাদৃশ ব্যবহার দ্বারা

১। ৺ 'সৌম্য'। ২। ছ 'ততস্তাঃ শোকবিক্লবাঃ'। ৩। ছ 'তস্য তৎকর্ম্ম বিজ্ঞায়'। ৪। ছ অতঃ পরম্ 'শ্রূয়তামস্য পাপস্য কর্ম্মণঃ ফলমাগতম্।' ইত্যধিকম্। ৫। ছ '-ণাং'। ৬। অতঃ পরম্ ছ 'পরান্ ধর্ষয়তা রাজন্ ধর্ষণা সমুপস্থিতা'। ইত্যধিকম্।

পরা হি[1] ধর্ষয়িত্বেমাস্ত্বয়ানীতা বরাঙ্গনাঃ।

তব চাক্রম্য মধুনা রাজন্ কুম্ভীনসী হৃতা ॥ ২০ ॥

রাবণস্ত্বব্রবীত্তত্র[2] কিমিদং না[3]ধিগম্যতে।

কো বায়ং যস্ত্বয়াখ্যাতো মধুরিত্যেব চোচ্যতে ॥ ২১ ॥

ততো বিভীষণঃ ক্রুদ্ধো ভ্রাতরং[4] বাক্যমব্রবীৎ।

শ্রূয়তামস্য পাপস্য কর্ম্মণঃ ফলমাগতম্ ॥ ২২ ॥

যোঽসৌ মাতামহোঽস্মাকং বৃদ্ধো বৈ রজনীচরঃ।

মাল্যবান্ নাম বিখ্যাতো জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা সুমালিনঃ ॥ ২৩ ॥

তাতো[5] জ্যেষ্ঠো জনন্যা হি যোঽসাব[6]স্মাকমার্য্যকঃ।

তস্য কুম্ভীনসী নাম দুহিতুর্দ্দুহিতাঽভবৎ ॥ ২৪ ॥

২১। লো-টী। সা মম ভগিনীতি ময়া নাধিগম্যতে ন জ্ঞায়তে।

২২। লো-টী। অস্য পাপস্য ত্বৎকৃতপরস্ত্রীধর্ষণরূপস্য।

২৪। লো-টী। আর্য্যকঃ পূজ্যো মাতামহঃ, তস্য দুহিতুঃ সুবেলায়া দুহিতা কুম্ভীনসী।

পরের পরাভবের ন্যায় আমরা নিজেরাও পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ১৯ ॥

হে রাজন্, আপনি এই সকল পরকীয়া সুন্দরী রমণীদিগকে বলাৎকার পূর্ব্বক আনিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমানে আপনাকে অবজ্ঞা করিয়া 'মধু'রাক্ষস আক্রমণপূর্ব্বক কুম্ভীনসীকে হরণ করিয়াছে ॥ ২০ ॥

তদুত্তরে রাবণ বলিল, ইহা কি [বলিতেছ] বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি যাহাকে 'মধু' বলিলে, সেই ব্যক্তিই বা কে ? ॥ ২১ ॥

তখন বিভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতাকে বলিলেন, শুনুন, আপনার এই পাপ-কার্য্যের ফল ফলিয়াছে ॥ ২২ ॥

সুমালীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা মাল্যবান্ নামে বিখ্যাত আমাদের মাতামহ সেই যে বৃদ্ধ

১। ছ 'যথা হি'। ২। ছ '-দ্বাক্যং'। ৩। ছ 'নাব-'। ৪। ছ 'রাবণং'। ৫। ছ 'জ্যেষ্ঠতাতো'।
৬। ছ 'যোঽসামস্মাক-(?)'।

মাতুঃষ্বসা[১] হি সাস্মাকং জাতা পুষ্পোৎকটা যতঃ।
ভ্রাতৄণাং ধর্ম্মতোঽস্মাকং সা শুভা ভবতি স্বসা ॥ ২৫ ॥
সা হৃতা মধুনা রাজন্নসুরেণ দুরাত্মনা।
যজ্ঞপ্রবৃত্তে তে পুত্রে[২] ময়ি চান্তর্জ্জলোষিতে ॥ ২৬ ॥
নিহত্য[৩] রাক্ষসশ্রেষ্ঠানমাত্যান্ বল্লভাংস্তব।
ধর্ষয়িত্বা হৃতা রাজন্ গুপ্তাপ্যন্তঃপুরে[৪] তব ॥ ২৭ ॥
শ্রুত্বাপ্যেতন্ময়া ক্ষান্তং পূর্ব্বমেব হতো ন সঃ।
যস্মাদবশ্যং দাতব্যা কন্যান্যস্মৈ স্ববন্ধুভিঃ ॥ ২৮ ॥

২৫। লো-টী। সা সুবেলা। যতঃ যস্যাঃ সুবেলায়াঃ পুষ্পোৎকটা জাতা।
২৬। লো-টী। তপোঽর্থম্ অন্তর্জলোষিতে ময়ি।
২৭। লো-টী। গুপ্তাপি, অন্তঃপুরম্ তৎস্থম্ জনং ধর্ষয়িত্বা রোদয়িত্বা।

রাক্ষস, যিনি মাতার জ্যেষ্ঠতাত বলিয়া আমাদের পূজনীয় মাতামহ, কুম্ভীনসী তাঁহার কন্যার (সুবেলার) কন্যা (দৌহিত্রী) ছিল ॥ ২৩-২৪ ॥

আমাদের সেই মাতৃষ্বসার (সুবেলার) গর্ভেই পুষ্পোৎকটা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই কল্যাণীয়া কুম্ভীনসী ধর্ম্মতঃ আমাদের ভ্রাতৃবর্গের ভগিনী ॥ ২৫ ॥

রাজন্, আপনার পুত্র যজ্ঞকার্য্যে নিরত হইলে এবং আমি [তপস্যার্থ] জলমধ্যে প্রবেশ করিলে দুরাত্মা 'মধু'রাক্ষস সেই কুম্ভীনসীকে হরণ করিয়াছে ॥ ২৬ ॥

মহারাজ, আপনার অন্তঃপুরে রক্ষিতা হইলেও, শ্রেষ্ঠ রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া এবং আপনার প্রিয় অমাত্যদিগকে পরাভূত করিয়া [মধু] তাহাকে হরণ করিয়াছে ॥ ২৭ ॥

ইহা শুনিয়াও আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়াছি, পূর্ব্বেই বধ করি নাই ; কারণ, অবিবাহিতা কুমারীকে তাহার বন্ধুগণের অবশ্যই অন্যের নিকট সম্প্রদান করিতে হইবে ॥ ২৮ ॥

১। ছ 'মাতৃষ্বসা'। ২। ছ 'পুত্রে তে'। ৩। ছ '-ত্যাংস্তব বল্লভান্'। ৪। ছ '-প্যন্তঃপুরে'।

[১] তদেতৎ কর্ম্মণস্তস্য পাপস্য ফলমাগতম্।
অস্মিন্নেব তু সংপ্রাপ্তং লোকে বিদিতমস্তু [২] তে ॥ ২৯ ॥
ততোঽব্রবীদ্দশগ্রীবঃ ক্রুদ্ধঃ সংরক্তলোচনঃ।
কল্প্যতাং মে রথঃ শীঘ্রং শূরাঃ সজ্জীভবন্তু নঃ ॥ ৩০ ॥
ইন্দ্রজিৎ কুম্ভকর্ণশ্চ যে চ মুখ্যা নিশাচরাঃ।
নানাপ্রহরণাঃ সর্ব্বে বাহনেম্বধিরোহত ॥ ৩১ ॥
অদ্য তং সমরে হত্বা মধুং রাবণনির্ভয়ম্।
ইন্দ্রলোকং গমিষ্যামি যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্বৃতঃ ॥ ৩২ ॥
ততো [৩] নির্জিত্য ত্রিদিবং বশং কৃত্বা পুরন্দরম্।
নির্ব্বৃতো বিচরিষ্যামি ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যদর্পিতঃ ॥ ৩৩ ॥

২৯। লো-টী। তস্য পরস্ত্রীহরণস্য, আগতম্ উপস্থিতম্, তদপি অস্মিন্নেব লোকে ইহৈব দেহে সম্প্রাপ্তমিতি তে তব বিদিতং জ্ঞাতমস্তু।

সেই [পরস্ত্রীহরণরূপ] পাপকার্য্যের এই [ভগিনীহরণরূপ] ফল ইহলোকেই প্রাপ্ত হইলেন, ইহা আপনি অবগত হউন ॥ ২৯ ॥

পরে দশানন ক্রোধে চক্ষুঃ রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, শীঘ্র আমার রথ সুসজ্জিত কর এবং বীরগণও সজ্জিত হউক ॥ ৩০ ॥

ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণ এবং অপরাপর প্রধান রাক্ষসগণ, তোমরা সকলেই নানাবিধ অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক বাহনে আরোহণ কর ॥ ৩১ ॥

অদ্য রাবণের নিকট নির্ভীক মধুকে যুদ্ধে বধ করিয়া বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধাভিলাষে ইন্দ্রলোকে গমন করিব ॥ ৩২ ॥

পরে স্বর্গ জয় করিয়া দেবরাজকে বশে আনয়ন করত ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যে মত্ত হইয়া সুখে বিচরণ করিতে থাকিব ॥ ৩৩ ॥

১। ছ 'তদেব'। ২। অতঃ পরং ছ 'বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্। দৌরাত্ম্যবায়ুনোদ্ধূতশ্চকম্প ইব সাগরঃ।' ইত্যধিকম্। ৩। ছ 'বিজিত্য ত্রি-'।

অক্ষৌহিণীসহস্রাণি তত্র চত্বারি রক্ষসাম্[১]।
নানায়ুধানাং[২] হৃষ্টানাং প্রযযুর্যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণাম্[৩] ॥ ৩৪ ॥
মেঘনাদস্তু সেনাগ্রে সৈনিকঃ প্রযযৌ তদা।
রাবণঃ পৃষ্ঠতো বীরঃ কুম্ভকর্ণশ্চ[৪] রাক্ষসঃ ॥ ৩৫ ॥
বিভীষণস্তু[৫] ধর্ম্মাত্মা লঙ্কায়াং ধর্ম্মমাচরৎ।
শেষাঃ[৬] সর্ব্বে মহাবেগা যযুর্ম্মধুবনং[৭] প্রতি ॥ ৩৬ ॥
রথৈর্নাগৈর্হয়ৈরুষ্ট্রৈঃ খরৈশ্চৈব মহারথৈঃ[৮]।
রাক্ষসাঃ প্রযযুঃ[৯] সর্ব্বে কৃত্বাকাশং নিরন্তরম্ ॥ ৩৭ ॥
দৈত্যাশ্চ বহবস্তত্র কৃতবৈরাঃ সুরৈঃ সহ।
রাবণং বীক্ষ্য গচ্ছন্তং তে চাপ্যনুসমীয়িরে ॥ ৩৮ ॥

৩৫। লো-টী। সৈনিকঃ সেনারক্ষঃ সেনাপতিরিতি যাবৎ। 'সৈনিকঃ সৈন্যরক্ষে স্যাৎ সেনায়াং সমবেতকে' ইতি কোষঃ।

৩৭। লো-টী। নিরন্তরং নিশ্ছিদ্রম্।

নানাবিধ অস্ত্রধারী আনন্দিত যুদ্ধাভিলাষী চারি সহস্র অক্ষৌহিণী রাক্ষস প্রস্থান করিল ॥ ৩৪ ॥

তখন মেঘনাদ সেনাপতি হইয়া সৈন্যগণের অগ্রে গমন করিল এবং বীর রাবণ ও রাক্ষস কুম্ভকর্ণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল ॥ ৩৫ ॥

কিন্তু ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ লঙ্কায় থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিলেন, মহাবেগশালী অবশিষ্ট রাক্ষসগণ মধুবনের প্রতি যাত্রা করিল ॥ ৩৬ ॥

রাক্ষসগণ রথ, হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, এবং গর্দ্দভবাহিত মহারথে আরোহণ করিয়া গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত করত প্রস্থান করিল ॥ ৩৭ ॥

দেবতাদিগের চিরশত্রু বহু দৈত্য রাবণকে গমন করিতে দেখিয়া তাহার

১। ছ 'রাক্ষসাঃ'। ২। ছ '-যুধাঃ প্রহৃষ্টাশ্চ'। ৩। ছ '-ণঃ'। ৪। ছ 'মধ্যতঃ'। ৫। ছ '-শ্চ লঙ্কায়াং ধর্ম্মাত্মা সংস্থিতো হি সঃ'। ৬। ছ 'তে তু'। ৭। ছ 'গতা মধুপুরং প্রতি'। ৮। ছ 'মনোহরৈঃ'। ৯। ছ 'নির্য্য-'।

স তু গত্বা মধুপুরং প্রবিশ্য চ দশাননঃ।

নাপশ্যৎ তং মধুং তত্র ভগিনীমেব চৈক্ষত ॥ ৩৯ ॥

সা চ প্রহ্বাঞ্জলির্ভূত্বা[১] শিরসা পাদয়োর্গতা।

তস্য রাক্ষসরাজস্য ত্রস্তা কুম্ভীনসী তদা ॥ ৪০ ॥

তাং সমুত্থাপয়মাস ন ভেতব্যমিতি ব্রুবন্।

রাবণো রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ কিঞ্চ বৈ[২] তে করোম্যহম্ ॥ ৪১ ॥

সাব্রবীদ্ যদি মে রাজন্ প্রসন্নস্ত্বং দশানন।

ভর্ত্তারং ন মমেহাদ্য হন্তুমর্হসি মানদ ॥ ৪২ ॥

সত্যবাগ্ ভব রাজেন্দ্র যাচমানামবেক্ষ মাম্।

ত্বয়োক্তাস্মি[৩] মহাবাহো ন ভেতব্যমিতি প্রভো ॥ ৪৩ ॥

৪০। লো-টী। প্রহ্বা কিঞ্চিদানতশিরাঃ প্রাঞ্জলিঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা। 'প্রহ্বাঞ্জলিং বদ্ধে'তি বা পাঠঃ।

৪২। লো-টী। ভর্ত্তারং হন্তুং নার্হসীতি বক্তব্যে 'ইহ অদ্যে'ত্যুক্তিঃ সন্ত্রাসে।

৪৩। লো-টী। স্বয়ং স্বয়মেব, ন তু পরমুখেণ।

অনুসরণ করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

রাবণ মধুপুরে গমনপূর্ব্বক তথায় প্রবেশ করিয়া সেই মধুকে দেখিতে পাইল না, কেবল ভগিনী কুম্ভীনসীকেই দেখিতে পাইল ॥ ৩৯ ॥

তখন সেই কুম্ভীনসী ভয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া অবনত মস্তকে ভ্রাতা রাক্ষসরাজের পদতলে মস্তক পাতিত করিয়া রাখিল ॥ ৪০ ॥

'ভয় নাই, তোমার কি [প্রিয়কার্য্য] করিব, [বল]' এই বলিয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ সেই কুম্ভীনসীকে উঠাইলেন ॥ ৪১ ॥

সেই কুম্ভীনসী রাবণকে বলিল, এখনই এইস্থানে আমার মানরক্ষক মহারাজ দশানন, যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমার পতিকে বধ করিবেন না ॥ ৪২ ॥

হে রাজেন্দ্র, আপনি প্রার্থনাকারিণী আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া

১। ছ 'সা প্রহ্বা প্রাঞ্জলি-'। ২। ছ 'তে করবাণ্যহম্'। ৩। ছ 'স্বয়ম্'।

[১]রাবণোঽথাব্রবীদ্দৃষ্টঃ স্বসারমভিতঃ স্থিতাম্।
ক তে ভর্ত্তা গতো ভদ্রে তন্মে শীঘ্রং নিবেদয় ॥ ৪৪ ॥
তেন সার্দ্ধং প্রযাস্যামি সুরাণাং বিজয়ায় বৈ।
তব কারুণ্য-সৌহার্দ্দান্নিবৃত্তোঽস্মি মধোর্ব্বধাৎ ॥ ৪৫ ॥
[২]শয়নে তং প্রসুপ্তং তু সমুত্থাপ্য তদাসুরম্।
অব্রবীৎ সংপ্রহৃষ্টা সা রাক্ষসী সুবিচক্ষণা ॥ ৪৬ ॥
এষ প্রাপ্তো দশগ্রীবো ভ্রাতা মম নিশাচরঃ।
দেবলোকজয়াকাঙ্ক্ষী সহায়ং ত্বাং বৃণোতি হি ॥ ৪৭ ॥
[৩]তদস্য ত্বং সহায়ার্থং রক্ষঃসম্বন্ধিনো ব্রজ।
স্নিগ্ধস্য ভজমানস্য যুক্তমর্থায় কল্পিতুম্ ॥ ৪৮ ॥

৪৪। লো-টী। অভিতঃ সম্মুখে অন্তিকে বা। 'অভিতঃ শীঘ্র-সাকল্য-সংমুখোভয়তোঽন্তিকে' ইতি কোষঃ। নিবেদয় বিজ্ঞাপয় দর্শয়েতি বা।

৪৫। লো-টী। বিজয়ায় বিজেতুং সুরমিত্যর্থঃ। কারুণ্যাৎ কৃপাতঃ, সৌহার্দ্দাৎ ভগিনীস্নেহাৎ।

৪৮। লো-টী। তস্য তব রক্ষঃসম্বন্ধিনঃ রাক্ষসস্য শ্যালস্য অর্থায় প্রয়োজনায় কল্পিতুং কর্ত্তুং যুক্তমুচিতম্।

সত্যবাদী হউন। হে মহাবাহো, হে প্রভো! আপনি আমাকে 'ভয় নাই' [এই কথা] বলিয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

অনন্তর রাবণ প্রীত হইয়া সমীপবর্ত্তিনী ভগিনীকে বলিল, ভদ্রে, তোমার স্বামী কোথায় আছে তাহা আমাকে শীঘ্র বল ॥ ৪৪ ॥

আমি তাহার সহিত দেবতাদিগকে জয় করিতে যাইব। তোমার প্রতি কৃপা এবং সৌহার্দ্দবশতঃ 'মধু'র বধসাধনে নিবৃত্ত হইলাম (অর্থাৎ মধুকে বধ করিলাম না) ॥ ৪৫ ॥

তখন সেই সুচতুরা রাক্ষসী শয্যায় নিদ্রিত মধু-রাক্ষসকে উঠাইয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিল—॥ ৪৬ ॥

এই আমার ভ্রাতা রাক্ষস রাবণ আসিয়াছেন। তিনি দেবলোকের জয়াভিলাষী হইয়া তোমাকে সহায়রূপে বরণ করিতেছেন ॥ ৪৭ ॥

অতএব তুমি এই রাক্ষস শ্যালকের সাহায্যার্থ গমন কর। স্নেহপরায়ণ

১। ছ '-থাব্রবীদ্বাক্যং ততঃ কুম্ভীনসীং বলী'। ২। ছ 'ততঃ শয়ানং শয়নে'। ৩। ছ 'তস্য ত্বং তু'।

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা তথেত্যাহ স তাং মধুঃ।
[১]দদর্শ রাক্ষসশ্রেষ্ঠং যথান্যায়মুপেত্য সঃ।
পূজয়ামাস ধর্ম্মেণ রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্[২] ॥ ৪৯ ॥
[৩]প্রাপ্য পূজাং দশগ্রীবো মধুবেশ্মনি[৪] বীর্য্যবান্।
[৫]উষিত্বৈকাং নিশাং তত্র গমনায়োপচক্রমে ॥ ৫০ ॥
ততঃ কৈলাসমাসাদ্য শৈলং বৈশ্রবণালয়ম্।
রাক্ষসেন্দ্রো মহেন্দ্রাভঃ সসৈন্যং সমুপাবিশৎ ॥ ৫১ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মধুপুরগমনং নাম
ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

৪৯। লো-টী। ধর্ম্মেণ আতিথ্যধর্ম্মেণ।

মধুপুরগমনম্ ॥ ৩৩ ॥

অনুরক্ত ব্যক্তির (অর্থাৎ স্নেহবশতঃ তোমার প্রতি জামাতৃভাব পোষণকারীর) উপকার করা উচিত ॥ ৪৮ ॥

সেই মধু তাহার (স্ত্রীর) সেই কথা শুনিয়া 'তাহাই করিব' এইরূপ তাহাকে বলিল। অবশেষে সেই মধুদৈত্য যথারীতি সমীপে যাইয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে দেখিয়া আতিথ্য ধর্ম্মানুসারে তাহার সৎকার করিল ॥ ৪৯ ॥

বীর্য্যবান্ দশানন 'মধু'র গৃহে সম্মান লাভ করিয়া তথায় এক রাত্রি বাস করিয়া গমন করিতে উদ্যত হইল ॥ ৫০ ॥

পরে মহেন্দ্রতুল্য রাক্ষসেন্দ্র রাবণ বৈশ্রবণের বাসভূমি কৈলাসপর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া সৈন্যগণের সহিত অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৫১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মধুপুরগমন-নামক
৩৩শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

১। ছ 'দৃষ্ট্বা চ রাবণং তত্র সমেত্য চ যথাবিধি'। ২। ছ 'রাক্ষসর্ষভম্'। ৩। ছ 'প্রাপ্যৈব তু'। ৪। ছ 'মধোস্ত গৃহমুত্তমম্'। ৫। ছ 'তত্র চৈকাং নিশামুষ্য'।

(৩৪) চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ

স তু তত্র দশগ্রীবঃ সহ সৈন্যেন বীর্য্যবান্ ।
অস্তং প্রাপ্তে দিনকরে নিবাসং সমরোচয়ৎ ॥ ১ ॥
উদিতে বিমলে চন্দ্রে সবিতুস্তুল্যবর্চ্চসি ।
প্রসুপ্তে চ [১]মহাসৈন্যে নানাপ্রহরণায়ুধে ॥ ২ ॥
[২]রাবণঃ সুমহাবীর্য্যো নিষণ্ণঃ শৈলমূর্দ্ধনি ।
[৩]অপশ্যচ্চ বহূন্ ভাবান্ [৪]প্রদোষে বিমলে গিরৌ ॥ ৩ ॥
কর্ণিকারব[৫]নৈর্দ্দিব্যৈঃ কদম্বগহ[৬]নৈস্তথা ।
পদ্মিনীভিঃ সরিদ্ভিশ্চ মন্দাকিন্যাদিভি[৭]র্যুতে ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। অস্তম্ অস্তাচলম্ ।

২। লো-টী। সবিতুরিত্যনেন পৌর্ণমাসীদিনং সূচ্যতে।

৩। লো-টী। [নন্দনং হর্ষজনকং বনমিতি শেষঃ।] প্রদোষবিমলে প্রদোষঃ পূর্ণিমোপলক্ষিতঃ কালস্তেন।

৪। লো-টী। বনং বিশিনষ্টি—কর্ণীতি। কদম্বগহনৈঃ নিবিড়কদম্বৈঃ, পদ্মিনীভিঃ প্রশস্তপদ্মাভিঃ।

সূর্য্য অস্তগমন করিলে সেই বীর্য্যশালী রাবণ সেনাগণের সহিত তথায় বাস করিবার অভিলাষ করিল ॥ ১ ॥

পরে সূর্য্যতুল্য কিরণসম্পন্ন নির্ম্মল চন্দ্র উদিত হইলে এবং নানাবিধ প্রহরণধারী আয়ুধসমন্বিত সৈন্যসমূহ নিদ্রিত হইলে মহাবীর্য্যশালী রাবণ পর্ব্বতশিখরে উপবিষ্ট হইয়া রাত্রিকালে নির্ম্মল পর্ব্বতে বহু পদার্থ দেখিতে লাগিল ॥ ২-৩ ॥

রমণীয় কর্ণিকারবন, নিবিড় কদম্ববৃক্ষ এবং পদ্মবনশোভিত মন্দাকিনী

১। ছ '-স্থিতে'। ২। ছ '-শস্তু মহা-'। ৩। ছ '-শ্যৎ স চ তত্রস্থঃ'। ৪। ছ '-ষবি-'। ৫। ছ '-বনং দিব্যং' ৬। ছ '-নস্তথা'। ৭। ছ '-যু্তম্'।

প্রববৌ চ সুখো বায়ুঃ পুষ্পগন্ধবহঃ শুচিঃ।

তস্মিন্ গিরিবরে রম্যে চন্দ্রপাদোপশোভিতে ॥ ৫ ॥

ঘণ্টানামিব [১]সন্নাদঃ শুশ্রুবে মধুরস্বনঃ।

[২]গায়ন্তীনাং নৃত্যন্তীনাং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং প্রভো ॥ ৬ ॥

[৩]ববৃষুঃ পুষ্পবর্ষাণি নাগাঃ পবনঘূর্ণিতাঃ।

[৪]বাসয়ন্তোঽথ শৈলং তং মধুমাধবগন্ধিনঃ ॥ ৭ ॥

স তু পুষ্পসমৃদ্ধ্যা চ শিশিরস্যানিলস্য চ।

প্রবৃত্তায়াং রজন্যাং তু চন্দ্রস্যোদয়নং প্রতি ॥ ৮ ॥

রাবণঃ সুমহা[৫]বীর্য্যঃ কামমোহবশং গতঃ।

বিনিশ্বস্য বিনিশ্বস্য চন্দ্রং মুহুরুদৈক্ষত ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। চন্দ্রপাদাশ্চন্দ্ররশ্ময়ঃ।

[৬। লো-টী।] গায়তাং গায়ন্তীনাম্ উপ অধিকং নৃত্যং যাসাং তাসাম্।

৭। লো-টী। মধুমাধবগন্ধিনঃ চৈত্রবৈশাখসম্বন্ধিন ইব সম্বন্ধিনঃ। 'গন্ধো গন্ধক আমোদে লেশে সম্বন্ধগর্ব্বয়ো'রিতি ভূরি০। যদ্বা, মধুমাধবীয়ানাং পুষ্পিতবৃক্ষাণাং গন্ধা ইব গন্ধা যেষু তে। 'মধুমাধবমাসনিমিত্তকগন্ধবন্ত' ইতি সর্ব্বজ্ঞঃ।

৮। লো-টী। শিশিরস্য শীতলস্য।

প্রভৃতি নদীবিশিষ্ট চন্দ্রকিরণশোভিত মনোরম সেই শ্রেষ্ঠ কৈলাসপর্ব্বতে পুষ্পগন্ধবাহী পবিত্র সুখকর বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৪-৫ ॥

হে প্রভো, তথায় নৃত্যগীতপরায়ণা গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণের মধুর স্বর ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় শুনা যাইতে লাগিল ॥ ৬ ॥

বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত বসন্তকালীন বৃক্ষসমূহ সেই কৈলাস পর্ব্বতকে সুরভিত করিয়া পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

[ক্রমশঃ] রাত্রি হইলে পুষ্পের সমৃদ্ধি, শীতল বায়ুর প্রবাহ এবং চন্দ্রের

১। ছ 'সংহ্লাদঃ'। ২। ছ 'গায়তামুপনৃত্তানাং'। ৩। ছ 'ববৃষুঃ'। ৪। ছ '-ন্তীব তং শৈলং'। ৫। ছ '-তেজাঃ'।

এতস্মিন্নন্তরে রাম দিব্যমাল্যানুলেপনা।
সর্ব্বাপ্সরোবরা রম্ভা গচ্ছন্তী তেন লক্ষিতা ॥ ১০ ॥
কৃতৈর্ব্বিশেষকৈর্গাত্রৈঃ[1] সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোজ্জ্বলৈঃ।
বিভ্রতী কান্তিমদ্রূপং কান্তা কান্তিমতীং শ্রিয়ম্[2]।
নীলতোয়দবর্ণেন সা পটেনাবগুণ্ঠিতা ॥ ১১ ॥
বক্ত্রমস্যাঃ[3] শশিপ্রখ্যং ভ্রুবৌ[4] চাপনিভে শুভে।
ঊরূ করিকরাকরৌ করৌ পল্লবকোমলৌ।
গাত্রং[5] চামীকরপ্রখ্যং শ্রোণী পুলিনবিস্তৃতা ॥ ১২ ॥

১০। লো-টী। হে রাম, লক্ষিতা দৃষ্টা।

১১। লো-টী। বিশেষকৈস্তিলকৈঃ কৃতৈর্বগৈঃ [বৈশৈঃ ?] কান্তিমদ্রূপং বিভ্রতী। বিশেষকৈঃ কীদৃশৈঃ ? সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোজ্জ্বলৈঃ। 'বিশেষকোঽস্ত্রী তিলকে বিশেষয়িতরি ত্রিষ্বি'তি কোষঃ। যদ্বা, বিশেষকৈঃ বিশেষয়িতৃভিঃ, বেশবিশেষকর্ত্তৃভিঃ জনৈঃ কৃতৈর্বৈশৈস্তৈঃ সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোজ্জ্বলৈঃ। 'বিশেষকৈর্গাত্রৈ'রিতি পাঠে কৃতৈর্বিশেষকৈঃ গাত্রৈরঙ্গাবয়বৈশ্চ সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোজ্জ্বলৈর্বিশিষ্টাম্। 'আর্দ্রৈ'রিতি পাঠে বিশেষকবিশেষণম্। পুনঃ কীদৃশী ? কান্তিং চন্দ্রস্য দ্যুতিং প্রভাং সূর্য্যস্য শ্রিয়মলঙ্কারস্য চ প্রভাম্ অতি অতিক্রম্য কান্তিমদ্রূপং বিভ্রতী। 'কান্তিদ্যুতি'মিতি পাঠে কান্তিযুক্তা দ্যুতিস্তাং কান্তিং দ্যুতিঞ্চেত্যর্থঃ। অবগুণ্ঠিতা বেষ্টিতা।

[১২। লো-টী।] লতোপমং লতামিব ক্ষীণম্। 'চাপতলোপম'মিতি পাঠে চাপস্য কার্ম্মুকস্য তলং মধ্যং তদুপমমিতি সর্ব্বজ্ঞঃ। বিপুলা বিস্তৃতা চ।

উদয়ে সেই মহাবীর্য্যশালী রাবণ কামের বশীভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ নিশ্বাস ছাড়িয়া বারংবার চন্দ্রকে দেখিতে লাগিল ॥ ৮-৯ ॥

হে রাম, এই সময়ে রাবণ দেখিতে পাইল, মনোহর মাল্যধারিণী এবং দিব্য অনুলেপনে অনুলিপ্তা অপ্সরঃপ্রধানা রম্ভা সমস্ত ঋতুর পুষ্প এবং হরিচন্দনরচিত তিলকাদি চিত্রদ্বারা শোভিত শরীরে সমুজ্জ্বল রূপ-লাবণ্য ধারণ করিয়া নীলবর্ণ বসনে অবগুণ্ঠিতা হইয়া [অভিসারে] যাইতেছে ॥ ১০-১১ ॥

তাহার বদন চন্দ্রতুল্য সুন্দর, ভ্রূযুগল ধনুর ন্যায় আয়ত,. ঊরুদ্বয় হস্তিশুণ্ডের

১। ছ '-রার্দ্রৈঃ'। ২। ছ 'কান্তিদ্যুতিসমাশ্রিয়ম্'। ৩। ছ 'বক্ত্রং যস্যাঃ'। ৪। ছ 'মধ্যং চাপি লতোপমম্'। ৫। ছ ইতঃ পাদাষ্টকং নাস্তি।

পাদাবপ্যরবিন্দাভাবঙ্গুলী শুভলক্ষণা।
রুতে বীণা গতৌ হংসী কুন্দপুষ্পনিভা দ্বিজাঃ॥ ১৩॥
ঈদৃশামপ্যুত্তমস্ত্রীণাং স্বর্গেঽপি বরবর্ণিনী।
বভাসে শ্রীর্দ্বিতীয়া সা কৃতা শ্রীরিব রূপিণী।
সৈন্যমধ্যেন সা রম্ভা শীঘ্রং গঙ্গেব গচ্ছতী॥ ১৪॥
তাং সমুত্থায় লঙ্কেশঃ কামবাণবলার্দ্দিতঃ।
করে গৃহীত্বা সব্রীড়াং বদনং বীক্ষ্য সোঽব্রবীৎ॥ ১৫॥
ক্ব গচ্ছসি বরারোহে কাং[১] সিদ্ধিং ভজসে স্বয়ম্।
কস্যাভ্যুদয়কালোঽদ্য যস্ত্বাং সমুপভোক্ষ্যতে॥ ১৬॥

১৩। লো-টী। রুতে বীণা ইব, গতৌ হংসীব।

১৪। লো-টী। স্বর্গে চ স্বর্গেঽপি বরবর্ণিনী স্ত্রীরত্নং সা রম্ভা দ্বিতীয়া শ্রীঃ, যতঃ রূপিণী শ্রীরিব বভাসে প্রকাশতে।

১৬। লো-টী। অভ্যুদয়কালঃ আনন্দকালঃ।

ন্যায়, করযুগল পল্লবের ন্যায় কোমল, গাত্র সুবর্ণসদৃশ (উজ্জ্বল), নিতম্বদেশ পুলিনের ন্যায় বিশাল, পদযুগল পদ্মের ন্যায় (মনোহর), অঙ্গুলীসকল সুলক্ষণাক্রান্ত, কণ্ঠস্বর বীণার ন্যায় (মধুর), গমন হংসীর ন্যায় এবং দন্তরাশি কুন্দপুষ্পের ন্যায় সুন্দর॥ ১২-১৩॥

স্বর্গেও এতাদৃশ সুবিখ্যাত শ্রেষ্ঠ রমণীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা মূর্ত্তিমতী দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর ন্যায় সেই রম্ভা দ্রুতগামিনী গঙ্গার ন্যায় সৈন্যমধ্যে শোভা পাইতে লাগিল॥ ১৪॥

কামবাণে পীড়িত লঙ্কেশ্বর রাবণ উত্থিত হইয়া লজ্জিতা সেই রম্ভার হস্ত ধারণপূর্ব্বক মুখের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল—॥ ১৫॥

সুন্দরি, তুমি কোথায় যাইতেছ এবং স্বয়ং কাহার বাসনা চরিতার্থ করিতে উদ্যত হইয়াছ? আজ কাহার অভ্যুদয়কাল উপস্থিত যে তোমার সহিত রতিসম্ভোগ করিবে॥ ১৬॥

১। ছ 'রম্ভে ত্বং ব্রূহি তত্ত্বতঃ'।

মদ্বিশিষ্টতরঃ কোঽন্য ইন্দ্রো বিষ্ণুরথাশ্বিনৌ।
গচ্ছসি ত্বমতিক্রম্য যন্মাং তত্তে ন শোভনম্ ॥ ১৭ ॥
[2]বিশ্রম ত্বং বরারোহে শিলাতলমিদং শুভম্।
ত্রিষু লোকেষু ন হ্যস্তি যো মে [3]তুল্যঃ পরাক্রমে ॥ ১৮ ॥
[4]তদেষ প্রাঞ্জলিঃ প্রহ্বো যাচতে ত্বাং দশাননঃ।
যঃ প্রভুঃ সংবিভক্তা চ ত্রৈলোক্যস্য ভজস্ব মাম্ ॥ ১৯ ॥[5]
এবমুক্তা তু সা রম্ভা বেপমানাব্রবীদ্বচঃ।
স্নুষাহং [6]তব [7]মা চৈবং ভাষিষ্ঠাস্ত্বং হি মে গুরুঃ ॥ ২০ ॥

[লো-টী।] নিরন্তরৌ নিশ্ছিদ্রৌ।
১৯। লো-টী। সংবিভক্তা দানাদানকর্ত্তা।
২০। লো-টী। মা মাং মা ভাষিষ্ঠাঃ, গুরুঃ শ্বশুরঃ।

আমা অপেক্ষা বিশিষ্ট ব্যক্তি অপর কে? ইন্দ্র, বিষ্ণু, না অশ্বিনীকুমার? তুমি যে আমাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছ, ইহা তোমার শোভা পায় না ॥ ১৭ ॥

হে সুন্দরি, এই সুন্দর শিলাতল, তুমি ইহাতে বিশ্রাম কর; ত্রিভুবনে এতাদৃশ কেহ নাই, যিনি পরাক্রমে আমার সমকক্ষ ॥ ১৮ ॥

ত্রিভুবনের প্রভু এবং সম্যক্ বিভাগকারী এই দশানন বিনয় পূর্ব্বক করযোড়ে তোমার নিকট 'আমাকে ভজনা কর' এই প্রার্থনা করিতেছে ॥ ১৯ ॥

এই রূপ বলিলে [তাহা শুনিয়া] সেই রম্ভা কাঁপিতে কাঁপিতে এই কথা বলিল, আমি আপনার পুত্রবধূ এবং আপনি আমার শ্বশুর, অতএব এরূপ বলিবেন না ॥ ২০ ॥

১। ছ 'তদ্বি-'। ২। ছ '-মাত্মাং'। ৩। ছ 'তুল্যপরাক্রমঃ'। ৪। ক 'তদেব'। ৫। ছ 'কৃতাঞ্জলিঃ'। অতঃ পরং ছ 'অব্রবীৎ নার্হসে রাজন্ যাচিতুং ত্বং গুরুর্হি মে' ইত্যধিকম্। ৬। ছ 'রক্ষেন্দ্র'। ৭। ছ 'সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্'। অতঃ পরং 'অন্যেভ্যোঽহং ত্বয়া রক্ষ্যা নার্হসে বক্তুমীদৃশম্'। ইত্যধিকম্।

এবমুক্তো রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রত্যুবাচ শুভাননাম্।
কিং ত্বং[১] সুতস্য মে ভার্য্যা যেন মে ভবসি স্নুষা ॥ ২১ ॥
বাঢ়মিত্যেব তং রম্ভা প্রত্যুবাচ শুভাননা।
ধর্ম্মতস্তে সুতস্যাহং ভার্য্যা রাক্ষসপুঙ্গব ॥ ২২ ॥
পুত্রঃ প্রিয়তরঃ প্রাণৈর্ভ্রাতুর্ব্বৈশ্রবণস্য তে।
খ্যাতো যস্ত্রিষু লোকেষু নলকূবর ইত্যুত ॥ ২৩ ॥
ধর্ম্মতো যো ভবেদ্বিপ্রঃ ক্ষত্রিয়ো বীর্য্যতো ভবেৎ।
ক্রোধেন[২] যোঽগ্নিনা তুল্যঃ ক্ষান্ত্যা চ বসুধোপমঃ ॥ ২৪ ॥
তস্যাস্মি কৃতসঙ্কেতা লোকপালসুতস্য বৈ।
তমেব চ সমুদ্দিশ্য[৩] বিভূষণমিদং কৃতম্।
যথা তস্মাদ্বিনান্যত্র ভাবো মে ন প্রতিষ্ঠিতে[৪] ॥ ২৫ ॥

২১। লো-টী। কিম্‌শব্দোঽত্র অব্যয়ঃ, কিং সুতস্য ত্বং ভার্য্যা, যেন কারণেন।
২২। লো-টী। সুতস্য পুত্রস্যাহং ভার্য্যাস্মীতি। বাঢ়মিত্যেব স্বীকৃত্যৈব।
২৩। লো-টী। প্রাণৈঃ প্রাণেভ্যঃ। উত পাদপূরণে।
২৫। লো-টী। যথা যেন প্রকারেণ, ভাবশ্চিত্তম্।

ইহা শুনিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ সুমুখী রম্ভাকে বলিল, তুমি কি আমার পুত্রের ভার্য্যা, যে পুত্রবধূ হইবে? ॥ ২১ ॥

রম্ভা তাহাকে প্রত্যুত্তরে এইরূপ বলিল,—হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মানুসারে আমি আপনার পুত্রের ভার্য্যা ॥ ২২ ॥

আপনার ভ্রাতা কুবেরের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম নলকূবর নামে ত্রিভুবন-বিখ্যাত যে পুত্র আছেন, যিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণতুল্য, পরাক্রমে ক্ষত্রিয়তুল্য, ক্রোধে অগ্নিতুল্য এবং ক্ষমাগুণে পৃথিবীতুল্য, লোকপালপুত্র সেই নলকূবরের আমার সহিত সঙ্কেত হইয়াছে (অর্থাৎ তাঁহার সহিত মিলিত হইবার স্থান ও সময় নিরূপিত হইয়াছে), এবং তাঁহারই উদ্দেশে এই বেশভূষা করিয়াছি, নলকূবর ভিন্ন অন্য কাহারও উপর আমার আশক্তি নাই ॥ ২৩-২৫ ॥

১। ছ 'ত্বং'। ২। ছ 'ক্রোধতো'। ৩। ছ 'তমুদ্দিশ্য চ মে সর্ব্বং'। ৪। ক '-ষ্ঠি'।

তেন সত্যেন মাং রাজন্ মোক্তু মর্হস্যরিন্দম।
স সম্প্রতি হি[1] ধর্ম্মাত্মা মৎপ্রতীক্ষোঽবতিষ্ঠতে[2] ॥ ২৬ ॥
তন্ন বিঘ্নং সুতস্যেহ কর্ত্তু মর্হসি মুঞ্চ মাম্।
সদ্ভিরাচরিতং মার্গং গচ্ছ রাক্ষসপুঙ্গব ॥ ২৭ ॥
[3]ত্বং ময়া মাননীয়ো হি পালনীয়া ত্বয়াপ্যহম্।
এবম্প্রকারান্ সুবহূন্ যাচমানাং তপস্বিনীম্ ॥ ২৮ ॥
নির্ভর্ৎস্য বেপমানাং তাং প্রগৃহ্য চ বলাদ্বলী।
কামমোহপরীতাত্মা মৈথুনায়োপচক্রমে ॥ ২৯ ॥
সা বিমুক্তা ততো রম্ভা ভ্রষ্টমাল্যবিভূষণা।
গজেন্দ্রাক্রীড়মথিতা বাপীবাকুলতাং গতা ॥ ৩০ ॥

২৮। লো-টী। তপস্বিনীং তাপবতীম্।
৩০। লো-টী। ততো রাবণাৎ। গজেন্দ্রস্যাক্রীড়ন ক্রীড়েনেন মথিতা মর্দ্দিতা

হে অরিদমন, আপনি সেই সত্যরক্ষার জন্য আমাকে ছাড়িয়া দিন, বর্ত্তমানে সেই ধর্ম্মাত্মা নলকূবর আমার প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

অতএব এক্ষণে পুত্রের বিঘ্ন উৎপাদন করা উচিত নয়, হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, সাধুদিগের অবলম্বিত পথ অনুসরণ করুন, আমাকে ছাড়িয়া দিন ॥ ২৭ ॥

আপনাকে আমার মান্য করা উচিত এবং আমাকেও আপনার পালন করা উচিত। কামমোহান্ধ বলবান্ রাবণ এই প্রকার বহু প্রার্থনাকারিণী সেই কম্পিত-কলেবরা হতভাগিনী রম্ভাকে তিরস্কার করিয়া বলপূর্ব্বক ধারণ করত রমণ করিতে উদ্যত হইল ॥ ২৮-২৯ ॥

পরে রম্ভা রাবণের নিকট হইতে যখন মুক্তি লাভ করিল, তখন তাহার মাল্য এবং অলঙ্কার ভ্রষ্ট হইয়াছিল, সে হস্তিরাজগণের ক্রীড়ায় বিমথিত

১। ছ 'হি'। ২। ছ '-ত্তি'। ৩। ছ 'মাননীয়ো ময়া হি ত্বং পালনীয়া তথাস্মি তে'।

লুলিতালককেশান্তা করবেপিতপল্লবা।

পবনেন বিধূতেব লতা কুসুমশোভিতা ॥ ৩১ ॥

লজ্জয়া বেপমানাথ রম্ভা কৃতকরাঞ্জলিঃ। [১]

পতিতা শিরসা গত্বা যত্র বৈশ্রবণাত্মজঃ ॥ ৩২ ॥ [২]

তদবস্থাং চ তাং দৃষ্ট্বা মহাত্মা নলকূবরঃ।

অব্রবীৎ কিমিদং ভদ্রে পাদয়োঃ পতিতাসি মে ॥ ৩৩ ॥

সা তু নিশ্বসতী তত্র বেপমানা কৃতাঞ্জলিঃ।

তস্য সর্ব্বং যথাবৃত্তমাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥ ৩৪ ॥

৩১। লো-টী। লুলিতা বিকীর্ণা অলকাঃ কেশাশ্চ যস্যাঃ সা, 'লুলিতালককেশান্তে'তি পাঠে কেশান্তাঃ কেশপ্রান্তভাগাঃ করবেপিতপল্লবা বেপিতপল্লবৌ কম্পিতচ্ছদাবিব করৌ যস্যাঃ সা ইতি বিশেষণস্য পরনিপাতঃ।

৩১। লো-টী। তদা রম্ভাং 'তদবস্থাং' বা পাঠঃ।

দীর্ঘিকার ন্যায় আকুল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার চূর্ণকুন্তল ও কেশাগ্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় এবং করপল্লব কাঁপিতে থাকায় তাহাকে বায়ুসঞ্চালিতা পুষ্প-শোভিতা লতার ন্যায় দেখাইতেছিল ॥ ৩০-৩১ ॥

অনন্তর রম্ভা লজ্জায় কাঁপিতে কাঁপিতে করযোড়ে যে স্থানে কুবেরতনয় নলকূবর অবস্থান করিতেছিলেন সেই স্থানে গিয়া অবনত মস্তকে পতিত হইল ॥ ৩২ ॥

মহাত্মা নলকূবর তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, ভদ্রে, এ কি! তুমি আমার পদতলে পড়িলে কেন? ॥ ৩৩ ॥

তখন রম্ভা কাঁপিতে কাঁপিতে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার নিকটে যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমস্ত বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৪ ॥

১। ছ '-না চ'। ২। ছ 'পাদয়োঃ পতিতা গত্বা ততো বৈশ্রবণাত্মজম্'।

এষ এব[১] দশগ্রীবঃ প্রাপ্তো গন্তুং ত্রিপিষ্টপম্[২] ।
তেন সৈন্যসহায়েন নিশেয়ং[৩] পরিণাম্যতে ॥ ৩৫ ॥
আয়ান্তী তেন দৃষ্টাস্মি ত্বৎসকাশমরিন্দম ।
গৃহীত্বা চৈব পৃষ্টাহং[৪] কস্য ত্বমিতি রক্ষসা ॥ ৩৬ ॥
ময়া তু সত্যং[৫] কথিতং পৃচ্ছতো রাবণস্য হি[৬] ।
কামমোহাৎ তু তৎ সর্ব্বং ন কৃতং তেন মে বচঃ ॥ ৩৭
যাচ্যমানেন[৭] চ ময়া স্নুষা তেঽহমিতি প্রভো ।
তৎ সর্ব্বং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা বলাৎ তেনাস্মি ধর্ষিতা ॥ ৩৮ ॥

৩৫। লো-টী। হে দেব, যেন পথা ময়া গম্যতে তং পন্থানম্ এষ প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। তেন রাবণেন তত্র পরিণাম্যতে নীয়তে।

৩৭। লো-টী। পৃচ্ছতঃ স্থানে।

৩৮। লো-টী। তে তব স্নুষা পুত্রবধূরহমিতি ময়া যাচ্যমানেন উচ্যমানেনাপি তেন রাবণেন মে মম বচো ন কৃতম্।

প্রভো, এইমাত্র আমি রাবণের সম্মুখে পতিত হইয়াছিলাম, তিনি স্বর্গে গমন করিবার জন্য [পথিমধ্যে] সসৈন্যে এই রাত্রি যাপন করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥

হে শত্রুদমন, আপনার সমীপে আসিবার সময় সেই রাক্ষস রাবণ আমাকে দেখিয়া হস্তধারণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাহার অভিসারে যাইতেছ ? ॥ ৩৬ ॥

রাবণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাঁহার নিকট সত্য কথাই বলিলাম, তিনি কামজনিত মোহ বশতঃ আমার সেই সকল কথা গ্রাহ্য করিলেন না ॥ ৩৭ ॥

'হে প্রভো, আমি আপনার পুত্রবধূ' এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেও তিনি

১। ছ 'দেব'। ২। ছ 'ত্রিবি-'। ৩। ক 'নিঃশেষং পরিগম্যতে'। ৪। ছ 'পৃষ্টাহং'। ৫। ছ 'কথিতং সত্যং'। ৬। ছ 'হ'। ৭। ছ 'যাচমানোঽপি চ'।

১
এবং ত্বমপরাধং মে ক্ষন্তুমর্হসি সুব্রত।
২
নহি তুল্যং বলং সৌম্য স্ত্রিয়াশ্চ পুরুষস্য চ ॥ ৩৯ ॥
৩
শ্রুত্বা তদ্বচনং ক্রুদ্ধস্তদা বৈশ্রবণাত্মজঃ।
ধর্ষণাং তাং পরাং শ্রুত্বা ধ্যানং সংপ্রবিবেশ হ ॥ ৪০ ॥
গুরোস্তৎ কর্ম্ম বিজ্ঞায় তদা বৈশ্রবণাত্মজঃ।
৪
মুহূর্ত্তাৎ ক্রোধতাম্রাক্ষস্তোয়ং জগ্রাহ পাণিনা ॥ ৪১ ॥
গৃহীত্বা সলিলং দিব্যমুপস্পৃশ্য যথাবিধি।
৫
শাপমুৎসৃজতে তস্য রাবণস্য দুরাসদম্ ॥ ৪২ ॥

৩৯। লো-টী। হে দেব, তুভ্যং স্বতঃ স্ত্রিয়াশ্চ পুরুষস্য চ নিরপরাধস্য বলমতিক্রমো নাস্তি।
৪১। লো-টী। মুহূর্ত্তাদ্বিজ্ঞায়।
৪২। লো-টী। উপস্পৃশ্য আচম্য, দুরাসদং দুর্লঙ্ঘনীয়ম্।

সেই সকল অগ্রাহ্য করিয়া বলপূর্ব্বক আমাকে ধর্ষণ করিলেন ॥ ৩৮ ॥

হে সৌম্য, হে সুব্রত, আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন, স্ত্রীলোকের ও পুরুষের শক্তি সমান নহে ॥ ৩৯ ॥

তখন বৈশ্রবণপুত্র নলকুবর তাহার কথা শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সেই বলাৎকারের কথা শুনিয়া ধ্যানস্থ হইলেন ॥ ৪০ ॥

তখন বৈশ্রবণতনয় মুহূর্ত্তমধ্যে গুরুর তাদৃশ কর্ম্মের কথা অবগত হইয়া ক্রোধে আরক্তচক্ষুঃ হইয়া হস্তে জল গ্রহণ করিলেন ॥ ৪১ ॥

পবিত্র জল গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি আচমন করিয়া রাবণের উদ্দেশে দুর্লঙ্ঘনীয় অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ৪২ ॥

১। ছ 'ত্রাতৈকং ক্ষন্তুমর্হসি'। ২। ছ 'দেব'। ৩। ছ 'প্রবৈত্ত-'। ৪। ছ '-ক্রোধ-'। ৫। ছ 'শাপং তস্য সসর্জ্জাশু রাক্ষসস্য সুদারুণম্'।

অকামা তেন যস্মাত্ত্বং বলাদ্ভদ্রে প্রধর্ষিতা।

তস্মাৎ স যুবতীঃ সর্ব্বা নাকামা ধর্ষয়িষ্যতি ॥ ৪৩ ॥

যদা ত্ব[১]কামাং কামার্ত্তো ধর্ষয়িষ্যতি[২] যোষিতম্।

তদাস্য সপ্তধা মূর্দ্ধা স্ফুটিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

তস্মিন্ প্রযুক্তে শাপে তু জ্বলিতাগ্নি[৩]সমপ্রভে।

দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টি[৪]শ্চ খাচ্চ্যুতা ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মা চ বিমুক্তোঽত্র হাসস্তুষ্টাশ্চ দেবতাঃ।

জ্ঞাত্বা লোকগতীঃ সর্ব্বাস্তস্য মৃত্যুং চ রক্ষসঃ ॥ ৪৬

৪৩। লো-টী। তেন রাবণেন।

৪৫। লো-টী। জ্বলনস্যাগ্নেঃ অর্কস্য সূর্য্যস্য চ সমা প্রভা যস্য তস্মিন্।

৪৬। লো-টী। লোকগতীঃ লোকানাং পতিব্রতাজনানাং বলাৎকারেণ গতীঃ ধর্ষণাভাবপ্রকারান্ মৃত্যুঞ্চ স্ত্রীনিবন্ধনম্।

হে ভদ্রে, তুমি অকামা হইলেও যেহেতু সেই রাবণকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক ধর্ষিতা হইয়াছ, সেইজন্য সেই রাবণ কোন অকামা যুবতীকে [আর ভবিষ্যতে] ধর্ষণ করিতে পারিবেন না ॥ ৪৩ ॥

যদি কখনও সেই রাবণ কামার্ত্ত হইয়া অকামা স্ত্রীকে ধর্ষণ করেন, তখনই উঁহার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হইবে ॥ ৪৪ ॥

জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় প্রভাময় সেই শাপ প্রদত্ত হইলে দেবগণের দুন্দুভি বাজিতে লাগিল এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥

ইহাতে পতিব্রতা স্ত্রীলোকদিগের [সতীত্বরক্ষার] উপায় এবং [বলাৎকার করিলে] সেই রাবণের মৃত্যু [হইবে, ইহা] অবগত হইয়া ব্রহ্মা হাস্য করিলেন এবং দেবগণ সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ৪৬ ॥

১। ছ 'ত্বকামা দুষ্টাত্মা'। ২। ছ '-ত্তঃ'। ৩। ছ 'জ্বলনার্ক-'। ৪। ছ '-র্ষং পপাত চ'।

জ্ঞাত্বা[১] চ স দশগ্রীবস্তং শাপং লোমহর্ষণম্ ।
নারীষু মৈথুনীভাবং[২] নাকামাস্বভ্যবর্ত্তয়ৎ[৩] ॥ ৪৭ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে নলকূবরশাপো নাম
চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৪ ॥

৪৭ । লো-টী । অভ্যপদ্যত প্রাবর্ত্তত ।

নলকূবরশাপঃ ॥ ৩৪ ॥

দশানন সেই রোমাঞ্চকর শাপের বিষয় অবগত হইয়া অকামা রমণীদিগকে [আর বলপূর্ব্বক] সম্ভোগ করিত না ॥ ৪৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণের আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে
নলকূবরশাপ নামক চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

১ । ছ 'তত্র দশগ্রীব-' । ২ । ছ 'মৈথুনং' । ৩ । ছ '-পদ্যত' ।

(৩৫) পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ

কৈলাসং লঙ্ঘয়িত্বা তু সসৈন্যবলবাহনঃ ।
আসসাদ মহাতেজা ইন্দ্রলোকং দশাননঃ ॥ ১ ॥
তস্য রাক্ষসসৈন্যস্য সমন্তাদুপযাস্যতঃ ।
দেবলোকে বভৌ শব্দো ভিদ্যমানার্ণবোপমঃ ॥ ২ ॥
শ্রুত্বা তু রাবণং প্রাপ্তমিন্দ্রশ্চলিত আসনাৎ ।
দেবানথাব্রবীত্তত্র সর্ব্বানেব সমাগতান্ ॥ ৩ ॥
আদিত্যাংশ্চ বসূন্ রুদ্রান্ সাধ্যাংশ্চ সমরুদ্গণান্ ।
সজ্জীভবত[1] যুদ্ধার্থং রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৪ ॥
এবমুক্তাস্তু শক্রেণ দেবাঃ শক্রসমা যুধি ।
সন্নহ্যন্ত[2] মহাসত্ত্বা যুদ্ধশ্রদ্ধাসমন্বিতাঃ ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। ভিদ্যমানানাম্ অর্ণবানাং শব্দস্য উপমা যস্য সঃ।

৪। লো-টী। সজ্জীভবত সন্নদ্ধীভবত কবচিতা ভবতেত্যর্থঃ। 'সজ্জা' ইতি বা পাঠঃ।

৫। লো-টী। সন্নহ্যন্ত সমনহ্যন্ত।

মহাতেজাঃ দশানন সেনা, সেনাপতি এবং বাহনের সহিত কৈলাসপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রলোকে পৌঁছিল ॥ ১ ॥

চতুর্দ্দিকে গমনকারী সেই রাক্ষসসৈন্যগণের কোলাহলধ্বনি উদ্বেলিত সমুদ্রের শব্দের ন্যায় দেবলোকে শুনা যাইতে লাগিল ॥ ২ ॥

'রাবণ আসিয়াছে' এই কথা শুনিয়াই ইন্দ্র আসন হইতে উঠিয়া সেইস্থানে সমাগত আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ এবং মরুদ্গণ প্রভৃতি সমস্ত দেবগণকে বলিলেন, আপনারা দুরাত্মা রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হউন ॥ ৩-৪ ॥

যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য শক্তিসম্পন্ন মহাবলশালী দেবগণ ইন্দ্রের এই কথায়

১। ছ 'সজ্জা'। ২। ছ 'সুমহা-'।

স তু দীনঃ পরিত্রস্তো মহেন্দ্রো রাবণং প্রতি।
বিষ্ণোঃ সমীপমাগত্য বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৬ ॥
বিষ্ণো কথং করিষ্যামি রাবণং রাক্ষসং প্রতি।
অহোঽতিবলবদ্রক্ষো যুদ্ধার্থমভিবর্ত্ততে ॥ ৭ ॥
বরপ্রদানাদ্বলবান্ ন খল্বন্যেন হেতুনা।
তৎ তু সত্যং বচঃ কার্য্যং যদুক্তং পদ্মযোনিনা ॥ ৮ ॥
তদ্ যথা নমুচির্ব্বৃত্রো বলির্নরকসম্বরৌ।
ত্বন্মন্ত্রং সমবষ্টভ্য ময়া দগ্ধাস্তথা কুরু ॥ ৯ ॥
ন হ্যন্যো দেব দেবেশ ত্বদৃতে মধুসূদন।
গতিঃ পরায়ণং চাপি ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥ ১০ ॥

৭। লো-টী। কথং কিম্?
৮। লো-টী। ন অন্যেন প্রকারেণ।
৯। লো-টী। তথা কুরু অত্রাপি মন্ত্রং কুরু।
১০। লো-টী। গতিরুপায়ঃ, পরায়ণং পরমাশ্রয়ঃ

সমরোৎসাহী হইয়া [যুদ্ধার্থে] সন্নদ্ধ হইলেন ॥ ৫ ॥

রাবণের ভয়ে সর্ব্বতোভাবে ভীত সেই বিপন্ন মহেন্দ্র বিষ্ণুর সমীপে আগমন করিয়া এই কথা বলিলেন—॥ ৬ ॥

হে বিষ্ণো, রাক্ষস রাবণের বিরুদ্ধে কি উপায় অবলম্বন করিব? অহো! অত্যন্ত বলশালী সেই রাক্ষস যুদ্ধার্থে আগমন করিতেছে ॥ ৭ ॥

রাবণ কেবল বরদানপ্রভাবেই বলশালী, অন্য কোন কারণে নয়; পদ্মযোনি ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছেন, সেই কথা সত্যরূপে পরিণত করা [আমাদের] উচিত ॥ ৮ ॥

অতএব আপনার মন্ত্রণাপ্রভাবে আমি যেরূপ নমুচি, বৃত্র, বলি, নরক এবং সম্বর অসুরকে দগ্ধ করিয়াছি, সেইরূপ মন্ত্রণা প্রদান করুন ॥ ৯ ॥

হে দেবদেবেশ মধুসূদন, স-চরাচর ত্রিভুবনমধ্যে আপনি ভিন্ন উপায় বা পরম আশ্রয় আর কেহ নাই ॥ ১০ ॥

১। ছ 'রাক্ষসঃ'। ২। ছ 'বাপি'।

ত্বং হি নারায়ণঃ শ্রীমান্ পদ্মনাভঃ সনাতনঃ।

ত্বয়েমে স্থাপিতা লোকাঃ শক্রশ্চাহং সুরেশ্বরঃ ॥ ১১ ॥

তদাচক্ষ্ব যথাতত্ত্বং দেবদেব মম স্বয়ম্।

অপি চক্রসহায়স্ত্বং যোৎস্যসে রাবণং প্রতি[১] ॥ ১২ ॥

এবমুক্তঃ স শক্রেণ দেবো নারায়ণঃ প্রভুঃ।

অব্রবীন্ন পরিত্রাসঃ কর্ত্তব্যঃ শ্রূয়তাং চ মে ॥ ১৩ ॥

ন তাবদেষ দুষ্টাত্মা শক্যো জেতুং সুরাসুরৈঃ।

হন্তুং বাপি[২] সমাসাদ্য বরগুপ্তঃ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বথা তু মহৎ কর্ম্ম করিষ্যতি বলোৎকটঃ।

রাক্ষসঃ পুত্রসহিতো দৃষ্টমেতন্ন[৩] সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥

১২। লো-টী। যথাতত্ত্বং কিং করোমীতি মম যথার্থম্, অপি প্রশ্নে, কিমিত্যর্থঃ।

১৫। লো-টী। ময়ৈতদ্ দৃষ্টং জ্ঞাতম্, অত্র ন সংশয়ঃ ন সন্দেহঃ। 'নিসর্গত' ইতি পাঠে স্বভাবত এব মহৎ কর্ম্ম করিষ্যতি।

আপনি সনাতন পদ্মনাভ শ্রীমান্ নারায়ণ। আপনার দ্বারাই এই লোক সকল স্থাপিত হইয়াছে, অধিক কি, আপনিই আমাকে সুরপতি ইন্দ্র করিয়াছেন ॥ ১১ ॥

অতএব হে দেবদেব, আমার নিকটে সত্য কথা বলুন,—আপনি কি নিজেই চক্র ধারণ করিয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবেন ? ॥ ১২ ॥

সেই দেব প্রভু নারায়ণ ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আমার কথা শ্রবণ করুন, অতিশয় ভীত হওয়া উচিত নহে ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মার বরপ্রভাবে সুরক্ষিত এই দুষ্টাত্মা রাবণকে দেবতা বা অসুরগণের কেহই জয় করিতে বা বধ করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ১৪ ॥

আমি জানি, বলদৃপ্ত এই রাক্ষস রাবণ পুত্রের সহিত সকল প্রকার মহৎ কার্য্য (অসম্ভব কার্য্য) করিবে, এ বিষয়ে সংশয় নাই ॥ ১৫ ॥

১। ছ 'বিভো'। ২। ছ '-বা'। ৩। ছ '-ন্নিসর্গতঃ'।

যত্তু মাং ত্বমভাষিষ্ঠা যুধ্যস্বেতি সুরেশ্বর।
নাদ্য[১] ত্বং প্রতিযোৎস্যেঽহং[২] রাবণং রাক্ষসং যুধি ॥ ১৬ ॥
নাহত্বা সমরে শত্রুং বিষ্ণুঃ প্রতিনিবর্ত্ততে।
দুর্লভশ্চৈষ[৩] কামোঽদ্য[৪] বরগুপ্তাৎ তু রাবণাৎ ॥ ১৭ ॥
প্রতিজানে[৫] তু দেবেন্দ্র ত্বৎসমীপে শতক্রতো।
ভবিতাস্মি যথাস্যাহং রক্ষসো মৃত্যুকারণম্ ॥ ১৮ ॥
অহমেনং[৬] নিহন্তাস্মি রাবণং সপুরঃসরম্।
দেবতা নন্দয়িষ্যামি জ্ঞাত্বা কালমুপাগতম্ ॥ ১৯ ॥
এতত্তে কথিতং তত্ত্বং দেবরাজ শচীপতে।
যুধ্যস্ব বিগতত্রাসঃ সুরৈঃ সহ[৭] মহাবল ॥ ২০ ॥

১৬। লো-টী। ন প্রতিযোৎস্যে ন প্রহরিষ্যে।
১৮। লো-টী। অস্য রক্ষসঃ।
১৯। লো-টী। উপাগতমুপস্থিতম্।

দেবরাজ, আপনি যে আমাকে যুদ্ধ করিতে বলিলেন, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে অদ্য সেই রাক্ষস রাবণের প্রতিযোদ্ধা হইব না ॥ ১৬ ॥

বিষ্ণু কখনও সমরে শত্রুসংহার না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় না, কিন্তু বরপ্রভাবে সুরক্ষিত রাবণের নিকট হইতে জয় লাভ করা অদ্য সুকঠিন ॥ ১৭ ॥

কিন্তু হে দেবরাজ শতক্রতো! আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি এই রাক্ষস রাবণের মৃত্যুর কারণ হইব ॥ ১৮ ॥

সময় উপস্থিত বুঝিলে আমি এই রাবণকে সহচরবৃন্দের সহিত বধ করিয়া দেবতাদিগকে আনন্দিত করিব ॥ ১৯ ॥

মহাবল দেবরাজ শচীপতে, এই আপনার নিকট যথার্থ কথা বলিলাম, আপনি নির্ভয়ে দেবগণসমভিব্যাহারে [রাক্ষসগণের সহিত] যুদ্ধ করুন ॥ ২০ ॥

১। ছ 'নাহং'। ২। ছ '-যোৎস্যামি-'। ৩। ছ '-শ্চৈব'। ৪। ছ '-দ্ধি'। ৫। ছ 'চ'। ৬। ছ '-মেব'। ৭। ছ 'সার্দ্ধং'।

এতস্মিন্নন্তরে নাদঃ শুশ্রুবে[১] রজনীক্ষয়ে।
তস্য রাবণসৈন্যস্য প্রবৃদ্ধস্য[২] সমন্ততঃ ॥ ২১ ॥
তে[৩] তে যোধা মহাবীর্য্যা অন্যোন্যমভিবীক্ষ্য বৈ।
সংগ্রামমেবাভিমুখা অভ্যবর্ত্তন্ত হৃষ্টবৎ ॥ ২২ ॥
ততো দৈবতসৈন্যানাং সংক্ষোভঃ সমজায়ত।
তদক্ষয়ং মহাসৈন্যং দৃষ্ট্বা সমরদুর্জ্জয়ম্[৪] ॥ ২৩ ॥
ততো যুদ্ধং সমভবদ্দেবদানবরক্ষসাম্।
ঘোরং তুমুলনির্হ্রাদং নানাপ্রহরণোদ্যতম্ ॥ ২৪ ॥
এতস্মিন্নন্তরে শূরা রাক্ষসা ঘোরদর্শনাঃ।
যুদ্ধার্থমভ্যবর্ত্তন্ত[৫] সচিবা রাবণস্য তে ॥ ২৫ ॥

২১। লো-টী। প্রবৃদ্ধস্য মহতঃ।
২৪। লো-টী। তুমুলনির্হ্রাদং মহানির্হ্রাদম্।

ইত্যবসরে নিশাবসানে চারিদিকে বিস্তৃত সেই রাবণসৈন্যগণের কোলাহল-ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল ॥ ২১ ॥

সেই মহাবলশালী রাক্ষসসৈন্যগণ সকলেই পরস্পরকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে সংগ্রামোন্মুখ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ২২ ॥

তাহার পর সংগ্রামে দুর্জ্জয় সেই অক্ষয় বিপুল সৈন্য দেখিয়া দেবসৈন্যগণের মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল ॥ ২৩ ॥

অবশেষে নানাপ্রকার অস্ত্রধারী দেব, দানব এবং রাক্ষসদিগের ভীষণ শব্দসঙ্কুল ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল ॥ ২৪ ॥

ইতিমধ্যে রাবণের মন্ত্রী ঘোরদর্শন বীর রাক্ষসেরা যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইল ॥ ২৫ ॥

১। ছ 'শুশ্রাব'। ২। ছ 'প্রবৃত্তস্য'। ৩। ছ 'প্রবৃদ্ধা'। ৪। ছ '-মূর্দ্ধনি'। ৫। ছ '-র্থং সম-'।

মারীচশ্চ প্রহস্তশ্চ মহাপার্শ্বমহোদরৌ ।
অকম্পনো নিকুম্ভশ্চ শুকঃ সারণ এব চ ॥ ২৬ ॥
সংহ্রাদো ধূমকেতুশ্চ মহাদংষ্ট্রো ঘটোদরঃ ।
জম্বুমালী মহানাদো বিরূপাক্ষশ্চ রাক্ষসঃ ॥ ২৭ ॥
এতৈঃ সর্ব্বৈঃ পরিবৃতো মহাবীর্য্যৈর্মহাবলৈঃ[1] ।
রাবণস্যার্য্যকঃ সৈন্যং সুমালী প্রবিবেশ হ ॥ ২৮ ॥
স দৈবতগণান্ সর্ব্বান্ নানাপ্রহরণৈঃ শিতৈঃ ।
ব্যধ্বংসয়ৎ সুসংক্রুদ্ধো বায়ুর্জলধরানিব ॥ ২৯ ॥
এতস্মিন্নন্তরে শূরো বসূনামষ্টমো বসুঃ ।
সাবিত্র ইতি বিখ্যাতঃ প্রবিবেশ মহারণম্ ॥ ৩০ ॥
সৈন্যৈঃ পরিবৃতো হৃষ্টৈর্নানাপ্রহরণোদ্যতৈঃ ।
ত্রাসয়ন্ শত্রুসৈন্যানি প্রবিবেশ রণাজিরম্ ॥ ৩১ ॥

---

২৮ । লো-টী । অগ্রতঃ প্রথমতঃ । 'আর্য্যক' ইতি পাঠে আর্য্যো মাতামহঃ ।
২৯ । লো-টী । ব্যধ্বংসয়ৎ ব্যনাশয়ৎ ।
৩১ । লো-টী । নানাপ্রহরণোদ্যতৈঃ গৃহীতনানাপ্রহরণৈঃ ।

মারীচ, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অকম্পন, নিকুম্ভ, শুক, সারণ, সংহ্রাদ, ধূমকেতু, মহাদংষ্ট্র, ঘটোদর, জম্বুমালী, মহানাদ এবং রাক্ষস বিরূপাক্ষ—এই সকল মহাবীর্য্যশালী মহাবলবান্ নিশাচরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাবণের মাতামহ রাক্ষস সুমালী সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ২৬-২৮ ॥

বায়ু যেমন মেঘরাশি বিধ্বংসিত করে, সেইরূপ সেই সুমালী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নানাবিধ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহদ্বারা সমস্ত দেবতাগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

ইত্যবসরে সাবিত্র নামে বিখ্যাত বসুগণের মধ্যে বলবান্ অষ্টম বসু ভীষণ সমরক্ষেত্রে নানাবিধ অস্ত্রধারী উৎসাহিত সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শত্রুসৈন্য-দিগকে ত্রাসিত করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩০-৩১ ॥

---

১ । ঙ '-বলৈঃ' ।

অথো পরৌ মহাবীর্য্যৌ ত্বষ্টা পূষা চ তৌ সমম্।
নির্ভয়ৌ সহ সৈন্যেন তদা প্রাবিশতাং[1] রণে ॥ ৩২ ॥
ততো যুদ্ধং সমভবৎ সুরাণাং সহ রাক্ষসৈঃ।
ক্রুদ্ধানাং জয়কামানাং সমরেষ্বনিবর্ত্তিনাম্ ॥ ৩৩ ॥
ততস্তে রাক্ষসাঃ সর্ব্বে বিবুধান্ সমরে স্থিতান্।
নানাপ্রহরণৈর্ঘোরৈর্জঘ্নুঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৩৪ ॥
দেবাশ্চ রাক্ষসান্ ঘোরান্ মহাবীর্য্যপরাক্রমান্।
সমরে বিমলৈঃ শস্ত্রৈরুপনিন্যুর্যমক্ষয়ম্ ॥ ৩৫ ॥
এতস্মিন্নন্তরে রাম সুমালী নাম রাক্ষসঃ।
নানাপ্রহরণৈঃ ক্রুদ্ধস্তৎ সৈন্যং সোঽভ্যবর্ত্তত ॥ ৩৬ ॥

৩২। লো-টী। সমং যুগপদেব।
৩৬। লো-টী। অভ্যবর্ত্তত আগচ্ছৎ

পরে ত্বষ্টা এবং পূষানামক অপর দুই নির্ভীক মহাবীর এক সময়েই রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩২ ॥

অনন্তর জয়াভিলাষী সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ ক্রুদ্ধ দেবগণের রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

সেই সকল রাক্ষসেরা ঘোরতর নানাবিধ অস্ত্রসমূহদ্বারা সমরস্থিত লক্ষ লক্ষ দেবতাকে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

দেবতারাও যুদ্ধে মহাবল পরাক্রান্ত ভীষণ রাক্ষসদিগকে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাতে যমালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

হে রাম, ইত্যবসরে রাক্ষস সুমালী ক্রুদ্ধ হইয়া বিবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া সেই সৈন্যের অভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ৩৬ ॥

১। ক 'প্রবিশতাং'।

স দৈবতবলং সর্ব্বং নানাপ্রহরণৈঃ শিতৈঃ।

ব্যধ্বংসয়ত সংক্রুদ্ধো বায়ুর্জলধরং যথা ॥ ৩৭ ॥

তে মহাবাণবর্ষৈশ্চ শূলপ্রাসৈশ্চ দারুণৈঃ।[১]

হন্যমানাঃ সুরাঃ সর্ব্বে ন ব্যতিষ্ঠন্ত সংহতাঃ ॥ ৩৮ ॥

ততো বিদ্রাব্যমাণেষু দৈবতেষু সুমালিনা।

বসূনামষ্টমো ভাগঃ সাবিত্রো বৈ ব্যবস্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥

স বৃতঃ স্বৈরথানীকৈঃ প্রহরন্তং নিশাচরম্।

বিক্রমেণ মহাতেজা বারয়ামাস সংযুগে ॥ ৪০ ॥

ততস্তয়োর্মহদ্ যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্।

সুমালিনো বসোশ্চৈব সমরেষ্বনিবর্ত্তিনোঃ ॥ ৪১ ॥

৩৮। লো-টী। সংহতাঃ মিলিতাঃ।

৩৯। লো-টী। ভাগোঽংশঃ।

বায়ু যেরূপ মেঘ বিনষ্ট করে, সেইরূপ সেই সুমালী সর্ব্বতোভাবে ক্রোধান্বিত হইয়া নানাবিধ শাণিত অস্ত্রসমূহদ্বারা সেই সকল দেবসৈন্য বিদ্রাবিত করিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥

তাঁহারা মহাবাণ বর্ষণ এবং শূল ও প্রাস প্রভৃতি নিদারুণ প্রহরণের আঘাতে রণস্থলে সম্মিলিত থাকিতে পারিলেন না ॥ ৩৮ ॥

মহাতেজাঃ অষ্টম বসু সাবিত্র এ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছিলেন; সুমালী কর্ত্তৃক দেবসৈন্য এইরূপ বিদ্রাবিত হইতে থাকিলে তিনি স্বীয় সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক প্রহারকারী সেই রাক্ষস সুমালীকে যুদ্ধে নিবারিত করিলেন ॥ ৩৯-৪০ ॥

সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ সেই সুমালী এবং 'বসু'র লোমহর্ষণকর ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

১। ছ '-পাশৈঃ সুদা-'।

ততস্তস্য মহাবাণৈর্ব্বসুনা[১] সুমহাত্মনা।
নিহতঃ পন্নগরথঃ ক্ষণেন বিনিপাতিতঃ ॥ ৪২ ॥
হত্বা তু সংযুগে তস্য রথং বাণশতৈশ্চিতম্।
গদাং তস্য বধার্থায় বসুর্জগ্রাহ পাণিনা ॥ ৪৩ ॥
ততঃ প্রগৃহ্য দীপ্তাগ্রাং কালদণ্ডোপমাং গদাম্।
তাং মূর্দ্ধ্নি পাতয়ামাস সাবিত্রো বৈ সুমালিনঃ ॥ ৪৪ ।
সা তস্যোপরি চোল্কাভা পতন্তী বিবভৌ গদা।
ইন্দ্রপ্রমুক্তা গর্জ্জন্তী গিরাবিব মহাশনিঃ ॥ ৪৫ ॥
তস্য নৈবাস্থি ন শিরো ন মাংসং দৃশ্যতে[২] তদা।
গদয়া ভস্মতাং নীতো[৩] নিহতঃ[৪] স রণাজিরে ॥ ৪৬ ॥

৪৫। লো-টী। যথা যথাবৎ প্রমুক্তা গদা, গিরাবিব।

সুমহাত্মা বসু মহাবাণসমূহদ্বারা তাহার পন্নগরথ বিনষ্ট করিয়া ক্ষণকাল মধ্যেই পাতিত করিলেন ॥ ৪২ ॥

শত শত বাণদ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার রথ বিনষ্ট করত তাহাকে বধ করিবার জন্য 'বসু' হস্তে গদা গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৩ ॥

বসু সাবিত্র কালদণ্ডের ন্যায় দীপ্তাগ্র সেই গদা লইয়া সুমালীর মস্তকে প্রহার করিলেন ॥ ৪৪ ॥

ইন্দ্রকর্ত্তৃক যেরূপ মহাবজ্র নিক্ষিপ্ত হইয়া গর্জ্জনপূর্ব্বক পর্ব্বতের উপরে পতিত হয়, সেইরূপ উল্কার ন্যায় প্রদীপ্তা গদা তাহার উপর পড়িয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥

সেই সুমালী গদাদ্বারা নিহত হইল, তাহার শরীর ভস্মীভূত হইয়া গেল, রণক্ষেত্রে তাহার অস্থি, মাংস, বা মস্তক, কিছুই দেখা গেল না ॥ ৪৬ ॥

১। ছ '-বাহোর্ব্ব-'। ২। ছ 'দদৃশে'। ৩। ছ 'নীতং'। ৪। ছ '-তস্য'।

তং দৃষ্ট্বা নিহতং সংখ্যে রাক্ষসাস্তে সমন্ততঃ।
১
ব্যদ্রবন্ সহিতাঃ সর্ব্বে ক্রোশমানাঃ পরস্পরম্ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সুমালিবধো নাম
পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৫ ॥

৪৭। লো-টী। ক্রোশমানাঃ পরস্পরমাহ্বয়ন্তঃ।

সুমালিবধঃ ॥ ৩৫ ॥

সেই রাক্ষসেরা তাহাকে রণে নিহত দেখিয়া পরস্পরকে আহ্বান করিতে করিতে সকলে এক সঙ্গে পলায়ন করিল ॥ ৪৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সুমালিবধ-নামক
৩৫শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

১। ছ অতঃ পরং 'ম্রিয়মাণা বহুনা রাক্ষসা নাবতস্থিরে'। ইত্যধিকম্।

(৩৬) ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ

সুমালিনং হতং দৃষ্ট্বা বসুনা ভস্মসাৎকৃতম্‌।
স্বসৈন্যং বিদ্রুতং চাপি লক্ষয়িত্বার্দ্দিতং সুরৈঃ ॥ ১ ॥
ততঃ স বলবান্‌ ক্রুদ্ধো রাবণস্য সুতস্তদা।
নিবর্ত্ত্য রাক্ষসান্‌ সর্ব্বান্‌ মেঘনাদো ব্যবস্থিতঃ ॥ ২ ॥
স রথেন মহার্হেণ কামগেন মহারথঃ।
অভিদুদ্রাব তৎ সৈন্যমগ্নিঃ কক্ষমিব জ্বলন্‌ ॥ ৩ ॥
ততঃ প্রবিশতস্তস্য বিবিধায়ুধধারিণঃ।
বিদুদ্রুবুর্দ্দিশঃ সর্ব্বা দর্শনাদেব দেবতাঃ ॥ ৪ ॥
ন বভূব তদা কশ্চিদ্‌ যুযুৎসোরস্য সংমুখে।
সর্ব্বানবেক্ষ্য[১] বিত্রস্তাংস্ততঃ শক্রোঽব্রবীদ্বচঃ[২] ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। কক্ষং শুষ্কতৃণম্‌।

৫। লো-টী। যুধ্যদেবারস্য যুধ্যতো ঘোরস্যেত্যর্থঃ। 'যুযুৎসোরস্যে'তি বা পাঠঃ। আবিদ্ধ-বিত্রস্তান্‌ আবিদ্ধাস্তাড়িতাশ্চেতি তান্‌।

বসুকর্ত্তৃক সুমালী নিহত এবং ভস্মীকৃত দেখিয়া এবং দেবগণকর্ত্তৃক পীড়িত স্বীয় সৈন্যকে পলায়িত লক্ষ্য করিয়া রাবণনন্দন বলবান্‌ মেঘনাদ কুপিত হইয়া সমস্ত রাক্ষসদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া [সৈন্যমধ্যে] শৃঙ্খলা স্থাপন করিল ॥ ১-২ ॥

প্রজ্বলিত অগ্নি যেরূপ শুষ্কতৃণাভিমুখে ধাবিত হয় তদ্রূপ সেই মহারথ মেঘনাদ কামগামী মহামূল্য রথে আরোহণ করিয়া সেই সৈন্যাভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ৩ ॥

বিবিধ অস্ত্রধারী রাক্ষস প্রবেশ করিতেছে দেখিয়াই দেবতাগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

তৎকালে কেহই রণপরায়ণ এই রাক্ষসের সম্মুখে অবস্থান করিতে পারিলেন না। ইন্দ্র সেই দেবগণকে সন্ত্রস্ত দেখিয়া বলিলেন—॥ ৫ ॥

১। ক '-নাবিধ্য'। ২। ছ '-বীৎ সুরান্‌'।

ন ভেতব্যং ন গন্তব্যং নিবর্ত্তধ্বং রণে সুরাঃ।
এষ গচ্ছতি পুত্রো মে যুদ্ধার্থমপরাজিতঃ ॥ ৬ ॥
ততং শক্রসুতো দেবো জয়ন্ত ইতি বিশ্রুতঃ।
রথেনাদ্ভুতকল্পেন সংগ্রামং[১] সোঽভ্যবর্ত্তত ॥ ৭ ॥
ততস্তে ত্রিদশাঃ সর্ব্বে পবিবার্য্য শচীসুতম্।
রাবণস্য সুতং যুদ্ধে সমাসাদ্য প্রতস্থিরে[২] ॥ ৮ ॥
তেষাং যুদ্ধং সমভবদ্দেবদানবরক্ষসাম্।
মহেন্দ্রস্য চ পুত্রস্য রাক্ষসেন্দ্রসুতস্য চ ॥ ৯ ॥
ততো মাতলিপুত্রে[৩] তু গোমুখে[৪] স হি রাবণিঃ।
সারথৌ[৫] পাতয়ামাস শরান্ কনকভূষিতান্[৬] ॥ ১০ ॥

৭। লো-টী। অদ্ভুতকল্পেন অদ্ভুতস্য নানাবিধচিত্রস্য কল্পঃ কল্পনং যত্র তেন
৮। লো-টী। প্রতস্থিরে প্রহারং চক্রিরে।
১০। লো-টী। ততো রাবণিঃ।

দেবগণ! ভয় নাই তোমরা ফিরিয়া আইস, পলায়ন করিও না, এই আমার পুত্র অপরাজেয় জয়ন্ত যুদ্ধ করিবার জন্য যাইতেছেন ॥ ৬ ॥

পরে 'জয়ন্ত' এই নামে প্রসিদ্ধ ইন্দ্রপুত্র বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইলেন ॥ ৭ ॥

তখন সেই দেবতারা সকলে শচীপুত্রকে পরিবেষ্টন করিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে রাবণনন্দনের সম্মুখে গমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

মহেন্দ্রতনয় জয়ন্ত ও রাবণতনয় মেঘনাদের এবং দেব, দানব ও রাক্ষসদিগের যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥

রাবণপুত্র মেঘনাদ মাতলিপুত্র সারথি গোমুখের উপর সুবর্ণভূষিত বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥

১। ছ 'সংগ্রামে'। ২। ছ 'প্রজঘ্নিরে'। ৩। ছ '-পুত্রস্য'। ৪। ছ '-খস্য স রাবণঃ'। ৫। ছ '-থেঃ'। ৬। ছ '-ভূষণান্'।

শচীসুতশ্চাপি তথা জয়ন্তস্তস্য সারথিম্ ।
তং চৈব[১] রাবণিং ক্রুদ্ধঃ সমরে[২] প্রত্যবিধ্যত ॥ ১১ ॥

সহি ক্রোধসমাবিষ্টো বলী বিস্ফারিতেক্ষণঃ ।
রাবণিঃ শক্রতনয়ং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ১২ ॥

ততো নানাপ্রহরণান্ শিতধারান্ সহস্রশঃ ।
পাতয়ামাস সংক্রুদ্ধঃ সুরসৈন্যেষু রাবণিঃ ॥ ১৩ ॥

শতঘ্নী-মুষলপ্রাসগদাখড়্গপরশ্বধান্ ।
মহান্তি চাদ্রিশৃঙ্গাণি[৩] পাতয়ামাস রাবণিঃ ॥ ১৪ ॥

ততঃ প্রব্যথিতা লোকাস্তমশ্চ সমজায়ত ।
তস্য রাবণপুত্রস্য শক্রসৈন্যানি বিঘ্নতঃ[৪] ॥ ১৫ ॥

---

১৫ । লো-টী । লোকা দেবলোকাঃ, তমশ্চ অন্ধকারশ্চ সমজায়ত অভূৎ । কিমর্থম্ ? শক্রসৈন্যানি নিঘ্নতো হেতোঃ ।

শচীতনয় জয়ন্তও ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণতনয় এবং তাহার সারথিকে যুদ্ধে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

সেই বলবান্ মেঘনাদও ক্রোধে চক্ষুঃ বিস্ফারিত করিয়া বাণবর্ষণ পূর্ব্বক ইন্দ্রতনয়কে আকীর্ণ করিয়া ফেলিল ॥ ১২ ॥

পরে মেঘনাদ বিষম কুপিত হইয়া নানা রকমের সহস্র সহস্র শাণিত প্রহরণ দেবসৈন্যগণের উপরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

রাবণপুত্র মেঘনাদ শতঘ্নী, মুষল, প্রাস, গদা, খড়্গ, পরশ্বধ এবং বিশাল পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল নিক্ষেপ করিল ॥ ১৪ ॥

শক্রসৈন্যবধকারী সেই রাবণপুত্র মেঘনাদের মায়ায় অন্ধকার আবির্ভূত হইল এবং তাহাতে দেবতারা অতিশয় ব্যথিত হইলেন ॥ ১৫ ॥

---

১ । ছ 'চাপি' । ২ । ছ 'সমন্তাৎ' । ৩ । ছ 'গিরি-' । ৪ । ছ 'নিঘ্ন-' ।

ততস্তদ্দৈবতবলং সমন্তাৎ [1]শরবিক্ষতম্ ।
বহুপ্রকারমস্বস্থং[2] তত্র তত্র স্ম ধাবতি ॥ ১৬ ॥
[3]নাভিজজ্ঞুস্তদান্যোন্যং রাক্ষসা[4]দৈবতানি চ ।
তত্র তত্র বিপর্য্যাসাৎ সমন্তাৎ পরিধাবিতম্[5] ॥ ১৭ ॥
দেবা দেবান্ নিজঘ্নু[6]শ্চ রাক্ষসা রাক্ষসাং[7]স্তথা ।
সংমূঢ়াস্তমসাচ্ছন্না ব্যদ্রবন্ত[8] পরে তথা ॥ ১৮ ॥
এতস্মিন্নন্তরে বীরঃ পুলোমা নাম বীর্য্যবান্ ।
দৈত্যেন্দ্রস্তেন সংগৃহ্য শচীপুত্রোঽপবাহিতঃ ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টী। ততোঽন্ধকারাদ্ধেতোঃ শচীসুতসহিতং দৈবতবলং বহুপ্রকারং যথা ভবতি তত্র তত্র যুদ্ধস্থলে অস্বস্থং অপ্রকৃতিস্থং তথা ধাবতি স্ম। 'অশ্বস্ত'মিতি পাঠে জয়াশ্বাসরহিতম্ ।

১৭-১৮। লো-টী। নাভিজজ্ঞুঃ ন জ্ঞাতবন্তঃ। বিপর্য্যাসাৎ তত্র তত্র তমসি স্বপরসৈন্যান-ভিজ্ঞানাৎ সমন্তাৎ সর্ব্বৈরেব সর্ব্বে পরিবারিতাঃ। 'পরিধাবিতা' ইতি বা পাঠঃ। তদেবাহ দেবা ইতি। অপরে কেচন।

১৯। লো-টী। যঃ পুলোমা তেন অপবাহিতো নীতঃ।

তখন চারিদিক হইতে বাণজালে ক্ষতবিক্ষত দেবসৈন্যগণ নানাপ্রকারে অস্বস্থ হইয়া যুদ্ধস্থলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

রাক্ষস এবং দেবতাগণ পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিলেন না, তাঁহারা ভ্রমবশে ইতস্ততঃ চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

দেবতারা দেবতাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষসেরা রাক্ষস-দিগকে প্রহার করিতে লাগিল, কেহ কেহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও নিতান্ত বিমূঢ় হইয়া পলায়ন করিল ॥ ১৮ ॥

ইত্যবসরে বীর্য্যবান্ বীর পুলোমানামক দৈত্যরাজ শচীতনয় জয়ন্তকে লইয়া প্রস্থান করিল ॥ ১৯ ॥

১। ছ 'স-শচীসুতম্'। ২। ছ '-মথস্থমভবৎ শরপীড়িতম্'। ৩। ক 'নাভিজগ্মু-'(?)। ছ 'নাভ্যজানন্ত চা-'। ৪। ছ 'রক্ষো বা দেবতাথ বা'। ৫। ছ '-বতঃ'। ৬। ছ '-স্তে'। ৭। ছ -সান্ রাক্ষসাস্তথা'। ৮। ছ '-স্নপ-'।

সংগৃহ্য তং[১] তু নপ্তারং প্রবিষ্টঃ সাগরং তদা।
আর্য্যকঃ স হি[২] তস্যাসীৎ পৌলোমী যেন সা শচী ॥ ২০ ॥
জ্ঞাত্বা প্রণাশং তু তদা জয়ন্তস্যাথ দেবতাঃ।
ভগ্নদর্পাস্ততঃ সর্ব্বা[৩] ভয়ার্ত্তাঃ সংপ্রদুদ্রুবুঃ ॥ ২১ ॥
রাবণিস্ত্বথ সংক্রুদ্ধো বলৈঃ পরিবৃতঃ স্বকৈঃ।
অভ্যধাবত দেবাংস্তান্ মুমোচ চ মহাস্বনম্ ॥ ২২ ॥
জ্ঞাত্বা প্রণাশং পুত্রস্য দৈবতেষু চ বিদ্রবম্[৪]।
মাতলিং প্রাহ[৫] দেবেন্দ্রো রথঃ সমুপনীয়তাম্ ॥ ২৩ ॥
স তু দিব্যো মহাভীমঃ সজ্জ এব মহারথঃ।
উপস্থিতো মাতলিনা বাহ্যমানো মহাজবঃ ॥ ২৪ ॥

২০। লো-টী। তস্য জয়ন্তস্য আর্য্যকো মাতামহঃ।
২১। লো-টী। প্রণাশমদর্শনম্।
২৩। লো-টী। বিদ্রবং পলায়নম্।
২৪। লো-টী। মাতলিনা বাহ্যমানো মহারথঃ।

পুলোমা দৌহিত্রকে লইয়া তৎকালে পাতালপুরে প্রবেশ করিল; সেই পুলোমা জয়ন্তের মাতামহ, এইজন্যই শচী দেবীর নাম পৌলোমী ॥ ২০ ॥

তখন দেবতারা জয়ন্তকে না দেখিয়া সকলে ভগ্নদর্প এবং ভয়ার্ত্ত হইয়া পলায়ন করিলেন ॥ ২১ ॥

পরে মেঘনাদও স্বীয় সৈন্যবৃন্দে পরিবৃত হইয়া কোপবশতঃ বিকটরবে চীৎকার করিতে করিতে দেবতাগণের পশ্চাৎ ধাবিত হইল ॥ ২২ ॥

পুত্রের অদর্শন এবং দেবতাদিগের পলায়নের কথা জানিয়া দেবরাজ ইন্দ্র মাতলিকে বলিলেন, ‘রথ আনয়ন কর’ ॥ ২৩ ॥

সেই দিব্য মহারথ সজ্জিতই ছিল [সুতরাং] অত্যন্ত বেগশালী সেই

১। ছ ‘তৌ তু দৌহিত্রং’। ২। ছ ‘সহিতঃ [?] স্তাসীৎ’। ৩। ছ ‘সর্ব্বে’। ৪। ছ ‘বিক্রতং’। ৫। ছ ‘চাহ দেবেশো’।

ততো ম[১]হারথে তস্মিংস্তড়িত্বন্তো ব[২]লাহকাঃ।
অগ্রতো বায়ুচপলা নেদুঃ পরমনিস্বনাঃ ॥ ২৫ ॥
নানাবাদ্যান্যবাদ্যন্ত গন্ধর্ব্বাশ্চ জগুস্তদা।
ননৃতুশ্চাপ্সরঃসংঘা নির্য্যাতে ত্রিদ[৩]শেশ্বরে ॥ ২৬ ॥
রুদ্রৈর্ব্বসুভিরাদিত্যৈরশ্বিভ্যাং স-মরুদ্গণৈঃ।
বৃতো নানাপ্রহরণৈর্নির্যযৌ ত্রিদশাধিপঃ ॥ ২৭ ॥
নির্গচ্ছতস্তু শক্রস্য পরুষঃ পবনো ববৌ।
ভাস্করো নিষ্প্রভশ্চৈব মহোল্কাশ্চ প্রপেদিরে ॥ ২৮ ॥
এতস্মিন্নন্তরে শূরো দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্।
আরুরোহ রথং দিব্যং নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ২৯ ॥

২৫। লো-টী। বায়ুচপলা বায়ুচঞ্চলাঃ।
২৮। লো-টী। প্রপেদিরে পতিতাঃ।
২৯। লো-টী। অন্তরে এতস্মিন্নেব সময়ে।

মহাভয়ঙ্কর রথ মাতলিকর্ত্তৃক চালিত হইয়া [তৎক্ষণাৎ] উপস্থিত হইল ॥ ২৪ ॥

পরে সেই মহারথের পুরোভাগে বিদ্যুন্মালায় সুশোভিত মেঘসমূহ বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া শব্দ করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হইলে গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল, নানাবিধ বাদ্য বাদিত হইল এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, মরুদ্গণ এবং অশ্বিনীকুমার যুগলে পরিবেষ্টিত হইয়া বিবিধ প্রহরণ ধারণপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন ॥ ২৭ ॥

ইন্দ্রের যাত্রাকালে বায়ু পরুষভাবে বহিতে লাগিল, সূর্য্য প্রভাহীন হইলেন এবং ভয়ঙ্কর উল্কাসকল পতিত হইল ॥ ২৮ ॥

এই সময়ে প্রতাপশালী বীর দশানন বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত রোমাঞ্চজনক

১। ছ 'মেঘা'। ২। ছ 'মহাবলাঃ'। ৩। ছ '-দিবেশ্বরে'।

পন্নগৈঃ সুমহাকায়ৈর্ব্বেষ্টিতং লোমহর্ষণৈঃ ।
যেষাং নিশ্বাসবাতেন প্রদীপ্তমিব সংযুগম্ ॥ ৩০ ॥
দৈত্যৈর্নিশাচরৈ[১]র্ঘোরৈঃ স রথঃ পরিবারিতঃ ।
সমরাভিমুখো দিব্যো মহেন্দ্রং সোঽভ্যবর্ত্তত ॥ ৩১ ॥
পুত্রং তং বারয়িত্বা তু স্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ ।
সোঽপি যুদ্ধাদ্বিনিক্রম্য রাবণিঃ সমুপাবিশৎ ॥ ৩২ ॥
ততো যুদ্ধং প্রবৃত্তস্তু সুরাণাং রাক্ষসৈঃ সহ ।
শস্ত্রাভি[২]বর্ষণং ঘোরং মেঘানামিব সংযুগে ॥ ৩৩ ॥
কুম্ভকর্ণস্তু দুষ্টাত্মা নানাপ্রহরণোদ্যতঃ ।
নাজ্ঞায়ত তদা রাজন্ যুদ্ধং কেনাভ্যপদ্যত ॥ ৩৪ ॥

৩০। লো-টী। বেষ্টিতং রথবিশেষণম্, প্রদীপ্তং প্রতপ্তমিব।

৩৩। লো-টী। দ্বন্দ্ব যুদ্ধং ততো যুদ্ধং শস্ত্রাভিমর্ষণম্।

৩৪। লো-টী। কেন প্রকারেণ দ্বন্দ্বম্ অভ্যপদ্যত প্রাপৎ। কেনাপি নাজ্ঞায়ত ইত্যন্বয়ঃ। 'রাজাজ্ঞয়া তদা রাজন্ হন্তুং কেনাভ্যপদ্যতে'তি পাঠে কেন প্রজাপতিগণেন সহ হন্তুং যোদ্ধুম্ অভ্যপদ্যত যুক্তোঽভূদিত্যর্থঃ।

মহাকায় সর্পগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিল, ঐ সকল সর্পের নিশ্বাসবায়ুদ্বারা যুদ্ধক্ষেত্র যেন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ২৯-৩০ ॥

ভয়ঙ্কর রাক্ষস এবং দেবতাবৃন্দে পরিবেষ্টিত সেই উৎকৃষ্ট রথ যুদ্ধক্ষেত্রের অভিমুখ হইল, রাবণ দেবেন্দ্রের দিকে ধাবিত হইল ॥ ৩১ ॥

পুত্র মেঘনাদকে নিবারণ করিয়া রাবণ নিজেই যুদ্ধে ব্যাপৃত হইল, রাবণপুত্র মেঘনাদও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উপবেশন করিল ॥ ৩২ ॥

পরে যুদ্ধক্ষেত্রে রাক্ষসদিগের সহিত দেবতাদিগের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, মেঘের বারিবর্ষণের ন্যায় ভয়ঙ্কর শস্ত্র বর্ষণ হইতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

হে রাজন্, নানাপ্রহরণধারী দুষ্টাত্মা কুম্ভকর্ণ তখন কাহার সহিত

১। ছ '-চরৈশ্চৈব'। ২। চ '-বর্ষভাং ভেষাং'।

দন্তৈঃ পাদৈর্ভুজৈর্হস্তৈঃ শক্তিতোমরমুদ্গরৈঃ।

১
যেন যেনৈব সংক্রুদ্ধস্তাড়য়ামাস দেবতাঃ ॥ ৩৫ ॥

২
স তু রুদ্রৈর্মহাঘোরৈঃ সংগম্যাথ নিশাচরঃ।

৩
যুযুৎসুস্তৈশ্চ সংগ্রামে ক্ষতঃ শস্ত্রৈর্নিরন্তরম্ ॥ ৩৬ ॥

ততস্তদ্রাক্ষসং সৈন্যং দৈবতৈঃ সমরুদ্গণৈঃ।

রণে বিদ্রাবিতং সর্ব্বং নানাপ্রহরণৈস্তদা ॥ ৩৭ ॥

কেচিদ্বিনিহতা ভূমৌ ব্যচেষ্টন্ত নিশাচরাঃ।

৪
বাহনেষ্বথ সংসক্তাঃ স্থিতা এবাপরে রণে ॥ ৩৮ ॥

৩৫। লো-টী। ভুজৈর্ভুজদণ্ডৈঃ করৈর্হস্তৈঃ পঞ্চশাখৈঃ। যেন যেন প্রকারেণ স ক্রুদ্ধঃ দেবতাভিঃ ক্রোধং কারিতঃ, তা দেবতাঃ। স কুম্ভকর্ণঃ প্রযুদ্ধঃ প্রহরন্ তৈ রুদ্রৈঃ শস্ত্রৈর্নিরন্তরো নিশ্ছিদ্রঃ কৃতঃ।

৩৮। লো-টী। সংসক্তা আসক্তাঃ।

যুদ্ধ করিতেছিল তাহা জানা যায় নাই ॥ ৩৪ ॥

সে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দন্ত, পদ, বাহু, হস্ত, শক্তি, তোমর, মুদ্গর যাহা ইচ্ছা তাহা দিয়াই দেবতাদিগকে প্রহার করিতেছিল ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর যুযুৎসু সেই রাক্ষস কুম্ভকর্ণ অতিশয় ভয়ঙ্কর রুদ্রগণের সহিত সংগ্রামে মিলিত হইয়া তাঁহাদের শস্ত্রাঘাতে নীরন্ধ্রভাবে ক্ষতবিক্ষত হইল ॥ ৩৬ ॥

পরে মরুদ্গণের সহিত দেবগণ বহুবিধ অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধে সমস্ত রাক্ষস-সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিলেন ॥ ৩৭ ॥

কোন কোন রাক্ষস সংগ্রামে নিহত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, কেহ কেহ [নিহত হইয়াও] বাহনের উপরেই সংলগ্ন হইয়া রহিল ॥ ৩৮ ॥

১। ছ 'তেনৈব'। ২। ছ 'রৌদ্রৈ-'। ৩। ছ 'প্রযুদ্ধৈ-'। ৪। ছ 'বাহনান্যবসন্নানি স্থিতান্যেবাবতস্থিরে'।

কেচিন্নাগান্ খরানুষ্ট্রান্ পন্নগাংস্তুরগাংস্তথা ।
শিশুমারান্ বরাহাংশ্চ [১]পিশাচবদনানপি ॥ ৩৯ ॥
আলিঙ্গ্যালিঙ্গ্য বাহুভ্যাং [২]বিষ্টব্ধা এব সংস্থিতাঃ ।
[৩]দৈবৈস্তু শস্ত্রসংভিন্না [৪]মম্রিরে চ নিশাচরাঃ ॥ ৪০ ॥
[৫]চিত্রকর্ম্ম ইবাভাতি তেষাং স রণবিপ্লবঃ ।
নিহতানাং প্রবৃদ্ধানাং রাক্ষসানাং মহীতলে ॥ ৪১ ॥
তোয়শো[৬]ণিতবিস্যন্দা [৭]কাকগৃধ্রসমাকুলা ।
প্রবৃত্তা সংযুগতলে [৮]শস্ত্রগ্রাহবতী নদী ॥ ৪২ ॥

৩৯। লো-টী। পিশাচবদনান্ রাক্ষসান্ ।

৪০। লো-টী। আলিঙ্গ্যালিঙ্গ্য স্থিতা ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। বিষ্টব্ধান্ নিষ্ক্রিয়ান্ এক-সংস্থিতান্ কেবলসংস্থিতান্ উপরেমিরে যুদ্ধান্নিবৃত্তাঃ ।

৪১। লো-টী। তেষাং স রণবিপ্লবঃ সা রণগতিঃ চিত্রকর্ম্মবৎ চিত্রকর্ম্ম যথা কদাচিদর্দ্ধরূপং কদাচিৎ সম্পূর্ণরূপং তথা ।

৪২। লো-টী। শোণিতমেব তোয়ং তোয়শোণিতং তস্য বিস্যন্দঃ শ্রবণং যস্যাং সা ।

কেহ হস্তী, কেহ খর, কেহ উষ্ট্র, কেহ সর্প, কেহ অশ্ব, কেহ শিশুমার, কেহ বরাহ, কেহ পিশাচমুখ বাহন সকলকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিল এবং দেবগণের অস্ত্রপ্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া নিহত হইল ॥ ৩৯-৩০ ॥

ভূতলে নিহত রাক্ষসদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহাদের সেই রণবিপ্লব চিত্রকার্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

রণক্ষেত্রে কাক ও গৃধ্রবৃন্দে সমাচ্ছন্না অস্ত্ররূপ জলজন্তু-বিশিষ্টা রক্তনদী প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৪২ ॥

১। ছ '-নাংস্তথা'। ২। ছ 'বিধ্বস্তানেকশঃ স্থিতান্'। ৩। ছ 'দৈবতৈঃ'। ৪। ছ 'রাক্ষসা বিলল্বিরে'। ৫। ছ -'র্দ্ধেব চাভাতি স তেষাং রণসংপ্লবঃ'। ৬। ছ 'নি-'। ৭। ছ 'কূর্ম্ম-'। ৮। ছ '-গে তত্র'।

এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্ ।
অপশ্যদ্বলমাত্মীয়ং ত্রিদশৈর্ব্বিনিপাতিতম্ ॥ ৪৩ ॥
১
স তু তং প্রবিগাহ্যাশু মহান্তং সৈন্যসাগরম্ ।
দেবতাঃ সমতিক্রম্য শক্রমেবাভ্যধাবত ॥ ৪৪ ॥

ততঃ শক্রো মহচ্চাপং ব্যস্ফারয়দনুত্তমম্ ।
২
যস্য বিস্ফারঘোষেণ স্বনন্তি স্ম দিশো দশ ॥ ৪৫ ॥
৩
তদ্বিকৃষ্য মহচ্চাপমিন্দ্রো রাবণবক্ষসি ।
নিপাতয়ামাস তদা শরান্ পাবকসন্নিভান্ ॥ ৪৬ ॥

তথৈব চ মহাবাহুর্দ্দশগ্রীবো ব্যবস্থিতঃ ।
শক্রং কার্ম্মুকবিভ্রষ্টৈঃ শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ৪৭ ॥

---

৪৫ । লো-টী । ব্যস্ফারয়ৎ টঙ্কারং কৃতবান্ । বিস্ফারঘোষেণ টঙ্কারশব্দেন ।

ইতিমধ্যে প্রতাপশালী ক্রুদ্ধ দশানন দেখিল যে দেবতারা তাহার সৈন্য সকল সংহার করিতেছেন ॥ ৪৩ ॥

রাবণ তৎক্ষণাৎ সেই বিশাল সৈন্যসমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবগণকে অতিক্রমপূর্ব্বক ইন্দ্রের দিকেই ধাবিত হইল ॥ ৪৪ ॥

পরে ইন্দ্র অত্যুত্তম বিশাল ধনুক বিস্ফারণ করিলেন, যাহার বিস্ফারণশব্দে দশ দিক প্রতিধ্বনিত হইল ॥ ৪৫ ॥

তখন ইন্দ্র সেই বিশাল ধনুক আকর্ষণ করিয়া অগ্নিতুল্য বাণসকল রাবণের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৬ ॥

মহাবাহু রাবণও সেইরূপ ধনুর্ব্বিচ্যুত বাণবর্ষণদ্বারা ইন্দ্রকে আকীর্ণ করিল ॥ ৪৭ ॥

---

১ । ছ 'বলসা-' । ২ । '-শব্দেন' । ৩ । ছ '-ম্বিক্রম্য' ।

ততঃ প্রবৃষ্টয়োস্তত্র[১] শরবর্ষৈঃ সমন্ততঃ।
নাজ্ঞায়ত তদা কিঞ্চিৎ তমসা সর্ব্বতো বৃতম্[২]॥ ৪৮॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ইন্দ্ররাবণয়োর্দ্বৈরথো নাম
ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ॥ ৩৬॥

৪৮। লো-টী। তমসা শরান্ধকারেণ।

ইন্দ্ররাবণয়োর্দ্বৈরথযুদ্ধম্॥ ৩৬॥

তখন চারিদিকে বাণবর্ষণকারী সেই ইন্দ্র এবং রাবণের নিরন্তর বাণবর্ষণে সমস্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়ায় কিছুই জানা গেল না॥ ৪৮॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ইন্দ্ররাবণের দ্বৈরথ-নামক
৩৬শ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৬॥

১। ছ 'প্রবর্দ্ধিণো-'। ২। ছ 'বৃতে'।

(৩৭) সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ

ততস্তস্মিংস্তমোভূতে রাক্ষসাস্ত্রিদশৈঃ সহ।
প্রমুগ্ধাঃ[1] স্বান্ পরাংশ্চৈব যোধয়ন্তো[2] বিচক্রমুঃ ॥ ১ ॥[3]

তস্মিংস্তমসি দুষ্পারে মগ্না দৈবত-রাক্ষসাঃ।
অন্যোন্যং ন স্ম পশ্যন্তি বর্জ্জয়িত্বা জনত্রয়ম্ ॥ ২ ॥

ইন্দ্রং চ রাবণং চৈব রাবণিং চ মহাবলম্।
সর্ব্বং হি তৎ তমোভূতং ন কিঞ্চিৎ প্রত্যদৃশ্যত ॥ ৩ ॥

স তু দৃষ্ট্বা বলং সর্ব্বং হতং দেবৈর্দ্দশাননঃ।
ক্রোধমভ্যগমৎ তীব্রং[4] মহানাদঞ্চ মুক্তবান্ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। রাক্ষসৈঃ সহ, প্রমুগ্ধাঃ তমসা ব্যাপ্তাঃ, পোথয়ন্তঃ নাশয়ন্তঃ। 'দশাস্ত-স্থাপিত'মিতি পাঠঃ। 'দশাংশ'মিতি বা পাঠঃ।

পরে যুদ্ধক্ষেত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে রাক্ষসগণ এবং দেবগণ মোহাচ্ছন্ন হইয়া স্বসৈন্য এবং পরসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করত বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

ইন্দ্র, রাবণ এবং মহাবলশালী রাবণপুত্র মেঘনাদ এই তিনজনকে বাদ দিয়া অপর দেবগণ ও রাক্ষসগণ সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে মগ্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পাইলেন না। সমস্তই অন্ধকারময় হইল, কিছুই দেখা গেল না ॥ ২-৩ ॥

দেবগণকর্তৃক সমস্ত সৈন্য নিহত হইল দেখিয়া রাবণ ক্রোধবশতঃ ঘোরতর হুঙ্কার করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

১। ছ 'প্রযুদ্ধাঃ স্বান্'। ২। ক 'পোথয়ন্তো'। ৩। অতঃ পরম্ ছ 'চক্রশূলগদাপাশমুসলাশনিশক্তয়ঃ। রক্ষোগণবিনির্ম্মুক্তা ব্যদয়ন্তীতরেতরম্ ॥ ততো দৈবতসৈন্যৈস্তু রাক্ষসানাং মহদ্বলম্ ॥ দিশঃ প্রদ্রাবিতং যুদ্ধে সর্ব্বং নীতং যমক্ষয়ম্ ॥' ইত্যধিকম্। ৪। ছ 'তূর্ণং'।

স ক্রোধাৎ সূতমাহেদং স্যন্দনং মম বাহয়।
সুরসৈন্যস্য মধ্যেন যাবদন্তং নয়স্ব মাম্[1] ॥ ৫ ॥
অদ্যৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সমরে বিক্রমৈঃ স্বয়ম্।
প্রবর্ষন্ শরজালানি নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ৬ ॥
অহমিন্দ্রো ভবিষ্যামি বরুণো ধনদো যমঃ।
দেবতা বিনিহত্যাদ্য স্থাপয়িষ্যামি চাসুরান্ ॥ ৭ ॥
বিষাদো ন চ কর্ত্তব্যঃ শীঘ্রং বাহয় মে রথম্।
[2]দ্বিঃ খলু ত্বাং ব্রবীম্যদ্য যাবদন্তং নয়স্ব মাম্ ॥ ৮ ॥
অয়ং হি নন্দনোদ্দেশো যত্র বর্ত্তামহে বয়ম্।
নয় মামদ্য তত্র ত্বমুদয়ো যত্র পর্ব্বতঃ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। যাবদন্তং যাবৎ ইন্দ্রস্য সৈন্যস্যান্তম্ অন্তিকম্। 'যাবদন্তং নয়াম্যহ'মিতি বা পাঠঃ।

৭। লো-টী। 'স্থাপয়িত্বাশু চাসুরানি'তি পাঠঃ। 'স্থাপয়িষ্যামি চাসুরানি'তি বা পাঠঃ।

পরে রাবণ ক্রোধবশতঃ সারথিকে বলিল, আমার রথ চালনা করিয়া দেবসেনার মধ্যদিয়া [সেই সেনার] শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত আমাকে লইয়া চল ॥ ৫ ॥

যুদ্ধে স্বয়ং পরাক্রম প্রকাশ করিয়া শরসমূহ বর্ষণ করিতে করিতে অদ্যই সমস্ত দেবতাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিব ॥ ৬ ॥

অদ্য দেবতাদিগকে নিহত করিয়া অসুরদিগকে [স্বর্গে] স্থাপিত করিব এবং আমিই ইন্দ্র, বরুণ, কুবের এবং যম হইব ॥ ৭ ॥

বিষণ্ণ হইও না, শীঘ্র আমার রথ চালাও। আজ আমি তোমাকে দুইবার বলিতেছি যে, আমাকে দেবসেনার শেষ সীমায় লইয়া চল ॥ ৮ ॥

আমরা যথায় আছি, ইহা নন্দনকাননের একদেশ, যেখানে উদয়পর্ব্বত আছে, তুমি আমাকে অদ্য সেইখানে লইয়া চল ॥ ৯ ॥

১। ছ 'নয়াম্যহম্'। ২। ছ ইদমৰ্দ্ধং নাস্তি'।

স সূতস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা তুরগাংস্তান্ মনোজবান্।
আদিদেশাথ শত্রূণাং মধ্যেন মিষতাং রণে ॥ ১০ ॥
তস্য তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা শক্রো দেবেশ্বরস্তদা।
রথস্থঃ সমরস্থাংস্তা[1] দেবতা ইদমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥
সুরাঃ শৃণুত মে সর্ব্বে মহ্যং[2] যদিহ রোচতে।
[3]নিগৃহ্যতাং সাধু জীবন্ রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥ ১২ ॥
এষ হ্যতিবলঃ সৈন্যে[4] রথেন পবনৌজসা[5]।
আগমিষ্যতি বৃদ্ধোর্ম্মিঃ সমুদ্র ইব পর্ব্বণি ॥ ১৩ ॥
ন হ্যেষ হন্তুং শক্যোঽদ্য বরদানেন দর্পিতঃ।
তদ্ গ্রহিষ্যামহে রক্ষঃ সজ্জীভবত মাচিরম্ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। আদিদেশ চালয়ামাস, মধ্যেন মধ্যে।
১৩। লো-টী। সৈন্যং দেবসৈন্যম্। বৃদ্ধোর্ম্মিঃ মহোর্ম্মিঃ।
১৪। লো-টী। সজ্জীভবত সন্নদ্ধীভবত কবচবন্তো ভবত ইত্যর্থঃ।

রাবণের সেই কথা শুনিয়া সারথি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুগণের চক্ষুর সমক্ষেই তাহাদের মধ্যদিয়া মনের ন্যায় বেগশালী অশ্বসকলকে চালনা করিল ॥ ১০ ॥

তখন দেবরাজ ইন্দ্র রাবণের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া রথে থাকিয়াই রণক্ষেত্রে অবস্থিত দেবতাদিগকে বলিলেন— ॥ ১১ ॥

দেবগণ, যাহা আমার ভাল বিবেচনা হইতেছে, তাহা তোমরা সকলে শুন, রাক্ষসরাজ রাবণকে জীবিতাবস্থাতেই সুকৌশলে বন্দী কর ॥ ১২ ॥

পর্ব্বকালে বর্দ্ধিততরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় অতিশয় বলবান্ এই রাবণ বায়ুতুল্য বেগবান্ রথে আরোহণ করিয়া এখনই [আমাদের] সৈন্যমধ্যে আসিয়া পড়িবে ॥ ১৩ ॥

বরপ্রভাবে গর্ব্বিত এই রাক্ষসকে বধ করা অদ্য সম্ভবপর নহে, অতএব

১। ছ '-রস্থস্তা'। ২। ছ 'বাক্য-'। ৩। ছ 'রাবণো জীবমানোঽয়ং সাধু রক্ষো নিগৃহ্যতাম্'। ৪। ছ '-ন্যং' ৫। ছ 'চ মহৌজসা'।

যথা বলিং নিরুধ্যেহ[১] ত্রৈলোক্যং ভুজ্যতে ময়া।
এবমস্যাদ্য[২] পাপস্য নিরোধো রোচতে হি মে ॥ ১৫ ॥
ততোঽন্যং দেশমাস্থায় শক্রস্ত্যক্ত্বা[৩] চ রাবণম্।
অযুধ্যত মহারাজ রাক্ষসাংস্ত্রাসয়ন্ রণে ॥ ১৬ ॥
উত্তরেণ দশগ্রীবঃ প্রবিবেশানিবর্ত্তকঃ।
দক্ষিণেন তু পার্শ্বেন প্রবিবেশ শতক্রতুঃ ॥ ১৭ ॥
ততঃ স যোজনশতং প্রবিষ্টো রাক্ষসাধিপঃ।
দেবতানাং[৪] বলং সর্ব্বং শরবর্ষৈরবাকিরৎ ॥ ১৮ ॥
ততঃ শক্রো নিরীক্ষ্যাথ প্রনষ্টং[৫] তৎ স্বকং বলম্।
ন্যবর্ত্তয়দসংভ্রান্তো রুরোধ[৬] চ নিশাচরম্ ॥ ১৯ ॥

১৫। লো-টী। নিরোধো গ্রহণম্।

ইহাকে বন্দী করিব, তোমরা অবিলম্বে বর্ম্ম পরিধান করিয়া প্রস্তুত হও ॥ ১৪ ॥

বলিকে যেরূপ রুদ্ধ করিয়া আমি ত্রিভুবন উপভোগ করিতেছি, অদ্য এই পাপিষ্ঠকে সেইরূপ আবদ্ধ করাই আমার অভিপ্রায় ॥ ১৫ ॥

হে মহারাজ, পরে দেবরাজ রাবণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যস্থানে থাকিয়া রাক্ষসদিগকে বিত্রাসিত করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

অপরাঙ্মুখ রাবণ দেবসেনার উত্তর দিক দিয়া প্রবেশ করিল, ইন্দ্র তাহার দক্ষিণপাশ দিয়া প্রবেশ করিলেন ॥ ১৭ ॥

পরে সেই রাক্ষসরাজ রাবণ সৈন্যমধ্যে শতযোজন প্রবিষ্ট হইয়া দেবতাদিগের সমস্ত সৈন্যকে শরবৃষ্টিতে আকীর্ণ করিয়া ফেলিল ॥ ১৮ ॥

তখন ইন্দ্র নিজপক্ষীয় সৈন্যগণকে শরজালে অদৃশ্য হইতে দেখিয়া ধীরে ধীরে তাহাদিগকে নিবর্ত্তিত করত রাবণকে ঘিরিয়া ফেলিলেন ॥ ১৯ ॥

১। ছ '-ত্যৈব'। ২। ছ '-মন্যাস্য'। ৩। ছ '-ত্যক্ত্বাথ রাবণম্'। ৪। ছ 'দেবানাঞ্চ বলং'। ৫। ছ '-নষ্টঞ্চ স্বকং'। ৬। ছ 'দধার চ'।

এতস্মিন্নন্তরে নাদো মুক্তো দানবরাক্ষসৈঃ।

হা মৃতাঃ[১] স্ম ইতি গ্রস্তং দৃষ্ট্বা শক্রেণ রাবণম্ ॥ ২০ ॥

ততো রথং সমাস্থায় রাবণিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।

তৎ সৈন্যমতিসংক্রুদ্ধঃ প্রবিবেশ সুদারুণম্ ॥ ২১ ॥

তাং প্রবিশ্য মহামায়াং প্রাপ্তাং পশুপতেঃ পুরা।

প্রবিবেশ সুসংরব্ধস্তৎ সৈন্যং সমভিদ্রবন্ ॥ ২২ ॥

স সর্ব্বা দেবতাস্ত্যক্ত্বা শক্রমেবাভ্যধাবত।

মহেন্দ্রশ্চ মহাতেজা নাপশ্যৎ[২] তং সুতং রিপোঃ ॥ ২৩ ॥

বিমুক্তকবচস্তত্র বধ্যমানোঽপি রাবণিঃ।

ত্রিদশৈঃ সুমহাবীর্য্যৈর্ন চকার স[৩] কিঞ্চন ॥ ২৪ ॥

২০। লো-টী। গ্রস্তমাবৃতম্।
২১। লো-টী। তৎসৈন্যং দেবসৈন্যম্।
২৪। লো-টী। বিমুক্তকবচস্তথা বধ্যমানঃ পীড্যমানোঽপি স ন কিঞ্চন ত্রাসাদিকং চকার ইত্যন্বয়ঃ।

ইত্যবসরে ইন্দ্রকর্ত্তৃক রাবণকে আক্রান্ত দেখিয়া দানব ও রাক্ষসগণ 'হায়! এইবার আমরা নিহত হইলাম' এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥

তখন কোপান্বিত রাবণনন্দন মেঘনাদ রথে উঠিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া সেই নিদারুণ দেবসেনামধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ২১ ॥

মেঘনাদ পূর্ব্বে পশুপতির নিকট হইতে প্রাপ্ত সেই প্রসিদ্ধ মহতী মায়া আশ্রয় করত উৎসাহিত হইয়া দেবসৈন্যকে প্রমথিত করিতে করিতে প্রবেশ করিল ॥ ২২ ॥

মেঘনাদ সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের দিকেই ধাবিত হইল, কিন্তু মহাতেজাঃ মহেন্দ্র সেই শত্রুতনয়কে দেখিতে পাইলেন না ॥ ২৩ ॥

তখন বিমুক্তকবচ রাবণতনয় মেঘনাদ অতিশয় বীর্য্যশালী দেবতাগণকর্ত্তৃক আহত হইয়াও কিছুমাত্র ভয় করিল না ॥ ২৪ ॥

১। ছ 'হতাঃ'। ২। ছ 'নাপশ্যংশ্চ'। ৩। ছ 'চ'।

স মাতলিং সমায়ান্তং তাড়য়িত্বা শরোত্তমৈঃ ।
মহেন্দ্রং বাণবর্ষেণ ভূয় এবাভ্যবাকিরৎ ॥ ২৫ ॥
ততস্ত্যক্ত্বা রথং শক্রো বিসৃজ্য[1] চ স সারথিম্ ।
ঐরাবতং সমারুহ্য মৃগয়ামাস রাবণিম্ ॥ ২৬ ॥
স তত্র মায়াবলবানদৃশ্যোঽথান্তরীক্ষগঃ[2] ।
ইন্দ্রং মায়াপরিক্ষিপ্তং[3] কৃত্বা জহ্রে মহাবলঃ ॥ ২৭ ॥
স তং যদা পরিশ্রান্তমিন্দ্রং জজ্ঞেঽথ[4] রাবণিঃ ।
তদৈনং মায়য়া বদ্ধ্বা স্বসৈন্যমভিতোঽনয়ৎ ॥ ২৮ ॥
তং[5] দৃষ্ট্বাথ বলাত্তেন নীয়মানং মহারণাৎ ।
মহেন্দ্রং দেবতাঃ সর্ব্বাঃ কিন্নু স্যাদিত্যচিন্তয়ন্ ॥ ২৯

২৭। লো-টী। পরিক্ষিপ্তমাবৃতং কৃত্বা জহ্রে হৃতবান্।

সেই মেঘনাদ উত্তম উত্তম বাণদ্বারা আগমনরত মাতলিকে প্রহার করিয়া পুনরায় বাণবর্ষণপূর্ব্বক মহেন্দ্রকে আকীর্ণ করিল ॥ ২৫ ॥

তখন ইন্দ্র রথ পরিত্যাগ করিয়া এবং সারথিকেও বিদায় দিয়া ঐরাবতে আরোহণ করত রাবণনন্দনকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

অনন্তর রণক্ষেত্রে মায়াবলে বলবান্ সেই মেঘনাদ অদৃশ্য ভাবে আকাশে বিচরণ করত ইন্দ্রকে মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া বহুদূরে লইয়া গেল ॥ ২৭ ॥

পরে সেই রাবণপুত্র মেঘনাদ যখন ইন্দ্রকে পরিশ্রান্ত মনে করিল তখন তাঁহাকে মায়াপ্রভাবে বন্ধন করিয়া নিজ সৈন্যের মধ্যে আনয়ন করিল ॥ ২৮ ॥

দেবতাগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে মেঘনাদকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক মহেন্দ্রকে নীত হইতে দেখিয়া 'কি হইবে'—এই চিন্তান্বিত হইলেন ॥ ২৯ ॥

১। ছ 'বিসসর্জ্জ চ'। ২। ছ '-রিক্ষগঃ'। ৩। ছ 'স প্রাদ্রবচ্ছরৈঃ'। ৪। ক 'জহ্রেঽ-'। ৫। ছ 'তং তু দৃষ্ট্বা'।

দৃশ্যতে ন স মায়াবী শক্রজিৎ সমিতিঞ্জয়ঃ।
বদ্ধা সুরপতির্যেন মায়য়াপহৃতো বলাৎ॥ ৩০॥
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধাঃ সর্ব্বে সুরগণাস্তদা।
রাবণং বিমুখীকৃত্য শরবর্ষৈরবাকিরন্॥ ৩১॥
রাবণস্তু সমাসাদ্য [1]তানাদিত্যান্ বসূংস্তথা।
ন শশাক স সংগ্রামে যোদ্ধুং শক্রভিরর্দ্দিতঃ॥ ৩২॥
[2]তং তু দৃষ্ট্বা পরিম্লানং প্রহারৈর্জ্জর্জ্জরীকৃতম্।
রাবণিঃ পিতরং যুদ্ধে দর্শনস্থোঽব্রবীদিদম্॥ ৩৩॥
আগচ্ছ [3]তাত গচ্ছামো নিবর্ত্তস্ব রণাদিতঃ।
জিতং নো বিদিতং তেঽস্তু স্বস্থো ভব গতজ্বরঃ॥ ৩৪॥
অয়ং হি সুরসৈন্যস্য ত্রৈলোক্যস্য চ যঃ প্রভুঃ।
স গৃহীতো ময়া শক্রো ভগ্নদর্পাঃ [4]কৃতাঃ সুরাঃ॥ ৩৫॥

যে মায়াদ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রকে বদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক অপহরণ করিতেছে, সেই রণজয়ী মায়াবী ইন্দ্রজিৎকে দেখা যাইতেছে না॥ ৩০॥

ইত্যবসরে সমস্ত দেবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শরবর্ষণদ্বারা রাবণকে পরাঙ্মুখ করিয়া আচ্ছন্ন করিলেন॥ ৩১॥

রাবণ শক্রগণকর্ত্তৃক রণে নিপীড়িত হইয়া সেই আদিত্যগণ এবং বসুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না॥ ৩২॥

প্রহারদ্বারা জর্জ্জরিত পিতা রাবণকে সমরে অতিশয় ক্লান্ত দেখিয়া মেঘনাদ পিতার দৃষ্টিগোচর হইয়া বলিল—॥ ৩৩॥

পিতঃ, যুদ্ধ হইতে নিবর্ত্তিত হউন; আসুন, আমরা গমন করি, যুদ্ধে আমাদের জয় হইয়াছে জানিয়া আপনি ক্লেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থ হউন॥ ৩৪॥

যিনি সুরসৈন্যের—এমন কি, ত্রৈলোক্যেরও প্রভু, সেই ইন্দ্রকে আমি বন্দী করিয়া দেবতাদিগের দর্প চূর্ণ করিয়াছি॥ ৩৫॥

১। ছ 'আদিত্যাংশ্চ বসূংস্তদা'। ২। ছ 'স তং'। ৩। ছ 'ভ্রাত'। ৪। ছ 'সুরাঃ কৃতাঃ'।

যথেষ্টং ভুঙ্ক্ষ্ব লোকাংস্ত্রীন্ নিগৃহ্যারাতিমোজসা।
বৃথা কিং তে শ্রমেণেহ যুদ্ধমদ্য তু নিষ্ফলম্ ॥ ৩৬ ॥
ততস্তে দৈবতগণা নিবৃত্তা রণকর্ম্মতঃ।
তচ্ছ্রুত্বা রাবণের্বাক্যং শক্রহীনাঃ সুরা গতাঃ ॥ ৩৭ ॥
অথ স [1]বিগতমন্যুরুত্তমৌজাস্ত্রিদশরিপুঃ প্রথিতো [2]নিশাচরেশঃ।
[3]স্বসুতবচনমাদৃতঃ প্রিয়ং তৎ সমনুনিশম্য [4]জগাদ চাপি সূনুম্ ॥ ৩৮ ॥
অতিবল সদৃশৈঃ [5]পরাক্রমৈর্ম্মম[6] জয় বংশবিবর্দ্ধনঃ প্রভো।
যদয়[7]মতুলবিক্রমস্ত্বয়া ত্রিদশপতিস্ত্রিদশাশ্চ নির্জিতাঃ ॥ ৩৯ ॥

৩৬। লো-টী। অরাতিং শক্রম্।

৩৮। লো-টী। বিগতো মন্যুরাদিত্যবসুজনিতদৈন্যং দুঃখং যস্য সঃ। প্রথিতঃ খ্যাতঃ, আদৃতঃ সাদরঃ সন্ নিশম্য শ্রুত্বা।

৩৯। লো-টী। হে অতিবর, হে বংশবর্দ্ধন, হে প্রভো, জয় পুনরপি জয়যুক্তো ভব ; যদ্ যস্মাৎ স্বৈঃ পরাক্রমৈরয়মিন্দ্রঃ ত্রিদশাশ্চ নির্জিতাঃ।

তেজোবলে শক্রনিগ্রহ করিয়া আপনি আপনার ইচ্ছানুসারে ত্রিলোক উপভোগ করুন, আজ আর যুদ্ধ করা নিষ্ফল, সুতরাং এক্ষণে আপনার অনর্থক পরিশ্রমে আবশ্যক কি ? ॥ ৩৬ ॥

তখন দেবতারা রাবণপুত্র মেঘনাদের সেই কথা শুনিয়া যুদ্ধকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রবিহীন হইয়া প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৭ ॥

দুর্দ্ধর্ষ দেবরিপু বিখ্যাত রাক্ষসাধিপতি রাবণ স্বীয়পুত্র মেঘনাদের সেই অতি-প্রিয় বাক্য সাদরে শ্রবণ করিয়া ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাকে বলিল —॥ ৩৮ ॥

হে মহাবীর, হে মদীয় বংশবর্দ্ধন পুত্র, তুমি উপযুক্ত পরাক্রম দেখাইয়া এই অতুল বিক্রমসম্পন্ন দেবরাজকে এবং দেবগণকে পরাজিত করিয়াছ, তোমার জয় হউক ॥ ৩৯ ॥

১। ছ '-মৃত্যু-'। ২। ছ '-চরেন্দ্রঃ'। ৩। ক 'স্বসুতস্য বচনমতিপ্রিয়ং'। ৪। ছ 'চৈব'। ৫। ছ '-মৈস্ত্বং'। ৬। ছ 'মম'। ৭। ছ '-বলস্ত্ব-'।

নয় রথমধিরোপ্য বাসবং নগরমিতো ব্রজ সেনয়া বৃতস্ত্বম্।
অহমপি তব পৃষ্ঠতো দ্রুতং সহ সচিবৈরনুযামি হৃষ্টবৎ ॥ ৪০ ॥
অথ স বলবৃতঃ সবাহনস্ত্রিদশপতিং পরিগৃহ্য রাবণিঃ।
স্বভবনমভিগম্য বীর্য্যবান্ কৃতসমরান্ বিসসর্জ্জ রাক্ষসান্ ॥ ৪১ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ইন্দ্রগ্রহণং নাম সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৭ ॥

৪০। লো-টী। হৃষ্টবৎ হর্ষবদ্ যথা স্যাত্তথা।

৪১। লো-টী। স রাবণিরিত্যন্বয়ঃ।

উত্তরকাণ্ডে ইন্দ্রগ্রহণম্ ॥ ৩৭

তুমি রণক্ষেত্র হইতে সৈন্য-পরিবৃত হইয়া লঙ্কায় যাও এবং ইন্দ্রকে রথে উঠাইয়া লইয়া যাও, আমিও সানন্দে সচিবগণ সমভিব্যাহারে অবিলম্বে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি ॥ ৪০ ॥

পরে বীর্য্যবান্ রাবণনন্দন মেঘনাদ দেবরাজ ইন্দ্রকে লইয়া সেনা এবং বাহনের সহিত নিজগৃহে গমনপূর্ব্বক যুদ্ধশ্রান্ত রাক্ষসদিগকে [নিজ নিজ গৃহে যাইবার জন্য] বিদায় দিল ॥ ৪১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ইন্দ্রগ্রহণ নামক ৩৭শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

(৩৮) অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ

জিতে মহেন্দ্রেঽতিবলে রাবণস্য সুতেন বৈ।
প্রজাপতিং পুরস্কৃত্য যযুর্লঙ্কাং সুরাস্তদা ॥ ১ ॥
তত্র রাবণমাসাদ্য পুত্রভ্রাতৃভিরাবৃতম্।
অব্রবীদ্ গগনে তিষ্ঠন্ সামপূর্ব্বং প্রজাপতিঃ ॥ ২ ॥
বৎস রাবণ তুষ্টোঽস্মি পুত্রস্য তব সংযুগে।
অহোঽস্য বিক্রমৌদার্য্যং তব তুল্যোঽধিকোঽপি বা ॥ ৩ ॥
জিতং হি ভবতা সর্ব্বং ত্রৈলোক্যমিদমব্যয়ম্।
কৃতা প্রতিজ্ঞা সফলা প্রীতোঽস্মি সসুতস্য তে ॥ ৪ ॥
অয়ঞ্চ পুত্রোঽতিবলস্তব রাবণ রাবণিঃ।
জগতীন্দ্রজিদিত্যেবং খ্যাতো নাম্না ভবিষ্যতি ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। অস্য তব বিক্রমৌদার্য্যে বিক্রমঃ পরাক্রমঃ ঔদার্য্যং দক্ষিণতা দক্ষতেত্যর্থঃ। 'উদারো দাতৃমহতোর্দক্ষিণেঽপ্যভিধেয়বদি'তি কোষঃ। 'বিক্রমো দাক্ষ' ইতি পাঠে দাক্ষ্যো দক্ষতা।

৪। লো-টী। অব্যয়ম্ অনশ্বরং প্রবাহরূপেণ।

রাবণনন্দন মেঘনাদের নিকট মহাবল মহেন্দ্র পরাস্ত হইলে দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন—॥ ১ ॥

সেখানে প্রজাপতি পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া আকাশে থাকিয়া মধুরবাক্যে তাহাকে বলিলেন—॥ ২ ॥

বৎস রাবণ, তোমার পুত্রের যুদ্ধে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি, ইহার পরাক্রম ও দক্ষতা আশ্চর্য্যজনক, এ তোমার তুল্য অথবা তোমার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ॥ ৩ ॥

তুমি এই অবিনশ্বর সমগ্র ত্রৈলোক্য জয় করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছ, তোমার পুত্র এবং তোমার প্রতি আমি প্রীত হইয়াছি ॥ ৪ ॥

রাবণ, তোমার এই অতিশয় বলবান্ পুত্র মেঘনাদ জগতে 'ইন্দ্রজিৎ' এই

বলবান্ দুর্জ্জয়শ্চৈব ভবিষ্যত্যেষ বিশ্রুতঃ।

যং সমাশ্রিত্য তে রাজন্ স্থাপিতাস্ত্রিদশা বশে ॥ ৬ ॥

তং[১] মুঞ্চ ত্বং মহাবাহো মহেন্দ্রং পাকশাসনম্।

কিঞ্চ তে মোক্ষণায়াস্য প্রযচ্ছন্তু দিবৌকসঃ ॥ ৭ ॥

অথেন্দ্রজিন্মহারাজ[২] বাক্যমাহ প্রজাপতিম্।

অমরত্বমহং দেব বৃণে যদ্যেষ মুচ্যতে ॥ ৮ ॥

অথাব্রবীদিন্দ্রজিতং সর্ব্বলোকপিতামহঃ।

নাস্তি সর্ব্বামরত্বং হি প্রাণিনো যস্য কস্যচিৎ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। যমিন্দ্রং সমাশ্রিত্য বদ্ধা নিগৃহ্য বা।

৭। লো-টী। অস্য ইন্দ্রস্য মোক্ষণায় মোক্ষার্থম্, কিঞ্চ কিমপি বরান্তরং প্রযচ্ছন্তু দদতু।

৮। লো-টী। যদ্যেষ মুচ্যতে, 'যদ্যেবমি'তি পাঠো বা।

৯। লো-টী। সর্ব্বামরত্বং সর্ব্বাংশেনামরত্বং যমাদভয়মিত্যর্থঃ। এতদেব বিবৃণোতি—দেবানামিত্যাদি। সেন্দ্রাণামেষামপি মন্বন্তরকালপর্য্যন্তমেবামরত্বং, ন পুনঃ সর্ব্বকালাবচ্ছেদেন।

নামে প্রসিদ্ধ হইবে ॥ ৫ ॥

রাজন্, তুমি যাহার বাহুবলে দেবগণকে বশীভূত করিয়াছ, তোমার সেই বিখ্যাত পুত্র মেঘনাদ বলবান্ এবং দুর্জ্জয় বলিয়া বিখ্যাত হইবে ॥ ৬ ॥

হে মহাবাহো, তুমি সেই পাকশাসন মহেন্দ্রকে মুক্তি দাও, আর ইঁহার মুক্তির জন্য দেবগণ তোমাকে অন্য কি [বর] প্রদান করিবেন [বল] ॥ ৭ ॥

মহারাজ, তখন ইন্দ্রজিৎ প্রজাপতিকে বলিল,—"দেব, যদি ইন্দ্রকে মুক্তি দিতে হয়, তবে আমি অমরত্ব বর প্রার্থনা করি" ॥ ৮ ॥

তাহা শুনিয়া সমস্ত জগতের পিতামহ ইন্দ্রজিৎকে বলিলেন—পৃথিবীতে চতুষ্পদ জন্তু, অথবা পক্ষী, বা যে কোন প্রাণীই হউক, কোন প্রাণীরই সকলের

১। ছ 'তন্মুঞ্চ ত্বং'। ২। ছ '-তেজা'।

চতুষ্পদো[1] বা পক্ষী বা যদ্বা সত্ত্বং মহীতলে।
অপি শুষ্কস্য বৃক্ষস্য পর্ণপাতাদ্ভয়ং ভবেৎ ॥ ১০ ॥
[2]অথাব্রবীদ্বিমানস্থমিন্দ্রজিৎ প্রভুমব্যয়ম্ ।
শ্রূয়তাং যো ভবেৎ সন্ধিঃ শতক্রতুবিমোক্ষণে ॥ ১১ ॥
মমেষ্টো[3] দহনো নিত্যং হব্যৈঃ সংপূজ্য মন্ত্রবৎ ।
যং[4] প্রবর্ত্তেয়ং[5] সংগ্রামং ন চ মে[6] স্যাৎ পরাজয়ঃ ॥ ১২ ॥
তং যদা[7] ত্বসমাপ্যাহং জপ্যহোমং বিভাবসৌ ।
যুধ্যেয়ং দেব সংগ্রামে তদা মে স্যাৎ পরাজয়ঃ[8] ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বো হি তপসা দেব বৃণোত্যমরতাং পুমান্[9] ।
বিক্রমেণার্জ্জিতং চেদমমরত্বং ময়া প্রভো ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। কিঞ্চ চতুষ্পদাদীনাঞ্চাভয়ং নাস্তি, পর্ণপাতাৎ শুষ্কস্য বৃক্ষস্যাপি।
১২। লো-টী। হব্যৈঃ সংপূজ্য হুত্বা।
১৩। লো-টী। তং যজ্ঞমনির্ব্বর্ত্ত্যানিষ্পাদ্য সংগ্রামেঽবস্থিতস্যেত্যর্থঃ। 'বিপর্য্যয়' ইতি পাঠঃ, 'পরাভব' ইতি বা।

নিকট অমরত্ব নাই ; এমন কি, শুষ্ক বৃক্ষের পত্রপতন হইতেও ভয় হয় ॥ ৯-১০ ॥

পরে ইন্দ্রজিৎ বিমানারূঢ় অব্যয় প্রভু প্রজাপতিকে বলিল—ইন্দ্রের বিমুক্তি বিষয়ে যেরূপ সন্ধি হইবে, তাহা শুনুন ॥ ১১ ॥

আমি প্রতিদিন অগ্নির অর্চ্চনা করি, মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া যে যুদ্ধ আরম্ভ করিব, তাহাতে আমার পরাজয় হইবে না ॥ ১২ ॥

কিন্তু দেব, আমি যখন অগ্নিতে জপ-হোমাত্মক সেই যজ্ঞ সমাপ্ত না করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইব, তখনই আমার পরাজয় হইবে ॥ ১৩ ॥

দেব, সমস্ত পুরুষ তপস্যাদ্বারা অমরত্ব লাভ করে, কিন্তু হে প্রভো, আমি বিক্রমদ্বারা [ফলতঃ] এই (এতাদৃশ) অমরত্ব লাভ করিব ॥ ১৪ ॥

১। ছ '-দাঃ পক্ষিণো বা'। ২। ছ 'শ্রুত্বা পিতামহেনোক্তমিন্দ্রজিৎ প্রত্যুবাচ হ'। ৩। ছ 'ময়ে-'। ৪। ছ 'ন নিবর্ত্তেয়'। ৫। ছ '-মে'। ৬। ছ 'স্যাম্মে'। ৭। ছ 'যদাত্ব-'। ৮। ছ 'বিপর্য্যয়ঃ'। ৯। ছ 'প্রভো'।

এবমস্ত্বিতি তং প্রাহ বাক্যং দেবঃ[১] প্রজাপতিঃ।
মুক্তশ্চেন্দ্রজিতা[২] শক্রো গতাশ্চ ত্রিদিবং সুরাঃ ॥ ১৫ ॥
এতস্মিন্নন্তরে রাম দীনো ভ্রষ্টামরদ্যুতিঃ[৩]।
ইন্দ্রশ্চিন্তাপরীতাত্মা[৪] ধ্যানতৎপরতাং গতঃ ॥ ১৬ ॥
তং তু দৃষ্ট্বা তথাভূতং প্রাহ দেবঃ পিতামহঃ[৫]।
শতক্রতোহলমুৎকণ্ঠাং কৃত্বা[৬] চ স্মর দুষ্কৃতম্ ॥ ১৭ ॥
পুরা সুরেন্দ্র বুদ্ধ্যা হি[৭] প্রজাঃ সৃষ্টা ময়া প্রভো[৮]।
একবর্ণাঃ[৯] সমাভাসা একরূপাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ১৮ ॥
তাসাং নাস্তি বিশেষস্তু দর্শনে লক্ষণেহপি বা।
ততোহহমেকাগ্রমনাশ্চিন্তয়ামাস তাঃ প্রজাঃ ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টী। ভ্রষ্টা পতিতা স্রক্ অম্বরঞ্চ যস্য সঃ। পরিম্লানো দীনঃ। ধ্যানতৎপরতাং ধ্যানম্।

১৭। লো-টী। উৎকণ্ঠাং চিন্তাম্।

১৮। লো-টী। 'একবর্ণবলোপেতা' ইতি পাঠে সন্ধিরার্ষঃ।

প্রজাপতিদেব ইন্দ্রজিৎকে বলিলেন—'ইহাই হউক।' তখন ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে মুক্তি দিল, দেবগণও স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ১৫ ॥

হে রাম, ইত্যবসরে দেবপ্রভাবিহীন দীনচিত্ত ইন্দ্র চিন্তায় আকুল হইয়া ধ্যানপরায়ণ হইলেন ॥ ১৬ ॥

পিতামহদেব তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন, শতক্রতো, দুশ্চিন্তা করিও না, স্বীয় দুষ্কার্য্যের বিষয় স্মরণ কর ॥ ১৭ ॥

প্রভো দেবরাজ, পুরাকালে আমি বুদ্ধিদ্বারা সমানবর্ণ সমানরূপ এবং সমান আকৃতিবিশিষ্ট সমস্ত প্রজাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম ॥ ১৮ ॥

তাহাদের রূপ এবং আকৃতিতে কোন পার্থক্য ছিল না; সেই জন্য আমি

১। ছ 'দেব-'। ২। ছ 'মুক্তো'। ৩। ছ 'ভ্রষ্টস্রগম্বরঃ'। ৪। ছ 'পরিম্লানো'। ৫। ছ 'প্রজাপতিঃ'। ৬। ছ 'স্বং'। ৭। ছ 'বুদ্ধ্যা হি'। ৮। ছ 'বিভো'। ৯। ছ 'বর্ণবলোপেতা রূপতঃ সমদর্শনাঃ'।

সোঽহং তাসাং বিশেষার্থং নির্মমে পরমাঙ্গনাম্[১]।
যদ্ যৎ প্রজানাং প্রত্যঙ্গং বিশিষ্টং তত্তদুদ্ধৃতম্[২] ॥ ২০ ॥
ততো ময়া রূপগুণাদতুল্যা স্ত্রী বিনির্ম্মিতা।
অহল্যেত্যেব[৩] চ ময়া তস্যা নাম প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২১ ॥
নির্ম্মিতায়াং তু দেবেন্দ্র তস্যাং নার্য্যাং সুরর্ষভ।
ভবিষ্যতি চ কস্যৈষেত্যেবং চিন্তা মমাভবৎ ॥ ২২ ॥
ত্বং স্ম[৩] শক্র তদা তাং স্ত্রীং জানীষে মনসা প্রভো।
স্থানাধিকতয়া পত্নী মমৈষেতি সুরেশ্বর ॥ ২৩ ॥

২০। লো-টী। প্রত্যঙ্গং প্রত্যঙ্গে বিশিষ্টং যদ্ যৎ রূপং তত্তন্ময়া উদ্ধৃতং গৃহীতম্। 'প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট'মিতি একপদং বা।

২১। লো-টী। প্রকাশিতং প্রকীর্ত্তিতং বা পাঠঃ।

২৩। লো-টী। স্থানমিন্দ্রপদম্ অধিকম্ উত্তমং যস্য তস্য ভাবস্তয়া মমেয়ং পত্নীতি তাং মনসা জানীষে।

একাগ্রচিত্তে সেই প্রজাদিগের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম ॥ ১৯ ॥

আমি তাহাদের মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করিবার জন্য একটী সুন্দরী রমণী সৃষ্টি করিয়াছিলাম। প্রজাদিগের প্রত্যেক অঙ্গের উৎকর্ষ আহরণ করিলাম, পরে রূপে গুণে অতুলনীয়া একটী স্ত্রী নির্ম্মাণ করিলাম এবং তাহার নাম রাখিলাম 'অহল্যা' ॥ ২০-২১ ॥

সুরশ্রেষ্ঠ দেবেন্দ্র, সেই নারী সৃষ্ট হইলে 'এই রমণী কাহার [ভার্য্যা] হইবে' আমার মনে এইরূপ চিন্তা হইল ॥ ২২ ॥

প্রভো সুরেশ্বর ইন্দ্র, তুমি ['দেবরাজ' বলিয়া] পদগৌরব বশতঃ মনে মনে 'এই নারী আমার পত্নী হইবে' এইরূপ স্থির করিয়াছিলে ॥ ২৩ ॥

১। ছ '-মঙ্গনাম্'। ২। ছ 'তত্তদাহৃতম্'। ৩। ছ '-তি ময়া বীর নাম তস্যাঃ প্রকল্পিতম্'। ৩। ছ 'চ'।

সা ময়া ন্যাসভূতা তু গৌতমস্য নিবেশনে।
ন্যস্তা বহূনি বর্ষাণি তেন নির্যাতিতা চ সা ॥ ২৪ ॥
ততস্তস্য[১] পরিজ্ঞায় মহাস্থৈর্য্যং মহামুনেঃ।
জ্ঞাত্বা তপসি সিদ্ধিং চ পত্ন্যর্থং স্পর্শিতা[২] তদা ॥ ২৫ ॥
স তয়া সহ ধর্ম্মাত্মা রমতে[৩] স্ম মহামুনিঃ।
নিরাশাশ্চাভবন্ দেবা দত্তায়াং গৌতমায় বৈ[৪] ॥ ২৬ ॥
ত্বং তু ক্রুদ্ধঃ[৫] সকামাত্মা গতস্তস্যাশ্রমং মুনেঃ।
দৃষ্টবাংশ্চ তদাহল্যাং দীপ্তামগ্নিশিখামিব ॥ ২৭ ॥
সা ত্বয়া ধর্ষিতা শক্র কামার্ত্তেন তু বৈ পুরা।
দৃষ্টশ্চাসি তদা তেন গৌতমেন[৬] মহাত্মনা ॥ ২৮ ॥

২৪। লো-টী। তেন গোতমেন নির্যাতিতা ময়ি সমর্পিতা।
২৫। লো-টী। স্পর্শিতা দত্তা ইতি সর্ব্বজ্ঞঃ। 'প্রতিপাদিতে'তি ক্বচিৎ পাঠঃ

আমি সেই রমণীকে গৌতমের গৃহে গচ্ছিত রাখি এবং তিনি বহু বৎসর গচ্ছিত রাখিয়া পরে আমাকে পুনরায় ফিরাইয়া দেন ॥ ২৪ ॥

তাহাতে সেই মহামুনি গৌতমের জিতেন্দ্রিয়ত্ব এবং তপঃসিদ্ধির বিষয় জানিতে পারিয়া তখন ভার্য্যার্থে তাঁহাকেই সেই কন্যা দান করিলাম ॥ ২৫ ॥

ধর্ম্মাত্মা সেই মহামুনি গৌতম তাহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। গৌতমকে সেই কন্যা দান করিলে দেবগণ নিরাশ হইলেন ॥ ২৬ ॥

কিন্তু কামপরতন্ত্র তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই মুনির আশ্রমে গমন করত প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় অহল্যাকে দেখিতে পাইলে ॥ ২৭ ॥

হে ইন্দ্র, তখন তুমি কামার্ত্ত হইয়া তাহাকে ধর্ষণ করিয়াছিলে এবং সেই মহাত্মা গৌতমও তোমাকে দেখিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

১। ছ 'ততো ময়া পরিজ্ঞাতং তস্য ধৈর্য্যং মহাত্মনঃ'। ২। ছ 'সাপির্ত্তা তদা'। ৩। ছ 'চ তপোধনঃ'। ৪। ছ 'গোতমায় হি'। ৫। ছ 'লুব্ধঃ'। ৬। ছ 'গোতমেন'।

ততঃ ক্রুদ্ধেন তেনাসি শপ্তঃ পরমতেজসা।
বিফলশ্চ কৃতো দেব মেষাণ্ডোঽভূঃ সুরেশ্বর ॥ ২৯ ॥
যস্মাত্তে ধর্ষিতা পত্নী মম বাসব নির্ভয়াৎ[১]।
তস্মাত্ত্বং সমরে শক্র[২] শত্রুহস্তং গমিষ্যসি ॥ ৩০ ॥
অয়ং তু ভাবো দুর্ব্বুদ্ধে যস্ত্বয়েহ প্রবর্ত্তিতঃ।
[৩]তং মনুষ্যাদয়ো যেঽপি তেঽপি যাস্যন্ত্যসংশয়ম্ ॥ ৩১ ॥
তত্রাধর্ম্মঃ[৪] সুবলবান্ যঃ সমুৎপৎস্যতে[৫] মহান্।
তত্রার্দ্ধং তস্য যঃ কর্ত্তা তব চার্দ্ধং ভবিষ্যতি ॥ ৩২ ॥

২৯। লো-টী। বিফলঃ বিগতাণ্ডকোষঃ।
৩০। লো-টী। ধর্ষিতা নষ্টধর্ম্মা কৃতা।
৩১। লো-টী। ভাবশ্চেষ্টা।
৩২। লো-টী। সমুত্থাস্যতে উৎপৎস্যতে, তত্র ভাবে।

দেব সুরেশ্বর, অবশেষে মহাতেজাঃ গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিয়া তোমাকে অণ্ডকোষবিহীন করিলে তুমি [সেইস্থানে মেষের অণ্ডকোষ সংযুক্ত করিয়া] মেষাণ্ড হইলে ॥ ২৯ ॥

"হে বাসব, তুমি নির্ভয়ে আমার পত্নীর ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছ, সুতরাং তুমি যুদ্ধে শত্রুহস্তগত হইবে ॥ ৩০ ॥

হে দুর্ব্বুদ্ধে, তুমি জগতে এই যে কদাচার প্রবর্ত্তিত করিলে, মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিগণও ইহা অবলম্বন করিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৩১ ॥

তাহাতে যে প্রবল অধর্ম্ম উৎপন্ন হইবে, তাহার অর্দ্ধাংশ সেই পাপাচারী ব্যক্তির এবং অর্দ্ধাংশ তোমার হইবে ॥ ৩২ ॥

১। ছ 'নির্ভয়'। ২। ছ 'রাজন্'। ৩। ক 'তমনু-'। ৪। ছ 'স বল-'। ৫। ছ 'সমুত্থাস্যতে'।

ন চৈতদচলং স্থানং ভবিষ্যতি পুরন্দর।
এতেনাধর্ম্মযোগেন যস্ত্বয়েহ প্রবর্ত্তিতঃ ॥ ৩৩ ॥
ভবিষ্যতীন্দ্রো যোঽন্যোঽপি ধ্রুবঃ[১] স ন ভবিষ্যতি।
এষ শাপো ময়া মুক্ত ইত্যসৌ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৪ ।
তাং[২] তু ভার্য্যাং বিনির্ভৎস্য সোঽব্রবীৎ সুমহাতপাঃ
দুর্ব্বিনীতে ব্রজ ক্ষিপ্রং মমাশ্রমসমীপতঃ ॥ ৩৫ ॥
রূপযৌবনসম্পন্না যস্মাৎ ত্বমনবস্থিতা[৩]।
তস্মাদ্রূপবতী ন ত্বমেকা লোকে ভবিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥
দুর্লভং[৪] তে রূপমিদং প্রজাস্বপি গমিষ্যতি।
মামনাদৃত্য[৫] দুর্ব্বৃত্তে যদাশ্রিত্যাবমন্যসে ॥ ৩৭ ॥

৩৩। লো-টী। এতৎ ঐন্দ্রং স্থানং পদম্। যস্ত্বয়া অধর্ম্মঃ প্রবর্ত্তিতঃ এতেনাধর্ম্মযোগেন বিশিষ্টো যদি অন্যোঽপি য ইন্দ্রো ভবিষ্যতি তদা স ধ্রুবঃ স্থিরো ন ভবিষ্যতি। 'ধ্রুব'মিতি পাঠে ধ্রুবং নিশ্চিতমেব ন ভবিষ্যতি মন্নিষ্যতীত্যর্থঃ।

৩৪। লো-টী। ময়া মুক্তঃ ময়া গোতমেন, 'ইত্যসা'বিতি ব্রহ্মণ উক্তিঃ।

৩৬। লো-টী। অনবস্থিতা অনবস্থিতচিত্তা।

৩৭। লো-টী। যদাশ্রিত্য যদ্রূপমাশ্রিত্য মামনাদৃত্য অনাদরবিষয়ং জ্ঞাত্বা অবমন্যসে।

হে পুরন্দর, তুমি যে অধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিলে, এই অধর্ম্মের ফলে তোমার পদ (ইন্দ্রপদ) স্থায়ী থাকিবে না ॥ ৩৩ ॥

অন্য যে কেহ ইন্দ্র হইবেন, তিনিও স্থির থাকিবেন না, এই শাপ আমি প্রদান করিলাম" এই কথা গৌতমমুনি বলিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

সেই সুমহাতপাঃ গৌতম সেই ভার্য্যাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন— "দুর্ব্বিনীতে, আমার আশ্রমের নিকট হইতে শীঘ্র চলিয়া যাও ॥ ৩৫ ॥

তুমি রূপবতী এবং যৌবনবতী হইয়া যেহেতু অস্থিরচিত্তা হইয়াছ, অতএব জগতে আর তুমিই একমাত্র রূপবতী থাকিবে না ॥ ৩৬ ॥

হে দুর্ব্বৃত্তে, তুমি যে রূপের গর্ব্বে আমাকে আদর না করিয়া অবজ্ঞা

১। ছ 'ধ্রুবং'। ২। ছ 'তাক'। ৩। ছ 'ত্বমনয়ে স্থিতা'। ৪। ছ 'সুদুর্লভং রূপমেতৎ'। ৫। ছ মামিহ ত্বং সুদুর্ব্বৃত্তে'।

[1]তদা প্রভৃতি ভূয়স্তু প্রজা রূপগুণান্বিতাঃ।
[2]শাপোৎসর্গাদ্ধি তস্যেদং মুনেঃ সর্ব্বমুপাগতম্ ॥ ৩৮ ॥
[3]প্রসাদয়ামাস চ সা মহর্ষিং গৌতমং তদা।
অজানতী ধর্ষিতাস্মি ত্বদ্রূপেণ দিবৌকসা ॥ ৩৯ ॥
ন কামকারাদ্বিপ্রর্ষে প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি।
অহল্যয়া ত্বেবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ স গৌতমঃ ॥ ৪০ ॥
উৎপৎস্যতে মহাতেজা ইক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ।
লোকে 'রাম' ইতি খ্যাতো বনং চাপি [4]গমিষ্যতি ॥ ৪১ ॥
[5]ব্রাহ্মণার্থে মহাবাহুর্ব্বিষ্ণুর্মনুজবিগ্রহঃ।
তং দ্রক্ষ্যসি যদা ভদ্রে তদা পূতা ভবিষ্যসি ॥ ৪২ ॥

৩৮। লো-টী। তদা প্রভৃতি তদবধি তব রূপগুণেন ভূয়স্তঃ প্রজা অন্বিতা ভবিষ্যন্তীতার্থঃ। শাপোৎসর্গাৎ শাপত্যাগাৎ সর্ব্বং প্রাণিমাত্রম্ ইদং রূপম্ উপাগতং প্রাপ্তম্।

৩৯। লো-টী। ত্বদ্রূপেণ ত্বন্মূর্ত্তিধারণেন।

৪০। লো-টী। কামকারাৎ ইচ্ছাতঃ।

৪১। লো টী। বনং মদীয়বনং গমিষ্যতি আগমিষ্যতি।

করিয়াছ, তোমার এই দুর্লভ রূপ সমস্ত প্রজাতেই সংক্রমিত হইবে" ॥ ৩১ ॥

তদবধি প্রজাগণ অধিকতর রূপগুণশালী হইয়াছে এবং গৌতমমুনির শাপ দানের ফলেই সকলে এই 'রূপ' লাভ করিয়াছে ॥ ৩৮ ॥

তখন সেই 'অহল্যা' মহর্ষি গৌতমকে [এই বলিয়া] প্রসন্ন করিতে লাগিলেন —"হে বিপ্রর্ষে, আমার অজ্ঞাতে ইন্দ্র আপনার রূপ ধারণ করিয়া আমাকে ধর্ষণ করিয়াছে, আমার ইচ্ছানুসারে ইহা হয় নাই ; সুতরাং আমার প্রতি প্রসন্ন হউন", অহল্যার এই কথা শুনিয়া গৌতম প্রত্যুত্তরে বলিলেন—॥ ৩৯-৪০ ॥

মহারথ মহাতেজস্বী 'রাম' নামে জগতে বিখ্যাত হইয়া মহাবাহু বিষ্ণু

১। ছ 'লোকস্তু'। ২। ছ '-সর্গাদ্ধিতস্যেদং'। ৩। ছ 'সা তং প্রসাদয়ামাস'। ৪। ছ 'চাপ্যুপযাস্যতি'। ৫। ছ '-মানুষ-'।

স হি পাবয়িতুং শক্তস্ত্বয়া যদ্দুষ্কৃতং কৃতম্ ।

সমেষ্যসি ময়া সার্দ্ধং তদা প্রভৃতি ভাবিনি ॥ ৪৩ ॥

এবমুক্ত্বা স বিপ্রর্ষিরাজগাম স্বমাশ্রমম্ ।

তপশ্চচার সুমহৎ সাপি তত্র ধৃতব্রতা ॥ ৪৪ ॥

তৎ স্মর ত্বং মহাবাহো যৎ [1] ত্বয়া দুষ্কৃতং কৃতম্ ।

যেন ত্বং গ্রহণং শত্রোর্গতো নান্যেন বাসব ॥ ৪৫ ॥

তচ্ছীঘ্রং যজ যজ্ঞেন বৈষ্ণবেন সমাহিতঃ ।

ততস্ত্রিদিবমাগচ্ছ [2] ধৃতপাপো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

৪৩। লো-টী। তদা প্রভৃতি ততঃ পরং ময়া সার্দ্ধং সমেষ্যসি সঙ্গতা ভবিষ্যসি।

৪৫। লো-টী। যেন দুষ্কৃতেন নান্যেন পাপেন।

৪৬। লো-টী। অজিতেন্দ্রিয়োঽপি ততো যস্মাৎ ধৃতপাপ্মা।

মনুষ্যশরীর ধারণপূর্ব্বক ইক্ষ্বাকুবংশে উৎপন্ন হইবেন এবং [বিশ্বামিত্রের প্রয়োজনে] এই বনে আগমন করিবেন। ভদ্রে, যখন তুমি তাঁহার দর্শন পাইবে, তখন বিশুদ্ধা হইবে ॥ ৪১-৪২ ॥

তুমি যে দুষ্কার্য্য করিয়াছ, সেই পাপ হইতে বিশুদ্ধ করিতে কেবল তিনিই পারেন : সুন্দরি, তখন হইতে তুমি আমার সহিত মিলিত হইতে পারিবে ॥ ৪৩ ॥

এই কথা বলিয়া বিপ্রর্ষি নিজ আশ্রমে আগমন করিলেন এবং সেই অহল্যাও সেইস্থানে নিয়ম পালনপূর্ব্বক তীব্র তপস্যা আচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

হে মহাবাহো, তুমি যে দুষ্কার্য্য করিয়াছিলে তাহা স্মরণ কর ; হে বাসব, সেই দুষ্কর্ম্মের ফলেই তুমি শত্রুর হস্তগত হইয়াছিলে, অন্য কোন কারণে নয় ॥ ৪৫ ॥

অতএব সমাহিত চিত্তে শীঘ্র 'বিষ্ণুযজ্ঞে'র অনুষ্ঠান করিয়া তার পর নিষ্পাপ এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্বর্গে আগমন কর ॥ ৪৬ ॥

১। ছ 'পুরা'। ২। ছ 'ধৃতপাপ্মা'।

পুত্রশ্চ তব দেবেন্দ্র ন বিনষ্টো মহারণে ।

নীতশ্চ নিহিতশ্চৈব স্বার্য্যকেণ[১] মহোদধৌ ॥ ৪৭ ॥

এতচ্ছ্রুত্বা মহেন্দ্রস্তু ইষ্ট্বা যজ্ঞং স বীর্য্যবান্ ।

ততস্ত্রিদিবমাক্রামদ্দেবাংশ্চান্বাশিষৎ[২] পুনঃ[৩] ॥ ৪৮ ॥

এতদিন্দ্রজিতো রাম বলং যৎ কথিতং[৪] ময়া ।

নির্জ্জিতস্তেন দেবেন্দ্রঃ প্রাণিনোঽন্যে তু কিং পুনঃ[৫] ॥ ৪৯ ॥

আশ্চর্য্যমিতি তদ্রামো লক্ষ্মণশ্চাব্রবীৎ তদা ।

অগস্ত্যবচনং শ্রুত্বা বানরা রাক্ষসাস্তথা ॥ ৫০ ॥

৪৭ । লো-টী । নিহিতস্তত্রৈব স্থাপিতঃ 'সোঽর্য্যকেণ' ইতি সন্ধিরার্ষঃ ।

[লো-টী ।] স পুত্রো লোককণ্টকঃ ।

৫০ । লো-টী । বানরা রাক্ষসাশ্চাব্রুবন্ ।

হে দেবেন্দ্র, তোমার পুত্র 'জয়ন্ত' মহাসমরে নিরুদ্দিষ্ট হয় নাই, তাহার মাতামহ পুলোমা তাহাকে লইয়া সমুদ্রমধ্যে রাখিয়াছে ॥ ৪৭ ॥

সেই পরাক্রমশালী মহেন্দ্র এই কথা শুনিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন এবং স্বর্গে গমন করিয়া পুনরায় দেবগণকে শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

হে রাম, আমি তোমার নিকট ইন্দ্রজিতের বলবীর্য্যের কথা বলিলাম, সেই ইন্দ্রজিতের নিকট স্বয়ং দেবেন্দ্রই পরাজিত হইয়াছিলেন, অন্য প্রাণিগণের ত' কথাই নাই ॥ ৪৯ ॥

তখন রাম, লক্ষ্মণ এবং বানর ও রাক্ষসগণ সকলেই অগস্ত্যের কথা শুনিয়া বলিলেন, ইহা অতি আশ্চর্য্য ॥ ৫০ ॥

১। ক 'আর্য্যকেণ'। ২। ছ 'পুন-'। ৩। ছ '-দেবানামভবৎ প্রভুঃ'। ৪। ছ 'কীর্ত্তিতং'। ৫। অতঃ পরম্ ছ 'এবং রামসমুদ্ভূতো রাবণো লোককণ্টকঃ। সপুত্রো যেন সংগ্রামে জিতঃ শক্রঃ সুরেশ্বরঃ ॥ ইত্যধিকম্ ।

বিভীষণস্তু রামস্য পার্শ্বস্থো বাক্যমব্রবীৎ।
আশ্চর্য্যং[১] শ্রাবিতোঽস্ম্যদ্য যৎ তদ্বৃত্তং[২] পুরাতনম্ ॥ ৫১ ॥
রামস্ত্বাপৃচ্ছমানং[৩] তু কুম্ভযোনিং মহামুনিম্।
প্রাঞ্জলির্ব্বিনয়োপেত ইদমাহ বচোঽর্থবৎ[৪] ॥ ৫২ ॥
এতয়োরতুলং বীর্য্যং রাবণে রাবণস্য চ।
ন ত্বেতৌ হনুমদ্বীর্য্যে সমাবিতি মতির্ম্মম ॥ ৫৩ ॥
শৌর্য্যং[৫] দাক্ষ্যং বলং ধৈর্য্যং প্রাজ্ঞতা নয়সাধনম্।
বিক্রমশ্চ[৬] প্রতাপশ্চ হনূমতি কৃতালয়াঃ ॥ ৫৪ ॥

৫১। লো-টী। শ্রুতং পুরাণাদৌ শ্রাবিতং বা।

৫২। লো-টী। আপৃচ্ছমানং আশ্রমং গন্তুং নিমন্ত্রয়িতুম্।

৫৪। লো-টী। প্রাজ্ঞতা বুদ্ধিঃ নয়সাধনং নয়ো নীতিঃ সাধনং শীঘ্রগতিঃ। 'সাধনং মৃতসংস্কারে সৈন্যে সিদ্ধৌ বধে গতা'বিতি কোষঃ।

রামের পার্শ্বে অবস্থিত বিভীষণও বলিলেন যে, অদ্য যে পুরাতন কাহিনী শুনিলাম, তাহা অতি আশ্চর্য্য ॥ ৫১ ॥

মহামুনি অগস্ত্য বিদায় প্রার্থনা করিলে রাম বিনীত হইয়া করযোড়ে তাঁহাকে অর্থযুক্ত এই কথা বলিলেন— ॥ ৫২ ॥

রাবণ এবং রাবণপুত্র মেঘনাদ ইহাদের উভয়ের সামর্থ্য অতুলনীয়; কিন্তু আমার মনে হয়, ইহারা বলে হনুমানের সমান নয় ॥ ৫৩ ॥

শৌর্য্য, ধৈর্য্য, বল, ক্ষিপ্রকারিতা, প্রাজ্ঞতা, নীতি, শীঘ্রগতি, বিক্রম এবং প্রতাপ সমস্তই হনুমানকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥ ৫৪ ॥

১। ছ 'স্মারিতোঽ-'। ২। অতঃ পরম্ ছ 'যথাগস্ত্যোঽব্রবীদ্রামমেতৎ সর্ব্বং শ্রুতং ময়া। দৃষ্টঃ সভাজিতশ্চাপ রাম যাস্যামহে বয়ম্।' ইত্যধিকম্। ৩। ছ 'তং'। ৪। ছ '-মাহার্থবদ্বচঃ'। ৫। ছ 'বীর্য্যং'। ৬। ছ 'প্রভাবশ্চ'।

সাগরং বীক্ষ্য[1] সীদন্তীং পুরৈষ[2] কপিবাহিনীম্ ।
সমাশ্বাস্য মহাবাহুর্যোজনানাং শতং প্লুতঃ ॥ ৫৫ ॥
ধর্ষয়িত্বা পুরীং লঙ্কাং রাবণান্তঃপুরং তথা ।
দৃষ্টা সংভাষিতা চাপি সীতা প্রাশ্বাসিতা[3] তথা ॥ ৫৬ ॥
সেনাগ্রগা মন্ত্রিসুতাঃ কিঙ্করা রাবণাত্মজাঃ ।
এতে হনুমতা তত্র একেনৈব নিসূদিতাঃ ॥ ৫৭ ॥
ভূয়ো বন্ধবিমুক্তেন সংভাষ্য চ দশাননম্ ।
লঙ্কা ভস্মীকৃতানেন লাঙ্গূলস্থেন বহ্নিনা ॥ ৫৮ ॥
ন কালস্য ন শক্রস্য ন বিষ্ণোর্ব্বিত্তদস্য[4] চ ।
শ্রূয়ন্তে তানি কর্ম্মাণি যানি যুদ্ধে[5] হনূমতঃ ॥ ৫৯ ॥

৫৬। লো-টী। ধর্ষয়িত্বা অশোকবনিকাভঙ্গেন অপহৃত্য ।

৫৭ লো-টী। রাবণাত্মজা ইতি। যদ্যপি এক এব রাবণাত্মজোঽক্ষো হতস্তথাপি তস্য শৌর্য্যাধিক্যাদ্বহুত্বমুক্তম্ ।

পূর্ব্বে এই মহাবাহু হনুমান্ সমুদ্র দর্শনে অবসন্ন বানরসৈন্যদিগকে আশ্বস্ত করিয়া লাফ দিয়া শতযোজন [সমুদ্র] অতিক্রম করিয়াছিল ॥ ৫৫ ॥

এবং লঙ্কাপুরী নিগৃহীত করিয়া রাবণের অন্তঃপুরমধ্যে সীতাকে দেখিয়া সম্ভাষণপূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিল ॥ ৫৬ ॥

সেনাপতিগণ, মন্ত্রিতনয়গণ, ভৃত্যগণ এবং রাবণপুত্রকে হনুমান্ একাকীই সেখানে নিহত করিয়াছিল ॥ ৫৭ ॥

পুনরায় হনুমান্ ব্রহ্মাস্ত্রের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া রাবণের সহিত সম্ভাষণপূর্ব্বক লাঙ্গূলস্থ অগ্নিদ্বারা লঙ্কানগরী ভস্মীভূত করিয়াছিল ॥ ৫৮ ॥

যুদ্ধে হনুমান্ যাহা যাহা করিয়াছে, যম, ইন্দ্র, বিষ্ণু বা কুবেরেরও তাদৃশ কার্য্যের কথা শোনা যায় না ॥ ৫৯ ॥

১। ছ ‘প্রেক্ষ্য’। ২। ছ ‘দৃষ্টৈব হরি-’। ৩। ছ ‘আশ্বা-’। ৪। ছ ‘-র্কোর্দ্ধনদস্য চ’। ৫। ছ ‘যুদ্ধে যানি’

এতস্য বাহুবীর্য্যেণ লঙ্কা[1] সীতা চ লক্ষ্মণঃ ।
প্রাপ্তা[2] ময়া জয়শ্চৈব রাজ্যং মিত্রাণি বান্ধবাঃ ॥ ৬০ ॥
হনূমান্ যদি ন স্যাচ্চ বানরাধিপতেঃ সখা ।
প্রবৃত্তিমপি[3] কো বেত্তুং জানক্যাঃ শক্তিমান্ ভবেৎ ॥ ৬১ ॥
তদেবং বলযুক্তেন সুগ্রীবপ্রিয়কাম্যয়া ।
বালী বৈরে সমুৎপন্নে ন দগ্ধস্তৃণবৎ কথম্ ॥ ৬২ ॥
নহি বিজ্ঞাতবান্ মন্যে হনূমানাত্মনো বলম্ ।
ক্ষান্তবান্ যৎ[4] প্রিয়ং প্রাণৈঃ ক্লিশ্যন্তং বানরাধিপম্ ॥ ৬৩ ॥
এতন্মে ভগবন্ সর্ব্বং চরিতং বৈ হনূমতঃ ।
বিস্তরেণ যথাতত্ত্বং কথয়ামরপূজিত[5] ॥ ৬৪ ॥

৬১। লো-টী। প্রবৃত্তিং বার্ত্তাম্।

৬২। লো-টী। বৈরে সমুৎপন্নে ভ্রাত্রোর্বৈরভাবে জাতে সতি সুগ্রীবপ্রিয়কাম্যয়া সুগ্রীব-রাজ্যেচ্ছয়া কথং ন দগ্ধঃ। 'বৈরে সমুৎপন্ন' ইতি প্রথমান্তপাঠঃ ক্বচিৎ।

৬৩। লো-টী। যৎ যস্মাৎ প্রিয়ং সখায়ং সুগ্রীবং প্রাণৈর্বলৈঃ ক্লিশ্যন্তং পীড়য়ন্তং বানরাধিপং বালিনং ক্ষান্তবান্। 'প্রাণো বালে বলে বাতে পূর্ণে পুংভূম্নি চাসুষু' ইতি ভূরিং।

ইহার বাহুবল-প্রভাবে আমি জয়লাভ করিয়াছি,—রাজ্য, মিত্র, বান্ধব, লক্ষ্মণ এবং সীতাকে পাইয়াছি এবং লঙ্কা আমার বশীভূতা হইয়াছে ॥ ৬০ ॥

বানরাধিপতির সখা হনুমান্ যদি না থাকিত, তাহা হইলে জানকীর সংবাদ অবগত হইতেও কেহ সমর্থ হইত না ॥ ৬১ ॥

যখন বালীর সহিত সুগ্রীবের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন এতাদৃশ বলবান্ হনুমান্ সুগ্রীবের প্রিয়কামনায় বালীকে তৃণের ন্যায় দগ্ধ করিল না কেন ? ॥৬২॥

আমার মনে হয়, হনুমান্ স্বীয় বলের বিষয় অবগত ছিল না, সেইজন্যই বলপূর্ব্বক প্রিয় সুগ্রীবের পীড়নকারী বানররাজ বালিকে ক্ষমা করিয়াছিল ॥ ৬৩ ॥

হে দেবপূজিত ভগবন্, হনুমানের এই সমস্ত চরিত্রের বিষয় আপনি আমার

১। ছ 'লঙ্কা'। ২। ছ 'প্রাপ্তো'। ৩। ছ '-রপি'। ৪। ছ 'যঃ প্রিয়ৈঃ'। ৫। ছ-পুস্তকে অত্র কাচিৎ সর্গসমাপ্তির্দৃশ্যতে।

রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা হেতুযুক্তমৃষিস্তদা।
হনূমতঃ সমক্ষং[১] তং রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬৫ ॥
সত্যমেতদ্রঘুশ্রেষ্ঠ যদ্ব্রবীষি হনূমতঃ।
ন বলে বিদ্যতে তুল্যো ন মতৌ ন গতৌ তথা ॥ ৬৬ ॥
অমোঘশাপৈঃ[২] শাপস্তু দত্তোহস্য মুনিভিঃ পুরা।
ন জ্ঞাতবানয়ং যেন বলবান্[৩] বলমাত্মনঃ ॥ ৬৭ ॥
বাল্যেহপ্যনেন যৎ কর্ম্ম কৃতং রাম মহাত্মনা।
[৪]তন্ন বর্ণয়িতুং শক্যমশ্রদ্ধেয়ং পৃথগ্জনৈঃ ॥ ৬৮ ॥
যদি তেহত্রাস্ত্যভিপ্রায়স্তচ্ছ্রোতুং রঘুনন্দন।
ততঃ সমাধায় মনো[৫] নিশাময় মমানঘ[৬] ॥ ৬৯ ॥

৬৭। লো-টী। সৎ বর্ত্তমানম্ আত্মনো বলং যেন শাপেন। 'বলীয়ান্ বলমাত্মন' ইতি বা পাঠঃ। 'বালী চ মহতো বলী'তি পাঠে অয়ং বালী চ যেন শাপেন আত্মনো বলং ন জ্ঞাতবানিত্যর্থঃ।

৬৮। লো-টী। পৃথগ্জনৈঃ প্রাকৃতৈর্জনৈঃ।

৬৯। লো-টী। অত্র অস্মিন্ সময়ে 'যদিতে চাস্ত্যভী'তি বা পাঠঃ। নিশাময় শৃণু পদমার্ষম্। 'মমানঘ' 'বদাম্যহ'মিতি বা পাঠঃ।

নিকট বিস্তারপূর্ব্বক যথার্থরূপে বর্ণন করুন ॥ ৬৪ ॥

তখন অগস্ত্য মুনি রামচন্দ্রের হেতুসমন্বিত কথা শুনিয়া হনুমানের সমক্ষেই তাঁহাকে বলিলেন—॥ ৬৫ ॥

রঘুশ্রেষ্ঠ, আপনি হনুমানের বিষয়ে যাহা বলিলেন তাহা সত্য; বল, গতি, বা বুদ্ধিবিষয়ে হনুমানের তুল্য কেহ নাই ॥ ৬৬ ॥

রাম, যাঁহাদের শাপ কখনও ব্যর্থ হয় না, সেই মুনিগণ পূর্ব্বে ইহাঁকে শাপ দিয়াছিলেন, সেই শাপপ্রভাবে এই হনুমান্ বলবান্ হইয়াও নিজের শক্তির পরিমাণ জানিতেন না ॥ ৬৭ ॥

এই মহাত্মা হনুমান্ বাল্যকালে যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়; সাধারণ লোকের তাহা বিশ্বাসযোগ্য হইবে না ॥ ৬৮ ॥

হে অনঘ, হে রঘুনন্দন, যদি আপনার শুনিবার একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে,

---

১। ছ 'তত্রাঘবং'। ২। ছ '-বাকৈোস্মু'নিভিঃ শাপো দত্তো হনূমতঃ'। ৩। ছ 'বলী স্ববল-'। ৪। ছ 'ন তদ্বর্ণয়িতুং'। ৫। ছ 'মতিং'। ৬। ছ 'বদাম্যহম্'।

[১]অস্তি রত্নময়ঃ শ্রীমান্ সুমেরুর্নাম পর্ব্বতঃ।
তত্রাস্য[২] কেশরী নাম পিতা রাজ্যং প্রশাস্তি বৈ ॥ ৭০ ॥
তস্য ভার্য্যা বভূবেষ্টা হ্যঞ্জনেতি[৩] পরিশ্রুতা।
জনয়ামাস তস্যাং চ পবনঃ সুতমুত্তমম্ ॥ ৭১ ॥
শালিশূকচয়াভং চ প্রসূয়েমং তদাঞ্জনা।
ফলান্যাহর্ত্তুকামা সা নিষ্ক্রান্তা[৪] গহনে বরা ॥ ৭২ ॥
এষ মাতুর্ব্বিয়োগাচ্চ ক্ষুধয়া চ তৃষার্দ্দিতঃ[৫]।
[৬]রুরাব শিশুরত্যর্থং গিরৌ করভ[৭]রাড়িব ॥ ৭৩ ॥
[৮]তদোদ্যন্তং বিবস্বন্তং জবাপুষ্পোৎকরোপমম্।
দদর্শ ফললোভাচ্চ প্রোৎপপাত রবিং প্রতি ॥ ৭৪ ॥

৭২। লো-টী। শালিশূকচয়ঃ ধান্যশূকসমূহঃ, তদ্বদাভা যস্য তম্।
৭৩। লো-টী। বিয়োগাদ্ বিচ্ছেদাৎ।
৭৪। লো-টী। জবাপুষ্পোৎকরপ্রভং জবাকুসুমসমূহতুল্যম্।

তাহা হইলে সমাহিতচিত্তে আমার নিকট শ্রবণ করুন ॥ ৬৯ ॥

সুমেরু নামে সৌন্দর্য্যশালী রত্নময় এক পর্ব্বত আছে, সেখানে ইঁহার পিতা 'কেশরী' রাজ্য শাসন করিতেছেন ॥ ৭০ ॥

অঞ্জনানাম্নী সুবিখ্যাতা তাঁহার প্রিয়তমা এক পত্নী ছিল, বায়ু তাহার গর্ভে এক উত্তম পুত্র উৎপাদন করেন ॥ ৭১ ॥

বরাঙ্গনা অঞ্জনা ধান্যাগ্র (ধান্যের কাঁটা বা শুঙ্গা) সমূহের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট এই শিশুকে (হনুমান্‌কে) প্রসব করিয়া তখনই ফল সংগ্রহের অভিলাষে বনমধ্যে প্রবেশ করে ॥ ৭২ ॥

এই শিশু মাতাকে না দেখিয়া এবং ক্ষুধাতৃষ্ণায় অতিশয় কাতর হইয়া পর্ব্বতে হস্তিশাবকের ন্যায় অতিশয় শব্দ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৩ ॥

তৎকালে ইনি জবাপুষ্পসমূহের ন্যায় লোহিতবর্ণ উদীয়মান সূর্য্যকে দেখিয়া

১। ছ 'পূর্ব্বং দত্তবরঃ স্বর্ণঃ'। ২। ছ '-স্মিন্ ম'। ৩। ছ 'অঞ্জনেতি'। ৪। ছ 'বিনিষ্ক্রান্তা তদা বনম্'। ৫। ছ 'তৃষা-'। ৬। ছ 'রুরোদ'। ৭। ছ 'শরভ-'। ৮। ছ 'ততো'।

বালার্কাভিমুখো বালো বালার্ক ইব মূর্ত্তিমান্ ।
গ্রহীতুকামো[১] বালার্কং পুপ্লুবেঽম্বরমাস্থিতঃ[২] ॥ ৭৫ ॥
এতস্মিন্ প্লবমানে তু শিশুভাবাদ্ধনূমতি ।
দেবদানবসিদ্ধানাং বিস্ময়ঃ সুমহানভূৎ ॥ ৭৬ ॥
নহ্যেবং বেগবান্ বায়ুর্ন গরুত্মান্ মনোঽথবা[৩] ।
যথায়ং বায়ুপুত্রো বৈ ক্রামত্যম্বরমধ্যগঃ[৪] ॥ ৭৭ ॥
অয়ং[৫] তাবচ্ছিশোরস্য ঈদৃশো হি পরাক্রমঃ ।
যৌবনে বলমাসাদ্য কীদৃশোঽস্য[৬] ভবিষ্যতি ॥ ৭৮ ॥
তং চানু পুপ্লুবে বায়ুঃ প্লবমানং তদাত্মজম্ ।
সূর্য্যদাহাদরক্ষচ্চ[৭] তুষারচয়[৮]শীতলঃ ॥ ৭৯ ॥

৭৬। লো-টী। বিস্ময় আশ্চর্য্যবুদ্ধিঃ।
৭৮। লো-টী। অয়ং পরাক্রমঃ ঈদৃশ এবম্বিধঃ অস্য স্থিতস্য।
৭৯। লো-টী। 'সূর্য্যদাহাদরক্ষচ্চেতি পাঠঃ। কচিচ্চ 'সূর্য্যদাহভয়াদ্রক্ষন্নি'তি।

ফল লোভে সূর্য্যের অভিমুখে লম্ফপ্রদান করিলেন ॥ ৭৪ ॥

মূর্ত্তিমান্ বালসূর্য্যের ন্যায় শিশু হনুমান্ তরুণ সূর্য্যকে ধরিতে ইচ্ছুক হইয়া আকাশমার্গে সেই তরুণ দিবাকরের দিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন ॥ ৭৫ ॥

এই হনুমান্ বালভাব বশতঃ ধবমান হইলে দেবতা, দানব এবং সিদ্ধগণের অতিশয় বিস্ময় উপস্থিত হইল—॥ ৭৬ ॥

[তাঁহারা বলিতে লাগিলেন —]"আকাশমধ্যগামী এই বায়ুপুত্র যেরূপ বেগে গমন করিতেছে, বায়ু, গরুড়, বা মন এরূপ বেগশালী নয়" ॥ ৭৭ ॥

শৈশবেই ইহার এইরূপ পরাক্রম, যৌবনকালে বলপ্রাপ্ত হইলে ইহার কিরূপ পরাক্রম হইবে ! ॥ ৭৮ ॥

বায়ু তুষাররাশির ন্যায় শীতল হইয়া সূর্য্যের দাহ হইতে স্বীয় ঔরসজাত ধাবমান পুত্রকে রক্ষা করত তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৯ ॥

১। ছ 'ততো গ্রহীতুং'। ২। ছ '-মাশুগঃ'। ৩। ছ 'বামনোঽথবা'। ৪। ছ ক্রমত্য-'। ৫। ছ 'যদি'। ৬। ছ '-শোঽয়ং'। ৭। ছ '-হাচ্চ রক্ষন্ বৈ'। ৮। ছ '-কণ-'।

বহুযোজনসাহস্রং প্রক্রান্তোঽয়ং তদাম্বরম্[১]।
পিতুর্ব্বলাচ্চ বাল্যাচ্চ[২] ভাস্করেণাভিরক্ষিতঃ[৩] ॥ ৮০ ॥
শিশুরেষ[৪] ত্বদোষজ্ঞ ইতি মত্বা বিরোচনঃ[৫]।
কার্য্যং চাত্র সমায়ত্তমিত্যেবং ন দদাহ সঃ ॥ ৮১ ॥
যমেব দিবসং হ্যেষ গ্রহীতুং ভাস্করং প্লুতঃ[৬]।
তমেব দিবসং রাহুশ্চকার গ্রহণে মতিম্ ॥ ৮২ ॥
অনেন তু পরামৃষ্টে রাম সূর্য্যরথেঽধ্বনি[৭]।
অপক্রান্তস্ততস্ত্রস্তো রাহুশ্চন্দ্রার্কমর্দ্দনঃ ॥ ৮৩ ॥
অথ দৃষ্ট্বা হনুমন্তং জিঘৃক্ষন্তং তু ভাস্করম্।
অব্রবীৎ সত্বরং গত্বা রাহুঃ শক্রমিদং বচঃ ॥ ৮৪ ॥

৮১। লো-টী। কার্য্যং সীতান্বেষণাদিকং সমায়ত্তমেতদধীনম্।

৮২। লো-টী। যমেব দিবসং প্রাপ্যেতি শেষঃ। যদ্বা যং যস্মিন্নেব দিবসে।

৮৩। লো-টী। পরামৃষ্টে পরিস্পৃষ্টে সূর্য্যরথে সতি রাহুরপক্রান্তঃ পলায়িতঃ। ক পরিস্পৃষ্টে ? ধুরি যানমুখে, 'সূর্য্যরথেঽধ্বনী'তি পাঠে সূর্য্যগমনবর্ত্মনি।

এই হনুমান্ তখন পিতার শক্তিপ্রভাবে আকাশপথে বহুসহস্র যোজন অতিক্রম করিলে সূর্য্যদেব 'বালক' বলিয়া ইঁহাকে রক্ষা করিলেন ॥ ৮০ ॥

'এ শিশু, দোষ [-গুণ] সম্পর্কে ইহার কোন জ্ঞান নাই, বিশেষতঃ সীতান্বেষণাদি কার্য্য সর্ব্বতোভাবে ইহার আয়ত্ত', এই মনে করিয়াই সূর্য্য ইঁহাকে দগ্ধ করিলেন না ॥ ৮১ ॥

এই হনুমান্ যেদিন ভাস্করকে ধরিবার জন্য উর্দ্ধে গমন করিয়াছিলেন, সেইদিনই রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল ॥ ৮২ ॥

হে রাম, এই হনুমান্ পথিমধ্যে সূর্য্যদেবের রথ স্পর্শ করিলে চন্দ্র-সূর্য্য-বিমর্দ্দনকারী রাহু ভীত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করে ॥ ৮৩ ॥

অনন্তর রাহু হনুমান্‌কে সূর্য্যদেবকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া দ্রুত গমন

১। ছ 'নভস্তলম্'। ২। ছ 'বেগাচ্চ'। ৩। ছ '-ণ সমাগতঃ'। ৪। ছ '-যোঽপ্যয়োষজ্ঞ'। ৫। ছ 'দিনেশ্বরঃ'। ৬। ছ 'রাম'। ৭। ছ 'ধুরি'।

বুভুক্ষাপনয়ং[১] দত্ত্বা চন্দ্রার্কৌ মম বাসব।
কিমিদং যৎ ত্বয়া দত্তো বরোঽন্যস্মৈ সুরেশ্বর ॥ ৮৫ ॥
অদ্যাহং পর্ব্বকালে তু জিঘৃক্ষুঃ সূর্য্যমাস্থিতঃ।
দৃষ্ট্বা গৃহীতমন্যেন তমহং ত্বামুপাগমম্[২] ॥ ৮৬ ॥
স রাহোর্ব্বচনং শ্রুত্বা বাসবঃ সংভ্রমান্বিতঃ।
উৎপপাতাসনং হিত্বা পরার্দ্ধ্যাস্তরণান্বিতম্ ॥ ৮৭ ॥
ততঃ কৈলাসকূটাভং চতুর্দ্দন্তং মদস্রবম্[৩]।
শৃঙ্গারধারিণং[৪] প্রাংশুং স্বর্ণঘণ্টাট্টহাসিনম্[৫] ॥ ৮৮ ॥
ইন্দ্রঃ করীন্দ্রমারুহ্য রাহুং কৃত্বা পুরঃসরম্।
প্রায়াদ্[৬] যত্রাভবৎ সূর্য্যঃ সহানেন হনূমতা ॥ ৮৯ ॥

৮৫। লো-টী। ক্ষুধাবিনয়নং ক্ষুধানিবর্ত্তকং, তৎ কিং ? চন্দ্রার্কাবিতি সামান্যবিশেষভাবেনান্বয়ঃ। 'দত্ত্বা'বিতি কচিৎ পাঠঃ।'

৮৭। লো-টী। সংভ্রমঃ সাধ্বসং তেনান্বিতঃ, পরার্দ্ধ্যামমূল্যং যদাস্তরণং তেনান্বিতম্।

৮৮। লো-টী। স্বর্ণঘণ্টায়া অট্টহাসো বর্ত্ততে যস্মিন্ তম্।

করত ইন্দ্রকে এই কথা বলিল—॥ ৮৪ ॥

দেবরাজ বাসব, আমার ক্ষুধা নিবারণের জন্য চন্দ্র এবং সূর্য্যকে আমায় দান করিয়া আপনি যে অপরকে [তাহা] বর প্রদান করিয়াছেন, ইহা কিরূপ ব্যবহার ? ॥ ৮৫ ॥

পর্ব্বকাল উপস্থিত হওয়ায় অদ্য [সূর্য্যকে] গ্রহণ করিবার অভিলাষে আমি সূর্য্যসমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে অন্যকর্তৃক গৃহীত দেখিয়া আপনার নিকট আসিলাম ॥ ৮৬ ॥

ইন্দ্র রাহুর কথা শুনিয়া ত্বরান্বিত হইয়া বহুমূল্য আস্তরণযুক্ত সিংহাসন হইতে উত্থিত হইলেন ॥ ৮৭ ॥

পরে ইন্দ্র কৈলাসশিখরতুল্য, চতুর্দ্দন্ত, মদস্রাবী, শৃঙ্গারবেশধারী (শৃঙ্গার অর্থাৎ হস্তীর সিন্দূরাদিকৃত বেশভূষা) স্বর্ণঘণ্টার শব্দরূপ অট্টহাস্যকারী অত্যুন্নত

১। ছ 'ক্ষুধাবিনিবিতুং দত্তৌ'। ২। ছ '-তঃ'। ৩। ছ 'মহামদম্'। ৪। ছ 'ষট্‌পদৈরন্বিতং'। ৫। ছ '-ঘণ্টো মহাস্বনম্'। ৬। ছ 'প্রায়াদ্যত্রা-'।

১
অথাতিরভসেনাগাদ্রাহুরুৎসৃজ্য বাসবম্।
অনেন চ স বৈ দৃষ্টো হ্যধাবৎ শৈলকূটবৎ ॥ ৯০ ॥
২
ততঃ সূর্য্যং সমুৎসৃজ্য রাহুং ফলমুপেত্য চ।
৩
উৎপপাত পুনর্ব্যোম গ্রহীতুং সিংহিকাসুতম্ ॥ ৯১ ॥
৪
উৎসৃজ্যার্কমিমং রাম আধাবন্তং প্লবঙ্গমম্।
দৃষ্ট্বা রাহুঃ পরাবৃত্তো মুখশেষঃ পরাঙ্মুখঃ ॥ ৯২ ॥
৫
ইন্দ্রমাশংসমানস্তু ত্রাতারং সিংহিকাসুতঃ।
৬
ইন্দ্র ইন্দ্রেতি স ত্রাসাদ্বিচুক্রোশ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৯৩ ॥

৯০। লো-টী। অতিরভসাৎ অতিবেগাৎ, অনেন হনূমতা স রাহুঃ, দৃষ্ট্বা চ শৈলকূটবৎ অধাবদিত্যন্বয়ঃ। শৈলকূটঃ শৈলরাশিরিব।

৯১। লো-টী। অবেত্য জ্ঞাত্বা।

৯২-৯৩। লো-টী। মুখশোষঃ মুখস্য শুষ্কতা যস্য সঃ, পরাঙ্মুখঃ সন্ ইন্দ্রং পরাবৃত্য প্রাপ্য ত্রাতারং রক্ষিতারং সমাশংসৎ নিবেদয়ামাস।

গজশ্রেষ্ঠ ঐরাবতে আরোহণ করত রাহুকে অগ্রে করিয়া যেস্থানে সূর্য্য এই হনুমানের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন তথায় গমন করিলেন ॥ ৮৮-৮৯ ॥

রাহু ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় বেগে আগমন করিল এবং সে হনুমান্‌কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় ধাবিত হইল ॥ ৯০ ॥

পরে রাহুকে একটী ফল মনে করিয়া সূর্য্যকে পরিত্যাগপূর্ব্বক রাহুকে ধরিবার ইচ্ছায় হনুমান্ পুনরায় আকাশে উৎপতিত হইলেন ॥ ৯১ ॥

হে রাম, এই বানর সূর্য্যকে ছাড়িয়া ধাবিত হইলে মুখমাত্রাবশিষ্ট রাহু ইহাকে দেখিয়া পরাঙ্মুখ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল ॥ ৯২ ॥

রাহু পরিত্রাতা বাসবকে বলিবার (অর্থাৎ তাঁহার শরণাপন্ন হইবার) ইচ্ছায় ভয়ে পুনঃ পুনঃ 'ইন্দ্র ইন্দ্র' বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিল ॥ ৯৩ ॥

১। ছ '-রভসাৎ প্রায়া-'। ২। ছ '-মবেক্ষ্য চ'। ৩। ছ 'ততো ব্যোম'। ৪। ছ 'প্রধা-'। ৫। ছ '-মেব স মা গচ্ছৎ'। ৬। ছ 'ইন্দ্রেন্দ্রেতি চ সংত্রা-'।

ততো বিক্রোশতস্তস্য প্রাগেবালক্ষ্য তং স্বরম্[1]।
মা ভৈরিতি তমাহেন্দ্রোঽপ্যহমেনং নিষূদয়ে ॥ ৯৪ ॥
ঐরাবতং[2] ততো দৃষ্ট্বা মহান্তমিদমেব হি।
ফলমিত্যভিবিজ্ঞায় তং প্রদুদ্রাব মারুতিঃ ॥ ৯৫ ॥
তদস্য ধাবতো রূপমৈরাবতজিঘৃক্ষয়া।
মুহূর্ত্তমভবদ্ ঘোরং কালাগ্নেরিব রাঘব ॥ ৯৬ ॥
এবমাধাবমানস্তু[3] নাতিক্রুদ্ধঃ শচীপতিঃ।
হস্তস্থেন[4] প্রমুক্তেন কুলিশেনাভ্যতাড়য়ৎ ॥ ৯৭ ॥
ততো গিরৌ পপাতৈষ শক্রবজ্রাভিতাড়িতঃ।
কুলিশেন চ তেনাস্য বামো হনুরভজ্যত ॥ ৯৮ ॥

৯৪। লো-টী। প্রাগেব নিবেদনাৎ পূর্ব্বমেব তং স্বরং শব্দম্।

৯৭। লো-টী। নাতিক্রুদ্ধঃ অল্পক্রোধঃ, যদ্বা ন উপমার্থঃ, অতিক্রুদ্ধ ইব প্রমুক্তেন ত্যক্তেন 'প্রযুক্তেনে'তি পাঠে স এবার্থঃ।

অনন্তর সেই চীৎকাররত রাহুর বলিবার পূর্ব্বেই তাহার [কাতর] স্বর শুনিয়া ইন্দ্র 'ভয় নাই, আমি ইহাকে বধ করিতেছি' এই কথা তাহাকে বলিলেন—॥ ৯৪ ॥

পরে বায়ু-তনয় হনুমান্ মহাকায় ঐরাবতকে দেখিয়া 'ইহাই ফল' এইরূপ মনে করিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন ॥ ৯৫ ॥

রামচন্দ্র, হনুমান্ ঐরাবতকে ধরিবার ইচ্ছায় ধাবিত হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে ইহার রূপ কালাগ্নির ন্যায় ভয়ঙ্কর হইল ॥ ৯৬ ॥

ইন্দ্র ['বালক' বলিয়া] অতি ক্রুদ্ধ না হইয়াই এইরূপে ধাবমান হনুমানকে হস্তস্থিত বজ্র নিক্ষেপ করিয়া আঘাত করিলেন ॥ ৯৭ ॥

ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে তাড়িত হইয়া এই হনুমান্ পর্ব্বতোপরি পতিত হইলেন এবং সেই বজ্রপ্রহারে ইহার বাম হনু (চোয়াল) ভগ্ন হইল ॥ ৯৮ ॥

১। ছ 'স্বনম্'। ২। ছ 'ঐরাবণং'। ৩। ছ '-বতস্তস্য প্রতি-'। ৪। ছ 'নাতিক্রোধপ্রযু-'।

তস্মিংস্তু পতিতে বালে বজ্রতাড়নবিহ্বলে।
১ ২ ৩
চুক্রোধেন্দ্রায় পবনঃ প্রজানামশিবায় সঃ ॥ ৯৯ ॥
৪
প্রবাতং স্বং চ সংহৃত্য প্রজাস্বন্তর্গতং প্রভুঃ।
৫
রুরোধ সর্ব্বভূতানি ন প্রাবাৎ স তদানিলঃ ॥ ১০০ ॥
বায়োঃ প্রকোপাদ্ভূতানি নিরুচ্ছ্বাসানি সর্ব্বশঃ।
৬
সন্ধিভিশ্চাপ্যসংনম্যৈঃ কাষ্ঠভূতানি জজ্ঞিরে ॥ ১০১ ॥
৭
নিঃস্বধং নির্ব্বষট্‌কারং নিষ্ক্রিয়ং ধর্ম্মবর্জ্জিতম্।
বায়ুপ্রকোপাৎ ত্রৈলোক্যং নিরয়স্থমিবাভবৎ ॥ ১০২ ॥
ততঃ প্রজাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ স-দেবাসুরমানুষাঃ।
কৃচ্ছ্রাৎ প্রজাপতিং গত্বা প্রোচুরার্ত্তা ইদং বচঃ ॥ ১০৩ ॥

৯৯। লো-টী। ইন্দ্রায় ইন্দ্রার্থম্, অশিবায় অশিবং কর্ত্তুম্।
১০০। লো-টী। রুরোধ নিষ্ক্রিয়াণি চকার।
১০১। লো-টী। অসংনম্যৈঃ নময়িতুমশক্যৈঃ।

বজ্রপ্রহারে আকুল হইয়া সেই শিশু হনুমান্ পতিত হইলে পবনদেব ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন, তাহা প্রজাদিগের অমঙ্গলের কারণ হইল ॥ ৯৯ ॥

প্রভু পবনদেব সমস্ত প্রজার অন্তর্গত স্বীয় বায়ু সংহরণ করিয়া প্রাণীদিগকে নিষ্ক্রিয় করিলেন এবং তখন আর প্রবাহিত হইলেন না ॥ ১০০ ॥

বায়ুর প্রকোপ বশতঃ প্রাণীদিগের সর্ব্বতোভাবে শ্বাস রুদ্ধ হইল এবং সন্ধিসকল অবনত করিতে না পারায় তাহারা কাষ্ঠবৎ হইয়া রহিল ॥ ১০১ ॥

বায়ুর প্রকোপ বশতঃ শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ এবং স্নান-দানাদি ক্রিয়াবিহীন হওয়ায় ধর্ম্মবর্জ্জিত হইয়া ত্রিভুবন যেন নরকে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১০২ ॥

অবশেষে দেবতা, গন্ধর্ব্ব এবং মনুষ্য প্রভৃতি প্রজাগণ কাতর হইয়া অতিকষ্টে

১। ছ 'চুকোপেন্দ্রা-'। ২। ছ 'পবন'। ৩। ছ '-মশিবায় চ'। ৪। ছ 'প্রচারং'। ৫। ছ 'প্রবাতি'। ৬। ছ '-নাম্যৈঃ'। ৭। ছ 'নিঃস্বাধ্যায়বষট্-'।

ত্বয়া স্ম ভগবন্ সৃষ্টাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাশ্চতুর্ব্বিধাঃ।
ত্বয়া চ দত্তঃ সোঽস্মাকমায়ুষাং পবনঃ পতিঃ ॥ ১০৪ ॥
সোঽস্মৎপ্রাণেশ্বরো[১] ভূত্বা কস্মাদপ্যদ্য সত্তম।
রুরোধ[২] দুঃখং জনয়ন্ কিঞ্চিৎপ্রাণাংশ্চকার[৩] নঃ ॥ ১০৫ ॥
তাঃ[৪] স্ম তে শরণং প্রাপ্তা বায়ুনোপহতা বয়ম্।
বায়ুসংরোধজং দুঃখং নুদ নোঽদ্য পিতামহ ॥ ১০৬ ॥
ইতি[৫] প্রজানাং শ্রুত্বা স প্রজানাথঃ প্রজাপতিঃ।
কারণাদিতি[৬] চোক্ত্বাসৌ প্রজাঃ পুনরভাষত ॥ ১০৭ ॥
যত্র বঃ কারণে বায়ুশ্চুকোপ চ রুরোধ চ।
প্রজাঃ শৃণুত তৎ সর্ব্বং ক্রিয়তাং চাত্মনঃ ক্ষমম্ ॥ ১০৮ ॥

১০৫। লো-টী। স পবনঃ কিঞ্চিৎপ্রাণান্ স্বল্পবলান্।
১০৬। লো-টী। নুদ নঃ অস্মাকং দূরীকুরু।
১০৭। লো-টী। যৎ প্রজানাং দুঃখং তৎ কারণাদিত্যুক্ত্বা।

প্রজাপতির নিকটে গমন করিয়া এই কথা বলিলেন—॥ ১০৩ ॥

ভগবন্ প্রজাপতে, আপনি চতুর্বিধ প্রাণিসকল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পবনকে আমাদের আয়ুর অধিপতি করিয়াছেন ॥ ১০৪ ॥

হে সত্তম, সেই পবনদেব আমাদের প্রাণের অধিপতি হইয়া কোন কারণে আমাদিগকে আজ কষ্ট দিয়া স্তব্ধীভূত করিয়াছেন, আমাদের প্রাণ কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াছেন ॥ ১০৫ ॥

হে পতামহ, আমরা বায়ুকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আপনি আজ আমাদের বায়ুরোধ-জনিত দুঃখ দূর করুন ॥ ১০৬ ॥

প্রজাদিগের কল্যাণকামী প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাগণের এই কথা শুনিয়া 'ইহার কারণ আছে' এই বলিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—॥ ১০৭ ॥

হে প্রজাগণ, যে কারণে বায়ু কুপিত হইয়া তোমাদিগকে স্তব্ধ করিয়াছেন, তাহা সমস্ত শ্রবণ করিয়া নিজেদের হিতকর্ম্ম অনুষ্ঠান কর ॥ ১০৮ ॥

১। ছ 'সোঽস্মান্'। ২। ছ 'রুণদ্ধি'। ৩। ক-ছ 'কিঞ্চৎ প্রাণাংশ্চ কারণঃ'। ৪। ছ 'ত্বামেব'। ৫। ছ 'এতচ্ছ্রুত্বা প্রজানাঞ্চ'। ৬। ছ-পুস্তকে ইতঃ প্রভৃতি .০১ [illegible]

পুত্রস্তস্যাদ্য বজ্রেণ শক্রেণ বিনিসূদিতঃ।

রাহোর্ব্বচনমাস্থায় তেনাসৌ কুপিতোঽনিলঃ ॥ ১০৯ ॥

অশরীরঃ শরীরেষু বায়ুশ্চরতি পালয়ন্।

শরীরং হি বিনা বায়ুং সমতাং যাতি দারুভিঃ ॥ ১১০ ॥

বায়ুঃ প্রাণাঃ[১] সুখং বায়ুর্ব্বায়ুঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।

বায়ুনা সংপরিত্যক্তং ন সুখং বিন্দতে জগৎ ॥ ১১১ ॥

অদ্যৈব সংপরিত্যক্তা[২] বায়ুনা জগদায়ুষা[৩]।

যূয়ং সর্ব্বে নিরুচ্ছাসাঃ কাষ্ঠকুড্যোপমাঃ[৪] স্থিতাঃ ॥ ১১২ ॥

[৫]তদ্ যামস্তত্র যত্রাস্তে মারুতঃ সুখদো হি সঃ[৬]।

[৭]মা বিনাশং গমিষ্যধ্বমপ্রসাদ্য দিতেঃ সুতম্ ॥ ১১৩ ॥

১১০। লো-টী। দারুভিঃ কাষ্ঠৈঃ।

১১২। লো-টী। কুড্যং ভিত্তিঃ।

১১৩। লো-টী। দিতেঃ সুতং মারুতমূনপঞ্চাশন্মারুতস্য দিতেঃ পুত্রত্বাৎ তস্মাত্তং প্রসাদয়ত ইত্যর্থঃ। 'অদিতেঃ সুত'মিতি পাঠোঽসঙ্গতোঽপি ব্যাখ্যায়তে অদিতেঃ সুতং দেবং মারুতমিতি যাবৎ।

দেবরাজ ইন্দ্র রাহুর কথায় বিশ্বাস করিয়া অদ্য বজ্রদ্বারা বায়ুর পুত্রকে নিহত করিয়াছেন, সেই কারণে বায়ু কুপিত হইয়াছেন ॥ ১০৯ ॥

অশরীরী বায়ু সমস্ত প্রাণীর শরীরে বিচরণ করিয়া শরীর রক্ষা করেন, বায়ু ব্যতিরেকে [জীবের] শরীর কাষ্ঠবৎ হয় ॥ ১১০ ॥

বায়ুই প্রাণ, বায়ুই সুখ এবং বায়ুই সমগ্র জগৎ, বায়ুকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া জগৎ (জগতের জীবগণ) সুখ লাভ করিতে পারে না ॥ ১১১ ॥

জগতের আয়ুঃ (প্রাণ) স্বরূপ বায়ু কর্তৃক আজই পরিত্যক্ত হইয়া তোমরা সকলে নিরুচ্ছাস হইয়া কাষ্ঠ এবং কুড্যের ন্যায় হইয়াছ ॥ ১১২ ॥

সুতরাং সেই সুখদাতা পবনদেব যেখানে আছেন আমরা তথায় গমন করি;

১। ছ 'প্রাণঃ'। ২। ছ 'তু'। ৩। ছ '-দায়ুনা'। ৪। ছ '-মাঃ কৃতাঃ'। ৫। ছ 'ব্রজাম-'। ৬। ছ 'বঃ'। ৭। ছ ইদমৰ্দ্ধং নাস্তি।

ততঃ প্রজাভিঃ সহিতঃ প্রজাপতিঃ
স দেব-গন্ধর্ব্ব-ভুজঙ্গ-গুহ্যকৈঃ।
জগাম যত্রাস্তি স তত্র মারুতঃ
সুতং তু বজ্রাভিহতং প্রগৃহ্য[১] তম্ ॥ ১১৪ ॥
ততোঽর্ক-বৈশ্বানর-কাঞ্চনপ্রভম্
শিশুং তমুৎসঙ্গগতং[২] সদাগতেঃ[৩]।
চতুর্মুখো[৪] বীক্ষ্য কৃপামথাকরোৎ।
স দেব-গন্ধর্ব্ব ঋষিযক্ষরাক্ষসৈঃ[৫] ॥ ১১৫ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বজ্রেণ হনুখণ্ডনং নাম
অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৮ ॥

১১৪। লো-টী। তং সুতং প্রগৃহ্য।
১১৫। লো-টী। যদ্যপি 'শালিশূকচয়াভঞ্চ প্রসূয়েমং তদাঞ্জনে'তি পূর্ব্বমেব বর্ণ উক্তঃ, তথাপি অতিবিপদ্গ্রস্ততয়া কদাচিৎ প্রাতঃকালীনার্ক ইব রক্তরূপেণ প্রভাতি, কদাচিদ্ বৈশ্বানরতয়া শুক্লতয়া, কদাচিৎ কাঞ্চনতয়া পীতবর্ণেতয়েতি বোধ্যম্।

হনুমতো হনুখণ্ডনম্ ॥ ৩৮ ॥

বায়ুকে প্রসন্ন না করিয়া বিনষ্ট হইও না (অর্থাৎ প্রসন্ন না করিলে বিনষ্ট হইতে হইবে) ॥ ১১৩ ॥

অনন্তর প্রজাপতি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সর্প, গুহ্যক প্রভৃতি প্রজাগণ সমভিব্যাহারে যথায় পবন বজ্রাহত সেই পুত্রকে লইয়া আছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ১১৮ ॥

তখন আদিত্য, অনল এবং সুবর্ণসদৃশ দ্যুতিমান্ সেই শিশুকে বায়ুর ক্রোড়ে দেখিয়া চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা দেব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, যক্ষ এবং রাক্ষসগণের সহিত [তাহার প্রতি] কৃপা করিলেন ॥ ১১৫ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে [হনুমানের] হনুখণ্ডন-নামক
৩৮শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

১। ছ 'বৈ'। ২। ছ 'সমুৎস-'। ৩। ছ 'নিরীক্ষ্য'। ৪। ছ '-মুখাত্তা মুদিতাঃ ততঃ প্রজাঃ'
৫। ছ '-পুরোগমা ভূশম্'।

(৩৯) ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ

ততঃ পিতামহং দৃষ্ট্বা বায়ুঃ পুত্রবধার্দ্দিতঃ।
শিশুকং পুত্রমাদায় উত্তস্থৌ[১] ত্বরিতস্তদা ॥ ১ ॥
চলৎকুণ্ডলমৌলিস্তু তপ্তকাঞ্চনভূষণঃ[২]।
পাদয়োর্ন্যপতন্মূর্দ্ধ্না দুঃখিতঃ পদ্মযোনয়ে ॥ ২ ॥
তং তু দেবঃ পদান্তেঽপি[৩] লম্বাভরণশোভিনা।
বায়ুমুত্থাপ্য হস্তেন শিশুং সংপরিমৃষ্টবান্ ॥ ৩ ॥
স্পৃষ্টমাত্রস্তদাপ্যেষ[৪] সলীলং পদ্মযোনিনা।
জলসিক্তং যথা সস্যং পুনর্জ্জীবিতমাপ্তবান্ ॥ ৪ ॥

২। লো-টী। পদ্মযোনয়ে পদ্মযোনেঃ, যদ্বা, পদ্মযোনিং সন্তোষয়িতুম্।

৩। লো-টী। দেবঃ ব্রহ্মা পদান্তে পদয়োরন্তিকে বর্ত্তমানমপি বায়ুং ন উত্থাপ্য আদৌ শিশুং হস্তেন পরিমৃষ্টবান্ পরিমার্জিতবান্। কীদৃশেন হস্তেন? লম্বা শ্রীঃ তত্ত্বাক্তেনাভরণেন শোভিতুং শীলং যস্য তেন। 'লম্বা পদ্মালয়াগৌর্য্যোস্তিক্তুম্ব্যামপি স্ত্রিয়া'মিতি কোষঃ। যদ্বা, হস্তেন কিংভূতেন? পদান্তেন পদং বজ্রপদ্মাদিচিহ্নম্ অন্তে মধ্যে যস্য তেন। যদ্বা, হস্তেন বায়ুমুত্থাপ্য পদান্তেন পদপ্রান্তেন শিশুং পরিমৃষ্টবান্।

পুত্রবধে শোকাকুল পবন তৎকালে পিতামহকে দেখিয়া শিশু পুত্রকে লইয়া সত্বর উত্থিত হইলেন ॥ ১ ॥

উজ্জ্বল সুবর্ণালঙ্কারে বিভূষিত চঞ্চল-কুণ্ডলশোভিত-মস্তকশালী পবনদেব দুঃখিত হইয়া অবনত মস্তকে ব্রহ্মার পদতলে পতিত হইলেন ॥ ২ ॥

পিতামহদেব পদতলে পতিত সেই বায়ুকে উঠাইয়া লম্বমান অলঙ্কারশোভিত হস্তদ্বারা সেই শিশুর অঙ্গ স্পর্শ করিলেন ॥ ৩ ॥

তখন কমলযোনি ব্রহ্মা স্পর্শ করিবামাত্র জলসিক্ত শস্যের ন্যায় ইনি অবলীলাক্রমে পুনরায় জীবন লাভ করিলেন ॥ ৪ ॥

১। ছ 'পুরত-'। ২। ছ 'তপনীয়বি-'। ৩। ছ 'পটান্তেন'। ৪। ছ 'চৈব'।

প্রাণবন্তমিমং দৃষ্ট্বা পুনর্গন্ধবহো মুদা।
চচার সর্ব্বভূতেষু হ্যবিরোধো[1] যথা পুরা ॥ ৫ ॥
মারুতক্রোধনির্ম্মুক্তাস্তাঃ প্রজা মুদিতা বভুঃ[2]।
শীতবাতবিনির্ম্মুক্তাঃ পদ্মিন্য ইব সদ্বিজাঃ ॥ ৬ ॥
ততস্ত্রিযুগ্মস্ত্রিককুৎ[3] ত্রিধামা[4] ত্রিদশার্চ্চিতঃ।
উবাচ দেবতা ব্রহ্মা মারুতপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ৭ ॥
ভো[5] ইন্দ্র-সূর্য্য-বরুণা মহেশ্বরধনেশ্বরাঃ।
জানতো[6]ঽপি হি বঃ সর্ব্বান্ বক্ষ্যামি শ্রূয়তাং হিতম্ ॥ ৮ ॥

৫। লো-টী। প্রাণবন্তং জীবিতবন্তম্।

৬। লো-টী। 'মুদিতা' ইতি পাঠঃ। 'সমুদিতা' ইতি পাঠে মুদিতং হর্ষঃ তৎসহিতাঃ। পদ্মিন্যঃ পদ্মসংঘাতাঃ সদ্বিজাঃ সপক্ষিণঃ।

৭। লো-টী। মেরৌ, পুষ্করদ্বীপে, পুষ্করে সত্যলোকে চ ধামানি গৃহাণি যস্য স ত্রিধামা। ত্রিষু লোকেষু ত্রয়াণাং লোকানাং বা ককুৎ প্রধানম্ ত্রিককুৎ। 'ককুদোঽস্ত্রী ককুচ্চ স্ত্রী প্রধানে রাজবেশ্মনী'তি ভূরিঃ। ত্রিযুগ্মঃ 'সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ, অনন্তশক্তিশ্চেতি ষট্—ইতি সর্ব্বজ্ঞঃ। ত্রীণি ভগশব্দবাচ্যানি যস্যেতি বা, যদ্বা, 'উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামগতিং গতিম্। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি।' ইতি বিষ্ণুপুরাণম্। ত্রীণি উৎপত্ত্যাদীনি যুগ্মানি যস্য সঃ। ত্রিদিবাৎ সত্যলোকাৎ চ্যুত আগতঃ, যদ্বা, ত্রিদিবাৎ চ্যোতন্তে আগচ্ছন্তীতি ত্রিদিবচ্যুতো দেবতাঃ।

বায়ু এই শিশুকে পুনরায় জীবন্ত দেখিয়া আনন্দে বিরুদ্ধতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বভূতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

সেই প্রজাগণও বায়ুর ক্রোধ হইতে মুক্ত ও আনন্দিত হইয়া শীতকালীন বায়ুপ্রবাহমুক্ত পক্ষী ও পদ্মসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬ ॥

সর্ব্বজ্ঞ, নিত্যতৃপ্ত, নিত্যজ্ঞানবিশিষ্ট, অপ্রতিহতশক্তি, স্বতন্ত্র, অনন্তশক্তিশালী ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ অমরগণপূজিত ত্রিলোকনিবাসী (অর্থাৎ জগদ্ব্যাপী পরমাত্মস্বরূপ) ব্রহ্মা, বায়ুর হিতকামনায় দেবগণকে বলিলেন— ॥ ৭ ॥

হে ইন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, মহেশ্বর, কুবের প্রভৃতি দেবগণ, তোমাদিগের সকলের

১। ছ 'ধং'। ২। ছ 'ভৃশম্'। ৩। ছ '-স্ত্রিধামা তৃ-' (?)। ৪। ছ 'ত্রিযুগস্ত্রিদিবচ্যুতঃ'।
৫। ছ 'মহেন্দ্রাগ্নিবরুণ-'। ৬। ছ 'সর্ব্বেষাং বঃ পরং দেবা হিতং বক্ষ্যামি শ্রূয়তাম্'।

অনেন শিশুনা কার্য্যং কর্ত্তব্যং বো ভবিষ্যতি।
প্রযচ্ছধ্বং[১] বরান্ সর্ব্বে মারুতস্যাত্মজায় বৈ ॥ ৯ ॥
ততঃ সহস্রনয়নো দিব্যরত্নধরঃ[২] প্রভুঃ।
কুশেশয়ময়ীং মালাং সমুৎক্ষিপ্যেদমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥
ময়া মুক্তেন বজ্রেণ[৩] যস্মাদস্য ক্ষতো হনুঃ।
তস্মাদেষ কপির্নাম[৪] হনূমান্ বৈ ভবিষ্যতি ॥ ১১ ॥
ইদং চৈবাস্য দাস্যামি[৫] পরমং[৬] বরমুত্তমম্।
অতঃ প্রভৃতি বজ্রস্য মমাবধ্যো ভবিষ্যতি ॥ ১২ ॥
মার্ত্তণ্ডস্ত্বব্রবীৎ[৭] তত্র ভগবাংস্তিমিরাপহঃ।
তেজসোঽস্য মদীয়স্য দদামি শতমংশকম্ ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। কুশেশয়ময়ীং পদ্মময়ীম্। 'তপনীয়ময়ীং' বা পাঠঃ। সমুৎক্ষিপ্য দত্ত্বা।
১৩। লো-টী। শতকাংশকং উভয়ত্র স্বার্থে ক-প্রত্যয়ঃ, শতাংশং শতভাগৈকভাগং 'দশমীং কলা'মিতি পাঠে কলাম্ অংশম্।

জানা থাকিলেও হিতজনক কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৮ ॥

এই শিশু-দ্বারা তোমাদিগের কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইবে, অতএব তোমরা সকলে এই পবননন্দনকে বর প্রদান কর ॥ ৯ ॥

তারপর দিব্যরত্নধারী প্রভু সহস্রলোচন ইন্দ্র [কাঞ্চনময়] পদ্মমালা দিয়া বলিলেন—॥ ১০ ॥

আমার নিক্ষিপ্ত বজ্রের আঘাতে ইহার 'হনু' ভগ্ন হইয়াছে, সুতরাং এই বানর হনুমান্ নামে বিখ্যাত হইবে ॥ ১১ ॥

ইহাকে এই একটী অত্যুৎকৃষ্ট বরও দিতেছি যে, আজ অবধি এই হনুমান্ আমার বজ্রের অবধ্য হইবে ॥ ১২ ॥

তখন তিমিরনাশক ভগবান্ সূর্য্য বলিলেন, আমার এই তেজের শত অংশের এক অংশ ইহাকে দিলাম ॥ ১৩ ॥

১। ছ 'যচ্ছত'। ২। ছ 'দিব্যাম্বর-'। ৩। ছ 'বজ্রেণ মুক্তেন হনুর্যস্মাৎ ক্ষতোঽস্য বৈ'। ৪। ছ 'নাম্না'। ৫। ছ 'অহমেবাস্য'। ৬। ছ 'প্রথমং'। ৭। ছ '-শ্চা-'।

যদা তু শাস্ত্রমধ্যেতুং শক্তিরস্য ভবিষ্যতি।
তদাস্য শাস্ত্রং দাস্যামি যেন বাগ্মী ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥
বরুণশ্চ বরং প্রাদান্নাস্য মৃত্যুর্ভবিষ্যতি।
বর্ষাযুতশতেনাপি মৎপাশাদুদকাৎ তথা ॥ ১৫ ॥
যমো দণ্ডাদবধ্যত্বমরোগত্বঞ্চ নিত্যশঃ।
দদাবস্য[১] বরং তুষ্টো হ্যবিষাদং চ সংযুগে ॥ ১৬ ॥
গদেয়ং মামিকা নৈনং[২] সংযুগেষু[৩] বধিষ্যতি।
ইত্যেবং ধনদঃ প্রাহ তদা হ্যেকাক্ষিপিঙ্গলঃ ॥ ১৭ ॥
মত্তো মদায়ুধানাং[৪] চ ন বধ্যোঽয়ং ভবিষ্যতি।
ইত্যেবং শঙ্করেণাপি দত্তোঽস্য পরমো বরঃ ॥ ১৮ ॥
ব্রহ্মাস্ত্রব্রহ্মদণ্ডানামবধ্যোঽয়ং ভবিষ্যতি।
দীর্ঘায়ুশ্চ মহাত্মা চ ইতি ব্রহ্মাব্রবীদ্বচঃ ॥ ১৯ ॥

১৫। লো-টী। মৎপাশাৎ উদকাচ্চ বর্ষাযুতশতেনাপি মৃত্যুর্ন ভবিষ্যতি।
১৯। লো-টী। ব্রহ্মদণ্ডানাং ব্রহ্মশাপানাম্।

যখন ইহার শাস্ত্রাধ্যয়নের শক্তি হইবে তখন ইহাকে শাস্ত্র [জ্ঞান] প্রদান করিব, তাহাতে এ বাগ্মী হইবে ॥ ১৪ ॥

বরুণদেব বর দিলেন—'আমার পাশ এবং বারি হইতে শত অযুত বৎসরেও ইহার মৃত্যু হইবে না' ॥ ১৫ ॥

যম প্রীত হইয়া ইঁহাকে দণ্ডের অবধ্যত্ব, নিয়ত অরোগিত্ব এবং যুদ্ধে অবিষাদ বর দিলেন ॥ ১৬ ॥

একাক্ষিপিঙ্গল ধনপতি কুবের তখন এই বর দিলেন যে, 'আমার এই গদা যুদ্ধে ইহাকে বধ করিবে না' ॥ ১৭ ॥

মহাদেবও ইঁহাকে এইরূপ উত্তম বর দিলেন যে, 'এই হনুমান্ আমার অস্ত্রের এবং আমার অবধ্য হইবে' ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মা এই কথা বলিলেন যে,—এই বালক ব্রহ্মাস্ত্র এবং ব্রহ্মশাপের অবধ্য

১। ছ 'দিদেশাস্মৈ'। ২। ছ 'চৈনং'। ৩। ছ '-গে ন হনিষ্য-'। ৪। ছ 'মমা-'।

বিশ্বকর্ম্মা চ দৃষ্টে্বমং বালসূর্য্যোপমং শিশুম্।
শিল্পিনাং প্রবরঃ প্রাদাদ্বরমস্মৈ মহামতিঃ ॥ ২০ ॥
মন্নির্ম্মিতানি দেবানামায়ুধানীহ যানি চ।
তেষাং সংগ্রামকালে তু ন বধ্যোঽয়ং ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥
এবং বরৈঃ সুরাণাং তু দৃষ্ট্বা হ্যেনমলংকৃতম্।
চতুর্ম্মুখস্তুষ্টমনা বায়ুমাহ জগদ্গুরুঃ ॥ ২২ ॥
মিত্রাণামভয়ং কর্ত্তা শত্রূণাং চ ভয়ঙ্করঃ।
অজেয়ো ভবিতা পুত্রস্তব মারুত মারুতিঃ ॥ ২৩ ॥
রাবণোৎসাদনার্থানি রামপ্রীতিকরাণি চ।
দৈবতানাং চ সর্ব্বেষাং কর্ত্তা কার্য্যাণি সংযুগে ॥ ২৪ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে হনুমদ্বরপ্রদানং নাম
ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৩৯ ॥

২৪। লো-টী। কর্ত্তা করিষ্যতি।

হনুমদ্বরপ্রদানম্ ॥ ৩৯

এবং দীর্ঘায়ুঃ ও উদারচেতাঃ হইবে ॥ ১৯ ॥

শিল্পিশ্রেষ্ঠ মহামতি বিশ্বকর্ম্মা নবোদিত সূর্য্যসদৃশ এই বালককে দেখিয়া বর প্রদান করিলেন যে, এই শিশু যুদ্ধকালে আমার নির্ম্মিত দেবতাদিগের অস্ত্রসমূহের অবধ্য হইবে ॥ ২০-২১ ॥

জগদ্গুরু চতুরানন ব্রহ্মা দেবগণের এইরূপ বর দ্বারা ইঁহাকে অলঙ্কৃত দেখিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে বায়ুকে বলিলেন—পবন, তোমার পুত্র মারুতি শত্রুগণের ভয়ঙ্কর, মিত্রদিগের অভয়দাতা এবং অপরাজেয় হইবে ॥ ২২-২৩ ॥

[এই শিশু] যুদ্ধে রামের এবং সমস্ত দেবগণের প্রীতিপ্রদ রাবণের বিনাশকর কার্য্য সকল সম্পাদন করিবে ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে হনুমান্‌কে বরপ্রদান-নামক
৩৯শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

১। '-র্ম্মাপি'। ২। ছ 'দৃষ্ট্বৈনং'। ৩। ছ 'বালং সূর্য্যনিভং শিশুম্'। ৪। ছ '-স্মনে'। ৫। ছ '-ঞ্চ'। ৬। ছ 'এষ মিত্রাভয়করঃ'। ৭। ছ 'মা রুদ' ছটি। 'মানদ' ছটি।

(৪০) চত্বারিংশঃ সর্গঃ

এবমুক্ত্বা তমামন্ত্র্য মারুতং [1]তেঽমরাঃ সহ।
যথাগতং যযুঃ সর্ব্বে [2]পিতামহপুরঃসরাঃ ॥ ১ ॥
সোঽপি গন্ধবহঃ পুত্রং প্রগৃহ্য গৃহমানয়ৎ।
[3]অঞ্জনায়াস্তমাখ্যায় বরদত্তং বিনিঃসৃতঃ ॥ ২ ॥
[4]প্রাপ্য রাম বরানেষ বরদানবলান্বিতঃ।
[5]জবেনাত্মনি সংস্থেন [6]সোঽসৌ পূর্ণ ইবার্ণবঃ ॥ ৩ ॥
[7]বলেনাপূর্য্যমাণস্তু বয়সা চ প্লবঙ্গমঃ।
আশ্রমেষু মহর্ষীণামপরাধ্যতি নিত্যশঃ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। সহ যুগপদেব।
২। লো-টী। বরং দত্তং তং দত্তং বরং আখ্যায় বিনিঃসৃতঃ গত ইত্যর্থঃ।
[লো-টী।] নাতিবয়াঃ ন বিদ্যতে অতি অতিশয়িতং বয়ো যস্য সঃ।

এইরূপ বলিয়া দেবগণ সেই মারুতের নিকট বিদায় লইয়া ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া সকলে একসঙ্গে যেমন আসিয়াছিলেন সেইরূপ ফিরিয়া গিলেন ॥ ১ ॥

সেই পবনও পুত্রকে লইয়া গৃহে আনয়ন করিলেন এবং অঞ্জনার নিকটে পুত্রের বরলাভ-বৃত্তান্ত বলিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ২ ॥

রাম, এই হনুমান্ অনেক বর লাভ করিয়া বরপ্রভাবে বলশালী হইয়া সমুদ্রের ন্যায় শারীরিক বলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন ॥ ৩ ॥

বানরবর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বলে পরিপূর্ণ হইয়া নিয়ত মহর্ষিগণের আশ্রমে অত্যাচার করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

১। ক '-মরৈঃ'। ২। ছ '-পুরোগমাঃ'। ৩। ছ '-নায়ৈ তমাচখ্যৌ বরদত্তমিতি প্রভুঃ'। অতঃ পরম্ ছ 'তস্মাচ্চাতিবলস্ত্বেষ বরদানবলান্বিতঃ। বলেনাত্মসমুত্থেন অপাং পূর্ণো যথার্ণবঃ ॥' ইত্যধিকম্। ৪। ছ 'চাতিবয়স্ত্বেষ'। ৫। ছ 'বলে-'। ৬। ছ 'হ্যাপূর্য্যত ইবার্ণবঃ'। ৭। ছ 'আপূর্য্যমাণস্তরসা এষ বানরপুঙ্গবঃ'।

স্রুগ্‌ভাণ্ডান্যগ্নিমাজ্যং[১] চ বল্কলানি চ সর্ব্বশঃ।
ভগ্নবিধ্বস্তচ্ছিন্নানি করোত্যেষ প্লবঙ্গমঃ ॥ ৫ ॥
সর্ব্বেষাং ব্রহ্মদণ্ডানামবধ্যো বিভুনা[২] কৃতঃ।
ইতি বিজ্ঞায় মুনয়ঃ ক্ষমন্তে শক্তিহানিতঃ ॥ ৬ ॥
যদা কেশরিণা ত্বেষ বায়ুনা স্বজনৈঃ সহ।
প্রতিষিদ্ধোঽপি মর্য্যাদাং লঙ্ঘয়ত্যেষ বানরঃ ॥ ৭ ॥
ততো মহর্ষয়ঃ ক্রুদ্ধা ভৃগ্বঙ্গিরসবংশজাঃ।
শেপুরেনং রঘুশ্রেষ্ঠ নাতিক্রোধসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥
বাধসে যৎ সমাশ্রিত্য বলমস্মান্ প্লবঙ্গম।
তৎ ত্বং নাত্মবলং[৩] বেৎসি কিঞ্চিচ্ছাপবিমোহিতঃ
স্মারিতো মিত্রকার্য্যা[৪]র্থং স্ববীর্য্যং[৫] বেৎস্যসে পুনঃ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। ভগ্নানি বিধ্বস্তানি চ অধঃপাতিতানি ছিন্নানি।
৬। লো-টী। শক্তিহানিতঃ দত্তেঽপি শাপে শাপকার্য্যাকরণাদ্ যা শক্তিহানিস্ততঃ
৮। লো-টী। 'ভৃগ্বঙ্গিরসবংশজা' ইতি অদন্তোঽপি অঙ্গিরসশব্দোঽস্তি।
৯। লো-টী। তৎ ত্বং তদ্বলং কঞ্চিৎ কালং কমপি কালং ব্যাপ্য ন বেৎস্যসে।

এই হনুমান্ মহর্ষিদিগের [যজ্ঞীয় উপকরণ] স্রুক্ এবং ভাণ্ড প্রভৃতি ভগ্ন, অগ্নি ও ঘৃত বিনষ্ট এবং [পরিধেয়] বল্কলগুলি ছিন্ন করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মার বরে হনুমান্ সমস্ত ব্রহ্মদণ্ডের অবধ্য, ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া মুনিগণ অসামর্থ্য বশতঃ (শাপ দিলেও তাহা সফল হইবে না মনে করিয়া) সহ্য করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

হে রঘুবর, যখন কেশরী, বায়ু এবং অন্যান্য স্বজনগণ ইঁহাকে নিষেধ করিলেও এই হনুমান্ মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে লাগিলেন, তখন ভৃগু এবং অঙ্গিরার বংশজাত মহর্ষিগণ ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহারা অতিক্রুদ্ধ না হইয়াই এই হনুমান্‌কে শাপ দিলেন—॥ ৭-৮ ॥

"বানর, তুমি যে-বল আশ্রয় করিয়া আমাদিগকে উৎপীড়িত করিতেছ,

১। ছ '-ওমগ্নিহোত্রঞ্চ বল্কলান্যজিনানি চ'। ২। ছ 'বিধিনা'। ৩। ছ 'ন বেৎস্যসে কালং'। ৪। ছ '-ন্ধি'। ৫। ছ 'স্বয়ার্থং'।

[১]ততস্তু হৃততেজা হি মহর্ষিবচনৌজসা ।
আশ্রমানেব[২] তানেষ মৃদুভাবং[৩] গতোঽচরৎ ॥ ১০ ॥

আসীচ্চাক্ষিরজা[৪] নাম বালিসুগ্রীবয়োঃ পিতা ।
বানরাধিপতির্বীরস্তেজসা[৫] ভাস্করোপমঃ ॥ ১১ ॥

[৬]স তু রাজ্যং চিরং কৃত্বা বানরাণাং হরীশ্বরঃ ।
শ্রীমানক্ষিরজা নাম কালধর্ম্মমুপেয়িবান্ ॥ ১২ ॥

তস্মিন্নস্তমিতে বালী মন্ত্রিভির্মন্ত্রকোবিদৈঃ ।
[৭]পিত্র্যে পদে কৃতঃ সোঽথ সুগ্রীবো বালিনঃ পদে ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। মহর্ষিবচনমেব ওজো বলং তেন।

১৩। লো-টী। অস্তং নাশম্ ইতে প্রাপ্তে বালিনঃ পদে যৌবরাজ্যে।

[আমাদের] শাপে বিমোহিত হইয়া [কিছুকাল] তুমি সেই স্বীয় বল জানিতে পারিবে না, কিন্তু মিত্রকার্য্যের জন্য স্মরণ করাইয়া দিলে পুনরায় জানিতে পারিবে ॥ ৯ ॥

পরে এই হনুমান্ মহর্ষিগণের শাপপ্রভাবে নিস্তেজ হইয়া মৃদুভাবে সেই সমস্ত আশ্রমেই বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

সূর্য্যতুল্য তেজস্বী বীরবর অক্ষিরজা নামে বানরদিগের অধিপতি ছিলেন, তিনি বালী এবং সুগ্রীবের পিতা ॥ ১১ ॥

সেই বানরদিগের অধিপতি শ্রীমান্ অক্ষিরজা দীর্ঘকাল রাজ্য করিয়া পরলোক গমন করিলেন ॥ ১২ ॥

সেই অক্ষিরজার মৃত্যু হইলে মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিগণ বালীকে পিতার পদে বসাইয়া অনন্তর সুগ্রীবকে বালীর পদে (যৌবরাজ্যে) অভিষিক্ত করিল ॥ ১৩ ॥

১। চ 'ততোঽয়ং হৃততেজাস্তু'। ২। ছ '-ণ্যেষ তান্যেব'। ৩। ছ '-ভাবগতো'। ৪। ছ '-দক্ষি-'। ৫। ছ '-পতে-'। ৬। ছ 'স চ'। ৭। ছ 'পৈত্র্যে'।

সুগ্রীবেণ[১] তদা ত্বস্য অদ্বৈধং ছিদ্রবর্জ্জিতম্।
অহার্য্যং সখ্যমভবদনিলস্য যথাগ্নিনা ॥ ১৪ ॥
এষ শাপবশাদেব ন বেদ[২] বলমাত্মনঃ।
বালিসুগ্রীবয়োর্ব্বৈরং যদাসীৎ সমুপস্থিতম্[৩] ॥ ১৫ ॥
তজ্জানানো[৪] হি যদ্যেষ বলমাত্মনি মারুতিঃ।
তদৈব বিনিহন্যাৎ তং বালিনং হেমমালিনম্ ॥ ১৬ ॥
পরাক্রমোৎসাহমতিপ্রভাবৈঃ
শৌটীর্য্যমাধুর্য্যনয়ানয়ৈশ্চ[৫][৬]।
গাম্ভীর্য্য-চাতুর্য্য-সুবীর্য্যধৈর্য্যৈঃ
হনূমতঃ কোঽপ্যধিকোঽস্তি লোকে ॥ ১৭

১৪। লো-টী। তদা ত্বস্য বালিনঃ। 'তদা তস্যে'তি বা পাঠঃ। অদ্বৈধং পরস্পরভেদ-শূন্যম্, ছিদ্রবর্জিতং কূটতাশূন্যম্। আহার্য্যং আ ঈষদপি অহার্য্যম্ অচ্ছেদ্যম্। 'অহার্য্যমি'তি বা পাঠঃ।

১৭। লো-টী। মতির্বুদ্ধিঃ, শৌটীর্য্যং পরাভিভবঃ, মাধুর্য্যং প্রিয়ভাষিতা, নয়ো নীতিঃ, আগমো গতিঃ, শাস্ত্রজ্ঞানং বাহুবীর্য্যং, শোভনং শৌর্য্যং, 'কোঽভ্যধিকস্তু' ইতি পাঠঃ। ক্বচিত্তু 'অভ্যধিকোঽস্তী'তি।

তখন অগ্নির সহিত বায়ুর ন্যায় সুগ্রীবের সহিত ইঁহার ভেদবুদ্ধিশূন্য অকপট এবং অভেদ্য সখ্যভাব জন্মে ॥ ১৪ ॥

যখন বালী এবং সুগ্রীবের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন এই হনুমান্ শাপবশতঃই নিজের বল জানিতেন না ॥ ১৫ ॥

যদি এই পবননন্দন হনুমান্ তখন নিজের বলের বিষয় অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই সুবর্ণমাল্যধারী বালীকে বধ করিতেন ॥ ১৬ ॥

পরাক্রম, উৎসাহ, বুদ্ধি, প্রভাব, শৌর্য্য, মাধুর্য্য, নীতিজ্ঞান, গাম্ভীর্য্য,

---

১। ছ 'তদৈতস্য'। ২। ছ 'বেত্তি'। ৩। ছ অতঃ পরং 'ন হ্যেষ রাম সুগ্রীবস্তদাক্লিশ্যত বালিনা' ইত্যধিকম্। ৪। ছ '-নাতি'। ৫। ক 'সৌটীর্য্য'। ৬। ছ '-গয়ৈশ্চ'।

অয়ং পুরা ব্যাকরণং গ্রহীষ্যন্ সূর্য্যোন্মুখঃ প্রষ্টু[১]মনাঃ কপীন্দ্রঃ।
উদ্যদ্গিরেরস্তগিরিং জগাম গ্রন্থং মহদ্ধারয়ন[২]প্রমেয়ঃ ॥ ১৮ ॥
[৩]লোকাংশ্চ পিপ্লাবয়িষোরিবাব্ধেঃ প্র[৪]জা দিধক্ষোরিব পাবকস্য।
ক্ষয়ং চিকীর্ষোরিব চান্তকস্য হনুমতঃ [৫]স্থাস্যতি কঃ পুরস্তাৎ ॥ ১৯ ॥
অয়ং তথান্যে চ মহাকপীন্দ্রাঃ সুগ্রীবমৈ[৬]ন্দদ্বিবিদাঃ সনীলাঃ।
স-তার-তারেয়-নলাঃ সরম্ভাস্ত্বৎকারণে রা[৭]ম সুরৈস্তু সৃষ্টাঃ[৮] ॥ ২০ ॥

১৮। লো-টী। গ্রহীষ্যন্ পঠিষ্যন্ পৃষ্ঠগমঃ সূর্য্যস্য উদ্যদ্গিরেঃ উদয়গিরেঃ। মহৎ যথা স্যাৎ তথা গ্রন্থং ধারয়ন্ পঠন্ অপ্রমেয়ঃ বলেন জ্ঞাতুমশক্যঃ।

১৯। লো-টী। প্রপিপ্লাবয়িষোঃ প্রকর্ষেণ প্লাবয়িতুমিচ্ছোঃ অব্ধেঃ সমুদ্রস্যেব ক্ষয়ং বিনাশম্।

২০। লো-টী। অয়ং তথান্যে যথাঽয়ং তথা অন্যেঽপি। 'অয়ং যথান্যে' ইতি বা পাঠঃ।

চাতুর্য্য, বীর্য্য এবং ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণে জগতে হনুমান্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে আছে? ॥ ১৭ ॥

পূর্ব্বে এই অপ্রমেয় বানরেন্দ্র ব্যাকরণ শিক্ষা করিবেন বলিয়া সূর্য্যাভিমুখী হইয়া প্রশ্ন করিতে করিতে বিশাল গ্রন্থ ধারণ করত উদয়াচল হইতে অস্তাচল পর্য্যন্ত [সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে] গিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

[যুগান্তকালে] জগৎপ্লাবনোদ্যত সমুদ্র, প্রজাদহনোদ্যত অনল এবং ধ্বংস করিতে অভিলাষী কৃতান্তের ন্যায় হনুমানের সম্মুখে কে থাকিতে পারে? ॥ ১৯ ॥

রাম, আপনার সাহায্যার্থে দেবগণ ইঁহাকে এবং সুগ্রীব, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, নল, তার, রম্ভ প্রভৃতি অন্যান্য মহাকপিগণকেও সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

১। ছ 'পৃষ্ঠগমঃ'। ২। ছ '-দপ্রমেয়ঃ'। ৩। ছ 'লোকান্ দিধক্ষোরিব পাবকস্য'। ৪। ছ 'জিহীর্ষোরিব চান্তকস্য'। ৫। ক কঃ 'স্থাস্যতি'। ৬। ছ 'মৈন্দ-'। ৭। ছ '-পারাম'। ৮। অতঃ পরম্ ছ 'মহীং গত্বা দেবগণাঃ স...রাবণনাশহেতোঃ। বীর্য্যাণি নিক্ষিপ্য চ বানরীষু উৎপেদিরে দেববলাঃ সকীশাঃ' ॥ ইত্যধিকম্।

তদেতৎ কথিতং সর্ব্বং যন্মাং পৃচ্ছসি রাঘব।
হনূমতঃ প্রভাবং চ চরিতং শাপমেব[1] চ ॥ ২১ ॥
দৃষ্টঃ সভাজিতশ্চাসি গচ্ছামো রাম সাম্প্রতম্।
এবমুক্ত্বা গতাঃ সর্ব্বে মুনয়স্তে যথাগতাঃ ॥ ২২ ॥
[2]আশ্চর্য্যমিতি রামশ্চ তান্ সংভাষ্য ততো মুনীন্।
বিদিত্বা চৈব[3] তৎ সর্ব্বং পূজয়ামাস তান্ পুনঃ ॥ ২৩ ॥
ততো গতেঽস্তং চ রবৌ[4] স রাঘবো বিসর্জ্জয়িত্বা নরবানরান্ প্রভুঃ।
উপাস্য সন্ধ্যাং বিধিবদ্বিবেশ ততস্তু সোঽন্তঃপুরমূর্জ্জিতশ্রীঃ ॥ ২৪ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ঋষিপ্রয়াণং নাম চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪০ ॥

২২। লো-টী। অস্মাভির্ভবান্ দৃষ্টঃ সভাজিতঃ পূজিতশ্চাসি ভবসি।

২৩। লো-টী। তৎ সর্ব্বং হনুমচ্চরিতং আশ্চর্য্যমিতি সংভাষ্য উক্ত্বা বিদিত্বা চ মুদিতো হৃষ্টঃ, তান্ মুনীন্।

২৪। লো-টী। ঊর্জ্জিতা অতিশয়িতা শ্রীর্যস্য সঃ।

ঋষিপ্রয়াণম্ ॥ ৪০ ॥

রাম, আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত—হনুমানের প্রভাব, চরিত্র এবং শাপ—সকলই বলিলাম ॥ ২১ ॥

হে রাম, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিলাম, এক্ষণে আমরা প্রস্থান করি,—এই বলিয়া সেই মুনিগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন ॥ ২২ ॥

রাম সমস্ত অবগত হইয়া সেই মুনিদিগের নিকট 'আশ্চর্য্য' এই বলিয়া তাঁহাদিগকে পুনরায় অর্চ্চনা করিলেন ॥ ২৩ ॥

পরে সূর্য্য অস্তমিত হইলে উজ্জ্বলকান্তি প্রভু রামচন্দ্র নর ও বানরবৃন্দকে বিদায় দিয়া শাস্ত্রানুসারে সন্ধ্যা-উপাসনা করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ঋষিপ্রয়াণ-নামক ৪০শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

১। ছ 'শাপ এব চ'। ২। ছ 'অর্চ্চয়িত্বা'...। ৩। ছ '-স্তৈব চ'। ৪। ছ '-বে'।

(৪১) একচত্বারিংশঃ সর্গঃ

অভিষিক্তে তু কাকুৎস্থে ধর্ম্মেণ বিদিতাত্মনি।
ব্যতীতা সা নিশা পূর্ব্বং[১] পৌরাণাং হর্ষবর্দ্ধিনী ॥ ১ ॥
তস্যাং রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং প্রাতর্নৃপতিবোধকাঃ।
বন্দিনঃ পর্য্যুপাসন্তে[২] সৌম্যা নৃপতিবেশ্মনি ॥ ২ ॥
বীর সৌম্য বিবুধ্যস্ব কৌশল্যাপ্রীতিবর্দ্ধন।
জগদ্ধি সর্ব্বং স্বপিতি ত্বয়ি সুপ্তে[৩] নরাধিপ ॥
বিক্রমস্তে যথা বিষ্ণো রূপং চৈবাশ্বিনোরিব[৪]।
বুদ্ধ্যা বৃহস্পতেস্তুল্যঃ প্রজাপতিসমো হ্যসি ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। নিশা পূর্বা অত্রাকারঃ প্রশ্লেষণীয়ঃ, অপূর্বেত্যর্থঃ।
২। লো-টী। ব্যুষ্টায়াং প্রভাতায়াং পর্য্যুপাসন্ত পর্য্যুপাসত।
৩ লো-টী। ত্বয়ি সুপ্তে ধর্ম্মকর্ম্মরহিতে।
৪। লো-টী। প্রজাপতিসমঃ প্রজানাং পালনে ইত্যর্থঃ।

আত্মজ্ঞানসম্পন্ন রামচন্দ্র ধর্ম্মানুসারে রাজপদে অভিষিক্ত হইলে পুরবাসিগণের আনন্দবর্দ্ধক সেই রাত্রি অপূর্ব্বরূপে অতিবাহিত হইল ॥ ১ ॥

সেই রাত্রি প্রভাত হইলে প্রাতঃকালে রাজভবনে রাজার নিদ্রাভঙ্গকারী সৌম্যমূর্ত্তি বৈতালিকগণ বন্দনাগান করিতে লাগিল ॥ ২ ॥

হে সৌম্য, হে নরাধিপ, হে কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন বীর, আপনি ঘুমাইয়া থাকিলে সমস্ত জগৎ ঘুমাইয়া থাকে, সুতরাং আপনি নিদ্রা পরিত্যাগ করুন ॥ ৩ ॥

আপনি বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রান্ত, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় রূপবান্, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ এবং [প্রজাপালনে] প্রজাপতিতুল্য ॥ ৪ ॥

১। ছ 'পূর্ব্বা'। ২। ছ 'পর্য্যপাভিষ্ঠন্'। ৩। ছ 'সুপ্রজাত্বয়া'। ৪। ছ '-নোঃ সমম্'।

[1]ক্ষমা পৃথিব্যা ইব তে তেজস্তে ভাস্করে যথা।
বেগস্তে বায়ুনা তুল্যো গাম্ভীর্য্যমুদধেরিব ॥ ৫ ॥
নেদৃশাঃ পার্থিবাঃ পূর্ব্বে ভবিতারো ন চাপরে।
যাদৃক্ ত্বমসি দুর্দ্ধর্ষো ধর্ম্মনিত্যঃ প্রজাহিতঃ ॥ ৬ ॥
[2]সদা ত্বাং ভজতে কীর্ত্তির্লক্ষ্মীশ্চ পুরুষর্ষভ।
শ্রীশ্চ ধর্ম্মশ্চ কাকুৎস্থ নিত্যং ত্বয্যেব তিষ্ঠতে[3] ॥ ৭ ॥
অপ্রকম্প্যো যথা স্থাণুশ্চন্দ্রঃ সোম্যতয়ানঘ[4]।
স্থানং ত্বমমৃতস্যেব[5] সমস্ত্বং চ স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ৮ ॥

৫। লো-টী। ভাস্করে ভস্করস্য, 'ভাস্কর'মিতি বা পাঠঃ।
৬। লো-টী। ধর্ম্ম এব নিত্যঃ নিত্যং করণীয়ো যস্য সঃ।
৭। লো-টী। তথা হ্রীশ্চ ধর্ম্মশ্চেতান্বয়ঃ।
৮। লো-টী। স্থাণুঃ শাখাপত্ররহিতো বৃক্ষঃ। যদ্বা, স্থাণূরুদ্রঃ। যথা চন্দ্রঃ সৌম্যঃ সুখজনকস্তথা ত্বমিত্যর্থঃ। 'দানং ধনপতেস্তুল্য'মিতি পাঠঃ। 'স্থানং ত্বমমৃতস্যেবে'তি পাঠে অমৃতস্য দেবস্য স্থানং পালনরূপং ত্বম্।

আপনি পৃথিবীর ন্যায় সহিষ্ণু, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, বায়ুর ন্যায় বেগবান্ এবং সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীরপ্রকৃতি ॥ ৫ ॥

আপনি যেরূপ দুর্দ্ধর্ষ, সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ এবং প্রজাবৎসল, পূর্ব্ববর্ত্তী রাজারা এতাদৃশ গুণশালী ছিলেন না এবং ভবিষ্যতেও এরূপ কেহ হইবেন না ॥ ৬ ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ কাকুৎস্থ, কীর্ত্তি এবং লক্ষ্মী সর্ব্বদা আপনাকে ভজনা করেন, শ্রী (শোভা, সম্পদ্) ও ধর্ম্ম সর্ব্বদা আপনাতেই অবস্থিত ॥ ৭ ॥

হে অনঘ, আপনি স্থাণুর ন্যায় অপ্রকম্প্য (অর্থাৎ দৃঢ়চেতাঃ), চন্দ্রের ন্যায় আনন্দদায়ক, আপনি অমৃতের আধার এবং প্রজাপতির সমকক্ষ ॥ ৮ ॥

১। ছ 'ক্ষময়া পৃথিবীতুল্যস্তেজসা ভাস্করোপমঃ'। ২। ছ ইদমর্দ্ধং নাস্তি। ৩। ছ 'তিষ্ঠতঃ'। ৪। ছ '-মায়য়া-'। ৫। ছ '-স্তেহ'। ৬। ক 'সমন্বক'।

এতাশ্চান্যাশ্চ মধুরা বন্দিভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
স্তুতয়ঃ[1] স্তুতিশিক্ষাজ্ঞৈর্ব্বোধয়ন্তি স্ম রাঘবম্ ॥ ৯ ॥
স তদ্বিহায় শয়নং পাণ্ডুর[2]প্রচ্ছদাস্তৃতম্।
উত্তস্থৌ নাগশয়নাদ্ধরির্নারায়ণো যথা ॥ ১০ ॥
[3]সমুত্থিতং মহাবাহুং প্রহ্বাঃ প্রাঞ্জলয়ো নরাঃ।
[4]সলিলং ভাজনৈঃ[5] পূর্ণৈরুপজহ্রুঃ সহস্রশঃ ॥ ১১ ॥
কৃতোদকঃ শুচির্ভূত্বা স্নাতো হুতহুতাশনঃ।
[6]দেবীগৃহং জগামাথ পুণ্যমিক্ষ্বাকুসেবিতম্ ॥ ১২ ॥
তত্র দেবান্ পিতৄন্ বিপ্রানর্চ্চয়িত্বা যথাবিধি।
বাহ্যকক্ষান্তরং রামো নির্জগাম জনৈর্বৃ[7]তঃ ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। প্রচ্ছদো বস্ত্রবিশেষঃ।
১১। লো-টী। উপজহ্রুরানিন্যুঃ, কৃতোদকঃ কৃতবাহ্যক্রিয়ঃ।
১২। লো-টী। বেদী পরিষ্কৃতা ভূমিঃ তদ্যুক্তং পুণ্যং মনোহরম্।
১৩। লো-টী। হ্রাষ্যং হ্রায়াদনপেতং পিতৃপিতামহসেবিতমিত্যর্থঃ। 'তত' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ, 'বাহ্য'মিতি চ।

বৈতালিকগণ এই সমস্ত এবং অন্যান্য মধুর স্তুতিগান করিল এবং সেই স্তুতিগানদ্বারা রামচন্দ্রকে জাগরিত করিল ॥ ৯ ॥

নারায়ণ যেমন অনন্তশয্যা হইতে উত্থিত হন, সেইরূপ রাম শুভ্র প্রচ্ছদদ্বারা আবৃত সেই শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন ॥ ১০ ॥

সহস্র সহস্র বিনীত ভৃত্য যুক্তকরে নিদ্রোত্থিত মহাবাহু রামচন্দ্রের নিকটে জলপূর্ণ পাত্রসকল আনয়ন করিল ॥ ১১ ॥

রাম সেই জলে স্নান করত পবিত্র হইয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক ইক্ষ্বাকুগণসেবিত পবিত্র দেবীগৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ১২ ॥

রাম তথায় দেবগণ, পিতৃগণ এবং বিপ্রগণের যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া

১। ছ 'সর্ব্বকালজ্ঞৈস্তভোহবুধ্যত রাঘবঃ'। ২। ছ 'পাণ্ডর-'। ৩। ছ 'তমু-'। ৪। ছ 'গৃহীত্বা'। ৫। ছ '-নৈস্তোয়মুপতস্থুঃ সহস্রশঃ'। ৬। ছ 'দেবালয়ং'। ৭। অতঃ পরং ছ 'সমুত্থিতা মহাত্মানো মন্ত্রিণঃ সপুরোহিতাঃ। বশিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্ব্বে দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ'। ইত্যধিকম্।

সভামেবাভিচক্রাম পুণ্যামিক্ষ্বাকুসেবিতাম্[1] ।

উপাস্য[2] চ ততো মন্ত্রং মন্ত্রিভিঃ সপুরোহিতৈঃ ।

বশিষ্ঠপ্রমুখৈঃ সর্ব্বৈর্দীপ্যমানৈরিবাগ্নিভিঃ ॥ ১৪ ॥

ক্ষত্রিয়াশ্চ মহাত্মানো নানাজনপদেশ্বরাঃ ।

রামস্যোপাবিশন্ পার্শ্বে শক্রস্যেবামরা[3] দিবি ॥ ১৫ ॥

ভরতো লক্ষ্মণশ্চাত্র[4] শত্রুঘ্নশ্চ মহাযশাঃ ।

উপাসাংচক্রিরে[5] রামং বেদাস্ত্রয় ইবাধ্বরম্ ।

প্রণতাঃ[6] প্রাঞ্জলিপুটাঃ কিঙ্করা[7] মুদিতাননাঃ ॥ ১৬ ॥

বানরাশ্চ মহাবীর্য্যা বিবিশুঃ কামরূপিণঃ ।

সুগ্রীবমুখ্যা[8] রাজানঃ সর্ব্বে তে সুমহৌজসঃ ॥ ১৭ ॥

১৪। লো-টী। অভিচক্রাম উপবিবেশ। মন্ত্রং গুপ্তবাদং গোপ্যাং কথাম্ উপাস্য চকার বিচারয়ামাস ইতি বা। 'বেদভেদে গুপ্তবাদে মন্ত্র' ইত্যমরঃ। মন্ত্রং মন্ত্রণং বা।

১৬। লো-টী। অধ্বরং অং বিষ্ণুং বরং সর্ব্বদেবানাং শ্রেষ্ঠম্। 'অধ্বর'মিতি বা পাঠঃ।

জনগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বহির্ভবনে গমন করিলেন ॥ ১৩ ॥

তিনি ইক্ষ্বাকুবংশের রাজগণকর্ত্তৃক অধ্যাসিত পবিত্র রাজসভায় উপবেশন করিয়া অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্ বশিষ্ঠ প্রভৃতি পুরোহিত এবং মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

নানাদেশের রাজা মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ—স্বর্গে দেবরাজের পার্শ্বে দেবগণের ন্যায় রামের পার্শ্বদেশে উপবেশন করিলেন ॥ ১৫ ॥

বেদত্রয় যেমন যজ্ঞের উপাসনা করে, সেইরূপ মহাযশাঃ ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন রামচন্দ্রের উপাসনা করিতে লাগিলেন, তাঁহারা বদ্ধাঞ্জলি, প্রসন্নবদন ও প্রণত হইয়া কিঙ্করের ন্যায় আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, মহাবীর্য্যশালী কামরূপী

১। ছ '-জগ্মুস্তে'। ২। ছ ইতঃ পাদাষ্টকং নাস্তি। ৩। ছ '-মরাঃ প্রভো'। ৪। ছ '-শ্চৈব'। ৫। ছ 'ইদমর্দ্ধং নাস্তি'। ৬। ছ 'প্রহ্বাঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা'। ৭। ছ '-রাঃ সমুপাবিশন্'। অতঃ পরম্ ছ 'ভূত্বা রামস্য পার্শ্বস্থা বিধিবৎ সমুপাসিরে' ইত্যধিকম্। ৮। ছ '-প্রমুখাঃ সর্ব্বে রাজানং পর্য্যুপাসত'

বিভীষণশ্চ ধর্ম্মাত্মা চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সহ।
সমুপাস্ত মহাত্মানং রাঘবং রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ১৮ ॥
তথা নিগমবৃদ্ধাশ্চ কুলজাতাশ্চ মানবাঃ।[১]
শিরোভিরভিসংপূজ্য সমুপাসন্ত রাঘবম্ ॥ ১৯ ॥[২]
তথা পরিবৃতো বীরঃ সুমহদ্ভির্মহাযশাঃ।[৩]
শুশুভে বিমলঃ পূর্ণো গ্রহৈরিব নিশাকরঃ ॥ ২০ ॥
যথা চ দেবপ্রবরো দেবর্ষিভিরুপাস্যতে।[৪]
তথোপাস্যত রামস্তৈঃ স মহাত্মা নরেশ্বরৈঃ ॥ ২১ ॥[৫]

১৮। লো-টী। সমুপাস্ত 'স উপাস্ত' ইতি পাঠো বা।

১৯। লো-টী। নিগমো বণিক্ তত্র বৃদ্ধাঃ শ্রেষ্ঠাঃ বৈশ্যাঃ। 'নিগমো বণিজো বণিগি'ত্যমরঃ। যদ্বা, নিগমোঽযোধ্যাপুরী তত্র যে বৃদ্ধাঃ প্রামাণিকাঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যাদয়ঃ। 'নিগমো বণিজি পূর্য্যাং কটে বেদে বণিক্‌পথে' ইতি কোষঃ।

২১। লো-টী। দেবপ্রবর ইন্দ্রঃ।

সুগ্রীবপ্রভৃতি বানরগণ এবং মহাতেজস্বী রাজগণ সকলেই সভায় উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১৬-১৭ ॥

রাক্ষসাধিপতি ধর্ম্মাত্মা বিভীষণও মন্ত্রিচতুষ্টয়ে পরিবৃত হইয়া মহাত্মা রামচন্দ্রের সমীপে উপবেশন করিলেন ॥ ১৮ ॥

অযোধ্যাবাসী বৃদ্ধগণ এবং সৎকুলজাত ব্যক্তিগণ মস্তক অবনত করত রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া সমীপে উপবেশন করিলেন—॥ ১৯ ॥

মহাযশাঃ বীরবর রামচন্দ্র সেই মহাত্মগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গ্রহগণ-পরিবেষ্টিত নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

দেবর্ষিগণ যেরূপ দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রকে উপাসনা করেন, সেইরূপ সেই মহাত্মা নরপতিগণ রামকে উপাসনা করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

১। ছ '-পুত্রাশ্চ'। ২। ছ 'প্রণম্য শিরসা রামং রাজানং পর্য্যুপাসত'। ৩। ছ 'স ম-'। ৪। ছ 'যোগেশ্বরো নিত্যং'। ৫। ছ 'তথা চোপসাতে রামস্তৈর্মহাত্মা নরেশ্বরৈঃ'

তেষাং সমুপবিষ্টানাং তৎ তৎ সুমধুরং বহু।
কথয়াঞ্চক্রিরে পৌরাঃ পুরাণং ধর্ম্মসংহিতম্ [১] ॥ ২২ ॥
স রাঘবো হ্যেবমুপাস্যমানো নরেন্দ্র-শাখামৃগ-রাক্ষসাদ্যৈঃ।
চকার কার্য্যাণি সমীক্ষ্য সম্যক্ শাস্ত্রেষু রাজ্ঞাং বিদিতানি যানি ॥ ২৩ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে প্রকৃতিসমাগমো নাম
একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪১ ॥

২৩। লো-টী। সম্যক্ সমীক্ষ্য।

প্রকৃতিসমাগমঃ ॥ ৪১

সেই উপবিষ্ট সভ্যগণের সমক্ষে পৌরজনগণ ধর্ম্মসংযুক্ত সুপ্রসিদ্ধ বহু সুমধুর পৌরাণিক গাথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

রামচন্দ্র রাজগণ, বানরগণ এবং রাক্ষসগণকর্ত্তৃক এইরূপে উপাসিত হইয়া সম্যক্ বিবেচনা করত শাস্ত্রবিদিত রাজকার্য্যসমূহ সম্পাদন করিলেন ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে প্রকৃতিসমাগম-নামক
৪১শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

১। ছ অতঃ পরং 'অর্থযুক্তমনেকার্থং কামং মোক্ষং সবিস্তরম্'। ইত্যধিকম্।

(৪২) দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

এবমাস্তে মহাবাহুরহন্যহনি রাঘবঃ।
পৌরজানপদানাং চ কুর্ব্বন্ কার্য্যাণি সর্ব্বদা ॥ ১ ॥
ততঃ কতিপয়া[১]হঃসু বৈদেহং মিথিলাধিপম্।
রাঘবঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ২ ॥
[২]ভবান্ নো গতিরব্যগ্রা ভবতা পালিতা বয়ম্।
ভবতস্তেজসা রাজন্ রাবণো নিহতো ময়া ॥ ৩ ॥
ইক্ষ্বাকূণাং চ সর্ব্বে[৩]ষাং মৈথিলানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
অতুলাঃ প্রীতয়ো রাজন্ সম্বন্ধকপুরস্কৃতাঃ ॥ ৪ ॥
[৪]তৎ পুরং স্বং ভবান্ যাতু র[৫]ত্নান্যাদায় সর্ব্বশঃ।
ভরতেন সহায়েন ত্বামেষ হ্যনুযাস্যতি ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। অব্যগ্রা নিঃসন্দিগ্ধা গতিঃ শরণম্।

৪। লো-টী। সর্ব্বশঃ সর্ব্বেষাম্। 'সম্বন্ধকপুরস্কৃতা' ইতি পাঠঃ···(?) বা।

৫। লো-টী। সর্ব্বশঃ সর্ব্বেষাং দাতুং অনেন ভরতেন সহ ভবান্ স্বং পুরং যাতু। 'সহায়েনে'তি বা পাঠঃ। এষ ভরতঃ।

মহাবাহু রামচন্দ্র সর্ব্বদা পুরবাসী জনগণের সকল কার্য্য সম্পাদন করত এইরূপ [সভায়] প্রতিদিন অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

তার পর কিছুদিন অতীত হইলে, রামচন্দ্র করযোড়ে বিদেহরাজ মিথিলেশ্বর জনককে বলিলেন—॥ ২ ॥

মহারাজ, আপনি আমাদের একমাত্র গতি, আপনাকর্ত্তৃক আমরা প্রতিপালিত হইতেছি, আপনার তেজঃপ্রভাবেই আমি রাবণকে বধ করিতে পারিয়াছি ॥ ৩ ॥

হে রাজন্, সমস্ত ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের ও মিথিলার রাজবংশের মধ্যে এই সম্বন্ধদ্বারা যে প্রীতি হইয়াছে তাহা অতুলনীয় ॥ ৪ ॥

এক্ষণে আপনি ভরতের সহিত নিজগৃহে গমন করুন, এই ভরত [আমার

১। ছ '-য়ে কালে'। ২। ছ 'ত্বঞ্চ'। ৩। ছ 'বিদেহানাঞ্চ'। ৪। ছ 'তদ্ ভবান্ স্বপুরং যত্তে' (?)। ৫। ছ 'পার্থিব'।

তথেত্যুক্ত্বা স রাজর্ষিরবোচদ্রাঘবং বচঃ।
প্রীতোঽস্মি ভবতো রাজন্ দর্শনেন জয়েন চ ॥ ৬ ॥
যান্যেতানি চ রত্নানি[২] মদর্থং বর্জ্জিতানি বৈ।
এতান্যহং প্রযচ্ছামি[৩] তুভ্যমেব নরর্ষভ ॥ ৭ ॥
ততঃ প্রযাতে জনকে কৈকেয়ং মাতুলং প্রভুঃ।
যুধাজিতমথো রামঃ প্রাঞ্জলির্ব্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥
ইদং রাজ্যমহং চৈব ভরতশ্চ সলক্ষ্মণঃ।
আয়ত্তাস্ত্বং[৪] হি নো নাথো গুরুশ্চ পুরুষর্ষভ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। 'তথেত্যুক্ত্বা' ইতি পাঠঃ। 'তথেত্যুক্ত' ইতি বা।
৭। লো-টী। সজ্জিতানি দাতুমানীতানি। 'অর্জ্জিতানী'তি পাঠে স এবার্থঃ।
৯। লো-টী। ইদং রাজ্যমিত্যাদিকং তবেতি শেষঃ। নোঽস্মাকম্। অর্থেষু উপস্থিতেষু প্রয়োজনেষু ত্বং হি ত্বমেব নাথঃ সহায়ঃ গুরুরুপদেষ্টা চ।

প্রদত্ত] সমস্ত রত্ন লইয়া আপনার সহিত যাইবে ॥ ৫ ॥

রাজর্ষি জনক 'তথাস্তু' বলিয়া রামকে কহিলেন, রাজন্, আপনার দর্শনে এবং আপনার জয়লাভে আমি প্রীত হইয়াছি ॥ ৬ ॥

হে নরশ্রেষ্ঠ, এই যে-সমস্ত রত্ন আমাকে দেওয়ার জন্য আনীত হইয়াছে, এই সমস্ত আমি আপনাকেই দান করিতেছি ॥ ৭ ॥

তার পর রাজর্ষি জনক প্রস্থান করিলে প্রভু রামচন্দ্র কেকয়-রাজপুত্র মাতুল যুধাজিতকে করযোড়ে বলিলেন— ॥ ৮ ॥

হে পুরুষর্ষভ, আমি, ভরত, লক্ষ্মণ এবং এই রাজ্য, সমস্তই আপনার আয়ত্ত, আপনিই আমাদের সহায় এবং উপদেষ্টা ॥ ৯ ॥

১। ছ 'চ'। ২। ছ 'তু'। ৩। অতঃ পরং ছ 'এবমুক্ত্বা পরিষজ্য রামেণ প্রতিপূজিতঃ। ভরতেন তদা সার্দ্ধং প্রযযৌ মিথিলাং প্রতি'॥ ইত্যধিকম্। ৪। ছ 'সর্ব্বেষু ত্বং'।

রাজাপি বৃদ্ধঃ সন্তাপং ত্বদর্থমুপযাস্যতি।
তস্মাদ্‌গমনমদ্যৈব রোচতে মে তবানঘ ॥ ১০ ॥
লক্ষ্মণশ্চৈব যান্তং ত্বাং পৃষ্ঠতোঽনুগমিষ্যতি।
ধনমাদায় বিপুলং রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ১১ ॥
যুধাজিত্তু[২] তথেত্যাহ গমনং প্রতি রাঘবম্।
[৩]রত্নানি চ ধনং চৈব ত্বয্যেবাক্ষয়মস্ত্বিতি ॥ ১২ ॥
প্রদক্ষিণং স রাজানং কৃত্বা কৈকেয়নন্দনঃ।
রামেণ সৎকৃতঃ পূর্ব্বমভিবাদ্য[৪] ততো যযৌ ॥ ১৩ ॥
গতে তস্মিংস্ততো রামো বয়স্যমকুতোভয়ম্।
প্রতর্দ্দনং কাশিপতিং পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। সন্তাপং দুঃখম্, মে মহ্যম্।

১২-১৩। লো-টী। গমনং প্রতি রাঘবং তথেত্যুক্ত্বা অক্ষয়ং ধনং রত্নানি চ ত্বয্যেবাস্ত্বিত্যুক্ত্বা রাজানং রামং প্রদক্ষিণং কৃত্বা রামেণ পূর্ব্বমভিবাদ্য সৎকৃতো যযাবিতি দ্বয়েনান্বয়ঃ।

বৃদ্ধ কেকয়রাজ আপনার জন্য দুঃখিত হইবেন, সুতরাং হে অনঘ, অদ্যই আপনার [স্বদেশ] গমন আমার অভিপ্রেত ॥ ১০ ॥

বহু ধন এবং বিবিধ রত্নরাজি লইয়া লক্ষ্মণ আপনার অনুগমন করিবে ॥ ১১ ॥

যুধাজিৎ গমনবিষয়ে 'তাহাই হউক' বলিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, ধন এবং রত্নরাজি তোমার অক্ষয় হউক ॥ ১২ ॥

প্রথমতঃ রামচন্দ্র অভিবাদনপূর্ব্বক সৎকার করিলে তার পর কেকয়-নন্দন (যুধাজিৎ) রাজাকে (রামকে) প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন ॥ ১৩ ॥

যুধাজিৎ গমন করিলে রামচন্দ্র নির্ভীক বয়স্য কাশিরাজ প্রতর্দ্দনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—॥ ১৪ ॥

১। ছ 'রাজা তু'। ২। ছ '-তস্তথে-'। ৩। ছ 'উবাচ ধনরত্নানি তুভ্যমেব দদাম্যহম্'। ৪। ছ 'দ্রুতং'।

দর্শিতা ভবতা প্রীতিঃ সৌহার্দ্দং দর্শিতং পরম্।
১
উদ্‌যোগোঽয়ং ত্বয়া রাজন্ ভরতেন কৃতঃ সহ ॥ ১৫ ॥
২
তৎ ত্বমদ্যৈব কাশীশ গচ্ছ বারাণসীং পুরীম্।
৩
রমণীয়াং ত্বয়া গুপ্তামিন্দ্রেণেবামরাবতীম্ ॥ ১৬ ॥
৪
উত্থায়ৈতাবদুক্ত্বা চ কাকুৎস্থঃ পরমাসনাৎ।
পর্য্যষ্বজত ধর্ম্মাত্মা কাশিরাজং প্রতর্দ্দনম্ ॥ ১৭ ॥
তং বিসৃজ্য মহাতেজাঃ সর্ব্বাংস্তান্ পৃথিবীপতীন্।
প্রহসন্ রাঘবো বাক্যমুবাচ মধুরং তদা ॥ ১৮ ॥
ভবন্তো গুণসম্পন্না ভবতাং বীর্য্যমদ্ভুতম্।
৫
ধর্ম্মশ্চ নিয়তো নিত্যং নিত্যং চ প্রীতিরুত্তমা ॥ ১৯ ॥

১৫। লো-টী। রাবণং জেতুময়মুদ্যোগঃ ত্বয়া সহ কৃতঃ।
১৯। লো-টী। নিয়তো নিত্যনৈমিত্তিকঃ। প্রীতিরুত্তমা অস্মাস্বিত্যর্থঃ।

রাজন্, আপনি [যুদ্ধের সাহায্যার্থে] ভরতের সহিত উদ্যোগী হইয়া আমার প্রতি পরম সৌহার্দ্দ্য এবং প্রীতি দেখাইয়াছেন ॥ ১৫ ॥

ইন্দ্র-পালিতা অমরাবতীর ন্যায় আপনার পালিতা রমণীয়া বারাণসী নগরীতে আপনি অদ্যই গমন করুন ॥ ১৬ ॥

ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া উত্তম আসন হইতে উত্থানপূর্ব্বক কাশিরাজ প্রতর্দ্দনকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১৭ ॥

মহাতেজাঃ রামচন্দ্র তাঁহাকে বিদায় দিয়া হাস্যপূর্ব্বক সমবেত সমস্ত মহীপতি-দিগকে মধুর বাক্যে বলিলেন—॥ ১৮ ॥

আপনারা গুণবান্, আপনাদের সামর্থ্য আশ্চর্য্যজনক, আপনারা সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান-নিরত এবং [আমাদের উপর] সর্ব্বদা অত্যধিক প্রীতিমান্ ॥ ১৯ ॥

১। ছ '-গো যত্ন-'। ২। ছ 'স ত্বম্-'। ৩। ক '-য়ং'। ৪। ছ 'এতাবদুক্ত্বা কাকুৎস্থ উত্থায়'। ৫। ছ 'প্রীতিশ্চাস্মাস্ববস্থিতা'।

যুষ্মাকঞ্চ প্রভাবেণ তেজসা চ মহাত্মনাম্ ।
হতো ময়া সুদুর্ব্বুদ্ধী রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥ ২০ ॥
হেতুমাত্রমহং তত্র ভবতাং তেজসা হতঃ ।
রাবণঃ সগণো যুদ্ধে সপুত্রঃ সহবান্ধবঃ[২] ॥ ২১ ॥
ভবন্তশ্চ সমানীতা ভরতেন মহাত্মনা ।
শ্রুত্বা জনকরাজস্য রক্ষসাপহৃতাং সুতাম্ ॥ ২২ ॥
উদ্যুক্তানাং চ সর্ব্বেষাং ভবতাং সুমহাত্মনাম্ ।
কালো ব্যতীতঃ সুমহান্ গমনে রোচতে মতিঃ[৩] ॥ ২৩ ॥
তথেত্যূচুর্নৃপতয়ো মুদা পরময়া যুতাঃ[৪] ।
দিষ্ট্যাসি বিজয়ী রাম রাজ্যে চৈব প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২৪ ॥

২৩। লো-টী। উদ্যুক্তানাং যুদ্ধায়।

মহামনস্বী আপনাদের তেজ এবং প্রভাববলেই আমি অতিশয়-দুষ্টবুদ্ধি রাক্ষসরাজ রাবণকে নিহত করিয়াছি ॥ ২০ ॥

আপনাদের তেজোবলেই রাবণ যুদ্ধে পুত্র, বান্ধব এবং স্বজনগণের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে, আমি সেই কার্য্যের নিমিত্ত মাত্র ॥ ২১ ॥

জনকনন্দিনী সীতা রাক্ষসকর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছেন শুনিয়া মহাত্মা ভরত আপনাদিগকে আনয়ন করিয়াছেন ॥ ২২ ॥

আপনারা মহাত্মা, [যুদ্ধে আমার সাহায্যের জন্য] উদ্যোগী থাকিয়া আপনাদের সকলের বহুদিন অতিবাহিত হইয়াছে, এক্ষণে [সম্ভবতঃ স্বদেশে] ফিরিবার ইচ্ছা হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

তখন রাজগণ অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন "হ্যাঁ, রাম, ভাগ্যক্রমে আপনি জয় লাভ করিয়া রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ॥ ২৪ ॥

১। ছ 'প্রসাদেন'। ২। ছ 'বন্ধুভিঃ'। ৩। ছ 'গমনং রোচয়ামি বঃ'। ৪। ছ 'রাজানঃ তে মুদান্বিতাঃ'।

এষ নঃ পরমঃ কাম এষা নঃ প্রীতিরুত্তমা।
যৎ ত্বাং বিজয়িনং রাম পশ্যামো হতকণ্টকম্ ॥ ২৫ ॥
এতৎ ত্বয্যুপপন্নং চ যদস্মাংস্ত্বং প্রশংসসি।
প্রশংসার্হোঽসি[১] রাজেন্দ্র প্রশংসামস্ততো বয়ম্।
হতা হি[২] বাহুবীর্য্যেণ রাক্ষসাস্তে[৩] নৃপোত্তম ॥ ২৬ ॥
আমন্ত্রয়ামহে বীর হৃদি তে নিত্যশো বয়ম্।
বর্ত্তামহে মহাবাহো প্রীতির্হ্যস্মাকমুত্তমা।[৪]
ভবেচ্চ তে মহারাজ প্রীতিরস্মাসু নিত্যদা ॥ ২৭ ॥

[২৫। লো-টী।] তে বয়ং তব মুখং পশ্যাম ইত্যন্বয়ঃ। বিজয়িনম্ অদন্ত ইন্ প্রত্যয়ঃ। ভ্রাজন্তং পূর্ণচন্দ্রমিব।

২৬। লো-টী। ত্বয়ি পরমকারুণিকে এতদুপপন্নম্ উচিতম্।

২৭। লো-টী। হে বীর, তে তব। বয়মিতি। নিত্যশো হৃদি বয়ম্ আমন্ত্রয়ামহে মন্যামহে। 'অনুজানীমহে' ইতি পাঠো বা। অস্মাকং ভবতি ত্বয়ি প্রীতিরুত্তমা হি অতো বর্ত্তামহে বয়ং জীবামঃ। 'যুষ্মাক'মিতি পাঠে অস্মাসু যুষ্মাকং যা প্রীতিঃ ভবতি অস্তি তয়ৈব বর্ত্তামহে।

[লো-টী]। প্রিয়াণি বাক্যানি চিরং বারংবারং সমভিধায় উক্ত্বা।

রাম, আমরা যে আপনাকে শত্রুবধকারী ও জয়যুক্ত দেখিলাম, ইহাই আমাদের একান্ত কাম্য এবং ইহাই আমাদের অতিশয় প্রীতিজনক হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

হে রাজেন্দ্র, আপনি যে আমাদিগকে প্রশংসা করিতেছেন—ইহা আপনার উপযুক্ত হইয়াছে। [বস্তুতঃ] আপনিই প্রশংসার্হ; অতএব আপনাকেই আমরা প্রশংসা করি। হে নৃপোত্তম, আপনি স্বীয় বাহু-বীর্য্যে সেই রাক্ষসসকলকে নিহত করিয়াছেন। হে বীর, প্রার্থনা করি, আমরা যেন আপনার হৃদয়ে নিয়ত বর্ত্তমান থাকি। মহাবাহো

১। ছ 'ইদমর্দ্ধং নাস্তি'। ২ 'হতো হি'। ৩। চ '-সত্ত্বে'। ৪। ছ অতঃ পরং কাচিৎ সর্গসমাপ্তি দৃশ্যতে, পরং পাদদ্বয়ং চ নাস্তি।

তে প্রযাতা মহাত্মানঃ পার্থিবাঃ সর্ব্বতো দিশঃ।
রথবাজিসহস্রৌঘৈঃ[১] কম্পয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ২৮ ॥
অক্ষৌহিণ্যো হি তত্রাসন্ রাঘবার্থে সমুদ্যতাঃ।
ভরতস্যাজ্ঞয়া নৈকাঃ[২] প্রহৃষ্ট[৩]বলবাহনাঃ ॥ ২৯ ॥
ঊচুস্তে[৪] তু মহাপালা বলদর্পসমন্বিতাঃ।
ন রামরাবণং যুদ্ধে পশ্যামঃ পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ৩০ ॥
ভরতেন বয়ং[৫] পশ্চাৎ সমানীতা নিরর্থকম্।
হতা হি রাক্ষসাঃ ক্ষিপ্রং পার্থিবৈঃ স্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৩১ ॥
রামস্য বাহুবীর্য্যেণ রক্ষিতা লক্ষ্মণস্য চ[৬]।
সুখং পারে সমুদ্রস্য যুধ্যেমহি[৭] গতজ্বরাঃ ॥ ৩২ ॥

২৮। লো-টী। সর্ব্বতঃ সর্ব্বাঃ।
৩০। লো-টী। 'ন রামং রাবণ'মিতি পাঠঃ। 'রামরাবণ'মিতি পাঠে রামেণ যুক্তং রাবণম্।

মহারাজ, আপনার প্রতি আমাদের অতিশয় প্রীতি আছে, আপনারও যেন আমাদের প্রতি সর্ব্বদা প্রীতি থাকে" ॥ ২৬-২৭ ॥

সেই মহাত্মা নরপতিগণ সহস্র সহস্র হস্তী এবং অশ্বে আরোহণ করিয়া মেদিনী কম্পিত করত চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৮ ॥

ভরতের আদেশে আনন্দিত সৈন্য এবং বাহনযুক্ত বহু অক্ষৌহিণী সেনা উদ্যোগী হইয়া রামের সাহায্যের জন্য তথায় উপস্থিত ছিল ॥ ২৯ ॥

বল-দর্পশালী সেই রাজগণ [পথিমধ্যে] বলিতে লাগিলেন—"আমরা সম্মুখসমরে রাম-রাবণকে দেখিতে পাইলাম না ॥ ৩০ ॥

ভরত আমাদিগকে শেষকালে নিরর্থক আনিয়াছিলেন, [পূর্ব্বে আসিলে] রাক্ষসগণ রাজগণকর্ত্তৃক অতিক্রত নিহত হইত, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩১ ॥

আমরা রাম এবং লক্ষ্মণের বাহুবলে রক্ষিত হইয়া অনায়াসে সমুদ্রপারে

১। ছ গজ-'। ২। ছ '-রানেকাঃ'। ৩। ক '-নর-'। ৪। ছ 'চ'। ৫। ক 'বয়াঃ'।
৬। ছ 'লক্ষ্মণেন চ'। ৭। ছ 'যুধ্যেম বিগত-'।

এতাশ্চান্যাশ্চ রাজানঃ কথাস্তত্র সহস্রশঃ।
কথয়ন্তঃ স্বরাষ্ট্রাণি[১] বিবিশুস্তে[২] বলৈর্ব্বৃতাঃ ॥ ৩৩ ॥
পুরাণি স্বানি তে গত্বা রত্নানি বিবিধান্যথ।
রামায়[৩] প্রীতিকামার্থমুপহারং নৃপা দদুঃ ॥ ৩৪ ॥
অশ্বান্ যানানি রত্নানি হস্তিনশ্চ মদোৎকটান্।
চন্দনাগুরু[৪]মুখ্যানি দিব্যান্যাভরণানি চ[৫] ॥ ৩৫ ॥
ভরতো লক্ষ্মণশ্চৈব শত্রুঘ্নশ্চ মহাযশাঃ[৬]।
আদায় তানি রত্নানি তেঽযোধ্যামাগতাঃ[৭] পুনঃ ॥ ৩৬ ॥
আগম্য চ পুরীং রম্যামযোধ্যাং পুরুষর্ষভাঃ।
তানি রত্নানি রামায়[৮] বিচিত্রাণি ন্যবেদয়ন্ ॥ ৩৭ ॥

৩৪। লো-টী। রামায় রামার্থম্। উপহারানন্যাংশ্চ উপাহরন্ প্রস্থাপয়ামাসুঃ। কিমর্থম্? প্রীতিকামার্থম্। 'রামস্তে'তি বা পাঠঃ।

গিয়া সুখে যুদ্ধ করিতে পারিতাম" ॥ ৩২ ॥

সেই নৃপতিগণ সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এই কথা এবং এইরূপ অন্যান্য সহস্র কথা বলিতে বলিতে নিজ নিজ রাজ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৩ ॥

সেই রাজগণ স্বীয় পুরে গমন করিয়া রামের প্রীতিকামনায় অশ্ব, যান, রত্ন, মদমত্ত মাতঙ্গ, উৎকৃষ্ট চন্দন, শ্রেষ্ঠ অগুরু এবং দিব্য আভরণসকল [ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্নকে] প্রদান করিলেন ॥ ৩৪-৩৫ ॥

সেই মহাযশাঃ ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন সেই সমস্ত রত্নসম্ভার লইয়া অযোধ্যাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন রমণীয় অযোধ্যাপুরে আসিয়া রামকে সেই বিচিত্র রত্নরাজি অর্পণ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

১। ছ 'স্বরাজ্যানি'। ২। ছ 'জগ্মুর্হর্ষসমন্বিতাঃ'। ৩। ছ 'রামস্য প্রিয়কামার্থ-'। ৪। ছ '-নানি চ মুখ্যা-'। ৫। অতঃ পরং ছ 'মণিমুক্তাপ্রবালাংস্তু দাস্যো রূপসমন্বিতাঃ। অজাবিকঞ্চ বিবিধং রথাংস্তু বিবিধান্ বহূন্'। ইত্যধিকম্। ৬। ছ 'মহাবলাঃ'। ৭। ছ 'স্বাং পুরীং পুনরাগতাঃ'। ৮। ছ 'চিত্রাণি রামায় সমুপানয়ন্'।

প্রতিগৃহ্য চ তৎ সর্ব্বং প্রীতিযুক্তঃ স রাঘবঃ।
সুগ্রীবায় দদৌ রাজ্ঞে মহাত্মা কৃতকর্ম্মণে ॥ ৩৮ ॥
বিভীষণায় চ দদৌ তথান্যেভ্যোঽপি রাঘবঃ।
কপিভ্যো[২] রাক্ষসেভ্যশ্চ যৈর্ব্বৃতো যুদ্ধবাংস্তদা[৩] ॥ ৩৯
তে সর্ব্বে রামদত্তানি রত্নানি কপিরাক্ষসাঃ
শিরোভির্দ্ধারয়ামাসুর্ভুজৈশ্চ ভুজগোপমৈঃ ॥ ৪০ ॥
হনুমন্তং চ নৃপতিরিক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ।
অঙ্গদঞ্চ মহাবাহুমঙ্কমারোপ্য বীর্য্যবান্ ॥ ৪১ ॥
রামঃ কমলপত্রাক্ষঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ।
অঙ্গদস্তে সুপুত্রোঽয়ং সুমন্ত্রী[৫] চানিলাত্মজঃ ॥ ৪২ ॥

৩৮। লো-টী। প্রীতিযুক্তঃ ইতি পাঠঃ। 'প্রীতিযুক্ত'মিতি পাঠে ক্রিয়াবিশেষণম্।
৪২। লো-টী। স্বপুত্রঃ স্বীয়পুত্রঃ।

মহাত্মা রাম সাদরে সেই রত্নসমূহ লইয়া কৃতকর্ম্মা বানররাজ সুগ্রীবকে, বিভীষণকে এবং যাহাদের সাহায্য লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন সেই সকল বানর ও রাক্ষসদিগকে প্রদান করিলেন ॥ ৩৮-৩৯ ॥

সেই সকল বানর ও রাক্ষসগণ রামদত্ত রত্নরাজি মস্তকে এবং সর্পতুল্য হস্তে ধারণ করিল ॥ ৪০ ॥

মহারথ বীর্য্যশালী ইক্ষ্বাকুনৃপতি পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্র মহাবাহু হনুমান্ এবং অঙ্গদকে ক্রোড়ে বসাইয়া সুগ্রীবকে বলিলেন—এই অঙ্গদ তোমার সুপুত্র (পুত্রস্থানীয়) এবং পবননন্দন হনুমান্ও তোমার সুমন্ত্রী ॥ ৪১-৪২ ॥

১। ছ 'রামঃ প্রীতিসমন্বিতঃ'। ২। ছ 'রাক্ষসেভ্যঃ কপিভ্যশ্চ'। ৩। ছ 'জয়মাপ্তবান্'। ৪। ছ '-ভুজেষু চ মহাবলাঃ'। ৫। ছ 'মন্ত্রী চাপ্যনিলা-'।

সুগ্রীব মন্ত্রিতে যুক্তৌ মম চাপি হিতে রতৌ।
অর্হতোঽভ্যধিকাং[১] পূজাং ত্বৎকৃতে বৈ হরীশ্বর ॥ ৪৩ ॥

ইত্যুক্ত্বা ব্যবমুচ্যাঙ্গাদ্ ভূষণানি মহাযশাঃ।
আববন্ধ[২] মহার্হাণি তদাঙ্গদহনূমতোঃ ॥ ৪৪ ॥

আভাষ্য চ মহাবীর্য্যান্ রাঘবো যূথপর্ষভান্।
নলং[৩] নীলং কেশরিণং কুমুদং গন্ধমাদনম্ ॥ ৪৫ ॥

সুষেণং পনসং বীরং মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ।
জাম্ববন্তং গবাক্ষং চ বিনতং ধূম্রমেব চ ॥ ৪৬ ॥

বলীমুখং প্রজঙ্ঘং চ সংনাদং চ মহাবলম্।
দরীমুখং দধিমুখমিন্দ্রজানুং চ যূথপম্ ॥ ৪৭ ॥

মধুরং শ্লক্ষ্ণয়া বাচা নেত্রাভ্যাং[৪] চাপিবন্নিব।
সুহৃদো[৫] হি ভবন্তো মে শরীরং ভ্রাতরস্তথা ॥ ৪৮ ॥

৪৩। লো-টী। মন্ত্রিতে মন্ত্রণে যুক্তৌ যোগ্যৌ।

৪৫-৫০। লো-টী। মধুরং যথা শ্লক্ষ্ণয়া মনোহরয়া বাচা আভাষ্য সংবোধ্য নেত্রাভ্যামাপিবন্নিব সস্নেহং পশ্যন্নিবেত্যর্থঃ। 'সুহৃদো হী'তি সার্দ্ধশ্লোকেনৈবমুক্ত্বা ভূষণানি দদাবিতি ষড় ভিরন্বয়ঃ।

হে বানররাজ সুগ্রীব, ইহারা উভয়েই তোমার জন্য মন্ত্রণায় নিযুক্ত এবং আমারও হিতসাধনে নিরত, সুতরাং সমধিক সম্মান পাইবার উপযুক্ত ॥ ৪৩ ॥

মহাযশাঃ রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া স্বীয় অঙ্গ হইতে বহুমূল্য অলঙ্কারসমূহ উন্মুক্ত করিয়া অঙ্গদ এবং হনুমানের শরীরে পরিধান করাইয়া দিলেন ॥ ৪৪ ॥

রামচন্দ্র যূথপতিশ্রেষ্ঠ মহাবীর্য্যশালী নল, নীল, কেশরী, কুমুদ, গন্ধমাদন, সুষেণ, পনস, বীর মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান্, গবাক্ষ, বিনত, ধূম্রাক্ষ, বলীমুখ, প্রজঙ্ঘ,

---

১। ছ 'বিবিধাং'। ২। ছ 'স ববন্ধ'। ৩। ছ 'নীলং নলং'। ৪। ছ '-ভ্যামপিব-'। ৫। ছ 'মে ভবন্তশ্চ'।

যুষ্মাভিরুদ্ধৃতশ্চাহং ব্যসনাৎ কাননৌকসঃ।
ধন্যো রাজা চ সুগ্রীবো ভবদ্ভিঃ সুহৃদাং বরৈঃ ॥ ৪৯ ॥
এবমুক্ত্বা দদৌ তেভ্যো ভূষণানি যথার্হতঃ।
বস্ত্রাণি চ মহার্হাণি সস্বজে চ নরর্ষভঃ ॥ ৫০ ॥
তেঽপিবন্ত[1] সুগন্ধীনি মধূনি মধুপিঙ্গলাঃ।
মাংসানি চ সুমৃষ্টানি মূলানি চ ফলানি চ ॥ ৫১ ॥
এবং তেষাং নিবসতাং মাসঃ সাগ্রো যযৌ তদা।
মুহূর্ত্তমিব তে সর্ব্বে রামভক্ত্যা চ মেনিরে ॥ ৫২ ॥
রামোঽপি রেমে তৈঃ সার্দ্ধং বানরৈঃ কামরূপিভিঃ।
রাক্ষসৈশ্চ মহাবীর্য্যৈঋ[2]ক্ষৈশ্চ সুমহাবলৈঃ ॥ ৫৩ ॥

সংনাদ, মহাবল দরীমুখ, দধিমুখ, ইন্দ্রজানু প্রভৃতি বানরদিগের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করত মনোহর মধুরবাক্যে সম্ভাষণ করিয়া [বলিলেন—] "বনবাসিগণ, তোমরাই আমার শরীর, সুহৃদ্ এবং ভ্রাতা, তোমরাই আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছ, তোমাদের ন্যায় উত্তম বন্ধুদ্বারা রাজা সুগ্রীব ধন্য হইয়াছেন" ॥ ৪৫-৪৯ ॥

নরশ্রেষ্ঠ রাম এই কথা বলিয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য মহামূল্য বস্ত্র এবং অলঙ্কার প্রদানপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৫০ ॥

সেই মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ বানরগণ সুগন্ধি মধু পান করিয়া সুপবিত্র মাংস, ফল ও মূল আহার করিতে লাগিল ॥ ৫১ ॥

এইরূপে বাস করিয়া তাহাদের মাসাধিককাল অতিবাহিত হইল, তাহারা সকলে রামের প্রতি ভক্তিবশতঃ তাহা এক মুহূর্ত্তের ন্যায় মনে করিল ॥ ৫২ ॥

রামচন্দ্রও সেই সমস্ত কামরূপী বানর, মহাবীর্য্যশালী রাক্ষস এবং অতিশয় বলবান্ ঋক্ষগণের সহিত সন্তোষ লাভ করিলেন ॥ ৫৩ ॥

১। ছ '-ন্তঃ'। ২। ছ '-শ্চৈব মহা-'।

এবং তেষাং যযৌ মাসো দ্বিতীয়ঃ শিশিরঃ সুখম্।
বানরাণাং প্রহৃষ্টানাং রাক্ষসানাঞ্চ সর্ব্বশঃ[২] ॥ ৫৪ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে রাজসংপ্রেষণং নাম
দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪২ ॥

[লো-টী]। উপাসতাং প্রাপ্নুবতাম্।

রাজসংপ্রেষণম্ ॥ ৪২ ॥

এইরূপে সেই সকল হৃষ্টচিত্ত বানর ও রাক্ষসদিগের শীতঋতুর দ্বিতীয় মাস সুখে অতিবাহিত হইল ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রাজসংপ্রেষণ-নামক
৪২শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

১। ছ '-রস্তথা'। ২। অতঃ পরং ছ 'কাবুৎহনগরে রম্যে পরাং ... '। ইত্যধিকম্।

(৪৩) ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ

বালোদিতার্কবপুষং পীনস্কন্ধং মহাভুজম্।
রাঘবস্তু[১] মহাতেজাঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥
গম্যতাং বীর কিষ্কিন্ধ্যাং দুরাধর্ষাং সুরৈরপি।
পালয়স্ব[২] মহাসত্ত্ব রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ॥ ২ ॥
অঙ্গদং চ মহাবাহুং প্রীত্যা পরময়ান্বিতঃ।
সংপশ্য[৩] চ হনূমন্তং নলং চ সুমহাবলম্ ॥ ৩ ॥
সুষেণং শ্বশুরং বীরং[৪] তারং চা[৫]নলবিক্রমম্।
কুমুদং চৈব দুর্দ্ধর্ষং সুবাহুং চাপরাজিতম্ ॥ ৪ ॥
বীরং শতবলিং চৈব মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ।
গবয়ং চ গবাক্ষং চ শরভং গন্ধমাদনম্ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। বালোদিতার্কসদৃশং বালৈঃ কুন্তলৈঃ রোমভিরিত্যর্থঃ উদিতার্কসদৃশম্।
৪। লো-টী। তারং কঞ্চন সেনাপতিং ন পুনস্তারাপুত্রমঙ্গদম্।

মহাতেজস্বী রামচন্দ্র নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় দেহবিশিষ্ট পীনস্কন্ধ মহাবাহু সুগ্রীবকে বলিলেন—॥ ১ ॥

হে মহাবলসম্পন্ন বীর, দেবগণেরও দুর্জ্জয় কিষ্কিন্ধ্যানগরে গমন করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য পালন কর ॥ ২ ॥

মহাবাহু অঙ্গদ, মহাবলশালী হনুমান্ ও নলকে পরম প্রীতির সহিত দেখিও ॥ ৩ ॥

তোমার শ্বশুর বীর সুষেণ, অগ্নিতুল্যবিক্রমশালী 'তার', দুর্দ্ধর্ষ কুমুদ, অপরাজেয় সুবাহু, বীর শতবলি, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গবয়, গবাক্ষ, শরভ, গন্ধমাদন, মহাবলশালী দুর্দ্ধর্ষ ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ এবং অপর যে-সব মহাত্মা আমার জন্য প্রাণ

১। ছ '-বঃ সুমহা-'। ২। ছ '-স্ব ত্বং'। ৩। ছ '-স্তেবং'। ৪। ছ 'চৈব'। ৫। ছ '-তুল-'।

ঋক্ষরাজং[১] চ দুর্দ্ধর্ষং জাম্ববন্তং মহাবলম্।
যে চান্যে সুমহাত্মানো মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
পশ্য[২] তান্ প্রীতিসংযুক্তো[৩] মা চৈষাং বিপ্রিয়ং কৃথাঃ ॥ ৬ ॥
এবমুক্ত্বা স[৪] সুগ্রীবং প্রশস্য[৫] চ পুনঃ পুনঃ।
বিভীষণমথোবাচ রাঘবো মধুরাং গিরম্ ॥ ৭ ॥
লঙ্কাং প্রশাধি ধর্ম্মেণ সংমতো হ্যসি পার্থিব।
সুরাণাং রক্ষসাং[৬] চৈব ভ্রাতুর্বৈশ্রবণস্য চ ॥ ৮ ॥
মা চ বুদ্ধিমধর্ম্মে ত্বং কৃথা রাজন্ কদাচন।
বুদ্ধিমন্তো হি রাজানো ধ্রুবমশ্নন্তি মেদিনীম্ ॥ ৯ ॥
অহং চ নিত্যশো রাজন্ সুগ্রীবসহিতস্ত্বয়া।
স্মর্ত্তব্যঃ পরয়া প্রীত্যা স্নেহস্ত্বেষা পরা গতিঃ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। প্রীতিসংযুক্তং যথা স্যাৎ
৯। লো-টী। বুদ্ধিমন্তঃ ধর্ম্মবুদ্ধিমন্তঃ।
১০। লো-টী। গতিঃ প্রকারঃ।

দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তুমি তাঁহাদিগকে প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিবে এবং কখনও ইঁহাদের অনিষ্ট করিবে না ॥ ৪-৬ ॥

সেই রঘুনন্দন রাম সুগ্রীবকে এই কথা বলিয়া এবং পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিয়া বিভীষণকে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন—॥ ৭ ॥

রাজন্, তুমি দেবগণের, রাক্ষসগণের এবং ভ্রাতা কুবেরের অভিমত (মনঃপূত) হইয়াছ, সুতরাং ধর্ম্মপথে থাকিয়া লঙ্কানগরী শাসন কর ॥ ৮ ॥

রাজন্, কখনও অধর্ম্মে অভিলাষ করিও না, বুদ্ধিমান্ রাজারা [ধর্ম্মপথে থাকিয়া] নিশ্চয়ই [চিরকাল] পৃথিবী ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

রাজন্ তুমি সর্ব্বদা আমাকে এবং সুগ্রীবকে পরম প্রীতির সহিত স্মরণ করিবে, ইহাই স্নেহের পরাকাষ্ঠা [হইবে] ॥ ১০ ॥

১। ছ 'ঋক্ষবন্তঞ্চ দুর্দ্ধর্ষং সুবাহুং চাপরাজিতম্'। ২। ছ 'পশ্যৈতান্'। ৩। ছ '-ক্তান্'। ৪। ছ 'তু'।
৫। ক 'প্রশংস্য চ'। ৬। ছ '-সানাঞ্চ'।

রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা ঋক্ষবানররাক্ষসাঃ।
সাধু সাধ্বিতি কাকুৎস্থং প্রশশংসুঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১১ ॥
তব বুদ্ধির্মহাবাহো বীর্য্যমদ্ভুতমেব চ।
মাধুর্য্যং পরমং রাম[২] স্বয়ম্ভুব ইব ধ্রুবম্ ॥ ১২ ॥
তেষাং তু ব্রুবতামেবং ঋক্ষবানররক্ষসাম্।
হনূমান্ প্রণতো ভূত্বা রামং বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ১৩ ॥
স্নেহো মে পরমো রাজংস্ত্বয়ি তিষ্ঠতু[৩] সর্ব্বদা।
ভক্তিশ্চ নিয়তা নিত্যং ভাবমন্যং ন গচ্ছতু[৪] ॥ ১৪ ॥
যাবদ্রামকথা বীর চরিষ্যতি মহীতলে।
তাবচ্ছরীরে স্থাস্যন্তি মম প্রাণা[৫] ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥

১২। লো-টী। মাধুর্য্যং মধুরা বাণীত্যর্থঃ। স্বয়ম্ভুবো ব্রহ্মণো যথা বুদ্ধ্যাদিস্তথা তব।
১৪। লো-টী। তিষ্ঠতি তিষ্ঠতু। নিয়তা ত্বয়ি নিবদ্ধা অন্যম্ অন্যথাত্বং ন গচ্ছতি ন গচ্ছতু। 'ভাবো নান্যত্র গচ্ছতী'তি পাঠে ভাবঃ প্রীতিঃ।
১৫ লো-টী।] তিষ্ঠন্তি তিষ্ঠন্তু।

রামের কথা শুনিয়া ঋক্ষগণ, বানরগণ এবং রাক্ষসগণ সকলেই 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

মহাবাহো রাম, ব্রহ্মার ন্যায় আপনার স্থির বুদ্ধি, দৃঢ় পরাক্রম এবং নিয়ত মাধুর্য্য অতিশয় বিস্ময়াবহ ॥ ১২ ॥

যখন সেই ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণ এইরূপ বলিতেছিল, তখন হনুমান্ প্রণত হইয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন—॥ ১৩ ॥

রাজন্, আপনার প্রতি আমার ঐকান্তিক স্নেহ এবং অচলা ভক্তি যেন সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে, ইহার অন্যথা (বা ভাবান্তর) না হয় ॥ ১৪ ॥

হে বীর, পৃথিবীতে যতদিন রামচরিত্র প্রচারিত থাকিবে, [প্রার্থনা করি] ততদিন আমার দেহে জীবন থাকিবে, নিশ্চয় ॥ ১৫ ॥

১। ছ 'বচনং'। ২। ছ 'চৈব'। ৩। ক 'তিষ্ঠতি নিত্যশঃ'। ৪। ক '-তি'। ৫। ছ 'প্রাণা মম'।

এবং ব্রুবাণং রামস্তু হনূমন্তং বরাসনাৎ।
উত্থায় সস্বজে স্নেহাদ্বাক্যমেতদুবাচ হ।
এবমেতৎ কপিশ্রেষ্ঠ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥
[2]লোকা হি যাবৎ স্থাস্যন্তি তাবৎ স্থাস্যন্তি মে কথাঃ।
[3]ভবিষ্যতি যাবদেষা লোকে চ মামকা কথা।
তাবৎ তে ভবিতা কীর্ত্তিঃ শরীরেঽপ্যসবস্তথা ॥ ১৭ ॥[4]
অঙ্গেষু[5] তে জরা মাস্তু[6] যৎ ত্বয়োপকৃতং[7] কপে।
[8]তস্য প্রত্যুপকারাণামাপৎস্থ লভ তে ফলম্ ॥ ১৮ ॥

[লো-টী]। তচ্ছ্রুত্বা ৩৫ তাম্ ইমাং চর্য্যাং শ্রুত্বা তাং বিষয়বিষয়ামুৎকণ্ঠাম্।

১৮। লো-টী। অঙ্গেভ্যঃ জরা বার্দ্ধক্যম্ যাতু অপযাতু জরা তে মা ভবতু ইত্যর্থঃ। এতৎ সর্ব্বং কুতঃ ? তত্রাহ—যদিতি। হে কপে, যদ্ যস্মাৎ ত্বয়া উপকৃতং মহোপকারঃ কৃতঃ, যতো 'নর' ইতি। নরপদং প্রাণিপরম্।

হনুমান্ এইরূপ বলিলে রাম দিব্য আসন হইতে উত্থিত হইয়া সস্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—কপিবর, তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥

যতদিন পর্য্যন্ত এই লোকসকল থাকিবে, ততদিন আমার কথা থাকিবে, যতদিন পর্য্যন্ত আমার এই কথা লোকসমাজে প্রচারিত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তোমার কীর্ত্তি থাকিবে এবং তুমিও সশরীরে জীবিত থাকিবে ॥ ১৭ ॥

হে বানর, তোমার শরীরে বার্দ্ধক্য হইবে না, [তাহাতে] তুমি যে মহোপকার

১। অতঃ পরং চ 'যচ্চৈতচ্চরিতং দিব্যং কথা চ রঘুনন্দনঃ। তন্মামপ্সরসো রাম শ্রাবয়েয়ুর্নরর্ষভ॥ তচ্ছ্রুত্বাহং ততো বীর তব চর্য্যামৃতং প্রভো। উৎকণ্ঠাং তাং হরিষ্যামি মেঘলেখামিবানিলঃ'॥ ইত্যধিকম্। ২। ছ 'ইদমর্দ্ধং নাস্তি'। ৩। ছ 'চরিষ্যতি কথা যাবদেষা লোকে চ মামিকা'। ৪। অতঃ পরম্ ছ 'লোকা হি যাবৎ স্থাস্যন্তি তাবৎ স্থাস্যন্তি মে কথাঃ। একৈকস্যোপকারস্য প্রাণান্ দাস্যামি তে কপে॥ শেষস্যেবোপকারাণাং ভবাম ঋণিনো বয়ম্॥' ইত্যধিকম্। ৫। ক 'অঙ্গেভ্যস্তু'। ৬। ছ 'মা ভূৎ'। ৭। ক '-হৃতং'। ৮। ছ 'নরঃ'।

১
ততো হারং তু চন্দ্রাভং মুক্ত্বা কণ্ঠাৎ স রাঘবঃ।
বৈদূর্য্যতরলং কণ্ঠে ববন্ধ চ হনূমতঃ ॥ ১৯ ॥
তেনোরসি নিবদ্ধেন হারেণ মহতা কপিঃ।
ররাজ কাঞ্চনঃ শৈলশ্চন্দ্রেণাক্রান্তমস্তকঃ ॥ ২০ ॥
শ্রুত্বা তু রাঘবস্যৈতদুত্থায়োত্থায় বানরাঃ।
প্রণম্য শিরসা পাদৌ নির্জ্জগ্মুস্তে মহাবলাঃ ॥ ২১ ॥
২
সুগ্রীবশ্চৈব রামেণ পরিষ্বক্তো মহাভুজঃ।
৩
বিভীষণশ্চ ধর্ম্মাত্মা নিরন্তরমুরোগতঃ ॥ ২২ ॥

১৯। লো-টী। 'বৈদূর্য্যপ্রভব'মিতি পাঠঃ। 'বৈদূর্য্যতরল'মিতি পাঠে বৈদূর্য্যরত্নবদ্ ভাস্বরম্।

২২। লো-টী। নিরন্তরমুরোগতঃ হৃদগতঃ।

করিয়াছ, তোমার বিপদে তাহার প্রত্যুপকারের ফল লাভ করিবে ॥ ১৮ ॥

অতঃপর রামচন্দ্র মধ্যদেশে 'বৈদূর্য্য'মণিযুক্ত চন্দ্রাভ হার স্বীয় কণ্ঠ হইতে উন্মুক্ত করিয়া হনুমানের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন ॥ ১৯ ॥

হনুমান্ বক্ষঃস্থলে পরিহিত সেই বহুমূল্য হারদ্বারা শিখরদেশে চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত কাঞ্চনময় [সুমেরু] পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

সেই মহাবলশালী বানরগণ রামের কথা শুনিয়া পুনঃ পুনঃ উত্থানপূর্ব্বক অবনত মস্তকে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া নির্গত হইল ॥ ২১ ॥

পরে রামচন্দ্র মহাবাহু সুগ্রীব এবং ধর্ম্মাত্মা বিভীষণকে বক্ষঃস্থলে লইয়া প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন ॥ ২২ ॥

১। ছ 'ততোঽস্ত হারং চন্দ্রাভম্'। ২। ছ '-বঃ স চ'। ৩। ছ 'সর্ব্বে তে বাষ্পবিক্লবাঃ'।

১
সর্ব্বে তে বাষ্পকলিলাঃ সাশ্রুনেত্রা বিচেতসঃ।
২
সংমূঢ়া ইব দুঃখেন ত্যজন্তো রাঘবং তদা।
৩
জগ্মুঃ স্বং স্বং গৃহং সর্ব্বে দেহী দেহমিব ত্যজন্ ॥ ২৩ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বানরর্ক্ষরাক্ষসসংপ্রেষণং নাম ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৩ ॥

২৩। লো-টী। বাষ্পকলিলাঃ অশ্রুজলেন ব্যাপ্তাঃ। দুঃখেন বিয়োগদুঃখেন।
[লো-টী]। 'স্বপানিবাসিন' ইতি যত্র যস্য নিবাসস্তত্র তত্র তে প্রতিষাতাঃ।
বানরর্ক্ষরাক্ষসসংপ্রেষণম্ ॥ ৪৩ ॥

তখন সেই বানর, ঋক্ষ এবং রাক্ষসগণ সকলেই জীবের দেহত্যাগের ন্যায় রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করত দুঃখে মুহ্যমান ও বিমনাঃ হইয়া [অর্থাৎ মৃতপ্রায় হইয়া] বাষ্পাকুলিত নেত্রে স্ব স্ব গৃহে গমন করিল ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ঋক্ষ-বানর-রাক্ষস-সংপ্রেষণ নামক ৪৩শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

১। ছ 'কামরূপাশ্চ দুঃখার্ত্তাঃ'। ২। ছ 'নির্যযুস্ত্যক্ত্বা রাঘবম্'। ৩। ছ এতদর্দ্ধস্থানে 'ততস্তে রাক্ষস-ঋক্ষবানরাঃ প্রণম্য রামং রঘুবংশবর্দ্ধনম্। বিয়োগজাশ্রুপ্রতিপূর্ণলোচনাঃ প্রতিপ্রায়াতাস্তু যথা নিবাসিনঃ'। ইতি পাঠঃ।

(৪৪) চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ

বিসৃজ্য তু[১] মহাবাহুর্[২]ঋক্ষবানররাক্ষসান্ ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রামঃ প্রমুমোদ সুখী সুখম্ ॥ ১ ॥
অথাপরাহ্নসময়ে ভ্রাতৃভিঃ সহ রাঘবঃ ।
শুশ্রাব মধুরাং বাণীমন্তরীক্ষগতাং প্রভুঃ ॥ ২ ॥
সৌম্য রাম নিরীক্ষস্ব সৌম্যেন বদনেন মাম্[৩] ।
কুবেরভবনাৎ প্রাপ্তং বিদ্ধি মাং পুষ্পকং বিভো ॥ ৩ ॥
তব শাসনমাজ্ঞায় গতোঽস্মি ধনদং প্রতি ।
উপস্থিতং নরশ্রেষ্ঠ[৪] স চ মাং প্রত্যভাষত ॥ ৪ ॥
নির্জ্জিতস্ত্বং নরেন্দ্রেণ রাঘবেণ মহাত্মনা ।
নিহত্য যুধি[৫] দুর্দ্ধর্ষং রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ॥ ৫ ॥

সুখপরায়ণ মহাবাহু রামচন্দ্র ঋক্ষ, বানর এবং রাক্ষসদিগকে বিদায় দিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত নির্ব্বিঘ্নে আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

একদা প্রভু রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণের সহিত অপরাহ্ন সময়ে সুমধুর আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন—॥ ২ ॥

"সৌম্য রাম, আপনি আমাকে প্রসন্নবদনে অবলোকন করুন। হে প্রভো, আমাকে কুবেরের গৃহ হইতে আগত 'পুষ্পকরথ' বলিয়া অবগত হউন ॥ ৩ ॥

নরবর, আমি আপনার আদেশানুসারে কুবেরের নিকট গিয়াছিলাম, আমি উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে বলিলেন—॥ ৪ ॥

'নররাজ মহাত্মা রামচন্দ্র দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসাধিপতি রাবণকে যুদ্ধে নিহত করিয়া [জয়লাভের ফলে] তোমাকে লাভ করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

১। ছ 'চ'। ২। ছ 'প্রভো'। ৩। ছ '-ব্যাম্'। ৪। ছ 'যুধ্যে'।

মমাপি পরমা প্রীতির্হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।
রাবণে সগণে রৌদ্রে[১] সপুত্রে সহবান্ধবে ॥ ৬ ॥
স ত্বং রামেণ লঙ্কায়াং নির্জ্জিতঃ পরমাত্মনা।
বহ সৌম্য তমেব ত্বমহমাজ্ঞাপয়ামি তে ॥ ৭ ॥
পরমো হ্যেষ মে কামো যৎ ত্বং রাঘবনন্দনম্[২]।
বহেঃ সুপ্রীতমনসং[৩] তস্মাৎ তত্রৈব গম্যতাম্ ॥ ৮ ॥
সোঽহং শাসনমাজ্ঞায় ধনদস্য মহাত্মনঃ।
ত্বৎসকাশমনুপ্রাপ্তো নির্ব্বিশঙ্কঃ প্রতীচ্ছ মাম্ ॥ ৯ ॥
অধৃষ্যশ্চৈব[৪] ভূতানাং সর্ব্বেষাং ধনদাজ্ঞয়া।
চরাম্যাত্মপ্রভাবেণ[৫] তবাজ্ঞাং পরিপালয়ন্ ॥ ১০ ॥
এবমুক্তস্তদা রামঃ পুষ্পকেণ মহাবলঃ।
উবাচ পুষ্পকং দৃষ্ট্বা বিমানং পুনরাগতম্ ॥ ১১ ॥

৯। লো-টী। প্রতীচ্ছ গৃহাণ।

অতিভয়ঙ্কর সেই দুরাত্মা রাবণ পুত্র, পরিজন এবং বান্ধবগণের সহিত নিহত হওয়ায় আমারও অতিশয় আনন্দ হইয়াছে ॥ ৬ ॥

মহাত্মা রামচন্দ্র লঙ্কায় জয়দ্বারা তোমাকে লাভ করিয়াছেন, সুতরাং আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি তাঁহাকেই বহন কর ॥ ৭ ॥

তুমি প্রীতচিত্ত রামচন্দ্রকে বহন কর, ইহাই আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা,—সুতরাং তুমি সেইস্থানে গমন কর' ॥ ৮ ॥

সেই আমি মহাত্মা কুবেরের আদেশানুসারে আপনার নিকট আসিয়াছি, আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে গ্রহণ করুন ॥ ৯ ॥

স্বীয়তেজে সর্ব্বভূতের অধৃষ্য আমি কুবেরের আদেশে আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করত লোকমধ্যে বিচরণ করিব" ॥ ১০ ॥

পুষ্পক রথ এইরূপ বলিলে মহাবীর রামচন্দ্র তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া

১। ছ 'চৈব'। ২। ছ 'বা রঘুনন্দনম্'। ৩। ক 'সুপ্রীতি-'। ৪। ছ '-স্যঃসর্ব্ব-'। ৫। ছ '-মাহং'।

যদ্যেবং স্বাগতং তেঽস্তু বিমানবর পুষ্পক।
আনুকূল্যাদ্ধনেশস্য বৃত্তদোষো ন নো ভবেৎ ॥ ১২ ॥
[১]লাজৈশ্চৈব তথা পুষ্পৈর্ধূপৈশ্চৈব সুগন্ধিভিঃ।
পূজয়িত্বা মহাবাহু রাঘবঃ পুষ্পকং তদা ॥ ১৩ ॥
গম্যতামিতি চা[২]বোচদাগচ্ছেঃ সংস্মৃতো ময়া।
সিদ্ধানাং চ [৩]গতিং সৌম্য মা [৪]বিঘাতেন যুযুজঃ ॥ ১৪ ॥
এবমস্ত্বিতি রামেণ পূজয়িত্বা বিসর্জ্জিতম্।
অভিপ্রেতাং দিশং তস্মাৎ [৫]প্রাযাৎ তৎ পুষ্পকং তদা ॥ ১৫ ॥

১২। লো-টী। বৃত্তো যো দোষো মনুষ্যস্য মম তবারোহনরূপঃ সঃ তস্যানুকূল্যাৎ কৃপাতঃ।

১৪। লো-টী। হে সৌম্য সিদ্ধানাং গতিং মা বিঘাতেন অবিঘ্নেন যুযুজঃ যোজয় সিদ্ধগত্যা অবিঘ্নেন গচ্ছেত্যর্থঃ। 'পুপূজ' ইতি পাঠে পূজয়, পূর্ব্ববদন্বৎ। 'সংযুজ' ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ, সংযোজয়।

১৫। লো-টী। পূজয়িত্বা রামেণ বিসর্জ্জিতং গন্তুমনুজ্ঞাতং পুষ্পকম্ এবমস্ত্বিতি উক্তে্তি শেষঃ।

বলিলেন—॥ ১১ ॥

"বিমানবর পুষ্পক, যদি কুবের এইরূপ আদেশ করিয়া থাকেন, তবে তোমার শুভাগমন হউক; কুবেরের কৃপায় [তোমাতে আরোহণজন্য] আমার ব্যবহারে কোন দোষ হইবে না" ॥ ১২ ॥

মহাবাহু রামচন্দ্র তখন লাজ, পুষ্প এবং সুগন্ধি ধূপদ্বারা পুষ্পকরথের পূজা করিয়া বলিলেন—"সৌম্য, তুমি এখন গমন কর, আমি [তোমাকে] স্মরণ করিলে আসিবে, তুমি [আকাশে] সিদ্ধদিগের গমনের ব্যাঘাত করিও না" ॥ ১৩-১৪ ॥

রামকর্ত্তৃক পূজিত এবং বিসর্জ্জিত (অর্থাৎ গমনের জন্য অনুজ্ঞাত) সেই পুষ্পকরথ তখন 'ইহাই হইবে' এই বলিয়া সেই স্থান হইতে অভিপ্রেত দিকে প্রস্থান করিল ॥ ১৫ ॥

১। ছ '-চ আগচ্ছেঃ'। ২। ছ '-গতিং'। ৩। ছ 'বিঘাতয় সংযতঃ'। অতঃ পরং ছ প্রতিঘাতশ্চ তে মাভূদ্যথেষ্টং গচ্ছতো দিশঃ ইত্যধিকম্। ৪। ছ 'প্রযাতং পুষ্পকং'।

এবমন্তর্হিতে তস্মিন্ পুষ্পকে বিদিতাত্মনি[১]।
ভরতঃ প্রাঞ্জলির্ব্বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনম্ ॥ ১৬ ॥
অত্যদ্ভুতানি দৃশ্যন্তে ত্বয়ি বীর প্রশাসতি।
অমানুষাণাং সত্ত্বানাং ব্যাহৃতানি মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ১৭ ॥
অনাময়ানাং সত্ত্বানাং[২] সাগ্রো মাসো[৩]হ্স্য বর্ত্ততে।
জীর্ণানামপি সত্ত্বানাং মৃত্যুর্নাভ্যেতি[৪] রাঘব ॥ ১৮ ॥
[৫]প্রসূয়ন্তে সুতান্নার্য্যো বপুঃ পুষ্যন্তি মানবাঃ।
হর্ষশ্চাভ্যধিকো রাজন্ জনস্য পুরবাসিনঃ ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টী। বিদিতাত্মনি বিজ্ঞাতস্বরূপে।

১৭। লো-টী। ব্যাহৃতানি বাক্যানি।

১৮। লো-টী। 'সঙ্গমঃ সৌম্য বর্ত্ততে' ইতি পাঠঃ। 'সাগ্রো মাসশ্চ বর্ত্ততে' ইতি পাঠে মাসঃ দ্বাদশমাসাত্মকো বৎসর ইত্যর্থঃ, সাগ্রঃ অগ্রেণ অধিকেন ষন্মাসাত্মকেন সহ বর্ত্তমানঃ! প্রসিদ্ধং লোকে—'সুখিনামষ্টাদশমাসেন বৎসর' ইতি। নাভ্যেতি ন ভবতি।

১৯। লো-টী। বপুঃ পুষ্যন্তি পুষ্টবপুষঃ সর্ব্বে ইত্যর্থঃ।

আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক সেই পুষ্পক এইরূপে অন্তর্হিত হইলে ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রকে বলিলেন—॥ ১৬ ॥

বীর, আপনার রাজত্বে অনেক অত্যাশ্চর্য্য দেখা যাইতেছে। মনুষ্য ভিন্ন [প্রাণিধর্ম্মী] বস্তুর পুনঃ পুনঃ [মনুষ্যের ন্যায়] উক্তি-প্রত্যুক্তি! ॥ ১৭ ॥

হে রাঘব, [আপনার অভিষেককাল হইতে] আজ মাসাধিক কাল প্রাণীদিগের কোন রোগ হয় নাই; [রাজ্যমধ্যে: কুত্রাপি] জরাগ্রস্ত (অতিজীর্ণ, আসন্নমৃত্যু) প্রাণীদিগেরও মৃত্যু হইতেছে না ॥ ১৮ ॥

রাজন্, নারীগণ পুত্রসন্তান প্রসব করিতেছে, লোকের শরীর পুষ্টিলাভ করিতেছে এবং পুরবাসী জনগণের অত্যধিক আনন্দ হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

১। ছ 'সুকৃতাত্মনি'। ২। ছ 'মর্ত্ত্যানাং'। ৩। ছ 'সুখং সংবৎসরা যযুঃ'। ৪। ছ '-র্নায়াতি'। ৫। ছ 'অরোগপ্রসবা নার্য্যো বপুষ্মন্তো হি'।

কালে বর্ষতি পর্জন্যঃ পাতয়ন্নমৃতং পয়ঃ।
বাতাশ্চাপি প্রবান্ত্যেতে স্পর্শযুক্তাঃ সুখাঃ শিবাঃ ॥ ২০ ॥
ঈদৃশো নশ্চিরং[1] রাজা ভবেদিতি নরেশ্বর।
কথয়ন্তি পুরে পৌরা[2] জনা জনপদেষু চ ॥ ২১ ॥
এতা বাচঃ সুমধুরা ভরতেন সমীরিতাঃ।
শ্রুত্বা রামো মুদা যুক্তো বভূব নৃপসত্তমঃ ॥ ২২ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পুষ্পকপ্রত্যাগমনং নাম
চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৪ ॥

২০। লো-টী। পর্জন্য ইন্দ্রঃ। স্পর্শযুক্তাঃ স্বভাবসিদ্ধশীতলস্পর্শযুক্তাঃ
পুষ্পকপ্রত্যাগমনম্ ॥ ৪৪ ॥

ইন্দ্র যথাসময়ে বর্ষণ করিতেছেন, অমৃততুল্য জল বর্ষিত হইতেছে এবং এই বায়ুও মঙ্গলময়, সুখস্পর্শ ও শীতল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে ॥ ২০ ॥

রাজন্, নগরে নগরবাসীরা এবং জনপদে জনপদবাসীরা বলিতেছে—'চিরকাল আমাদের এইরূপ রাজা হউন' ॥ ২১ ॥

ভরতের উচ্চারিত এই সুমধুর বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া নৃপশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র আনন্দিত হইলেন ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পুষ্পকপ্রত্যাগমন-নামক
৪৪শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

১। ক '-ন্নঃ'। ২। ছ 'রাজন্ পৌরজানপদাস্তথা'।

(৪৫) পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ

স বিসৃজ্য[১] ততো রামঃ পুষ্পকং হেমভূষিতম্।
প্রবিবেশ মহাবাহুরশোকবনিকাং শুভাম্ ॥ ১ ॥
যত্রাশোকঃ[২] প্রিয়ঙ্গুশ্চ চম্পকা নবমালিকাঃ[৩]।
সুবহূনি সুগন্ধীনি মাল্যানি বিবিধানি চ ॥ ২ ॥
অকালপুষ্পাস্তরবঃ শিল্পিভিঃ পরিকল্পিতাঃ।
তে পুষ্পিতা বহুবিধা বভূর্মায়াকৃতা ইব ॥ ৩ ॥
সংহর্ষাদিব জাতানাং বৃক্ষাণাং পুষ্পশালিনাম্।
প্রস্তরাঃ[৪] পুষ্পশবলা বভুস্তারাগণা ইব ॥ ৪ ॥

২। লো-টী। নবমালিকা মল্লিকাঃ, মাল্যানি মাল্যং পুষ্পং তদ্বন্তি তরুজাতানি ইত্যর্থঃ।

৪। লো-টী। পুষ্পশালিনাং পুষ্পবতাং বৃক্ষাণাং পুষ্পশবলাঃ পুষ্পৈশ্চিত্রিতাঃ প্রস্তরাঃ তত্রস্থাঃ পাষাণাঃ মণয়ো বা বভুঃ চকাশিরে,কেষামিব ? তেষাং স্থানস্থ স্নিগ্ধতয়া সংহর্ষাৎ সম্যগানন্দাজ্জাতানাং বৃক্ষাণামিব। জাতানামিত্যত্র 'তে জাতাঃ' প্রস্তরা ইত্যত্র চ 'পল্লবা' ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ।

মহাবাহু রামচন্দ্র সুবর্ণভূষিত পুষ্পকরথকে বিদায় দিয়া রমণীয় অশোকবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ১ ॥

সেখানে অশোক, প্রিয়ঙ্গু, চম্পক, নবমল্লিকা এবং নানাবিবিধ সুগন্ধি পুষ্পযুক্ত তরুরাজি বিরাজিত ছিল ॥ ২ ॥

সেখানে অকালে পুষ্পপ্রসূ বহু বৃক্ষ শিল্পিগণের পরিকল্পনানুসারে সন্নিবেশিত ছিল, সেই পুষ্পিত বহুবিধ বৃক্ষ যেন মায়ানির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইত ॥ ৩ ॥

[সেই স্থানের সরসতাবশতঃ] গাছগুলি যেন অতিশয় আনন্দেই বাড়িয়া উঠিয়াছিল, পুষ্পশালী বৃক্ষসমূহের পুষ্পদ্বারা চিত্রিত হইয়া [নিম্নস্থ] শিলাখণ্ডসমূহ নক্ষত্রনিকরের ন্যায় (নক্ষত্রগণশোভিত গগনমণ্ডলের ন্যায়) শোভা পাইতেছিল ॥ ৪ ॥

১। ছ 'ভং'। ২। ছ '-কাঃ'। ৩। ছ মল্লিকাঃ'। ৪। ছ 'প্রস্তরাঃ'।

যত্রোদ্দেশাঃ সুরুচিরা বৈদূর্য্যমণিসন্নিভাঃ।

শাদ্বলৈঃ পরমোপেতাঃ[1] সীতার্থমুপকল্পিতাঃ ॥ ৫ ॥

চন্দনাগুরুপর্ণৈশ্চ[2] তুঙ্গকালীয়কৈরপি।

দেবদারুবনৈশ্চাপি[3] সমন্তাদুপশোভিতাঃ ॥ ৬ ॥

চম্পকাশোকপুন্নাগৈর্ম্মধূকপনসাদিভিঃ।

বৃক্ষৈর্ব্বহুবিধৈশ্চাপি শোভিতা[4] হেমসপ্রভৈঃ[5] ॥ ৭ ॥

লোধ্রনীপার্জ্জুনৈর্নাগৈঃ[6] সপ্তপর্ণাতিমুক্তকৈঃ।

মন্দারকদলীগুল্মলতাজালসমাবৃতাঃ ॥ ৮ ॥

প্রিয়ঙ্গুভিঃ কদম্বৈশ্চ[7] তথা চ বকুলৈরপি।

জম্বুভিঃ পাটলাভিশ্চ কোবিদারৈশ্চ[8] শোভিতাঃ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। যত্র যস্যামশোকবনিকায়াম্ উদ্দেশাঃ ভূপ্রদেশাঃ।

৬। লো-টী। চন্দনাগুরুপর্ণৈর্বৃক্ষৈঃ। ‘চূর্ণৈ’রিতি পাঠে তেষাং চূর্ণৈরুপকল্পিতাঃ অধিবাসিতা ইত্যর্থঃ। তুঙ্গকালীয়কৈঃ প্রাংশুভিঃ কৃষ্ণাগুরুভিঃ। উদ্দেশানাং বিশেষণানি ‘চন্দনাগুর্বি’ত্যাদীনি ‘বরপাদপৈ’রিত্যন্তানি। অষ্টৌ পদ্যানি কুত্রচিচ্চ দ্বিতীয়ান্তপাঠে অশোকবনিকা-বিশেষণানি।

সেই অশোকবনে হরিদ্বর্ণ তৃণসমূহদ্বারা আচ্ছাদিত বৈদূর্য্যমণিসদৃশ মনোজ্ঞ স্থানসমূহ সীতার জন্য কল্পিত হইয়াছিল ॥ ৫ ॥

তাহার চতুর্দ্দিক্ চন্দন, অগুরু, পলাশ, উচ্চ কালীয়ক বৃক্ষ (কৃষ্ণাগুরু, রক্তচন্দন বা দারুহরিদ্রা) এবং দেবদারুবনে পরিশোভিত ॥ ৬ ॥

[সেই স্থানগুলি] চম্পক, অশোক, পুন্নাগ, মধূক, পনস এবং স্বর্ণপ্রভ বহুবিধ বৃক্ষদ্বারা শোভিত এবং লোধ্র, নীপ (কদম্ব), অর্জ্জুন, নাগকেশর, সপ্তপর্ণ, (ছাতিম) অতিমুক্ত (গাবগাছ বা মাধবীলতা), মন্দার, কদলী এবং গুল্ম ও লতা-সমূহে সমাচ্ছন্ন ॥ ৭-৮ ॥

[সেই স্থানগুলি] প্রিয়ঙ্গু, (শ্যামালতা) কদম্ব, বকুল, পাটলা (পারুল বা গোলাপ), জম্বু (জাম) এবং কোবিদার (কাঞ্চন) বৃক্ষে শোভিত ॥ ৯ ॥

১। ছ ‘যততো-’। ২। ছ ‘বৃক্ষৈশ্চ’। ৩। ছ ‘-শ্চৈব’। ৪। অতঃ পরং ছ ‘শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ গগনার্দ্ধসমুচ্ছ্রিতৈঃ’ ইত্যধিকম্। ৫। ছ ‘-ভাং হেম-’ সুপ্র। ৬। ক ‘-নীপৈঃ’। ৭। ছ ‘কুরুবকৈঃ কদম্বৈশ্চোপ-শোভিতাম্। ৮। ছ ‘-রৈঃ সুসংবৃতাম্’।

সর্ব্বর্ত্তুকুসুমৈর্দিব্যৈঃ ফলবদ্ভিঃ সুপুষ্পিতৈঃ।
দিব্যগন্ধরসোপেতৈস্তরুণাঙ্কুরকোমলৈঃ।
শোভিতাস্তরুভির্দিব্যৈঃ[১] শিল্পিভিঃ[২] পরিকল্পিতৈঃ ॥ ১০ ॥
চারুপল্লবপুষ্পাঢ্যৈর্মত্তভ্রমরকূজিতৈঃ।
কোকিলৈর্ভৃঙ্গরাজৈশ্চ নানাবর্ণৈশ্চ পক্ষিভিঃ।
শোভিতাঃ পুষ্পপত্রৈশ্চ[৩] চূতবৃক্ষাবতংসকৈঃ ॥ ১১ ॥
শাতকুম্ভময়ৈঃ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিদগ্নিশিখোপমৈঃ।
নীলাঞ্জননিভৈশ্চান্যৈঃ শোভিতা[৪] বরপাদপৈঃ ॥ ১২ ॥
দীর্ঘিকাস্তত্র রুচিরাঃ পূর্ণাশ্চ পরমাম্ভসা।
মহার্হমণিসোপানাঃ স্ফাটিকান্তরকুট্টিমাঃ[৫] ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। তরুণাঙ্কুরকোমলৈঃ তরুণৈঃ কোমলাঙ্কুরৈশ্চ।

১১। লো-টী। চূতবৃক্ষা অবতংসাঃ শিরোভূষণানি যেষাং তৈঃ।

১৩। লো-টী। স্ফাটিকাঃ স্ফটিকময়া অন্তরে তীরমধ্যে কুট্টিমা বদ্ধভূময়ো যাসু তাঃ। 'কুট্টিমোঽস্ত্রী বদ্ধভূমি'রিতি ভূ'র০।

[সেই স্থানগুলি] শিল্পিগণের পরিকল্পানুসারে শ্রেণীবদ্ধভাবে সুবিন্যস্ত—সমস্ত ঋতুতে বিকসিত মনোহর পুষ্পযুক্ত—ফলবান্ সুগন্ধি সুরসাল সুকোমল তরুণ-অঙ্কুরযুক্ত রমণীয় বৃক্ষসমূহে শোভিত ॥ ১০ ॥

মনোহর পুষ্প-পল্লব- প্রভৃতি, মত্তভ্রমরের গুঞ্জন, চূতবৃক্ষের শিরোভূষণস্বরূপ পত্র-পুষ্প এবং কোকিল, ভৃঙ্গরাজ ও নানাবর্ণের পক্ষিসমূহ সেই স্থানগুলির শোভা সম্পাদন করিত ॥ ১১ ॥

স্বর্ণবর্ণ, অগ্নিশিখার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং নীলাঞ্জনতুল্য বর্ণবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ বৃক্ষসমূহ সেই প্রদেশগুলির শোভা সম্পাদন করিত ॥ ১২ ॥

সেখানে উৎকৃষ্ট জলে পরিপূর্ণ—মধ্যস্থলে স্ফটিকদ্বারা বদ্ধ মহামূল্য-

১। ছ '-তাং তরুভি-'। ২। ছ 'ফলবদ্ভিঃ সুপুষ্পিতৈঃ'। ৩। ছ 'পত্রপুষ্পৈশ্চ'। ৪। ছ 'পাদপৈঃ শোভিতাং বরাম্'। ৫। ক 'স্ফ-'।

ফুল্লপদ্মোৎপলবনাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ।
দাত্যুহগণসংঘুষ্টা[১] হংসসারসনাদিতাঃ॥ ১৪॥
তরুভিঃ পুষ্পশবলৈস্তীরজৈরুপশোভিতাঃ।
প্রাসাদৈর্ব্বিবিধাকারৈঃ শোভিতাশ্চ শিলাতলৈঃ॥ ১৫॥
তত্র তত্র বনোদ্দেশে বৈদূর্য্যমণিসন্নিভাঃ।
[২]শাদ্বলৈঃ পরমোপেতাঃ সীতার্থমুপকল্পিতাঃ[৩]॥ ১৬॥
নন্দনং হি যথেন্দ্রস্য ব্রাহ্ম্যং চৈত্ররথং যথা।
তথারূপং হি রামস্য কাননং তন্নিবেশিতম্॥ ১৭॥
বহ্বাসনগৃহোপেতাং লতাপাদপসংবৃতাম্[৪]।
অশোকবনিকাং স্ফীতাং প্রবিশ্য রঘুনন্দনঃ॥ ১৮॥

১৫। লো-টী। পুষ্পশবলৈঃ পুষ্পৈরেব চিত্রৈঃ।
[লো-টী]। পুংস্কোকিলানাং কলো মধুর আরাবো যাসু তাঃ।

মণিনির্ম্মিত সোপানবিশিষ্ট মনোহর দীর্ঘিকা সকল বিরাজিত ছিল॥ ১৩॥

ঐ দীর্ঘিকাগুলিতে পদ্ম এবং উৎপলসমূহ প্রস্ফুটিত থাকিত, চক্রবাক-চক্রবাকী বিচরণ করিত, দাত্যুহ (ডাহুক) গণের চীৎকার এবং হংস ও সারসগণের কূজনে দীর্ঘিকাগুলি মুখরিত হইত॥ ১৪॥

বিচিত্রবর্ণ পুষ্পবিশিষ্ট তীরজাত তরুরাজি এবং নানাপ্রকার অট্টালিকা ও শিলাফলক ঐ দীর্ঘিকাগুলির শোভা সম্পাদন করিত॥ ১৫॥

সেই বনে স্থানে স্থানে হরিদ্বর্ণ-তৃণাচ্ছাদিত সীতার জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রদেশগুলি বৈদূর্য্যমণির ন্যায় শোভা পাইত॥ ১৬॥

ইন্দ্রের নন্দন বন এবং [কুবেরের] চৈত্ররথ নামক উদ্যান যেরূপ দর্শনীয়, রামচন্দ্রের সেই কানন সেইরূপ সুসজ্জিত ছিল॥ ১৭॥

রামচন্দ্র বহু আসন ও গৃহযুক্ত এবং বৃক্ষ ও লতাদ্বারা আবৃত [সেই] বিস্তৃত

১। ছ '-মূর্ণা'। ২। ক 'শাড্বলৈঃ'। ৩। অতঃ পরং ছ 'সর্ব্বর্ত্তুসুখদা রম্যা পুংস্কোকিলকৃতারবাঃ'। ইত্যধিকম্। ৪। ছ '-শোভিতাম্'।

আসনে সু[১]শুভাকারে পুষ্প[২]প্রকরভূষিতে।
কুথাস্তরণসংস্তীর্ণে রামঃ সংনিষসাদ হ ॥ ১৯ ॥

সীতামাদায় বাহু[৩]ভ্যাং মধু মৈরেয়কং শুচি।
পায়য়ামাস কাকুৎস্থঃ শচী[৪]মিন্দ্রো যথামৃতম্ ॥ ২০ ॥

মাংসানি চ সুমৃষ্টানি বি[৫]বিধানি ফলানি চ।
রামস্যাভ্যবহারার্থং কিঙ্করাস্তূর্ণ[৬]মাহরন্ ॥ ২১ ॥

অপ্সরোগণসংঘাশ্চ নৃত্য[৭]গীতবিশারদাঃ।
দক্ষিণা রূপ[৮]বত্যশ্চ স্ত্রিয়ঃ পানবশং গতাঃ।
উপানৃত্যন্ত রামস্য[৯] সীতায়া হর্ষ[১০]বর্দ্ধনাঃ ॥ ২২ ॥

২০। লো-টী। শুভো মনোহর আকার আকৃতির্যস্য তস্মিন্। প্রকরঃ সমূহঃ, কুথা বিচিত্রকম্বলঃ, স এব আস্তরণং তেন সংকীর্ণে ব্যাপ্তে।

[লো-টী।] উপ লক্ষ্যীকৃত্য। 'উপানৃত্যন্ত রাজানং নৃত্যগীতবিশারদাঃ' এতদর্দ্ধং কচিদত্র তিষ্ঠতি।

অশোকবনে প্রবেশ করিয়া বিচিত্র-কম্বলাস্তীর্ণ অতিশয় সুদৃশ্য প্রচুর পুষ্পশোভিত আসনে উপবেশন করিতেন ॥ ১৮-১৯ ॥

ইন্দ্র যেমন শচীদেবীকে অমৃত পান করান, রামচন্দ্র সেইরূপ বাহু-যুগলদ্বারা সীতাকে ধারণ করিয়া পবিত্র মৈরেয় মধু পান করাইতেন ॥ ২০ ॥

ভৃত্যগণ রামচন্দ্রের ভোজনের জন্য সত্বর বিশুদ্ধ মাংস এবং বিবিধ ফল আনয়ন করিত ॥ ২১ ॥

নৃত্য-গীতবিশারদ অপ্সরা এবং [নৃত্য-] নিপুণা রূপবতী রমণীরা মদ্যপানে

১। ছ 'চ'। ২। ক 'প্রাকার-'। ৩। ছ 'হস্তেন'। ৪। ছ '-মিব পুরন্দরঃ'। ৫। ছ 'ফলানি বিবিধানি চ'। ৬। অ 'ঃ পরং ছ 'উপানৃত্যংশ্চ রাজানং নৃত্যগীতবিশারদাঃ'। ইত্যধিকম্। ৭। ছ 'কিন্নরীপরিবারিতাঃ'। ৮। ক '-বস্ত্যশ্চ'। ৯। ছ 'কাকুৎস্থং নৃত্যগীতবিশারদাঃ'। ১০। ছ অতঃ পরং 'মনোহভিরামা রামাস্তা রামো রময়তাং বরঃ। রময়ামাস ধর্ম্মাত্মা নিত্যং পরমভূষিতাঃ॥ স তয়া সীতয়া সার্দ্ধমাসীনো বিরুরোচ হ। অরুন্ধত্যা সহাসীনো বশিষ্ঠ ইব তেজসা'॥ ইত্যধিকম্।

এবং রামো মুদা যুক্তঃ সীতাং সুরুচিরাননাম্[১]।
রময়ামাস বৈদেহীমহন্যহনি দেববৎ ॥ ২৩ ॥
তথা চ রমমাণস্য[২] তস্যাথ শিশিরাগমঃ।
[৩]ব্যতীতঃ পুরুষেন্দ্রস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৪ ॥
পূর্ব্বাহ্নে পৌরকার্য্যাণি[৪] কৃত্বা ধর্ম্মেণ ধর্ম্মবিৎ।
শেষং দিবসভাগার্দ্ধমন্তঃপুরগতোঽনয়ৎ ॥ ২৫ ॥
সীতাপি দেবকার্য্যাণি কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্ণিকানি চ[৫]।
শ্বশ্রূণামকরোৎ পূজাং সর্ব্বাসামবিশেষতঃ ॥ ২৬ ॥
অভ্যগচ্ছৎ ততো রামং বিচিত্রাভরণাম্বরা।
ত্রিপিষ্টপে[৬] সহস্রাক্ষমুপবিষ্টং যথা শচী ॥ ২৭ ॥

মত্ত হইয়া রামচন্দ্র এবং সীতার হর্ষ বর্দ্ধন করত তাঁহাদের সমীপে নৃত্য করিতে থাকিত ॥ ২২ ॥

রামচন্দ্র আনন্দিত হইয়া রুচিরাননা বিদেহনন্দিনী সীতাকে প্রতিদিন এইরূপে দেবতার ন্যায় বিহার করাইতেন ॥ ২৩ ॥

এইরূপে বিহার করিতে করিতে পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাত্মা রামচন্দ্রের শীতকাল অতিবাহিত হইল ॥ ২৪ ॥

ধর্ম্মবিৎ রামচন্দ্র পূর্ব্বাহ্নে ধর্ম্মানুসারে পৌরকার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া দিবসের অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ অন্তঃপুরমধ্যে অতিবাহিত করিতেন ॥ ২৫ ॥

সীতাদেবীও পূর্ব্বাহ্নকর্ত্তব্য দেবকার্য্যসকল সমাধা করিয়া সমান ভাবে সমস্ত শ্বশ্রূদিগের সেবা করিতেন এবং তার পর বিচিত্র অলঙ্কার এবং বস্ত্র পরিধান করিয়া স্বর্গে উপবিষ্ট ইন্দ্রের নিকটে শচীর ন্যায় রামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইতেন ॥ ২৬-২৭ ॥

১। ছ 'সুরসুতোপমাম্'। ২। ছ 'তয়োর্ব্বিহরতোঃ সীতারাঘবয়োশ্চিরম্'। ৩। অস্তার্দ্ধস্থ স্থানে ছ 'দশ বর্ষসহস্রাণি গতানি সুমহাত্মনোঃ। প্রাপ্তয়োর্ব্বিবিধান ভোগান্ অতীতঃ শিশিরাগমঃ'। ইতি পাঠঃ। ৪। ছ 'ধর্ম্ম-'। ৫। ছ 'বৈ'। ৬। ছ '-বিষ্টপে'।

দৃষ্ট্বা তু রাঘবঃ পত্নীং কল্যাণেন সমন্বিতাম্।
প্রহর্ষমতুলং লেভে সাধু সাধ্বিতি চাব্রবীৎ ॥ ২৮ ॥
অব্রবীচ্চ বরারোহাং সীতাং সুরসুতোপমাম্।
অপত্যকালো বৈদেহি তবায়ং সমুপস্থিতঃ।
কিমিচ্ছসি[১] বরারোহে কামঃ কঃ ক্রিয়তাং তব ॥ ২৯ ॥
স্মিতং কৃত্বা তু বৈদেহী রামং বাক্যমথাব্রবীৎ।
[২]আশ্রমাণি পবিত্রাণি দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘব ॥ ৩০ ॥
[৩]গঙ্গাতীরনিবিষ্টানি ঋষীণামুগ্রতেজসাম্।
ফলমূলাশিনাং দেব পাদমূলমুপাসিতুম্[৪] ॥ ৩১ ॥
[৫]পর এব হি কামো মে যন্মূলফলভোজিনাম্।
অপ্যেকরাত্রং[৬] কাকুৎস্থ নিবসেয়ং তপোবনে ॥ ৩২ ॥

২৯। লো-টী। তব কঃ কামঃ স ত্বয়া ক্রিয়তাম্।
৩০। লো-টী। আশ্রমাণি পবিত্রাণি 'তপোবনানি পুণ্যানী'তি বা পাঠঃ

রামচন্দ্র স্বীয় পত্নী সীতাদেবীকে কল্যাণ (সুলক্ষণ, মঙ্গল বা সুখ)-যুক্তা দেখিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিতেন এবং 'সাধু সাধু' বলিয়া প্রশংসা করিতেন। [একদিন] রামচন্দ্র দেবকন্যাসদৃশী সুন্দরী সীতাকে বলিলেন,— ॥ ২৮ ॥

"জানকি, তোমার সন্তানপ্রসবের সময় উপস্থিত, সুন্দরি, তুমি কি ইচ্ছা কর? তোমার কোন্ বাসনা পূর্ণ করিব বল" ॥ ২৯ ॥

পরে বৈদেহী মৃদু হাস্য করিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন, হে রঘুনন্দন, ফলমূল-ভোজী উগ্রতেজা ঋষিদিগের গঙ্গাতীরস্থ পবিত্র আশ্রমসকল দেখিতে এবং তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩০-৩১ ॥

হে কাকুৎস্থ, আমার অত্যন্ত অভিলাষ যে, ফলমূলাহারী ঋষিদিগের তপোবনে অন্ততঃ একরাত্রিও বাস করি ॥ ৩২ ॥

১। ছ 'কিং'। ২। ছ 'তপোবনানি পুণ্যানি'। ৩। ছ '-রোপ-'। ৪। ছ '-মূলেষু বর্ত্তিতুম্'। ৫। ছ 'এষ মে পরমঃ কামো'। ৬। ক '-রাত্রিং'।

তথেতি চ প্রতিজ্ঞাতং রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
বিশ্রব্ধা ভব বৈদেহি গমিষ্যসি[১] তপোবনম্ ॥ ৩৩ ॥
এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থো মৈথিলীং[২] জনকাত্মজাম্।
[৩]অন্যকক্ষান্তরং তস্মান্নির্জগামাথ বেশ্মনঃ ॥ ৩৪ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সীতাদোহদো নাম
পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৫ ॥

৩৩। লো-টী। রামেণ উক্তমিতি শেষঃ। বিশ্রব্ধা বিশ্বস্তা
৩৪। লো-টী। অন্যকক্ষান্তরং 'মধ্যকক্ষান্তরং' বা পাঠঃ।
সীতাদোহদঃ। দোহদো গর্ভঃ ॥ ৪৭ ॥

অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম, 'তাহাই হইবে' বলিয়া প্রতিশ্রুতি দান করিলেন, [তিনি বলিলেন]—বৈদেহি, তুমি আশ্বস্তা হও, অবশ্যই তপোবনে গমন করিবে ॥ ৩৩ ॥

রামচন্দ্র জনকনন্দিনী সীতাকে এইরূপ বলিয়া সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অপর একটী কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে 'সীতাদোহদ' নামক
৪৫শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

১। ছ। ছ 'খো বাস্যসি'। ২। ছ 'বৈদেহীং'। ৩। ছ 'অন্তৎ'।

(৪৬) ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ

উপবিষ্টস্ততো রামঃ সুহৃদ্ভিঃ পরিবারিতঃ।
কথানাং বহুরূপাণামশৃণোৎ সারবিস্তরম্ ॥ ১ ॥
বিজয়োঽথ সুমন্ত্রশ্চ কশ্যপঃ পিঙ্গলস্তথা।
সুরাজিঃ কালিয়ো[১] ভদ্রো দন্ত[২]বক্রঃ[৩] সুমাগধঃ ॥ ২ ॥
উপবিষ্টা বহুবিধাঃ পরিহাসসমন্বিতাঃ।
কথয়ন্তি স্ম রামস্য কথাস্তত্র[৪] মহাত্মনঃ ॥ ৩ ॥
ততঃ কথায়াং কস্যাঞ্চিদ্রাঘবস্তানভাষত।
কাঃ কথা ইহ বর্ত্তন্তে পুরে জনপদে তথা ॥ ৪ ॥
[৫]মদাশ্রয়া বা কাঃ প্রাহ পৌরজানপদো জনঃ।
[৬]কিঞ্চ সীতাং সমাশ্রিত্য ভরতং কিঞ্চ লক্ষ্মণম্ ॥ ৫ ॥

৫। লো-টী। আহ। 'আহু'রিতি কচিৎ পাঠে কর্ত্তরি বহুবচনম্। 'কথয় ত্বং যথাতত্ত্বং কিমাহুঃ পুরবাসিনঃ। শুভাশুভানি বাক্যানি যান্যাহুর্গুণদোষতঃ। শ্রুত্বেদানীং শুভং কুর্য্যাং ন কুর্য্যামশুভঞ্চ যৎ।' ইতি পাঠঃ।

তার পর রামচন্দ্র বন্ধুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক নানা কথার বিস্তর সারাংশ শ্রবণ করিলেন ॥ ১ ॥

বিজয়, সুমন্ত্র, কশ্যপ, পিঙ্গল, সুরাজি, কালিয়, ভদ্র, দন্তবক্র, সুমাগধ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ উপবিষ্ট হইয়া পরিহাস করিতে করিতে মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকটে নানা কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ২-৩ ॥

অনন্তর কোন কথাপ্রসঙ্গে রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে বলিলেন, "এই নগরে এবং জনপদে কি কি কথার আলোচনা হয় ? ॥ ৪ ॥

পুরবাসী এবং জনপদবাসী লোকেরা আমার বিষয়ে কি কথা বলে এবং

১। ছ '-কো'। ২। ছ 'দন্তো'। ৩। ছ 'বক্রঃ'। ৪। ছ 'তত্ত'। ৫। ছ 'মদাশ্রয়ং কিং কিমাহ'। ৬। ছ 'কিং সীতাং বা'।

শত্রুঘ্নং চ সুমিত্রাং চ কৈকেয়ীং মাতরঞ্চ মে।
কথয়ন্তি গুণান্ যাংস্তু দোষান্ বা ব্রূত তন্মম ॥ ৬ ॥
এবমুক্তে তু রামেণ ভদ্রঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।
শুভাশুভাঃ কথা রাজন্ বর্ত্তন্তে পুরবাসিনাম্ ॥ ৭ ॥
অয়ং তু বিজয়ঃ সৌম্য দশগ্রীববধাশ্রয়ঃ।
ভূয়িষ্ঠতঃ[১] পুরে পৌরৈঃ কথ্যতে[২] পুরুষর্ষভ ॥ ৮ ॥
এবমুক্তস্তু ভদ্রেণ রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ।
কথয়[৩] ত্বং যথাতত্ত্বং সর্ব্বং নিরবশেষতঃ ॥ ৯ ॥
শুভাশুভানি বাক্যানি যান্যাহুঃ[৪] পুরবাসিনঃ।
শ্রুত্বেদানীং শুভং কুর্য্যাং ন কুর্য্যামশুভং হি যৎ[৫] ॥ ১০ ॥

৮। লো-টী।

সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, সুমিত্রা, কৈকেয়ী এবং আমার মাতা কৌশল্যার বিষয়েই বা কি বলে? গুণ বা দোষ যাহা লোকে বলে,—তাহা আমার নিকট বল" ॥ ৫-৬ ॥

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে ভদ্র করযোড়ে বলিলেন, রাজন্, পুরবাসীদিগের মধ্যে ভাল মন্দ দুই রকমের আলোচনাই হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

হে সৌম্য পুরুষপ্রবর রাম, দশাননকে বধ করিয়া আপনি যে বিজয় লাভ করিয়াছেন, সে বিষয়ে পুরবাসীরা বহুলভাবে (ব্যাপকভাবে) [প্রশংসাপূর্ণ] আলোচনা করিতেছে ॥ ৮ ॥

ভদ্র এইরূপ বলিলে রামচন্দ্র বলিলেন, পুরবাসিগণ ভাল বা মন্দ যে-সকল কথা বলিয়া থাকে, তুমি সেই সমস্ত কথা সম্পূর্ণরূপে যথাযথভাবে আমার নিকট বল; আমি শুনিয়া যাহা ভাল, তাহা করিব এবং যাহা মন্দ, তাহা করিব না (অর্থাৎ বর্জ্জন করিব) ॥ ৯-১০ ॥

১। ক '-ষ্ঠঃ স্বপুরে'। ২। ছ '-স্থে'। ৩। ছ '-তথ্যং কিমাহুঃ পুরবাসিনঃ'। ৪। ছ '-হুর্গদোষতঃ'। ৫। ছ '-ভঞ্চ যৎ'।

কথয় ত্বং সুবিশ্রব্ধো নির্ভয়ো বিগতজ্বরঃ।
১ ২
কথয়ন্তি যথা পৌরাঃ পুরে জনপদেষু চ ॥ ১১ ॥

রাঘবেণৈবমুক্তস্তু ভদ্রঃ সুরুচিরং বচঃ।
প্রত্যুবাচ মহাবাহুং প্রাঞ্জলির্ব্বাক্যকোবিদঃ ॥ ১২ ॥

শৃণু রাজন্ যথা পৌরাঃ কথয়ন্তি শুভাশুভম্।
৩
চত্বরাপণরথ্যাসু বনেষূপবনেষু চ ॥ ১৩ ॥

দুষ্করং কৃতবান্ রামঃ সমুদ্রে সেতুবন্ধনম্।
অকৃতং পূর্ব্বকৈঃ কৈশ্চিৎ সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥ ১৪ ॥

রাবণশ্চ দুরাধর্ষো হতঃ সবলবাহনঃ।
৪
বানরাশ্চ বশং নীতা ঋক্ষাশ্চ রাক্ষসৈঃ সহ ॥ ১৫ ॥

১৩। লো-টী। চত্বরে চ চতুষ্পথে অঙ্গনে গৃহে রথ্যায়াং প্রতোল্যাং বর্ত্মনি চ।

নগরে অথবা জনপদমধ্যে প্রজাগণ যাহা বলে, তাহা তুমি নির্ভয় ও নিরুদ্বেগ হইয়া বিশ্বস্তভাবে আমার নিকট বল ॥ ১১ ॥

রামচন্দ্র এইরূপ মনোহর কথা বলিলে সুবক্তা ভদ্র করযোড়ে মহাবাহু রামকে বলিলেন—॥ ১২ ॥

রাজন্, পুরবাসীরা বন, উপবন, দোকান, প্রাঙ্গণ এবং পথিমধ্যে ভাল মন্দ যাহা বলে তাহা শ্রবণ করুন—॥ ১৩ ॥

"রাম সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়া দুষ্কর কার্য্য করিয়াছেন, উহা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতা এবং অসুরগণও করিতে পারে নাই ॥ ১৪ ॥

রাম সৈন্য এবং বাহনের সহিত দুর্দ্ধর্ষ রাবণকে বধ করিয়াছেন এবং রাক্ষসগণের সহিত ভল্লুক ও বানরদিগকেও নিজের বশে আনয়ন করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

১। ছ 'পুরে'। ২। ছ 'যথা'। ৩। ক '-য়ন-'। ৪। ছ '-তাস্তথর্ক্ষা'।

হত্বা চ রাবণং যুদ্ধে সীতামাহৃত্য রাঘবঃ।
অমর্ষং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা স্বং প্রাবেশয়দালয়ম্ ॥ ১৬ ॥
কীদৃশং হৃদয়ে তস্য সীতাসংগমজং সুখম্।
অঙ্কমারোপ্য যা পূর্ব্বং রাবণেন হৃতা বলাৎ ॥ ১৭ ॥
লঙ্কাং চাপি পুরীং নীতামশোকবনিকাং গতাম্[১]।
কথং রক্ষোবশং প্রাপ্তাং রামঃ কুৎসয়তে ন তাম্ ॥ ১৮ ॥
অস্মাকমপি দারাণাং সহনীয়ং[২] ভবিষ্যতি।
যচ্ছীলো হি ভবেদ্রাজা তচ্ছীলা চ[৩] প্রজা ভবেৎ ॥ ১৯ ॥
এবং বহুবিধা বাচো বদন্তি পুরবাসিনঃ।
বৈদেহ্যাঃ কারণে রাজন্ তথা জানপদো জনঃ ॥ ২০ ॥

১৬। লো-টী। অমর্ষম্ অকীর্ত্তিম্।
১৯। লো-টী। সহনীয়ং সহিষ্ণুতা।

ভদ্রবাক্যম্ ॥ ৪৮ ॥

রাম যুদ্ধে রাবণকে নিহত করিয়া সীতাকে উদ্ধার করত অপবাদ অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় সীতাকে স্বগৃহে প্রবেশ করিতে দিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

পূর্ব্বে রাবণ যাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল, সেই সীতার সহিত মিলিত হইয়া রামচন্দ্রের অন্তরে কিরূপ সুখোদয় হইয়াছে। ॥ ১৭ ॥

সীতা লঙ্কানগরীতে নীত হইয়া রাক্ষসগণের বশীভূত হইয়া অশোকবনে বাস করিয়াছিল, সীতাকে রামচন্দ্র ঘৃণা করেন না কেন ॥ ১৮ ॥

রাজা যেরূপ স্বভাবসম্পন্ন হন, প্রজারাও তাদৃশ স্বভাবসম্পন্ন হয়, সুতরাং [ভবিষ্যতে] আমাদিগকেও পত্নীর এতাদৃশ দোষ সহ্য করিতে হইবে" ॥ ১৯ ॥

রাজন্, জনপদবাসী এবং পুরবাসী জনগণ সীতার জন্য এইরূপ বহু কথা বলিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

১। ছ 'শুভাম্'। ২। ছ 'হসনীয়ং'। ৩। ছ 'হি'।

তস্য শ্রুত্বাপ্রিয়ং বাক্যং রাঘবঃ পরমার্ত্তবৎ।

উবাচ সর্ব্বান্ সুহৃদঃ কথমেতদিতি প্রভুঃ ॥ ২১ ॥

শিরোভিস্তে ততো রামমভিগম্য প্রণম্য চ।

উচুর্নরপতিং[১] দীনমেবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥

শ্রুত্বা তু বাক্যং কাকুৎস্থঃ সর্ব্বৈস্তৎ সমুদীরিতম্।

বিসর্জ্জয়ামাস ততঃ[২] সর্ব্বাংস্তান্ সুহৃদঃ[৩] প্রভুঃ ॥ ২৩ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ভদ্রবাক্যং নাম
ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৬ ॥

প্রভু রামচন্দ্র তাহার সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতের ন্যায় সমস্ত সুহৃদ্‌গণকে বলিলেন, 'ইহাই কি' ? ॥ ২১ ॥

তখন তাঁহারা দুঃখিত নরপতি রামচন্দ্রের সমীপে গমন করিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করত বলিলেন, "[ভদ্র যাহা বলিয়াছে] ইহা সত্য, ইহাতে সংশয় নাই" ॥ ২২ ॥

প্রভু, রামচন্দ্র তাঁহাদের সকলের কথা শুনিয়া সেই সমস্ত বন্ধুদিগকে বিদায় দিলেন ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে 'ভদ্রবাক্য'-নামক
৪৬শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

১। ছ 'বীর-'। ২। ছ 'তদা'। ৩। ছ '-দস্তদা'। অতঃ পরং ছ 'ইতি বচনমিদং নিশম্য রামো হৃদয়বিদারণমপ্রমেয়তেজাঃ। হৃদয়গতমচিন্তয়ত্তদানীং স্বজনজনং স বিসর্জ্জয়ন্ মহাত্মা'। ইত্যধিকম্।

(৪৭) সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ

বিসৃজ্য তু সুহৃদ্বর্গং বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য রাঘবঃ।
সমীপে দ্বাস্থমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১ ॥
শীঘ্রমানয় সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
ভরতঞ্চ মহাবাহুং শত্রুঘ্নং চাপরাজিতম্ ॥ ২ ॥
রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা ক্ষত্তা[1] মূর্দ্ধ্নি কৃতাঞ্জলিঃ।
লক্ষ্মণস্য গৃহং গত্বা প্রবিবেশ বিনীতবৎ ॥ ৩ ॥
তমুবাচ মহাত্মানং বর্দ্ধয়িত্বা কৃতাঞ্জলিঃ।
দ্রষ্টুমিচ্ছতি রাজা ত্বাং গম্যতাং তত্র মাচিরম্
যাবদ্ভরতশত্রুঘ্নৌ ত্বরয়ামি নৃপাজ্ঞয়া ॥ ৪ ॥
বাঢ়মিত্যেব সৌমিত্রিঃ শ্রুত্বা রামস্য শাসনম্।
প্রস্থিতো রথমারুহ্য রাঘবস্য নিবেশনম্ ॥ ৫ ॥

রামচন্দ্র বন্ধুগণকে বিদায় দিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া সমীপে উপবিষ্ট দৌবারিককে এই কথা বলিলেন—॥ ১ ॥

শুভলক্ষণ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, মহাবাহু ভরত এবং অপরাজিত শত্রুঘ্নকে শীঘ্র আনয়ন কর ॥ ২ ॥

দৌবারিক রামচন্দ্রের কথা শ্রবণ করত মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া লক্ষ্মণের গৃহে বিনীতভাবে প্রবেশ করিল ॥ ৩ ॥

পরে করযোড়ে 'জয়' বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক মহাত্মা লক্ষ্মণকে বলিল, "মহারাজ আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সুতরাং অনতিবিলম্বে তথায় গমন করুন, আমি ততক্ষণে নৃপতির আদেশে ভরত এবং শত্রুঘ্নকে [যাইবার জন্য] ত্বরান্বিত করি" ॥ ৪ ॥

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের আদেশ শ্রবণ করিয়া 'আচ্ছা [যাইতেছি]'

১। ছ 'দ্বাস্থা'।

প্রযাতে লক্ষ্মণে দ্বাস্থো ভরতং স্বগৃহে স্থিতম্।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ব্বাক্যং রাজা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি ॥ ৬ ॥
ভরতস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা ক্ষত্ত্রা যৎ সমুদীরিতম্।
উৎপপাতাসনাৎ তূর্ণং পদ্ভ্যামেব যযৌ চ সঃ ॥ ৭ ॥
দৃষ্ট্বা প্রযাতং ভরতং ত্বরমাণঃ[১] কৃতাঞ্জলিঃ।
শত্রুঘ্নভবনং[২] গত্বা শত্রুঘ্নং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥
এহ্যাগচ্ছ রঘুশ্রেষ্ঠ রামস্ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি[৩]।
গতো হি লক্ষ্মণঃ পূর্ব্বং ভরতশ্চ মহাযশাঃ[৪] ॥ ৯ ॥
শ্রুত্বা তু গদতস্তস্য[৫] শত্রুঘ্নো রামশাসনম্।
শিরসি[৬] প্রতিগৃহ্যাজ্ঞাং যযৌ যত্র স রাঘবঃ ॥ ১০ ॥

এই বলিয়া রথে আরোহণ করত রামচন্দ্রের গৃহের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫ ॥

লক্ষ্মণ প্রস্থান করিলে দৌবারিক স্বগৃহে অবস্থিত ভরতকে করযোড়ে বলিল—'রাজা আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন' ॥ ৬ ॥

ভরত দৌবারিকের কথা শ্রবণ করিয়া দ্রুত আসন হইতে উত্থানপূর্ব্বক পদব্রজেই চলিলেন ॥ ৭ ॥

ভরতকে গমন করিতে দেখিয়া দৌবারিক ব্যগ্র হইয়া শত্রুঘ্নের গৃহে গমন করত করযোড়ে তাঁহাকে বলিল—॥ ৮ ॥

"হে রঘুশ্রেষ্ঠ, আসুন আসুন, রামচন্দ্র আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন, লক্ষ্মণ ও মহাযশস্বী ভরত অগ্রে গমন করিয়াছেন" ॥ ৯ ॥

শত্রুঘ্ন দৌবারিকের মুখে রামচন্দ্রের আদেশ শ্রবণপূর্ব্বক অবনত মস্তকে তাহা স্বীকার করিয়া যেস্থানে রামচন্দ্র অবস্থান করিতেছিলেন সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥

১। ছ '-মাণং'। ২। ছ '-ঘ্নমিদ-'। ৩। ছ '-মর্হতি'। ৪। ছ '-রথঃ'। ৫। ছ 'বচনং তস্য'। ৬। ছ 'শিরসা'।

দ্বাস্থস্ত্বাগম্য রামায় সর্ব্বানেব কৃতাঞ্জলিঃ ।
নিবেদয়ামাস তদা ভ্রাতৄংস্তান্[১] সমুপস্থিতান্ ॥ ১১ ॥
কুমারানাগতান্ শ্রুত্বা চিন্তাব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ ।
অধঃশিরা দীনমনা দ্বাস্থং বচনমব্রবীৎ ॥ ১২ ॥
প্রবেশয় কুমারাংস্তান্ মৎসমীপং ত্বরান্বিতঃ ।
মম জীবিতমেবৈতে প্রাণাশ্চৈব বহিশ্চরাঃ ॥ ১৩ ॥
আজ্ঞপ্তাস্তে[২] নরেন্দ্রেণ কুমারাঃ সূর্য্যবর্চ্চসঃ ।
প্রহ্বাঃ প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা বিবিশুস্তে[৩] সমাহিতাঃ ॥ ১৪ ॥
তে তু দৃষ্ট্বা মুখং তস্য সগ্রহং শশিনং যথা ।
সন্ধ্যাগতমিবাদিত্যমভ্রজালসমাবৃতম্ ॥ ১৫ ॥

[লো-টী ।] দ্বারস্থাৎ দ্বারপালাৎ ।
১৪ । লো-টী । তে নরেন্দ্রেণ আজ্ঞপ্তাঃ, ততস্তে বিবিশুরিতি বাক্যান্তরম্ ।
১৫ । লো-টী । গ্রহো রাহুঃ । সন্ধ্যাগতমিত্যনেন নিস্তেজস্কং সূচিতম্ ।

দৌবারিক আসিয়া করযোড়ে রামচন্দ্রকে নিবেদন করিল যে, সমস্ত ভ্রাতৃগণই উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

দীনচিত্ত রাম কুমারগণের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া অধোমুখে দৌবারিককে বলিলেন—॥ ১২ ॥

"তুমি শীঘ্র আমার সমীপে সেই কুমারদিগকে লইয়া আইস, ইহারা আমার জীবন, ইহারা আমার বহিশ্চর প্রাণস্বরূপ" ॥ ১৩ ॥

সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সেই সমাহিতচিত্ত কুমারগণ নৃপতিকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া যুক্তকরে বিনীতভাবে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৪ ॥

সেই রাজকুমারগণ [প্রবেশ করিয়া] ধীমান্ রামচন্দ্রের মুখমণ্ডল রাহুগ্রস্ত চন্দ্র, মেঘজাল-সমাচ্ছন্ন সন্ধ্যাকালীন সূর্য্য ও শুষ্কপত্র পদ্মের

১ । ছ 'স ভ্রাতৄন্ সমুপস্থিতান্' । ২ । ছ 'প্রভয়া' । ৩ । ছ '-শুঃ সুসমাহিতাঃ' ।

বাষ্পপূর্ণে[১] চ নয়নে দৃষ্ট্বা রামস্য ধীমতঃ।
ম্লানপত্রস্য পদ্মস্য মুখং চ সদৃশপ্রভম্ ॥ ১৬ ॥
শিরোভিস্তে তদা রামমভিবাদ্য নৃপাত্মজাঃ।
তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে রামোঽপ্যশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ ॥ ১৭ ॥
তান্ পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং হার্দ্দেন[২] মনুজাধিপঃ।
আসনেষ্বাধ্বমিত্যুক্ত্বা[৩] ততো বাক্যং জগাদ হ ॥ ১৮ ॥
ভবন্তো মম সর্ব্বস্বং ভবন্তো মম জীবিতম্[৪]।
ভবতাং চ কৃতে রাষ্ট্রং[৫] পালয়ামি মহাবলাঃ ॥ ১৯ ॥
ভবন্তঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাঃ বুদ্ধৌ চ পরিনিষ্ঠিতাঃ।
[৬]তদ্ভবদ্ভিঃ সহার্থোঽয়মন্বেষ্টব্যো নরর্ষভাঃ ॥ ২০ ॥

১৭। লো-টী। অবর্ত্তয়ৎ মুমোচ।
১৮। লো-টী। হার্দ্দেন সৌহার্দ্দেন। আসধ্বম্ বিকরণলোপাভাব আর্ষঃ (?)।
২০। লো-টী। বুদ্ধৌ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞানে পরিনিষ্ঠিতাঃ পরিনিষ্ঠাং প্রাপ্তাঃ। অয়মর্থোঽন্বেষ্টব্যঃ

কুমারাহ্বানম্ ॥ ৪৭ ॥

ন্যায় নিষ্প্রভ এবং নেত্রদ্বয় অশ্রুপূর্ণ দেখিয়া সকলে অবনত মস্তকে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিলেন; রামচন্দ্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫-১৭ ॥

নরপতি রামচন্দ্র স্নেহবশতঃ তাঁহাদিগকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া 'আসনে উপবেশন কর' এই কথা বলিয়া তার পর বলিতে লাগিলেন—॥ ১৮ ॥

"হে মহাবীরগণ, তোমরাই আমার সর্ব্বস্ব, তোমরাই আমার জীবন, তোমাদের জন্যই আমি রাজ্য পালন করিতেছি ॥ ১৯ ॥

নরশ্রেষ্ঠগণ, তোমরা সকলেই সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী এবং অতিশয় বুদ্ধিমান্,

১। ছ 'তু'। ২। ক 'সৌহার্দ্দং'। ৩। ছ '-কামুবাচ হ'। ৪। ছ 'জীবিতং মম'। ৫। ছ 'রাজ্যং'। ৬। ছ 'ভবদ্ভিশ্চ'।

তথা ব্রুবতি কাকুৎস্থে তে চ ধ্যানপরায়ণাঃ।
উদ্বিগ্নমনসো[২] দধ্যুঃ কিং নো[৩] রাজা বদিষ্যতি ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ভ্রাত্রাহ্বানং নাম
সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৭ ॥

অতএব তোমাদের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করা উচিত [অথবা, তোমাদের সকলের ইহা অনুমোদন করা উচিত] ॥ ২০ ॥”

রাম এই কথা বলিলে তাঁহারা উদ্বিগ্নমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ‘মহারাজ আমাদিগকে কি বলিবেন’ ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ‘ভ্রাতৃগণের আহ্বান’ নামক
৪৭শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

১। ছ ‘সর্ব্বৈ’। ২। ছ ‘সঃ সর্ব্বৈ’। ৩। ছ ‘কিম্ রাজাভিধাস্যতি’। অতঃ পরম্ ছ ‘চিন্তয়ন্তোঽপি তে নৈব পশ্যন্ত্যাবেগকারণম্’। ইত্যধিকম্।

(৪৮) অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ

তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্ব্বেষাং দীনচেতসাম্ ।
অশ্রুপূর্ণমুখো[১] রাম ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১ ॥
সীতাপবাদঃ সুমহান্ পৌরজানপদৈঃ কৃতঃ ।
চারিত্রং প্রতি বৈদেহ্যা অজ্ঞানান্মন্দবুদ্ধিভিঃ ॥ ২ ॥
অযশঃ সুমহদ্বীরাঃ পুরে জনপদে তথা ।
বর্ত্ততে[২] ময়ি বীভৎসং তন্মে মর্ম্মাণি কৃন্ততি ॥ ৩ ॥
অহং কিল কুলে জাত ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্ ।
সীতাং পাপসমাচারামানয়েয়ং পুনঃ কথম্ ॥ ৪ ॥
জানাসি ত্বং যথা সৌম্য দণ্ডকে[৩] বিজনে বনে ।
রাবণেন হৃতা সীতা স চ বিধ্বংসিতো ময়া ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। অপবাদঃ নিন্দা। 'অপবাদস্তু নিন্দায়ামাজ্ঞাবিস্রম্ভয়ো'রিতি কোষঃ।
৫। লো-টী। বিধ্বংসিতো হতঃ।

সেই উপবিষ্ট দীনচিত্ত সমস্ত কুমারগণের নিকট রামচন্দ্র অশ্রুপূর্ণ মুখে এই কথা বলিতে লাগিলেন—॥ ১ ॥

মন্দবুদ্ধি পুরবাসী এবং জনপদবাসীরা সীতার চরিত্র না জানিয়া তাহার প্রতি অতিশয় অপবাদ আরোপ করিতেছে ॥ ২ ॥

হে বীরগণ, নগরে এবং জনপদে আমার যে অতিশয় নিন্দা হইতেছে, তাহা আমার মর্ম্মস্থল ছিন্ন করিতেছে ॥ ৩ ॥

আমি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি পাপাচারিণী সীতাকে পুনরায় আনয়ন করিতে পারি। [ইহা জনসাধারণের বিশ্বাস হইল !!] ॥ ৪ ॥

সৌম্য, তুমি জান যে, নির্জ্জন দণ্ডকারণ্য হইতে রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া-

---

১। ছ অতঃ পরং 'ইদং শৃণুত ভদ্রাম্বামাকাম্বুঃ (?) স্ম মনোব্যথাম্' ইত্যধিকম্। ২। ছ 'মম'। ৩। ছ 'নির্জ্জনাদ্দণ্ডকাম্বনাৎ'।

প্রত্যক্ষং তব [1]সৌমিত্রে দেবানাং চ হুতাশনঃ।

অপাপাং মৈথিলীং[2] প্রাহ বায়ুশ্চাকাশগোচরঃ ॥ ৬ ॥

শশংসতুশ্চ চন্দ্রার্কৌ সুরাণাং সন্নিধৌ পুরা।

[3]ঋষীণাং চৈব সর্ব্বেষামপাপাং জনকাত্মজাম্ ॥ ৭ ॥

এবং শুদ্ধসমাচারা দেবগন্ধর্ব্বসন্নিধৌ।

লঙ্কাদ্বীপে[4] মহেন্দ্রেণ মম হস্তে নিবেশিতা ॥ ৮ ॥

অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতায়া গুণবিস্তরম্।

অতো গৃহীত্বা বৈদেহীম[5]যোধ্যামহমাগতঃ ॥ ৯ ॥

[6]অয়ং মহানধর্ম্মো মে শোকশ্চ হৃদি বর্ত্ততে।

[7]পৌরাপবাদঃ সুমহাংস্তথা জনপদস্য চ ॥ ১০ ॥

ছিল এবং আমি তাহাকে বধ করিয়াছি ॥ ৫ ॥

লক্ষ্মণ, অগ্নি এবং আকাশস্থিত বায়ু তোমার এবং দেবতাগণের সমক্ষেই সীতাকে নিষ্পাপা বলিয়াছেন ॥ ৬ ॥

চন্দ্র এবং সূর্য্যও সমস্ত দেবগণ ও ঋষিগণের সমক্ষে জানকীকে নিষ্পাপা বলিয়াছেন ॥ ৭ ॥

দেবরাজ মহেন্দ্র লঙ্কাদ্বীপে এইরূপ পবিত্রচরিতা সীতাকে দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের সমীপে আমার করে সমর্পণ করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

আমার অন্তরাত্মা সীতার গুণাবলীর বিষয় জানে, এই জন্যই সীতাকে গ্রহণ করিয়া আমি অযোধ্যায় আসিয়াছি ॥ ৯ ॥

এই মহা অধর্ম্ম—পুরবাসী ও জনপদবাসী ব্যক্তিগণের এইরূপ ঘোরতর নিন্দা—আমার হৃদয়ে শোকের কারণ হইয়াছে ॥ ১০ ॥

১। ছ 'যথা দেবো হুতাশনঃ'। ২। ছ '-লীমাহ'। ৩। ছ '-পামপি'। ৪। ছ '-পেঽগ্নিনা সীতা'। ৫। ছ '-য়াং সমাগতঃ'। ৬। ছ 'অয়ঞ্চ মে মহান্ শোকো হৃদি শল্য ইবার্পিতঃ'। ৭। ছ 'ঘোরোঽপবাদঃ সীতায়াঃ পৌরজানপদৈঃ কৃতঃ'।

অকীর্ত্তির্যস্য গীয়েত লোকে ভূতস্য কস্যচিৎ।
নিরয়ে পচ্যতে[১] তেন যাবৎ সা[২] সৌম্য গীয়তে[৩] ॥ ১১ ॥

অকীর্ত্তিরধমা লোকে কীর্ত্তির্লোকেষু পূজ্যতে।
কীর্ত্তের্ধর্ম্মঃ[৪] প্রভবতি কীর্ত্তির্লোকে প্রশস্যতে ॥ ১২ ॥

অপি[৫] স্বং জীবিতং জহ্যাং যুষ্মান্ বা পুরুষর্ষভাঃ।
অপবাদভয়াদ্[৬]ভীতঃ কিং পুনর্জনকাত্মজাম্[৭] ॥ ১৩ ॥

তে মাং ভবন্তঃ পশ্যন্তু পতিতং শোকসাগরে।
নহি পশ্যাম্যতো ভূয়ঃ কিঞ্চিদ্দুঃখতরং মম[৮] ॥ ১৪ ॥

শ্বস্ত্বং প্রভাতে সৌমিত্রে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিতং রথম্।
আরুহ্য সীতামারোপ্য বিষয়ান্তে সমুৎসৃজ ॥ ১৫ ॥

১৫। লো-টী। বিষয়ান্তে মম দেশস্য অন্তে বাহ্যে

যে কোন প্রাণীর নিন্দা জগতে যতদিন প্রচারিত থাকে, ততদিন সেই ব্যক্তি নরকে পচিতে থাকে ॥ ১১ ॥

সংসারে অকীর্ত্তি অধম এবং কীর্ত্তি শ্রেষ্ঠ, কীর্ত্তি হইতে ধর্ম্ম জন্মে এবং কীর্ত্তি লোকমধ্যে প্রশংসিত হয় ॥ ১২ ॥

হে পুরুষপ্রবরগণ, আমি লোকনিন্দার ভয়ে ভীত হইয়া নিজের জীবন বা তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, জানকীর ত' কথাই নাই ॥ ১৩ ॥

তোমরা দেখ, আমি [কিরূপ] শোকসারে পতিত হইয়াছি, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখজনক আমি কিছুই দেখিতেছি না ॥ ১৪ ॥

লক্ষ্মণ, তুমি আগামী কল্য প্রভাতে সুমন্ত্র-সারথির পরিচালিত রথে স্বয়ং অরোহণপূর্ব্বক সীতাকে আরোহণ করাইয়া দেশের (লোকালয়ের) বাহিরে তাহাকে পরিত্যাগ কর ॥ ১৫ ॥

১। ছ 'তাবদ্'। ২। ছ 'তস্য'। ৩। অতঃ পরং ছ 'লোকে কীর্ত্ত্যা ত্বতুলয়া পূজ্যন্তে ত্রিদিবে নরাঃ' ইত্যধিকম্। ৪। ক 'কীর্ত্তির্ধর্ম্মং'। ৫। ছ 'অপ্যহং'। ৬। ছ '-ভয়াজ্জহ্যাং'। ৭। অতঃ পরং 'তৎ কিমত্র বহূক্তেন ত্যক্ষামি জনকাত্মজাম্। লোকাপবাদভীতোঽহং নোত্তরং দাতুমর্হথ'। ইত্যধিকম্। ৮। ছ 'নৃণাম্'।

গঙ্গায়াস্তু পরে পারে বাল্মীকেঃ সুমহাত্মনঃ[১]।
আশ্রমো দিব্যসংকাশস্তমসাতীরমাশ্রিতঃ ॥ ১৬ ॥
তত্রৈনাং বিজনেঽরণ্যে উৎসৃজ্য রঘুনন্দন।
শীঘ্রমাগচ্ছ সৌমিত্রে কুরুষ্ব বচনং মম ॥ ১৭ ॥
ন চাস্মি প্রতিবক্তব্যঃ সীতাং প্রতি কদাচন।
অপ্রীতির্হি পরা মে স্যাদ্ বচনেঽস্মিন্ বিচারিতে[২]।
শাপিতাশ্চ ময়া যূয়ং ভুজাভ্যাং জীবিতেন চ ॥ ১৮ ॥
যো[৩] মাং বাক্যান্তরে ব্রূয়াদ্বচোঽনুনয়সংহিতম্।
স মে শত্রুরিতি জ্ঞেয়ঃ সত্যমেতদ্ব্রবীমি বঃ ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টী। কো বাল্মীকিঃ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—তমসেতি। যঃ পূর্ব্বং তমসাতীরমাশ্রিতঃ তস্য।

১৮। লো-টী। ভুজাভ্যাং ভুজৌ উদ্দিশ্য যুষ্মাকং ভুজেষু বলং মাস্তু ইত্যেবং যূয়ং শাপিতা ভবিষ্যথ ইত্যর্থঃ, ন চ জীবিতে জীবনেন শাপিতা ইত্যর্থঃ।

১৯। লো-টী। বাক্যান্তরে এতদ্বাক্যমধ্যে অনুনয়সংহিতং সহিতম্।

গঙ্গার অপর পারে তমসানদীর তীরবর্ত্তী মহাত্মা বাল্মীকির স্বর্গীয় আশ্রমের ন্যায় (মনোরম) আশ্রম আছে ॥ ১৬ ॥

লক্ষ্মণ, আমার আদেশ প্রতিপালন কর,—তুমি সেই বিজন অরণ্যে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র আগমন কর ॥ ১৭ ॥

সীতার [পরিত্যাগ] বিষয়ে আমার কথার কোন প্রতিবাদ করিও না, এই আদেশ প্রতিপালনে [কোনরূপ বিচারবুদ্ধি প্রবর্ত্তিত করিলে—অর্থাৎ] দ্বিধা বোধ করিলে তাহা আমার অতিশয় অপ্রীতিজনক হইবে, আমি তোমাদিগকে বাহু ও প্রাণের দিব্য দিতেছি ॥ ১৮ ॥

আমি তোমাদিগকে যথার্থরূপে বলিতেছি যে, যে অনুনয়ের সহিতও আমার কথার উত্তরে কিছু বলিবে—সে আমার শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবে ॥ ১৯ ॥

১। ছ '-কেস্তমহা-'। ২। ছ 'নিবারিতে'। ৩। ছ 'যে'।

যদ্যহং প্রভবিষ্ণুর্ব্বো যদি বা[1] ময়ি গৌরবম্।
নীয়তাং জানকী শীঘ্রং কুরুধ্বং বচনং মম ॥ ২০ ॥
পূর্ব্বং হি কামো বৈদেহ্যা গঙ্গাতীরে যথাশ্রমান্।
দ্রষ্টুমিচ্ছেয়মিত্যুক্তঃ[2] স কামঃ ক্রিয়তাং তথা ॥ ২১ ॥
এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থো বাষ্পেণ[3] পিহিতেক্ষণঃ।
প্রবিবেশ স ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ[4] পরিবেষ্টিতঃ ॥ ২২ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে রামবাক্যং নাম
অষ্টাচত্বারিংশঃ সর্গঃ ॥ ৪৮ ॥

২০। লো-টী। প্রভবিষ্ণুঃ প্রভুঃ।

২১। লো-টী। গঙ্গাতীরে আশ্রমান্ দ্রষ্টুমিচ্ছেয়ম্—ইতি পূর্ব্বং যথা কামঃ, তথা স কামঃ।

২২। লো-টী। প্রবিবেশ উপবিষ্টঃ।

রামবাক্যম্ ॥ ৪৮ ॥

যদি আমি তোমাদের প্রভু হই এবং আমার উপর যদি শ্রদ্ধা থাকে, তবে আমার আদেশ প্রতিপালন কর, শীঘ্র জানকীকে এখান হইতে লইয়া যাও ॥ ২ ॥

সীতা ইতিপূর্ব্ব ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল যে, 'আমি গঙ্গাতীরস্থ আশ্রমসকল দেখিতে ইচ্ছা করি', এখন তুমি তাহার সেই অভিলাষ উক্তরূপে পূর্ণ কর ॥ ২১ ॥

অশ্রুজলে নিরুদ্ধনেত্র সেই ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া ভ্রাতৃবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া রহিলেন ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রামবাক্য-নামক
৪৮শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

১। চ 'বো'। ২। ছ '-ক্তং'। ৩। ছ '-াকুলিতে-' ৪। ছ 'পরমার্চ্চিতঃ'।

(৪৯) একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ

ততো রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং লক্ষ্মণো দীনমানসঃ।
সুমন্ত্রমব্রবীদ্বাক্যং মুখেন পরিশুষ্যতা ॥ ১ ॥
সারথে তুরগান্ শীঘ্রান্[১] ত্বরয়স্ব রথোত্তমম্।
স্বাস্তীর্ণং রাজভবনাৎ[২] সীতায়াশ্চাসনং শুভম্ ॥ ২ ॥
সীতা হি রাজবচনাদাশ্রমান্[৩] পুণ্যকর্ম্মণাম্।
ইতো নেয়া মহর্ষীণাং শীঘ্রমানীয়তাং রথঃ ॥ ৩ ॥
সুমন্ত্রস্তু তথেত্যুক্ত্বা রথং পরমবাজিভিঃ।
যুক্তং সুরুচিরপ্রখ্যং স্বাস্তীর্ণং সমুপানয়ৎ ॥ ৪ ॥

২। লো-টী। শীঘ্রাঃ শীঘ্রগাস্তুরগায় যস্য তম্ ত্বরয়স্ব সংযোজয়াস্ব 'সারথে শীঘ্র-তুরগান্ যোজয়স্ব রথোত্তম'মিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। রাজভবনাদাসনমানীয় রথং ত্বরয়স্ব।

৪। লো-টী। সুরুচিরত্বেন প্রখ্যা খ্যাতির্যস্য তম্।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষ্মণ দুঃখিতচিত্তে শুষ্কমুখে সুমন্ত্রকে বলিলেন— ॥ ১ ॥

সারথে, দ্রুতগামী অশ্বদিগকে উৎকৃষ্ট রথে সংযোজিত করিয়া সীতার উত্তম আসন রাজগৃহ হইতে আনয়নপূর্ব্বক উত্তমরূপে [রথে] আস্তৃত কর ॥ ২ ॥

মহারাজের আদেশ অনুসারে এখান হইতে সীতাদেবীকে পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিদিগের আশ্রমে লইয়া যাইতে হইবে, শীঘ্র রথ আনয়ন কর ॥ ৩ ॥

সুমন্ত্র 'যে আজ্ঞা' বলিয়া উত্তমরূপে আচ্ছাদিত সুন্দর বলিয়া বিখ্যাত উৎকৃষ্ট-অশ্বযুক্ত রথ আনয়ন করিলেন ॥ ৪ ॥

১। ছ 'শীঘ্রতুরগং'। ২। ছ 'মহৎ'। ৩। ছ 'রাজভবনাৎ'।

উবাচ চ মহাত্মানং সৌমিত্রিং মিত্রবৎসলম্ ।

রথোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো যৎ কার্য্যং ক্রিয়তাং লঘু ॥ ৫ ॥

এবমুক্তঃ সুমন্ত্রেণ রামবেশ্ম স লক্ষ্মণঃ ।

প্রবিশ্য সীতামাসাদ্য ব্যাজহার নরর্ষভঃ ॥ ৬ ॥

গঙ্গাতীরেষু রম্যেষু মুনীনামাশ্রমান্ শুভান্ ।

উপনেয়াসি মে দেবি শাসনাৎ পার্থিবস্য হি ॥ ৭ ॥

এবমুক্তা তু বৈদেহী লক্ষ্মণেন মহাত্মনা ।

প্রহর্ষমতুলং লেভে চক্রে চ গমনে মতিম্ ॥ ৮ ॥

শ্বশ্রূণাং[১] সা তু সর্ব্বাসাং কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্ ।

পুনরাগমনায়েতি তাভিশ্চ প্রতিনন্দিতা ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। লঘু শীঘ্রম্।

এবং মিত্রবৎসল মহাত্মা লক্ষ্মণকে বলিলেন, এই রথ আনয়ন করিয়াছি, যাহা করিতে হয় শীঘ্র করুন ॥ ৫ ॥

সুমন্ত্র এইরূপ বলিলে নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক সীতার সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—॥ ৬ ॥

হে দেবি, মহারাজের আদেশে আপনাকে আমার রমণীয় গঙ্গাতীরে কল্যাণকর মুনিদিগের আশ্রমে লইয়া যাইতে হইবে ॥ ৭ ॥

মহাত্মা লক্ষ্মণ বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে এইরূপ বলিলে, তিনি অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন এবং গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ৮ ॥

সীতাদেবী সমস্ত শ্বশ্রূদিগের চরণবন্দনা করিয়া তাঁহাদের "পুনরাগমনায়" ইত্যাদি আশীর্ব্বাক্যে অভিনন্দিত হইয়া সুন্দর সুন্দর বহু অলঙ্কার

১। ছ'চ'।

১
সুবহূনি তু জগ্রাহ দিব্যান্যাভরণানি সা।
বাসাংসি চ মহার্হাণি রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ১০ ॥
২
গৃহীত্বা সা চ বৈদেহী ততো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
ইমানি ঋষিপত্নীভ্যো দাস্যাম্যাভরণান্যহম্ ॥ ১১ ॥
সৌমিত্রিস্তু তথেত্যুক্ত্বা রথমারোপ্য মৈথিলীম্।
প্রযযৌ শীঘ্রতুরগো রামস্যাজ্ঞামনুস্মরন্ ॥ ১২ ॥
গত্বা সুদূরমধ্বানং মৈথিলী জনকাত্মজা।
অশুভানি নিমিত্তানি দদর্শ কমলেক্ষণা ॥ ১৩ ॥
৩
ততোঽব্রবীৎ তদা সীতা লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্দ্ধনম্।
অশুভানি বহূন্যদ্য পশ্যামি রঘুনন্দন ॥ ১৪ ॥

এবং বহুমূল্য বস্ত্র ও নানাপ্রকার রত্নরাজি গ্রহণ করিলেন ॥ ৯-১০ ॥

[সেই সমস্ত] গ্রহণ করিয়া বিদেহরাজনন্দিনী সীতাদেবী লক্ষ্মণকে বলিলেন, আমি এই অলঙ্কারগুলি ঋষিপত্নীদিগকে দান করিব ॥ ১১ ॥

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ 'তাহাই হইবে' বলিয়া সীতাদেবীকে রথে আরোহণ করাইয়া রামচন্দ্রের আজ্ঞা স্মরণ করত দ্রুতগামী অশ্বচালিত রথে প্রস্থান করিলেন ॥ ১২ ॥

পদ্মপলাশলোচনা মিথিলারাজনন্দিনী জানকী বহুদূর পথ গমন করিয়া অশুভ লক্ষণসকল দেখিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

তখন সীতাদেবী লক্ষ্মণকে বলিলেন, রঘুনন্দন, অদ্য বহু অশুভলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি ॥ ১৪ ॥

১। ছ 'চ'। ২। ছ 'অয়ং শ্লোকো নাস্তি'। ৩। ছ 'অব্রবীচ্চ'।

দক্ষিণং মে স্ফুরত্যক্ষি গাত্রকম্পশ্চ জায়তে।
হৃদয়ং চৈব[1] সৌমিত্রে ন সুস্থমুপলক্ষয়ে[2] ॥ ১৫ ॥
অপি স্বস্তি ভবেৎ সৌম্য নৃপতের্ভ্রাতৃভিঃ[3] সহ।
শ্বশ্রূণাং চৈব মে বীর সর্ব্বাসামবিশেষতঃ ॥ ১৬ ॥
পুরে জনপদে চৈব কুশলং প্রাণিনামপি[4]।
এবং ব্রুবত্যাং সীতায়াং প্রযযৌ দিবসঃ ক্ষয়ম্ ॥ ১৭ ॥
ততো বাসমুপাগম্য গোমতীতীর আশ্রমে।
প্রভাতে পুনরুত্থায় সৌমিত্রিঃ সূতমব্রবীৎ[5] ॥ ১৮ ॥
যোজয়স্ব হয়াংস্তূর্ণমদ্য[6] ভাগীরথীজলম্।
শিরসা ধারয়িষ্যামি ত্র্যম্বকঃ[7] পতিতং যথা ॥ ১৯ ॥

১৮। লো-টী। গোমতীতীরে য আশ্রমস্তস্মিন্ বাসমুপাগম্য প্রাপ্য।

সৌমিত্রে, আমার দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত হইতেছে, গাত্র কম্পিত হইতেছে এবং হৃদয়ও সুস্থ বলিয়া বোধ করিতেছি না। ॥ ১৫ ॥

হে বীর, হে সৌম্য, ভ্রাতৃগণের সহিত মহারাজের এবং আমার সমস্ত শ্বশ্রূদিগের সমভাবে মঙ্গল ত ? ॥ ১৬ ॥

নগরে ও জনপদে প্রাণীদিগের কুশল ত ? সীতাদেবীর এইরূপ বলিতে বলিতে দিবা অবসান হইল ॥ ১৭ ॥

পরে গোমতীতীরস্থ আশ্রমে রাত্রিযাপন করিয়া প্রভাতে উঠিয়া লক্ষ্মণ পুনরায় সারথিকে বলিলেন—॥ ১৮ ॥

সারথে, অদ্য [স্বর্গ হইতে] পতিত গঙ্গাজল মহাদেবের ন্যায় মস্তকে ধারণ করিব, সুতরাং শীঘ্র রথে অশ্ব যোজিত কর ॥ ১৯ ॥

১। ছ 'চাপি'। ২। অতঃ পরং ছ 'ঔৎসুক্যং পরমঞ্চাপি অধৃতিশ্চ পরা মম। শূন্যামেব তু পশ্যামি পৃথিবীং পৃথুলোচন। দৃঢ়ঞ্চ তস্য দেবস্য ভ্রাতুস্তে ভ্রাতৃবৎসল। স্মরামি ন চ মে রামো হৃদয়াদপসর্পতি ॥' ইত্যধিকম্। ৩। ছ 'ভ্রাতুস্তে চানুজৈঃ সহ'। ৪। ছ '-মিতি'। অতঃ পরম্ ছ 'ইত্যঞ্জলিকৃতা সীতা দৈবতান্যভ্যযাচত। লক্ষ্মণোঽর্থস্তু তং জ্ঞাত্বা শিরসা বন্দ্য মৈথিলীম্। শিবমিত্যব্রবীদ্ধৃষ্টো হৃদয়েন বিদূয়তা'। ইত্যধিকম্। ৫। ছ '-রিদম-'। ৬। ছ 'হয়াংস্তূর্ণ-'। ৭। ছ 'নিপতৎ ত্র্যম্বকো'।

অশ্বাংস্তু চারয়িত্বাশু রথে যুক্ত্বা মনোজবান্।
[২]সমারোহেতি বৈদেহীং সূতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ॥ ২০ ॥
সূতস্য বচনাৎ সা তু আরুরোহ রথোত্তমম্।
সীতা সৌমিত্রিণা সার্দ্ধং সুমন্ত্রেণ চ ধীমতা ॥ ২১ ॥
অথার্দ্ধদিবসং গত্বা প্রাপ্য ভাগীরথীং নদীম্।
নিরীক্ষ্য লক্ষ্মণো বীরঃ [৩]প্ররুরোদ [৪]মহাত্মবান্ ॥ ২২
সীতা তু পরমত্রস্তা দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণমাতুরম্।
উবাচ বাক্যং ধর্ম্মজ্ঞা কিমর্থং রুদ্যতে ত্বয়া ॥ ২৩ ॥
জাহ্নবীতীরমাসাদ্য [৫]চিরাভিলষিতং মম।
হর্ষকালে কিমর্থং মাং বিষাদয়সি লক্ষ্মণ ॥ ২৪ ॥

২০। লো-টী। 'চারয়িত্বা' ইতি পাঠঃ। 'অশ্বাংশ্চ স বিচার্য্যাশু' ইতি পাঠে বিচার্য্য বিশেষেণ চারয়িত্বা।

২২। লো-টী। মহাত্মনং যথা স্যাৎ।

সারথি মনের ন্যায় বেগবান্ অশ্বদিগকে দ্রুত চালিত করিয়া রথে সংযোজনপূর্ব্বক করযোড়ে বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে বলিলেন—'আপনি রথে আরোহণ করুন' ॥ ২০ ॥

সীতা সারথির বাক্যানুসারে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ এবং ধীমান্ সুমন্ত্রের সহিত সেই রথে আরোহণ করিলেন ॥ ২১ ॥

অতিশয় ধৈর্য্যসম্পন্ন বীর লক্ষ্মণ দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত গমন করিয়া ভাগীরথী-তীরে উপস্থিত হইয়া নদী দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

ধর্ম্মশীলা সীতাদেবী লক্ষ্মণকে রোদন করিতে দেখিয়া অতিশয় ভীত হইয়া তাহাকে বলিলেন—তুমি ক্রন্দন করিতেছ কেন ॥ ২৩ ॥

লক্ষ্মণ, আমার বহুকালের অভিলষিত গঙ্গাতীরে আসিয়া আনন্দের

১। ছ 'সোহস্মান্ প্রযোজয়িত্বা তু'। ২। ছ 'আরোহেত্যব্রবীৎ সীতাং সূতো লক্ষ্মণমেব চ'। ৩। ছ 'দীনঃ'। ৪। ছ 'মহাত্মনম্'। ৫। ছ 'প্রীতির্হি মম বর্ত্ততে'।

নিত্যং ত্বং পাদয়োর্ভ্রাতুর্বর্ত্তসে[১] পুরুষর্ষভ।
নিত্যমেবানুরক্তস্ত্বং নিত্যং চৈব গুণৈর্যুতঃ ॥ ২৫ ॥
সদ্ভাবী[২] ত্বং মহাবাহো শীলবান্ দক্ষ এব চ।
কচ্চিদ্বিনাকৃতস্তেন যস্মাৎ তু শোক আগতঃ[৩] ॥ ২৬ ॥
মমাপি দয়িতো রামো জীবিতাদপি লক্ষ্মণ।
ন চাহমেবং শোচামি যথৈব[৪] বালিশো ভবান্ ॥ ২৭ ॥
তারয়স্ব চ মাং গঙ্গাং দর্শয়স্ব চ তাপসান্।
তেভ্যো রত্নানি[৫] বাসাংসি দাস্যাম্যাভরণানি চ ॥ ২৮ ॥

২৫। লো-টী। গুণৈর্যুতঃ তস্য শৌর্য্যাদিগুণৈর্যুক্তঃ, তদ্গুণকীর্ত্তকঃ, যদ্বা, গুণৈস্তস্য শুশ্রূষাদিগুণৈঃ। শুশ্রূষাদেরভাবাৎ কিং রুদ্যতে।

২৬। লো-টী। সন্ ভাবঃ স্বভাবোঽস্তি যস্য সঃ, সন্তং রামং সেবাতয়া ভাবয়িতুং শীলং যস্য স ইতি বা। 'শীলবানি'তি পাঠঃ। 'শ্রদ্ধাবানি'তি পাঠে শ্রদ্ধাযুক্তঃ। বিনাকৃতঃ মাং মুনিপত্নীঃ দর্শয়িতুং প্রস্থাপিতঃ স্বসঙ্গচ্যুতিং কৃত্বা প্রস্থাপিত ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ রামসঙ্গত্যাগাৎ। যস্মাদ্বা পাঠঃ।

২৭। লো-টী। 'যথৈবং বালিশো ভবানি'তি পাঠঃ। 'যথা ত্বং বালিশো ভবানি'তি পাঠে 'যথা ত্ব'মিত্যেকং বাক্যম্, 'অতো ভবান্ বালিশ' ইত্যপরম্।

সময়ে কিজন্য তুমি আমাকে বিষাদিত করিতেছ ॥ ২৪ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি সর্ব্বদা ভ্রাতার চরণসমীপে অবস্থান কর এবং সর্ব্বদা তাঁহার অনুরক্ত ও সতত [সেবাদি] গুণ সম্পন্ন ॥ ২৫ ॥

মহাবাহো, তুমি চরিত্রবান্, কার্য্যদক্ষ এবং সর্ব্বদা রামকে চিন্তা কর, সেই জন্য কি রামের বিরহে তোমার শোক উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

লক্ষ্মণ, রাম আমারও প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, কিন্তু আমি ত' তোমার মত বালকের ন্যায় শোক করিতেছি না ॥ ২৭ ॥

আমাকে গঙ্গা পার করাইয়া মুনিদিগের দর্শন করাও, আমি তাঁহাদিগকে রত্ন, বস্ত্র এবং আভরণ সকল দান করিব ॥ ২৮ ॥

১। ছ 'বর্ত্তসে ভ্রাতুঃ পাদয়োঃ'। ২। ক 'সদ্ভাবী'। ৩। ছ 'কচ্চিত্তদবিনাভাবাত্তবেদং দুঃখমাগতম্'। ৪। ছ 'যথা বিক্লবিতামিমাম্'। ৫। ছ 'বাসাংসি রত্নানি'।

ততঃ কৃত্বা মহর্ষীণাং যথার্হমভিবাদনম্।

উষিত্বৈকাং নিশাং তত্র যাস্যামি নগরীং[১] ততঃ ॥ ২৯ ॥

ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রমৃজ্য নয়নে শুভে।

মতিং তারয়িতুং চক্রে লক্ষ্মণো মৈথিলীং তদা[২] ॥ ৩০ ॥

অথ নাবং প্রবিস্তীর্ণাং[৩] নৈষাদীং রাঘবানুজঃ।

[৪]আরুরোহ সমাযুক্তাং পূর্ব্বমারোপ্য মৈথিলীম্ ॥ ৩১ ॥

সুমন্ত্রং চাপি স্বরথে স্থীয়তামিতি লক্ষ্মণঃ।

উবাচ শোকসন্তপ্তঃ প্রযাহীতি চ নাবিকম্ ॥ ৩২ ॥

নাবিকস্তু বচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণস্য মহাত্মনঃ।

বাহয়ামাস তাং নাবং দক্ষিণং কূলমাদরাৎ ॥ ৩৩ ॥

৩১। লো-টী। সমাযুক্তামানীতাম্।

পরে মহর্ষিদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদন করত সেই স্থানে একরাত্রি বাস করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিব ॥ ২৯ ॥

তার পর সেই কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ সুন্দর নেত্রযুগল মার্জ্জনা করত মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে গঙ্গা পার করাইবার অভিলাষ করিলেন ॥ ৩০ ॥

পরে রামানুজ লক্ষ্মণ নিষাদ-পরিচালিত সুসজ্জিত বৃহৎ নৌকায় প্রথমে সীতাদেবীকে আরোহণ করাইয়া পরে নিজে আরোহণ করিলেন ॥ ৩১ ॥

সুমন্ত্রকে 'স্বীয় রথে অবস্থান কর' বলিয়া লক্ষ্মণ শোকসন্তপ্তচিত্তে নাবিককে বলিলেন 'চল' ॥ ৩২ ॥

নাবিক মহাত্মা লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া সযত্নে সেই নৌকা বাহিয়া [নদীর] দক্ষিণ কূলে লইয়া গেল ॥ ৩৩ ॥

১। ছ 'পুনঃ'। ২। অতঃ পরং ছ 'শ্রুত্বা তু তস্য বচনং মহাত্মা প্রমৃজ্য নেত্রে রুচিরে তদাব্রবীৎ। স লক্ষ্মণো লক্ষ্মিবিবর্দ্ধনোঽথ নাবং সমানায়য়দাদরেণ। নাবিকানাহ্বয়ামাস লক্ষ্মণঃ পরবীরহা। ইমে স্ম সজ্জা নৌস্চেয়মিতি তে তথাক্রবন্। ইত্যধিকম্। ৩। ছ 'সুবি-'। ৪। ছ 'আরোপ্য প্রথমং সীতাং সোঽপ্যারোহন্মহারথঃ'।

ততস্তীরমুপাগম্য ভাগীরথ্যাঃ স লক্ষ্মণঃ।
উবাচ মৈথিলীং বাক্যং প্রাঞ্জলির্ব্বাষ্পবিহ্বলঃ[১] ॥ ৩৪ ॥
হৃদ্গতো মে মহাংস্তাপো[২] যস্মাদার্য্যেণ ধীমতা।
অস্মিন্ নিমিত্তে লোকস্য নীতোঽহং বচনীয়তাম্ ॥ ৩৫ ॥
মরণং হি মম শ্রেয়ো যদন্যদ্বাপ্যতোঽধিকম্[৩]।
ন ত্বস্মিন্নীদৃশে কার্য্যে নিয়োগো লোকনিন্দিতে ॥ ৩৬ ॥
প্রসীদ চ[৪] ন মে রোষং কর্ত্তুমর্হসি মৈথিলি।
ইতি কৃত্বাঞ্জলিং ভূমৌ নিপপাত স লক্ষ্মণঃ ॥ ৩৭ ॥
রুদন্তং প্রাঞ্জলিং দৃষ্ট্বা কাঙ্ক্ষন্তং মৃত্যুমাত্মনঃ।
মৈথিলী ভৃশসংবিগ্না লক্ষ্মণং বাক্যমব্রবীৎ। ৩৮ ॥

৩৫। লো-টী। অস্মিন্নিমিত্তে তব নির্বাসননিমিত্তে লোকস্য বচনীয়তাং বাচ্যতাং নিন্দাং নীতোঽস্মীত্যন্বয়ঃ।

৩৬। লো-টী। ন ত্বস্মিন্ কার্য্যে, ঈদৃশে এবংবিধে।

তার পর ভাগীরথীর তীরে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণ অশ্রুজলে বিহ্বল হইয়া করযোড়ে সীতাদেবীকে বলিলেন—॥ ৩৪ ॥

ধীমান্ আর্য্য রাম আমাকে এতাদৃশ কার্য্যে নিয়োগ করিয়া লোকের নিন্দার পাত্র করিলেন ॥ ৩৫ ॥

এতাদৃশ লোকনিন্দিত কার্য্যে নিয়োগ অপেক্ষা আমার মরণ অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক যদি কিছু থাকে, তাহাও ভাল ছিল ॥ ৩৫ ॥

হে মিথিলারাজনন্দিনি, প্রসন্ন হউন, আমার প্রতি ক্রোধ করিবেন না, এই বলিয়া লক্ষ্মণ যুক্তকরে ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ৩৭ ॥

মিথিলারাজনন্দিনী সীতা লক্ষ্মণকে কৃতাঞ্জলি হইয়া রোদন করিতে এবং নিজের মৃত্যু কামনা করিতে দেখিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—॥ ৩৮ ॥

১। ছ '-বিক্লবঃ'। ২। ছ 'মহান্ শোকো যদস্মার্য্যেণ'। ৩। ক '-ন্বান্যতো-'। ৪। ছ 'ন চ মে'।

কিমিদং নাবগচ্ছামি ব্রূহি তত্ত্বেন লক্ষ্মণ।
পশ্যামি ত্বাং নহি স্বস্থমপি ক্ষেমং মহীপতেঃ ॥ ৩৯ ॥
শাপিতোঽসি নরেন্দ্রেণ যদি সন্তাপমাত্মনঃ।
ন ব্রূয়াঃ সন্নিধৌ মহ্যমহমাজ্ঞাপয়ামি তে ॥ ৪০ ॥
বৈদেহ্যা চোদ্যমানস্তু লক্ষ্মণো দীনমানসঃ।
অবাঙ্‌মুখো বাষ্পকলং বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৪১ ॥
শ্রুত্বা পরিষদো মধ্যে পরিবাদং সুদারুণম্।
পুরে জনপদে চৈব ত্বৎকৃতে জনকাত্মজে ॥ ৪২ ॥
ন তচ্ছক্যং কথয়িতুং ময়া দেবি তবাগ্রতঃ।
যদ্রাজ্ঞা হৃদয়ে কৃত্বা স্নেহন্তে[১] পৃষ্ঠতঃ কৃতঃ ॥ ৪৩ ॥

৩৯। লো-টী। মহীপতেঃ রামস্য ক্ষেমং কল্যাণম্।

৪০। লো-টী। নরেন্দ্রেণ মাং মুনিপত্নীর্দর্শয়িতুং যদি যদা শাপিতঃ আক্রুষ্ট আশ্রুত ইতি যাবৎ, তদা মহ্যং মম সন্নিধৌ আত্মনঃ সন্তাপং 'মরণং হি মম শ্রেয়' ইত্যাদিকং ব্রূয়াঃ যদি চ ব্রূয়াস্তদা তে ত্বামহং নাজ্ঞাপয়ামীতি পুনর্নঞা সম্বন্ধঃ। যদ্বা, নরেন্দ্রেণ শাপিতোঽপি নরেন্দ্রস্য শপথ ইত্যর্থঃ।

৪১। লো-টী। বাষ্পকলং বাষ্পস্য কলা কলনং মুঞ্চনং যথা ভবতি তথা।

৪৩। লো টী। তৎ তং পরিবাদং যৎ যম্। 'স্নেহ' ইতি পাঠঃ। 'নামর্ষঃ পৃষ্ঠতঃ কৃত' ইতি পাঠে অমর্ষো নিন্দাজনিতদুঃখং দুঃখসহিষ্ণুতা ন কৃতেত্যর্থঃ।

লক্ষ্মণ, তুমি কেন এইরূপ করিতেছ তাহা বুঝিতেছি না, কি ঘটিয়াছে স্পষ্ট করিয়া বল; তোমাকে সুস্থ দেখিতেছি না, মহারাজের মঙ্গল ত? ॥ ৩৯ ॥

মহারাজ যদি নিজের দুঃখের বিষয় আমাকে না বলিবার জন্য তাঁহার নিকটে শপথ করাইয়া থাকেন, তথাপি আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি ॥ ৪০ ॥

দীনচেতাঃ লক্ষ্মণ সীতাদেবীর প্রেরণায় অধোবদনে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে এই কথা বলিলেন—॥ ৪১ ॥

হে জনকতনয়ে, নগরে এবং জনপদে আপনার জন্য নিদারুণ অপবাদের কথা

১। ছ 'নামর্ষঃ'।

সা ত্বং ত্যক্তা নরেন্দ্রেণ সাধ্বী কুলসমন্বিতা।
লোকাপবাদভীতেন ত্বং ত্যক্তা দেবি নান্যথা ॥ ৪৪ ॥
ইহাশ্রমেষু চ ময়া ত্যক্তব্যা ত্বং ভবিষ্যসি।
রাজ্ঞঃ শাসনমাজ্ঞায় তথৈব কিল দৌর্হৃদম্ ॥ ৪৫ ॥
তদেতজ্জাহ্নবীতীরে মহর্ষীণাং তপোবনম্।
পুণ্যং চ রমণীয়ঞ্চ বিষাদং মা কৃথাঃ শুভে ॥ ৪৬ ॥
রাজ্ঞো দশরথস্যৈব পিতুর্মে মুনিপুঙ্গবঃ।
সখা পরমকো বিপ্রো বাল্মীকিঃ সুমহাযশাঃ ॥ ৪৭ ॥

[লো-টী।] তদ্ গ্রাহ্যং তৎ ত্যজনং গ্রাহ্যং লোকাপবাদভয়েন মন্তব্যং ত্বয়া, নান্যথা অন্যপ্রকারেণ নান্যেন দোষেণেত্যর্থঃ। যদ্বা, তৎ স লোকাপবাদঃ শিষ্টৈরন্যথা দুঃখাজনকত্বেন কীর্ত্তনাশকত্বেন ন গ্রাহ্যং ন স্বীকৃতমিত্যর্থঃ।

৪৫। লো-টী। ইহ এষু আশ্রমান্তেষু বনসমীপেষু। 'আশ্রমো ব্রহ্মচর্য্যাদৌ বানপ্রস্থে বনে মঠে' ইতি কোষঃ। 'ইহাশ্রমেষু' ইতি পাঠঃ। দোহদো দোহদলক্ষণং গর্ভ ইত্যর্থঃ। রামেণ জ্ঞাত ইতি শেষঃ।

সভামধ্যে শুনিয়া মহারাজ যাহা [যে দুঃখ] হৃদয়ে রাখিয়া আপনার প্রতি স্নেহ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, হে দেবি, তাহা আমি আপনার সম্মুখে বলিতে পারি না ॥ ৪২-৪৩ ॥

সাধ্বী সৎকুলসম্পন্না আপনাকে মহারাজ ত্যাগ করিয়াছেন ; দেবি, লোক-নিন্দার ভয়েই আপনাকে ত্যাগ করিয়াছেন, অন্য কোন কারণে নয় ॥ ৪৪ ॥

মহারাজের আদেশে আপনাকে আমি এই আশ্রমে পরিত্যাগ করিব, শুনিয়াছি, আপনার এইরূপ [আশ্রমবাসের] অভিলাষ ছিল ॥ ৪৫ ॥

হে সুচরিত্রে, আপনি দুঃখিতা হইবেন না, গঙ্গাতীরে মহর্ষিগণের এই সেই পবিত্র এবং রমণীয় তপোবন ॥ ৪৬ ॥

মহাযশাঃ দ্বিজবর মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি আমার পিতা মহারাজ দশরথের পরম বন্ধু ॥ ৪৭ ॥

১। ছ 'নির্দ্দোষা মম সন্নিধৌ'। ২। ছ '-বাদাদ্'। ৩। ছ 'তদ্ রাজ্ঞাং'। ৪। ছ 'ইহাশ্রমান্তে হি'। ৫। ছ '-মাস্থায়'। ৬। ছ 'তবৈষ কিল দোহদঃ'। ৭। ছ 'ব্রহ্মর্ষীণাং'। ৮। ছ '-তপাঃ'।

পাদচ্ছায়ামুপাগম্য সুখমস্য মহাত্মনঃ।
উপবাসপরৈকাগ্রা বস ত্বং জনকাত্মজে ॥ ৪৮ ॥
পতিব্রতাত্বমাস্থায় [১] কৃত্বা রামং সদা হৃদি।
[২] শ্রেয়স্তে পরমং দেবি [৩] তথা কৃত্বা ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে লক্ষ্মণবাক্যং নাম
উনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৪৯ ॥

৪৮। লো-টী। একাগ্রা রামৈকচিন্তা।
[লো-টী।] বাষ্পবিধুতলোচনঃ বাষ্পাচ্ছাদিতনেত্রঃ।

লক্ষ্মণবাক্যম্ ॥ ৫০ ॥

হে জনকনন্দিনি, আপনি এই মহাত্মা বাল্মীকির পাদমূলে উপস্থিত হইয়া একাগ্রচিত্তে অবস্থান করত পাতিব্রতা ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা রামকে হৃদয়ে চিন্তা করত উপবাসরতা হইয়া বাস করুন ; দেবি, এইরূপ করিলে আপনার পরম মঙ্গল হইবে ॥ ৪৮-৪৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লক্ষ্মণবাক্য-নামক
৪৯শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

১। ছ 'রামং কৃত্বা সদা হৃদি'। ৩। ছ 'শ্রেয়ঃ পরমকং'। ৪। চ 'তবৈবং হি'। অতঃ পরং ছ 'ইতীদমুক্ত্বা প্ররুদন্ স লক্ষ্মণঃ কৃতাঞ্জলির্ব্বাষ্পবিধূতলোচনঃ। পপাত দেব্যাঃ সহসা তু পাদয়োঃ স পুষ্পিতো বায়ুবশাদ্ যথা দ্রুমঃ'। ইত্যধিকম্।

(৫০) পঞ্চাশঃ সর্গঃ

শ্রুত্বা তু লক্ষ্মণস্যৈতদ্বচনং জনকাত্মজা।
পরং বিষাদমাগচ্ছন্মেদিন্যাং নিপপাত চ[১] ॥ ১ ॥
সা মুহূর্ত্তমিবাসংজ্ঞা[২] বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণা।
লক্ষ্মণং জানকী বাক্যমুবাচাতীব দুঃখিতা[৩] ॥ ২ ॥
কিন্নু পাপং কৃতং পূর্ব্বং কো বা দারৈর্ব্বিয়োজিতঃ।
যাহং শুদ্ধসমাচারা ত্যক্তা নৃপতিনা সতী ॥ ৩ ॥
[৪]পুরাহমাশ্রমে বাসং নিরতা রামপাদয়োঃ।
[৫]অনুরুধ্যামি সৌমিত্রে দুঃখে চ পরিবর্ত্তিনী ॥ ৪ ॥

৪। লো-টী। আশ্রমে বনে বাসং দুঃখেন ন বুধ্যে ন জানামি হি নিশ্চিতম্। কুতঃ? রামপাদয়োঃ পরিবর্ত্তিতা অনুবর্ত্তিতা নিকটস্থেত্যর্থঃ। নিরতা নিতরাং রতা অনুরক্তা চ। 'নানুরুধ্যে' ইতি পাঠে ন গণয়ামি।

জনকনন্দিনী সীতা লক্ষ্মণের এই কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিষাদ প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে নিপতিতা হইলেন ॥ ১ ॥

সেই জনকদুহিতা মুহূর্ত্তকাল মূর্চ্ছিতা হইয়া অশ্রুজলে নয়ন প্লাবিত করত অত্যন্ত দুঃখের সহিত লক্ষ্মণকে বলিলেন—॥ ২ ॥

আমি পূর্ব্বজন্মে কি পাপ করিয়াছিলাম অথবা কাহার স্ত্রীবিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলাম, যে আমি সতী এবং পবিত্রাচারপরায়ণা হইয়াও মহারাজকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলাম ॥ ৩ ॥

লক্ষ্মণ, পূর্ব্বে আমি শ্রীরামের চরণযুগলে অনুরাগিণী হইয়া দুঃখে থাকিয়াও বনে বাস করার অনুরোধ (অভিলাষ) করিয়াছিলাম ॥ ৪ ॥

১। ছ 'হ'। ২। ছ 'ভূত্বা বাষ্পাবিলে-'। ৩। অতঃ পরং ছ 'মামিকেয়ং তনুর্নূনং সৃষ্টা দুঃখায় লক্ষ্মণ। ধাত্রা যস্যা ন মেঽস্যাপি দুঃখমোক্ষঃ প্রদৃশ্যতে'। ইত্যধিকম্। ৪। ছ 'তদাশ্রমে বাসে রামপাদৌ সমাশ্রিতা'। ৫। ছ 'সৌমিত্রে নানুরুধ্যেঽহং দুঃখেন পরিবর্ত্তিতা'।

সা কথং হ্বাশ্রমে সৌম্য বৎস্যামি বিজনীকৃতা।
কিমাহারা কথাঃ কাশ্চ করিষ্যামি নৃপাত্মজ ॥ ৫ ॥
কিং চ বক্ষ্যামি সিদ্ধেষু[১] কিং ময়াপকৃতং নৃপে।
কস্মিন্ বা কারণে ত্যক্তা রাঘবেণেতিবাদিষু ॥ ৬ ॥
ন খল্বদ্যৈব সৌমিত্রে জীবিতং[২] জাহ্নবীজলে।
ত্যজেয়ং রাজবংশস্তু ভর্ত্তুর্মে পরিহাস্যতে ॥ ৭ ॥
যথাজ্ঞাং কুরু সৌমিত্রে ত্যজ মাং দুঃখভাগিনীম্।
নিদেশে স্থীয়তাং রাজ্ঞঃ শৃণু চেদং বচো মম ॥ ৮ ॥

৫। লো-টী। কৈশ্চিৎ পৃষ্টা সতী কাঃ কথাঃ করিষ্যামি বদিষ্যামি। 'কথঙ্কেকে'তি পাঠে কথং কিম্?।

৬। লো-টী। মুনিষু 'সিদ্ধেষি'তি বা পাঠঃ, কিংশব্দোঽব্যয়ঃ, কিং কেন হেতুনা।

৭ লো-টী। প্রাণান্ ত্যজেয়ম্, হেতুমেবাহ—রাজেতি। রাজবংশঃ রাজকুলং মে মম ভর্ত্তুর্ভর্ত্তারং পরিহাস্যতি ত্যক্ষ্যতি, স্ত্রীবধপ্রসঙ্গাৎ। যদ্বা, ভর্ত্তুঃ সকাশাৎ পরিহাস্যতি গমিষ্যতি, পরস্মৈপদমার্ষম্।

৮। লো-টী। নিদেশে

সৌম্য রাজপুত্র, সেই আমি প্রিয়জনবিরহে কিরূপে একাকিনী বাস করিব এবং কি আহার করিব, [কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলেই বা] কি বলিব ॥ ৫ ॥

রাজার প্রতি আমি কি অসদাচরণ করিয়াছি, তিনি কিজন্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন—এই কথা সিদ্ধগণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি কি বলিব? ॥ ৬ ॥

লক্ষ্মণ, আমার স্বামীর রাজবংশ লোপ হইবে—এই আশঙ্কায় আমি আজই গঙ্গাজলে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না ॥ ৭ ॥

লক্ষ্মণ, [মহারাজ] তোমার প্রতি যেরূপ আদেশ করিয়াছেন সেইরূপ অনুষ্ঠান কর। দুঃখিনী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া মহারাজের আদেশ প্রতিপালন কর এবং আমার এই কথা শুন—॥ ৮ ॥

১। ছ 'কময়াপকৃতং নৃপে'। ২। ছ 'কিং প্রাণান্'।

শ্বশ্রূণামবিশেষেণ [1]প্রাঞ্জলিপ্রগ্রহেণ চ।
শিরসা বন্দনং কুর্য্যাঃ সর্ব্বাসামেব লক্ষ্মণ ॥ ৯ ॥
বক্তব্যশ্চৈব নৃপতির্ধর্ম্মেণ সুসমাহিতঃ।
যথা ভ্রাতৃষু বর্ত্তেথাস্তথা পৌরেষু নিত্যশঃ ॥ ১০ ॥
এষ ধর্ম্মো হি পরম এষা কীর্ত্তিরনুত্তমা।
যৎ ত্বং পৌরজনং রাজন্ হর্ষ[2]পূর্ণং প্রশাধি হি ॥ ১১ ॥
অহং তু নানু[3]শোচামি স্বশরীরং নরোত্তম।
যথাপ[4]বাদং পৌরেভ্যস্ত[5]বৈব রঘুনন্দন ॥ ১২ ॥

৯। লো-টী। সাঞ্জলিপ্রগ্রহেণ অঞ্জলিসহিতেন চরণগ্রহেণ মম শিরসা বন্দনং ব্রূয়াস্ত্বম্। ‘সাঞ্জলিঃ’ ‘প্রগ্রহেণ’ ‘কুর্য্যা’মিতি চ পাঠে সাঞ্জলিঃ সতী প্রগ্রহেণ চরণগ্রহেণ শিরসা বন্দনং কুর্য্যামিতি ত্বয়া তত্র বাচ্যমিতি শেষঃ।

১০। লো-টী। সুসমাহিতো ভূয়া ইত্যপি।

১২-১৩। লো-টী। নানুশোচামি জীবতু ম্রিয়তাং বা, কুতঃ? যৎ পৌরেভ্য এব যথাপবাদং যথা যথাবদপবাদো নিন্দা যস্মাত্তৎ। এবকারেণ ন দেবাদিভ্য ইতি সূচিতম্। তত্তেন

লক্ষ্মণ, তুমি অবিশেষে [আমার] সমস্ত শ্বশ্রূদিগকে করযোড়ে নতমস্তকে প্রণাম [জ্ঞাপন] করিবে ॥ ৯ ॥

ধর্ম্মপরায়ণ নৃপতিকে বলিবে, “আপনি সর্ব্বদা ভ্রাতৃবর্গের ন্যায় পুরবাসীদিগকে দেখিবেন ॥ ১০ ॥

মহারাজ, আপনি পৌরজনগণকে আনন্দের সহিত শাসন করিবেন, ইহাই পরম ধর্ম্ম এবং ইহাই পরম কীর্ত্তি ॥ ১১ ॥

নরবর রঘুনন্দন, আমি নিজের শরীরের জন্য সেরূপ অনুশোচনা করি না, পৌরগণের নিকট হইতে আপনার নিন্দার জন্য যেরূপ অনুশোচনা করি ॥ ১২ ॥

১। ছ ‘সাঞ্জলিপ্রগ্রহেণ চ’। ২। ছ ‘-পূর্ব্বং প্রশাসসি’। ৩। ছ ‘বিপ্রয়োগং ত্বয়া সহ’। ৪। ছ ‘-বাদঃ’। ৫। ছ ‘-স্তবেহ’।

[১]
তন্ন শোকে মনঃ কার্য্যং মদ্বিনাশে নরাধিপ।
অপবাদভয়াৎ ত্যক্ত্বা মাং ন শোকোঽস্তু তে পুনঃ ॥ ১৩ ॥
অহং তু খলু নাত্মানমনুশোচামি লক্ষ্মণ।
যদহং জনবাদেন ত্যক্তা দোষেণ নাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥
[২]
পতির্হি দেবতা নার্য্যাঃ পতির্ব্বন্ধুঃ পতির্গুরুঃ।
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাদ্ভর্ত্তুঃ কার্য্যং বিশেষতঃ ॥ ১৫ ॥
ইতি মদ্বচনাদ্রামো বক্তব্যো মম সংগ্রহঃ।
নিরীক্ষ্য মাদ্য গচ্ছ ত্বমৃতুকালাতিবর্ত্তিনীম্ ॥ ১৬ ॥
[৩]
এবং তু বাদিনীং সীতাং লক্ষ্মণো দীনমানসঃ।
[৪]
মূর্দ্ধ্নাভিবাদ্য ভূমৌ বৈ ব্যাহর্ত্তুং ন শশাক হ ॥ ১৭ ॥

ত্বয়াপি মদ্বিনাশে মম ত্যাগে। 'বিয়োগে' ইতি পাঠে স এবার্থঃ। কুতঃ? স্বেচ্ছয়া হি ত্যাগঃ শোকহেতুঃ, স তব নাস্তীত্যাহ—অপবাদেতি। মাং ত্যক্ত্বা স্থিতস্য তে তব শোকো নাস্তু নাস্তীত্যর্থঃ।

১৪। লো-টী। যদ্ যস্মাৎ নাত্মনো দোষেণ।

সুতরাং মহারাজ, আমার [মৃত্যু বা] অদর্শনে আপনি শোকসন্তপ্ত হইবেন না; লোকনিন্দার ভয়ে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় আপনার যেন শোক না হয়" ॥ ১৩ ॥

লক্ষ্মণ, আমিও নিজের জন্য শোক করি না, কারণ, লোকনিন্দার জন্যই আমি পরিত্যক্তা হইয়াছি, নিজের দোষের জন্য নহে ॥ ১৪ ॥

রমণীর পতিই দেবতা, পতিই বন্ধু, পতিই গুরু, সুতরাং প্রাণদ্বারাও বিশেষভাবে পতির প্রিয়কার্য্য করা উচিত ॥ ১৫ ॥

রামচন্দ্রকে আমার কথানুসারে পূর্ব্বোক্তরূপ বলিবে এবং আমাকে তুমি আজ দেখিয়া যাও, আমি ঋতুকাল অতিক্রম করিয়াছি (অর্থাৎ আমার গর্ভ হইয়াছে) ॥ ১৬ ॥

সীতাদেবী এইরূপ বলিলে দীনচেতাঃ লক্ষ্মণ অবনত মস্তকে ভূমিতে

১। ছ 'শ্রা তে'। ২। ছ 'পঞ্চদশ-ষোড়শশ্লোকৌ ন স্তঃ'। ৩। ছ 'ক্রুবাণাং তাং'। ৪। ছ 'তু'।

প্রদক্ষিণং তু[1] তাং কৃত্বা প্ররুদন্নতিনিস্বনম্।
আরুরোহ পুনর্নাবং নাবিকং[2] চাভ্যচোদয়ৎ ॥ ১৮ ॥
স গত্বা চোত্তরং[3] তীরং[4] শোকভারসমন্বিতঃ।
সংমূঢ় ইব দুঃখেন[5] রথমারূঢ়বান্ পুনঃ ॥ ১৯ ॥
মুহুর্ম্মুহুরথাবৃত্য[6] পশ্যন্ সীতামনাথবৎ।
চেষ্টমানাং পরে পারে লক্ষ্মণঃ প্রযযৌ তদা ॥ ২০ ॥
দূরস্থং চ রথং[7] দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণং চ মুহুর্ম্মুহুঃ।
নিরীক্ষমাণামুদ্বিগ্নাং[8] সীতাং শোকঃ সমাবিশৎ ॥ ২১ ॥

১৮। লো-টী। অতিবিস্তরং যথা, 'অতিনিঃস্বন'মিতি বা পাঠঃ।
২০। লো-টী। অথাবৃত্য পরাবৃত্য।

তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কিছুই বলিতে সমর্থ হইলেন না (অর্থাৎ মৌনী হইয়া রহিলেন) ॥ ১৭ ॥

লক্ষ্মণ নিঃশব্দে রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং নাবিককে নৌকা চালাইতে আদেশ দিলেন ॥ ১৮ ॥

শোককাতর লক্ষ্মণ গঙ্গার উত্তর তীরে গমন করিয়া দুঃখে যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পুনরায় রথে আরোহণ করিলেন ॥ ১৯ ॥

লক্ষ্মণ বার বার পিছন ফিরিয়া ভাগীরথীর অপর পারে অনাথার ন্যায় বিলুণ্ঠিতা সীতাদেবীকে দেখিতে দেখিতে চলিলেন ॥ ২০ ॥

দূরবর্ত্তী রথ এবং লক্ষ্মণকে পুনঃ পুনঃ দেখিয়া সীতাদেবী উদ্বিগ্না হইয়া শোকে অভিভূতা হইলেন ॥ ২১ ॥

১। ছ 'চ কৃত্বা তাং রুদন্ স চ মহাস্বনম্'। ২। ছ 'ত্বরয়ামাস নাবিকম্'। ৩। ছ 'তূর্ণং'। ৪। ছ 'ভারেণ পীড়িতঃ'। ৫। ছ 'শোকেন'। ৬। ছ '-বৃত্যাপ-'। ৭। ছ 'রথমালোক্য'। ৮। ছ '-ণা সোদ্বেগা সীতা শোকং'।

সা দুঃখভারাতিনিপীড়িতা সতী তপস্বিনী নাথমপশ্যতী ভৃশম্।

রুরোদ তস্মিন্ বহুবর্হিণে বনে মহাস্বনং বাষ্পসমাকুলেক্ষণা ॥ ২২ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে লক্ষ্মণোপাবর্ত্তনং নাম

পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫০ ॥

২২। লো-টী। দুঃখভারাতিনিপীড়িতা 'অবনিপীড়িতা' বা পাঠঃ। বহবো বর্হিণো ময়ূরা যস্মিন্ তস্মিন্।

লক্ষ্মণোপাবর্ত্তনং নিবর্ত্তনম্ ॥ ৫১ ॥

সেই তপস্বিনী সীতাদেবী [পতির অত্যন্ত অদর্শনে, অথবা] রক্ষাকর্ত্তা কাহাকেও না দেখিয়া দুঃখভারে অতিশয় পীড়িতা হইয়া সেই বহু-ময়ূর-সমাকুল বনে অশ্রুজলে নেত্র প্লাবিত করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লক্ষ্মণপ্রত্যাবর্ত্তন নামক

৫০শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

১। ক 'ক্ষণ-'।

(৫১) একপঞ্চাশঃ সর্গঃ

সীতাং তু রুদতীং দৃষ্ট্বা যে তত্র মুনিদারকাঃ।[1]
দুদ্রুবুস্তে তদা সর্ব্বে বাল্মীকিং মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ১ ॥
[1] তেঽভিবাদ্য ততঃ পাদৌ মুনিপুত্রা মহর্ষয়ে।
কারুণ্যাৎ কথয়ামাসুস্তাং তত্র রুদতীং তদা ॥ ২ ॥
অচিন্ত্যরূপা ভগবন্ কস্যাপ্যেকা[2] মহাত্মনঃ।
ইতো লক্ষ্মীরিবাপন্না[3] বিরৌতি ভৃশমাকুলা ॥ ৩ ॥
[4] ভগবন্ সাধু পশ্যৈনাং দেবতামিব খাচ্চ্যুতাম্।
[5] মন্যামহেঽমানুষীং তাং সৎক্রিয়াস্যাঃ প্রযুজ্যতাম্ ॥ ৪ ॥
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা বুদ্ধ্যা নিশ্চিত্য ধর্ম্মবিৎ।
তপসা দিব্যচক্ষুষ্মান্[6] প্রাদ্রবদ্ যত্র মৈথিলী ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। দারকাঃ পুত্রাঃ।
৩। লো-টী। ইত ইহ, অপদ্মা পদ্মরহিতা, 'আপন্নে'তি পাঠে বিপদ্গ্রস্তা।
[লো-টী।] লক্ষ্ম্যা কান্ত্যা।

সেইস্থানে যে সকল মুনিবালক ছিল, তাহারা সকলে সীতাদেবীকে রোদন করিতে দেখিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকির নিকট গমন করিল ॥ ১ ॥

সেই মুনিপুত্রগণ বাল্মীকির চরণযুগলে প্রণাম করিয়া দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার নিকট সীতার রোদনবৃত্তান্ত বলিতে লাগিল—॥ ২ ॥

ভগবন্, কোন মহাত্মার লক্ষ্মীর ন্যায় পরমা সুন্দরী এক রমণী এইখানে আসিয়াছেন, তিনি অতিশয় ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছেন ॥ ৩ ॥

ভগবন্, স্বর্গভ্রষ্টা দেবতার ন্যায় এই রমণীকে আপনি ভাল করিয়া দেখুন, তাঁহাকে আমরা অমানুষী মনে করি, তাঁহার অভ্যর্থনা করুন ॥ ৪ ॥

তপোবলে দিব্যচক্ষুঃসম্পন্ন ধার্ম্মিক বাল্মীকিমুনি তাহাদের সেই কথা শ্রবণ

১। ছ 'মুনেঃ পাদৌ সম্রান্তা মুনিদারকাঃ'। ২। ছ '-প্যেবা'। ৩। ছ '-পদ্মা' ৪। ছ '-ভ্রান্ত'
৫। ছ 'মহীয়াং মানুষীং বিদ্মঃ'। ৬। ছ 'প্রায়াদ্ যত্র স মৈথিলী'।

তং প্রয়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য শিষ্যাঃ সর্ব্বে[১] তদান্বযুঃ।
অর্ঘ্যমাদায় রুচিরং জাহ্নবীতীরমাগমৎ[২] ॥ ৬ ॥
ততঃ সীতাং সুদুঃখার্ত্তাং বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবঃ।
উবাচ মধুরাং বাণীং সান্ত্বা প্রহ্লাদয়ন্নিব ॥ ৭ ॥
স্নুষা দশরথস্য ত্বং রামস্য মহিষী প্রিয়া।
জনকস্য সুতা রাজ্ঞঃ স্বাগতং তে পতিব্রতে ॥ ৮ ॥
আয়াস্ত্যেবাসি বিজ্ঞাতা ময়া ধর্ম্মসমাধিনা।
কারণং চৈব[৩] বৈদেহি জ্ঞাতং প্রাগেব তন্ময়া ॥ ৯ ॥
অপাপাং বেদ্মি সীতে ত্বাং তপোলব্ধেন চক্ষুষা।
বিশ্রব্ধা ভব বৈদেহি সাম্প্রতং ময়ি বর্ত্তসে ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। অন্বযুরনুজগ্মুঃ। আবেত্ত
৮। লো-টী। স্বাগতং সুখেনাগতম্।
৯। লো-টী। আয়াস্ত্যেব আগচ্ছন্ত্যেব। ধর্ম্মে সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্রতা, তেন।
১০। লো-টী। বিশ্রব্ধা বিশ্বস্তা।

করিয়া জ্ঞানবলে সমস্ত অবগত হইয়া যেস্থানে মিথিলারাজনন্দিনী সীতা অবস্থান করিতেছিলেন সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ৫ ॥

তখন তাঁহাকে গমন করিতে দেখিয়া সকল শিষ্যগণ তাঁহার অনুগমন করিল, তিনি মনোরম অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন ॥ ৬ ॥

পরে মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি অতিশয় দুঃখার্ত্তা সীতাদেবীকে সান্ত্বনাদ্বারা যেন আহ্লাদিত করিতে করিতেই সুমধুর বাক্যে বলিলেন—॥ ৭ ॥

অয়ি পতিব্রতে, তুমি রামচন্দ্রের প্রিয়তমা মহিষী, দশরথের পুত্রবধূ, জনকের কন্যা, তোমার শুভাগমন হউক ॥ ৮ ॥

বৈদেহি, তোমার আগমন মাত্র আমি তাহা যোগবলে জানিয়াছি এবং আগমনের কারণও আমি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি ॥ ৯ ॥

সীতে, তপোলব্ধ দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে আমি তোমাকে নিষ্পাপ বলিয়া জানি।

১। হ '[illegible]'। ২। হ '-মাবিশৎ'। ৩। হ 'সর্ব্বস্ব'

আশ্রমস্যাবিদূরে তু তাপস্যস্তপসি স্থিতাঃ।
[২]তাস্ত্বাং বৎসে যথাবচ্চ পালয়িষ্যন্তি সর্ব্বশঃ ॥ ১১
সখ্যশ্চ তে সমস্তাস্তা ভবিষ্যন্তি শুভব্রতে[৩]।
ইদমর্ঘ্যং প্রতীচ্ছ ত্বং বিশ্রব্ধা[৪] বিগতজ্বরা।
যথা স্বগৃহমভ্যেষি তথৈতদ্বনমাবিশ ॥ ১২ ॥
শ্রুত্বা তু ভাষিতং[৫] সীতা মুনেঃ পরমমদ্ভুতম্।
[৬]বন্দিত্বা শিরসা পাদৌ তথেত্যুচে কৃতাঞ্জলিঃ।
অন্বগচ্ছচ্চ গচ্ছন্তং বাল্মীকি[৭]মৃষিপুঙ্গবম্ ॥ ১৩ ॥

১১। লো-টী। সর্ব্বশঃ সর্ব্বাঃ।
১২। লো-টী। প্রতীচ্ছ গৃহাণ।
[লো-টী।] উদারং মহান্তম্। ধর্ম্মনিত্যাঃ নিত্যং ধর্ম্মো যাসাং তাঃ।

হে বিদেহরাজনন্দিনি, আশ্বস্তা হও, এক্ষণে তুমি আমার আশ্রয়ে আছ ॥ ১০ ॥

বৎসে, আশ্রমের অনতিদূরে তাপসীগণ তপস্যা করিতেছেন, তাঁহারা তোমাকে সর্ব্বতোভাবে যথোচিত পালন করিবেন ॥ ১১ ॥

হে কল্যাণি, তাঁহারা সকলেই তোমার সখী হইবেন, তুমি আমার এই অর্ঘ্য গ্রহণ কর, আশ্বস্তা হও এবং সন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজের গৃহের ন্যায় মনে করিয়া এই বনে প্রবেশ কর ॥ ১২ ॥

সীতাদেবী বাল্মীকিমুনির আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার চরণযুগলে অবনত মস্তকে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক 'তাহাই করিব' এই কথা বলিলেন এবং ঋষিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি গমন করিতে লাগিলে তাঁহার অনুগমন করিলেন ॥ ১৩ ॥

১। ছ 'বৈ'। ২। ছ 'তাভিঃ সহ সদা তিষ্ঠ'। ৩। ছ 'শুভাননে'। ৪। ছ 'বিশ্রব্ধং'। ৫। ছ 'তন্মুনের্ব্বাক্যং সীতা সা পরমাদ্ভুতম্'। ৬। ছ 'শিরসাবন্দ্য চরণৌ তথেত্যাহ'। ৭। ছ '-কিং মুনিপুঙ্গবম্'। অতঃ পরং ছ 'উদারমৃষিভির্জুষ্টং শ্রীর্ধর্ম্মমিব রূপিণী। তং ব্রজন্তং মুনিং সীতা প্রাঞ্জলিঃ সুসমাহিতা। অন্বয়াদ্ যত্র তাপস্যো ধর্ম্মনিত্যা মহাব্রতাঃ'। ইত্যধিকম্।

তং দৃষ্ট্বা মুনিমায়ান্তং বৈদেহ্যানুগতং তদা।
প্রত্যুদ্গতাঃ প্রাঞ্জলয়স্তাপস্যো বাক্যমব্রুবন্ ॥ ১৪ ॥
স্বাগতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ চিরস্যাগমনং প্রভো।
অভিবাদামহে সর্ব্বা উচ্যতাং কিঞ্চ কুর্ম্মহে ॥ ১৫ ॥
তাসাং তদ্ভাষিতং[1] শ্রুত্বা বাল্মীকিরিদমব্রবীৎ[2]।
সীতেয়ং সমনুপ্রাপ্তা পত্নী রামস্য ধীমতঃ ॥ ১৬ ॥
স্নুষা দশরথস্যৈষা[3] জনকস্যাত্মসম্ভবা।
[4]পত্যা ত্যক্তা হ্যপাপেয়ং পরিপাল্যা[5] ময়া সতী ॥ ১৭
ইমাং ভবত্যঃ পশ্যন্তু স্নেহেন পরমেণ হি[6]।
[7]স্ত্রীভাবাচ্চ ময়োক্তস্য বাক্যস্য[8] চ বিশেষতঃ ॥ ১৮ ॥

১৪। লো-টী। বৈদেহ্যা সহ অনুগতং বর্ত্তমানম্।

১৮। লো-টী। স্ত্রীভাবাৎ স্ত্রীত্বাৎ, স্ত্রীষু স্ত্রীভিরেব স্নেহঃ ক্রিয়তে ইত্যর্থঃ। অস্য ময়োক্তস্য বাক্যস্য বিশেষতো হেতোশ্চ।

তখন তাপসীগণ বিদেহরাজনন্দিনী সীতার সহিত বাল্মীকি মুনিকে আসিতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রত্যুদ্গমন করত বলিতে লাগিলেন—॥ ১৪ ॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনার শুভাগমন হউক, প্রভো, বহুকাল পরে আপনার আগমন হইল, আমরা সকলে [আপনাকে] অভিবাদন করিতেছি, কি কার্য্য করিব আদেশ করুন ॥ ১৫ ॥

বাল্মীকি তাঁহাদের সেই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, এই সীতাদেবী আসিয়াছেন, ইনি ধীমান্ রামচন্দ্রের পত্নী, দশরথের পুত্রবধূ এবং জনকরাজের কন্যা। ইনি পতিব্রতা এবং নিষ্পাপা হইয়াও পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছেন, এখন আমার ইঁহাকে প্রতিপালন করিতে হইবে ॥ ১৬-১৭ ॥

রমণী বলিয়া, বিশেষতঃ আমার আদেশানুসারে, আপনারা ইঁহাকে পরম

১। ছ 'তু ভাবিতং'। ২। ছ '-রব্রবীদ্বচঃ'। ৩। ছ '-কস্য সুতা সতী'। ৪। ছ 'অপাপা পতিনা ত্যক্তা'। ৫। ছ 'স্বয়ং ময়া'। ৬। ছ 'তু'। অতঃ পরং ছ 'গৌরবে মম বাক্যস্য যদি পূজ্যং বিশেষতঃ।' ইত্যধিকম্। ৭। ছ 'গৌরবাচ্চ'। ৮। ছ '-স্যাস্ত'।

১
মুহুর্ম্মুহুশ্চ বৈদেহীং তাসু নিক্ষিপ্য সর্ব্বশঃ।
স্বমাশ্রমং শিষ্যবৃতঃ পুনরায়ান্মহাতপাঃ ॥ ১৯ ॥
ইতি মুনিবচনং নিশম্য তৎ তাঃ
প্রতিজগৃহুঃ শিরসা তথেতি সীতাম্।
স চ মুনিরভিসান্ত্ব্য[২] রামপত্নীম্[৩]
প্রতিগত আশ্রমমাত্মনস্তদা[৪] ॥ ২০ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বাল্মীকিদর্শনং নাম
একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫১ ॥

১৯। লো-টী। তাসু সর্ব্বশঃ সর্ব্বাসু।

বাল্মীকিদর্শনম্ ॥ ৫১

স্নেহের সহিত অবলোকন করুন ॥ ১৮ ॥

মহাতপাঃ বাল্মীকি পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের উপর সীতাদেবীর ভার ন্যস্ত করিয়া শিষ্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পুনরায় স্বীয় আশ্রমে আগমন করিলেন ॥ ১৯ ॥

তাপসীগণ মুনির কথা শ্রবণ করিয়া অবনত মস্তকে 'তাহাই হইবে' এই বলিয়া তাঁহার আদেশ এবং সীতাদেবীকে গ্রহণ করিলেন। তখন বাল্মীকি-মুনি সীতাকে সান্ত্বনা দান করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ২০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বাল্মীকিদর্শন নামক
৫১শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

১। ছ অস্য শ্লোকস্য স্থানে 'মুহুর্ম্মুহুস্ততঃ সীতাং মহর্ষিঃ পরিশান্ত্বয়ন। শিষ্যৈঃ পরিবৃতঃ প্রীতঃ পুনরায়াৎ স্বমাশ্রম'। ইত্যধিকম্। ২। ক 'শান্ত্ব্য'। ৩। ছ '-পুত্রীং'। ৪। ছ '-স্তদেতি'।

(৫২) দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

দৃষ্ট্বা তু মৈথিলীং[১] দ্বারমাশ্রমস্য গতাং সতীম্ ।
সৌমিত্রিঃ শোকসন্তপ্ত[২]শ্চোদয়ামাস সারথিম্ ।
সারথে চোদয়াশ্বাং[৩]স্ত্বং সত্বরং বাহয়ন্ রথম্ ॥ ১ ॥
গচ্ছন্নেব তদা ধীমান্ শীঘ্রগেণ রথেন তু ।
সন্তাপমকরো[৪]দ্ঘোরং লক্ষ্মণো দীনচেতনঃ[৫] ।
অব্রবীচ্চ[৬] মহাতেজাঃ সুমন্ত্র[৭]মথ সারথিম্ ॥ ২ ॥
সীতাবিবাসজং দুঃখং পশ্য রামস্য ধীমতঃ ।
অতো দুঃখতরং কিন্নু রাঘবস্য ভবিষ্যতি ।
পত্নীং শুদ্ধসমাচারাং বিসৃজ্য জনকাত্মজাম্ ॥ ৩ ॥

৩। লো-টী। মৈথিলীসম্ভবং কচিচ্চ 'সীতাবিবাসজ'মিতি পাঠঃ। বিসৃজ্য স্থিতস্য রাঘবস্য, অতঃ অস্মাদ্ দুঃখাৎ।

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সাধ্বী মিথিলারাজনন্দিনী সীতাদেবীকে আশ্রমের দ্বারে গমন করিতে দেখিয়া শোকসন্তপ্তচিত্তে সারথিকে বলিলেন—সারথে, দ্রুত রথ চালাইবার জন্য অশ্বদিগকে পরিচালিত কর ॥ ১ ॥

তখন মহাতেজস্বী ধীমান্ লক্ষ্মণ শীঘ্রগামী রথে গমন করিতে করিতে বিষণ্ণ চিত্তে অত্যন্ত সন্তাপ করিয়া সারথি সুমন্ত্রকে বলিলেন—॥ ২ ॥

[সারথে], সীতার নির্ব্বাসনে ধীমান্ রামচন্দ্রের কিরূপ দুঃখ হইবে চিন্তা কর, পবিত্রস্বভাবা পত্নী জানকীকে পরিত্যাগ করিলেন, রামচন্দ্রের ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি হইতে পারে ? ॥ ৩ ॥

১। ছ 'মুনিনা সীতামাশ্রমং সংপ্রবেশিতাম্'। ২। ছ '-স্ত্রিদুঃখ-'। ৩। ক '-শ্বাংস্তং চ সোঽবাহয়দ্রথম্'। অতঃ পরং ছ 'ত্যক্ত্বা তু মৈথিলীং সাধ্বীমাশ্রমস্য সমীপতঃ'। ইত্যধিকম্। ৪। ছ '-রোত্তীব্রং'। ৫। ছ 'গতচেতনঃ'। ৬। ছ '-বীৎ স'। ৭। ছ '-ত্রং মন্ত্রিসত্তমম্'।

ব্যক্তং দৈবাদয়ং জাতো বিনাভাবো মহাত্মনঃ।
ধর্ম্মপত্ন্যা নরেন্দ্রস্য দৈবং হি দুরতিক্রমম্ ॥ ৪ ॥
যো হি দেবান্ সগন্ধর্ব্বান্ সাসুরান্ সহরাক্ষসান্।
নিহন্যাদ্রাঘবঃ ক্রুদ্ধঃ সোঽয়ং দৈববশং গতঃ ॥ ৫ ॥
পুরা রামঃ পিতুর্ব্বাক্যাদ্বিজনে দণ্ডকে বনে।
উষিতো নব বর্ষাণি পঞ্চ চৈব সুদারুণে ॥ ৬ ॥
ততো দুঃখতরং ভূয়ঃ সীতায়া বিপ্রবাসনম্।
পৌরাণাং বচনাৎ সূত নৃশংসং প্রতিভাতি মে ॥ ৭ ॥
কো নু ধর্ম্মাশয়ঃ[১] সূত কর্ম্মণ্যস্মিন্ যশোহরে।
মৈথিলীং প্রতি সংপ্রাপ্তঃ পৌরৈর্হীনার্থবাদিভিঃ ॥ ৮ ॥

৪। লো-টী। নরেন্দ্রস্য ধর্ম্মপত্ন্যা সহ বিনাভাবঃ পৃথগ্ভাবঃ দৈবাদীশ্বরাদদৃষ্টাদ্বা ব্যক্তং স্ফুটম্, হি যস্মাৎ দৈবং দুরতিক্রমম্, অতিক্রমণীয়ং ন ভবতি।

৭। লো-টী। পৌরাণাং বচনাৎ সীতায়া বিপ্রবাসনং যৎ তৎ ততোঽপি বনবাসাদপি ভূয়োঽধিকং দুঃখতরং নৃশংসঞ্চ প্রতিভাতি।

৮। লো-টী। মৈথিলীং প্রতি অস্মিন্নপবাদরূপে কর্ম্মণি হীনার্থবাদিভিঃ পৌরৈঃ কো বা ধর্ম্মরূপ আশ্রয়ঃ সংপ্রাপ্তঃ ? কো ধর্ম্মঃ সংপ্রাপ্ত ইত্যর্থঃ।

মহাত্মা নরপতি রামচন্দ্রের ধর্ম্মপত্নীর সহিত এই বিচ্ছেদ অদৃষ্টক্রমে হইয়াছে, ইহা সুস্পষ্ট ; অদৃষ্টকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য ॥ ৪॥

যে-রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলে গন্ধর্ব্ব, অসুর এবং রাক্ষসের সহিত দেবতাদিগকেও বধ করিতে পারেন, তিনিও অদৃষ্টের অধীন হইলেন ! ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বে রামচন্দ্র পিতার বাক্যানুসারে অতি ভয়ঙ্কর দণ্ডকারণ্যে চতুর্দ্দশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

সারথে, পুরবাসিগণের কথানুসারে সীতার নির্ব্বাসন তদপেক্ষাও অধিকতর দুঃখজনক ও নৃশংস বলিয়া আমার মনে হয় ॥ ৭ ॥

সারথে, সীতার প্রতি হীনার্থবাদী পুরবাসীরা এই নিন্দাজনক কার্য্যে কি ধর্ম্ম

১। ছ 'বা ধর্ম্মাশ্রয়ঃ'।

সূত কর্ম্মণ্যনার্য্যেঽস্মিন্নধর্ম্মঃ সংশ্রয়িষ্যতি।[১]
রাজানং লক্ষ্মণং চাপি পৌরান্ বা[২] বাক্যদুর্ব্বলান্ ॥ ৯ ॥
এতা বহুবিধা বাচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণভাষিতাঃ।
সুমন্ত্রঃ প্রাঞ্জলিভূর্ত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ।
ন সন্তাপস্ত্বয়া কার্য্যঃ সৌমিত্রে মৈথিলীং প্রতি ॥ ১০ ॥
দৃষ্টমেতৎ পুরা বিপ্রৈঃ পিতুস্তব সমীপতঃ।[৩]
ভবিষ্যতি চিরং রামঃ সুখং দুঃখমবাপ্স্যতি।
[৪]প্রাপ্স্যতে চ মহাবাহুর্ব্বিপ্রয়োগং প্রিয়ৈর্দ্রুতম্ ॥ ১১ ॥
ত্বাং চৈব মৈথিলীং চৈব শত্রুঘ্নভরতৌ তথা।
স[৫] ত্যজিষ্যতি ধর্ম্মাত্মা কালেন মহতা কিল[৬] ॥ ১২ ॥

৯। লো-টী। অস্মিন্ কর্ম্মণি অধর্ম্মঃ সংশ্রয়িষ্যতি, কান্? তানাহ—রাজানমিত্যাদি। বাক্যদুর্ব্বলান্ মিথ্যাবাদিনঃ।

[লো-টী।] হে লক্ষ্মণ কথিতমিত্যর্থঃ।

[লো-টী।] গম্ভীরোঽর্থঃ পদমক্ষরং যস্য তৎ।

লাভ করিল! ॥ ৮ ॥

সূত, এই অনার্য্যোচিত কার্য্যে রাজাকে, লক্ষ্মণকে এবং মিথ্যাবাদী পুরবাসিগণকে অধর্ম্ম আশ্রয় করিবে ॥ ৯ ॥

সুমন্ত্র লক্ষ্মণের এইরূপ নানাবিধ কথা শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, লক্ষ্মণ, আপনি সীতার জন্য সন্তাপ করিবেন না ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ আপনার পিতার নিকট বলিয়াছিলেন যে, মহাবাহু রাম দীর্ঘায়ুঃ হইবেন, সুখ ও দুঃখ উভয়ই লাভ করিবেন এবং শীঘ্রই প্রিয়গণের সহিত বিযুক্ত হইবেন ॥ ১১ ॥

ধর্ম্মাত্মা রাম কালক্রমে আপনাকে, সীতাকে এবং শত্রুঘ্ন ও ভরতকেও

১। ছ 'কং'। ২। ছ 'বাপি'। ৩। ছ '-স্তে লক্ষ্মণাগ্রতঃ'। ৪। ছ ইতঃ পাদচতুষ্টয়স্থ স্থানে 'কস্মিংশ্চিৎ কারণে ত্বাঞ্চ মৈথিলীঞ্চ যশস্বিনীম্'। ইতি পাঠঃ। ৫। চ 'সত্য-'। ৬। অতঃ পরং ছ 'তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য গম্ভীরার্থপদং মহৎ। জগ্রাহোবাচ সৌমিত্রিঃ সূতং বাক্যবিশারদম্। ততঃ সম্বোধিতঃ সূতো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা। তদ্বাক্যমৃষিণা প্রোক্তং ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রমে'। ইত্যধিকম্।

ন ত্বিদং[১] ত্বয়ি সৌমিত্রে বক্তব্যং ভরতেঽপি[২] বা।
পিত্রা তে ব্যাহৃতে বাক্যে দুর্ব্বাসা যদুবাচ হ ॥ ১৩ ॥
মহারাজসমীপে হি মম চৈবাগ্রতস্তদা।
ঋষিণা ব্যাহৃতং বাক্যং বশিষ্ঠস্য চ সন্নিধৌ ॥ ১৪ ॥
ঋষেস্তু[৩] বচনং শ্রুত্বা মামুবাচ স পার্থিবঃ।
সূত ন ক্বচিদেতত্তে বক্তব্যমৃষিভাষিতম্ ॥ ১৫ ॥
তস্যাহং লোকনাথস্য বাক্যেন সুসমাহিতঃ।
নানৃতং তদহং কুর্য্যামিতি মে সৌম্যদর্শন[৪] ॥ ১৬ ॥
সর্ব্বথা[৫] ত্বেব বক্তব্যং ময়া সৌম্য তবাগ্রতঃ।
যদি[৬] তে শ্রবণে শ্রদ্ধা শ্রূয়তাং রঘুনন্দন ॥ ১৭ ॥

১৩-১৪। লো-টী। সৌমিত্রে শত্রুঘ্নে ভরতে চ ইদং বাক্যং ন বক্তব্যম্, রামঃ কিং কিং করিষ্যতীতি তে তব পিত্রা ব্যাহৃতে সতি সীতাত্যাগো ভবত্ত্যাগশ্চ ইতি যদুবাচ, তদেব বাক্যং বশিষ্ঠস্য চ সন্নিধৌ ঋষিণা, ঋষিভিরপি ব্যাহৃতম্।

[লো-টী।] নিদর্শনমাজ্ঞাম্।

পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১২ ॥

এই কথা আপনার নিকট বা শত্রুঘ্ন ও ভরতের নিকটও বলা উচিত নয়, আপনার পিতার উত্তরে দুর্ব্বাসা ইহা বলিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

দুর্ব্বাসা ঋষি মহারাজের (দশরথের) নিকটে আমার সমক্ষে এবং বশিষ্ঠের সমক্ষে এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

ঋষির কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ আমাকে বলিলেন, সূত, ঋষির এই কথা তুমি কুত্রাপি প্রকাশ করিও না ॥ ১৫ ॥

সুতরাং হে প্রিয়দর্শন, আমি রাজা দশরথের বাক্যে অবহিত হইয়া আছি, তাঁহার কথা মিথ্যা করিতে পারিব না ॥ ১৬ ॥

সৌম্য রঘুনন্দন, [তথাপি] যদি শ্রবণ করিতে আপনার আগ্রহ হইয়া থাকে,

১। ছ 'সৌমিত্রে ন ত্বয়া চেদং'। ২। ছ 'ভরতায় বৈ'। ৩। ছ 'তবচঃ'। ৪। ছ 'সৌম্য নিদর্শনম্'। ৫। ছ '-পি তু'। ৬। ছ 'বা'।

যদ্যপ্যহং নরেন্দ্রেণ রহস্যং শ্রাবিতঃ পুরা।
তথাপ্যুদাহরিষ্যামি দিবং তস্মিন্ নৃপে গতে।
সর্ব্বং তে নরশার্দ্দূল রহস্যং যচ্ছ্রুতং ময়া ॥ ১৮ ॥
তচ্ছ্রুত্বা[১] ভাষিতং তস্য গম্ভীরার্থপদং মহৎ।
[২]উবাচ কথয়স্বেতি সুমন্ত্রং বাক্যকোবিদম্ ॥ ১৯ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে লক্ষ্মণসন্তাপো নাম
দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫২ ॥

[লো-টী।] মম ময়া।

লক্ষ্মণাশ্বাসনম্ ॥ ৫২

তবে অবশ্যই আমি আপনার নিকট বলিব, শ্রবণ করুন ॥ ১৭ ॥

নরশ্রেষ্ঠ, যদিও মহারাজ গোপনীয় বিষয় আমাকে শুনাইয়াছিলেন, তথাপি এখন মহারাজ স্বর্গে গমন করায় আমি যে-সমস্ত গোপনীয় বিষয় শুনিয়াছিলাম, সেই সমস্তই আপনার নিকট প্রকাশ করিব ॥ ১৮ ॥

লক্ষ্মণ তাহার গভীর অর্থযুক্ত সেই মহৎ কথা শুনিয়া বাক্যবিশারদ সুমন্ত্রকে বলিলেন 'বল' ॥ ১৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লক্ষ্মণসন্তাপ-নামক
৫২শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

১। ছ 'বচনং'। ২। ছ 'ব্রবীত্বাবাচ সৌমিত্রিরুবাচ তঞ্চ সারথিঃ'।

(৫৩) ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[১]ততঃ প্রচোদিতঃ সূতো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা ।
তদ্বাক্যমৃষিণা [২]প্রোক্তং ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রমে ॥ ১ ॥
দুর্ব্বাসা হি পুরা সৌম্য অত্রেঃ পুত্রো মহাতপাঃ ।
বশিষ্ঠস্যা[৩]শ্রমে পুণ্যে বর্ষারাত্রমুপাবসৎ ॥ ২ ॥
তদাশ্রমং মহাবাহো পিতা তে [৪]সুমহাযশাঃ ।
পুরোধসং মহাত্মানং দিদৃক্ষুরগমৎ স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥
স দৃষ্ট্বা সূর্য্যসংকাশং জ্বলন্তমিব তেজসা ।
উপবিষ্টং বশিষ্ঠস্য সব্যে পার্শ্বে মহামুনিম্ ॥ ৪ ॥
[৫]ততোঽভিবাদ্য [৬]তমৃষিং মিত্রাবরুণসম্ভবম্[৭] ।
তং মুনিং তপসা যুক্তমভিগম্যাভ্যভাষত ॥ ৫ ॥

২ । লো-টী । আশ্রমপদে আশ্রমস্থানে বর্ষারাত্রং বর্ষারাত্রৌ অবসৎ ।
৪ । লো-টী । জ্বলন্তমগ্নিমিব ।
৫ । লো-টী । মিত্রাবরুণসম্ভবং বশিষ্ঠম্ ।

তার পর সারথি মহাত্মা লক্ষ্মণকর্তৃক প্রেরিত হইয়া ঋষিকথিত সেই পূর্ব্বকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥

সৌম্য, পূর্ব্বে [এক সময়] অত্রিতনয় মহাতপস্বী দুর্ব্বাসা বর্ষাকালে বশিষ্ঠের পবিত্র আশ্রমে বাস করিতেছিলেন ॥ ২ ॥

মহাবাহো, মহাযশস্বী আপনার পিতৃদেব দশরথ মহাত্মা পুরোহিতকে দেখিবার ইচ্ছায় স্বয়ং তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

তিনি বশিষ্ঠদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট তেজঃপুঞ্জে জাজ্বল্যমান

১ । ছ 'সকো-' । ২ । ছ '-ক্তমথ্যাতু-' । ৩ । ছ '-শ্রমপদে' । ৪ । ছ 'তু মহা-' । ৫ । ছ 'সোঽভি-' । ৬ । ছ 'মহাত্মানং' । ৭ । ছ '-বাদয়ৎ' ।

স তাভ্যাং পূজিতো রাজা স্বাগতেনাসনেন চ।
পানেন[১] ফলমূলৈশ্চ স[২] তত্রোপবিবেশ হ ॥ ৬ ॥

তেষাং তত্রোপবিষ্টানাং তাস্তাঃ সুমধুরাঃ কথাঃ।
বভূবুঃ[৩] পরমোদারাস্তদা মধ্যগতেঽহনি ॥ ৭ ॥

ততঃ কথায়াং কস্যাঞ্চিৎ প্রাঞ্জলিঃ প্রগ্রহো নৃপঃ
উবাচ তং মহাত্মানমত্রেঃ পুত্রমিদং[৪] বচঃ ॥ ৮ ॥

ভগবন্ কিংপ্রমাণো মে শেষো[৫] বংশো ভবিষ্যতি।
কিমায়ুশ্চ ভবেদ্রামঃ পুত্রাশ্চান্যে কিমায়ুষঃ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। হার্দ্দেন স্নেহেন 'পাত্থেনে'তি বা পাঠঃ।
৭। লো-টী। মধ্যাদিত্যগতেঽহনি অহনি অহ্নঃ মধ্যে আদিত্যে গতে ইত্যর্থঃ।
৮। লো-টী। প্রগৃহ্লাতীতি প্রগ্রহঃ চরণৌ গৃহ্লন্নিত্যর্থঃ।
৯। লো-টী। বংশঃ পুত্রঃ, মে মম শেষো মদ্ভবঃ কিং প্রমাণং মর্য্যাদা যস্য সঃ।

সূর্য্যতুল্য সেই মহামুনি দুর্ব্বাসাকে দেখিয়া অভিবাদন করত তপঃসম্পন্ন সেই বশিষ্ঠদেবের সমীপে গমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৪-৫ ॥

তাঁহারা রাজা দশরথকে স্বাগত প্রশ্ন, আসন, পানীয় এবং ফলমূলদ্বারা সম্মানিত করিলে তিনি সেইস্থানে উপবেশন করিলেন ॥ ৬ ॥

মধ্যাহ্নসময়ে সেইস্থানে উপবিষ্ট তাঁহাদিগের মধ্যে অতিশয় উদারতাপূর্ণ সুমধুর নানাবিধ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল ॥ ৭ ॥

অনন্তর কোন কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ দশরথ অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া করজোড়ে অত্রিতনয় মহাত্মা দুর্ব্বাসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—॥ ৮ ॥

ভগবন্, আমার পরবর্ত্তী বংশ কতকাল স্থায়ী হইবে এবং রাম ও মদীয় অপর পুত্রগণের আয়ুর পরিমাণ কিরূপ হইবে? ॥ ৯ ॥

১। ছ 'পাত্থেন'। ২। ছ 'তত্র চোপবিবেশ হ'। ৩। ছ 'বিবিধা রম্যা-'। ৪। ছ 'পুত্রং মহৌজসম্'। ৫। ছ 'জ্যেষ্ঠো'।

রামস্য চ সুতা যে স্যুস্তেষামায়ুশ্চ কিং ভবেৎ।
কামং মে ভগবন্ ব্রূহি বংশস্যাস্য গতাগতম্।
[1]ত্বত্তঃ শ্রোতুমিদং সর্ব্বমিচ্ছেয়ং মুনিসত্তম॥ ১০ ॥
তচ্ছ্রুত্বা ব্যাহৃতং বাক্যং রাজ্ঞা[2] দশরথেন তু।
দুর্ব্বাসাঃ সুমহাতেজা[3] ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রমে ॥ ১১ ॥
[4]যৎ তু পৃচ্ছসি মে সৌম্য ত্বং বাক্যং ব্রূহি রাঘব।
শৃণু[5] ত্বং সাবধানেন যদুবাচ মহামুনিঃ[6] ॥ ১২ ॥
[7]অযোধ্যাধিপতী রামো দীর্ঘকালং ভবিষ্যতি।
সুখিনশ্চ সমৃদ্ধাশ্চ ভবিষ্যন্ত্যস্য যেঽনুগাঃ[8] ॥ ১৩ ॥
কস্মিংশ্চিৎ কারণে ত্বাং চ মৈথিলীং[9] চ যশস্বিনীম্।
[10]স ত্যজিষ্যতি ধর্ম্মাত্মা কালেন মহতা কিল ॥ ১৪ ॥

১৩। লো-টী। অনুজা ভ্রাতরঃ।
১৪। লো-টী। সংত্যজিষ্যতি সংত্যক্ষ্যতি।

রামের যাহারা পুত্র হইবে তাহাদেরই বা কিরূপ আয়ু হইবে? ভগবন্, আমার এই বংশের শুভাশুভ দয়াকরিয়া বলুন, হে মুনিসত্তম, আপনার নিকট হইতে এই সমস্ত শুনিতে ইচ্ছা করি॥ ১০ ॥

মহারাজ দশরথের সেই কথা শ্রবণ করিয়া মহাতেজস্বী দুর্ব্বাসা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১ ॥

সৌম্য রঘুনন্দন, আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং যাহা বলিতে আদেশ করিতেছেন, সে বিষয়ে মহামুনি দুর্ব্বাসা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সাবধানে শ্রবণ করুন ॥ ১২ ॥

রামচন্দ্র দীর্ঘকাল অযোধ্যার অধিপতি থাকিবেন এবং তাঁহার অনুচরবর্গও সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী হইবেন ॥ ১৩ ॥

বহুকাল পরে ধর্ম্মাত্মা রাম কোন কারণে আপনাকে এবং যশস্বিনী

১। ছ 'ত্বত্তঃ সর্ব্বমিদং শ্রোতু-'। ২। ছ 'রাজ্ঞো দশরথস্য তু'। ৩। ছ অতঃ পরং 'স সর্ব্বামখিলাং রাজ্ঞো বংশস্যাস্য গতাগতিম্'। ইত্যধিকম্। ৪। ছ 'যস্মাৎ পৃচ্ছসি সৌম্য ত্বং বাক্যং ব্রূহীতি রাঘব'। ৫। ছ 'শৃণু'। ৬। ছ '-দ্যুতিঃ'। ৭। ছ '-ধ্যায়াঃ। ৮। ছ 'যেঽনুজাঃ'। ৯। চ 'লক্ষ্মণং মৈথিলীং তথা'। ১০। ছ 'সত্যং-'।

দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ।
[১]প্রশাস্য রাঘবো রাজ্যং ব্রহ্মলোকং গমিষ্যতি ॥ ১৫ ॥
সমৃদ্ধৈর্হয়মেধৈশ্চ ইষ্ট্বা পরপুরঞ্জয়ঃ।
রাজ[২]বংশং চ কাকুৎস্থো [৩]ধ্রুবং সংস্থাপয়িষ্যতি ॥ ১৬ ॥
[৪]সর্ব্বমেতৎ তদা রাজ্ঞে বংশস্যাগামিনীং গতিম্।
আখ্যায় স [৫]মহাতেজাস্তূষ্ণীমাসীন্[৬]মহামুনিঃ ॥ ১৭ ॥
তূষ্ণীংভূতে মুনৌ তস্মিন্ [৭]রাজা দশরথস্তদা।
অভিবাদ্য মহাত্ম[৮]নৌ পুনরায়াৎ স্ব[৯]কং পুরম্ ॥ ১৮ ॥
এতদ্বচো ময়া [১০]তত্র মুনিনা ব্যাহৃতং [১১]পুরা।
শ্রুত্বা হৃদি চ [১২]নিক্ষিপ্তং নান্যথা তদ্ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥

১৫। লো-টী। 'প্রশাস্য' ইতি পাঠঃ। 'রামো রাজ্যমুপাসিত্বা' ইতি চ ক্বচিৎ।
১৬। লো-টী। সমৃদ্ধৈর্দক্ষিণাসমৃদ্ধিযুক্তৈঃ।
১৯। লো-টী। তৎ মুনিবাক্যম্, অন্যথা ব্যর্থম্।

সীতাকে পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১৪ ॥

রামচন্দ্র একাদশ-সহস্র বর্ষ রাজ্য শাসন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন ॥ ১৫ ॥

শত্রুনগর-বিজেতা কাকুৎস্থ রামচন্দ্র মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া চিরস্থায়ী রাজবংশ স্থাপন করিবেন ॥ ১৬ ॥

সেই মহাতেজস্বী মহামুনি দুর্ব্বাসা বংশের ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্পর্কে রাজার নিকট এই সমস্ত বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন ॥ ১৭ ॥

সেই মুনি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে রাজা দশরথ সেই দুই মহাত্মাকে পুনরায় অভিবাদন করিয়া স্বীয়রাজধানীতে আগমন করিলেন ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্বকালে দুর্ব্বাসা মুনির কথিত এই কথা আমি সেইস্থানে শ্রবণ করিয়া

১। ছ 'রামো রাজ্যমুপাস্যাথ'। ২। ছ '-বংশ্যাশ্চ'। ৩। ছ '-স্থঃ স বহূন্ স্থাপয়িষ্যতি'। ৪। ছ 'এতৎ সর্ব্বং তদা'। ৫। ছ 'সুমহা-'। ৬। ছ '-মতিঃ'। ৭। ছ 'পিতা'। ৮। ছ '-আনং'। ৯। ছ 'পুরোত্তমম্'। ১০। ছ 'তত্র'। ১১। ছ 'তদা'। ১২। ছ 'বিনিক্ষিপ্তং'।

অস্যাঃ পুত্রং চ সীতায়া অভিষেক্ষ্যতি রাঘবঃ।[১]
অন্যত্র ন ত্বযোধ্যায়াং মুনেস্তস্য বচো যথা[২] ॥ ২০ ॥
এবং গতে ন সন্তাপং কর্ত্তুমর্হসি লক্ষ্মণ।
সীতার্থং রাঘবার্থং বা দৃঢ়ো ভব নরোত্তম ॥ ২১ ॥
তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণো বাক্যং সূতস্য পরমাদ্ভুতম্।
প্রহর্ষমতুলং লেভে সাধু সাধ্বিতি চাব্রবীৎ ॥ ২২ ॥
তয়োঃ সংবদতোরেবং সূতলক্ষ্মণয়োঃ পথি।
রবিরস্তং গতো[৩] রাত্রিঃ কোশল্যাং সমবর্ত্তত ॥ ২৩ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সূতবাক্যং নাম
ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৩ ॥

২০। লো-টী। অস্যাঃ পুত্রৌ অযোধ্যায়াম্ অভিষেক্ষ্যতি, নান্যত্র। যথা যথার্থং মুনের্বচঃ অন্যথা ন ভবিষ্যতীর্থঃ।

২১। লো-টী। এবং গতে জ্ঞাতে সতি। দৃঢ়ঃ সাবধানঃ।

২৩। লো-টী। অস্তম্ অস্তাচলম্। কোশিল্যাং নদ্যাং পুর্য্যাং বা।

সূতবাক্যম্ ॥ ৫৩ ॥

হৃদয়মধ্যে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছিলাম ; তাহা ব্যর্থ হইবে না ॥ ১৯ ॥

সেই মুনি যাহা বলিয়াছিলেন তদনুসারে—রামচন্দ্র এই সীতাদেবীর পুত্রকে অন্য কোথাও অভিষিক্ত করিবেন, অযোধ্যায় নহে ॥ ২০ ॥

নরোত্তম লক্ষ্মণ, এইরূপ অবগত হইয়া সীতা অথবা রামের জন্য আর সন্তাপ করা উচিত নয়, আপনি দৃঢ়চিত্ত হউন ॥ ২১ ॥

সারথির সেই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ অসীম আনন্দ লাভ করিলেন এবং 'সাধু সাধু' বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

পথিমধ্যে সারথি এবং লক্ষ্মণের এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন এবং কোশল-[কোশলী ?] নগরীতে রাত্রি প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সূতবাক্য-নামক
৫৩শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

১। ছ 'সীতায়াশ্চ নৃপঃ পুত্রাবভি-'। ২। ছ '-স্তদ্বচনং যথা'। ৩। ছ 'অর্কমস্তং যযৌ'।

(৫৪) চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ

[১] উষিত্বা তাং নিশাং তত্র কোশল্যাং রঘুনন্দনঃ।
প্রভাতে পুনরুত্থায় স্বাং পুরীং প্রযযাবথ ॥ ১ ॥
ততোঽর্দ্ধদিবসে প্রাপ্তে প্রবিবেশ মহারথঃ।
অযোধ্যাং রত্নসম্পূর্ণাং হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতাম্ ॥ ২ ॥
সৌমিত্রিস্তু পরং দৈন্যমাজগাম[২] পরন্তপঃ।
রামপাদৌ সমাসাদ্য কিং বক্ষ্যামীতি চিন্তয়ন্ ॥ ৩
[৩] তস্য চিন্তয়তস্ত্বেবং ভবনং গিরিসন্নিভম্[৪]।
রামস্য পরমোদারং পুরস্তাৎ সমদৃশ্যত ॥ ৪ ॥
স রাজভবনদ্বারি রথং সন্ত্যজ্য লক্ষ্মণঃ।
অবাঙ্মুখো দীনমনাঃ প্রবিবেশানিবারিতঃ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। দৈন্যং দুঃখম্।

রঘুনন্দন লক্ষ্মণ কোশল-নগরীতে সেই রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পুনরায় স্বীয় নগরীর প্রতি প্রস্থান করিলেন ॥ ১ ॥

পরে মহারথ লক্ষ্মণ দিবা দ্বিপ্রহরের সময় হৃষ্টপুষ্ট-জনাকীর্ণ নানারত্নপরিপূর্ণ অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ২ ॥

শত্রুপীড়নকারী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ 'রামচন্দ্রের চরণসমীপে উপস্থিত হইয়া কি বলিব' ইহা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ॥ ৩ ॥

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সম্মুখেই রামচন্দ্রের পর্ব্বতসদৃশ অতিরমণীয় ভবন তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল ॥ ৪ ॥

লক্ষ্মণ রাজগৃহদ্বারে রথ পরিত্যাগ করিয়া অধোবদনে দুঃখিতচিত্তে অবারিত ভাবে [গৃহমধ্যে] প্রবেশ করিলেন ॥ ৫ ॥

১। চ 'অত্র তাং রজনীমুষ্য'। ২। ছ 'তদা দৈন্যং জগাম সুমহাদ্যুতিঃ'। ৩। ছ 'তস্যৈবং চিন্তয়ানস্য' ৪। ছ 'দিব্যমুত্তমম্'।

স দৃষ্ট্বা রাঘবং দীনমাসীনং পরমাসনে।
নেত্রাভ্যাম[1]শ্রুপূর্ণাভ্যাং দহন্তমিব মেদিনীম্।
জগ্রাহ চরণৌ তস্য লক্ষ্মণো [2]দীনমানসঃ ॥ ৬ ॥
উবাচ [3]স মহাতেজাঃ প্রাঞ্জলিঃ সুসমাহিতঃ।
আর্য্যস্যাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য বিসৃজ্য জনকাত্মজাম্।
গঙ্গাতীরে যথোদ্দিষ্টে বাল্মীকেরাশ্রমে শুভে ॥ ৭ ॥
তত্র [4]তাং সুশুভাচারামাশ্রমান্তে যশস্বিনীম্।
[5]পুনরভ্যাগতো বীর পাদমূলমুপাসিতুম্ ॥ ৮ ॥
মা শুচঃ পুরুষব্যাঘ্র কালস্য গতিরীদৃশী।
[6]ত্বদ্বিধা হি ন শোচন্তি সত্ত্ববন্তো মনস্বিনঃ ॥ ৯ ॥

৭-৮। লো-টী। 'সুশুভাচারা'মিতি পাঠঃ। 'সুশুভাকারা'মিতি পাঠে শোভনঃ শুভঃ কল্যাণতম আকার আকৃতির্যস্যাঃ তাম্, আশ্রমান্তে বনমধ্যে বাল্মীকের্যঃ শুভ আশ্রমস্তস্মিন্ বিসৃজ্য পুনরাগতোঽস্মীতি শ্লোকাভ্যামন্বয়ঃ।

৯। লো-টী। 'সত্যবন্ত' ইতি পাঠঃ, 'সত্ত্ববন্তো' বা।

লক্ষ্মণ দিব্য আসনে উপবিষ্ট অশ্রুপূর্ণনেত্রে যেন পৃথিবী দহনকারী দীনভাবাপন্ন রামচন্দ্রকে দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে তাঁহার পাদগ্রহণ করিলেন ॥ ৬ ॥

পরে সেই মহাতেজস্বী লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি ও সমাহিত হইয়া বলিলেন, হে বীর, আপনার আদেশক্রমে যশস্বিনী সুচরিত্রা জনকনন্দিনীকে গঙ্গাতীরসন্নিহিত যথোদ্দিষ্ট বাল্মীকির সেই পবিত্র আশ্রমপ্রান্তে পরিত্যাগ করিয়া আপনার চরণযুগল সেবা করিবার জন্য পুনরায় আসিয়াছি ॥ ৭-৮ ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, কালের গতি এইরূপ, সুতরাং আপনি শোক করিবেন না,

১। ছ '-ভ্যাং বারি-'। ২। ছ '-চেতনঃ'। ৩। ছ 'তং মহাবাহুঃ'। ৪। ছ 'তাঞ্চ শুভাচারা-'।
৫। ছ '-রম্যা-'। ৬। ছ 'ভবদ্বিধা'।

"সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ ।
সংযোগাশ্চ বিয়োগান্তা মরণান্তং চ জীবিতম্ ॥ ১০ ॥"
শক্তস্ত্বমাত্মনাত্মানং নিয়ন্তুং মনসা মনঃ ।
লোকান্ সর্ব্বাংশ্চ কাকুৎস্থ কিং পুনর্দ্দুঃখমাত্মনঃ ॥ ১১ ॥
নেদৃশেষু[১] বিমুহ্যন্তি স্থানেষু পুরুষর্ষভাঃ ।
ত্বদ্বিধাঃ সত্যসম্পন্না রাজন্নুত্তমবুদ্ধয়ঃ ॥ ১২ ॥
[২]অপবাদশ্চ কিল তে পুনরেষ্যতি রাঘব ।
যদর্থং মৈথিলী ত্যক্তা[৩] হ্যপবাদকৃতে ভয়ে ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। নিচীয়ন্তে অর্জ্জ্যন্তে যে নিচয়া ধনাদয়ঃ।

১১। লো-টী। আত্মনঃ স্বস্য, আত্মনা বুদ্ধ্যা মনসা চ আত্মানং স্বং নিয়ন্তুং সর্ব্বাপদ্ভ্যো মোচয়িতুং তথা সর্ব্বান্ লোকাংশ্চ শক্তঃ।

১৩। লো-টী। হি যস্মাৎ যদর্থং যস্য নিমিত্তম্ অপবাদকৃতে ইহ পরত্র ভয়ে সা ত্বয়া ত্যক্তা। 'যদর্থং মৈথিলী ত্বয়ে'তি পাঠে যদর্থং তে তবাপবাদঃ, সা ত্বয়া ত্যক্তা।

আপনার ন্যায় ধৈর্য্যশালী মনস্বিগণ শোকাভিভূত হ'ন না ॥ ৯ ॥

সমস্ত সঞ্চয়েরই পরিণামে ক্ষয় হয়, উন্নতির অন্তে পতন আছেই, সমস্ত সংযোগই পরিণামে বিয়োগে পর্য্যবসিত হয় এবং জীবের জীবনও মরণান্ত ॥ ১০ ॥

হে কাকুৎস্থ, আপনি বুদ্ধিদ্বারা আত্মাকে, অন্তঃকরণ দ্বারা মনকে এবং সমস্ত লোককেও সংযত করিতে সমর্থ, নিজের দুঃখ ত দূরের কথা ॥ ১১ ॥

মহারাজ, আপনার ন্যায় সত্যসম্পন্ন অতিশয় বুদ্ধিমান্ পুরুষশ্রেষ্ঠগণ এতাদৃশ অবস্থায় শোকে অধীর হ'ন না ॥ ১২ ॥

রাঘব, আপনি অপবাদের ভয়ে মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, [তাহার জন্য বিলাপ করিলে] পুনরায় আপনার অপবাদ হইবে ॥ ১৩ ॥

১। ছ 'ব্যসনেষু নৃপোত্তম'। ২। ছ ইদমর্দ্ধং নাস্তি। ৩। ছ 'ত্বয়া সা চ মনস্বিনী'। অতঃ পরং 'বচনাদপবাদস্তে ন ভবিষ্যতি মানদ' ইত্যধিকম্।

স ত্বং পুরুষশার্দ্দূল ধৈর্য্যেণ সুসমাহিতঃ।
ত্যজেমাং[1] দুর্ব্বলাং বুদ্ধিং সন্তাপং মা কৃথাঃ প্রভো ॥ ১৪ ॥
এবমুক্তস্তু কাকুৎস্থো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
উবাচ[2] পরয়া প্রীত্যা সৌমিত্রিং মিত্রবৎসলম্ ॥ ১৫ ॥
এবমেতন্নরশ্রেষ্ঠ যথা বদসি লক্ষ্মণ।
পরিতুষ্টোঽস্মি তে সৌম্য বাক্যৈরদ্ভুতদর্শনৈঃ ॥ ১৬ ॥
নিবৃত্তিশ্চাগতা বীর সন্তাপশ্চ নিরাকৃতঃ।
ত্বদ্বাক্যৈর্মধুরৈরেভিরনুনীতোঽস্মি লক্ষ্মণ ॥ ১৭ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে রামাশ্বাসনং নাম
চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৪ ॥

১৪। লো-টী। দুর্ব্বলাং হীনাম্।

১৬। লো-টী। তব বাক্যৈস্তে তব পরিতুষ্টোঽস্মি। 'বাক্যৈরদ্ভুতদর্শনৈ'রিতি পাঠে অদ্ভুতস্য 'সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়া' ইত্যাদের্দর্শনং জ্ঞানং যেভ্যস্তৈঃ।

[লো-টী।] লক্ষ্মণমিতি। ইমং লক্ষ্মণমিদমুবাচ।

শ্রীরামাশ্বাসনম্॥ ৫৪ ॥

প্রভো, পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি ধৈর্য্যদ্বারা সমাহিত হইয়া এই বুদ্ধিদৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করুন, বিলাপ করিবেন না ॥ ১৪ ॥

মহাত্মা লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিলে তিনি পরম প্রীতির সহিত মিত্রবৎসল সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন—॥ ১৫ ॥

নরবর লক্ষ্মণ, তুমি যাহা বলিলে তাহা যথার্থই, সৌম্য তোমার অদ্ভুত জ্ঞানগর্ভ বাক্যে আমি প্রীত হইয়াছি ॥ ১৬ ॥

বীর লক্ষ্মণ, তোমার এই মধুর বাক্য আমার প্রসন্নতা আনয়ন করিয়াছে, আমার মোহ নিবৃত্ত হইয়াছে এবং সন্তাপ দূর হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রামাশ্বাসন-নামক
৫৪শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

১। ছ 'ত্যজৈনাং শোকজাং'। ২। ছ 'পরমপ্রীতঃ'।

(৫৫) পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ

লক্ষ্মণস্য তু তদ্বাক্যং নিশম্য পরমাদ্ভুতম্ ।
[১]প্রীতিমানভবদ্রামো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১ ॥
দুর্লভস্ত্বীদৃশো বন্ধুরস্মিন্ কালে বিশেষতঃ ।
যাদৃশস্ত্বং মহাবুদ্ধির্মম সৌম্য মনোঽনুগঃ ॥ ২ ॥
যচ্চ মে হৃদয়ে কিঞ্চিদ্বর্ত্ততে শুভলক্ষণ ।
তন্নিশাময় চ শ্রুত্বা কুরুষ বচনং মম ॥ ৩ ॥
চত্বারো দিবসাঃ সৌম্য[২] মম কার্য্যানুশাসনম্ ।
অকুর্ব্বাণস্য সৌমিত্রে তন্মে মর্ম্মাণি কৃন্ততি ॥ ৪
আহূয়ন্তাং প্রকৃতয়ঃ পুরোধা মন্ত্রিণস্তথা ।
কার্য্যার্থিনশ্চ পুরুষাঃ স্ত্রিয়ো বা পুরুষর্ষভ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। নিশাময় পশ্য।

৪। লো-টী। অপশ্যতো মম চত্বারো দিবসা গতা ইত্যর্থঃ। তৎ কার্য্যাদর্শনং কার্য্যানুশাসনম্। 'অকুর্ব্বাণস্য চে'তি পাঠে কার্য্যাণাং কার্য্যমাজ্ঞাম্।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সেই অত্যদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন—॥ ১ ॥

সৌম্য, তুমি যেরূপ অতিশয় বুদ্ধিমান্ এবং আমার মনের অনুগামী, তাদৃশ বন্ধু সুদুর্লভ, বিশেষতঃ এই [শোকের] সময়ে ॥ ২ ॥

শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ, আমার মনোমধ্যে যে বিষয়ের উদয় হইয়াছে তাহা শ্রবণ কর, শ্রবণ করিয়া আমার আদেশ পালন কর ॥ ৩ ॥

সৌম্য সুমিত্রানন্দন, আজ চারিদিন যাবৎ আমি রাজকার্য্য পরিদর্শন করি নাই, তাহা আমার মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছে ॥ ৪ ॥

হে পুরুষর্ষভ, তুমি পুরোহিত, অমাত্য, প্রজাবর্গ এবং কার্য্যার্থী পুরুষ বা স্ত্রীলোকদিগকে আহ্বান কর ॥ ৫ ॥

১। ছ 'সুপ্রীতশ্চাভ-' ২। ছ 'কার্য্যং পৌরজনস্য চ'।

পৌরকার্য্যাণি যো রাজা ন করোতি দিনে দিনে।
[1] স মৃতো নরকে ঘোরে পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥
শ্রূয়তে হি পুরা রাজা নৃগো নাম মহাযশাঃ।
বভূব পৃথিবীপালো ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ৭ ॥
স কদাচিদ্‌গবাং কোটীঃ সবৎসাঃ স্বর্ণভূষিতাঃ।
নৃদেবো ভূমিদেবেভ্যঃ পুষ্করেষু দদৌ নৃপঃ ॥ ৮ ॥
তত্র সঙ্গাগতা ধেনুঃ সবৎসা কাংস্য[2]দোহনা।
ব্রাহ্মণস্যা[3]হিতাগ্নেস্তু দরিদ্রস্যোঞ্ছবৃত্তিনঃ ॥ ৯ ॥
স নষ্টাং গাং ক্ষুধার্ত্তো[4]ঽথ অন্বিচ্ছং[5]স্তাং ততস্ততঃ।
নাপশ্যৎ সর্ব্বরাষ্ট্রেষু সংবৎসরগণান্ বহূন্ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। নৈগমাঃ বৈদিকাঃ নগরশ্রেষ্ঠা বা। পচতে ইতি পাঠঃ, পচ্যতে ইতি বা।

৯। লো-টী। কাংস্যং পাত্রবিশেষং দোগ্ধি পূরয়তীতি তথা, যথাভিলষিতপাত্র-পূরিকেত্যর্থঃ, দত্তেতি শেষঃ। 'স্পর্শিতানঘে'তি পাঠে দত্তা। উঞ্ছবৃত্তিনঃ উঞ্ছবৃত্তিমতঃ। 'অগ্নি-বেশস্তে'তি পাঠঃ, 'অগ্নিহোত্রস্তে'তি বা।

যে রাজা প্রতিদিন পৌরকার্য্য সকল না করেন, তিনি মরিয়া ঘোর নরকযন্ত্রণা ভোগ করেন,—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৬ ॥

শুনিয়াছি, পুরাকালে মহাযশস্বী ব্রাহ্মণভক্ত সত্যবাদী বিশুদ্ধচরিত 'নৃগ' নামক রাজা ছিলেন ॥ ৭ ॥

সেই নরপতি একদা পুষ্করতীর্থে ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণভূষিতা এককোটী সবৎসা গাভী প্রদান করেন ॥ ৮ ॥

তন্মধ্যে এক উঞ্ছবৃত্তি সাগ্নিক দরিদ্র ব্রাহ্মণের অভিলষিত [কাংস্য] পাত্রপরিমিত দুগ্ধদাত্রী একটী সবৎসা ধেনু রাজার গাভীর দলে মিশিয়া আসিয়াছিল ॥ ৯ ॥

১। ছ 'স যাত্যুং'। ২। ছ '-স্পর্শিতানঘ'। ৩। ছ 'স্যাগ্নিবেশস্য'। ৪। ছ '-র্ত্তো বৈ'। ৫। ছ 'ছন্নিচ্ছন্ দীনমানসঃ'।

ততঃ কনখলং গত্বা জীর্ণবৎসাং নিরাকৃতাম্।
স [১]দদর্শ স্বকাং ধেনুং ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে ॥ ১১ ॥
তাং দৃষ্ট্বা নামধেয়েন [২]স্বেন নাম্নাহ্বয়দ্ দ্বিজঃ।
[৩]এহ্যেহি [৪]শবলেত্যেবং তং সা শুশ্রাব গৌঃ স্বয়ম্ ॥ ১২ ॥
তস্য [৫]সা স্বরমাজ্ঞায় ক্ষুধিতস্য দ্বিজস্য তু।
[৬]অন্বগাৎ পৃষ্ঠতো ধেনুর্গচ্ছন্তমনলোপমম্ ॥ ১৩ ॥
তাং [৭]জ্ঞত্বা [৮]হ্রিয়মাণাং গাং [৯]ব্রাহ্মণো যস্য সা তু গৌঃ।
[১০]গত্বাথ তমৃষিং চষ্টে মম গৌরিতি সত্বরম্ ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। নিরাকৃতাং নীতাম্।

১২। লো-টী। তং শব্দম্।

১৪-১৫। লো-টী। যস্য সা তেন পূর্ব্বস্বামিনা হ্রিয়মাণাং নীয়মানাং দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণঃ প্রতিগ্রহীতা 'নৃগেণ' স্পর্শিতা ইত্যুক্তবানিতি শেষঃ।

সেই ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া সমস্ত রাজ্যে বহুবৎসর ধরিয়া চারিদিকে সেই পলায়িতা গাভীর অন্বেষণ করিয়াও কোথাও দেখিতে পাইলেন না ॥ ১০ ॥

তার পর কনখলদেশে গিয়া একটী ব্রাহ্মণের গৃহে শীর্ণবৎসা অনাদৃতা নিজগাভীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১১ ॥

ব্রাহ্মণ নিজগাভীকে দেখিতে পাইয়া তাহার [স্বরক্ষিত] নাম ধরিয়া "আয় আয় শবলা!" এইরূপে আহ্বান করিলেন। সেই গাভী স্বয়ং সেই ব্রাহ্মণের ডাক শুনিল ॥ ১২ ॥

সেই ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণের স্বর চিনিতে পারিয়া সেই গাভী অগ্রগামী সেই অগ্নিতুল্য ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

গাভীটার [তৎকালীন] মালিক ব্রাহ্মণ গাভীটাকে লইয়া যাইতে দেখিয়া

১। ছ 'দদর্শ তাং স্বকাং'। ২। ছ 'স্বকেনোবাচ স দ্বিজঃ'। ৩। ছ 'আগচ্ছ'। ৪। ছ 'সা চ শু-'। ৫। ছ 'তং'। ৬। ছ 'অন্বয়াৎ'। ৭। ছ 'দৃষ্ট্বা'। ৮। ছ 'হি'। ৯। ছ 'ব্রাহ্মণো যা চ'। ১০। ছ ইদমর্দ্ধং নাস্তি।

স্পর্শিতা নরদেবেন তস্মিন্ কালে নৃগেণ হি ।
তয়োস্তু দ্বিজয়োর্ব্বাদো মহানাসীদ্বিপশ্চিতোঃ ॥ ১৫ ॥
[৪]বিবদন্তৌ তথান্যোন্যং দাতারম[৫]ভিজগ্মতুঃ ।
তৌ রাজভবনদ্বারং সংপ্রাপ্তৌ কার্য্যগৌরবাৎ ।
অহোরাত্রাণ্যনেকানি বসন্তৌ ক্রো[৬]ধমীয়তুঃ ॥ ১৬ ॥
[৭]উচতুশ্চ মহাত্মানৌ তাবুভৌ দ্বিজসত্তমৌ ।
ক্রুদ্ধৌ পরমসংতপ্তৌ বাক্যং ঘোরাভিসংহিতম্ ॥ ১৭ ॥
[৮]অর্থিনাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং যস্মাৎ ত্বং নৈষি দর্শনম্ ।
[৯]তস্মাদদৃশ্যো ভূতানাং কৃকলাসো ভবিষ্যসি ॥ ১৮ ॥

১৭। লো-টী। ঘোরং দুঃখজনকম্ অভিসংহিতম্ অভিসন্ধানং যস্য তৎ।
১৮। লো-টী। নৈষি ন প্রাপ্নোষি।

সেই ঋষির নিকটে সত্বর গমন করিয়া বলিলেন, "এই গাভী আমার, নরপতি 'নৃগ' সেই দানসময়ে [এই গাভী] আমাকে দিয়াছেন।" সেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণদ্বয়ের তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল ॥ ১৪-১৫ ॥

তাঁহারা পরস্পর বিবাদ করিতে করিতে গাভীদাতা নৃগরাজের নিকট গমন করিলেন। কার্য্যের গুরুত্ব বশতঃ তাঁহারা রাজগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া বহুদিন বাস করত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ॥ ১৬ ॥

সেই মহাত্মা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণযুগল ক্রুদ্ধ ও একান্ত সন্তপ্ত হইয়া এই কঠোর শাপ প্রদান করিলেন ॥ ১৭ ॥

যেহেতু তুমি কার্য্যার্থীদিগের কার্য্য সাধনের জন্য দেখা দাও না, সুতরাং তুমি সর্ব্বভূতের অদৃশ্য কৃকলাস হইবে ॥ ১৮ ॥

১। ছ '-তাম্রর-'। ২। ছ 'দানে'। ৩। অতঃ পরং ছ 'নৃপাৎ প্রতিগৃহীতেতি স তু তং ত্বরিতোহব্রবীৎ'। ইত্যধিকঃ পাঠঃ। ৪। ছ 'বিবদন্তৌ তু তৌ তত্র'। ৫। ছ '-মুপজগ্মতুঃ'। ৬। ছ '-মাপতুঃ'। ৭। ছ 'মহাঘোরৌ। ৮। ছ '-না কাম-'। ৯। ছ '-শুভুতবং'।

বহূন্যব্দসহস্রাণি[১] বহূন্যব্দশতানি চ।
শ্বভ্রে ত্বং কৃকলী ভূত্বা দীর্ঘকালং নিবৎস্যসি[২] ॥ ১৯ ॥
উৎপৎস্যতে তু যো লোকে[৩] যদূনাং পুরুষর্ষভঃ।
বাসুদেব ইতি খ্যাতো বিষ্ণুর্ম্মানুষবিগ্রহঃ ॥ ২০ ॥
স তে মোক্ষয়িতা[৪] রাজংস্তস্মাচ্ছাপাৎ[৫] সুদারুণাৎ।
কৃতা হ্যনেন[৬] কালেন নিষ্কৃতিস্তে ভবিষ্যতি[৭] ॥ ২১ ॥
এবং তৌ শাপমুৎসৃজ্য ব্রাহ্মণৌ বিগতজ্বরৌ।
তাং ধেনুং দুর্ব্বলাং দত্ত্বা যযতুর্ব্রাহ্মণায় বৈ ॥ ২২ ॥

১৯। লো-টী। কালনিয়মমাহ বহূনীতি। অভিপৎস্যসে কৃকলীমিতি শেষঃ। কৃকলী ভূত্বা কৃকলাসী ভূত্বা সলোপো নৈরুক্তঃ। কৃকলশব্দো বা কৃকলাসবাচকঃ।

২১। লো-টী। অনেন কালেন 'অনেককালেনে'তি বা পাঠঃ।

[লো-টী।] বশিষ্ঠস্য চতুর্থঃ প্রপৌত্রো ব্যাসঃ। রাজানৌ ধৃতরাষ্ট্রপাণ্ডূ। মতি-দৌর্ব্বল্যাৎ বুদ্ধিদৌর্ব্বল্যাৎ, যৎ শক্যং 'স্থাষ্য' বা পাঠঃ।

২২। লো টী। ব্রাহ্মণায় অন্যস্মৈ উভৌ দত্ত্বা যযতুঃ জগ্মতুঃ।

তুমি কৃকলাস হইয়া দীর্ঘকাল—বহুশত বহুসহস্র বৎসর যাবৎ—গর্ত্তমধ্যে বাস করিবে ॥ ১৯ ॥

রাজন্, যদুবংশীয় পুরুষগণের শ্রেষ্ঠ 'বাসুদেব' নামে বিখ্যাত হইয়া যিনি উৎপন্ন হইবেন, সেই মনুষ্যদেহধারী ভগবান্ বিষ্ণু এই সুদারুণ অভিশাপ হইতে তোমাকে উদ্ধার করিবেন, ততদিন পরে তোমার শাপ হইতে মুক্তি হইবে ॥২০-২১॥

এইরূপে শাপপ্রদানপূর্ব্বক সন্তাপরহিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণদ্বয় সেই দুর্ব্বলা গাভীকে অন্য এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়া প্রস্থান করিলেন ॥ ২২ ॥

১। ছ '-নি চ'। ২। ছ 'ভবিষ্যসি'। ৩। ছ 'লোকেঽস্মিন'। ৪। ছ 'চৈব'। ৫। ছ 'শাপাদস্মাৎ'। ৬। ছ 'হ্যনেক-'। ৭। অতঃ পরং ছ 'ভারাবতরণার্থায় নরনারায়ণাবুভৌ। উৎপৎস্যেতে মহাবীর্য্যৌ কলৌ যুগ উপস্থিতে। বশিষ্ঠস্য চতুর্থস্তু ভবিষ্যতি মহাকবিঃ। স রাজবংশং প্রক্ষীণং সমুৎপাদ্য সুরাজসু। প্রজানাং যুগদৌর্ব্বল্যাৎ স্থাপ্যং ধর্ম্মং বদিষ্যতি। ততঃ প্রভৃতি ঘোরন্তু যুগন্তং প্রতিপৎস্যতে।' ইত্যাধিকম্।

এবং[1] স রাজা তং[2] শাপমুপভুঙ্‌ক্তে সুদারুণম্ ।
কার্য্যার্থিনাং বিবাদো[3] হি রাজ্ঞাং দোষায় কল্পতে ॥ ২৩ ॥
তচ্ছীঘ্রমভিবর্ত্তন্তাং মম দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ।
সুকৃতস্য হি[4] কার্য্যস্য[5] ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২৪ ॥

ইত্যার্ষে[6] বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে নৃগশাপো নাম
পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৫ ॥

২৩। লো-টী। বিমর্দ্দেন পীড়য়া। 'বিমর্দ্দো হি রাজ্ঞো দোষায় কল্পতে' ইতি বা পাঠঃ।
২৪। লো-টী। সুকৃতস্য সুষ্ঠুকৃতস্য 'স্বকৃতস্যে'তি পাঠে স্বেন কৃতস্য, আপ্নোতি প্রাপ্নোতি। অত্র অধ্যায়ঃ ক্বচিৎ—

নৃগশাপো নাম ॥ ৫৫ ॥

সেই, 'নৃগ'রাজা এইরূপে সেই নিদারুণ শাপ [অদ্যাপি] ভোগ করিতেছেন। কার্য্যার্থীদিগের বিবাদ রাজাদের অনর্থের কারণ হয় ॥ ২৩ ॥
সুতরাং শীঘ্র আমার দর্শনাভিলাষীদিগকে আমার সম্মুখে আনয়ন কর। মানুষ [স্বীয়] অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল লাভ করে ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নৃগশাপ-নামক
৫৫শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

১। ছ 'আস্তে স'। ২। ছ 'তচ্ছাপমুপভুঞ্জন্ যুগান বহূন্'। ৩। ছ 'বিমর্দ্দো'। ৪। ছ 'চ'।
৫। ছ 'কলমাপ্নোতি পার্থিবাঃ'। ৬। অত্র সর্গসমাপ্তি´ দৃশ্যতে।

(৫৬) ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ

[১]ততঃ কথামেতাং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ [২]পরমাত্মবান্ ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ব্বাক্যং রাঘবং দীপ্ততেজসম্ ॥ ১ ॥
[৩]অল্পাপরাধে কাকুৎস্থ দ্বিজাভ্যাং শাপ ঈদৃশঃ ।
[৪]মহান্ নৃগস্য রাজর্ষের্ব্রহ্মদণ্ড ইবাপরঃ ॥ ২ ॥
শ্রুত্বা শাপসমাযুক্তমাত্মানং পুরুষর্ষভঃ ।
[৫]কৃতবান্ কিং নৃগো রাজা [৬]দ্বিজৌ বা স কিমুক্তবান্ ॥ ৩ ॥
লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্তু [৭]রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ ।
শৃণু সৌম্য [৮]যথাকার্ষীৎ স রাজা শাপবিক্ষতঃ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। পরমাত্মবান্ পরমবুদ্ধিমান্ 'পরমার্থবিদি'তি বা পাঠঃ।
[লো-টী।] মহানয়ং শাপঃ, ক ইব ? অল্পে অপরাধে ব্রহ্মদণ্ড ইব, ব্রহ্মণো বিপ্রস্য দণ্ডো বপনাদিরিব।

অতিশয় বুদ্ধিমান্ লক্ষ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া করজোড়ে মহাতেজা রামচন্দ্রকে বলিলেন— ॥ ১ ॥

হে কাকুৎস্থ, রাজর্ষি নৃগের এইরূপ অল্প অপরাধে ব্রাহ্মণদ্বয় দ্বিতীয় ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় ভীষণ শাপ দিলেন ! ॥ ২ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা 'নৃগ' নিজকে অভিশপ্ত জানিয়া কি করিলেন এবং ব্রাহ্মণদ্বয়কেই বা কি বলিলেন ? ॥ ৩ ॥

লক্ষ্মণের কথা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র পুনরায় বলিলেন সৌম্য, মহারাজ নৃগ অভিশপ্ত হইয়া যাহা করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

১। ছ 'রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা'। ২। ছ 'পরমার্থবিৎ'। ৩। ছ 'স্বল্পেহপি'। ৪। ছ 'দত্তো'। ৫। ছ 'কিঙ্কারং'। ৬। ছ 'শাপশোকসমন্বিতঃ'। ৭। ছ 'পরবীরহা'। অতঃ পরম্ ছ 'প্রত্যুবাচ মহাতেজা লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্'। ইত্যধিকম্। ৮। ছ 'চক্রে'।

[১]অথ তৌ ব্রাহ্মণৌ যাতৌ বিজ্ঞায় স নৃগো নৃপঃ।
[২]মন্ত্রিণো নৈগমাংশ্চৈব তথাহ্বয়ৎ পুরোহিতম্ ॥ ৫ ॥
তে রাজ্ঞঃ শাসনং শ্রুত্বা[৩] রাজবেশ্ম ত্বরান্বিতাঃ।
আজগ্মুর্মন্ত্রিণস্তস্য পুরোধা নৈগমাস্তথা ॥ ৬ ॥
তানুবাচ ততো রাজা সর্ব্বাশ্চ প্রকৃতীস্তথা।
[৪]দুঃখেন মহতাবিষ্টঃ শৃণুতেদং সমাহিতাঃ ॥ ৭ ॥
নারদপ্রতিমাবেতৌ মম দত্ত্বা মহদ্ভয়ম্।
উভৌ যাতৌ দ্বিজশ্রেষ্ঠৌ দেবভূতৌ মহামুনী ॥ ৮ ॥
কুমারোঽয়ং বসুর্নাম সোঽদ্য[৫] রাজ্যেঽভিষিচ্যতাম্।
শ্বভ্রাণি চৈব রম্যাণি ক্রিয়ন্তাং চৈব শিল্পিভিঃ[৬] ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। আহ্বত আহ্বয়ত। 'তথাহুয়ে'তি পাঠে তানাহুয় যথাকার্ষীৎ তৎ শৃণ্বিতি সার্দ্ধেনান্বয়ঃ।

৯। লো-টী। শ্বভ্রা ইতি পুংস্ত্বমার্ষম্।

সেই মহারাজ নৃগ ব্রাহ্মণদ্বয় গমন করিয়াছেন জানিয়া মন্ত্রিগণ, পুরবাসিগণ এবং পুরোহিতকে আহ্বান করিলেন ॥ ৫ ॥

রাজার মন্ত্রী, পুরোহিত এবং পুরবাসিগণ তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিয়া ব্যগ্র হইয়া রাজভবনে আগমন করিলেন ॥ ৬ ॥

মহারাজ 'নৃগ' গভীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া অমাত্যগণকে এবং সমস্ত মন্ত্রিবৃন্দকে বলিলেন, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন— ॥৭ ॥

নারদ-ঋষিতুল্য দেবতাস্বরূপ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ এই দুই মহামুনি আমাকে মহাভয় [-ঙ্কর অভিশাপ] প্রদান করিয়া চলিয়া গেলেন ॥ ৮ ॥

আপনারা অদ্য এই 'বসু'নামক রাজকুমারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন এবং শিল্পিগণ রমণীয় গর্ত্ত সকল প্রস্তুত করুক ॥ ৯ ॥

১। ছ 'দত্ত্বা শাপং গতৌ বিপ্রৌ বিজ্ঞায় নৃপসত্তমঃ'। ২। ছ '-শ্চাহ্বয়ামাস নৈগমাংশ্চ পুরোহিতম্'। ৩। ছ 'জ্ঞাত্বা'। ৪। ছ 'শ্রূয়তামিতি সৌমিত্রে দুঃখেন পরমাতুরঃ'। ৫। ছ 'ক্ষিপ্রং'। ৬। অতঃ পরং ছ 'যত্রাহং ক্ষপয়িষ্যামি শাপং ব্রাহ্মণনিঃসৃতম্'। ইত্যধিকম্।

বর্ষঘ্নং শ্বভ্রমেকং তু হিমঘ্নমপরং তথা।
গ্রীষ্মঘ্নং চ সুখস্পর্শমেকং কুর্ব্বন্তু শিল্পিনঃ ॥ ১০ ॥
ফলবন্তশ্চ যে বৃক্ষাঃ পুষ্পবত্যশ্চ যা লতাঃ।
ছায়াবন্তশ্চ যে গুল্মাস্তে রোপ্যন্তাং সহস্রশঃ ॥ ১১ ॥
পুষ্পাণি চ সুগন্ধীনি শ্বভ্রে ষু[1] সমন্ততঃ।
পরিপাট্যা[2] চ মধ্যে স্যাদধ্যর্দ্ধযোজনং[3] তথা ॥ ১২ ॥
শ্বভ্রেষু রমণীয়েষু শ্রিয়া জুষ্টেষু সর্ব্বতঃ।
সুখদেষু[4] চ বৎস্যামি যাবৎ কালস্য পর্য্যয়ঃ ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। গ্রৈষ্মিকং তাপঘ্নম্।

১১। লো-টী। গুল্মাঢ্যা।

১২। লো-টী। এষু শ্বভ্রেষু অন্তর্মধ্যে পরিপাট্যা শোভনক্রমেণ অধ্যর্দ্ধযোজনম্ অধিকমর্দ্ধযোজনং যথা স্যাত্তথা পুষ্পাণ্যারোপ্যন্তাম্। 'অন্তরাধ্যর্দ্ধযোজন'মিতি পাঠে এষু পুষ্পাণি রোপ্যন্তাম্, কুত্র আরোপ্যাণি তদাহ—অন্তরা শ্বভ্রং বিনা শ্বভ্রাদ্বহিরধ্যর্দ্ধযোজনং যথা স্যাত্তথা।

১৩। লো-টী। পর্য্যয়োঽতিক্রমঃ।

শিল্পিগণ একটী বর্ষানিবারক, একটী শীতনিবারক এবং অপর একটী গ্রীষ্মনিবারক সুখস্পর্শ গর্ত্ত প্রস্তুত করুক ॥ ১০ ॥

এই সকল গর্ত্তের মধ্যে এবং চতুর্দ্দিকে ক্রোশদ্বয়ের অধিক পরিমাণ স্থানে পরিপাটীসহকারে সহস্র সহস্র ফলশালী বৃক্ষ, পুষ্পিতা লতা, ছায়াযুক্ত গুল্মসমূহ এবং সুগন্ধি পুষ্পবৃক্ষসকল রোপণ করুক ॥ ১১-১২ ॥

চতুর্দ্দিকে সৌন্দর্য্যযুক্ত রমণীয় এই সকল সুখকর গর্ত্তে শাপাবসান কাল পর্য্যন্ত বাস করিব ॥ ১৩ ॥

১। ছ 'ভ্রে্ শ্বভ্রেষু সর্ব্বশঃ'। ২। ছ '-পাট্যা'। ৩। ছ '-র্দ্ধ-'। ৪। ছ '-দেষু নিবৎ-'।

এবং কৃত্বা বিধানং স সংদিদেশ বসুং তদা।
ধর্ম্মনিত্যঃ প্রজাঃ পুত্র ক্ষত্রধর্ম্মেণ পালয় ॥ ১৪ ॥
প্রত্যক্ষং তে যথা শাপো দ্বিজাভ্যাং ময়ি পাতিতঃ।
নরশ্রেষ্ঠ[১] সরোষাভ্যামপরাধেঽপি তাদৃশে ॥ ১৫ ॥
মা কৃথাস্ত্বং[২] তু সন্তাপং মৎকৃতে পুরুষর্ষভ।
কৃতান্তো বলবাঁল্লোকে যেনাস্ম্যেবংবিধঃ কৃতঃ ॥ ১৬ ॥
প্রাপ্তব্যং লভতে সর্ব্বঃ সুখং দুঃখং যথাকৃতম্।
পূর্ব্বজাভ্যন্তরস্থোঽপি[৩] মা বিষাদং কুরুষ্ব হ ॥ ১৭ ॥
এবমুক্ত্বাথ[৪] পুত্রং স নৃগো রাজা মহাযশাঃ।
শ্বভ্রং জগাম সুকৃতং বাসায় পুরুষর্ষভঃ ॥ ১৮ ॥

১৭। লো-টী। যথাকৃতং কৃতমনতিক্রম্য। সর্ব্বজাত্যন্তরস্থোঽপি প্রাপ্তব্যং লভতে। [লো-টী।] ভূয়ঃ পাতীতি তথা (?)।

মহারাজ নৃগ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া বসুনামক পুত্রকে আদেশ করিলেন, পুত্র, নিয়ত ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে প্রজাদিগকে পালন কর ॥ ১৪ ॥

আমার অপরাধ অতি অল্প হইলেও ব্রাহ্মণদ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া আমার প্রতি যেরূপ শাপ প্রদান করিয়াছেন, তাহা তুমি প্রত্যক্ষ করিয়াছ ॥ ১৫ ॥

তুমি আমার জন্য অনুতাপ করিও না, সংসারে দৈবই বলবান্, সেই দৈবই আমাকে এইরূপ করিয়াছে ॥ ১৬ ॥

সকলেই পূর্ব্বজন্মকৃত স্বীয় কর্ম্মানুসারে প্রাপ্তব্য সুখ-দুঃখ লাভ করে, সুতরাং খেদ করিও না ॥ ১৭ ॥

মহাযশস্বী পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারাজ নৃগ পুত্রকে এইরূপ বলিয়া সুনির্ম্মিত গর্ত্ত-মধ্যে বাস করিবার জন্য গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥

১। ছ 'চ'। ২। ছ '-দৈব'। ৩। ছ '-জন্মান্তরে রাজন্'। ৪। ছ 'স তং তত্র'।

এবং[১] প্রবিষ্টঃ স নৃপঃ শ্বভ্রং রত্নবিভূষিতম্।
দ্বিজাজ্ঞাং ধারয়ন্নাস্তে বর্ষাণি সুবহূন্যসৌ ॥ ১৯ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে নৃগোপাখ্যানং নাম
ষট্পঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৬ ॥

[লো-টী।] ক্ষপয়তি ছিনত্তি।

নৃগোপাখ্যানম্ ॥ ৫৬ ॥

সেই মহারাজ নৃগ ব্রাহ্মণদ্বয়ের আজ্ঞা পালন করত রত্নরাজিবিভূষিত গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিয়া বহুবর্ষ যাবৎ বাস করিতেছেন ॥ ১৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নৃগোপাখ্যান-নামক
৫৬শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

১। অস্য শ্লোকস্য স্থানে ছ 'এবং প্রবিষ্টেব নৃপস্তদানীং শ্বভ্রং মহদ্রত্নবিভূষিতঞ্চ তৎ। সম্পাদয়ামাস তদা মহাত্মা শাপং দ্বিজাভ্যাং হি তথা বিমুক্তম্'। ইতি পাঠঃ।

(৫৭) সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ

এষ তে নৃগশাপস্য বিস্তরোঽভিহিতো ময়া।
যদ্যস্তি শ্রবণে শ্রদ্ধা শৃণু[১] ত্বমপরাং কথাম্ ॥ ১ ॥
এবমুক্তস্তু রামেণ সৌমিত্রিরিদমব্রবীৎ[২]।
তৃপ্তিরাশ্চর্য্যভূতানাং কথানাং[৩] নাস্তি মে প্রভো ॥ ২ ॥
লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্তু রাম ইক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
কথাং পরমধর্ম্মিষ্ঠাং ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রমে ॥ ৩ ॥
আসীদ্রাজা নিমির্নাম ইক্ষ্বাকোঃ সুমহাত্মনঃ।
দ্বাদশস্তনয়ো বীরো ধর্ম্মিষ্ঠঃ পরমাত্মবান্ ॥ ৪ ॥
স রাজা বীর্য্যসম্পন্নঃ পুরং[৪] দেবপুরোপমম্।
নিবেশয়ামাস তদা গৌতমস্যাশ্রমং প্রতি ॥ ৫ ॥

৫। লো-টী। উদ্দেশে উদ্দিষ্টে স্থানে 'গোতমস্যাশ্রমং প্রতী'তি ক্বচিৎ পাঠঃ।

লক্ষ্মণ, আমি তোমার নিকট মহারাজ নৃগের শাপবিবরণ সবিস্তারে বলিলাম, যদি [এই প্রসঙ্গে] অন্য একটী উপাখ্যান শুনিবার ইচ্ছা থাকে, তবে শ্রবণ কর ॥১॥

রামচন্দ্রের কথা শ্রবণ করিয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ বলিলেন, প্রভো, [এইরূপ] অদ্ভুত অদ্ভুত উপাখ্যানসমূহ শুনিয়া আমার পরিতৃপ্তি হয় না ॥ ২ ॥

ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম লক্ষ্মণের এই কথা শ্রবণ করিয়া পরম ধর্ম্মসমন্বিত একটী উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন— ॥ ৩ ॥

মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর দ্বাদশতম পুত্র বীর, ধার্ম্মিক এবং অতিশয় বুদ্ধিমান্ 'নিমি' নামে এক রাজা ছিলেন ॥ ৪ ॥

সেই বীর্য্যশালী মহারাজ নিমি গৌতমমুনির আশ্রমের নিকটে দেবপুরীর ন্যায় রমণীয়া এক পুরী নির্ম্মাণ করাইলেন ॥ ৫ ॥

১। ছ 'নৃপুবেহাপ-'। ২। ছ '-ত্রিঃ পুনরব্রবীৎ'। ৩। ছ 'নৃপ'। ৪। ছ 'পুরন্দরপু-'।

পুরস্য কৃতবান্নাম বৈজয়ন্তমিতি স্বয়ম্।
নিবেশং যত্র রাজর্ষির্নিমিশ্চক্রে মহাযশাঃ ॥ ৬ ॥
তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না নিবেশ্য সুমহাপুরীম্[১]।
যজেয়ং দীর্ঘযজ্ঞেন পিতুঃ প্রহ্লাদয়ন্ মনঃ ॥ ৭ ॥
ততঃ পিতরমামন্ত্র্য তমিক্ষ্বাকুং মনোঃ সুতম্।
অত্রিমঙ্গিরসং[২] চৈব ভৃগুং চৈব তপোধনম্ ॥ ৮ ॥
বশিষ্ঠং চৈব যঃ পূর্ব্বো[৩] ব্রহ্মযোনির্দ্বিজর্ষভঃ।
বরয়ামাস বৈ সর্ব্বানিক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ[৪] ॥ ৯ ॥
তমুবাচ বশিষ্ঠস্তু[৫] নিমিং রাজর্ষিসত্তমম্।
বৃতোঽহং পূর্ব্বমিন্দ্রেণ প্রতীক্ষস্ব তদন্তরম্ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। নিবিশতেঽস্মিন্নিতি নিবেশং পুরম্।
৭। লো-টী। নিবেশ্য কৃত্বা।

মহাযশস্বী রাজর্ষি নিমি স্বয়ং সেই পুরীতে বাস করিতে লাগিলেন, সেই পুরীর নাম রাখিলেন 'বৈজয়ন্ত' ॥ ৬ ॥

সেই মহানগরী নির্ম্মাণ করিয়া মহারাজ নিমির অভিপ্রায় হইল যে 'পিতা ইক্ষ্বাকুর মন আহ্লাদিত করিবার জন্য বহুকালসাধ্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিব' ॥ ৭ ॥

ইক্ষ্বাকু-কুলনন্দন নিমি মনুর পুত্র পিতা ইক্ষ্বাকুকে জিজ্ঞাসা করিয়া তপোধন অত্রি, অঙ্গিরা, ভৃগু এবং ব্রহ্মার প্রথম পুত্র বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠ, ইঁহাদের সকলকে বরণ করিলেন ॥ ৮-৯ ॥

বশিষ্ঠ রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ নিমিকে বলিলেন, ইন্দ্র পূর্ব্বেই আমাকে বরণ করিয়াছেন, সুতরাং তুমি সময় (অবসর) প্রতীক্ষা কর ॥ ১০ ॥

১। ছ 'সুমহৎ পুরম্'। ২। ছ 'অত্রিরঙ্গিরস-'। ৩। ছ 'বিপ্রর্ষিং যঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মণঃ সুতম্'। ৪। ছ 'সর্ব্বাংস্তান্'। ৫। ছ '-বর্দ্ধন'।

[1] তচ্ছ্রুত্বাভিহিতং বাক্যং স হি রাজা মহাযশাঃ।
[2] অনন্তরমথোৎপত্য গৌতমং প্রত্যপূজয়ৎ।
বশিষ্ঠো[3]ঽপি মহাতেজাশ্চক্রে যজ্ঞং শতক্রতোঃ ॥ ১১ ॥
নিমিস্তু রাজা তান্ বিপ্রান্ সমানীয় মহাদ্যুতিঃ।
ঈজে স হিমবৎপার্শ্বে স্বপুরস্য সমীপতঃ ॥ ১২ ॥
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি রাজা দীক্ষামুপাগমৎ।
[4] শক্রোঽপি দীক্ষামগমৎ পঞ্চবর্ষশতানি বৈ ॥ ১৩ ॥
ইন্দ্রযজ্ঞে সমাপ্তে তু বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
[5] জগাম যজতো যজ্ঞে হোমং কর্ত্তুমনিন্দিতঃ।
তদন্তরমথাপশ্যদ্[6]গৌতমং বৃতমৃত্বিজম্ ॥ ১৪ ॥

১২। লো-টী। 'সাগরস্যে'তি পাঠঃ, ক্বচিচ্চ 'স্বপুরস্যে'তি।

মহাযশস্বী সেই নৃপতি নিমি তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া সেইস্থান হইতে উত্থানপূর্ব্বক গৌতমমুনিকে যজ্ঞে বরণ করিলেন, মহাতেজস্বী বশিষ্ঠও শতক্রতু ইন্দ্রের যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন ॥ ১১ ॥

অতিশয় দীপ্তিমান্ মহারাজা নিমি সেই ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করিয়া স্বীয় নগরীর নিকটবর্ত্তী হিমালয়পার্শ্বে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ॥ ১২ ॥

মহারাজ নিমি পঞ্চসহস্র-বর্ষব্যাপী যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন এবং ইন্দ্র পাঁচশত বর্ষব্যাপী যজ্ঞ করিলেন ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে অনিন্দিতচরিত্র ভগবান্ বশিষ্ঠ যজ্ঞদীক্ষিত নিমির যজ্ঞে হোম করিবার জন্য গমন করিলেন এবং গৌতমমুনিকে ঋত্বিক্ রূপে বৃত দেখিলেন ॥ ১৪ ॥

১। ছ 'এবমুক্ত্বা বশিষ্ঠস্তু শক্রস্য ভবনং গতঃ'। ২। ছ 'তদন্তরমথো বিপ্রং'। ৩। ছ '-জাঃ শক্রযজ্ঞমথাকরোৎ'। ৪। ছ 'ইন্দ্রো বর্ষসহস্রন্তু বাজিমেধমকারয়ৎ'। ৫। ছ সকাশমাগতো রাজ্ঞো হোতৃকর্ম্মণ্যনিন্দিতঃ'। ৬। অতঃ পরং ছ 'স তত্র সমুপাগাত্তো গৌতমেনাভিচ্ছন্নিতঃ'। ইত্যধিকম্।

ক্রোধেন মহতাবিষ্টো বশিষ্ঠো দ্বিজসত্তমঃ।

স রাজ্ঞো[১] দর্শনাকাঙ্ক্ষী মুহূর্ত্তমুপবিষ্টবান্।

তস্মিন্নহনি রাজাঽপি[২] নিদ্রামাহৃতবান্[৩] সুখম্ ॥ ১৫ ॥

ততো মন্যুর্ব্বশিষ্ঠস্য প্রাদুরাসীন্মহাত্মনঃ।

অদর্শনেন রাজর্ষের্ব্যাজহার স[৪] চ ক্রুধা ॥ ১৬ ॥

যস্মাদাহৃত্য[৫] মাং পূর্ব্বং দর্শনং ন প্রযচ্ছসি।

তস্মাৎ পাপসমাচার বিদেহস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ১৭ ॥

ততঃ প্রবুদ্ধো রাজর্ষিস্তং শাপং শ্রুতবাংস্তদা।

ব্রহ্মযোনিমথোবাচ স রাজা ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। নিদ্রামাহৃতবান্ প্রাপ।
১৬। লো-টী। ক্রুধা ক্রোধেন।
১৭। লো-টী। আহৃত্য 'অহূয়' ইতি বা পাঠঃ।
১৮। লো-টী। ব্রহ্মযোনিং বশিষ্ঠম্।

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সেই নৃপতির দর্শনাভিলাষে মুহূর্ত্ত-কাল উপবেশন করিলেন, কিন্তু মহারাজ নিমি সেই দিন সুখে নিদ্রা যাইতে-ছিলেন ॥ ১৫ ॥

পরে রাজর্ষির দর্শন লাভ করিতে না পারিয়া মহাত্মা বশিষ্ঠের ক্রোধ উৎপন্ন হইল এবং তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—॥ ১৬ ॥

হে পাপিষ্ঠ, তুমি যেহেতু পূর্ব্বে আমাকে আহ্বান করিয়া এখন দর্শন দিতেছ না, সেই হেতু তুমি অশরীরী হইবে ॥ ১৭ ॥

রাজর্ষি নিমি তখনই জাগরিত হইয়া বশিষ্ঠপ্রদত্ত শাপ শ্রবণ করিলেন এবং ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠকে বলিলেন—॥ ১৮

১। ক 'রাজ্ঞো'। ২। ছ 'তু'। ৩। ছ 'নিদ্রাপহৃতো ভৃশম্'। ৪। ছ 'বচোঽথ সঃ'।
৫। ছ '-দাহূয়'।

অজানতঃ শয়ানস্য ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ।
মুক্তবান্[1] মম যচ্ছাপং ব্রহ্মদণ্ডমিবাপরম্ ॥ ১৯ ॥
তস্মাৎ ত্বমপি বিপ্রর্ষে চেতনাদেহবর্জিতঃ।
বায়ুভূতশ্চরন্ লোকাননিকেতো ভবিষ্যসি ॥ ২০ ॥
ইতি রোষবশাবুভৌ তদানীমন্যোন্যং শপিতৌ[2] নৃপদ্বিজেন্দ্রৌ।
সহসৈব বভূবতুর্ব্বিদেহৌ তুল্যব্যাধিগতৌ[3] মহাপ্রভাবৌ ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে নিমিবশিষ্ঠয়োরন্যোন্যং শাপো নাম সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৭ ॥

১৯। লো-টী। কলুষীকৃতঃ ব্যাপ্তঃ। মুক্তবান্ 'ত্যক্তবান্' ইতি বা পাঠঃ। ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণস্য নিরপরাধস্য দণ্ডং বপনাদিকম্ অপরমনুত্তমমনুচিতমিত্যর্থঃ, তথা ময়ি। 'যস্মাত্ত্বং শাপমগ্নিশিখোমপম'মিতি বা পাঠঃ।

২০। লো-টী। চেতনাহেতুর্দেহঃ।

২১। লো-টী। তুল্যব্যাধিং তুল্যশাপম্।

নিমিবশিষ্ঠয়োরন্যোন্যশাপঃ ॥ ৫৭ ॥

হে বিপ্রর্ষে, আপনি যেহেতু অজ্ঞাতসারে নিদ্রিত আমার প্রতি ক্রোধে কলুষিত হইয়া দ্বিতীয় ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় শাপ প্রদান করিয়াছেন, সেইজন্য আপনিও চৈতন্য এবং দেহবর্জ্জিত হইয়া বায়ুরূপে ত্রিলোকমধ্যে বিচরণ করত স্থায়ী নিবাসশূন্য হইবেন ॥ ১৯-২০ ॥

পরে সেই মহাপ্রভাবসম্পন্ন নৃপবর এবং দ্বিজবর ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া পরস্পরকে এইরূপ শাপ দিলে তুল্য শাপগ্রস্ত তাঁহারা উভয়েই তৎক্ষণাৎ দেহবিহীন হইলেন ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নিমি এবং বশিষ্ঠের
পরস্পর শাপ-প্রদান নামক
৫৭শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

১। ছ '-বানসি যস্মাত্ত্বং শাপমগ্নিশিখোপমম্'। ২। ছ 'শাপিতৌ'। ৩। ছ 'তুল্যাধিগতপ্রভাববন্তৌ'। ছ-টি 'তুমুলব্যাধিগতৌ প্রভাববন্তৌ'।

(৫৮) অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ

রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ব্বাক্যং রাঘবং দীপ্ততেজসম্ ॥ ১ ॥
নিক্ষিপ্তদেহৌ কাকুৎস্থ কথং তৌ দ্বিজপার্থিবৌ।
পুনর্দ্দেহেন সংযোগং জগ্মতুর্দ্দেবসম্মিতৌ ॥ ২ ॥
লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্তু ইক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা[১] লক্ষ্মণং পুরুষর্ষভঃ[২] ॥ ৩ ॥
তৌ পরস্পরশাপেন দেহাবুৎসৃজ্য ধার্ম্মিকৌ।
অভূতাং নৃপবিপ্রর্ষী বায়ুভূতৌ তপোধনৌ[৩] ॥ ৪ ॥
অশরীরঃ শরীরস্য কৃতেঽন্যস্য মহামতিঃ।
বশিষ্ঠো[৪]ঽপ্যথ ব্রহ্মাণমভ্যগচ্ছৎ পিতামহম্ ॥ ৫ ॥

লো-টী। নিক্ষিপ্তদেহৌ ত্যক্তদেহৌ।

শত্রুবীর-সংহারক লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের কথা শ্রবণ করিয়া প্রদীপ্ততেজঃসম্পন্ন রঘুনন্দন রামকে করযোড়ে বলিলেন—॥ ১ ॥

হে কাকুৎস্থ, সেই দেবতুল্য দ্বিজবর এবং নৃপবর দেহবিহীন হইয়া পুনর্ব্বার কি প্রকারে দেহলাভ করিলেন ? ॥ ২ ॥

লক্ষ্মণ এইরূপ বলিলে ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন মহাতেজস্বী পুরুষশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে বলিলেন—॥ ৩ ॥

সেই ধার্ম্মিক তপস্বিদ্বয়—মহারাজ নিমি এবং বিপ্রর্ষি বশিষ্ঠ—উভয়ে উভয়ের শাপে শরীর পরিত্যাগ করিয়া বায়ুরূপী হইলেন ॥ ৪ ॥

অশরীরী মহামতি বশিষ্ঠ শরীরান্তর লাভ করিবার জন্য পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন ॥ ৫ ॥

১। ছ '-ভাগং'। ২। ছ '-র্ষভম্'। ৩। ছ '-মুনিঃ'। ৪। ছ '-ষ্ঠঃ সুমহাতেজা জগাম পিতরং প্রতি'।

সোঽভিবাদ্য ততঃ পাদৌ দেবদেবস্য ধর্ম্মবিৎ।
পিতামহমথোবাচ বায়ুভূত[1] ইদং বচঃ ॥ ৬ ॥
ভগবন্ নিমিশাপেন বিদেহোঽস্মি কৃতঃ প্রভো।
দেহস্যান্যস্য[2] সম্ভাবে প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৭ ॥
তমুবাচ ততো ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূরমিতপ্রভঃ।
মিত্রাবরুণয়োস্তেজঃ প্রবিশ ত্বং মহামুনে ॥ ৮ ॥
অযোনিজস্ত্বং ভবিতা তত্রাপি দ্বিজসত্তম।
ধর্ম্মেণ[3] তু সমাযুক্তঃ পুনশ্চৈব ভবিষ্যসি ॥ ৯ ॥
এবমুক্তস্তু দেবেন সোঽভিবাদ্য প্রদক্ষিণম্।
কৃত্বা[4] পিতামহং চৈব প্রযযৌ বরুণালয়ম্ ॥ ১০ ॥

৭। লো-টী। সম্ভাবে প্রাপ্তৌ।

সেই বায়ুরূপী ধর্ম্মবিৎ বশিষ্ঠ দেবাদিদেব ব্রহ্মার পদদ্বয় বন্দনা করিয়া এই কথা বলিলেন—॥ ৬ ॥

প্রভো ভগবন্, আমি নিমির শাপে অশরীরী হইয়াছি, যাহাতে অন্য শরীর লাভ করিতে পারি, সে বিষয়ে অনুগ্রহ করুন ॥ ৭ ॥

তখন অমিতপ্রভাবশালী স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন—মহামুনে, তুমি মিত্র ও বরুণের বীর্য্যমধ্যে প্রবিষ্ট হও ॥ ৮ ॥

হে দ্বিজসত্তম, তাঁহাদের তেজে প্রবিষ্ট হইলেও তুমি অযোনিজ হইবে এবং পুনরায় ধর্ম্মানুষ্ঠান-সম্পন্ন হইবে ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে বশিষ্ঠদেব পিতামহ ব্রহ্মাকে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া বরুণালয়ে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥

১। ছ 'ভূত্বা মহামুনিঃ'। ২। ছ 'সম্ভবেহন্যস্য দেহস্য'। ৩। ছ 'মহতা যুক্তঃ পুনরেষ্যসি মে বশম্'।
৪। ছ [illegible]

তমেব কালং মিত্রোঽপি বরুণত্বমকারয়ৎ[১]।
ক্ষীরোদেঽত্যুদধিশ্রেষ্ঠে[২] পূজ্যমানঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ১১ ॥
এতস্মিন্নেব কালে[৩] তু উর্ব্বশী পরমাপ্সরাঃ।
যদৃচ্ছয়া তমুদ্দেশমাগচ্ছৎ[৪] সা সখীবৃতা ॥ ১২ ॥
তাং দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নাং ক্রীড়ন্তীং বরুণালয়ে।
আবিশৎ পরমঃ কামো বরুণং হ্যুর্ব্বশীকৃতে ॥ ১৩ ॥
তামস্তুসাং পতির্ব্বাক্যমুবাচ পরমাঙ্গনাম্।
ময়া সহ রমস্বেতি বহুবর্ষগণান্ মুদা ॥ ১৪ ॥
অথোবাচোর্ব্বশী[৫] তত্র বরুণং প্রাঞ্জলির্ব্বচঃ।
মিত্রেণাহং বৃতা পূর্ব্বং নোৎসহেঽন্যমুপাসিতুম্ ॥ ১৫ ॥

১১। লো-টী। বরুণত্বং বরুণকার্য্যং বরুণেন সহাকরোৎ।
১২। লো-টী। উদ্দেশং দেশম্।

সেই সময়ে সমুদ্রশ্রেষ্ঠ ক্ষীরোদসাগরে দেবতা ও অসুরগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মিত্রদেবও বরুণের কার্য্য করিতেছিলেন ॥ ১১ ॥

এই সময়ে অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা উর্ব্বশী সখীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে সেইস্থানে আগমন করিলেন ॥ ১২ ॥

রূপবতী সেই উর্ব্বশীকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া উর্ব্বশীর প্রতি বরুণ অতিশয় কামাবিষ্ট হইলেন ॥ ১৩ ॥

বরুণদেব নারীপ্রধানা সেই উর্ব্বশীকে বলিলেন যে, বহুবর্ষ ব্যাপিয়া আমার সহিত আনন্দে বিহার কর ॥ ১৪ ॥

তখন উর্ব্বশী করযোড়ে বরুণকে বলিলেন, মিত্রদেব আমাকে পূর্ব্বেই প্রার্থনা করিয়াছেন, সুতরাং আমার অন্য কাহাকেও ভজনা করিতে উৎসাহ হয় না ॥ ১৫ ॥

১। ছ '-শ্চ মহাতপাঃ'। ২। ছ 'ক্ষীরোদমুপসঙ্গম্য পূজয়েত্তাং সুরেশ্বরম্'। ৩। ছ '-মন্তরে কালে'।
৪। ছ '-মগমৎ'। ৫। ছ 'তমুবাচোর্ব্বশী বাক্যং প্রাঞ্জলিঃ সা সমাহিতা'।

বরুণস্ত্বব্রবীদ্বাক্যং কন্দর্পশরপীড়িতঃ।
ইদং তেজঃ সমুৎস্রক্ষ্যে[1] কুম্ভেঽস্মিন্ দেবনির্ম্মিতে ॥ ১৬ ॥
ভাবমুৎসৃজ সুশ্রোণি ময়ি ত্বং বরবর্ণিনি।
কৃতকামো ভবিষ্যামি যদি নেচ্ছসি সঙ্গমম্ ॥ ১৭ ॥
তস্য তল্লোকপালস্য বরুণস্য সুভাষিতম্।
উর্ব্বশী পরমপ্রীতা শ্রুত্বা ভাবং[2] স্ববেশয়ৎ ॥ ১৮ ॥
কামং[3] দেব ভবত্বেবং হৃদয়ং মে ত্বয়ি স্থিতম্।
ত্বদ্গতো হ্যস্তি[4] মে ভাবো দেহো মিত্রস্য তু প্রভো ॥ ১৯ ॥
ইত্যুর্ব্বশ্যা[5] বচস্যুক্তে তেজঃ সুমহদদ্ভুতম্।
জ্বলদনলসংকাশং[6] কুম্ভে তদসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ২০ ॥

১৬। লো-টী। ইদং তেজো রেতঃ ত্বামুদ্দিশ্যেতি শেষঃ।

১৭। লো-টী। যদি সঙ্গমং নেচ্ছসি তর্হি ভাবং চিত্তমুৎসৃজ দেহি, মদধীনং কুরু ইত্যর্থঃ। কৃতকামঃ প্রাপ্তকামঃ।

১৯। লো-টী। হৃদয়ং চিত্তম্। হর্ষাত্তমর্থং পুনরাহ—ত্বদ্গত ইতি।

কামবাণ-জর্জ্জরিত বরুণদেব বলিলেন, [তোমার উদ্দেশ্যে] আমি এই দেবনির্ম্মিত কুম্ভমধ্যে এই বীর্য্য পরিত্যাগ করিব ॥ ১৬ ॥

হে সুশ্রোণি, হে বরবর্ণিনি, যদি তুমি সঙ্গম করিতে ইচ্ছা না কর, তবে আমার প্রতি রতিভাব প্রদর্শন কর, আমি কামবৃত্তি চরিতার্থ করিব ॥ ১৭ ॥

লোকপাল বরুণদেবের সেই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া উর্ব্বশী পরম প্রীত হইয়া রতিভাব প্রদর্শন করিলেন ॥ ১৮ ॥

[উর্ব্বশী বলিলেন] "দেব! ইহাই হউক, আমার চিত্ত আপনাতে অবস্থিত, প্রভো! আপনার প্রতি আমার অনুরাগ আছে, কিন্তু আমার দেহ [সম্প্রতি] মিত্রদেবের অধীন" ॥ ১৯ ॥

উর্ব্বশী এই কথা বলিলে প্রভু বরুণদেব প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য অতিশয় অদ্ভুত

১। ক '-স্রক্ষ্যে'। ২। ছ 'বাক্যমুবাচ হ'। ৩। ছ 'তব'। ৪। ছ 'হ্যস্তু'। ৫। ছ 'উর্ব্বশ্যা এবমুক্তস্তু রেতস্তন্মহদদ্ভুতম্'। ৬। ছ '-দগ্নিসমপ্রখ্যং তস্মিন্ কুম্ভে হ্যবাসৃজৎ'।

উৎসৃজ্য চোর্ব্বশী ভাবমগমন্মিত্রমন্তিকম্ ।
ততো মিত্রঃ সুসংক্রুদ্ধ উর্ব্বশীমিদমব্রবীৎ ॥ ২১ ॥
ময়া[১] ত্বং হি বৃতা পূর্ব্বং[২] কিমর্থমবিশঙ্কিতা ।
ভাবেনান্যং বৃতবতী পুরুষং দুষ্টচারিণী[৩] ॥ ২২ ॥
অনেন দুষ্কৃতেন ত্বং মৎক্রোধকলুষীকৃতা ।
মানুষং লোকমাসাদ্য কঞ্চিৎ[৪] কালং নিবৎস্যসি ॥ ২৩ ॥
বুধস্য পুত্রো রাজর্ষিঃ কাশিরাজঃ পুরূরবাঃ ।
[৫]তং ত্বং যাহি স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি মহাযশাঃ ২৪ ॥
ততঃ সা শাপদোষেণ পুরূরবসমভ্যগাৎ[৬] ।
প্রতিষ্ঠানে পুরবরে বুধস্যাত্মজমৌরসম্ ॥ ২৫ ॥

২২। লো-টী। ময়ি পূর্ব্বোষিতা পূর্ব্বস্থিতা ময়া চ অবিসর্জ্জিতা ন ত্যক্তা কিমর্থমন্যং বৃতবতী।

২৩। লো-টী। দুষ্কৃতেন কুকর্ম্মণা যো মৎক্রোধস্তেন কলুষীকৃতা মৎক্রোধবিষয়ীভূতা।

২৫। লো-টী। প্রতিষ্ঠানে প্রয়াগে পুরবরে পুরশ্রেষ্ঠে ঔরসং পুরূরবসম্।

সেই বীর্য্য কুম্ভমধ্যে পাতিত করিলেন ॥ ২০ ॥

উর্ব্বশী রতিভাব পরিত্যাগ করিয়া মিত্রের সমীপে গমন করিলেন, তার পর মিত্রদেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উর্ব্বশীকে এই কথা বলিলেন—॥ ২১ ॥

আমি তোমাকে পূর্ব্বে প্রার্থনা করিয়াছি, দুষ্টচারিণী তুমি কি জন্য নিঃশঙ্ক-চিত্তে ভাবদ্বারা অন্য পুরুষকে বরণ করিলে ॥ ২২ ॥

এই অপরাধে তুমি আমার ক্রোধের বিষয়ীভূতা হইয়া কিছুকাল মনুষ্যলোকে যাইয়া বাস করিবে ॥ ২৩ ॥

তুমি বুধের পুত্র কাশিরাজ রাজর্ষি পুরূরবার নিকট গমন কর, সেই মহাযশাঃ তোমার পতি হইবেন ॥ ২৪ ॥

পরে সেই উর্ব্বশী শাপগ্রস্তা হইয়া পুরশ্রেষ্ঠ প্রয়াগে বুধের ঔরসপুত্র

১। ছ 'হি ত্বং'। ২। ছ 'কস্মাত্ত্বমবিসর্জ্জিতা'। ৩। ছ '-চারিণে'। ৪। ক 'কিঞ্চিৎকালং'। ৫। ছ 'তং গমিষ্যসি দুর্ম্মেধে স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি'। ৬। ছ '-বশ-'।

তস্য জজ্ঞে ততঃ শ্রীমানায়ুঃ পুত্রো মহাবলঃ।
নহুষো যস্য পুত্রস্তু বভূবেন্দ্রসমদ্যুতিঃ ॥ ২৬ ॥
বজ্রমুৎসৃজ্য বৃত্রায় [১] শ্রান্তেঽথ ত্রিদিবেশ্বরে।
শতং বর্ষসহস্রাণি যেনেন্দ্রত্বং প্রশাসিতম্ [২] ॥ ২৭ ॥
সা তেন শাপেন জগাম ভূমিং তদোর্ব্বশী সা রুদতী [৩] সুনেত্রা।
বহুনি বর্ষাণ্যবসচ্চ সুভ্রূঃ শাপক্ষয়াদিন্দ্রসদো যযৌ চ ॥ ২৮ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে উর্ব্বশীশাপো নাম
অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ॥ ৫৮ ॥

২৭। লো·টী। বজ্রমুৎসৃজ্য বৃত্রায় শ্রান্তে ইতি পাঠঃ। শ্রান্তে ইন্দ্রপদাচ্চলিতে ভ্রষ্টে সতীত্যর্থঃ। 'বজ্রমুৎসৃজ্য বৃত্রঘ্নি ভীতে' ইতি পাঠে বজ্রমুৎসৃজ্য ত্যক্ত্বা বৃত্রং হন্তীতি বৃত্রঘ্নি ইন্দ্রে ভীতে ভিয়া ব্রহ্মহত্যাভিয়া ইতে পলায়িতে মানসসরোবরে গতে সতি।

২৮। লো·টী। তং পুরূরবসমুদ্দিশ্যেত্যর্থঃ, সা রুদতী ভূমিং জগাম ইত্যেকং বাক্যম্, ততশ্চ সা সুনেত্রাঽবসদিত্যপরম্।

উর্ব্বশীশাপঃ ॥ ৫৮ ॥

পুরূরবার নিকটে গমন করিলেন ॥ ২৫ ॥

সেই পুরূরবার মহাবলশালী 'আয়ুঃ' নামে শ্রীমান্ এক পুত্র জন্মিল, তাহার পুত্র ইন্দ্রতুল্য কান্তি-সম্পন্ন 'নহুষ' ॥ ২৬ ॥

স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র বৃত্রের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিয়া ইন্দ্রপদ হইতে ভ্রষ্ট হইলে সেই নহুষ শত-সহস্র বৎসর ইন্দ্ররাজ্য শাসন করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

তখন সুভ্রূ উর্ব্বশী সেই শাপে রোদন করিতে করিতে নরলোকে গমন করত তথায় বহু বৎসর বাস করিলেন এবং শাপাবসানে পুনরায় ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন ॥ ২৮ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে উর্ব্বশীশাপ-নামক
৫৮শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

১। ছ 'ভু'। ২। ছ '-ধিতম্'। ৩। ছ 'চারুদতী'।

(৫৯) ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ

তাং শ্রুত্বা দিব্যসংকাশাং কথামদ্ভুতদর্শনাম্।
লক্ষ্মণঃ পরমপ্রীতো রাঘবং পুনরব্রবীৎ ॥ ১ ॥
নিক্ষিপ্তদেহৌ কাকুৎস্থ কথং তৌ দ্বিজপার্থিবৌ।
পুনর্দ্দেহেন সংযোগমীয়তুর্দ্দেবসংমিতৌ ॥ ২ ॥
তস্য তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
তাং কথাং কথয়ামাস বশিষ্ঠক্ষিতিনাথয়োঃ ॥ ৩ ॥
যঃ স কুম্ভো নরশ্রেষ্ঠ তেজঃপূর্ণো মহাত্মনঃ।
তস্মাৎ তেজোময়ৌ বিপ্রৌ সম্ভূতাবৃষিসত্তমৌ ॥ ৪ ॥
অগস্ত্যস্তত্র ভগবান্ সংবভূবাগ্রজো মুনিঃ।
নাহং পুত্রস্তবেত্যুক্ত্বা তস্মাৎ কুম্ভাদ্ব্যপাক্রমৎ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। অদ্ভুতং দর্শনং বুদ্ধির্যস্যাস্তাম্।

৫। লো-টী। তবকুম্ভ তত্র তস্মিন্ কুম্ভে যত্তেজো মিত্রস্য সমাহিতং স্থিতং তত্তেজো বশিষ্ঠঃ সমভবদিত্যন্বয়ঃ। অস্মিন্ পক্ষে "যদ্বৈ তেজস্তু মিত্রেণ উর্বশ্যাং পূর্বমাহিতং তস্মিন্ সমভবৎ কুম্ভে তত্তেজো যত্র বারুণমি"তি সর্ব্বজ্ঞসম্মতপাঠে যদ্বৈ যচ্চ পূর্ব্বসঙ্গমাদুর্বশ্যাং তেজঃ আহিতং সমর্পিতং যত্তু বারুণং তেজঃ সমভবৎ তদুভয়ং তেজস্তয়া ভাবনিবেশাদেকীকৃত্য তস্মিন্ কুম্ভে আহিতমিত্যন্বয় ইতি সর্ব্বজ্ঞঃ।

লক্ষ্মণ সেই বিচিত্ররূপে প্রতীয়মান মনোরম উপখ্যান শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া রামচন্দ্রকে পুনরায় বলিলেন—॥ ১ ॥

হে কাকুৎস্থ, সেই দেবতুল্য ব্রাহ্মণ এবং রাজা দেহ-বিহীন হইয়া কিরূপে পুনরায় দেহ লাভ করিলেন ॥ ২ ॥

সত্যপরাক্রম রাম লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া নৃপতি নিমি এবং বশিষ্ঠদেবের সেই বিবরণ [পুনরায়] বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥

হে নরশ্রেষ্ঠ, মহাত্মা বরুণের বীর্য্যপূর্ণ সেই যে কুম্ভ; তাহা হইতে ঋষিশ্রেষ্ঠ তেজোময় ব্রাহ্মণদ্বয় সমুদ্ভূত হইলেন ॥ ৪ ॥

অগস্ত্যমুনি সেই কুম্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া

১। ছ 'বাক্যম-'। ২। ছ 'পার্থিবখিলো'। ৩। ছ '-গং জগ্মতুর্দেবসমত্তে'। ৪। ছ '-ত্মনোঃ। ৫। ছ 'সমুদ্ভূতৌ মহাপ্রভৌ'।

তস্মৈ তেজস্তু মিত্রেণ উর্ব্বশ্যাঃ পূর্ব্বমাহিতম্।
তস্মিন্[১] সমভবৎ কুম্ভে তত্তেজো যত্র বারুণম্ ॥ ৬ ॥

কস্যচিত্ত্বথ[২] কালস্য মিত্রাবরুণসম্ভবঃ।
বশিষ্ঠস্তেজসা যুক্তো জজ্ঞে ইক্ষ্বাকুদৈবতম্[৩] ॥ ৭ ॥

তমিক্ষ্বাকুর্ম্মহাতেজা জাতমাত্রমনিন্দিতম্[৪]।
বব্রে পুরোধসং সৌম্য[৫] বংশস্যাস্য ভবায় নঃ ॥ ৮ ॥

এবং[৬] ত্বপূর্ব্বদেহস্য বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
কথিতোঽধিগমঃ[৭] সৌম্য নিমেঃ শৃণু যথাঽভবৎ ॥ ৯ ॥

৯। লো-টী অধিগমঃ প্রাপ্তিঃ। 'নির্গম' ইতি পাঠে উৎপত্তিঃ। যথাতথং যেন তেন প্রকারেণ দেহোৎপত্তিঃ, শৃণু তৎ। 'যথাভবদি'তি বা পাঠঃ।

'আমি তোমার পুত্র নহি' এই কথা বলিয়া সেই কুম্ভ হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৫ ॥

যে কুম্ভে বরুণ-বীর্য্য ছিল, সেই কুম্ভে পূর্ব্বেই উর্ব্বশীর উদ্দেশ্যে মিত্রদেব সেই বীর্য্য নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

কিছুকাল পরে মিত্র এবং বরুণের বীর্য্য-সমুদ্ভূত ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের কুলদেবতা তেজস্বী বশিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৭ ॥

অনিন্দনীয় সেই বশিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করিবামাত্র মহাতেজস্বী ইক্ষ্বাকু আমাদের এই বংশের মঙ্গলের জন্য তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন ॥ ৮ ॥

হে সৌম্য, মহাত্মা বশিষ্ঠের নূতন দেহলাভের বিষয় এই বলিলাম, [এক্ষণে] নিমির যাহা হইয়াছিল, শ্রবণ কর ॥ ৯ ॥

১। ছ 'যত্র'। ২। ছ 'কালেন কেনচিত্তস্মাৎ'। ৩। ছ 'ত্বিক্ষ্বাকু-'। ৪। ছ '-হিতং'। ৫। ক 'মুখাবহম্'। ৬। ছ 'এব তে'। ৭। ছ 'নিগমঃ'।

দৃষ্ট্বা বিদেহং রাজানমৃষয়ঃ সর্ব্ব এব তে।
তং[১] চ তে যাজয়ামাসুর্যজ্ঞদীক্ষাং[২] মনীষিণঃ ॥ ১০ ॥
[৩]নরেন্দ্রস্যাথ তদ্দেহমরক্ষন্নৃষিপুঙ্গবাঃ।
বরৈর্মাল্যৈশ্চ গন্ধৈশ্চ পূজয়ন্তো মুহুর্মুহুঃ ॥ ১১ ॥
ততো যজ্ঞসমাপ্তৌ তু দেবাস্তত্র সমাযযুঃ।
আগতাঃ পরমাং তুষ্টিং ঋষিভিস্তে[৪] সমেত্য চ ॥ ১২ ॥
সুপ্রীতাস্তে সুরাঃ সর্ব্বে [৫]নিমেরাত্মানমব্রুবন্।
বরং[৬] বৃণীষ্ব রাজর্ষে ক্ব তে জন্ম বিধীয়তাম্ ॥ ১৩ ॥
এবমুক্তঃ সুরৈঃ সর্ব্বৈরুবাচাত্মা[৭] নিমেস্তদা।
নেত্রেষু সর্ব্বভূতানাং বসেয়ং সুরসত্তমাঃ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। যাবদ্দীক্ষাং যজ্ঞদীক্ষাসমাপ্তিকালমার্থস্থ (?)।
১১। লো-টী। ঋষিভিঃ সহ সমেত্য মিলিত্ব্য পরমাং তুষ্টিমাগতাঃ প্রাপ্তাঃ।
১৩। লো-টী। তে সুরাঃ তে চ ঋষয়ঃ, নিমেরাত্মানং দেহম্। বিধীয়তাং বিধাতব্যম্।

মনীষী ঋষিগণ সকলে রাজা নিমিকে দেহবিহীন দেখিয়া তাঁহাকেই যজ্ঞে যাজন করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

ঋষিপুঙ্গবগণ নৃপতির সেই দেহ উৎকৃষ্ট, মাল্য এবং গন্ধ দ্বারা পুনঃ পুনঃ পূজা করত রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে দেবগণ তথায় আসিয়া ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন ॥ ১২ ॥

সেই দেবগণ সকলে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নিমির আত্মাকে বলিলেন, রাজর্ষে, বর গ্রহণ কর, কোথায় তোমার জন্ম বিধান করিব? ॥ ১৩ ॥

সমস্ত দেবগণ এইরূপ বলিলে নিমি রাজার আত্মা উত্তর করিল—হে দেবপ্রধানগণ, আমি সমস্ত প্রাণীর নেত্রে বাস করিব ॥ ১৪ ॥

১। ছ 'তথৈব'। ২। ছ '-দীক্ষা সমাপ্যতে'। ৩। ছ 'তঞ্চ দেহং নরেন্দ্রস্য তেহরক্ষন্ মুনিপু-'। ৪। ছ '-স্তৈঃ সমেত্য চ'। ৫। ছ 'নিমিং রাজানমব্রুবন্'। ৬। ছ 'বৃণু ত্বং'। ৭। ছ '-র্নিমেশ্চেতনস্তোহব্রবীৎ'।

[১]বাঢ়মিত্যেব তং দেবা নিমেরাত্মানমব্রুবন্।
নেত্রেষু সর্ব্বভূতানাং বায়ুভূতশ্চরিষ্যসি ॥ ১৫ ॥
[২]নিমেষিষ্যন্তি চক্ষূংষি ত্বৎকৃতেনৈব দেহিনঃ।
বায়ুভূতেন চরতা বিশ্রামার্থং মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ১৬ ॥
এবমুক্ত্বা তু বিবুধাঃ সর্ব্বে জগ্ম[৩]র্যথাগতম্।
ঋষয়োঽপি মহাত্মানো নিমিদেহং [৪]মমন্থিরে ॥ ১৭ ॥
[৫]অরণিং তস্য দেহাত্তু মন্থানং চাপি চক্রিরে।
মন্ত্রহোমৈর্ম্মহাত্মানঃ পুত্রহেতোর্নিমেস্ত[৬]দা ॥ ১৮ ॥

১৬। লো-টী। বায়ুভূতেন বায়ুস্বরূপেণ নেত্রেষু চরতা গচ্ছতা, ত্বৎকৃতেন তব যৎ কৃতং ক্রিয়া তেন নিমেষিষ্যন্তি নিমেষং করিষ্যন্তি বিশ্রামার্থং শ্রমনাশার্থং সুখার্থমিতি যাবৎ। উক্তঞ্চ শ্রীভাগবতে—'বিদেহ উষ্যতাং তাবল্লোচনেষু শরীরিণাম্, উন্মেষণনিমেষাভ্যাং লক্ষিতো হ্যাত্মসংস্থিত' ইতি।

১৮। লো-টী। মন্ত্রহোমৈর্ম্মন্ত্রপূর্ব্বকহোমৈঃ অরণিং মন্থানঞ্চ চক্রিরে।

দেবগণ নিমির আত্মাকে বলিলেন—তথাস্তু, তুমি বায়ুরূপে সর্ব্বপ্রাণীর নেত্রে বিচরণ করিবে ॥ ১৫ ॥

বায়ুরূপে নেত্রে বিচরণকারী তোমার কার্য্যের ফলেই বিশ্রামার্থ প্রাণিগণ পুনঃ পুনঃ চক্ষুর নিমেষ ফেলিবে ॥ ১৬ ॥

দেবগণ সকলে এইরূপ বলিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা ঋষিগণও নিমির দেহ মন্থন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

মহাত্মা ঋষিগণ তখন নিমির পুত্রের জন্য মন্ত্রপূর্ব্বক হোমদ্বারা তাঁহার দেহ হইতে অরণি এবং মন্থানদণ্ড প্রস্তুত করিলেন ॥ ১৮ ॥

১। ছ 'বিবুধা নিমিচেতস্ততোঽব্রু-'। ২। ছ 'ত্বৎকৃতে নিমিষিষ্যন্তি বিশ্রামার্থং মুহুর্মুহুঃ। ছ 'চক্ষূংষি সর্ব্বভূতানাং বায়ুভূতশ্চরিষ্যসি'। ৩। ছ '-হগচ্ছন্ যথা-'। ৪। ছ 'নিমের্দ্দেহং'। ৫। ছ 'তত্র নিষ্কিপা'। ৬। ছ '-স্তথা'।

অরণ্যাং মথ্যমানায়াং প্রাদুর্ভূতো যতশ্চ সঃ।
অতো মিথিরিতি[১] খ্যাতো জননাজ্জনকোঽভবৎ ॥ ১৯ ॥
বিদেহশ্চাভবদ্ যস্মান্মহাত্মা স মহাতপাঃ।
তস্মাদ্বিদেহাঃ প্রোচ্যন্তে সর্ব্বে তদ্বংশজা নৃপাঃ ॥ ২০ ॥
এবং বিদেহরাজস্তু[২] পূর্ব্বকো জনকোঽভবৎ।
মিথির্নাম[৩] মহাবীর্য্যো যেন সা মিথিলাঽভবৎ ॥ ২১
ইতি সর্ব্বমশেষতো ময়া তে কথিতং সম্ভবকারণং তু সৌম্য।
নৃপপুঙ্গবশাপজং[৪] দ্বিজস্য দ্বিজশাপাদ্ যদভূচ্চ বৈ নৃপস্য ॥ ২২ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মিথিসম্ভবো নাম
ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৫৯ ॥

২২। লো-টী। সম্ভবো জন্ম।

মিথিসম্ভবঃ ॥ ৫৯ ॥

অরণি মন্থন করিতে করিতে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'মিথি' নামে এবং অপূর্ব্ব জন্ম হেতু 'জনক' নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ১৯ ॥

যেহেতু সেই মহাতপস্বী মহাত্মা নিমি বিদেহ (অর্থাৎ দেহ-বিহীন) হইয়াছিলেন, সেইজন্য তদ্‌বংশসম্ভূত সমস্ত নৃপতিদিগকে লোকে 'বিদেহ' বলে ॥২০॥

এইরূপে মহাবীর্য্যশালী মিথি নামে বিখ্যাত পূর্ব্ববর্ত্তী বিদেহরাজ জনক হইলেন এবং সেই নামানুসারে তাঁহার রাজ্যের নাম মিথিলা হইল ॥ ২১ ॥

হে সৌম্য, রাজশ্রেষ্ঠ নিমির শাপের ফলে বশিষ্ঠের এবং বশিষ্ঠের শাপের ফলে নৃপতি নিমির যেরূপে জন্ম হইয়াছিল,—সেই সমস্তই আমি তোমার নিকট সম্পূর্ণরূপে বলিলাম ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মিথিসম্ভব-নামক
৫৯তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

১। ছ 'প্রোক্তো'। ২। ছ 'জনকঃ পূর্ব্বকোঽভবৎ'। ৩। ছ '-তেজা বলোসৌ'। ৪। ছ '-শাপাচ্চ যদদ্ভুতং নৃপস্য'।

(৬০) ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

এবং ব্রুবতি[1] রামে তু লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।
পুনরেব[2] মহাত্মানমুবাচামিতবিক্রমম্[3] ॥ ১ ॥
মহদদ্ভুতমেতদ্ধি[4] বিদেহেষু পুরাতনম্।
বৃত্তং বৈ রাজশার্দ্দূল বশিষ্ঠস্য নিমেশ্চ[5] হ ॥ ২ ॥
নিমিস্তু[6] ক্ষত্রিয়ঃ শূরো বিশেষেণ চ দীক্ষিতঃ।
ন ক্ষমামকরোৎ কস্মাদ্বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩ ॥
এবং ব্রুবতি বীরে তু লক্ষ্মণে পুনরব্রবীৎ।
রামো রময়তাং শ্রেষ্ঠো ভ্রাতরং দীপ্ততেজসম্ ॥ ৪ ॥

২। লো-টী। 'মহদদ্ভুতমেত'দিতি পাঠঃ। 'মহদদ্ভুতমাশ্চর্য্য'মিতি পাঠে অত্যুৎসাহে একার্থোক্তিঃ। লহ একদৈব, নিমের্নিমিনা।

৪। লো-টী। রময়তাং প্রীতিং জনয়তাং মধ্যে।

[লো-টী]। সর্বত্র ন প্রদৃশ্যতে কুত্রচিদেব দৃশ্যতে। যথাচ ক্ষত্রিয়েণৈব ক্ষান্তম্।

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে অমিতবিক্রমশালী শত্রুবীর-নিহন্তা লক্ষ্মণ পুনরায় মহাত্মা রামচন্দ্রকে বলিলেন—॥ ১ ॥

রাজেন্দ্র, বিদেহদেশে বশিষ্ঠ এবং নিমির এই পুরাতন বৃত্তান্ত অতিশয় আশ্চর্য্যজনক ॥ ২ ॥

নিমি ক্ষত্রিয় রাজা এবং বীর, বিশেষতঃ যজ্ঞ-দীক্ষিত, তিনি মহাত্মা বশিষ্ঠকে ক্ষমা করিলেন না কেন ? ॥ ৩ ॥

বীর লক্ষ্মণ এইরূপ বলিলে অতিশয় রমণীয় রাম তেজোদীপ্ত ভ্রাতাকে বলিলেন—॥ ৪ ॥

১। ছ 'বদতি কাকুৎস্থে'। ২। ছ 'প্রত্যুবাচ'। ৩। চ '-মং জ্বলন্তমিব তেজসা'। ৪। ছ '-মাশ্চর্য্যং'। ৫। ছ 'যৎ'। ৬। ছ '৩.৪র্থ শ্লোকয়োঃ স্থানে 'লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্তু রামো রময়তাং বরঃ। উবাচ লক্ষ্মণং বাক্যং সর্ব্ববাক্যবিশারদঃ। ন ক্ষমা বীর সর্ব্বত্র পুরুষে বৈ প্রদৃশ্যতে। যথা চ ক্ষত্রিয়েণৈব ক্ষান্তং বিপ্রস্য তচ্ছৃণু' ॥ ইতি পাঠঃ।

সৌমিত্রে দুঃসহঃ ক্রোধো যথা ক্ষান্তো যযাতিনা।
সত্ত্বানুগং পুরস্কৃত্য তন্নিবোধ সমাহিতঃ ॥ ৫ ॥
নহুষস্য সুতো রাজা[১] যযাতিঃ[২] পৌরশাসনঃ।
[৩]তস্য ভার্য্যাদ্বয়ং সৌম্য রূপেণাপ্রতিমং ভুবি ॥ ৬ ॥
একা তু তস্য রাজর্ষের্ব্বহুমানপুরস্কৃতা।
শর্ম্মিষ্ঠা নাম দয়িতা দুহিতা বৃষপর্ব্বণঃ ॥ ৭ ॥
সুতা[৪] চোশনসঃ পত্নী দ্বিতীয়া সাঽভবৎ প্রভোঃ[৫]।
ন তু সা দয়িতা রাজ্ঞো দেবযানী সুমধ্যমা ॥ ৮ ॥
দেবগর্ভোপমং পুত্রং প্রথিতং স্বেন তেজসা।
শর্ম্মিষ্ঠাঽজনয়ৎ পূরুং দেবযানী যদুং তথা ॥ ৯ ॥
পূরুস্তু দয়িতো রাজ্ঞো গুণৈর্মাতৃকৃতেন চ।
ততো দুঃখসমাবিষ্টো যদুর্মাতরমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥

৫। লো-টী। তামেবাহ—'সৌমিত্রে' ইতি।
৯। লো-টী। দেবগর্ভোপমং দেবপুত্রতুল্যম্। পুত্রং পূরুম্, কচিদ্ 'গর্ভ'মিতি পাঠঃ।

লক্ষ্মণ! যযাতি সত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক যেরূপ দুঃসহ ক্রোধ দমন করিয়াছিলেন, তুমি সমাহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ কর ॥ ৫ ॥

নহুষের পুত্র পৌরজনপ্রতিপালক মহারাজ যযাতির ভূমণ্ডলে অতুলনীয়া সৌন্দর্য্যশালিনী দুই ভার্য্যা ছিলেন ॥ ৬ ॥

তন্মধ্যে একটি বৃষপর্ব্বার কন্যা, নাম শর্ম্মিষ্ঠা, তিনি রাজর্ষি যযাতির অতিশয় সম্মানিতা এবং প্রিয়তমা ছিলেন ॥ ৭ ॥

দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন শুক্রের কন্যা সুমধ্যমা দেবযানী, তিনি মহারাজের তাদৃশ প্রিয়তমা ছিলেন না ॥ ৮ ॥

শর্ম্মিষ্ঠা, স্বীয় প্রতাপে প্রসিদ্ধ দেবপুত্রতুল্য 'পূরু' নামে এক পুত্র প্রসব করেন এবং দেবযানী 'যদু' নামে এক পুত্র প্রসব করেন ॥ ৯ ॥

নিজের গুণে এবং মাতার জন্যও পূরু মহারাজ যযাতির প্রিয়পাত্র হইয়া-

১। ছ 'বীর্য্যো'। ২। ছ '-রিতি বিশ্রুতঃ'। ৩। ছ 'আসীদ্ভার্য্যাদ্বয়ং তস্য'। ৪। ক 'উশনসঃ'। ৫। ছ 'প্রভো'।

ভার্গবস্য কুলে জাতা শুক্রস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
সহস্যেবংবিধং দুঃখমপমানঞ্চ দুঃসহম্ ॥ ১১ ॥
তে[১] বয়ং সহিতা মাতঃ প্রবিশামো হুতাশনম্।
রাজা তু রমতাং সার্দ্ধং দৈত্যপুত্র্যা যথাসুখম্ ॥ ১২ ॥
যদি বা সহনীয়ং তে মামনুজ্ঞাতুমর্হসি।
ক্ষম ত্বং ন ক্ষমিষ্যেঽহং মরিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥
পুত্রস্য ভাষিতং শ্রুত্বা আর্ত্তস্য[২] রুদতো ভৃশম্।
দেবযানী সুসংক্রুদ্ধা সস্মার পিতরং তদা ॥ ১৪ ॥
ইঙ্গিতং[৩] স তু বিজ্ঞায় দুহিতুর্ভগবান্[৪] মুনিঃ।
ভার্গবঃ[৫] সোঽগমৎ তত্র দেবযানী তু যত্র সা ॥ ১৫ ॥

১১। লো-টী। অপমানম্ অনাদরম্।

১৩। লো-টী। অনুজ্ঞাতুম্ অন্যত্র গন্তুম্ অনুজ্ঞাং দাতুম্, অগ্নিং প্রবেষ্টুং বা। 'ইত্যুক্ত্বা সোঽভ্যরোরবীদি'তি পাঠঃ। 'মরিষ্যামি ন সংশয়' ইতি বা।

১৫। লো-টী। ইঙ্গিতং স্মরণরূপম্।

ছিলেন, যদু তাহাতে দুঃখিত হইয়া মাতাকে বলিলেন—॥ ১০ ॥

অক্লিষ্টকর্ম্মা ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য্যের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনি এতাদৃশ দুঃসহ দুঃখ এবং অপমান সহ্য করিতেছেন। ॥ ১১ ॥

মাতঃ! [আসুন,] আমরা মিলিত হইয়া অনলে প্রবেশ করি, মহারাজ দৈত্য-তনয়ার (শর্ম্মিষ্ঠার) সহিত সুখে সংসার করুন ॥ ১২ ॥

অথবা ইহা যদি আপনার সহ্য হয় তবে আপনি ক্ষমা করুন, আমি ক্ষমা করিব না; আমাকে অনুমতি করুন, আমি নিশ্চয়ই মরিব ॥ ১৩ ॥

তখন পরম দুঃখিত রোরুদ্যমান পুত্রের কথা শুনিয়া দেবযানী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পিতাকে স্মরণ করিলেন ॥ ১৪ ॥

তখন ভগবান্ ভার্গবমুনি কন্যার অভিপ্রায় বিদিত হইয়া দেবযানীর

১। ছ 'তাবুভৌ সহিতৌ দেবি প্রবিশাবো হুতাশনম্'। ২। ছ 'ভৃশমার্ত্তস্য রোদতঃ'। ৩। ছ 'চিন্তিতং'। ৪। ছ '-ভার্গবো'। ৫। ছ 'অগমৎ ত্বরিতং'।

দৃষ্ট্বা চাপ্রকৃতিস্থাং তামপ্রহৃষ্টামচেতনাম্ ।
পিতা দুহিতরং বাক্যং কিমেতদিতি চাব্রবীৎ[১] ॥ ১৬ ॥
[২]পৃচ্ছন্তমসকৃৎ তং তু ভার্গবং দীপ্ততেজসম্[৩] ।
দেবযান্যথ[৪] সংক্রুদ্ধা পিতরং প্রত্যুবাচ[৫] হ ॥ ১৭ ॥
অহমগ্নিং বিষং তীক্ষ্ণমপো[৬] বা দ্বিজসত্তম ।
[৭]ভক্ষয়িষ্যে প্রবেক্ষ্যে বা ন তু শক্ষ্যামি জীবিতুম্ ।
অনুমন্যস্ব মাং তাত দুঃখিতামপমানিতাম্ ॥ ১৮ ॥
বৃক্ষং হি সমবজ্ঞায় বধ্যন্তে বৃক্ষবাসিনঃ ।
ত্বয্যবজ্ঞাং করোত্যেষ পরং পরিভবং তথা ।
যস্মাং রাজাবজানীতে[৮] ন চাপি বহু মন্যতে ॥ ১৯ ॥

১৮। লো-টী। ভজিষ্যে সেবিষ্যে। অনুমন্যস্ব অনুজ্ঞাং দেহি।

১৯। লো-টী। যথা বৃক্ষং সমবজ্ঞায় ছিত্ত্বা আরুহ্য বা বৃক্ষবাসিনঃ পক্ষিসুতা বধ্যন্তে, তথৈব ত্বয্যবজ্ঞাং বিধায় মম পরিভবং করোতীত্যর্থঃ।

নিকটে আগমন করিলেন ॥ ১৫ ॥

পিতা শুক্রাচার্য্য দুহিতাকে অপ্রকৃতিস্থা অপ্রফুল্লা এবং ক্ষুব্ধচিত্তা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহার কারণ কি? ॥ ১৬ ॥

দীপ্ততেজাঃ ভার্গব পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবযানী অতিশয় ক্রোধের সহিত পিতার কথার প্রত্যুত্তর করিলেন ॥ ১৭ ॥

হে পিতঃ, হে দ্বিজসত্তম, দুঃখিতা এবং অপমানিতা আমাকে অনুমতি দিন, আমি উগ্র বিষ ভক্ষণ করিব অথবা অনলে প্রবেশ করিব, আমি কিছুতেই জীবন ধারণ করিতে পারিব না ॥ ১৮ ॥

যেরূপ [ব্যাধ] বৃক্ষকে অবজ্ঞা করিয়া বৃক্ষবাসী পক্ষীদিগকে বধ করে,

১। ছ 'সোঽব্রবীৎ'। ২। ছ 'অসকৃচ্চৈব পৃচ্ছন্তং'। ৩। ছ 'মুনিপুঙ্গবম্'। ৪। ছ '-যানী সুসং-'। ৫। ছ 'বাক্যমব্রবীৎ'। অতঃ পরং ছ 'বাষ্পবিক্লবয়া বাচা কৃপা দৈন্যসমন্বিতা' ইত্যধিকম্। ৬। ছ 'শস্ত্র-'। ৭। ছ 'দুঃখেনানেন সন্তপ্তা ভজিষ্যে জাতমস্তু তে'। ৮। ক 'রাজাবমানীতে'।

তস্যাস্তদ্বচনং[1] শ্রুত্বা ক্রোধেনাভিপরিপ্লুতঃ।
[2]উশনা নাহুষং বাক্যং ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রমে ॥ ২০ ॥
[3]অবজানাসি যস্মাৎ ত্বং সুতাং মে নহুষাত্মজ।
তস্মাত্ত্বং জরয়া জীর্ণঃ শৈথিল্যমুপযাস্যসি ॥ ২১ ॥
এবমুক্ত্বা স রাজানং সমাশ্বাস্য চ তাং সুতাম্।
পুনর্জ্জগাম বিপ্রর্ষির্ভবনং স্বং মহাযশাঃ[4] ॥ ২২ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে যযাতিশাপো নাম
ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬০ ॥

২০। লো-টী। অভিপরিপ্লুতঃ অভিব্যাপ্তঃ।
যযাতিশাপঃ ॥ ৬০ ॥

সেইরূপ এই রাজা আপনার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া আমাকে অতিশয় দুঃখ দিতেছেন, যেহেতু আমাকে অবজ্ঞা করেন, সম্মান করেন না ॥ ১৯ ॥

কন্যার সেই কথা শ্রবণ করিয়া শুক্রাচার্য্য ক্রোধান্ধ হইয়া নহুষাত্মজ যযাতিকে বলিতে লাগিলেন—॥ ২০ ॥

নহুষ-নন্দন, তুমি যেহেতু আমার কন্যাকে অবজ্ঞা করিতেছ, সেইহেতু তুমি জরাজীর্ণ হইয়া শৈথিল্য (বিকলতা) প্রাপ্ত হইবে ॥ ২১ ॥

সেই মহাযশস্বী বিপ্রর্ষি শুক্রাচার্য্য রাজা যযাতিকে এইরূপ শাপ দিয়া দুহিতাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় নিজগৃহে গমন করিলেন ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে যযাতিশাপ-নামক
৬০তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

১। ক '-নাপি'। ২। ছ 'ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রাম ভার্গবো নহুষাত্মজম্'। ৩। ছ 'যস্মাদ্মে তনয়াং মোহাদবজানাসি নাহুষাৎ'। ৪। অতঃ পরং ছ 'স এবমুক্ত্বা দ্বিজপুঙ্গবাগ্র্যঃ সুতাং সমাশ্বাস্য চ দেবযানীম্। পুনর্যযৌ সূর্য্যসমানতেজা দত্ত্বা চ শাপং নহুষাত্মজায়'। ইত্যধিকম্।

(৬১) একষষ্টিতমঃ সর্গঃ

শ্রুত্বা[১] তূশনসং ক্রুদ্ধং তদার্তো[২] নহুষাত্মজঃ।
জরাং পরমিকাং প্রাপ্য যদুং বচনমব্রবীৎ ॥ ১ ॥
জরা[৩] ত্বয়েয়ং ধর্ম্মজ্ঞ মদর্থং পরিগৃহ্যতাম্।
ত্বয়ি সংক্রাম্য দুর্ব্বারাং রংস্যে ভোগৈর্যথাসুখম্ ॥ ২ ॥
ন তাবৎ কৃতকৃত্যোঽস্মি বিষয়েঽস্মিন্[৪] নরর্ষভ।
অনুভূয় যথাকামং পুনঃ প্রাপ্স্যাম্যহং জরাম্ ॥ ৩ ॥
পিতুস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ যদুস্তদা।
পুত্রস্তে দয়িতঃ পূরুরসৌ[৫] গৃহ্লাত্বিমাং জরাম্ ॥ ৪ ॥
বহিষ্কৃতোঽহমর্থেষু[৬] তব[৭] পার্থিবসত্তম।
প্রতিগৃহ্লাতু তে রাজন্ যৈঃ[৮] সহাশ্নাসি ভোজনম্ ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। ভোগৈঃ স্রক্‌চন্দনাদিভিঃ।
৩। লো-টী। অস্মিন্ বিষয়ে যাবন্ন কৃতকৃত্যোঽস্মি তাবদ্ জরেয়ং প্রতিগৃহ্যতামিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ।
৫। লো-টী। অর্থেষু সর্ব্বপ্রয়োজনেষু। ভোজনম্ অর্থম্।

শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া নহুষ-নন্দন যযাতি অতিশয় কাতর হইলেন, তিনি অতিশয় জরাপ্রাপ্ত হইয়া পুত্র যদুকে বলিলেন—॥ ১ ॥

হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি আমার জন্য এই জরাভার গ্রহণ কর, আমি তোমাতে এই দারুণ জরাভার সংক্রামিত করিয়া যথাসুখে ভোগলালসা চরিতার্থ করিব ॥ ২ ॥

হে নরর্ষভ! আমি এই বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত হই নাই, অতএব ইচ্ছানুসারে বিষয় ভোগ করিয়া পুনরায় জরা গ্রহণ করিব ॥ ৩ ॥

যদু পিতার কথা শুনিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, পূরু আপনার প্রিয় পুত্র, সে-ই এই জরা গ্রহণ করুক ॥ ৪ ॥

হে রাজসত্তম, আমি আপনার সমস্ত প্রয়োজন হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি,

১। ছ 'জ্ঞাত্বা'। ২। ছ 'শ্রুতার্থো'। ৩। ছ 'যদো জরেয়ং'। ৪। ছ '-য়েষু নরোত্তম'। ৫। ছ 'পুরুঃ প্রতিগৃহ্লাত্বিমাং'। ৬। ছ 'বহিঃকৃতো'। ৭। ছ 'ত্বয়া সর্ব্বেষু পার্থিব'। ৮। ছ 'যৈরশ্নাসি সুখং সহ'।

এবমুক্তস্তু পুত্রেণ যদুনা পুরুষর্ষভঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ ক্রুদ্ধোঽত্যর্থং তমাত্মজম্ ॥ ৬ ॥
রাক্ষসস্ত্বং ময়া জাতঃ পুত্ররূপো [১]দুরাত্মবান্।
[২]আজ্ঞাং যন্ন করোসি ত্বং প্রজ্ঞয়া বিফলীকৃতঃ ॥ ৭ ॥
[৩]পুত্রোঽনিযোজ্যো ভূত্বা ত্বং যস্মান্মামবমন্যসে।
রাক্ষসান্ যাতুধানাংস্ত্বং জনয়িষ্যসি দারুণান্ ॥ ৮ ॥
[৪]তব সোমকুলো[৫]দ্ভূতো [৬]বংশো হাস্যতি দুর্ম্মতে।
ভবিতা ন চ [৭]বংশোঽপি দুর্বিনীতশ্চিরং তব ॥ ৯ ॥

৭। লো-টী। প্রজ্ঞয়া বুদ্ধ্যা সত্যাপি বিফলীকৃতঃ ভগ্নমনোরথঃ কৃতঃ।
৮। লো-টী। যাতুধানান্ নিশাচরান্ রাক্ষসান্ চণ্ডানুগ্রানিত্যর্থঃ, দারুণান্ হিংসকান্।
৯। লো-টী। ন চ তব বংশো ভবিতা ভবিষ্যতি, ভবিষ্যতি চেদ্দুর্বিনীতো ভবিষ্যতি।

আপনি যাহাদের সহিত ভোগ্যবস্তু ভোগ করেন, তাহারা আপনার জরা গ্রহণ করুক ॥ ৫ ॥

পুত্র যদু এইরূপ বলিলে পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী যযাতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিলেন—॥ ৬ ॥

তুমি আমার ঔরসে পুত্ররূপী দুরাত্মা রাক্ষস জন্মগ্রহণ করিয়াছ, যেহেতু তুমি আমার আদেশ প্রতিপালন করিতেছ না। তোমার প্রজ্ঞার কোন ফলোদয় হয় নাই ॥ ৭ ॥

তুমি পুত্র হইয়াও অবাধ্য হইয়া যেহেতু আমাকে অপমানিত করিয়াছ, সেইজন্য তুমি দারুণ নিশাচর রাক্ষসদিগকে উৎপাদন করিবে ॥ ৮ ॥

চন্দ্রবংশোৎপন্ন [হইয়াও] তোমার বংশ হীন হইবে। তোমার বংশ দুর্ব্বিনীত হইবে এবং চিরস্থায়ী হইবে না ॥ ৯ ॥

১। ছ 'দুরাসদঃ'। ২। ছ 'প্রতিহংসি মমাজ্ঞাং যঃ'। ৩। ছ 'পিতরং গুরুভূতং মাং যস্মাত্ত্বমবমন্যসে'।
৪। ছ 'ন তু'। ৫। ছ '-ৎপন্নো'। ৬। ছ '-শব্দে খ্যাতিমেষ্যতি'। ৭। ছ 'খলু'।

[1]এবমুক্ত্বা স রাজর্ষির্যদুং পূরুমথাব্রবীৎ।
ইয়ং জরা মহাপ্রাজ্ঞ মদর্থে প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ১০ ॥
নাহুষেণৈবমুক্তস্তু পূরুঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি শাসনেঽস্মিন্[2] স্থিতস্তব ॥ ১১ ॥
পূরোর্ব্বচনমাদায়[3] নাহুষঃ পরয়া মুদা।
[4]সংমুক্তোঽভূৎ প্রহৃষ্টশ্চ সংক্রাম্য তু জরাং তদা ॥ ১২ ॥
ততঃ স রাজা তরুণো[5] যজ্ঞান্ বহুবিধান্ বহূন্।
[6]আজহার চ ধর্ম্মাত্মা পালয়ামাস চ প্রজাঃ ॥ ১৩ ॥
অথ দীর্ঘস্য কালস্য রাজা পূরুমথাব্রবীৎ[7]।
[8]আনয়স্ব জরাং পুত্র ন্যাসং নির্য্যাতয়স্ব মে ॥ ১৪ ॥

১২। লো-টী। পরয়া মুদা সংযুক্তোঽভবতঃ, প্রহৃষ্টো বাহ্যতঃ। 'সংক্রাম্যে'ত্যার্ষম্, 'সংক্রম্যে'তি বা পাঠঃ।

১৪। লো-টী। নির্যাতয়স্ব দদস্ব।

রাজর্ষি যযাতি যদুকে এইরূপ বলিয়া 'পূরু'কে বলিলেন—মহাপ্রাজ্ঞ, আমার হইয়া তুমি এই জরা গ্রহণ কর ॥ ১০ ॥

নহুষ-নন্দন যযাতি এইরূপ বলিলে পূরু করযোড়ে বলিলেন—আমি আপনার এই আদেশে বাধ্য আছি, [ইহাতে] আমি ধন্য এবং অনুগৃহীত হইলাম ॥ ১১ ॥

রাজা যযাতি পূরুর কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দের সহিত তাহার দেহে জরা সংক্রামিত করিয়া জরামুক্ত এবং আহ্লাদিত হইলেন ॥ ১২ ॥

পরে সেই ধর্ম্মাত্মা তরুণ রাজা নানাপ্রকার অসংখ্য যজ্ঞ করিলেন এবং প্রজাদিগকে পালন করিলেন ॥ ১৩ ॥

অনন্তর বহুকালের পর রাজা পূরুকে বলিলেন,—পুত্র! আমার গচ্ছিত

১। ছ 'তস্য তদ্ ভাষিতং শ্রুত্বা রাজা পূরুমথ-।'। ২। ছ '-স্মি'। ৩। ছ '-মাজ্ঞায়'। ৪। ছ 'সংক্রাময়ামাস জরাং লেভে হর্ষঞ্চ বীর্য্যবান্'। ৫। ছ '-ণ ঈজে শতসহস্রশঃ'। ৬। ছ 'বহুবর্ষসহস্রাণি মহীং পালিতবাংশ্চ সঃ'। ৭। ছ 'পূরুমুবাচ হ'। ৮। ছ 'আনীয়তাং'।

ন্যাসভূতা ময়া পুত্র জরা[১] সংক্রামিতা ত্বয়ি।
তস্মাৎ[২] প্রতিগ্রহীষ্যামি তামহং না[মা ?]ন্যথা কৃথাঃ ॥ ১৫ ॥
যস্মাৎ ত্বয়া কৃতং বাক্যং মমেদং[৩] পিতৃগৌরবাৎ।
তস্মাৎ ত্বং যশসা যুক্তো রাজ্যং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।
এবমুক্ত্বা[৪] তু রাজর্ষিঃ[৫] স যযাতির্দ্দিবং যযৌ ॥ ১৬ ॥
কারয়ামাস ধর্ম্মেণ রাজ্যং পূরুশ্চ[৬] ধর্ম্মবিৎ।
প্রতিষ্ঠানে পুরবরে মহেন্দ্র[৭] ইব বীর্য্যবান্ ॥ ১৭ ॥
যদুস্তু[৮] জনয়ামাস যাতুধানান্ সহস্রশঃ।
পুরে ক্রৌঞ্চবরে[৯] রাজ্যং বংশং[১০] চৈব চকার সঃ ॥ ১৮ ॥

১৭। লো-টী। প্রতিষ্ঠানে প্রয়াগে।

[লো-টী।] আশ্রমং বানপ্রস্থম্। 'আশ্রমো ব্রহ্মচর্য্যাদৌ বানপ্রস্থে বনে মঠে' ইতি কোষঃ। বনে বানপ্রস্থে।

জরা আনয়ন করিয়া আমাকে প্রদান কর ॥ ১৪ ॥

বৎস! আমি তোমার দেহে জরা গচ্ছিতবস্তুরূপে সংক্রামিত করিয়াছিলাম, সুতরাং তাহা পুনরায় গ্রহণ করিব, তুমি অন্যথা করিও না ॥ ১৫ ॥

যেহেতু তুমি পিতৃ-গৌরব বশতঃ আমার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছ, সেজন্য তুমি যশস্বী হইবে এবং শাশ্বত রাজ্য লাভ করিবে,—এই বলিয়া রাজর্ষি যযাতি স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ পূরু পুরশ্রেষ্ঠ প্রয়াগে বীর্য্যবান্ মহেন্দ্রের ন্যায় ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

এদিকে যদু সহস্র সহস্র রাক্ষস উৎপাদন করিলেন এবং ক্রৌঞ্চবর-নগরে

১। ছ 'ত্বয়ি সংক্রামিতা জরা'। ২। ছ 'পুনরিচ্ছাম্যহং তত্তঃ শীঘ্রং মে প্রতিদীয়তাম্'। ৩। ছ 'মম বৈ'। ৪। ছ 'তমেবমুক্ত্বা'। ৫। ছ 'পূরুং প্রিয়মথাত্মজম্'। অতঃ পরং ছ 'অভিষিচ্য চ রাজ্যে তং বিবেশাশ্রমমাত্মবান্। ততঃ কালেন মহতা তস্মিন্ পুণ্যে বসন্ বনে। পুণ্যকর্ম্মা স রাজর্ষির্যযাতিস্ত্রিদিবং যযৌ'। ইত্যধিকম্। ৬। ছ 'পূরুস্তু'। ৭। ছ 'কাশীরাজো মহাযশাঃ'। ৮। ছ 'যদুশ্চ'। ৯। ছ '-বনে'। ১০। ছ 'বহুবর্ষাংশ্চকার'।

১
যযাতির্নৈষ শাপাগ্নিঃ সৃষ্টঃ কাব্যেন লক্ষ্মণ।
২
ধারিতঃ ক্ষাত্রধর্ম্মেণ নিমিনা তু ন ধারিতঃ ॥ ১৯ ॥

এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং সর্ব্বকার্য্যনিদর্শনম্।
৩ ৪
বর্ত্তিতব্যং তথা সৌম্য যথা দোষো ন মে ভবেৎ ॥ ২০ ॥

৫
ইতি কথয়তি রামে চন্দ্রতুল্যাননে তু প্রবিরলতরতারং ব্যোম জজ্ঞে তদানীম্।
৬ ৭
অরুণকিরণরক্তা দিগ্ বভৌ চৈব সর্ব্বা কুসুমরসবিরক্তং বস্ত্রমাগুণ্ঠিতেব ॥২১॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পুরোরভিষেকো নাম
একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬১ ॥

২০। লো-টী। সর্বকার্য্যনিদর্শনং সর্বকার্য্যস্য নিদর্শনং যথা ভবতি তথা বর্ত্তিতব্যম্।

২১। লো-টী। প্রকৃষ্টা বিরলা তারা যস্মিন্ তৎ, কুসুমরসেন বিরক্তং বিশেষেণ লোহিতম্, আগুণ্ঠিতেব পরিদধতীব।

পুরোরভিষেকঃ ॥ ৬১ ॥

রাজ্য ও বংশ স্থাপন করিলেন ॥ ১৮ ॥

হে লক্ষ্মণ, যযাতি শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত শাপাগ্নি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিমি তাহা করেন নাই ॥ ১৯ ॥

হে সৌম্য, তোমার নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম; যাহাতে সমস্ত কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি থাকে এবং আমার কোনরূপ দোষ না হয়, সেইরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য ॥ ২০ ॥

চন্দ্রতুল্যানন রামচন্দ্রের এই সকল কথা বলিতে বলিতে আকাশে দু'একটী নক্ষত্র দেখা গেল এবং দিক্‌সকল রক্তরশ্মি-রঞ্জিত হইয়া যেন পুষ্পরসে রঞ্জিত বস্ত্রদ্বারা অবগুণ্ঠিতা হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পুরুর অভিষেক-নামক
৬১তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

১। ছ এবং ভৃগুনসা দত্তঃ শাপোৎসর্গো যযাতিনা'। ২। ছ 'ক্ষত্র-'। ৩। ছ 'যথা'। ৪। ছ 'ন নো'। ৫। ছ 'চ'। ৬। ছ 'পূর্ব্বা'। ৭। ছ '-বিযুক্তং'।

(৬২) দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

তয়োঃ সংবদতোরেবং রামলক্ষ্মণয়োস্তদা।
বাসন্তী সা নিশা জাতা ন শীতা ন চ ঘর্ম্মদা ॥ ১ ॥
ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্ণিকীং ক্রিয়াম্।
[1] অভ্যারভত কাকুৎস্থঃ পৌরকার্য্যাণ্যবেক্ষিতুম্ ॥ ২ ॥
ধর্ম্মাসনগতো রাজা রামো রাজীবলোচনঃ।
রাজধর্ম্মান[2]বেক্ষন্ বৈ ব্রাহ্মণৈর্নৈগমৈঃ সহ ॥ ৩ ॥
পুরোধসা বশিষ্ঠেন ঋষিণা কাশ্যপেন চ।
মন্ত্রিভির্ব্যবহারজ্ঞৈস্তথান্যৈর্ধর্ম্মপাঠকৈঃ ॥ ৪ ॥
নীতিজ্ঞৈরথ [3]সদ্ভিশ্চ রাজভিঃ সা সভা বৃতা।
[4] সভা ইব মহেন্দ্রস্য যমস্য বরুণস্য [5]বা।
শুশুভে রাজসিংহস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। রাজধর্ম্মান্ অবেক্ষন্ অবেক্ষিষ্যমাণঃ ধর্ম্মাসনগতঃ ধর্ম্মাসনং সভা তদ্গতঃ।
৪। লো-টী। ধর্ম্মপাঠকৈঃ পৌরাণিকৈঃ।

তখন রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণের এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে শীত-গ্রীষ্ম-বিবর্জ্জিত বসন্ত কালের রাত্রি উপস্থিত হইল ॥ ১ ॥

তার পর নির্ম্মল প্রভাতে কাকুৎস্থ রামচন্দ্র পৌর্ব্বাহ্ণিক ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া পৌরকার্য্য দর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২ ॥

পদ্মপলাশলোচন মহারাজ রামচন্দ্র রাজধর্ম্মানুসারে নীতিশাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণের সহিত ধর্ম্মাসনে উপবেশন করিলেন ॥ ৩ ॥

পুরোহিত বশিষ্ঠ, ঋষি কাশ্যপ, ব্যবহারজ্ঞ মন্ত্রিগণ, ধর্ম্মপাঠকগণ, নীতিজ্ঞগণ

১। ছ 'ইদমর্দ্ধং নাস্তি'। ২। ক '-ক্ষ্য'। ৩। ছ 'রথ সৈভ্যশ্চ'। ৪। ছ 'সভা যথা'। ৫। ছ 'চ'।

অথ রামোঽব্রবীৎ তত্র লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
নির্গচ্ছ ত্বং মহাবাহো সুমিত্রানন্দিবর্দ্ধন।
কার্য্যার্থিনশ্চ সৌমিত্রে ব্যাহর্ত্তুং[1] ত্বমুপাক্রম ॥ ৬ ॥
রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ শীঘ্রবিক্রমঃ।
দ্বারদেশমুপাগম্য কার্য্যিণশ্চাহ্বয়ৎ স্বয়ম্।
ন কশ্চিদব্রবীৎ তত্র মম কার্য্যমিহাদ্য বৈ ॥ ৭ ॥
[2]নেতয়ো ব্যাধয়শ্চৈব রামে রাজ্যং প্রশাসতি।
পক্কশস্যা বসুমতী সর্ব্বৌষধিসমন্বিতা ॥ ৮ ॥
ন বালো ম্রিয়তে তত্র ন যুবা ন চ মধ্যমঃ।
ধর্ম্মেণ শাসিতং সর্ব্বং ন চ বাধা বিধীয়তে ॥ ৯ ॥

৮। লো-টী। নেতয়ঃ ঈতয়ঃ ষট্—"অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টির্মূষিকাঃ শলভাঃ খগাঃ, প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতা ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ"।

৯। লো-টী। ন চ বাচা বিধীয়তে ইত্যাদয়ঃ সন্তীতি যা বাচা বাক্ সা কেনাপি ন বিধীয়তে নোচ্যতে। 'বাধে'তি পাঠে কস্যচিৎ কেনাপি পীড়া ন ক্রিয়তে ইত্যর্থঃ।

এবং সাধু নৃপতিগণকর্ত্তৃক পরিপূর্ণা অক্লিষ্টকর্ম্মা রাজশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের সেই সভা মহেন্দ্র, যম এবং বরুণের সভার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪-৫ ॥

অনন্তর রামচন্দ্র সেই সভামধ্যে শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে বলিলেন, মহাবাহো লক্ষ্মণ, তুমি বাহিরে গমন করিয়া কার্য্যার্থীদিগকে আহ্বান করিতে আরম্ভ কর ॥ ৬ ॥

রামচন্দ্রের আদেশ শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ দ্রুতপদে দ্বারদেশে গমন করত নিজেই কার্য্যপ্রার্থীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই 'অদ্য আমার কার্য্য আছে' এ কথা বলিল না ॥ ৭ ॥

রামচন্দ্রের রাজত্বকালে [রাজ্যমধ্যে] অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি বিঘ্নসমূহ ও রোগ-যন্ত্রণা—কিছুই ছিল না এবং পৃথিবী পক্কশস্য ও সর্ব্ববিধ ওষধিতে পরিপূর্ণা ছিল ॥ ৮ ॥

তিনি ধর্ম্মানুসারে সমস্ত শাসন করিতেন, কোনরূপ উপদ্রবই সংঘটিত

১। ছ 'শুভলক্ষণঃ'। ২। ছ 'নাধয়ো'।

দৃশ্যতে ন চ কার্য্যার্থী রামে রাজ্যং প্রশাসতি।
লক্ষ্মণঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা রামায়ৈবং ন্যবেদয়ৎ ॥ ১০ ॥
অথ রামঃ প্রসন্নাত্মা সৌমিত্রিমিদমব্রবীৎ।
ভূয় এব[১] হি গচ্ছ ত্বং কার্য্যিণঃ প্রবিচারয় ॥ ১১ ॥
সম্যক্ প্রণিহিতে[২] দণ্ডে নাধর্ম্মো বিদ্যতে ক্বচিৎ।
তস্মাদ্রাজভয়াৎ সর্ব্বে রক্ষন্তীহ[৩] পরস্পরম্ ॥ ১২ ॥
বাণা ইব ময়া মুক্তা ইহ[৪] রক্ষন্তি নঃ প্রজাঃ।
তথাপি ত্বং মহাবাহো প্রজা রক্ষস্ব তৎপরঃ ॥ ১৩ ॥

১২। লো-টী। প্রণিহিতে বিহিতে, কর্ম্মানুরূপে দণ্ডে কৃতে ইত্যর্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাৎ রাজদণ্ডভয়াৎ।

১৩। লো টী। বাণা নীলা ঝিণ্টাঃ, তা যথা সদা যুক্তাঃ সর্ব্বদৈব ঘনীভূতাঃ পরস্পরমাত্মানং রক্ষন্তি, অতিকণ্টকবত্ত্বাৎ তথা। 'নীলা ঝিণ্টির্দ্বয়োর্বাণা দাসী চার্ত্তগলশ্চ সা' ইত্যমরঃ। যদ্যপ্যেবং তথাপি।

হইত না। কোন বালক, যুবা বা মধ্যবয়সের কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইত না ॥ ৯ ॥

লক্ষ্মণ করযোড়ে 'রামের রাজত্বকালে কোন কার্য্যার্থী দেখা যায় না' এই কথা রামচন্দ্রকে নিবেদন করিলেন ॥ ১০ ॥

অনন্তর প্রফুল্লচিত্ত রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন—তুমি পুনরায় গমন করিয়া কার্য্যার্থীদিগের অন্বেষণ কর ॥ ১১ ॥

কর্ম্মানুরূপ দণ্ড প্রদান করিলে কোথাও অধর্ম্ম থাকিতে পারে না এবং সেই রাজদণ্ডের ভয়েই সকলে পরস্পরকে রক্ষা করে ॥ ১২ ॥

হে মহাবাহো, [যদিও] আমার নিক্ষিপ্ত বাণসমূহই যেন প্রজাদিগকে রক্ষা করিতেছে, তথাপি তুমি প্রজারক্ষণে তৎপর হও ॥ ১৩ ॥

১। ছ 'এব তু'। ২। ছ 'প্রণীতস্মা নীত্যা'। ৩। ক'-ন্তি স্ম'। ৪। ছ 'মে'।

এবমুক্তস্তু সৌমিত্রির্নির্জগাম নৃপালয়াৎ।
অথাপশ্যদ্[1] দ্বারদেশে শ্বানং পাদদ্বয়[2]স্থিতম্ ॥ ১৪ ॥
তমেবং বীক্ষমাণং বৈ উৎ[3]ক্রোশন্তং মুহুর্ম্মুহুঃ।
দৃষ্ট্বা[4] তু লক্ষ্মণস্তং বৈ [5]পপ্রচ্ছাথ স বীর্য্যবান্।
কিং তে কার্য্যং মহাবাহো ব্রূহি বিশ্রব্ধমানসঃ ॥ ১৫ ॥
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা সারমেয়োহভ্যভাষত।
সর্ব্বভূতশরণ্যায় রামায়াক্লিষ্টকর্ম্মণে।
ভয়েম্বভয়দাত্রে চ তস্মৈ বক্তুং সমুৎসহে ॥ ১৬ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং সারমেয়স্য লক্ষ্মণঃ।
রাঘবায় তদাখ্যাতুং প্রবিবেশালয়ং শুভম্ ॥ ১৭ ॥
নিবেদ্য রামস্য পুনর্নির্জগাম নৃপালয়াৎ।
বক্তব্যং যদি তে কিঞ্চিৎ তৎ ত্বং ব্রূহি নৃপায় বৈ ॥ ১৮ ॥

১৪। লো-টী। পাদদ্বয়ং যথা স্যাত্তথা স্থিতম্। 'পাদদ্বয়স্থিত'মিতি পাঠে পাদদ্বয়েন স্থিতম্।
১৫। লো-টী। মহান্তৌ উদ্ধৌ বাহূ যস্য তস্য সম্বোধনম্।

এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া দুই পা'য়ে ভর করিয়া অবস্থিত একটী কুক্কুরকে দ্বারদেশে দেখিলেন, সে ইতস্ততঃ অবলোকন পূর্ব্বক চীৎকার করিতেছিল। বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাবাহো, তোমার কি প্রয়োজন,—তাহা নিঃশঙ্কচিত্তে বল ॥ ১৪-১৫ ॥

কুক্কুর লক্ষ্মণের কথা শ্রবণ করিয়া বলিল,—সমস্ত প্রাণীর রক্ষক, অক্লিষ্টকর্ম্মা এবং ভয়ে অভয়দাতা সেই রামচন্দ্রের নিকট [আমার বক্তব্য] বলিতে ইচ্ছা করি ॥ ১৬ ॥

লক্ষ্মণ কুক্কুরের এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্রের নিকট তাহা বলিবার জন্য মনোরম [সভা-] গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৭ ॥

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের নিকট নিবেদন করিয়া পুনরায় রাজগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া

১। ছ 'অপশ্যদ্ দ্বারদেশে বৈ'। ২। ছ '-দ্বয়ে'। ৩। ছ 'বিক্রো-'। ৪। ছ 'দৃষ্ট্বাথ'। ৫। ছ 'স পপ্রচ্ছাথ বীর্য্যবান্'।

১
স লক্ষ্মণবচঃ শ্রুত্বা সারমেয়োঽভ্যভাষত।
২
দেবাগারে নৃপাগারে দ্বিজবেশ্মসু বৈ তদা।
৩ ৪
নাত্র যোগ্যা তু সৌমিত্রে যোনীনামধমা ত্বিয়ম্ ॥ ১৯ ॥
প্রবেষ্টুং নাত্র শক্যামি ধর্ম্মো বিগ্রহবান্ হি সঃ।
৫
সত্যবাদী রণপটুঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ ॥ ২০ ॥
৬
ষাড়্গুণ্যস্য পদং বেত্তি নীতিকর্ত্তা স রাঘবঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী চ রামো রময়তাং বরঃ ॥ ২১ ॥
৭
স সোমঃ স চ মৃত্যুশ্চ স ধর্ম্মো ধনদস্তথা।
বহ্নিঃ শতক্রতুশ্চৈব সূর্য্যো বৈ বরুণস্তথা ॥ ২২ ॥

১৯। লো-টী। ইয়ং শ্বযোনিঃ অধমা যোনিঃ, অত্র এষু ন যোগ্যা।

২১। লো-টী। ষড়্গুণমেব ষাড়্গুণ্যম্, তস্য পাদং স্থানম্। 'সন্ধির্না বিগ্রহো যানমাসনং দ্বৈধমাশ্রয়ঃ' ইতি ষড়্গুণাঃ।

২২। লো-টী। রাম ইতি পাঠঃ, 'যম' ইতি বা।

কুক্কুরকে বলিলেন, যদি তোমার কিছু বলিবার থাকে, তাহা তুমি রাজার নিকট বল ॥ ১৮ ॥

সেই কুক্কুর লক্ষ্মণের কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, সুমিত্রানন্দন। এই অধমযোনি দেবগৃহে, রাজগৃহে এবং ব্রাহ্মণগৃহে প্রবেশ করিবার যোগ্য নয় ॥ ১৯ ॥

সত্যবাদী রণনিপুণ সর্ব্বপ্রাণীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সেই রামচন্দ্র মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম, সুতরাং আমি এখানে প্রবেশ করিতে পারি না ॥ ২০ ॥

সেই অতিরমণীয় রামচন্দ্র সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, নীতিজ্ঞ এবং [সন্ধি-বিগ্রহাদি] ষড়্গুণপ্রয়োগে নিপুণ। তিনি চন্দ্র, সূর্য্য, মৃত্যু, ধর্ম্ম, কুবের, অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণস্বরূপ ॥ ২১-২২ ॥

১। ছ 'লক্ষ্মণস্য'। ২। ছ অতঃ পরং ছ 'বহ্নিঃ শতক্রতুশ্চৈব সূর্য্যো বায়ুশ্চ তিষ্ঠতি' ইত্যধিকম্। ৩। ছ '-স্তু'। ৪। ছ '-মা বয়ম্'। ৫। ছ '-সত্ত্ব-'। ৬। ক 'ষড়্-'। ৭। ছ 'যমো'।

তস্য ত্বং ব্রূহি সৌমিত্রে প্রজাপাল[১]স্য রাঘব।
অনাজ্ঞপ্তস্তু সৌমিত্রে প্রবেষ্টুং নোৎসহাম্যহম্ ॥ ২৩ ॥
আনৃশংস্যান্মহাভাগঃ[২] প্রবিবেশ মহাদ্যুতিঃ।
নৃপালয়ং প্রবিষ্টস্তু[৩] লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৪ ॥
শ্রূয়তাং মম বিজ্ঞাপ্যং কৌশল্যানন্দিবর্দ্ধন।
যন্ময়োক্তং মহাবাহো তব শাসনজং বিভো।
শ্বা বৈ তিষ্ঠতি তে দ্বারি কার্য্যার্থী সমুপাগতঃ ॥ ২৫ ॥
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা রামো বচনমব্রবীৎ।
তং প্রবেশয় বৈ ক্ষিপ্রং কার্য্যার্থী যোঽত্র তিষ্ঠতি ॥ ২৬ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সারমেয়বাক্যং নাম
দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬২ ॥

২৩। লো-টী। আনৃশংস্যাৎ ক্রূরত্বাভাবাৎ।

২৫। লো-টী। মম বিজ্ঞাপ্যং নিবেদনং ময়োক্তং শ্রূয়তাম্। কিম্ভূতম্? তব শাসনজম্। যঃ কার্য্যার্থী দ্বারে সমায়াতি স মম স্থানে বিজ্ঞাপনীয় ইতি যৎ তব শাসনমাজ্ঞা ততো জাতম্।

সারমেয়বাক্যম্ ॥ ৬২ ॥

হে রাঘব, হে সুমিত্রানন্দন, আপনি সেই প্রজাপালক রামচন্দ্রের নিকট বলুন, আমি তাঁহার বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ২৩ ॥

তখন মহাভাগ মহাদ্যুতি লক্ষ্মণ দয়াপরবশ হইয়া রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক বলিলেন—॥ ২৪ ॥

মহাবাহো প্রভু কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন, আমার নিবেদন শুনুন, আপনি যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন আমি সেইরূপ বলিয়াছি, কিন্তু সমাগত কার্য্যার্থী সারমেয় আপনার [অনুমতি অপেক্ষায়] দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে ॥ ২৫ ॥

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া বলিলেন, এখানে কার্য্যার্থী যে আছে, শীঘ্র তাহাকে প্রবেশ করাও ॥ ২৬ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সারমেয়বাক্য-নামক
৬২তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

১। ছ '-পালঃ স রাঘবঃ'। ২। ছ '-ভাগ'। ৩। ছ '-স্তাথ'।

(৬৩) ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[১]দৃষ্ট্বা সমাগতং শ্বানং রামো বচনমব্রবীৎ।
[২]বিবক্ষা যা হি তে ব্রূহি সারমেয় ন তে ভয়ম্ ॥ ১ ॥
অথাপশ্যত তত্রস্থং রামং শ্বা ভিন্নমস্তকঃ।
ততো দৃষ্ট্বা স রাজানং সারমেয়োঽব্রবীদ্ বচঃ ॥ ২ ॥
[৩]রাজা কর্ত্তা চ ভূতানাং রাজা চৈব বিনাশকঃ।
রাজা সুপ্তেষু জাগর্ত্তি রাজা পালয়তে[৪] প্রজাঃ ॥ ৩ ॥
নীত্যা সুনীতয়া রাজা ধর্ম্মং রক্ষতি রক্ষিতা।
যদা ন পালয়েদ্রাজা ক্ষিপ্রং নশ্যন্তি বৈ প্রজাঃ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। বিবক্ষা বক্তুমিচ্ছা।
২। লো-টী। ভিন্নমস্তকঃ দণ্ডেন বিদীর্ণমস্তকঃ।
৩। লো-টী। কর্ত্তা সুখদুঃখানাম্, সুপ্তেষু ত্যক্তধর্ম্মসু লোকেষু জাগর্ত্তি স্বস্বধর্ম্মান্ প্রবর্ত্তয়তি।

রামচন্দ্র কুক্কুরকে উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন, সারমেয়, তোমার যাহা বলিবার আছে তাহা বল, তোমার কোন ভয় নাই ॥ ১ ॥

তখন সেই বিদীর্ণমস্তক সারমেয় রামচন্দ্রকে দেখিল এবং দেখিয়া সে বলিতে লাগিল—॥ ২ ॥

রাজাই প্রাণীদিগের কর্ত্তা, রাজাই তাহাদের সংহারক, প্রজারা ঘুমাইলেও রাজা তাহাদের স্বার্থরক্ষায় জাগ্রত থাকেন [রাজাই অধার্ম্মিকদিগের মধ্যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন] এবং রাজাই প্রজাপুঞ্জকে পালন করেন ॥ ৩ ॥

রাজাই সকলের রক্ষাকর্ত্তা এবং তিনিই উপযুক্ত নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্ম রক্ষা করেন ; তিনি পালন না করিলে প্রজাগণ শীঘ্র বিনষ্ট হয় ॥ ৪॥

১। ইতঃ পূর্ব্বং সর্গারম্ভে 'শ্রুত্বা রামস্য বচনং লক্ষ্মণস্ত্বরিতস্তদা। শ্বানমাহূয় মতিমান্ রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ'। ইত্যধিকম্। ২। ছ 'বিবক্ষিতার্থং মে'। ৩। ছ 'রাজৈব কর্ত্তা'। ৪। ছ '-রতি'।

রাজা কর্ত্তা চ গোপ্তা চ সর্ব্বস্য জগতঃ পিতা।
রাজা কালো যুগং চৈব রাজা সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ৫ ॥
ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।
যস্মাদ্ধারয়তে সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৬ ॥
ধারণাদ্বিদ্বিষাং চৈব ধর্ম্মো[১] রঞ্জয়তে প্রজাঃ।
তস্মাদ্ধারণমিত্যুক্তঃ[২] স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৭ ॥
এষ রাম[৩] পরো ধর্ম্মো[৪] রক্ষণে প্রেত্য চেহ চ।
নহি ধর্ম্মাদ্ভবেৎ কিঞ্চিদ্ দুষ্প্রাপমিতি মে মতিঃ ॥ ৮ ॥
দানং দয়া সতাং পূজা ব্যবহারেষু চার্জ্জবম্।
এষ রাজন্[৫] পরো ধর্ম্মঃ[৬] ফলবান্ প্রেত্য রাঘব ॥ ৯

৫। লো-টী। কালঃ তত্তৎকালীনধর্ম্ম প্রবর্ত্তকঃ নাম তথাযুগঞ্চ।

৬-৭। লো-টী। ধারণাৎ সর্ব্বধর্ম্মাণামাশ্রয়াৎ, কিঞ্চ ধর্ম্মেণ বিধৃতাঃ পোষিতা ইতি হেতোঃ রাজানং ধর্ম্মমাহুর্বদন্তি। কিঞ্চ, যস্মাৎ ত্রৈলোক্যং ধারয়তে, যস্মাচ্চ বিদ্বিষামপি ধারণাৎ যস্মাচ্চ প্রজাঃ অরঞ্জয়ৎ তস্মাদিতি। এবংবিধং ধারণমেব রাজ্ঞঃ সধর্ম্মঃ সমানো যোগ্যো ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ—ইতি নিশ্চয়ঃ, সতামিতি শেষঃ।

৯। লো-টী। আর্জবম্ অবক্রতা।

রাজা সমুদয় জগতের পিতা, রাজা প্রজাগণের পালনকর্ত্তা এবং রক্ষাকর্ত্তা, রাজাই কাল এবং যুগ, তিনিই সমগ্র জগৎস্বরূপ ॥ ৫ ॥

ধর্ম্মানুসারে চরাচর সমস্ত ত্রিভুবন এবং প্রজাগণকে ধারণ (পালন) করেন বলিয়া রাজাকে ধর্ম্ম বলা হয় ॥ ৬ ॥

যেহেতু রাজা শত্রুগণকেও ধারণ (পালন) করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন করেন, অতএব তিনি 'ধর্ম্ম'। ধারণ বা প্রজাপালন রাজার ধর্ম্ম, ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ॥

রাম ! এই ধর্ম্ম পরলোকে এবং ইহলোকে [উভয়লোকেই] রক্ষা করে, এজন্য ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আমার বিবেচনায় ধর্ম্মদ্বারা দুর্ল্লভ কিছুই নাই ॥ ৮ ॥

মহারাজ রাম ! সাধুগণের পূজা, সরল ব্যবহার, দয়া এবং দান এই সকল

১। ছ 'ধর্ম্মেণারঞ্জন্'। ২। ছ '-ক্তং'। ৩। ছ 'রাজন্'। ৪। ছ '-র্ম্মঃ ফলবান্ প্রেত্য রাঘব'। ৫। ছ 'রাম'। ৬। ছ '-র্ম্মো রক্ষণাৎ প্রেত্য চেহ চ।

ত্বং প্রমাণং প্রমাণানামসি রাঘব সুব্রত।
বিদিতশ্চৈব তে ধর্ম্মঃ সদ্ভিরাচরিতশ্চ[1] বৈ ॥ ১০ ॥
ধর্ম্মাণাং ত্বং পরং ধাম গুণানাং সাগরোপমঃ।
অজ্ঞানাচ্চ ময়া রাজন্নুক্তস্ত্বং রাজসত্তম।
প্রসাদয়ামি শিরসা ন ত্বং ক্রোদ্ধুমিহার্হসি ॥ ১১ ॥
শুনঃ স বচনং শ্রুত্বা রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ।
কিং তে কার্য্যং করোম্যদ্য ব্রূহি বিশ্রব্ধ মাচিরম্ ॥ ১২ ॥
রামস্য বচনং শ্রুত্বা সারমেয়োঽব্রবীদিদম্।
ধর্ম্মেণ রাষ্ট্রং বিন্দেত ধর্ম্মেণৈবানুপালয়েৎ ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। প্রমাণানাং বেদপুরাণাদীনাং প্রমাণং প্রতিপাদ্যং যথা স্যাত্তথা চাসি। ইহ সদ্ভিরাচরিতো যো ধর্ম্মঃ।

১১। লো-টী। ধাম আশ্রয়ঃ। 'ধর্ম্মাণাং ত্বং পরঃ শ্রেষ্ঠ' ইতি পাঠে ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মবতাম্ গুণানাং গুণিনাং মধ্যে সাগরো যথা রত্নাদিগুণবান্, তথা ত্বম্।

১২। লো-টী। হে বিশ্রব্ধ হে বিশ্বস্ত।

শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ; [কিন্তু] এগুলি পরলোকে ফলপ্রদ ॥ ৯ ॥

হে সুব্রত রামচন্দ্র! আপনি প্রমাণসমূহের প্রমাণ, (অর্থাৎ বেদ-পুরাণাদির প্রতিপাদ্য প্রমাণ-পুরুষ, অথবা লৌকিক প্রমাণসমূহের প্রমাণ্য-নিরূপক,) সাধুগণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম আপনি অবগত আছেন ॥ ১০ ॥

রাজন্, আপনি ধর্ম্মসমূহের পরম আশ্রয় এবং গুণের সাগর ; হে রাজসত্তম, আমি অজ্ঞানবশতঃ যাহা বলিয়াছি, তজ্জন্য আমার প্রতি রুষ্ট হইবেন না ; আমি অবনতমস্তকে আপনার প্রসাদ (প্রসন্নতা) ভিক্ষা করিতেছি ॥ ১১ ॥

রামচন্দ্র সারমেয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন, অদ্য তোমার কি কার্য্য করিব তাহা অসংকোচে সত্বর বল ॥ ১২ ॥

সারমেয় রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া বলিল, ধর্ম্মের দ্বারা রাজ্যলাভ করিতে হয় এবং ধর্ম্মানুসারেই পালন করিতে হয়, সকলের ভয়-হারক রাজা ধর্ম্মবলেই

১। ছ-'তস্তু' বৈ।

ধর্ম্মাচ্ছরণ্যতাং যাতি রাজা সর্ব্বভয়াপহঃ।
ইদং বিজ্ঞায় যৎ কৃত্যং শ্রূয়তাং মম রাঘব ॥ ১৪ ॥
ভিক্ষুঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধশ্চ ব্রাহ্মণোঽবসথে[১] বসন্।
তেন দত্তঃ প্রহারো মে নিষ্কারণমনাগসঃ ॥ ১৫ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা তু রামেণ দ্বারস্থঃ প্রেষিতস্তদা[২]।
আনীতশ্চ দ্বিজস্তেন সর্ব্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ[৩] ॥ ১৬ ॥
অথ দ্বিজঃ[৪] স্থিতং তত্র রামং দৃষ্ট্বা মহাদ্যুতিম্[৫]।
কিং তে রাম ময়া কার্য্যং[৬] তদ্ ব্রূহি ত্বং মমানঘ ॥ ১৭ ॥

১৪। লো-টী। শরণ্যতাং সর্ব্বেষামাশ্রয়তাম্। 'ধর্ম্মাদ্ধি বশ্যতা'মিতি পাঠে সর্ব্বো লোকো রাজ্ঞো বশ্যতাং যাতি প্রাপ্নোতি।

১৫। লো টী। সর্ব্বার্থসিদ্ধ ইতি নাম। যতঃ সর্ব্বস্মিন্নর্থে সিদ্ধো নিষ্পন্নঃ প্রাপ্তপারঃ। অনাগসোঽপরাধশূন্যস্য।

১৬। লো-টী। সর্বস্যার্থস্য সিদ্ধে সিদ্ধৌ কোবিদঃ পণ্ডিতঃ।

[লো-টী।] পাপমপরাধঃ। যতোঽপরাধজাতক্রোধাৎ। 'প্রভো' ইতি পাঠে সোপহাসং সম্বোধনম্।

সকলের আশ্রয় হ'ন; হে রাঘব, ইহা অবগত হইয়া আমার যাহা কার্য্য তাহা শ্রবণ করুন ॥ ১৩-১৪ ॥

ভিক্ষাজীবী সর্ব্বার্থসিদ্ধ নামক এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থাশ্রমে বাস করেন না, তিনি নিরপরাধ আমাকে অকারণে প্রহার করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

রামচন্দ্র ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ দৌবারিককে পাঠাইলেন এবং দৌবারিক সেই সর্ব্বশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিল ॥ ১৬ ॥

পরে দ্বিজবর সভামধ্যে মহাদ্যুতি রামচন্দ্রকে অবস্থিত দেখিয়া বলিলেন, পুণ্যাত্মন্, রাম, আমি আপনার কি কার্য্য করিব—তাহা আমাকে বলুন ॥ ১৭ ॥

১। ছ 'ব্রাহ্মণাব'। ২। ছ 'দ্বাস্থঃ সংপ্রেষিতস্তদা'। ৩। ছ 'সর্ব্বার্থসিদ্ধকো-'। ৪। ছ 'দ্বিজবরস্তত্র'। ৫। ছ '-দ্যুতিঃ'। ৬। ছ 'কার্য্যং ময়া রাম'।

এবমুক্তস্তু বিপ্রেণ রামো বচনমব্রবীৎ।
ত্বয়া [1]দত্তঃ প্রহারোহয়ং সারমেয়স্য[2] ভো দ্বিজ।
কিং তবাপকৃতং বিপ্র দণ্ডেনাভিহতো যতঃ ॥ ১৮ ॥
ক্রোধঃ প্রাণহরঃ শত্রুঃ ক্রোধো মিত্রমুখো রিপুঃ।
ক্রোধো হ্যসির্মহাতীক্ষ্ণঃ সর্ব্বং ক্রোধোহপকর্ষতি ॥ ১৯ ॥
তপতে যজতে চৈব যচ্চ দানং প্রযচ্ছতি।
ক্রোধেন সর্ব্বং দহতি তস্মাৎ ক্রোধং বিবর্জয়েৎ ॥ ২০ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং [3]প্রহৃষ্টানাং হয়ানামিব ধাবতাম্।
কুর্বীত ধৃত্যা সারথ্যং সংহৃত্যেন্দ্রিয়গোচরম্ ॥ ২১ ॥

১৯। লো-টী। ক্রোধোহনর্থহেতুরিত্যাহ—ক্রোধ ইতি দ্বাভ্যাম্। অমিত্রস্য শত্রোর্মুখং যস্মাৎ সঃ। 'মিত্রহর' ইতি পাঠে মিত্রমপি হরতি সংহরতীতি তথা, বিকর্ষতি নাশয়তি।

২১-২২। লো-টী। ইন্দ্রিয়নিগ্রহো লোকানাং শুভাচরণঞ্চ ক্রোধস্য প্রতিবন্ধকমিত্যাহ—ইন্দ্রিয়াণামিতি। প্রহৃষ্টানামদম্যানাম্ ইন্দ্রিয়গোচরম্ ইন্দ্রিয়বিষয়তাং সংহৃত্য ইন্দ্রিয়বিষয়াদাহৃত্য ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ সারথ্যং নিগ্রহং কুর্ব্বীত যঃ স কদাপি ক্রোধেন ন ঘেষ্টি, ন চ নৈব তেন লিপ্যতে ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। 'প্রবিষ্টানা'মিতি পাঠে ইন্দ্রিয়গোচরং প্রবিষ্টানাং তস্মাৎ সংহৃত্যেতি পূর্ব্ববৎ। 'প্রহৃষ্টানা'মিতি পাঠে ইন্দ্রিয়বিষয়ং প্রতি হৃষ্টানাম্। নিগ্রহে দৃষ্টান্তঃ—হয়ানামিব। 'কুর্ব্বীতাবৃত্য সারথ্যং সদ্বৃত্তেন্দ্রিয়গোচর'মিতি পাঠে সৎসু বিষয়েষু স্বভাবতো বৃত্তানাং বর্ত্তমানানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে রাম বলিলেন, ব্রাহ্মণ, আপনি এই সারমেয়কে প্রহার করিয়াছেন? এ আপনার কি অপরাধ করিয়াছিল যে, আপনি ইহাকে লগুড়-দ্বারা [গুরুতর] আঘাত করিলেন? ॥ ১৮ ॥

ক্রোধ প্রাণিগণের প্রাণহর শত্রু, ক্রোধ মিত্রবেশী রিপু, ক্রোধ শাণিত অসিস্বরূপ, ক্রোধ সমস্তই বিনষ্ট করে ॥ ১৯ ॥

মনুষ্যের তপস্যা, যজ্ঞ এবং দান—সমস্তই ক্রোধবশতঃ নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে হয় ॥ ২০ ॥

ধাবমান অশ্বের ন্যায় অদমনীয় ইন্দ্রিয়গণকে ভোগ্যবস্তু হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক ধৈর্য্যসহকারে নিগৃহীত করা উচিত ॥ ২১ ॥

১। ছ 'দত্তপ্র-'। ২। ছ 'বৈ'। ৩। ছ 'প্রহৃষ্টানাং'।

মনসা কর্ম্মণা বাচা চক্ষুষা চ সমাচরেৎ।
শ্রেয়ো লোকস্য চরতো ন দ্বেষ্টি ন চ লিপ্যতে ॥ ২২ ॥
ন তৎ কুর্য্যাদসিস্তীক্ষ্ণঃ সর্পো বা ব্যাহতঃ পদা।
অরির্ব্বা ভৃশসংক্রুদ্ধো যথাত্মা দুরনুষ্ঠিতঃ ॥ ২৩ ॥
বিনীতবিনয়স্যাপি প্রকৃতির্ন বিধীয়তে।
প্রকৃতিং গূহমানস্য নিশ্চয়ঃ প্রকৃতির্ধ্রুবা[১] ॥ ২৪ ॥
এবমুক্তঃ স বিপ্রো বৈ রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
দ্বিজঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধস্তু অব্রবীন্নৃপসন্নিধৌ[২] ॥ ২৫ ॥

গোচরং বিষয়ম্ আবৃত্য আ ঈষৎ আবৃত্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রবর্ত্ত্য। শেষং পূর্ব্ববৎ। চরতঃ সৎপথে বর্ত্তমানস্য শ্রেয়ো যঃ সমাচরেৎ, অতস্তবৈতত্ত্বাভাবাৎ সন্ন্যাসেঽধিকারো নাস্তীত্যাক্ষেপ ইতি ভাবঃ।

২৩। লো-টী। কিঞ্চ মনোঽপি তে দুষ্টম্, অতো জন্মাদিদুঃখং ভজসীত্যাহ—ন তদিতি। তৎ তাদৃশম্ আত্মা মনঃ, কীদৃশঃ? দুরধিষ্ঠিতঃ, ন বিদ্যতে অধিষ্ঠিতমধিষ্ঠানমেকত্র যস্য সঃ চঞ্চল ইত্যর্থঃ।

২৪। লো-টী। কিঞ্চ, বিনীতো বিহিতো বাহ্যতো বিনয়ো যেন তস্যাপি প্রকৃতির্মনসো দুষ্টস্বভাবঃ ন বিধীয়তে ন নশ্যতি, 'ন বিনীয়ত' ইতি বা পাঠঃ। কুতঃ? প্রকৃতিং স্বস্বভাবং গূহমানস্য সংবৃণ্বানস্যাপি সৈষা প্রকৃতির্ধ্রুবা ভবতীতি নিশ্চয়ঃ শাস্ত্রাণামিতি শেষঃ। অতো দণ্ডেন তব সৈষা প্রকৃতিরপনীতা ভবিষ্যতীতি ভাবঃ।

মন, বাক্য, কর্ম্ম এবং চক্ষুদ্বারা লোকের হিতাচরণ করিতে হয়, তাদৃশ আচরণ করিলে কেহ বিদ্বেষ করে না এবং নির্লিপ্ত থাকা যায় ॥ ২২ ॥

দুষ্কর্ম্মকারী আত্মা যাহা করে, অতিক্রুদ্ধ শত্রু বা পদদলিত সর্প অথবা শাণিত তরবারিও তাহা করিতে পারে না ॥ ২৩ ॥

বাহ্যিক বিনয় প্রকাশ করিলেও [তাহাতে] প্রকৃতির (মানসিক দুষ্ট স্বভাবের) পরিবর্ত্তন হয় না, স্বীয় স্বভাবকে গোপন করিয়া রাখিলেও সেই স্বভাব অপরিবর্ত্তিতই থাকিয়া যায়—ইহা নিশ্চয় ॥ ২৪ ॥

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্র সেই ব্রাহ্মণকে এইরূপ বলিলেন। [তখন] ব্রাহ্মণ সর্ব্বার্থসিদ্ধ মহারাজের নিকটে বলিতে লাগিলেন—॥ ২৫ ॥

১। দ্র '-ৱে'। ২। দ্র '-ব্রামস-'।

ময়া দত্তঃ প্রহারোঽয়ং ক্রোধেনাবিষ্টচেতসা।
ভিক্ষার্থমটমানেন কালে বিগতভৈক্ষকে ॥ ২৬ ॥
রথ্যাস্থিতস্ত্বয়ং শ্বা বৈ গচ্ছ গচ্ছেতি ভাষিতঃ।
অথ স্বৈরেণ গচ্ছংস্তু[১] রথ্যান্তে বিষমস্থিতঃ ॥ ২৭ ॥
ক্রোধেন ক্ষুধয়াবিষ্টস্ততো দত্তোঽস্য রাঘব।
প্রহারো রাজরাজেন্দ্র শাধি মামপরাধিনম্ ॥ ২৮ ॥
ত্বয়া শাস্তস্য রাজেন্দ্র নাস্তি মে নরকাদ্ভয়ম্।
অথ রামেণ তে পৃষ্টাঃ[২] সর্ব্ব এব সভাসদঃ ॥ ২৯ ॥
কিং কার্য্যমস্য বৈ ব্রূত দণ্ডো বৈ কোঽস্য পাত্যতাম্।
সম্যক্ প্রণিহিতে দণ্ডে প্রজা ভবতি রক্ষিতা ॥ ৩০ ॥

২৬। লো-টী। ভিক্ষৈব ভৈক্ষকং বিগতং ভৈক্ষকং যস্মিন্ তস্মিন্ বিগতপ্রায়ভিক্ষাকাল ইত্যর্থঃ।

২৭। লো-টী। রথ্যা পন্থাস্তত্র স্থিতঃ। রথ্যান্তে পথিমধ্যে, তত্রাপি স্বৈরেণ স্বেচ্ছয়া গচ্ছন্তং তত্রাপি বিষমে স্থিতম্ গন্তুং যথা ন শক্নোমি তথা বিষমস্থিতং 'দৃষ্ট্বা' ইতি শেষঃ। 'গচ্ছংস্তু' 'বিষমে স্থিত' ইতি বা পাঠঃ।

২৯। লো-টী। শাস্তস্য কৃতদণ্ডস্য।

আমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এই প্রহার করিয়াছি; তখন ভিক্ষার কাল অতিবাহিত হইয়া যাইতেছিল, আমি ভিক্ষার জন্য ভ্রমণ করিতেছিলাম ॥ ২৬ ॥

এই সারমেয় পথিমধ্যে ছিল, আমি ইহাকে পুনঃ পুনঃ সরিয়া যাইতে বলায় এ ধীরে ধীরে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে বিষমভাবে (অর্থাৎ আড়া-আড়িভাবে আমার গতিরোধ করিয়া) দাঁড়াইয়া রহিল ॥ ২৭-২৮ ॥

হে রাম, আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়া ক্রোধে ইহাকে প্রহার করিয়াছি; হে রাজরাজেন্দ্র! অপরাধী আমাকে দণ্ড প্রদান করুন। রাজেন্দ্র, আপনার নিকট দণ্ডিত হইলে আমার আর নরকভয় থাকিবে না। পরে রামচন্দ্র

১। ছ'-মে'। ২। ছ'সংপৃষ্টাঃ।

ভৃগ্বঙ্গিরসকুৎসাদ্যা বশিষ্ঠশ্চ সকাশ্যপঃ।
ধর্ম্মপাঠকমুখ্যাশ্চ সচিবা নৈগমাস্তথা।
এতে চান্যে চ বহবঃ পণ্ডিতাস্তত্র সংগতাঃ ॥ ৩১ ॥
অবধ্যো ব্রাহ্মণো দণ্ডৈরিতি শাস্ত্রবিদো বিদুঃ।
ব্রুবতে রাঘবং সর্ব্বে রাজধর্ম্মেষু নিষ্ঠিতাঃ ॥ ৩২ ॥
অথ তে মুনয়ঃ সর্ব্বে রামমেবাব্রুবংস্তদা।
রাজা শাস্তা হি সর্ব্বস্য ত্বং বিশেষেণ রাঘব ॥ ৩৩ ॥
ত্রৈলোক্যস্য ভবান্ শাস্তা দেবো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
এবমুক্তে তু তৈঃ সর্ব্বৈঃ শ্বা বৈ বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৪ ॥

৩১। লো·টী। অঙ্গিরসঃ অদন্তোঽপি। বশিষ্ঠোঽত্রিশ্চ কশ্যপেন সহ বর্ত্তমানা অন্যে চ। যদ্বা কশ্যপেন সহ বর্ত্তমানৌ বশিষ্ঠাত্রী বশিষ্ঠাত্রিসকশ্যপা ইতি বিশেষ্যস্য পূর্ব্বনিপাতঃ। ভৃগুরঙ্গিরসশ্চৈব বশিষ্ঠোঽত্রিঃ সকশ্যপ' ইতি বা পাঠঃ।

৩৪। লো·টী। বিষ্ণুরিব।

সমস্ত সভাসদ্‌গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত আপনারা বলুন; উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করিলে প্রজাগণ সুরক্ষিত হয়, সুতরাং ইঁহার প্রতি কিরূপ দণ্ড বিধান করা যায় ॥ ২৯-৩০ ॥

বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু, অঙ্গিরস এবং কুৎস প্রভৃতি ঋষিগণ, প্রধান ধর্ম্মপাঠকগণ, মন্ত্রিগণ, পুরবাসিগণ এবং অন্যান্য বহু পণ্ডিত সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন ॥ ৩১ ॥

রাজধর্ম্মাভিজ্ঞ সকলেই রামচন্দ্রকে বলিলেন, ব্রাহ্মণ দণ্ডনীয় নহেন— ইহা শাস্ত্রবিদ্‌গণ অবগত আছেন ॥ ৩২ ॥

পরে সেই সকল মুনিগণ রামকেই বলিলেন, হে রাম! রাজাই সকলের শাসনকর্ত্তা, বিশেষতঃ আপনি; আপনি ত্রৈলোক্যেরও শাসনকর্ত্তা সনাতন দেব বিষ্ণু। তাঁহারা এই কথা বলিলে সারমেয় বলিল— ॥ ৩৩-৩৪ ॥

যদি তুষ্টোঽসি মে রাজন্ যদি দেয়ো বরো মম।
প্রতিজ্ঞাতং ত্বয়া বীর কিং করোমীতি চ শ্রুতম্[1] ॥ ৩৫ ॥
প্রযচ্ছ ব্রাহ্মণস্যাস্য কৌলপত্যং নরাধিপ।
কালঞ্জরে মহারাজ কৌলপত্যং[2] প্রদীয়তাম্ ॥ ৩৬ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা তু রামেণ কৌলপত্যেঽভিষেচিতঃ।
প্রযযৌ ব্রাহ্মণো হৃষ্টো গজস্কন্ধেন সোঽর্চ্চিতঃ ॥ ৩৭ ॥
অথ তে রাম[3]সচিবাঃ স্ময়মানা বচোঽব্রুবন্।
বরোঽয়ং দত্ত[4] এবাস্য নায়ং শাপো মহাদ্যুতে।
এবমুক্তস্তু সচিবৈ রামো বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৮ ॥

৩৬। লো-টী। কুলপতির্দেববিপ্রপূজাধিপতিঃ, তস্য ভাবঃ কৌলপত্যম্।

৩৮। লো-টী। অস্য বরো দত্তঃ ন শাপো ন দণ্ডঃ। 'বরোঽয়ং দত্তবানি'তি পাঠে অস্য বৎ ত্বং দত্তবান্ অয়ং বরো নায়ং শাপঃ।

রাজন্, যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং যদি আমাকে বর দান করেন, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণকে কুলপতি-পদ প্রদান করুন। হে বীর, হে নরাধিপ, শুনিয়াছি, 'তোমার কি করিব' এই কথা বলিয়া আপনি আমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন; সুতরাং মহারাজ, এই ব্রাহ্মণকে 'কালঞ্জরে' কুলপতিপদ প্রদান করুন॥ ৩৫-৩৬ ॥

ইহা শুনিয়া রাম তাঁহাকে কুলপতি-পদে অভিষিক্ত করিলেন এবং সেই ব্রাহ্মণও সম্মানিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৭ ॥

পরে রামের অমাত্যগণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, হে মহাদ্যুতে! ইহাকে ত' 'শাপ' (দণ্ড) দেওয়া হইল না, বরং 'বর'ই দেওয়া হইল। মন্ত্রিগণ এইরূপ বলিলে রামচন্দ্র বলিলেন—॥ ৩৮ ॥

১। ছ 'বিশ্রু-'। ২। ছ '-পত্যেঽভিষেচিতঃ'। ৩। ছ 'রাজ-'। ৪। ছ 'এতস্য'।

ন যূয়ং গতিতত্ত্বজ্ঞাঃ শ্বা বৈ জানাতি কারণম্ ।
অথ পৃষ্টস্তু রামেণ সারমেয়োঽব্রবীদিদম্ ॥ ৩৯ ॥
অহং কুলপতিস্তত্র আসং শিষ্টান্নভোজনঃ ।
দেবদ্বিজাতিপূজায়াং দাসীদাসেষু রাঘব ॥ ৪০ ॥
সংবিভাগী[১] শুভরতির্দ্দেবদ্রব্যস্য রক্ষিতা ।
বিনীতঃ শীলসম্পন্নঃ সর্ব্বসত্ত্বহিতে রতঃ ।
সোঽহং প্রাপ্ত ইমাং ঘোরামবস্থামধমাং গতিম্ ॥ ৪১ ॥
এবং ক্রোধান্বিতো বিপ্রস্ত্যক্তধর্ম্মাঽহিতে রতঃ ।
ক্রূরো[২] নৃশংসঃ পুরুষোঽবিদ্বান্[৩] পাপী ন ধার্ম্মিকঃ ॥ ৪২ ॥

---

৩৯ । লো-টী । গতিতত্ত্বজ্ঞাঃ গতেঃ কৌলপত্যস্য দশায়াস্তত্ত্বজ্ঞা ন যূয়ম্ । 'ন হ্যয়ং গতিতত্ত্বজ্ঞ' ইতি পাঠে অয়ং সর্ব্বার্থসিদ্ধো ভিক্ষুঃ ।

৪০-৪১ । লো-টী । তত্র কালঞ্জরে দেবদ্বিজাতিপূজায়াং কুলপতিরধ্যক্ষ আসম্ । শিষ্টান্ন-ভোজনঃ পঞ্চযজ্ঞাবশেষভোজনঃ । দাসদাসীষু সংবিভাগী সংবিভজ্য দাতা সোঽহং কুলপতিত্বেন ইমাং গতিং দশাম্, কীদৃশীম্ ? অবস্থাম্, অব পরিভববিষয়ঃ স্থা স্থিতির্যস্যাস্তাম্ । 'অব ব্যাপ্তিবিয়োগয়োরীষদর্থে পরিভবে' ইতি কোষঃ ।

৪২-৪৩ । লো-টী । এবময়ং ক্রূরঃ ক্রূরস্বভাবঃ নৃশংসো ঘাতকঃ অতএব বিপ্রঃ

আপনারা ইহার (কুলপতিত্বের) তত্ত্ব জানেন না, এই কুক্কুর ইহার কারণ জানে । তৎপরে রামচন্দ্র সারমেয়কে [ইহার কারণ] জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—॥ ৩৯ ॥

হে রাঘব ! আমি সেই কালঞ্জরে দেব-ব্রাহ্মণ-সেবায় এবং দাসদাসীদিগকে তাহাদের প্রাপ্য বিভাগপূর্ব্বক প্রদানকার্য্যে নিযুক্ত পঞ্চযজ্ঞাবশিষ্টভোজী শুভকার্য্যে আসক্তিসম্পন্ন দেবস্ব-রক্ষক, বিনয়ী, চরিত্রবান্, সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধনে নিরত কুলপতি ছিলাম, সে-ই আমি এইরূপ ভয়ঙ্কর হীন দশা প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৪০-৪১ ॥

হে রাঘব, এতাদৃশ ক্রোধী ব্রাহ্মণ ধর্ম্মত্যাগী, অহিতাচরণে নিরত, ক্রূরস্বভাব,

---

১ । কচিৎ 'অবিভাগী'তি পাঠান্তরমুপলভ্যতে । ২ । ছ 'ক্রুদ্ধো' । ৩ । ছ '-ষঃ অবিদ্বাংশ্চাপ্যধার্ম্মিকঃ' ।

কুলানি পাতয়ত্যেব সপ্ত সপ্ত চ রাঘব।
তস্মাৎ সর্ব্বাস্ববস্থাসু কৌলপত্যং ন কারয়েৎ ॥ ৪৩ ॥
যমিচ্ছেন্নরকং নেতুং সপুত্রপশুবান্ধবম্।
দেবেষ্বধিকৃতং[1] কুর্য্যাদ্ গোষু তং ব্রাহ্মণেষু চ ॥ ৪৪ ॥
ব্রহ্মস্বং দেবদ্রব্যং চ স্ত্রীণাং বালধনঞ্চ যৎ।
দত্তং হরতি যো ভূয় ইষ্টৈঃ সহ বিনশ্যতি ॥ ৪৫ ॥
ব্রাহ্মণদ্রব্যমাদত্তে দেবানাং চৈব রাঘব।
সদ্যঃ পততি ঘোরে বৈ নরকে বীচিসংজ্ঞকে।[2]
নিরয়ান্নিরয়ং চৈব পততে[3] স নরাধমঃ ॥ ৪৬ ॥

পাতয়তি পাতয়িষ্যতি। ন কারয়েৎ ন কুর্য্যাৎ।
৪৪। লো-টী। অধিকৃতমধিকারম্।
৪৫। লো-টী। বালধনং বালস্য চ ধনং দত্তং স্বয়মন্তেন বা।
৪৬। লো-টী। আদত্তে গৃহ্লাতি।

নৃশংস, পাপী এবং অধার্ম্মিক হইয়া চৌদ্দপুরুষ পাতিত করিবে। সুতরাং কোন অবস্থাতেই কুলপতিত্ব করিতে নাই ॥ ৪২-৪৩ ॥

পুত্র, বান্ধব এবং পশুগণের সহিত যাহাকে নরকে পাঠাইতে ইচ্ছা করিবে, তাহাকেই দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং গো-সেবার অধিকারী করিবে ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণ-ধন, দেবতার দ্রব্য, স্ত্রীধন এবং বালককে প্রদত্ত ধন যে হরণ করে, সে সপরিবারে বিনাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ৪৫ ॥

হে রাঘব, যে ব্রাহ্মণের এবং দেবতার দ্রব্য গ্রহণ করে, সে 'বীচি'নামক ভয়ঙ্কর নরকে সদ্যঃ পতিত হয় এবং সেই নরাধম নরক হইতে নরকান্তরে গমন করে ॥ ৪৬ ॥

১। ছ '-ষ্ঠিতং' ২। ছ অতঃ পরং 'মনসাপি হি দেবস্বং ব্রহ্মস্বন্তু হরেত্তু যঃ' ইত্যধিকম্। ৩। ছ 'পতত্যেব নরাধমঃ'।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রামো বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ।
শ্বাপ্যগচ্ছন্মহাতেজা যত এবাগতস্ততঃ ॥ ৪৭ ॥
মনস্বী পূর্ব্বজাতিজ্ঞো জাতিমাত্রোপদূষিতঃ[১]।
বারাণস্যাং মহাভাগঃ প্রায়ং চোপবিবেশ হ ॥ ৪৮ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সারমেয়-ব্রাহ্মণসংবাদো নাম ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৩ ॥

৪৮। লো-টী। প্রায়ং মরণাবধি অনশনব্রতং চকার।

ব্রাহ্মণ-সারমেয়সংবাদঃ ॥ ৬৩ ॥

রামচন্দ্র সেই কথা শুনিয়া বিস্ময়ে বিস্ফারিত-নেত্র হইলেন। মহাতেজস্বী সারমেয়ও যে-স্থান হইতে আসিয়াছিল সেইস্থানে গমন করিল ॥ ৪৭ ॥

পূর্ব্বজন্মাভিজ্ঞ জাতিমাত্র-দূষিত মনস্বী সেই মহাভাগ সারমেয় বারাণসীতে প্রায়োপবেশন করিল ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ব্রাহ্মণ-সারমেয়সংবাদ নামক ৬৩তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

১। ছ '-আত্মা স'।

(৬৪) চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ

অথ তস্মিন্ বনোদ্দেশে রম্যে পাদপশোভিতে।
নদীকীর্ণে গিরিবরে কোকিলানেককূজিতে[১] ॥ ১ ॥
সিংহব্যাঘ্রসমাকীর্ণে নানাদ্বিজসমাবৃতে[২]।
বৃদ্ধোলূকঃ[৩] প্রবসতে বহূন্[৪] বর্ষগণানপি ॥ ২ ॥
অথোলূকস্য ভবনং গৃধ্রঃ পাপবিনিশ্চয়ঃ।
মমৈতদিতি কৃত্বাসৌ কলহং তেন চাকরোৎ ॥ ৩ ॥
রাজা সর্ব্বস্য লোকস্য রামো রাজীবলোচনঃ।
তং প্রপদ্যাবহে শীঘ্রং যস্যৈতদ্ভবনং ভবেৎ ॥ ৪ ॥
ইতি কৃত্বা মতিং তাং[৫] তু নিশ্চয়ার্থং সুনিশ্চিতাম্।
গৃধ্রোলূকৌ প্রপদ্যেতাং জাতকোপৌ হ্যমর্ষিণৌ[৬] ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। তস্মিন্ কস্মিংশ্চিদ্ যো বনোদ্দেশঃ বনপ্রদেশস্তস্মিন্।
৫। লো-টী। নিশ্চয়ার্থং যথা তথা সুনিশ্চিতাম্।

কোন এক বনপ্রদেশে অবস্থিত রমণীয় বৃক্ষশোভিত নদীসমাকীর্ণ অনেক-কোকিল-নিনাদিত সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকুল বহুবিধ পক্ষিসমন্বিত এক উত্তম পর্ব্বতে এক বৃদ্ধ উলূক বহুবর্ষ যাবৎ বাস করে ॥ ১-২ ॥

অনন্তর এক পাপিষ্ঠ গৃধ্র সেই উলূকের গৃহকে 'ইহা আমার গৃহ' বলিয়া বিবাদ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩ ॥

"পদ্মপলাশলোচন রামচন্দ্র সমস্ত লোকের রাজা, আমরা তাঁহার নিকটে শীঘ্র যাইব, [তাঁহার বিচারে] এই গৃহ যাহার হয় হইবে" ॥ ৪ ॥

বিবাদ-মীমাংসার জন্য এইরূপ বুদ্ধি স্থির করিয়া ঈর্ষ্যান্বিত এবং ক্রুদ্ধ সেই

১। ছ 'পূজিতে'। ২। ছ '-গণাবৃতে'। ৩। ছ 'গৃধ্রোলূকৌ প্রকাশেতা'। ৪। ছ 'বহুবর্ষ-'।
৫। ছ 'তৌ তু'। ৬। ছ '-ণৌ'।

রামং প্রপদ্য তৌ শীঘ্রং কলিব্যাকুলচেতসৌ।
তৌ পরস্পরবিদ্বেষাৎ স্পৃশতশ্চরণৌ তদা ॥ ৬ ॥
অথ দৃষ্ট্বা নরেন্দ্রং তং গৃধ্রো বচনমব্রবীৎ।
সুরাণামসুরাণাং চ প্রধানো[১]ঽসি মতো মম ॥ ৭ ॥
বৃহস্পতেশ্চ শুক্রাচ্চ বিশিষ্টোঽসি মহাদ্যুতে।
পরাবরজ্ঞো লোকানাং[২] কান্ত্যা চন্দ্র ইবাপরঃ ॥ ৮ ॥
দুর্নিরীক্ষ্যো যথা সূর্য্যো হিমবানিব[৩] গৌরবে।
সাগরশ্চাপি গাম্ভীর্য্যাল্লোকপালোপমো ঽসি ॥ ৯ ॥
ক্ষান্ত্যা ধরণ্যাস্তুল্যো[৪]ঽসি শীঘ্রত্বে হ্যনিলোপমঃ।
গুরুস্ত্বং সত্ত্ব[৫]সম্পন্নঃ কীর্ত্তিযুক্তশ্চ রাঘব ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। রামং শীঘ্রং গন্তুমুদ্যুক্তৌ ইত্যেকং বাক্যম্, ততশ্চ তৌ প্রপদ্য গন্তুমুদ্যোগং কৃত্বাপি করৈঃ পরস্পরং দেহং স্পৃশতঃ।

৯। লো-টী। গৌরবে শিষ্টাচরণে (?) শিষ্টাদরণে।

গৃধ্র এবং পেচক রামের নিকটে উপস্থিত হইল ॥ ৫ ॥

তাহারা পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ কলহ করিতে করিতে ব্যাকুলচিত্তে রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণ যুগল স্পর্শ করিল ॥ ৬ ॥

পরে গৃধ্র, মহারাজ রামচন্দ্রকে দেখিয়া বলিতে লাগিল—আপনি দেবতা এবং অসুরগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার মনে হয় ॥ ৭ ॥

হে মহাদ্যুতে! আপনি বৃহস্পতি এবং শুক্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, আপনি জগতের ভূত-ভবিষ্যৎ-তত্ত্বজ্ঞ, আপনি সৌন্দর্য্যদ্বারা দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন ॥ ৮ ॥

আপনি সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য, গুরুত্বে হিমালয়ের ন্যায় এবং গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রতুল্য ও লোকপালসদৃশ ॥ ৯ ॥

হে রাঘব, আপনি ক্ষমাগুণে পৃথিবীর তুল্য, শীঘ্রগতিতে বায়ুসদৃশ, আপনি সত্ত্বসম্পন্ন এবং কীর্ত্তিমান্ ॥ ১০ ॥

১। ছ '-নস্তং'। ২। ছ 'ভূতানাং'। ৩। ছ '-বাংশ্চৈব'। ৪। ছ '-ণ্যা তু-'। ৫। ছ 'সর্ব্ব-'।

অমর্ষী দুর্জ্জয়ো জেতা সর্ব্বাস্ত্রবিধিপারগঃ।
শৃণুষ্ব মম বৈ রাম বিজ্ঞাপ্যং নরপুঙ্গব ॥ ১১ ॥
মমালয়ং পূর্ব্বকৃতং বাহুবীর্য্যেণ রাঘব।
উলূকো হরতে রাজংস্তত্র ত্বং ত্রাতুমর্হসি।
এবমুক্তে তু গৃধ্রেণ উলূকো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১২ ॥
সোমাচ্ছতক্রতোঃ সূর্য্যাদ্ধনদাদ্বা যমাত্তথা।
জায়তে বৈ নৃপো রাম কিঞ্চিদ্ভবতি মানুষঃ।
ত্বং তু সর্ব্বময়ো দেবো নারায়ণ ইবাপরঃ ॥ ১৩ ॥
যা চ তে সৌম্যতা রাজন্ সম্যক্ প্রণিহিতা বিভো।
সৌম্যাকারগুণাবিষ্টস্তেন সোমাংশজো ভবান্ ॥ ১৪ ॥[১]

১১। লো-টী। অমর্ষী পাপিনাং পাপক্ষমায়ামক্ষমঃ।

১৩। লো-টী। সোমাদীনামংশেন নৃপো জায়ত ইত্যর্থঃ। 'কিঞ্চিদ্ ভবতি মানুষঃ' নৃপে মানুষাংশোঽল্প ইত্যর্থঃ।

১৪। লো-টী। সৌম্যং মনোজ্ঞং তস্তা সৌম্যতা প্রণিহিতা সর্ব্বত্র বিহিতা। সম্যক্ সর্ব্বতোভাবেন যে পরা গুণা উত্তমগুণাস্তেষামাবিষ্টমাশ্রয়ো যত্র সঃ। 'সম্যক্ পরগুণাদিষ্ট' ইতি পাঠে সম্যক্ পরস্মিন্ শত্রাবপি গুণস্থ ন চ দোষস্থ আদিষ্টমুপদেশো যস্থ সঃ।

নরশ্রেষ্ঠ রাম, আপনি অমর্ষী (অর্থাৎ পাপীদিগের পাপ ক্ষমা করিতে অক্ষম), দুর্জ্জয়, জেতা এবং সমস্ত অস্ত্রপ্রয়োগে নিপুণ; আমার যাহা বক্তব্য তাহা শ্রবণ করুন ॥ ১১ ॥

মহারাজ রাম, আমার পূর্ব্বকৃত গৃহ পেচক বাহুবলে হরণ করিতেছে, এ বিষয়ে আপনি পরিত্রাণ করুন। গৃধ্র এইরূপ বলিলে পেচক বলিতে আরম্ভ করিল—॥ ১২ ॥

হে রাম, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, কুবের এবং যমের অংশেই রাজা জন্মগ্রহণ করেন, মনুষ্যের অংশ রাজাতে অতি অল্প থাকে; আপনি ত' দ্বিতীয় সর্ব্বময় দেব নারায়ণ-স্বরূপ ॥ ১৩ ॥

প্রভো মহারাজ! আপনার যে সৌম্যতা, তাহা সর্ব্বত্র সুন্দররূপে

[১] ছ 'সমং চরসি চাম্বিষ্ঠ তেন সোমাংশকো ভবান্'।

ক্রোধে দণ্ডে প্রজানাথ দানে পাপভয়াপহঃ।
দাতা হর্ত্তাসি গোপ্তাসি তেনেন্দ্র ইব নো ভবান্ ॥ ১৫ ॥
অধৃষ্যঃ[১] সর্ব্বভূতানাং তেজসা চানলোপমঃ।
[২]সুতীক্ষ্ণস্তপসে পাপাংস্তেন ভাস্করসন্নিভঃ ॥ ১৬ ॥
সাক্ষাদ্বিত্তেশতুল্যোঽসি অথবা ধনদাধিকঃ।
বিত্তেশস্যেব[৩] পদ্মা শ্রীর্নিত্যং তে রাজসত্তম।
ধনদস্য তু কোষেণ ধনদস্তেন নো ভবান্ ॥ ১৭ ॥

১৫। লো-টী। কোষে পাত্রে উপস্থিতে সতি দাতা, দণ্ডে নিমিত্তে দণ্ড্যস্য হর্ত্তা ধনাপহর্ত্তা, দানে দণ্ডেগে'প্তা, প্রজানাথ পাপেভ্যঃ পাপিষ্ঠেভ্যঃ ভয়াপহঃ।

১৬। লো-টী। তপসে তাপয়সি।

১৭। লো-টী। বিত্তে বিত্তবতি ধনদে শ্রীস্ত্রিবর্ণসম্পত্তিঃ যত্তা আয়ত্তা, তে তব পুনঃ শ্রীঃ সপদ্মা সশ্রীকা, তত্রাপি নিত্যম্। যদ্বা, বিত্তেয়ত্তা ধনদস্য বিত্তস্য ইয়ত্তা প্রমাণং বর্ত্ততে, তব তু সাক্ষাৎ সপদ্মা পদ্মসহিতা শ্রীঃ, অতো বিত্তস্থানন্ততা তবেতি ভাবঃ। 'বিত্তেশস্য সপদ্মা শ্রী'রিতি বা পাঠঃ। নো নিষেধে। ধনদস্য চ তেন কোষেণার্থসমূহেন ভবান্ন ধনদঃ, কিন্তু স্বীয়কোষেণ। যদ্বা, নোঽস্মাকং ভবান্ প্রভুরিত্যর্থঃ, তথা ধনদস্য চ, ধনদস্যাপি ধনদাতা ভবান্, তেন স্বীয়েন অর্থসমূহেন। 'ধনদস্তেবে'তি পাঠে ধনদস্য কোষেণেব ন ধনদঃ, কিন্তু তেন বিলক্ষণেন।

অবস্থিত, আপনি সৌম্য (রমণীয়) আকৃতি এবং গুণের আশ্রয়, সুতরাং চন্দ্রাংশজাত ॥ ১৪ ॥

ক্রোধ, দণ্ড এবং দান বিষয়ে প্রজাদিগের প্রভু, পাপিষ্ঠের অত্যাচারজনিত ভয়াপহারক, [সজ্জনের] দাতা, [দুর্জ্জনের] অপহর্ত্তা এবং [সকলের] রক্ষক বলিয়া আপনি আমাদের নিকট ইন্দ্রতুল্য ॥ ১৫ ॥

তেজে সর্ব্বপ্রাণীর অধৃষ্য বলিয়া আপনি অগ্নিতুল্য এবং পাপিষ্ঠদিগকে কঠোর হইয়া সন্তাপ (শাস্তি) দান করেন বলিয়া আপনি সূর্য্যতুল্য ॥ ১৬ ॥

হে রাজসত্তম, আপনি সাক্ষাৎ কুবেরতুল্য অথবা তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; কারণ, কুবেরের ঐশ্বর্য্যের ন্যায় আপনার ঐশ্বর্য্য সর্ব্বদা বিরাজমান ; আপনি কুবেরের সেই ভাণ্ডার হইতেও আমাদিগকে ধন দান করেন ॥ ১৭ ॥

১। ছ 'ধৃষ্যঃ'। ২। ছ 'অতীক্ষ্ণং তপসে লোকাং-'। ৩। ছ '-শস্য সপদ্মা'।

সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ।
শত্রৌ মিত্রে চ তে দৃষ্টিঃ সমতাং যাতি রাঘব ॥ ১৮ ॥
ধর্ম্মেণ শাসনং নিত্যং ব্যবহার[১]বিধিক্রমাৎ।
যস্য রুষ্যসি বৈ রাম মৃত্যুস্তস্য[২] হি ধাবতি।
গীয়সে তেন বৈ রাম যম ইত্যভিবিশ্রুতঃ[৩] ॥ ১৯ ॥
যশ্চৈষ মানুষো ভাবো ভবতো নৃপসত্তম।
আনৃশংস্যপরো[৪] রাজন্[৫] সত্ত্বেষু ক্ষময়ান্বিতঃ ॥ ২০ ॥
দুর্ব্বলস্য ত্বনাথস্য রাজা ভবতি বৈ বলম্।
অচক্ষুষো হি ত্বং[৬] চক্ষুরগতেস্ত্বং[৭] গতিস্তথা ॥ ২১ ॥

১৯। লো-টী। ব্যবহারো লৌকিকঃ, বিধিঃ শাস্ত্রীয়ঃ, তয়োঃ ক্রমাৎ। 'রুষ্যসী'তি পাঠঃ। 'রুষ্টোঽসী'তি ক্বচিৎ। অভিতো বিক্রমো যস্য সঃ।

২০। লো-টী। যতস্ত্বমিন্দ্রাদিদেবতাংশঃ, অতো যত্র [যস্তে ?] ভাবঃ সোঽনৃশংসেষু ভাবেষু মধ্যে পরঃ শ্রেষ্ঠঃ, সত্ত্বেষু প্রাণিষু ক্ষময়ান্বিতশ্চ। 'আনৃশংস্যপর' ইতি পাঠে আনৃশংস্যমক্রৌর্য্যং পরং শ্রেষ্ঠং যস্য সঃ।

২১। লো-টী। 'অগতেস্ত্বং ভবের্গতি'রিতি পাঠো বা।

রামচন্দ্র, আপনি চরাচর সর্ব্বভূতে সমদর্শী, শত্রু এবং মিত্রে আপনার তুল্য ॥ ১৮ ॥

রাম, আপনি লৌকিক এবং শাস্ত্রীয় ক্রমানুসারে ধর্ম্মতঃ সর্ব্বদা শাসন করেন, আপনি যাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন, মৃত্যু তাহার প্রতি ধাবিত হয়, তজ্জন্য আপনি বিখ্যাত 'যম' বলিয়া কীর্ত্তিত হন ॥ ১৯ ॥

হে নৃপসত্তম, আপনার এই যে মনুষ্যভাব, ইহা প্রাণিদিগের প্রতি ক্ষমা ও নিরতিশয় করুণাপ্রযুক্ত ॥ ২০ ॥

রাজা অনাথ এবং দুর্ব্বলের বল, আপনি অন্ধের চক্ষুঃ এবং অগতির গতি ॥ ২১ ॥

১। ছ '-হারে'। ২। ছ 'তস্য মৃত্যুর্ব্বিধাবতি'। ৩। ছ '-বিক্রমঃ'। ৪। ছ 'অনৃশংসপ-'। ৫। ছ 'রাজা'। ৬। ছ '-পুরুষোত্তমং'। ৭। ছ 'শ্চ গতির্ভবান্'।

অস্মাকমপি নাথস্ত্বং শ্রূয়তাং মম ধার্ম্মিক।
মমালয়ং[১] প্রবিষ্টস্তু গৃধ্রো মাং বাধতে[২] নৃপ ॥ ২২ ॥

ত্বং হি দেব মনুষ্যেষু শাস্তা বৈ নরপুঙ্গব।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বৈ রামঃ সচিবানাহ্বয়ৎ স্বয়ম্ ॥ ২৩ ॥

ধৃষ্টির্জ্জয়ন্তো বিজয়ঃ সিদ্ধার্থো রাষ্ট্রবর্দ্ধনঃ।
অশোকো ধর্ম্মপালশ্চ সুমন্ত্রশ্চ মহাবলঃ ॥ ২৪ ॥

এতে রামস্য সচিবা রাজ্ঞো দশরথস্য চ।
নীতিযুক্তা মহাত্মানঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ।
হ্রীমন্তশ্চ কুলীনাশ্চ[৩] নয়ে মন্ত্রে চ কোবিদাঃ ॥ ২৫ ॥

তানাহূয় স মহাত্মা[৪] পুষ্পকাদবরুহ্য[৫] তু।
গৃধ্রোলূকবিবাদং তং পৃচ্ছতি স্ম রঘূত্তমঃ ॥ ২৬ ॥

২২। লো-টী। মমালয়প্রতিষ্ঠাম্ আলয়রূপং স্থানং 'মমালয়ং পূর্বকৃত'মিতি পাঠঃ কচিৎ। বারয়তে নিবারয়তে।

২৬। লো-টী। গৃধ্রোলূকবিবাদং তং পৃচ্ছতি।

আপনি আমাদের প্রভু। হে ধার্ম্মিকপ্রবর, আমার নিবেদন শ্রবণ করুন, গৃধ্র আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাকে [প্রবেশ করিতে] বাধা দিতেছে ॥ ২২ ॥

হে দেব, হে নরপুঙ্গব, আপনি মনুষ্যগণের শাসক। রামচন্দ্র এই কথা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং অমাত্যগণকে আহ্বান করিলেন ॥ ২৩ ॥

ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সিদ্ধার্থ, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অশোক, ধর্ম্মপাল এবং মহাবলশালী সুমন্ত্র, নীতিপরায়ণ সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ এই মহাত্মারা রামচন্দ্র এবং রাজা দশরথের মন্ত্রী। তাঁহারা লজ্জাশীল, কুলীন এবং শাস্ত্রে ও মন্ত্রণাবিষয়ে পণ্ডিত ॥ ২৪-২৫ ॥

মহাত্মা রঘুশ্রেষ্ঠ রাম সেই সকল অমাত্যগণকে আহ্বান করিয়া পুষ্পক

১। ছ '-লয়প্র-'। ২। ক 'বারয়তে পুনঃ'। ৩। ছ '-শাশ্চ'। ৪। ছ 'ধর্ম্মাত্মা'। ৫। ছ '-দবতীর্য্য চ'।

কতি বর্ষাণি বৈ গৃধ্র তবেদং নিলয়ং কৃতম্ ।
এতন্মে কারণং ব্রূহি যদি জানাসি তত্ত্বতঃ ॥ ২৭ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা তু বৈ গৃধ্রো ভাষতে রাঘবং স তম্ ।
ইয়ং বসুমতী রাম মনুষ্যৈঃ পরিতো যদা ।
উত্থিতৈরাবৃতা সর্ব্বা তদা প্রভৃতি মে গৃহম্ ॥ ২৮ ॥
উলূকশ্চাব্রবীদ্রামং পাদপৈরুপশোভিতা ।
যদেয়ং পৃথিবী রাজংস্তদা প্রভৃতি মে গৃহম্ ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু রামো বৈ সভাসদ[১] উবাচ হ ॥ ২৯ ॥

ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মম্ ।
[২]নাসৌ ধর্ম্মো যত্র ন সত্যমস্তি সত্যং ন তদ্ যচ্ছলমভ্যুপৈতি ॥ ৩০ ॥

২৭। লো-টী। ততশ্চ কতীতি। নিলীয়তে নিলীয় স্থীয়তেঽস্মিন্নিতি নিলয়ং নীতস্থানম্।
২৮। লো-টী। ইয়ং বসুমতী মনুষ্যৈর্যদা আবৃতা অনাবৃতা অন্তাবার্থোঽকারঃ প্রশ্লেষণীয়ঃ, ততশ্চ উত্থিতৈঃ সংজাতৈস্তৈরেব পূরিতা। 'উচ্ছ্রিতৈ'রিতি পাঠেঽপি সংজাতৈঃ।
৩০। লো-টী। ছলমধর্ম্মরূপকপটম্ 'ন তৎ সত্যং যন্ন সদর্থযুক্ত'মিতি বা পাঠঃ।

হইতে অবতরণ করত গৃধ্র এবং পেচকের সেই কলহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

গৃধ্র, তুমি এই গৃহ কত বৎসর নির্ম্মাণ করিয়াছ ? যদি যথার্থরূপে জান, তবে তোমার দাবীর কারণ আমার নিকট বল ॥ ২৭ ॥

সেই গৃধ্র ইহা শুনিয়া রামচন্দ্রকে বলিল—রাম ! যখন এই সমগ্র পৃথিবী সঞ্জাত মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক চারিদিকে আবৃত হইয়াছিল, সেই সময় হইতে আমার এই গৃহ ॥ ২৮ ॥

পেচক রামচন্দ্রকে বলিল,—মহারাজ ! যখন এই পৃথিবী বৃক্ষসমূহে শোভিত হইয়াছিল, সেই সময় হইতে আমার এই গৃহ। রামচন্দ্র ইহা শুনিয়া সভাসদ্‌গণকে বলিলেন—॥ ২৯ ॥

যে সভায় বৃদ্ধগণ অবস্থান করেন না সে সভা সভাই নয়, যে বৃদ্ধেরা ধর্ম্মকথা

১। ক '-সদমুবা-'। ২। ছ 'ধর্ম্মঃ স নো'।

যে তু সভ্যাঃ সদো গত্বা[১] তূষ্ণীং ধ্যায়ন্ত আসতে[২]।
সহস্রং বারুণান্[৩] পাশান্[৪] বিমুঞ্চন্তীহ চাত্মনি ॥ ৩১ ॥
তেষাং সংবৎসরে পূর্ণে পাশ একঃ প্রমুচ্যতে।
তস্মাৎ সত্যেন বক্তব্যং জানতা সত্যমঞ্জসা ॥ ৩২ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা তু সচিবা রামমেবাব্রুবংস্তদা।
উলূকঃ শোভতে রাজন্ ন তু গৃধ্রো মহামতে ॥ ৩৩ ॥
ত্বং প্রমাণং মহারাজ রাজা হি পরমা গতিঃ।
রাজমূলাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা রাজা ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৪ ॥
শাস্তা নৃণাং নৃপো যেষাং তে ন গচ্ছন্তি দুর্গতিম্।
বৈবস্বতেন মুক্তাস্তু ভবন্তি পুরুষোত্তমাঃ ॥ ৩৫ ॥

[লো-টী।] প্রাপ্তমুপস্থিতমর্থং যথা যথাবৎ।

৩২। লো-টী। সভ্যেন সভাসদা জনেন। 'সত্যেনে'তি পাঠে সত্যবতা, অঞ্জসা তত্ত্বেন।

৩৪। লো-টী। রাজা মূলং ধর্ম্মপ্রবৃত্তৌ কারণং যাসাং তাঃ।

৩৫। লো-টী। তে দুর্গতিং নরকং ন গচ্ছন্তি, তে পুরুষোত্তমাঃ প্রাপ্তদণ্ডা মুক্তাস্ত্যক্তাঃ।

বলেন না তাঁহারা বৃদ্ধই ন'ন, যে ধর্ম্মকথায় সত্য নাই তাহা ধর্ম্মকথাই নহে, যাহাতে ছলনার সংস্পর্শ আছে তাহা সত্যই নয় ॥ ৩০ ॥

যে সভ্যগণ সভায় গমন করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া বসিয়া থাকেন, তাঁহারা নিজের প্রতি সহস্র বরুণ-পাশ নিক্ষেপ করেন ॥ ৩১ ॥

সংবৎসর পূর্ণ হইলে সেই পাশের মধ্যে একটী পাশ মুক্ত হয়, সুতরাং যথার্থরূপে সত্য অবগত হইয়া সত্যই বলা উচিত ॥ ৩২ ॥

মন্ত্রিগণ ইহা শুনিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন, মহামতে মহারাজ, পেচকের স্বভাবিক কান্তি আছে, গৃধ্রের নাই ॥ ৩৩ ॥

মহারাজ! এ বিষয়ে আপনিই প্রমাণ, রাজাই পরম গতি, রাজাই সকল-প্রজার [ধর্ম্মপ্রবৃত্তির] মূল, রাজাই সনাতন ধর্ম্ম ॥ ৩৪ ॥

রাজা যাহাদিগকে শাসন করেন তাহারা নরক ভোগ করে না এবং তাহারা

১। ছ 'সদা জ্ঞাত্বা'। ২। অতঃ পরং ছ 'যথাপ্রাপ্তং ন ব্রুবতে তে সর্ব্বেঽনৃতবাদিনঃ। জানন্ন চাব্রবীৎ প্রশ্নান্ কামাৎ ক্রোধাত্তথা'তথা। ইত্যধিকম্। ৩। ক 'বারুণপা-'। ৪। ছ '-নাত্মনি প্রতিমুঞ্চতি'।

সচিবানাং বচঃ শ্রুত্বা রামো বচনমব্রবীৎ।

শ্রূয়তামভিধাস্যামি পুরাণে যদুদাহৃতম্ ॥ ৩৬ ॥

দ্যৌঃ সচন্দ্রার্কনক্ষত্রা সপর্ব্বতমহাবনা।

সলিলার্ণবসংভূতং[1] ত্রৈলোক্যং স-চরাচরম্ ॥ ৩৭ ॥

এক এব তদা হ্যাসীৎ সুপ্তো[2] মেরুরিবাপরঃ।

পুরা[3] ভূঃ সহ[4] লক্ষ্ম্যা তু বিষ্ণোর্জঠরমাবিশৎ ॥ ৩৮ ॥

তাং নিগৃহ্য মহাতেজাঃ প্রবিশ্য সলিলার্ণবম্।

সুষ্বাপ দেবো ভূতাত্মা বহূন্ বর্ষগণানপি ॥ ৩৯ ॥

৩৭। লো-টী। দ্যৌঃ স্বর্গোঽন্তরীক্ষঞ্চ। 'দ্যৌঃ স্ত্রিয়াং স্বর্গনভসো'রিতি ভূরি০। স-পর্ব্বতবনা পৃথিবী, এবং সচরাচরং ত্রৈলোক্যং সলিলার্ণবসম্ভূতং সলিলাত্মকেনার্ণবেন সম্ভৃতং সম্প্রাপ্তং ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ। যদ্বা, অর্ণবানাং সলিলং সলিলার্ণবং তেন।

৩৮-৩৯। লো-টী। তদা প্রলয়কালে সহ লক্ষ্ম্যা সলিলার্ণবং প্রবিশ্য এক এব বিষ্ণুরাসীদিতি সার্দ্ধেনান্বয়ঃ। যুক্তো যোগনিদ্রাযুক্তঃ, অপরঃ ন বিদ্যতে পরমন্যদ্ যস্মাৎ সঃ, সর্ব্বং স এবেত্যর্থঃ। জগৎ পুনঃ পুনর্ভবত্যস্মাদিতি পুনর্ভূঃ। কিং কৃত্বা? আত্মনো জঠরং জঠরে বিনিগৃহ্য প্রবেশ্য। সর্ব্বশ্রেষ্ঠাংশে দৃষ্টান্তঃ মেরুরিব। পর্ব্বতানাং যথা মেরুঃ শ্রেষ্ঠস্তথা সর্ব্বদেবানাং বিষ্ণুঃ।

সজ্জন হইয়া যমের কবল হইতে মুক্তিলাভ করে ॥ ৩৫ ॥

রামচন্দ্র অমাত্যগণের কথা শুনিয়া বলিলেন, পুরাণে যাহা কথিত আছে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৩৬ ॥

[প্রলয়-সময়ে] অন্তরীক্ষ, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, পর্ব্বত, মহাবন এবং চরাচর-সমন্বিত ত্রিভুবন জলময় সমুদ্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

সেই [প্রলয়-] সময়ে দ্বিতীয় সুমেরু-পর্ব্বতের ন্যায় একমাত্র বিষ্ণুই নিদ্রিত ছিলেন, পৃথিবী লক্ষ্মীর সহিত পূর্ব্বেই বিষ্ণুর উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥

মহাতেজস্বী ভূতাত্মা দেব বিষ্ণু পৃথিবীকে উদরমধ্যে প্রবেশ করাইয়া জলময় সমুদ্রে প্রবেশ করত নিদ্রা যাইতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

১। ছ 'সংপূর্ণং'। ২। ছ 'যুক্তো'। ৩। ক 'পুনর্ভূঃ'। ৪। ছ 'চ'।

তস্মিন্ সুপ্তে[১] তদা ব্রহ্মা বিবেশ জঠরং ততঃ।
রুদ্ধস্রোতং তু তং জ্ঞাত্বা মহাযোগী সমাবিশৎ ॥ ৪০ ॥
নাভ্যাং বিষ্ণোঃ সমুৎপন্নে পদ্মে হেমবিভূষিতে।
স তু নির্গম্য বৈ ব্রহ্মা যোগী ভূত্বা মহাপ্রভুঃ ॥ ৪১ ॥
সিসৃক্ষুঃ পৃথিবীং বায়ুং পর্ব্বতান্ সমহীরুহান্।
তদনন্তরং[২] প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সমনুষ্যসরীসৃপাঃ ॥ ৪২ ॥
জরায়ুজাণ্ডজাঃ সর্ব্বাঃ সসর্জ্জ স মহাতপাঃ।
তস্য[৩] গাত্রমলোৎপন্নঃ কৈটভো মধুনা সহ ॥ ৪৩ ॥
দানবৌ তৌ মহাবীর্য্যৌ ঘোররূপৌ দুরাসদৌ।
দৃষ্ট্বা প্রজাপতিং তং[৪] তু ক্রোধাবিষ্টৌ বভূবতুঃ ॥ ৪৪ ॥

৪০। লো-টী। বিষ্ণৌ সুপ্তে সতি ততস্তস্য বিষ্ণোর্জঠরং ব্রহ্মা বিবেশ। বুদ্ধঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স বিষ্ণুঃ তং ব্রহ্মাণম্ অন্তরুদরমধ্যে প্রবিষ্টং জ্ঞাত্বা সমাবিশৎ। 'যোগনিদ্রা'মিতি শেষঃ। 'অন্তঃস্থিত'মিতি বা পাঠঃ।

৪১। লো-টী। হেমবিভূষিতে হেমময়ে, তস্মাৎ পদ্মাৎ স নির্গম্য যোগী সমাধিস্থঃ সন্ সিসৃক্ষুঃ পৃথিব্যাদীন্ সসর্জেতি সার্দ্ধদ্বয়েনান্বয়ঃ।

৪৩। লো-টী। সর্ব্বা মনুষ্যাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাশ্চ জরায়ুজাণ্ডজাঃ।

৪৪। লো-টী। দানবৌ দানবকর্ম্মকরণাৎ, ন তু দনোর্ব্বংশ্যৌ।

বিষ্ণু নিদ্রিত হইলে তখন ব্রহ্মা তাঁহার উদরে প্রবেশ করিলেন। মহাযোগী বিষ্ণু সমুদ্রের প্রবাহ রুদ্ধ হইয়াছে জানিয়া যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়াছিলেন ॥৪০॥

বিষ্ণুর নাভিতে স্বর্ণপদ্ম উৎপন্ন হইলে সেই মহাতপস্বী মহাপ্রভু ব্রহ্মা জঠর হইতে নির্গমনপূর্ব্বক সমাধিস্থ হইয়া সৃজন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি পৃথিবী, বায়ু, বৃক্ষ, পর্ব্বত এবং তার পর মনুষ্য হইতে সরীসৃপ পর্য্যন্ত সমস্ত জরায়ুজ, অণ্ডজ প্রভৃতি প্রাণী সৃজন করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর শরীরজাত মল হইতে 'মধু' ও 'কৈটভ' উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৪১-৪৩ ॥

মহাবীর্য্যশালী ভীষণাকার দুর্দ্ধর্ষ সেই দানবদ্বয় ব্রহ্মাকে দেখিয়া অতিশয়

১। ছ 'বিষ্ণৌ'। ২। ছ '-স্বরে'। ৩। ছ 'তত্র শ্রোত্রমলোৎপন্নঃ'। ৪। ছ 'তত্র'।

বেগেন মহতা তত্র স্বয়ম্ভুবমধাবতাম্[১]।
দৃষ্ট্বা স্বয়ম্ভুবা মুক্তো রাবো বৈ বিকৃতস্তদা ॥ ৪৫ ॥
তেন শব্দেন সংপ্রাপ্তো হরো বৈ হরিণা সহ[২]।
অথ চক্রপ্রহারেণ সূদিতৌ মধুকৈটভৌ ॥ ৪৬ ॥
মেদসা প্লাবিতা সর্ব্বা পৃথিবী চ সমন্ততঃ।
ভূয়ো বিশোধিতা তেন হরিণা লোকধারিণা ॥ ৪৭ ॥
শুদ্ধাং বৈ মেদিনীং তাং তু বৃক্ষাঃ[৩] সর্ব্বামপূরয়ন্[৪]।
ওষধ্যঃ সর্ব্বশস্যানি নিষ্পদ্যন্ত পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৪৮ ॥

৪৫। লো-টী। রাবো বৈরিকৃতঃ স ভীতশব্দঃ।

৪৬। লো-টী। অহরো ব্রহ্মা ন হরতি ন সংহরতীতি তথা, তেন শব্দেন সহ শব্দসমানকাল এব সংপ্রাপ্তঃ।

৪৭। লো-টী। হরিণা ভূয়ঃ হরিণা পুনঃ বিশোধিতা মেদসা জাতদোষো দূরীকৃত ইত্যর্থঃ।

৪৮। লো-টী। সর্ব্বাং শুদ্ধাং মেদিনীম্।

ক্রোধাবিষ্ট হইল ॥ ৪৪ ॥

তাহারা মহাবেগে ব্রহ্মার প্রতি ধাবিত হইল, তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা বিকৃত শব্দে চীৎকার করিলেন ॥ ৪৫ ॥

সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং চক্রপ্রহারে মধু ও কৈটভকে নিহত করিলেন ॥ ৪৬ ॥

লোকপালক হরি চারিদিকে মেদঃপ্লাবিতা সমগ্র পৃথিবীকে পুনরায় বিশোধিত করিলেন ॥ ৪৭ ॥

সেই বিশুদ্ধ পৃথিবী বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ হইল এবং নানাবিধ ওষধি ও শস্যসমূহ উহাতে উৎপন্ন হইল ॥ ৪৮ ॥

১। '-ভুমবধা-'। ২। ছ '-প্রাপ্তো দানবৌ হরিণা সহ'। ৩। ছ 'বৃক্ষৈঃ'। ৪। ছ '-য়ৎ'।

মেদোগন্ধাত্তু[১] বসুধা[২] মেদিনীত্যভিধীয়তে[৩]।
তস্মান্ন গৃধ্রস্য গৃহমুলূকস্যেতি মে মতিঃ ॥ ৪৯ ॥
তস্মাদ্ গৃধ্রস্তু দণ্ড্যো বৈ পাপো হর্ত্তা পরালয়ম্।
পীড়াং করোতি পাপাত্মা দুর্ব্বিনীতো মহানয়ম্ ॥ ৫০ ॥
অথাশরীরিণী বাণী ত্বন্তরীক্ষাৎ[৪] প্রবোধিনী।
মা বধী রাম গৃধ্রং ত্বং পূর্ব্বং[৫] দগ্ধং তপোবলাৎ ॥ ৫১ ॥
কালে[৬] গৌতমদগ্ধোঽয়ং প্রজানাথো নরেশ্বরঃ।
ব্রহ্মদত্তেতি নাম্নৈষ শূরঃ সত্যব্রতঃ শুচিঃ ॥ ৫২ ॥
গৃহং ত্বস্যাগতো বিপ্রো ভোজনং প্রত্যমার্গত।
সাগ্রং বর্ষশতং চৈব ভুক্তবান্[৭] নৃপসত্তম ॥ ৫৩ ॥

৪৯। লো-টী। মেদসো গন্ধো যস্যাং সা।
৫১। লো-টী। অয়ং নরেশ্বরো রাজা কালস্বরূপো গৌতমঃ গোতমবংশ্যঃ তেন দগ্ধঃ।
৫৩। লো-টী। প্রত্যমার্গত মার্গিতবান্।

মেদের গন্ধবশতঃ পৃথিবীর 'মেদিনী' নাম হইল; সুতরাং এই গৃহ গৃধ্রের নয়, ইহা পেচকের বলিয়া আমার মনে হয় ॥ ৪৯ ॥

অতএব পরগৃহ-হরণকারী পাপিষ্ঠ গৃধ্রকে দণ্ড প্রদান করা উচিত, এই অতিশয় দুর্ব্বিনীত পাপাত্মা গৃধ্রই অত্যাচার করিতেছে ॥ ৫০ ॥

অনন্তর অশরীরিণী বাণী অন্তরীক্ষ হইতে বলিল—"রাম, পূর্ব্বে তপোবলে দগ্ধ এই গৃধ্রকে তুমি বধ করিও না ॥ ৫১ ॥

পুরাকালে প্রজাপালক এই নরপতি গৌতমকর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়াছেন, ইঁহার নাম ব্রহ্মদত্ত; ইনি বীর, সত্যবাদী এবং পবিত্র ছিলেন ॥ ৫২ ॥

মহারাজ, এক ব্রাহ্মণ ইঁহার গৃহে আসিয়া ভোজন করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন এবং শতাধিক বৎসর ভোজন করিলেন ॥ ৫৩ ॥

১। ছ 'মেদগ-'। ২। ছ 'ধরণী'। ৩। ছ '-সংজ্ঞিতা'। ৪। ছ 'অন্ত-'। ৫। ছ 'পূর্ব্বদগ্ধং'।
৬। ছ 'কালগো-'। ৭। ছ 'ভোক্তব্যং নৃপসত্তম'।

ব্রহ্মদত্তশ্চ[১] বৈ তস্য পাদ্যমর্ঘ্যং স্বয়ং নৃপঃ।
হার্দ্দং চৈবাকরোত্তস্য ভোজনার্থং মহাদ্যুতেঃ ॥ ৫৪ ॥
মাংসমস্যাভবত্তত্র[২] হ্যাহারে[৩] তু মহাত্মনঃ।
অথ ক্রুদ্ধেন মুনিনা শাপো দত্তোঽস্য দারুণঃ।
গৃধ্রস্ত্বং ভব বৈ রাজন্মৈনং[৪] হ্যথ সোঽব্রবীৎ ॥ ৫৫ ॥
প্রসাদং কুরু মে ব্রহ্মন্নজ্ঞানান্মে[৫] মহাব্রত।
শাপস্যান্তং মহাভাগ ক্রিয়তাং বৈ মমানঘ ॥ ৫৬ ॥
তদজ্ঞানকৃতং মত্বা রাজানং মুনিরব্রবীৎ।
উৎপৎস্যতি কুলে রাজ্ঞাং[৬] রামো নাম মহাযশাঃ।
ইক্ষাকূণাং মহাভাগো রাজা রাজীবলোচনঃ ॥ ৫৭ ॥

৫৪। লো-টী। স্বয়ং দত্তং পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ অকরোৎ স্বীকৃতবান্ ভোজনার্থং মহাদ্যুতেঃ মহাদ্যুতিনা রাজ্ঞা সহ হার্দ্দং সৌহার্দ্দঞ্চাকরোৎ।

৫৫। লো-টী। তত্র আহারে মাংসপেশী মাংসপিণ্ডঃ।

৫৬। লো-টী। অন্তোঽবধিঃ।

৫৭। লো-টী। রামো নাম্না রামঃ নীলঃ দূর্ব্বাদলশ্যামঃ মনোহরো বা। 'রামো নীলে চারৌ সিতে ত্রিষ্বি'ত্যমরঃ।

রাজা ব্রহ্মদত্ত অতিশয় দীপ্তিশালী সেই ব্রাহ্মণের ভোজনের জন্য নিজেই পাদ্য এবং অর্ঘ্য প্রদান করিলেন এবং তাঁহার সহিত সৌহার্দ্দ্য করিলেন ॥ ৫৪ ॥

[একদিন] সেই মহাত্মার আহারে মাংস ছিল, তাহাতে সেই মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া মহারাজ 'তুমি গৃধ্র হও' এই বলিয়া ইঁহাকে দারুণ শাপ প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন—॥ ৫৫ ॥

হে মহাব্রত ব্রাহ্মণ, অজ্ঞাতসারে ইহা হইয়াছে, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন ; হে মহাভাগ, হে অনঘ, শাপের অবসান করুন ॥ ৫৬ ॥

তাহা অজ্ঞানকৃত মনে করিয়া মুনি তাঁহাকে বলিলেন, ইক্ষ্বাকু-

১। ছ '-ত্তঃ স বৈ'। ২। ক 'মাংসমৎস্যাভবংস্তত্র'। ৩। ছ 'আহারে'। ৪। ছ 'রাস্মৈনং'। ৫। ছ 'ধর্ম্মজ্ঞ অজ্ঞনান্ মে' (?)। ৬। ছ 'রাজা'।

তেন স্পৃষ্টো বিশাপস্ত্বং[1] ভবিতা নরপুঙ্গব ।
স্পৃষ্টো রামেণ তচ্ছ্রুত্বা নরেন্দ্রঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ৫৮ ॥
গৃধ্রত্বং ত্যজ্য[2] রাজা বৈ দিব্যগন্ধানুলেপনঃ ।
পুরুষো দিব্যরূপোঽভূদুবাচেদং চ রাঘবম্ ॥ ৫৯ ॥
সাধু রাঘব ধর্ম্মজ্ঞ ত্বৎপ্রসাদাদহং বিভো ।
বিমুক্তো নরকাদ্ ঘোরাচ্ছাপস্যান্তঃ কৃতস্ত্বয়া ॥ ৬০ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে গৃধ্রোলূকসংবাদো নাম
চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৪ ॥

৫৮। লো-টী। ভবিতা ভবিষ্যতি।
৫৯। লো-টী। ত্যজ্য সংত্যজ্য।
৬০। লো-টী। অন্তো নাশঃ।

গৃধ্রোলূকসংবাদঃ ॥ ৬৪ ॥

রাজবংশে মহাযশস্বী মহাভাগ পদ্মপলাশলোচন 'রাম' নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৫৭ ॥

হে নরপুঙ্গব, তিনি স্পর্শ করিলে তুমি শাপ হইতে মুক্ত হইবে।" রামচন্দ্র তাহা শ্রবণ করিয়া সেই পৃথিবীপতিকে স্পর্শ করিলেন ॥ ৫৮ ॥

তখন নৃপতি গৃধ্ররূপ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যগন্ধানুলিপ্ত সুপুরুষ হইলেন এবং রামচন্দ্রকে বলিলেন—॥ ৫৯ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ প্রভো রামচন্দ্র, সাধু, সাধু, আপনার অনুগ্রহে আমি ভয়ঙ্কর নরক হইতে মুক্ত হইলাম, আপনি আমার শাপের অবসান করিলেন ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে গৃধ্রোলূকসংবাদ-নামক
৬৪তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

১। ছ 'বিপাপ-'। ২। ছ 'ত্যক্ত্বানুরাগা'।

(৬৫) পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[১] ততো নিবেদিতং রাজ্ঞে দ্বারি তিষ্ঠন্তি তাপসাঃ।
ভার্গবং চ্যবনং নাম পুরস্কৃত্য মহামুনিম্ ॥ ১ ॥
দর্শনং তব রাজেন্দ্র কাঙ্ক্ষন্তি[২] তে মহর্ষয়ঃ।
আগতাস্ত্বরমাণা হি যমুনাতীরবাসিনঃ ॥ ২ ॥
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা দ্বাস্থং প্রোবাচ রাঘবঃ।
প্রবেশ্যন্তাং মহাত্মানো ভার্গবপ্রমুখা দ্বিজাঃ ॥ ৩ ॥
রাজ্ঞস্ত্বাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য[৩] দ্বাস্থো মূর্দ্ধ্নি কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রবেশয়ামাস ততঃ[৪] সমেতাংস্তাংস্ত তাপসান্ ॥ ৪ ॥
তে তং সমধিকং লক্ষ্ম্যা দীপ্যমানং স্বতেজসা।
প্রবিশ্য রামমদ্রাক্ষুস্তাপসাঃ[৫] সুসমাহিতাঃ ॥ ৫ ॥

১-৩। লো-টী। ভার্গবং চ্যবনং পুরস্কৃত্য যমুনাতীরবাসিনো মহর্ষয়ঃ দ্বারি তিষ্ঠন্তীতি দ্বাস্থেন নিবেদিতে সতি তদ্বচনং শ্রুত্বা 'প্রবেশ্যন্তা'মিতি রামঃ প্রোবাচেতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ।

৫। লো-টী। সমধিকং যথা স্যাত্তথা লক্ষ্ম্যা রাজলক্ষ্ম্যা স্বতেজসা চ।

পরে দৌবারিক রাজাকে নিবেদন করিল, ভৃগুবংশীয় মহামুনি চ্যবনকে অগ্রে করিয়া তপস্বিগণ দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১ ॥

মহারাজ, যমুনাতীরবাসী সমাগত সেই মহর্ষিগণ অতিশয় ব্যগ্র হইয়া আপনাকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেছেন ॥ ২ ॥

রামচন্দ্র দৌবারিকের কথা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, ভার্গব প্রভৃতি মহাত্মা ব্রাহ্মণগণকে প্রবেশ করাও ॥ ৩ ॥

দৌবারিক মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক মহারাজের আদেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া সেই সমাগত তাপসদিগকে প্রবেশ করাইল ॥ ৪ ॥

সেই তপস্বিগণ প্রবেশ করিয়া স্বীয় তেজে এবং রাজশোভায় অতিশয়

১। অতঃ পূর্ব্বং সর্গারম্ভে ছ 'ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্ণিকীং ক্রিয়াম্। অভ্যারভত কাকুৎস্থঃ পৌরকার্য্যাণি বীক্ষিতুম্ ॥' ইত্যধিকম্। ২। ছ '-ন্তে'। ৩। ছ '-ধৃত্বা-'। ৪। ছ '-তো জটাবল্কলধারিণঃ'। ৫। ছ 'অস্র'।

তে দ্বিজাঃ কলসৈস্তোয়ং নানাতীর্থধৃতং শুচি।[১]
গৃহীত্বা ফলমূলঞ্চ রামায় সমুপাবহন্[২] ॥ ৬ ॥
প্রতিগৃহ্য[৩] তু তৎ সর্ব্বং রামঃ[৪] প্রীতিসমাধিনা।
তীর্থোদকানি সর্ব্বাণি মূলানি চ ফলানি চ[৫] ॥ ৭ ॥
উবাচ[৬] স মহাতেজাঃ সর্ব্বানেব তপোধনান্।
ইমান্যাসনমুখ্যানি যথার্হমুপবিশ্যতাম্ ॥ ৮ ॥
রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা সর্ব্ব এব মহর্ষয়ঃ।
বৃষীষু রুচিরাভাসু নিষেদুঃ কাঞ্চনীষু তে[৭] ॥ ৯ ॥
উপবিষ্টান্ মহাভাগান্ দৃষ্ট্বা পরপুরঞ্জয়ঃ।
প্রয়তঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ[৮] ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। নানাতীর্থধৃতমুদ্ধৃতং সমুপাহরন্ সমার্পয়ন্।

৭। লো-টী। প্রীতিসমাধিনা প্রীত্যেকচিত্তেন 'প্রীতিপুরঃসর'মিতি বা পাঠঃ।

৯। লো-টী। বিষ্টরাগ্রাসু বিষ্টরযুক্তাসু। 'রুচিরাভাসু' ইতি বা পাঠঃ। কাঞ্চনীষু কাঞ্চনখচিতাসু।

দীপ্যমান রামচন্দ্রকে একাগ্র হইয়া দর্শন করিলেন ॥ ৫ ॥

সেই ব্রাহ্মণগণ বহুতীর্থ হইতে উদ্ধৃত কলসপূর্ণ পবিত্র জল এবং ফলমূল লইয়া রামচন্দ্রকে উপহার দিলেন ॥ ৬ ॥

সেই তেজস্বী রামচন্দ্র প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে সেই সমস্ত তীর্থোদক এবং ফলমূল প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া সমস্ত তপোধনদিগকেই বলিলেন, এই উত্তম আসন-সমূহ, আপনারা যথাযোগ্যভাবে উপবেশন করুন ॥ ৭-৮ ॥

সেই সকল মহর্ষিগণ রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া ঋষিজন-যোগ্য উজ্জ্বল সুবর্ণ-খচিত আসনসমূহে উপবেশন করিলেন ॥ ৯ ॥

শত্রুনগর-জেতা রামচন্দ্র মহাভাগ[ব্রাহ্মণ]দিগকে উপবিষ্ট দেখিয়া কৃতা-

১। ছ 'পূর্ণকলসৈস্তীর্থেভ্য উদকং শুচি'। ২। ছ 'রামস্তোপানয়ন্ বহুন্'। ৩। ছ 'ততঃ স-'। ৪। ছ 'পুরস্কৃতম্'। ৫। ছ 'তথা মূলফলানি চ'। ৬। ছ 'সুব-'। ৭। ছ 'চ'। ৮। ছ 'রামো বচন-'।

কিমাগমনকার্য্যং[১] বঃ কিং করোমি তপোধনাঃ।
আজ্ঞাপ্যোঽহং তপঃসিদ্ধৈঃ[২] সর্ব্বথা কিঙ্করঃ স্বয়ম্ ॥ ১১ ॥
ইদং রাজ্যং চ সকলং জীবিতং চ হৃদি স্থিতম্।
সর্ব্বমেতদ্ দ্বিজার্থং মে সত্যমেতদ্ ব্রবীমি বঃ ॥ ১২ ॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সাধুবাদো মহানভূৎ।
ঋষীণামুগ্রতপসাং যমুনাতীরবাসিনাম্ ॥ ১৩ ॥
উচুশ্চৈবং[৩] মহাত্মানঃ প্রহর্ষেণ সমন্বিতাঃ।
উপপন্নং নরব্যাঘ্র ত্বয্যেতদ্[৪] ভুবি নান্যতঃ ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। সুখং যথা ভবেৎ তথা তপঃসিদ্ধৈরাজ্ঞাপ্যঃ আজ্ঞাকারী কিঙ্করঃ। 'মহর্ষীণাং সর্ব্বকামকরঃ সদে'তি বা পাঠঃ।

১৩। লো-টী। 'সাধুবাদ' ইতি পাঠঃ। 'সাধুকার' ইতি পাঠে কারশব্দঃ স্বরূপার্থে, 'সাধু সাধু' ইতি অভূৎ।

১৪। লো-টী। এতদ্বচনং ত্বয্যেব উপপন্নং যুক্তং নান্যতঃ নান্যত্র।

ঞ্জলিপুটে সংযত হইয়া বলিলেন—॥ ১০॥

তপোধনগণ, আপনাদের আগমনের কি উদ্দেশ্য? আমি আপনাদের কি কার্য্য করিব? আমি নিজে তপঃসিদ্ধদিগের সর্ব্বপ্রকারে আজ্ঞাকারী ভৃত্য ॥ ১১ ॥

আমি আপনাদিগের নিকট যথার্থরূপে বলিতেছি যে, এই সমগ্র রাজ্য এবং হৃদয়াভ্যন্তরস্থ জীবন—আমার এই সমস্তই ব্রাহ্মণের জন্য ॥ ১২ ॥

রামচন্দ্রের সেই কথা শুনিয়া যমুনাতীরবাসী উগ্রতপাঃ ঋষিদিগের 'সাধু সাধু' ধ্বনি উত্থিত হইল ॥ ১৩ ॥

সেই মহাত্মারা আনন্দিত হইয়া বলিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ, এতাদৃশ কথা পৃথিবীতে আপনাতেই সম্ভব, অন্য কোথাও সম্ভব নহে ॥ ১৪ ॥

১। ছ '-কৃত্যং'। ২। ছ 'মহর্ষীণাং সর্ব্বকার্য্যকরঃ সদা'। ৩। ক '-শ্চৈব'। ৪। ক 'ত্বয্যেব-'।

বহবঃ পার্থিবা রাজন্নতিক্রান্তা মহাবলাঃ।
কার্য্যস্য গৌরবং মত্বা প্রতিজ্ঞাং নারুহন্তি তে ॥ ১৫ ॥
ত্বয়া পুনর্ব্রাহ্মণগৌরবাদিয়ং
কৃতা প্রতিজ্ঞা হ্যনবেক্ষ্য কারণম্।
ততশ্চ কর্ত্তা হ্যসি[১] নাত্র সংশয়ো
মহাভয়াৎ[২] ত্রাতুমৃষীংস্ত্বমর্হসি ॥ ১৬ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ঋষিসমাগমো নাম
পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৫ ॥

১৫। লো-টী। গৌরবং গুরুতাম্, নারুহন্তি ন কুর্ব্বন্তি
১৬। লো-টী। দুর্দ্ধরম্ অশক্যম্।

ঋষিসমাগমঃ ॥ ৬৬ ॥

মহারাজ, আমরা মহাবলশালী বহু নরপতিকে অতিক্রম করিয়াছি, তাঁহারা কার্য্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন নাই ॥ ১৫ ॥

কিন্তু আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি গৌরব বশতঃ আমাদের আগমনের কারণ না জানিয়াই প্রতিজ্ঞা করিলেন, সুতরাং আপনি ইহা করিবেন, আপনি মহাভয় হইতে ঋষিদিগকে পরিত্রাণ করিতে পারিবেন ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১৬ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ঋষিসমাগম-নামক
৬৫তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

১। ছ 'কুরুষ কর্ত্তাসি হি'। ২ ছ 'মহদ্ভয়াৎ'।

(৬৬) ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ

[১] ব্রুবৎস্বেবং তদা তেষু কাকুৎস্থো বাক্যমব্রবীৎ ।
[২] কিং কার্য্যং ব্রূত মুনয়ো [৩] ভয়ং তাবদপৈতু বঃ ॥ ১ ॥
[৪] তথা ব্রুবতি কাকুৎস্থে ভার্গবো বাক্যমব্রবীৎ ।
ভয়ং নঃ শৃণু যন্মূলং [৫] দেশস্য চ নরেশ্বর ॥ ২ ॥
পূর্ব্বং কৃতযুগে রাম দৈতেয়ঃ সুমহানভূৎ ।
হিরণ্যকশিপোর্নপ্তা মধুর্নাম মহাসুরঃ ॥ ৩ ॥
ব্রহ্মণ্যশ্চ বদান্যশ্চ বুদ্ধ্যা চ পরিনিষ্ঠিতঃ ।
সুরৈশ্চ পরমোদারৈঃ প্রীতিস্তস্যা[৬]তুলাভবৎ ॥ ৪ ॥
স মধুর্বীর্য্যসম্পন্নো [৭] ধর্ম্মে চ সুসমাহিতঃ ।
[৮] বহুমানাচ্চ রুদ্রেণ দত্তস্তস্যাদ্ভুতো বরঃ ॥ ৫ ॥

৪। লো-টী। ধর্ম্মে পরিনিষ্ঠিতঃ পরাং কাষ্ঠাং গতঃ। 'শাস্ত্রেষু' ইতি বা পাঠঃ।
৫। লো-টী। বহুমানাৎ বহুপূজাতঃ। 'ততস্তুষ্টেনে'তি বা পাঠঃ।

তাঁহারা এইরূপ বলিতে লাগিলে রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে বলিলেন—মুনিগণ, আপনাদের কি কার্য্য বলুন ; কোন ভয় নাই ॥ ১ ॥

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে ভার্গব কহিলেন, মহারাজ, আমাদের এবং দেশের যে ভয়ের কারণ তাহা শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥

রাম, পুরাকালে সত্যযুগে দৈত্যবংশে হিরণ্যকশিপুর পৌত্র অতিশয় বিখ্যাত মধু নামক মহাসুর ব্রাহ্মণানুরাগী, বদান্য ও বুদ্ধিমান্ ছিল এবং পরমোদার দেবগণের সহিত তাহার অনুপম সদ্‌ভাব ছিল ॥ ৩-৪ ॥

সেই মধু বীর্য্যসম্পন্ন এবং অতিশয় ধার্ম্মিক ছিল। বহু আরাধনায় রুদ্র

১। ছ 'মুনীনাং ব্রুবতামেবং'। ২। ছ 'কিং ভয়ং'। ৩। ছ '-য়স্তদহং নাশয়ামি বঃ'। ৪। ছ 'ইতি'। ৫। ছ 'বদিষ্যামো'। ৬। ছ '-ন্যস্যা-'। ৭। ছ 'ধর্ম্মেণ চ সমা-'। ৮। ছ 'ততস্তুষ্টেন'।

শূলং শূলাদ্বিনিষ্কৃষ্য মহাবীর্য্যং মহাবলম্‌।
দদৌ মহাত্মা সুপ্রীতো বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥ ৬ ॥
তবায়মতুলো ধর্ম্মো মৎপ্রসাদকরঃ শুভঃ।
[১] যেন প্রীতস্তবারিঘ্নং দদাম্যায়ুধমুত্তমম্‌ ॥ ৭ ॥
[২] যাবৎ সুরৈশ্চ বিপ্রৈশ্চ বিরুধ্যেন্ন ভবান্‌ ভুবি।
তাবচ্ছূলং তবৈতৎ স্যাদন্যথা নাশমেষ্যতি ॥ ৮ ॥
[৩] যশ্চ ত্বামভিযুঞ্জীত যুদ্ধায় বিগতজ্বরঃ।
[৪] তং শূলো ভস্মসাৎ কৃত্বা পুনরেষ্যতি তে করম্‌ ॥ ৯ ॥

৭। লো-টী। অরিঘ্নং শত্রুঘ্নম্‌।
৮। লো-টী। নাশমদর্শনম্‌।
৯। লো-টী। হে যুদ্ধবিশারদ, অভিযুঞ্জীত আহ্বয়েত। 'যুদ্ধায় বিগতজ্বরঃ' ইতি পাঠে বিগতসন্তাপোঽপি যঃ।

তাহাকে আশ্চর্য্য বর প্রদান করেন ॥ ৫ ॥

মহাত্মা রুদ্র অতিশয় প্রীত হইয়া স্বীয় ত্রিশূল হইতে মহাবীর্য্যশালী এবং মহাবলশালী শূল নিষ্কাশিত করিয়া তাহাকে প্রদান করিলেন এবং এই কথা বলিলেন—॥ ৬ ॥

তোমার এই শুভাবহ অতুলনীয় ধর্ম্ম আমার প্রসন্নতা আনয়ন করিয়াছে, আমি প্রীত হইয়া তোমাকে শত্রুসংহারক উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রদান করিলাম ॥ ৭ ॥

তুমি পৃথিবীতে যতকাল দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধাচরণ না করিবে, ততদিন এই শূল তোমার নিকটে থাকিবে; অন্যথাচরণ করিলে ইহা অন্তর্হিত হইবে ॥ ৮ ॥

নির্ভীক হইয়া যে তোমাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিবে, এই শূল তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া পুনরায় তোমার হস্তে আসিবে ॥ ৯ ॥

১। ক '-বিঘ্নঃ দাস্যাম্যায়ু-'। ২। ছ 'বিরোধং ন করিষ্যতি'। ৩। ছ 'অভিযাস্যতি যস্ত্বাং বৈ যুধি যোদ্ধুং মহাসুরঃ'। ৪। ছ 'শূলঃ'।

এবং শূলবরং লব্ধ্বা স্ময়মানো মহাসুরঃ।
প্রণিপত্য মহাদেবং বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১০ ॥
ভগবন্ মম বংশস্য শূলমেতদনুত্তমম্।
ভবেদ্ধি সততং দেব বরাণামীশ্বরো হ্যসি ॥ ১১ ॥
তথা [১] ব্রুবাণমসুরং সর্ব্বভূতপতিঃ [২] শিবঃ।
প্রত্যুবাচ স্বয়ং সাম্না [৩] নৈতদেবং ভবিষ্যতি ॥ ১২ ॥
মা তে [৪] ভূদ্বিফলা বাণী মৎপ্রসাদাৎ [৫] কৃতা শুভা।
[৬] ভবতঃ পুত্রমেকন্তু শূলমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥

১১। লো-টী। অনপগং নাপগচ্ছতীতি তথা। যতস্ত্বং বরাণামীশ্বরঃ। 'ভবেদ্ধি সততং দেব বরোহয়ং দাতুমর্হসী'তি পাঠে এতৎ শূলং মম বংশস্য সততং ভবেদিতি যো বরস্তং দাতুমর্হসীত্যম্বয়ঃ।

১৩। লো-টী। তব বাণী সুনিশ্চিতম্।

মহাসুর মধু এইরূপে উত্তম শূল লাভ করিয়া স্মিতহাস্য মহাদেবকে প্রণাম করিয়া এই কথা বলিল—॥ ১০ ॥

ভগবন্, এই উৎকৃষ্ট শূল সর্ব্বদা আমার বংশের (বংশধরগণের) হউক। হে দেব, আপনি সমস্ত বরপ্রদানে সমর্থ॥ ১১ ॥

'মধু' অসুর এইরূপ বলিলে সর্ব্বভূতপতি মহাদেব নিজেই তাহাকে মধুর বাক্যে বলিলেন, ইহা এরূপ হইবে না (অর্থাৎ এই শূল তোমার বংশধরগণের হইবে না) ॥ ১২ ॥

আমার অনুগ্রহে তোমার অভিপ্রেত প্রার্থনাও বিফল হইবে না, এই শূল একমাত্র তোমার পুত্রকে প্রাপ্ত হইবে। (অর্থাৎ তোমার পুত্রই কেবল এই শূল লাভ করিবে) ॥ ১৩ ॥

১। ছ 'ব্রুবাণং তং মধুন্দেবঃ'। ২। ছ '-পতিঃ'। ৩। ছ 'তদা'। ৪। ছ 'মা ভূত্তে বি-'। ৫। ছ 'প্রসাদকৃ-'। ৬। ছ 'ভাবী তু পুত্র একস্তে শূলং তস্য ভবিষ্যতি'।

যাবচ্ছূলং[1] করস্থং তু ভবিষ্যতি সুতস্য তে।
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং তাবদেব ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥
এবং মধুর্ব্বরং লব্ধা দেবাৎ সুমহদদ্ভুতম্।
[2]ভবনং সোঽসুরশ্রেষ্ঠঃ কারয়ামাস সুপ্রভম্ ॥ ১৫ ॥
তস্য পত্নী মহারাজন্ নাম্না কুম্ভীনসী পুরা।
দত্তা বিশ্রবসোঽপত্যং রাক্ষসী রাবণস্বসা ॥ ১৬ ॥
তস্যাঃ পুত্রো মহাবীর্য্যো লবণো নাম দারুণঃ।
বাল্যাৎ প্রভৃতি দুষ্টাত্মা পাপান্যেব সমাচরৎ ॥ ১৭ ॥
তং পুত্রং দুর্ব্বিনীতং তু দৃষ্ট্বা দুঃখসমন্বিতঃ।
মধুঃ শোকং সমাপেদে ন চৈনং কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥

১৬। লো-টী। বিশ্রবসঃ বিশ্রবসা পিত্রা দত্তা তদনুমত্যা কৃতা ইত্যর্থঃ। অত্র বিশ্রবঃ-পদং রাক্ষসবাচকং ন তু পৌলস্ত্যবাচকম্। 'নাম্না বিশ্রবসোঽপত্য'মিতি পাঠে উভয়ত্র নাম্না পদদ্বয়-সম্বন্ধঃ। রাবণস্বসা ইতি রাবণস্য জনন্যা জ্যেষ্ঠতাতস্য মাল্যবতঃ দুহিতুঃ সুবেলায়া দুহিতা ইতি ক্রমেণ, ন তু সহোদরা।

১৮। লো-টী। অশুভক্ষণজাতো মে পুত্র ইতি শোকং শোচনং সমাপেদে কুরুতে স্ম।

যতক্ষণ এই শূল তোমার পুত্রের হস্তে থাকিবে, ততক্ষণ সে সর্ব্বপ্রাণীর অবধ্য হইবে ॥ ১৪ ॥

সেই অসুরশ্রেষ্ঠ 'মধু' মহাদেবের নিকট হইতে এইরূপ বরলাভ করিয়া অত্যুজ্জ্বল গৃহ নির্ম্মাণ করাইল ॥ ১৫ ॥

মহারাজ, বিশ্রবার কন্যা রাবণের [দূরসম্পর্কে] ভগ্নী কুম্ভীনসী নামে রাক্ষসী সেই মধুর পত্নী রূপে প্রদত্ত হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

তাহার পুত্র মহাবীর্য্যশালী অতি ভয়ঙ্কর দুরাত্মা 'লবণ' বাল্যকাল হইতে কেবল পাপ কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিত ॥ ১৭ ॥

মধু সেই পুত্রকে দুর্ব্বিনীত দেখিয়া দুঃখের সহিত অনুশোচনা করিত, কিন্তু

১। ছ 'যাবৎ করস্থঃ শূলস্ত'। ২। ছ 'কারয়ামাস সুপ্রভং সোঽসুরোত্তমঃ'।

স বিহায় ইমং লোকং প্রবিষ্টো বরুণালয়ম্ ।
শূলং নিবেশ্য লবণে বরং চাস্মৈ নিবেদ্য তম্ ॥ ১৯ ॥
স প্রভাবেণ শূলস্য দৌরাত্ম্যেন[১] তথাত্মনঃ ।
লোকান্ সন্তাপয়ামাস[২] বিশেষেণ তু[৩] তাপসান্ ॥ ২০ ॥
এবংপ্রভাবো[৪] লবণঃ[৫] শূলং চাপি তথাবিধম্ ।
শ্রুত্বা প্রমাণং কাকুৎস্থ ত্বং হি নঃ পরমা গতিঃ ॥ ২১ ॥
বহবঃ পার্থিবা রাম ভয়ার্ত্তৈঋর্ষিভিঃ পুরা ।
অভয়ং যাচিতাস্তেষাং ন কশ্চিদভয়ং দদৌ ॥ ২২ ॥
তে বয়ং রাবণং শ্রুত্বা হতং সমুতবান্ধবম্[৬] ।
ত্রাতারং রাম বিদ্মস্ত্বাং নান্যং ভুবি নরাধিপম্ ॥ ২৩ ॥

১৯। লো-টী। বরং চাস্মৈ ইতি। যদি দেববিপ্রেভ্যো বিরোৎস্যসি তদা শূলমদর্শনং যাস্যতীতি বরম্, একস্মিন্ পুত্রে স্থাস্যতীতি বা।

২১। লো-টী। প্রমাণম্ অস্মিন্নর্থে যৎ কর্ত্তুমুচিতং তজ্জ্ঞাতা।

তাহাকে কিছুই বলিত না ॥ ১৮ ॥

'মধু' লবণকে মহাদেবের বরের বিষয় বলিয়া তাহাকে সেই শূল প্রদান করত ইহলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক বরুণালয়ে প্রবেশ করিয়াছে ॥ ১৯ ॥

সেই লবণ শূলের প্রভাবে এবং নিজের দৌরাত্ম্যে লোকদিগকে—বিশেষ করিয়া তাপসদিগকে—কষ্ট দিতেছে ॥ ২০ ॥

লবণের শূল এইরূপ এবং লবণ এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন, হে কাকুৎস্থ, আপনি ইহা শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহা নির্ণয় করুন; আপনিই আমাদের একমাত্র গতি ॥ ২১ ॥

রাম, পূর্ব্বে ঋষিগণ ভয়ে পীড়িত হইয়া বহু নরপতির নিকট অভয় প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করেন নাই ॥ ২২ ॥

রাম, সেই ভয়ার্ত্ত আমরা 'পুত্র এবং বান্ধবগণের সহিত রাবণ হত হইয়াছে'

১। ছ '-ত্ম্যাচ্চ'। ২। ছ 'সংপীড়য়মাস'। ৩। ছ 'চ'। ৪। ছ '-বং'। ৫। ছ '-ণং'। ৬। ছ 'সবলবাহনম্'।

ইতি রাম নিবেদিতং তু তে ভয়দং কারণমুত্থিতং তু যৎ।
বিনিবারয়িতুং ভবান্ ক্ষমঃ কুরু তং কামমহীনমেব নঃ ॥ ২৪ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে লবণোৎপত্তির্নাম
ষট্ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৬ ॥

২৪। লো-টী। ভয়দমুত্থিতং কারণং নিবেদিতমিত্যন্বয়ঃ। 'উর্জ্জিত'মিতি পাঠে বলবত্তরম্।

লবণোৎপত্তিঃ ॥ ৬৬ ॥

শুনিয়া পৃথিবীতে কেবলমাত্র আপনাকেই পরিত্রাণকর্ত্তা বলিয়া জানিতেছি, অন্য কোন নরপতিকে নয় ॥ ২৩ ॥

হে রাম, ভয়ের যে কারণ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা আপনাকে নিবেদন করিলাম। আপনি ভয়ের কারণ দূর করিতে সমর্থ। আপনি আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লবণোৎপত্তি নামক
৬৬তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

১। ছ 'ভয়দং'। ২। ছ 'চ'। ৩। ছ '-বিক্রম'।

(৬৭) সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ

রামস্তথোক্তো মুনিভিঃ প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ।
কিমাহারঃ কিমাচারো লবণঃ ক্ব চ বর্ত্ততে ॥ ১ ॥
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা ঋষয়ঃ সর্ব্ব এব তে।
ততো নিবেদয়ামাসুর্লবণো যত্র বর্ত্ততে ॥ ২ ॥
আহারঃ সর্ব্বসত্ত্বানি বিশেষেণ তু[১] তাপসাঃ[২]।
[৩]আচারো রৌদ্রতা নিত্যং বাসো[৪] মধুবনে তথা ॥ ৩ ॥
হত্বা বহু[৫]সহস্রাণি সিংহব্যাঘ্রমৃগদ্বিপান্।
[৬]মানুষাংশ্চৈব কুরুতে নিত্যমাহারমাহ্নিকম্ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। ক আহারো যস্য সঃ, এবং কিমাচারঃ? অত্র 'কিংপ্রচার' ইতি পাঠে কঃ প্রচারশ্চরিতং স্বভাবো যস্য সঃ।

৩। লো-টী। প্রচারস্য রৌদ্রতা ক্রূরতা।

৪। লো-টী। হত্বা সিংহাদিরূপং ভক্ষমন্নমশ্নাতি। 'কুরুতে নিত্যমাহ্নিক'মিতি পাঠে আহ্নিকং ভোজনম্।

মুনিগণ এইরূপ বলিলে রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে বলিলেন—লবণ কি আহার করে, কিরূপ আচরণ করে এবং কোথায় থাকে? ॥ ১ ॥

তার পর রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া ঋষিগণ সকলেই লবণ যেখানে থাকে তাহার কথা নিবেদন করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

লবণ সমস্ত প্রাণীদিগকে—বিশেষতঃ তাপসদিগকে আহার করে, নিষ্ঠুর আচরণ করে এবং সর্ব্বদা মধুবনে বাস করে ॥ ৩ ॥

বহু-সহস্র সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, হস্তী এবং মনুষ্যদিগকে বধ করিয়া প্রতিদিন আহার করে ॥ ৪ ॥

১। ছ 'চ'। ২। ছ 'মানুষাঃ'। ৩। ছ 'প্রচারো'। ৪। ছ 'পুরে'। ৫। ছ 'শত-'। ৬। ছ 'মৃগাণাং মহিষাণাঞ্চ লক্ষমেকাহ্নিকং কিল'।

[১]ততোঽপরাণি সত্ত্বানি খাদতে স মহাবলঃ।
সংহারে সমনুপ্রাপ্তে ব্যাদিতাস্য ইবান্তকঃ ॥ ৫ ॥
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবো বাক্যং তানুবাচ তপস্বিনঃ।
ঘাতয়িষ্যামি তদ্রক্ষো [২]ভয়ং বো নশ্যতাং দ্বিজাঃ ॥ ৬ ॥
প্রতিজ্ঞায় তথা তে[৩]ষাং মুনীনামুগ্রতেজসাম্।
ভ্রাতৄন্ স্বান্ সহিতান্ সর্ব্বানুবাচ রঘুনন্দনঃ ॥ ৭ ॥
কো হন্তা লবণং বীরাঃ কস্যাংশঃ স বিধীয়তাম্।
ভরতস্য মহাবাহোঃ [৪]শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ ॥ ৮ ॥
রাঘবে[৫]ণৈবমুক্তে তু ভরতো বাক্যমব্রবীৎ।
অহমেনং হনিষ্যামি মমাংশঃ স বিধীয়তাম্ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। সংহারে প্রলয়কালে সমনুপ্রাপ্তে উপস্থিতে।

৮। লো-টী। মহান্ আজানুপর্য্যন্তো বাহুর্যস্য তস্য লক্ষ্মণস্য, ভরতবিশেষণং বা। অংশো ভাগঃ, তালব্যো দন্ত্যশ্চাংশশব্দঃ। 'অংসঃ স্কন্ধে দন্ত্যো ভাগে পুনরেষ তালব্য-দন্ত্য' ইতি গদসিংহঃ। স বিধীয়তাম্ উচ্যতাম্।

প্রলয়কালীন কৃতান্তের ন্যায় মুখব্যাদান করিয়া সেই মহাবলশালী লবণ অন্যান্য প্রাণীসমূহ ভোজন করে ॥ ৫ ॥

রামচন্দ্র তাহা শুনিয়া সেই তপস্বীদিগকে বলিলেন, আমি সেই রাক্ষসকে হত্যা করিব, ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের ভয় দূর হউক ॥ ৬ ॥

রামচন্দ্র সেই উগ্রতেজাঃ মুনিদিগের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া একত্র অবস্থিত সকল ভ্রাতাদিগকে বলিলেন—॥ ৭ ॥

হে বীরগণ, লবণকে কে বধ করিবে? মহাবাহু ভরত বা মহাত্মা শত্রুঘ্ন, ইহাদের মধ্যে কাহার ভাগে তাহাকে ফেলাইব ॥ ৮ ॥

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে ভরত বলিলেন, আমিই ইহাকে বধ করিব, তাহাকে

১। অস্য শ্লোকস্য স্থানে ছ 'মানুষাণাং বরাহাণাং গবাশ্চৈব শতং শতম্। সংহারং কুরুতে নিত্যং ব্যাদিতাস্য ইবান্তকঃ' ॥ ইতি পাঠঃ। ২। ছ 'ব্যপগচ্ছতু বো ভয়ম্'। ৩। ছ '-ষামৃষীণা-'। ৪। ছ 'চ বা বিভো'। ৫। ছ '-মুক্তস্তু'।

[১] ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা ধৈর্য্যশৌর্য্যসমন্বিতম্।

লক্ষ্মণানুজ উত্তস্থৌ [২] হিত্বা সৌবর্ণমাসনম্ ॥ ১০ ॥

[৩] শত্রুঘ্নস্ত্বব্রবীদ্বাক্যং প্রণিপত্য নরাধিপম্।

কৃতকর্ম্মা মহাবাহুর্ম্মধ্যমো রঘুনন্দনঃ ॥ ১১ ॥

[৪] আর্য্যেণ হি পুরা শূন্যা ত্বযোধ্যা রক্ষিতা পুরী।

[৫] সন্তাপং হৃদয়ে কৃত্বা আর্য্যস্যাগমনং প্রতি।

[৬] অনুভূতানি দুঃখানি ভরতেন বহূনি চ ॥ ১২ ॥

[৭] শয়ানো দুঃখশয্যাসু নন্দিগ্রামে মহাত্মবান্।

ফলমূলাশনো ভূত্বা জটাচীরধরস্তথা।

[৮] ময়ি প্রেষ্যে স্থিতে হ্যেষ ন ভূয়ঃ ক্লেশমর্হতি ॥ ১৩ ॥

১৩। লো-টী। দুঃখশয্যাসু দুঃখজনকশয্যাসু।

আমার ভাগেই ফেলুন ॥ ৯ ॥

ধৈর্য্য এবং শৌর্য্যযুক্ত ভরতের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন সুবর্ণাসন হইতে উত্থিত হইলেন ॥ ১০ ॥

শত্রুঘ্ন নরপতিকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন, মহাবাহু মধ্যম-রঘুনন্দন কৃতকর্ম্মা ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বে আপনার আগমন পর্য্যন্ত হৃদয়ের সন্তাপ বহন করিয়া আর্য্য ভরত আপনার অভাবে শূন্য এই অযোধ্যানগরী রক্ষা করিয়াছেন এবং বহু দুঃখ ভোগ করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

মহাত্মা ভরত [পূর্ব্বে] নন্দিগ্রামে জটা-বল্কলধারী এবং ফলমূল-ভোজী

১। ছ 'শৌর্য্যবীর্য্য-'। ২। ছ '-র্ণ আ-'। ৩। ছ '-ঘ্নোঽথা-'। ৪। ছ 'পুরাযোধ্যা শূন্যেয়ং পরিপালিতা'। ৫। ছ 'হৃদি কৃত্বা তু সন্তাপমার্য্য-'। ৬। ছ 'মহান্তি রঘুনন্দন'। ৭। 'ইতঃ পাদাষ্টকং নাস্তি'। ৮। ছ 'তস্মাৎ স্থিতে ময়ি প্রেষ্যে'।

তথা ব্রুবতি শত্রুঘ্নে রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ[১]।
এবং ভবতু[২] কাকুৎস্থ ক্রিয়তাং শাসনং[৩] মম ॥ ১৪ ॥
রাজ্যে ত্বামভিষেক্ষ্যামি মধোস্তু নগরে শুভে।
নিবেশয় মহাবাহো পুরীং[৪] ত্বং যদ্যবেক্ষসে ॥ ১৫ ॥
শূরস্ত্বং কৃতবিদ্যশ্চ সমর্থশ্চ নিবেশনে।
নগরং মধুনা জুষ্টং তথা জনপদং শুভম্ ॥ ১৬ ॥
যো হি বংশং সমুৎসাদ্য[৫] পার্থিবস্য নিবেশনে[৬]।
ন বিধত্তে পুরং[৭] তত্র নরকং সোঽবগাহতে ॥ ১৭ ॥

১৫। লো-টী। মধো রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামি যদি নগরমবেক্ষসে আকাঙ্ক্ষসে তদা তস্মিন্ শুভে নগরে নিবেশয় গমনে অভিনিবেশং কুরু নিবেশং শিবিরং বা। 'ভরত'মিতি পাঠে যদি ভরতম্ অবেক্ষসে মানয়সি।

১৬। লো-টী। কৃতবিদ্যঃ, শিক্ষিতবিদ্যঃ নিবেশনে নগরং জনপদঞ্চ প্রতি অভিনিবেশ-করণে সমর্থো যোগ্যোঽসি। 'নিসূদন' ইতি পাঠে লবণনিসূদনে সমর্থঃ, অতো নগরং জনপদং প্রতি মনো নিবেশয়েতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ।

১৭। লো-টী। নৃশংসং ক্রূরং পার্থিবমুৎসাদ্য ঘাতয়িত্বা তস্য পার্থিবস্য ক্ষয়ে বেশ্মনি রাজ্যে ইতি যাবৎ, অন্যং নৃপং ন পরিবিধত্তে।

হইয়া এবং দুঃখজনক শয্যায় শয়ন করিয়া [এক্ষণে] আমার ন্যায় ভৃত্য উপস্থিত থাকিতে পুনরায় কষ্ট পাইতে পারেন না ॥ ১৩ ॥

শত্রুঘ্ন এইরূপ বলিলে রামচন্দ্র পুনরায় বলিলেন, কাকুৎস্থ, তাহাই হউক, তুমিই আমার আদেশ পালন কর ॥ ১৪ ॥

মহাবাহো, তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে আমি তোমাকে মধুর রাজ্যে—সেই উৎকৃষ্ট নগরে অভিষিক্ত করিব, তুমি সেখানে উপনিবেশ স্থাপন কর ॥ ১৫ ॥

তুমি বীর এবং কৃতবিদ্য, সুতরাং নগর-সন্নিবেশে সমর্থ; মধুর প্রতিপালিত নগর এবং জনপদও মনোরম ॥ ১৬ ॥

যে রাজবংশ উৎসাদিত করিয়া সেখানে নগরী স্থাপন না করে, সে নরকে

১। ছ 'রামঃ পুনরুবাচ হ'। ২। ছ 'শত্রুঘ্ন'। ৩। ছ 'মম শাসনম্'। ৪। ছ 'নগরং'। ৫। ক '-পাত্য'। ৬। ছ 'পরিক্ষয়ে'। ৭। ছ 'নৃপং ভূয়ো'।

স ত্বং হত্বা মধুসুতং[1] লবণং পাপচেতসম্ ।
রাজ্যং প্রশাধি ধৰ্ম্মেণ বাক্যং মে যদ্যবেক্ষসে ॥ ১৮ ॥
উত্তরঞ্চ ন বক্তব্যং শূর বাক্যান্তরে মম।
পূর্ব্বজস্যাবিচার্য্যাজ্ঞা কর্ত্তব্যা হ্যনুজৈঃ সদা ॥ ১৯ ॥
অভিষেকঞ্চ কাকুৎস্থ প্রতীচ্ছ[2] ত্বং ময়োদ্যতম্ ।
বশিষ্ঠপ্রমুখৈর্ব্বিপ্রৈর্[3]র্ম্মন্ত্রপূতমনিন্দিতম্ ॥ ২০ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে শত্রুঘ্ননিয়োগো নাম
সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৭ ॥

২০। লো·টী। ময়োদ্যতং ময়া কৃতং প্রতীচ্ছ স্বীকুরু।
শত্রুঘ্ননিয়োগঃ ॥ ৬৭ ॥

গমন করে ॥ ১৭ ॥

তুমি যদি আমার কথা মান্য কর, তবে পাপিষ্ঠ মধুপুত্র লবণকে বধ করিয়া ধৰ্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন কর ॥ ১৮ ॥

হে বীর, অনুজগণকে সর্ব্বদা অবিচারিতভাবে জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হয়, সুতরাং আমার কথার কোন প্রত্যুত্তর করা উচিত নয় ॥ ১৯ ॥

কাকুৎস্থ, তুমি আমার অনুষ্ঠিত বশিষ্ঠপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণের মন্ত্রপূত অনিন্দনীয় অভিষেক গ্রহণ কর ॥ ২০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শত্রুঘ্ননিয়োগ-নামক
৬৭তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

১। ছ '-নিশ্চয়ম্'। ২। ছ '-চ্ছেমং ময়োদিতম্'। ৩। ক '-স্ত্রৈর্যুক্ত-'।

(৬৮) অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ

এবমুক্তস্তু রামেণ ভূত্বা[১] কিঞ্চিদবাঙ্‌মুখঃ।
শত্রুঘ্নো বীর্য্যসম্পন্নো মন্দমন্দমুবাচ হ॥ ১॥

কাকুৎস্থ বেৎসি ধর্ম্মং ত্বমস্মিল্লোঁকে নরেশ্বর।[২]
কথং জ্যেষ্ঠেষু তিষ্ঠৎসু কনীয়ানভিষিচ্যতে॥ ২॥

অবশ্যং করণীয়ঞ্চ শাসনং তব পার্থিব।[৩]
স্বয়মেব মহাবাহো ময়েদং তে প্রতিশ্রুতম্[৪]॥ ৩॥

উত্তরং যন্ময়া তুভ্যং দত্তমপ্রতিজানতা।[৫][৬]
অনার্য্যং দুর্ব্বচো ঘোরং তন্মে মর্ম্মাণি কৃন্ততি[৭]॥ ৪॥

১। লো-টী। 'ভূত্বা কিঞ্চিদধোমুখ' ইতি ইতি পাঠঃ। 'পরাং ব্রীড়ামুপাগত' ইতি বা।
৩। লো-টী। অগ্রজস্য বাক্যং প্রতি বাক্যং ন বক্তব্যমিতি সর্ব্বং স্মৃতিবাক্যং ত্বত্তঃ শ্রুতং, শ্রুতেরপি অয়মেবার্থঃ ইত্যপি শ্রুতম্।
৪। লো-টী। শ্রুত্বাপি যৎ তুভ্যমুত্তরং দত্তং তৎকেবলম্ অজানতা মূর্খেণ। অনার্য্যং শিষ্টগর্হিতং, কিঞ্চ, ঘোরং নরকভয়জনকঞ্চ দুর্ব্বচঃ কথনং তন্মম মর্ম্মাণি কৃন্ততি।

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে বলবান্ শত্রুঘ্ন ঈষৎ অধোমুখ হইয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—॥ ১॥

মহারাজ কাকুৎস্থ, আপনি ইহলোকের ধর্ম্ম অবগত আছেন, জ্যেষ্ঠ বিদ্যমান থাকিতে কিরূপে কনিষ্ঠ অভিষিক্ত হইতে পারে?॥ ২॥

মহাবাহো, মহারাজ, আপনার আদেশ অবশ্যই প্রতিপালন করা উচিত, ইহা আমি নিজেই আপনার নিকট শ্রবণ করিয়াছি॥ ৩॥

আমি অজ্ঞানবশতঃ আপনার কথার উত্তর প্রদান করিয়া ফেলিলাম, এই অনার্য্যোচিত ভয়ঙ্কর দুর্ব্বাক্য আমার মর্ম্মস্থল ছিন্ন করিতেছে॥ ৪॥

১। ছ 'পরাং ব্রীড়ামুপাগতঃ'। ২। ছ 'ত্বং ধর্ম্মং বেৎসি কাকুৎস্থ সঙ্গতং রঘুনন্দন'। ৩। ছ 'রাঘব'। ৪। ছ 'ত্বত্তো ময়া শ্রুতং বীর নীতিমদ্ভ্যস্তথা শ্রুতম্'। ৫। ছ 'দত্তং'। ৬। ছ 'তুভ্য-'। ৭। ছ 'ব্যাহৃতং'।

তস্যৈবং[1] মে দুরুক্তস্য ক্ষন্তুমর্হস্যনিন্দিত[2] ।
উত্তরং হি ন বক্তব্যং জ্যেষ্ঠানাং মদ্বিধৈঃ সদা ॥ ৫ ॥
অধর্ম্মসহিতং চৈব ইহামুত্র চ গর্হিতম্ ।
তব চৈব মহাবাহো শাসনং দুরতিক্রমম্ ॥ ৬ ॥
সোহহং দ্বিতীয়ং কাকুৎস্থ ন বক্ষ্যামি তবোত্তরম্ ।
দণ্ডো[3] দ্বিতীয়ো নেদানীং পতেন্মম পরন্তপ ॥ ৭ ॥
অহমাজ্ঞাকরো রাজংস্তবাস্মি পুরুষর্ষভ[4] ।
অধর্ম্মং জহি কাকুৎস্থ মৎকৃতে রঘুনন্দন[5] ॥ ৮ ॥

৫। লো-টী। ইয়ং মর্ম্মচ্ছিত্তিঃ, দুরুক্তমুপসংহরতি—উত্তরমিতি।

৬। লো-টী। অধর্ম্মসহিতম্ অধর্ম্মযুক্তং বাক্যম্। শাসনমাজ্ঞা দুরতিক্রমমনতিক্রমণীয়ম্।

৭। লো-টী। দ্বিতীয়মুত্তরং ন বক্ষ্যামি একোত্তরাৎ মম মর্ম্মকর্ত্তনরূপো দণ্ড একো জাতঃ, দ্বিতীয়স্তু ন পতেৎ ন ভবেৎ।

৮। লো-টী। ইতি কৃত্বা অধর্ম্মং মদ্‌বিষয়ে দুঃখং জহি ত্যজ।

হে শ্লাঘ্য, তাদৃশ দুর্ব্বাক্যবাদী আমাকে ক্ষমা করুন, আমার মত লোকের কখনও জ্যেষ্ঠের কথার উত্তর দেওয়া উচিত নয় ॥ ৫ ॥

মহাবাহো, অধর্ম্মযুক্ত বাক্য ইহলোকে এবং পরলোকে নিন্দনীয়, আপনার শাসনও অলঙ্ঘনীয় ॥ ৬ ॥

হে পরন্তপ, হে কাকুৎস্থ. আমি আপনার কথার দ্বিতীয় উত্তর করিব না, আমার উপর আর দ্বিতীয় কোন দণ্ড যেন পতিত না হয় ॥ ৭ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারাজ কাকুৎস্থ, আমি আপনার আজ্ঞাকারী (ভৃত্য), আমার জন্য অধর্ম্ম পরিত্যাগ করুন ॥ ৮ ॥

১। ছ 'তস্তেম্বং'। ২। ছ 'নিষ্কৃতিঃ পুরুষর্ষভ'। অতঃ পরং ছ 'এতস্যৈবং দুরুক্তস্য ক্ষন্তুমর্হস্যনিন্দিত'। ইত্যধিকম্। ৩। ছ 'দ্বিতীয়ে ব্যাহৃতে দণ্ডো নিপতেন্মম রাঘব'। ৪। ছ 'রঘুনন্দন'। ৫। ছ 'পুরুষোত্তম'।

এবমুক্তস্তু শূরেণ শত্রুঘ্নেন মহাত্মনা।

উবাচ রামঃ সংহৃষ্টো লক্ষ্মণং ভরতং তথা ॥ ৯ ॥

অভিষেকস্য সম্ভারানানয়স্তু[১] ত্বরান্বিতাঃ।

অদ্যৈব পুরুষব্যাঘ্রমভিষেক্ষ্যামি রাঘবম্ ॥ ১০ ॥

পুরোধসং চ[২] সর্ব্বজ্ঞং নৈগমান্ ঋত্বিজস্তথা।

মন্ত্রিণশ্চ নরব্যাঘ্র শীঘ্রং সর্ব্বান্ সমানয় ॥ ১১ ॥

রাজ্ঞঃ শাসনমাজ্ঞায় চক্রুস্তূর্ণমশেষতঃ।

[৩]অভিষেকসমারম্ভং পুরস্কৃত্য পুরোধসম্ ॥ ১২ ॥

ততোঽভিষেকো ববৃতে[৪] শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ।

সংপ্রহর্ষকরঃ শ্রীমান্ ভ্রাতৄণাঞ্চ[৫] পুরস্য চ ॥ ১৩ ॥

১১। লো-টী। নৈগমান্ বৈদিকান্।

মহাত্মা বীর শত্রুঘ্ন এইরূপ বলিলে রামচন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মণ এবং ভরতকে বলিলেন—॥ ৯ ॥

অভিষেকের দ্রব্যসমূহ দ্রুত আনয়ন করা হউক, অদ্য পুরুষশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্নকে অভিষিক্ত করিব ॥ ১০ ॥

হে নরশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বজ্ঞ পুরোহিত, বেদজ্ঞ ঋত্বিক্‌গণ এবং সমস্ত মন্ত্রীদিগকে শীঘ্র আনয়ন কর ॥ ১১ ॥

[ভৃত্যগণ] মহারাজের আদেশানুসারে পুরোহিতকে অগ্রে করিয়া অতি দ্রুত অভিষেকের দ্রব্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে আনয়ন করিল ॥ ১২ ॥

তার পর মহাত্মা শত্রুঘ্নের অভিষেক সম্পন্ন হইল এবং শ্রীমান্ শত্রুঘ্ন ভ্রাতৃবর্গের এবং পুরবাসীদিগের আনন্দদায়ক হইলেন ॥ ১৩ ॥

১। ছ 'আনীয়ন্তাং মমাজ্ঞয়া'। ২। ছ 'ধর্ম্মজ্ঞমৃত্বিজো নৈগমাংস্তথা'। ৩। ছ 'তেঽভিষেকং পুরস্কৃত্য বশিষ্ঠঞ্চ পুরোহিতম্'। অতঃ পরং ছ 'প্রবিষ্টা রাজভবনং পুরন্দরপুরোপমম্'। ইত্যধিকম্। ৪। ক 'ববৃধে'। ৫। ছ 'রাঘবস্য'।

অভিষিক্তস্তু কাকুৎস্থো ভ্রাত্রা জ্যেষ্ঠেন সাদরম্।
অভিষিক্তঃ পুরা স্কন্দঃ সেন্দ্রৈরিব দিবৌকসৈঃ[১] ॥ ১৪ ॥
অভিষিক্তে তু কাকুৎস্থে রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
পৌরাঃ প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণাশ্চ বহুশ্রুতাঃ ॥ ১৫ ॥
কৌশল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চৈব মঙ্গলম্।
চক্রুস্তা রাজভবনে যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ ॥ ১৬ ॥
ঋষয়শ্চ মহাত্মানো যমুনাতীরবাসিনঃ।
হতং লবণমাশংসুঃ শত্রুঘ্নস্যাভিষেচনে ॥ ১৭ ॥
ততোঽভিষিক্তং শত্রুঘ্নমঙ্কমারোপ্য রাঘবঃ।
উবাচ মধুরাং[২] বাণীং তেজস্তস্যাভিবর্দ্ধয়ন্[৩] ॥ ১৮ ॥

১৪। লো·টী। দিবৌকসৈরিত্যার্ষম্।
১৫। লো·টী। বহূনাং শাস্ত্রাণাং শ্রুতং শ্রবণং যেষাং তে।

পুরাকালে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকর্ত্তৃক অভিষিক্ত কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রকর্ত্তৃক কাকুৎস্থ শত্রুঘ্ন সাদরে অভিষিক্ত হইলেন ॥ ১৪ ॥

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রদ্বারা কাকুৎস্থ শত্রুঘ্ন অভিষিক্ত হইলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ এবং পৌরজনগণ সকলে আনন্দিত হইলেন ॥ ১৫ ॥

কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী এবং অন্যান্য রাজপত্নীগণ সকলে রাজগৃহে মঙ্গলানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

শত্রুঘ্নের অভিষেকে যমুনাতীরবাসী ঋষিগণ 'লবণ নিহত হইয়াছে' বলিয়া স্থির করিলেন ॥ ১৭ ॥

পরে রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে ক্রোড়ে করিয়া তাঁহার পরাক্রম বর্দ্ধিত করিবার জন্য মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন—॥ ১৮ ॥

১। ছ 'সুরোত্তমৈঃ'। ২। ছ 'পরমাং'। ৩। ছ '-স্তস্য বিব-'।

[১] অমোঘোঽয়ং শরো বীর দিব্যঃ পরপুরঞ্জয়।
অনেন লবণং বীর হন্তাসি[২] জয়তাং বর[৩] ॥ ১৯ ॥
সৃষ্টঃ শরোঽয়ং শত্রুঘ্ন জগত্যেকার্ণবে পুরা।
স্বয়ম্ভুবা দেবদেবেনাজিতেন মহাত্মনা ॥ ২০ ॥
অধৃষ্যঃ সর্ব্বভূতানাং তেনায়ং শর উত্তমঃ।
সৃষ্টঃ ক্রোধাভিভূতেন বিনাশায় দুরাত্মনোঃ ॥ ২১ ॥
মধুকৈটভয়োর্বীর বিঘাতে বর্ত্তমানয়োঃ।
স্রষ্টুকামেন লোকাংস্ত্রীংস্তৌ চানেন[৪] হতৌ যুধি ॥ ২২ ॥
তৌ হত্বা জনভোগার্থে কৈটভং তু মধুন্তথা।
অনেন শরমুখ্যেন ততো লোকাংশ্চকার সঃ[৫] ॥ ২৩ ॥

২১। লো-টী। 'শর উচ্যতে' ইতি পাঠঃ। 'উত্তম' ইতি বা।
২২। লো-টী। বিঘাতে ব্রহ্মণো বিঘাতে।

হে শত্রুপুরজেতা বিজয়িশ্রেষ্ঠ বীর, এই অব্যর্থ দিব্য-বাণ, ইহাদ্বারা তুমি লবণকে বধ করিবে ॥ ১৯॥

শত্রুঘ্ন, পুরাকালে জগত যখন সমুদ্রময় ছিল, তখন দেবদেব মহাত্মা অপরাজিত ব্রহ্মা এই শর সৃজন করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

হে বীর, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া [তাঁহাকে] হত্যা করিতে উদ্যত দুরাত্মা মধু এবং কৈটভের বিনাশার্থ সর্ব্বপ্রাণীর অধৃষ্য এই উৎকৃষ্ট শর সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং ত্রিভুবন সৃজন করিবার অভিলাষে এই শরদ্বারা যুদ্ধে তাহাদিগকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ২১-২২ ॥

তিনি এই শ্রেষ্ঠ শরদ্বারা লোকের সুখার্থে মধু এবং কৈটভকে নিহত করিয়া লোকসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

১। ছ 'অয়ং শরো হ্যমোঘস্তে'। ২। ছ 'সৌম্য'। ৩। ছ 'রঘুনন্দন'। ৪। ছ 'চ তেন'। ৫। ছ 'হ'।

নায়ং শরো[১] ময়া পূর্ব্বং রাবণস্য জিঘাংসয়া।
মুক্তঃ শত্রুঘ্ন ভূতানাং ত্রাসো মা ভূন্মহানিতি ॥ ২৪ ॥
অনেন ত্বং মুনিগণশত্রুমাহবে[২] হনিষ্যসে[৩] রঘুবর নাত্র সংশয়ঃ।
নিহত্য তং পুরবরমেব চ[৪] স্বয়ং নিবেশয় ত্রিদশপুরোপমং লঘু ॥ ২৫ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে শত্রুঘ্নাভিষেকো নাম
অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৮ ॥

২৫। লো-টী। লঘু শীঘ্রম্।

শরদানে শত্রুঘ্নাভিষেকঃ ॥ ৬৮ ॥

শত্রুঘ্ন, আমি পূর্ব্বে রাবণকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রাণীদিগের অতিশয় ত্রাসের ভয়ে এই শর নিক্ষেপ করি নাই ॥ ২৪ ॥

হে রঘুশ্রেষ্ঠ, তুমি সেই মুনিদিগের শত্রুকে এই শরদ্বারা যুদ্ধে বধ করিবে, ইহাতে সংশয় নাই। তহাকে বধ করিয়া স্বয়ং শীঘ্র স্বর্গতুল্য নগর স্থাপন কর ॥ ২৫ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শত্রুঘ্নের অভিষেক নামক
৬৮তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

১। ছ 'ময়া শরঃ পূর্ব্বং রাবণস্য বধার্থিনা'। ২। ছ 'সুর-'। ৩। ক '-সি'। ৪। ছ 'তু'।

(৬৯) ঊনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

শরং দত্ত্বাথ শত্রুঘ্নে রাঘবঃ পরবীরহা।
পুনশ্চৈবমুবাচেদং বচনং বাক্যকোবিদঃ ॥ ১ ॥
যত্তু তস্য মহচ্ছূলং ত্র্যম্বকেণ মহাত্মনা।
দত্তং শত্রুবিনাশায় পিতুরায়ুধমুত্তমম্ ॥ ২ ॥
তৎ সংনিক্ষিপ্য ভবনে পূজ্যমানং মুহুর্মুহুঃ।
দিশো বিলোকয়ন্ সর্ব্বাশ্চরত্যাহারধর্ম্মতাম্ ॥ ৩ ॥
যদা তু যুদ্ধকাঙ্ক্ষী তং কচিদাহ্বয়তে রিপুঃ।
তদা শূলং গৃহীত্বাশু ভস্ম তং কুরুতে যুধি ॥ ৪ ॥
স ত্বং নিবর্ত্তমানং তং দৃষ্ট্বাহারপ্রচারতঃ।
অপ্রবিষ্টং পুরং পূর্ব্বং দ্বারি তিষ্ঠের্ধৃতায়ুধঃ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। বিলোড়য়ন্ বিচারয়ন্। আহারধর্ম্মতাম্ আহারে নিমিত্তে ধর্ম্মতাং যমত্বং চরতি প্রাপ্নোতি যম ইব ভবতীত্যর্থঃ। 'ধর্ম্মো না সোমপে যমে' ইতি ভূরি০।

৪। লো-টী। যুদ্ধকাঙ্ক্ষী কশ্চিৎ রিপুঃ।

৫। লো-টী। আহারপ্রচারতঃ আহারার্থং প্রচারো গমনং তস্মান্নিবর্ত্তমানম্।

শত্রুবীর-নিহন্তা বাক্‌পটু রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে শর প্রদান করিয়া পুনরায় এই কথা বলিলেন—॥ ১ ॥

মহাত্মা ত্র্যম্বক লবণের পিতাকে যে উৎকৃষ্ট বিশাল শূলরূপ অস্ত্র শত্রুসংহারের জন্য দিয়াছিলেন, সে পূজার জন্য সেই শূল গৃহে রাখিয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন করত আহারের জন্য কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ করে॥ ২-৩॥

যখন যুদ্ধাভিলাষী শত্রু তাহাকে কোথাও যুদ্ধার্থে আহ্বান করে, তখন দ্রুত সেই শূল গ্রহণ করত শত্রুকে ভস্ম করে ॥ ৪ ॥

আহারের জন্য ভ্রমণ করিয়া বাহির হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকারী সেই লবণকে

১। ছ 'তু'। ২। ছ 'যত্তস্য তু'। ৩। ছ 'তস্ত'। ৪। ছ '-ত্বা স'। ৫। ছ 'ভস্মসাৎ' ৬। ছ 'রিপুং'। ৭। ছ '-ত্ব'। ৮। ছ 'তিষ্ঠ ধৃতা-'।

অগৃহীতায়ুধং চৈব যুদ্ধায় পুরুষর্ষভ।
আহ্বয়েথা মহাবাহো ততো হন্তাসি রাক্ষসম্ ॥ ৬ ॥
অন্যথা ক্রিয়মাণে তু অবধ্যঃ স ভবিষ্যতি।
সত্যং[১] চৈবং কৃতে বীর বিনাশমুপযাস্যতি ॥ ৭ ॥
এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং শূলং[২] তস্য সুদুর্জ্জয়ম্।
শ্রীমতঃ[৩] শিতিকণ্ঠস্য কীর্ত্তির্হি দুরতিক্রমা ॥ ৮ ॥

ইত্যার্ষে[৪] বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে শত্রুঘ্নশরপ্রদানং নাম
ঊনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৬৯ ॥

৮। লো-টী। শূলস্য এতন্মাহাত্ম্যং বিপর্য্যয়ং বিপরীতং কার্য্যাক্ষমত্বমিতি যাবৎ, যথা স্যাত্তথা আখ্যাতম্, যদ্যপি দুরতিক্রমং কৃতং তথাপি শূলহস্তঃ সুদুর্জ্জয়ঃ। ‘শ্রীমতো নীলকণ্ঠস্য কীর্ত্তির্হি দুরতিক্রমে’তি পাঠে কীর্ত্তিঃ কীর্ত্তনমুক্তিঃ দুরতিক্রমা অলঙ্ঘনীয়া।

ভেদকথনম্ ॥ ৬৯ ॥

পুরমধ্যে অপ্রবিষ্ট দেখিয়া তুমি পূর্ব্বেই অস্ত্র ধারণ করত দ্বারদেশে অবস্থান করিবে ॥ ৫ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবাহো, তুমি শূলবিহীন রাক্ষস লবণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিবে, তাহা হইলে তাহাকে বধ করিতে পারিবে ॥ ৬ ॥

হে বীর, এইরূপ করিলে অবশ্যই সে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, ইহার অন্যথা করিলে সে অবধ্য হইবে ॥ ৭ ॥

আমি তোমার নিকটে সমস্তই বলিলাম। তাহার শূল অতীব দুর্জ্জয়, শ্রীমান্ মহাদেবের বাক্য অলঙ্ঘনীয় ॥ ৮ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শত্রুঘ্নশরপ্রদান-নামক
৬৯তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

১। ছ ‘সত্যশ্চৈবং’। ২। ক ‘শূলস্য বিপর্য্যয়ঃ’। ৩। ছ ‘শ্রীমতা শিতিকণ্ঠেন কৃতং হি দুরতিক্রমম্’। ৪। ছ ‘নাত্র সর্গসমাপ্তিঃ দৃশ্যতে’।

(৭০) সপ্ততিতমঃ সর্গঃ

এবমুক্ত্বাথ[১] শত্রুঘ্নং সংদিশ্য[২] চ পুনঃ পুনঃ।
পুনরপ্যপরং[৩] বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনঃ ॥ ১ ॥
ইমান্যশ্বসহস্রাণি চত্বারি পুরুষর্ষভ।
রথানাং দ্বে সহস্রে চ গজানাং শতমুত্তমম্ ॥ ২ ॥
চত্বরাপণবীথ্যশ্চ নানাপণ্যোপশোভিতাঃ।
অনুগচ্ছন্তু শত্রুঘ্নং তথৈব নটনর্ত্তকাঃ ॥ ৩ ॥
হিরণ্যস্য[৪] সুবর্ণস্য নিযুতং প্রযুতং তথা।
গৃহীত্বা গচ্ছ শত্রুঘ্ন পর্য্যাপ্তবলবাহনঃ ॥ ৪ ॥

৩। লো-টী। চত্বরাপণবীথ্যঃ তদ্বাসিন ইত্যর্থঃ। চত্বরবীথ্যশ্চত্বরপঙ্‌ক্তয়ঃ, আপণবীথ্যশ্চ। 'বীথী পঙ্‌ক্তৌ গৃহাঙ্গে চে'তি ভূরি০। পণ্যং বিক্রেয়দ্রব্যম্।

৪। লো-টী। হিরণ্যস্য অপরিমিতস্য, সুবর্ণস্য পরিমিতস্য, সুবর্ণস্য শোভনবর্ণস্যেতি বা। পর্য্যাপ্তং যথেষ্টং শক্তং বা বলং বাহনঞ্চ যস্য সঃ। 'পর্য্যাপ্তন্তু যথেষ্টে স্যাৎ তৃপ্তৌ শক্তে নিবারণে' ইতি কোষঃ।

এই বলিয়া শত্রুঘ্নকে পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশদান করত রঘুনন্দন রাম পুনরায় বলিতে লাগিলেন— ॥ ১ ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এই চারি সহস্র অশ্ব, দুই সহস্র রথ, উৎকৃষ্ট এক শত হস্তী এবং নট ও নর্ত্তকরা শত্রুঘ্নের অনুগমন করুক; চত্বর, হট্ট এবং পথ বহু পণ্যদ্রব্যে শোভিত হউক ॥ ২-৩ ॥

শত্রুঘ্ন, তুমি পর্য্যাপ্ত সৈন্য এবং বাহন সমভিব্যাহারে লক্ষ লক্ষ সুবর্ণ-মুদ্রা গ্রহণ করিয়া গমন কর ॥ ৪ ॥

১। ছ '-ক্‌ত্বা তু'। ২। ছ 'প্রশস্য'। ৩। ছ '-রেবাপ-'। ৪। ছ 'অযুতঞ্চ হিরণ্যস্য সুবর্ণং নিযুতং তথা'।

বলং চ সুভৃতং বীর হৃষ্টপুষ্টমনিন্দিতম্ ।

বশ্যং মানপ্রদানাভ্যাং কুর্য্যাস্ত্বং রঘুনন্দন ॥ ৫ ॥

ন হ্যর্থাস্তত্র[১] তিষ্ঠন্তি ন দারা ন চ বান্ধবাঃ ।

সুপ্রীতো ভৃত্যবর্গো[২] ন যত্র তিষ্ঠতি রাঘব ॥ ৬ ॥

স ত্বং হৃষ্টজনাকীর্ণাং প্রস্থাপ্য[৩] মহতীং চমূম্ ।

এক এব ধনুষ্পাণিরুপগচ্ছের্মধোঃ সুতম্ ॥ ৭ ॥

যথা চ ত্বাং ন জানাতি গচ্ছন্তং যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণম্ ।

লবণঃ স মধোঃ পুত্রস্তথা ত্বং গচ্ছ রাঘব ॥ ৮ ॥

ন হ্যন্যথা[৪] ভবেন্মৃত্যুস্তস্য ঘোরস্য রক্ষসঃ ।

দর্শনং যো হি তস্যেয়াৎ[৫] স বধ্যো লবণস্য হি ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। সুভৃতং সুষ্ঠুকৃতভরণম্। 'সুদৃঢ়'মিতি পাঠে সুদৃঢ়ং সামর্থ্যবৎ।

৬। লো-টী। যত্র যুদ্ধাদৌ।

৯। লো-টী। ন হ্যন্যথেতি কুতঃ, আখ্যাতেতি। যুদ্ধং দেহীতি তস্য কশ্চিদপি আখ্যাতা বক্তা নাস্তি যতো মৃত্যুভয়ান্বিতঃ। ঈয়াৎ প্রাপ্নুয়াৎ।

বীর রঘুনন্দন, সুরক্ষিত হৃষ্টপুষ্ট অনিন্দনীয় সৈন্যগণকে সম্মান করিয়া এবং পারিতোষিক দিয়া বশীভূত করিবে ॥ ৫ ॥

হে রাঘব, যেখানে ভৃত্যবর্গ অতিশয় সন্তুষ্ট না থাকে, সেই স্থানে অর্থ, স্ত্রী এবং বান্ধবগণ থাকিতে পারে না ॥ ৬ ॥

তুমি আনন্দিতজনপরিপূর্ণ বিশাল সৈন্যশ্রেণী প্রস্থাপিত করিয়া ধনুক হস্তে একাকীই মধুর পুত্রের সমীপে গমন করিবে ॥ ৭ ॥

রাঘব, যুদ্ধাভিলাষে গমনকারী তোমাকে যাহাতে সেই মধুর পুত্র লবণ জানিতে না পারে সেইভাবে তুমি গমন কর ॥ ৮ ॥

অন্য কোন প্রকারে সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের মৃত্যু হইবে না, যে ব্যক্তি

১। ছ 'ন দারাস্তত্র তিষ্ঠন্তি ন হ্যর্থা ন চ বান্ধবাঃ। ২। ছ '-র্গস্তু'। ৩। ছ 'সংস্থা-'। ৪। ছ 'আখ্যাতা ন হি তস্যাস্তি কশ্চিন্মৃত্যুভয়ান্বিতঃ'। ৫। ছ 'গচ্ছেত্তু হন্যেত লবণেন সঃ'।

গ্রীষ্মকালে ব্যতিক্রান্তে[১] বর্ষাকালে সমাগতে।
হন্যাস্ত্বং[২] লবণং সৌম্য স হি কালোঽস্য দুর্ম্মতেঃ ॥ ১০ ॥
ঋষীনিমান্ পুরস্কৃত্য গচ্ছন্তু তব সৈনিকাঃ।
যথা[৩] গ্রীষ্মাবশেষেণ তরেয়ুর্জাহ্নবীজলম্ ॥ ১১ ॥
স্থাপয়িত্বা বলং তত্র নদ্যাস্তীরে সমাহিতঃ।
অগ্রতো ধনুষা সার্দ্ধং যায়াস্ত্বং[৪] লঘুবিক্রমঃ ॥ ১২ ॥
এবমুক্তস্তু রামেণ শত্রুঘ্নঃ স মহাবলঃ।
সেনামুখ্যান্ সমানীয় ততো বাক্যমুবাচ হ ॥ ১৩ ॥
ইমে[৫] তে গণিতা বাসা যত্র যত্র নিবৎস্যথ[৬]।
স্থেয়ং[৭] তেষ্বপ্রমাদেন মমাজ্ঞাং প্রতি কাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ১৪ ॥

১৪। লো-টী। যত্র যত্র যেষু যেষু নিবৎস্যথ তে ইমে বাসা গণিতা ঋষিভিশ্চিন্তিতাঃ।

তাহার দৃষ্টিগোচরে আসিবে, সে তাহার বধ্য হইবে ॥ ৯ ॥

হে সৌম্য, গ্রীষ্মকাল অতীত হইয়া বর্ষাকাল সমাগত হইলে তুমি লবণকে বধ করিবে, কারণ, এই দুরাত্মার সেই-ই মৃত্যুর সময় ॥ ১০ ॥

তোমার সৈনিকগণ এই ঋষিদিগকে অগ্রে করিয়া গমন করুক, যেন তাহারা গ্রীষ্মাবশেষে গঙ্গানদী অতিক্রম করিতে পারে ॥ ১১ ॥

সেই জাহ্নবীতীরে সৈন্য সংস্থাপিত করিয়া তুমি অগ্রে ধনুক লইয়া ধীরে ধীরে গমন করিবে ॥ ১২ ॥

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে মহাবলশালী সেই শত্রুঘ্ন শ্রেষ্ঠ সৈন্যগণকে আনয়ন করিয়া বলিলেন—॥ ১৩ ॥

তোমাদের যে যে স্থানে অবস্থান করিতে হইবে সেই সকল স্থান [ঋষিগণ-

১। ছ '-রাত্র উপাগতে'। ২। ছ 'বীর'। ৩। ছ 'অথ গ্রীষ্মাবসানে তু'। ৪। চ 'প্রায়াস্ত্বং'। ৫। ছ 'ইমে বো'। ৬। ছ 'চ বৎস্য-'। ৭। ছ 'তত্রাপ্র-'।

শীঘ্রমদ্যৈব নির্যাত সভৃত্যবলবাহনাঃ।

পুরস্কৃত্য মহাভাগান্ সর্ব্বানেতাংস্তপোধনান্ ॥ ১৫ ॥

ন চ বো বিষয়ে কশ্চিদ্ বাধঃ কার্য্যঃ প্রতাপজঃ।

প্রযাতার্থোপচারেণ[১] রাজা দোষেণ লিপ্যতে ॥ ১৬ ॥

তথা তাং[২]স্তু সমাদিশ্য নির্যাপ্য[৩] চ মহাবলঃ।

কৌশল্যাং চ সুমিত্রাং চ কৈকেয়ীং চাভিবাদ্য[৪] সঃ ॥ ১৭ ॥

রামং প্রদক্ষিণং কৃত্বা শিরসাভিপ্রণম্য চ।

রামেণ[৫] চ পরিষ্বক্তঃ শত্রুঘ্নঃ শত্রুতাপনঃ ॥ ১৮ ॥

লক্ষ্মণং ভরতঞ্চৈব প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ।

তাভ্যাং চৈবাভ্যনুজ্ঞাত আঘ্রাতঃ শিরসি স্ম সঃ ॥ ১৯ ॥

১৬। গো-টী। বাধঃ পীড়া। ধর্ম্মস্তেন ন গম্যতে প্রাপ্যতে 'লিপ্যতে' বা পাঠঃ। 'উপরাগস্তু পুংসি স্যাদ্রাহুগ্রাসেঽর্কচন্দ্রয়োঃ। দুর্নয়ে গ্রহকল্লোলে ব্যসনেঽপি নিগদ্যতে' ইতি কোষঃ। 'প্রতাপার্থোপচারেণে'তি পাঠে প্রজানামর্থনাশেন কৃতেনেতি সর্ব্বজ্ঞঃ।

কর্ত্তৃক] এই নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তোমরা আমার আদেশের অপেক্ষায় সেই সেই স্থানে অপ্রমত্ত হইয়া অবস্থান করিবে ॥ ১৪ ॥

তোমরা অদ্যই সৈন্য, ভৃত্য এবং বাহন সমভিব্যাহারে এই সকল মহাভাগ তপোধনদিগকে অগ্রে করিয়া সত্বর যত্রা কর ॥ ১৫ ॥

তোমারা প্রতাপ (পরাক্রম) জন্য রাজ্যমধ্যে কোনরূপ উৎপীড়ন সৃষ্টি করিও না; প্রজাদিগের অর্থনাশ করিলে প্রস্থানকারী রাজার অপরাধ হয় ॥ ১৬ ॥

মহাবলশালী শত্রুপীড়নকারী শত্রুঘ্ন তাহাদিগকে এইরূপ আদেশদানপূর্ব্বক প্রস্থাপিত করিয়া কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রাকে অভিবাদন করত রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক অবনত মস্তকে প্রণাম করিলে রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১৭-১৮ ॥

শত্রুঘ্ন কৃতাঞ্জলিপুটে লক্ষ্মণ এবং ভরতকে প্রণাম করিলে তাঁহারা তাঁহার মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক [প্রস্থানের] অনুমতি দান করিলেন ॥ ১৯ ॥

১। ছ 'প্রতাপার্থোপ-'। ২। ছ 'তাংশ্চ'। ৩। ছ 'নিষ্ক্রাম্যবলবাহনঃ'। ৪। ছ 'চাভ্যবাদয়ৎ'। ৫। ছ 'মূর্দ্ধ্ন্যুপাঘ্রাতঃ'।

পুরোধসং[১] বশিষ্ঠঞ্চ শত্রুঘ্নঃ স প্রতাপবান্।
প্রদক্ষিণমথো কৃত্বা নির্জ্জগাম মহাবলঃ ॥ ২০ ॥

নির্যাপ্য সেনামথ সোঽগ্রতস্তদা গজেন্দ্রবাজিপ্রবরৌঘসংকুলাম্।
উপোষ্য[২] মাসং স নরেন্দ্রপার্শ্বতঃ প্রতিপ্রয়াতো রঘুবংশবর্দ্ধনঃ ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে শত্রুঘ্নপ্রস্থানং নাম
সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭০ ॥

২১। লো-টী। মাসং বলপ্রস্থানানন্তরং তত্র উপোষ্য উষিত্বা। 'উপাস্যমান' ইতি পাঠে প্রজাভিরিতি শেষঃ।

শত্রুঘ্নপ্রস্থাপনম্ ॥ ৭০ ॥

অনন্তর মহাবল এবং প্রতাপশালী শত্রুঘ্ন পুরোহিত বশিষ্ঠকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাত্রা করিলেন ॥ ২০ ॥

সেই রঘুবংশ-বর্দ্ধন শত্রুঘ্ন শ্রেষ্ঠ হস্তী ও অশ্বসমাকুল সৈন্যদিগকে অগ্রে নির্গত করাইয়া এক মাস বাস করত পরে মহারাজ রামচন্দ্রের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শত্রুঘ্নপ্রস্থাপন-নামক
৭০তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

১। ছ 'হিতং'। ২। ছ 'উপাস্যমানঃ'

(৭১) একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

প্রস্থাপ্য তদ্বলং সর্ব্বং সপ্তরাত্রমথোষিতঃ।[১]

এক এব স শত্রুঘ্নো[২] জগাম ত্বরিতস্তদা ॥ ১ ॥

ত্রিরাত্রমন্তরোষিত্বা শূরো রাঘবনন্দনঃ।

বাল্মীকেরাশ্রমং পুণ্যং প্রবিবেশ মহামতিঃ ॥ ২ ॥

সোঽভিগম্য মহাত্মানমভিবাদ্য চ রাঘবঃ।

কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৩ ॥

[৩]ভগবন্ বস্তুমিচ্ছামি গুরুকার্য্যাদিহাগতঃ।

শ্বঃ প্রভাতে গমিষ্যামি প্রতীচীং বারুণীং দিশম্ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। সপ্তরাত্রং পুরাদন্যত্র উষিতঃ স্থিতঃ।

২। লো-টী। অন্তরা মধ্যে কুত্রচিৎ স্থানে 'ত্রিরাত্রমন্তরা চোষ্য' ইতি বা পাঠঃ, উষ্য উষিত্বা।

৪। লো-টী। গুরুকার্য্যাৎ গুরূণাং মুনীনাং কার্য্যাৎ।

শত্রুঘ্ন সেই সকল সৈন্য প্রস্থাপন করাইয়া [নগর হইতে অন্যস্থানে] সপ্ত রাত্রি বাস করিয়া একাকীই দ্রুত গমন করিলেন ॥ ১ ॥

মহামতি রাঘবনন্দন বীর শত্রুঘ্ন পথিমধ্যে ত্রিরাত্র বাস করিয়া পবিত্র বাল্মীকির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ॥ ২ ॥

সেই রঘুকুলাবতংস শত্রুঘ্ন বাল্মীকির সমীপে গমন করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা বলিলেন— ॥ ৩ ॥

ভগবন্, মুনিদিগের প্রয়োজন বশতঃ আমি [অযোধ্যা হইতে] আসিয়াছি, [অদ্য] এইস্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করি, আগামী কল্য প্রাতঃকালে বরুণাধিষ্ঠিত পশ্চিমদিকে গমন করিব ॥ ৪ ॥

১। ছ '-মুপাস্ত চ'। ২। ছ 'এবাথ'। ৩। ছ 'বস্তুমিচ্ছামি ভগবন্'।

শত্রুঘ্নস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহসন্ মুনিপুঙ্গবঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ[১] স্বাগতং তেহস্ত্বিহ[২] প্রভুঃ ॥ ৫ ॥
স্বমাশ্রমপদং হ্যেতদ্রাঘবাণাং ন সংশয়ঃ।
আসনং পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ নির্ব্বিশঙ্কঃ প্রতীচ্ছ মে ॥ ৬ ॥
প্রতিগৃহ্য স[৩] তাং পূজাং বন্যঞ্চ ফলভোজনম্।
ভক্ষয়ামাস কাকুৎস্থস্তৃপ্তিঞ্চ পরমাং যযৌ ॥ ৭ ॥
স ভুক্তবান্ মহাবাহুর্ম্মহর্ষিং তমুবাচ হ।
মুনে যজ্ঞবিভূতীয়ং কস্যাশ্রমসমীপতঃ ॥ ৮ ॥
তস্য তদ্ভাষিতং[৪] শ্রুত্বা বাল্মীকির্ব্বাক্যমব্রবীৎ।
শৃণু[৫] শত্রুঘ্ন যস্যৈতদ্বভূবায়তনং পুরা[৬] ॥ ৯ ॥

৮। লো-টী। তবাশ্রমসমীপতঃ। হে মুনে, কস্য ইয়ং পূর্ব্বস্যাং দিশি যজ্ঞবিভূতিঃ সম্পত্তিঃ, সন্ধিরার্ষঃ।

৯। লো-টী। আয়তনং যজ্ঞায়তনম্।

মুনিশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী প্রভু বাল্মীকি শত্রুঘ্নের কথা শুনিয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, তোমার এইস্থানে শুভাগমন হউক ॥ ৫ ॥

এই আশ্রমস্থান রঘুবংশীয়দিগের নিজের—এবিষয়ে কোন সংশয় নাই, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার আসন, পাদ্য এবং অর্ঘ্য গ্রহণ কর ॥ ৬ ॥

কাকুৎস্থ শত্রুঘ্ন সেই পূজা গ্রহণ করিয়া এবং বন্য ভোজ্য ফল ভক্ষণ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন ॥ ৭ ॥

সেই মহাবাহু শত্রুঘ্ন ভোজনানন্তর মহর্ষি বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনে, [পূর্ব্বদিকে] এই যজ্ঞসমৃদ্ধি কাহার? ॥ ৮ ॥

বাল্মীকি তাঁহার সেই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন শত্রুঘ্ন, পূর্ব্বে এই যজ্ঞায়তন যাঁহার ছিল তাঁহার কথা শ্রবণ কর ॥ ৯ ॥

১। ছ '-স্থানং'। ২। ছ 'নরাধিপ'। ৩। ছ 'তত্তঃ'। ৪। ছ 'তদ্বচনং'। ৫। ছ 'শত্রুঘ্ন শৃণু'। ৬। ছ 'পুরঃ'।

যুষ্মাকং পূর্ব্বজো রাজা সুদাসো নাম ধর্ম্মবিৎ ।

তস্য পুত্রো মহাভাগঃ সর্ব্বাস্ত্রজ্ঞশ্চ সংযুগে ॥ ১০ ॥

যষ্টা দানপতিঃ [1]শান্তঃ প্রজানাং পালনে রতঃ ।

রাজা মিত্রসহো নাম সত্ত্ববানতিধার্ম্মিকঃ ॥ ১১ ॥

স বাল এব সৌদাসো মৃগয়ামুপচক্রমে ।

চংক্রম্যমাণঃ[2] সোঽদ্রাক্ষীদ্রাক্ষসৌ দ্বৌ মহাবলৌ ॥ ১২ ॥

শার্দ্দূলরূপিণৌ ঘোরৌ মৃগাংস্তৌ চ সহস্রশঃ ।

ভক্ষয়ন্তাবসন্তুষ্টৌ পর্য্যাপ্তিং [3]নোপজগ্মতুঃ ॥ ১৩ ॥

স তু তৌ রাক্ষসৌ[4] দৃষ্ট্বা নির্ম্মৃগঞ্চ বনং কৃতম্ ।

ক্রোধেন মহতাবিষ্টো জঘানৈকং মহেষুণা ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। যজ্বা যজ্ঞশীলঃ।

১৩। লো-টী। পর্য্যাপ্তিং তৃপ্তিম্।

সুদাস নামে তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী একজন ধর্ম্মজ্ঞ রাজা ছিলেন। যুদ্ধে সমস্ত অস্ত্রপ্রয়োগে কুশল যজ্ঞশীল, দানবীর, শান্ত, প্রজাপালনে তৎপর, মহা ভাগ্যবান্ পরাক্রান্ত এবং অতিশয় ধার্ম্মিক মিত্রসহ নামে তাঁহার এক পুত্র ছিলেন ॥ ১০-১১ ॥

সেই সুদাসনন্দন মিত্রসহ বাল্যকালে মৃগয়া করিতে উদ্যত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে মহাবলশালী দুই রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১২ ॥

ব্যাঘ্ররূপধারী সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসদ্বয় সহস্র সহস্র মৃগ ভক্ষণ করিয়াও সন্তুষ্ট হইতে এবং তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই ॥ ১৩ ॥

তিনি সেই রাক্ষসদ্বয়কে দেখিয়া এবং তাহারা অরণ্য মৃগশূন্য করিয়াছে দেখিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বৃহৎ বাণদ্বারা একটী রাক্ষসকে বধ করিলেন ॥ ১৪ ॥

১। ছ 'ক্ষান্তঃ'। ২। ছ '-ণো দদৃশে রাক্ষসৌ'। ৩। ছ 'নৈব'। ৪। ছ '-সৌ'।

বিনিপাত্য[১] তয়োরেকং সৌদাসঃ পুরুষর্ষভঃ।
বিজ্বরো বিগতামর্ষো হতং[২] রক্ষো হ্যুদৈক্ষত ॥ ১৫ ॥
সখায়ং নিহতং দৃষ্ট্বা[৩] সহায়স্তস্য[৪] রক্ষসঃ।
সন্তাপমকরোদ্[৫] ঘোরং সৌদাসং চেদমব্রবীৎ ॥ ১৬ ॥
[৬]যস্মাদনপরাধং ত্বং সহায়ং মম জঘ্নিবান্।
তস্মাত্তবাপি পাপিষ্ঠাং[৭] করিষ্যামি প্রতিক্রিয়াম্।
এবমুক্ত্বা[৮] বচো রক্ষস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৭ ॥
কালপর্য্যায়যোগেন রাজা মিত্রসহোঽপ্যথ।
ঈজে[৯] চ স নৃপো ধীমানাশ্রমস্য সমীপতঃ।
অশ্বমেধং মহাযজ্ঞং বশিষ্ঠেনাভিপালিতঃ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। বিজ্বরো গতসন্তাপঃ।

১৭। লো-টী। 'ততস্ত্বমপী'ত্যাদি পাঠে শাপং দুঃখম্। ক্বচিচ্চ 'তস্মাত্তবাপি পাপিষ্ঠাং করিষ্যামি প্রতিক্রিয়া'মিতি পাঠঃ।

১৮। লো-টী। কালপর্য্যায়যোগেন কালক্রমযোগেন। 'নির্ব্বাণেঽপ্যথ পর্য্যায়ঃ প্রকারেঽবসরে ক্রমে' ইতি কোষঃ।

পুরুষশ্রেষ্ঠ সুদাসনন্দন তাহাদের একটিকে নিপাতিত করিয়া সন্তাপ এবং ক্রোধ পরিত্যাগ করত নিহত রাক্ষসকে অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

সহচর রাক্ষসটী তাহার সখাকে নিহত দেখিয়া ভয়ানক সন্তাপ করত সেই সুদাসনন্দনকে এই কথা বলিল— ॥ ১৬ ॥

পাপিষ্ঠ, যেহেতু তুমি অনপরাধী আমার এই সহচরকে নিহত করিয়াছ, সেই জন্য আমি তোমারও পাপপূর্ণ প্রতিকার করিব। সেই রাক্ষস এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইল ॥ ১৭ ॥

পরে ধীমান্ সেই মিত্রসহ রাজা কালক্রমে আমার আশ্রমসমীপে বশিষ্ঠ-

১। ছ 'তমেকং স'। ২। ছ 'বভূব রঘুনন্দন'। ৩। ছ 'সখা য-'। ৪। ছ 'রাক্ষসঃ'। ৫। ছ '-মগমদ্-'। ৬। ছ 'সখা হ্যনপরাধোঽয়ং যস্মাম্মে নিহতস্ত্বয়া'। ৭। ছ 'পাপিষ্ঠ'। ৮। ছ 'তু তত্রক্ষ-'। ৯। ছ 'স রাজা যজতে'।

তদা যজ্ঞো মহাংস্তস্য সর্ব্বকামসমন্বিতঃ।
সমৃদ্ধঃ পরয়া লক্ষ্ম্যা দেবযজ্ঞসমোঽভবৎ ॥ ১৯ ॥
[১] অথাবসানে যজ্ঞস্য পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্।
বশিষ্ঠরূপী রাজানমুবাচেদং স রাক্ষসঃ ॥ ২০ ॥
অস্যাবসানে যজ্ঞস্য সামিষং ভোজনং মম।
দীয়তামিতি শীঘ্রং[২] বৈ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২১ ॥
তচ্ছ্রুত্বা ব্যাহৃতং বাক্যং রক্ষসো[৩] ব্রহ্মরূপিণঃ।
ভক্ষসংস্কারকুশলানুবাচ স মহীপতিঃ[৪] ॥ ২২ ॥
হবিষ্যমামিষং স্বাদু যথা ভবতি ভোজনম্।
তথা কুরুত শীঘ্রং বৈ পরিতুষ্যেদ্ যথা গুরুঃ।
[৫] শাসনাৎ পার্থিবেন্দ্রস্য সূদাঃ সম্ভ্রান্তচেতসঃ ॥ ২৩ ॥

১৯। লো-টী। ঋদ্ধিসাজ্যাতৈর্মুনিসমূহৈঃ। 'পরয়া লক্ষ্ম্যে'তি বা পাঠঃ।
২১। লো-টী। অস্য অবশেষে অবসানে।
২৩। লো-টী। হবিষ্যং পবিত্রং স্বাদু আমিষঞ্চ।

কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন ॥ ১৮ ॥

তখন তাঁহার সর্ব্বার্থ-সমন্বিত (প্রয়োজনীয় বা বাঞ্ছনীয় সমস্ত বস্তুযুক্ত) সেই বৃহদ্ যজ্ঞ পরমসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া দেবযজ্ঞের ন্যায় হইল ॥ ১৯ ॥

অনন্তর যজ্ঞ শেষ হইলে সেই রাক্ষস পূর্ব্ব শত্রুতা স্মরণ করিয়া বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করত রাজা মিত্রসহকে বলিল—॥ ২০ ॥

এই যজ্ঞের অবসানে শীঘ্র আমাকে সামিষ আহার প্রদান কর, এবিষয়ে কোন বিবেচনা করিও না ॥ ২১ ॥

সেই রাজা ব্রাহ্মণরূপী সেই রাক্ষসের কথা শ্রবণ করিয়া অভিজ্ঞ পাচকদিগকে বলিলেন— ॥ ২২ ॥

হবিষ্য (অর্থাৎ পবিত্র) আমিষ ভোজন যাহাতে উৎকৃষ্ট হয় এবং যাহাতে

১। ছ 'অবসানে তু'। ২। ছ 'বৈ শীঘ্রং'। ৩। ছ '-সা ব্রহ্মরূপিণা'। ৪। ছ 'পৃথিবীপতিঃ'। ৫। ছ 'ইদমর্দ্ধং নাস্তি'।

[১] তচ্চ রক্ষঃ [২] পুনঃ কৃত্বা [৩] সূদবেশমুপস্থিতঃ।
[৪] স মানুষমথো মাংসং পার্থিবায় ন্যবেদয়ৎ।
ইদং স্বাদু [৫] হবিষ্যঞ্চ মাংসমামিষমাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥
[৬] ভোজনং স তু বিপ্রায় পত্ন্যা সার্দ্ধমুপাহরৎ।
মদয়ন্ত্যা [৭] নরশ্রেষ্ঠ রক্ষসাহৃতমামিষম্ ॥ ২৫ ॥
জ্ঞাত্বা তদামিষং [৮] বিপ্রো [৯] মানুষং ভোজনাহিতম্।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো ব্যহর্ত্তুমুপচক্রমে ॥ ২৬ ॥
যস্মাত্ত্বং মানুষং মাংসং মমেদং দাতুমিচ্ছসি।
তস্মাদ্ [১০] ভোজনমেতত্তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥

২৪। লো-টী। স রাক্ষসঃ।
২৬। লো-টী। ভোজনাহিতং ভোজনেঽবিহিতং 'ভোজনং তদে'তি বা পাঠঃ।

গুরু সন্তুষ্ট হন, শীঘ্র তাহার ব্যবস্থা কর। মহীপতির আদেশে পাচকগণের চিত্ত অতিশয় ত্বরান্বিত হইল ॥ ২৩ ॥

সেই রাক্ষস পাচকবেশে পুনরায় তথায় উপস্থিত হইয়া 'এই সুস্বাদু হবিষ্য এবং আমিষ মাংস আনয়ন করিয়াছি' এই বলিয়া মনুষ্যমাংস নৃপতিকে প্রদান করিল ॥ ২৪ ॥

হে নরশ্রেষ্ঠ, রাজা মিত্রসহ পত্নী মদয়ন্তীর সহিত সেই রাক্ষসের আনীত আমিষ খাদ্য বশিষ্ঠকে প্রদান করিলেন ॥ ২৫ ॥

বশিষ্ঠদেব সেই মাংস অখাদ্য-মনুষ্যমাংস বলিয়া অবগত হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—॥ ২৬ ॥

যেহেতু তুমি আমাকে এই নরমাংস প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, অতএব

১। ছ 'অথ'। ২। ছ '-নন্তত্র'। ৩। ছ '-শং সমাহিতঃ'। ৪। ছ 'মানুষং মাংসমাদায়'। ৫। ছ 'সংস্কৃতং মাংসমাহৃতম্'। ৬। ছ 'স ভোজনং বশিষ্ঠায়'। ৭। ছ 'নৃপ-'। ৮। ছ 'চৈব'। ৯। ছ 'বশিষ্ঠো মানুষং তদা'। ১০। ছ '-মেবন্তে'।

সভার্য্যঃ স তু রাজা তং প্রণিপত্য মুহুর্ম্মুহুঃ[১]।
পুনর্ব্বশিষ্ঠং[২] প্রোবাচ যদুক্তং ব্রহ্মরূপিণা ॥ ২৮ ॥
তজ্‌জ্ঞাত্বা[৩] পার্থিবেন্দ্রস্য রক্ষসোপাধিনা কৃতম্[৪]।
পুনঃ প্রোবাচ রাজানং বশিষ্ঠো দ্বিজসত্তমঃ ॥ ২৯ ॥
ময়া রোষপরীতেন যদিদং ব্যাহৃতং বচঃ।
ন তচ্ছক্যং মৃষা কর্ত্তুং প্রদাস্যামি চ তে বরম্ ॥ ৩০ ॥
কালো দ্বাদশবর্ষাণি[৫] শাপস্যাস্য ভবিষ্যতি।
মৎপ্রসাদাচ্চ রাজেন্দ্র অতীতং ন স্মরিষ্যসি ॥ ৩১ ॥

২৮। লো-টী। 'মুহুর্ম্মুহু'রিতি পাঠঃ। 'যথাতথ'মিতি পাঠে যথাযোগ্যম্। ব্রহ্মরূপিণা তদ্রূপেণ রাক্ষসেন যদুক্তং তদ্ রাক্ষসস্য বচঃ। 'ব্রহ্মযোনিনা' ইতি পাঠে বশিষ্ঠেন ত্বয়া।

২৯। লো-টী। উপাধিনা ছলেন। 'উপাধির্ধর্ম্মচিন্তায়াং কুটুম্বব্যাপৃতে ছলে' ইতি কোষঃ।

৩১। লো-টী। অতীতান্ অর্থান্।

এই নরমাংস তোমার খাদ্য হইবে, এবিষয়ে কোন সংশয় নাই ॥ ২৭ ॥

সপত্নীক সেই নৃপতি বশিষ্ঠকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া বশিষ্ঠরূপী রাক্ষস যাহা বলিয়াছিল তাহা পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২৮ ॥

'রাক্ষসের ছলনায় রাজা ঐরূপ করিয়াছেন' ইহা অবগত হইয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ পুনরায় রাজাকে বলিলেন—॥ ২৯ ॥

আমি ক্রুদ্ধ হইয়া যে কথা বলিয়াছি তাহা মিথ্যা করিবার শক্তি নাই, সুতরাং তোমাকে বর প্রদান করিব ॥ ৩০ ॥

মহারাজ, তুমি দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত এই শাপ ভোগ করিবে এবং আমার অনুগ্রহে অতীত বিষয় বিস্মৃত হইবে ॥ ৩১ ॥

১। ছ 'যথাতথম্'। ২। ছ 'নিবেদয়ামাস তদা রাক্ষসস্য বচস্ত্বিদম্'। ৩। ছ 'তচ্ছ্রুত্বা'। ৪। ছ 'ব্যাহৃতং বচঃ'। ৫। ছ 'পর্য্যন্তোঽস্য'।

ততঃ ক্রুদ্ধঃ[1] স সৌদাসস্তোয়ং জগ্রাহ পাণিনা।
বশিষ্ঠং শপ্তু[2]কামশ্চ ভার্য্যা[3] চৈনং ন্যবারয়ৎ ॥ ৩২ ॥
[4]অস্মাকং প্রভবত্যেব বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
প্রতিশপ্তু[5]ময়ুক্তং[6] তে দেবভূতং পুরোধসম্ ॥ ৩৩ ॥
[7]তত্তু ক্রোধময়ং তোয়ং তেজোবলসমন্বিতম্।
বিসসর্জ্জ স ধর্ম্মাত্মা স্বস্য পাদৌ সিষেচ[8] হ।
তেনাস্য রাজ্ঞস্তৌ পাদৌ দগ্ধৌ কল্মাষতাং গতৌ ॥ ৩৪ ॥
তদা প্রভৃতি রাজাসৌ সৌদাসঃ সুমহাবলঃ[9]।
কল্মাষপাদনামে[10]তি খ্যায়তে চ তথা[11] নৃপ।
পুনর্লেভে তদা রাজ্যং প্রজাশ্চৈবাভ্যপালয়ৎ ॥ ৩৫ ॥

৩৩। লো-টী। প্রভবতি প্রভুর্ভবতি।

৩৪। লো-টী। ক্রোধময়ং ক্রোধং স বিসসর্জ্জ তত্যাজ, ততঃ স ধর্ম্মাত্মা তোয়ঞ্চ, স্বৌ পাদৌ ন্যষেচয়দিত্যন্বয়ঃ। 'ক্রোধময়ং বহ্নি'মিতি পাঠে ক্রোধরূপং বহ্নিং বিসসর্জ স্বৌ পাদৌ চ ইতি।

৩৫। লো-টী। সংবৃত্তঃ বভূব, তথা তেন প্রকারেণ খ্যায়তে চ। স চ পুনর্লেভে রাজ্যং যস্তং [যজ্ঞং ?] সমাপাতে [-প্যাথ ?] প্রজা অভ্যপালয়দিত্যন্বয়ঃ।

পরে সেই সুদাস-তনয় ক্রুদ্ধ হইয়া বশিষ্ঠদেবকে শাপপ্রদান করিবার জন্য হস্তে জল গ্রহণ করিলে তাঁহার ভার্য্যা তাঁহাকে নিবারণ করিলেন—॥ ৩২ ॥

ভগবান্ বশিষ্ঠঋষি আমাদের প্রভু, সুতরাং সেই দেবতাস্বরূপ পুরোহিতকে তোমার প্রত্যভিশাপ দান করা উচিত নয় ॥ ৩৩ ॥

তখন ধর্ম্মাত্মা সেই রাজা সৌদাস ক্রোধ পরিত্যাগ করিলেন এবং শক্তিসম্পন্ন তেজোময় সেই জল স্বীয় পদদ্বয়ে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে নৃপতির পদদ্বয় দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইল ॥ ৩৪ ॥

সেই হইতে মহাবলশালী রাজা সৌদাস 'কল্মাষপাদ'নামে বিখ্যাত

১। ছ 'ক্রুদ্ধস্তু'। ২। ছ '-স্তুং'। ৩। ছ '-নমুবাচ হ'। ৪। ছ 'রাজন্ প্রভবতেঽস্মাকং'। ৫। ছ '-শপ্তুং ন'। ৬। ছ '-তুল্যং'। ৭। ক 'স তু'। ৮। ছ 'ব্যবেচয়ৎ'। ৯। ছ 'পৃথিবীপতিঃ'। ১০। ছ '-পাদঃ সংবৃত্তঃ'। ১১। ছ 'যথা'।

তস্যেদং রাজসিংহস্য যজ্ঞায়তনমুত্তমম্[1] ।
আশ্রমস্য সমীপে হি যত্ত্বং পৃচ্ছসি রাঘব ॥ ৩৬ ॥
[2] স তু তাং পার্থিবেন্দ্রস্য কথাং শ্রুত্বা সুদারুণাম্ ।
বিবেশ পর্ণশালাং তাং মহর্ষিমভিবাদ্য চ ॥ ৩৭ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সৌদাসোপখ্যানং নাম
একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭১ ॥

[লো-টী]। তং মুনিং সৌদাসং বা। 'কৃশতনু'রিতি স্বরূপাখ্যানম্।
সৌদাসোপাখ্যানম্ ॥ ৭১ ॥

হইলেন এবং [যজ্ঞাবসানে] পুনরায় রাজ্যলাভ করিয়া (অর্থাৎ স্বরাজ্যে গমনপূর্ব্বক রাজকীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া) প্রজাগণকে পালন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

রাঘব, তুমি যাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ,—আমার আশ্রমসমীপে ইহা সেই রাজসিংহ সৌদাসের উত্তম যজ্ঞস্থান ॥ ৩৬ ॥

শত্রুঘ্ন মহীপতি সৌদাসের সেই অতিভয়ঙ্কর উপখ্যান শ্রবণ করিয়া মহর্ষিকে অভিবাদনপূর্ব্বক পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সৌদাস-উপাখ্যান-নামক
৭১তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

১। ছ '-তনমদ্ভুতম্'। ২। ছ অস্য শ্লোকস্য স্থানে 'ইতি মুনিবচো নিশম্য সম্যগ্রঘুকুলবংশবিবর্দ্ধনস্তদানীম্। মহর্ষিমভিবাদ্য পর্ণশালাং হৃষিততনুঃ প্রবিবেশ রাজসূনুঃ'। ইতি পাঠঃ।

(৭২) দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

যামেব রাত্রিং শত্রুঘ্নঃ পর্ণশালামুপাবিশৎ।
তামেব রাত্রিং সীতাপি প্রসূতা দারকদ্বয়ম্ ॥ ১ ॥

ততোঽৰ্দ্ধরাত্রসময়ে বালকা মুনিদারকাঃ।
বাল্মীকেঃ প্রিয়মাচখ্যুঃ সীতায়াঃ প্রসবং[১] শুভম্ ॥ ২ ॥

ভগবন্ রামপত্নী সা প্রসূতা দারকদ্বয়ম্।
ততো[২] রক্ষাং প্রযত্নেন[৩] কুরু ভূতবিনাশিনীম্ ॥ ৩ ॥

তেষাং তদ্ভাষিতং[৪] শ্রুত্বা মুনির্ব্বিস্ময়মাগতঃ।
ভূতঘ্নীং[৫] চাকরোত্তাভ্যাং[৬] রক্ষাং[৭] রক্ষোবিনাশিনীম্ ॥ ৪ ॥

কুশমুষ্টিমুপাদায়* লবণং চাভিরক্ষিণম্[৮]।
বাল্মীকিঃ প্রদদৌ তাভ্যাং রক্ষাং ভূতবিনাশিনীম্ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। বেলাং 'রাত্রিং' বা পাঠঃ।
২। লো-টী। দারকাঃ পুত্রাঃ, প্রসবৌ পুত্রৌ।
৫। লো-টী। কুশমুষ্টিং কীদৃশীম্? ভূতপ্রণাশিনীং রক্ষামুপাদায় গৃহীত্বা তেভ্যো বালকেভ্যঃ প্রদদৌ।

শত্রুঘ্ন যে রাত্রিতে পর্ণশালাতে বাস করিয়াছিলেন সীতাদেবীও সেই রাত্রিতেই দুইটী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন ॥ ১ ॥

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে মুনিকুমারগণ বাল্মীকির নিকটে প্রীতিকর সীতাদেবীর নির্ব্বিঘ্নে প্রসবের কথা বলিল—॥ ২ ॥

"ভগবন্, সেই রামপত্নী সীতাদেবী দুইটী পুত্র প্রসব করিয়াছেন, যত্নের সহিত তাহাদিগের ভূতবিনাশক রক্ষাবিধান করুন" ॥ ৩ ॥

বাল্মীকিমুনি সেই মুনিবালকদিগের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শিশুদ্বয়ের উদ্দেশে ভূত এবং রাক্ষস বিনাশজনক রক্ষাকার্য্য করিলেন ॥ ৪ ॥

বাল্মীকি রক্ষাকারী (অর্থাৎ রক্ষামন্ত্রে অভিমন্ত্রিত) কুশমুষ্টি এবং লবণ গ্রহণ

১। ছ 'দারকদ্বয়ম্'। ২। ছ 'তত্র'। ৩। ছ 'মহর্ষে ত্বং'। ৪। ছ 'তদ্বচনং'। ৫। ক 'ভূতাঘ্নীং'। ৬। ছ '-প্ররক্ষাং'। ৭। ছ 'তাভ্যাং'। ৮। ছ '-রক্ষণম্'।

* অত্র পাশ্চাত্ত্য পাঠে 'লব' শব্দ প্রয়োগো দৃশ্যতে। প্রাচাং ব্যাখ্যানাৎ 'লব' শব্দেন কুশমূলমভিধীয়ত ইতি প্রতীয়তে। [illegible]

যস্তয়োঃ পূর্ব্বজাতস্তু স কুশৈর্ম্মন্ত্রসংস্কৃতৈঃ[১]।
নির্ম্মার্জ্জনীয়ো নাম্না হি[২] ভবিতা কুশ ইত্যসৌ ॥ ৬ ॥
[৩]তয়োরবরজো যঃ স্যাল্লবণেনৈব চৈব হি।
নির্ম্মার্জ্জনীয়ো বৃদ্ধাভির্নাম্না স[৪] ভবিতা লবঃ ॥ ৭ ॥
এবং কুশলবৌ নাম্না তাবুভৌ যমজাতকৌ।
[৫]মৎকৃতাভ্যাং তু নামভ্যাং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতঃ ॥ ৮ ॥
তাং রক্ষাং প্রতিগৃহ্যাথ[৬] মুনেস্তস্য সমাহিতাঃ।
অকুর্ব্বন্ত[৭] তদা রক্ষাং[৮] তাপস্যো গতকল্মষাঃ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। ততো বালকান্ শিক্ষয়তি য ইতি। ভবদ্ভির্মার্জ্জনীয়ঃ। যস্তু অবরজঃ পশ্চাজ্জাতঃ স পুনর্বৃদ্ধাভির্মার্জনীয়ঃ।

৮। লো-টী। সমাহিতঃ যতাত্মা সংযতমনাঃ ইতি মুনের্ভাবকথনম্। 'যমৌ তৌ সংবভূবতু'রিতি পাঠঃ। ক্বচিচ্চ 'তাবুভৌ যমজাতকা'বিতি পাঠে যমজাবিতি অর্থঃ। 'ভগবৎকৃত-নামানা'বিত্যাদিপাঠঃ। 'মৎকৃতাভ্যাং তু নামভ্যাং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যত' ইতি ক্বচিৎ।

৯। লো-টী। মুনের্হস্তাৎ বালকবৃদ্ধরূপহস্তাৎ প্রতিগৃহ্য সমাধিনা নিয়মেন একৈকে-নেত্যর্থঃ। 'সমাধির্নিয়মে ধ্যানে নীবাকে চ সমর্থনে' ইতি ভূরি০। 'মুনেস্তস্য সমাহিতা' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

করিয়া সেই কুমারদ্বয়ের উদ্দেশ্যে ভূতবিনাশিনী রক্ষা প্রদান করিলেন ॥ ৫ ॥

[বাল্মীকি বালকদিগকে কুশ এবং লবণ দিয়া বলিলেন—] সেই বালক দুইটীর মধ্যে যে প্রথম জন্মিয়াছে, তাহাকে তোমরা মন্ত্রপূত কুশ দ্বারা মার্জ্জনা করিবে এবং ঐ বালকের 'কুশ' এই নাম হইবে ॥ ৬ ॥

শিশুদ্বয়ের মধ্যে যে শেষে জন্মিয়াছে, তাহাকে লবণ দ্বারা বৃদ্ধারা মার্জ্জনা করিবেন এবং ঐ বালকের 'লব' এই নাম হইবে ॥ ৭ ॥

কুশ এবং লব নামক সেই যমজ বালকদ্বয় মৎকৃত [এই] নামে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে ॥ ৮ ॥

পরে সমাহিতচিত্ত নিষ্পাপা তাপসীগণ মুনির সেই রক্ষা (রক্ষামন্ত্রে অভিমন্ত্রিত

১। ছ 'সংযুতৈঃ'। ২। ছ 'বৈ ততঃ কুশ ইতি স্মৃতঃ'। ৩। ছ 'যশ্চাবরস্তয়োস্তত্র লবণে তু স চৈব হি'। ৪। ছ 'তু লবণোঽভবৎ'। ৫। ছ 'ময়া কৃতাভ্যাং নাম-'। ৬। ক '-হস্তাৎ'। ৭। ছ '-র্ব্বংস্ত'। ৮। ছ 'তয়োস্তু ভূতবিনাশিনীম্'।

মঙ্গলং[1] ক্রিয়মাণং তু[2] সীতায়া গোত্রনামতঃ।
সংকীর্ত্যমানং[3] রামস্য সীতায়াঃ প্রসবং তথা॥ ১০ ॥
অর্দ্ধরাত্রে তু[4] শত্রুঘ্নঃ শুশ্রাব সুমহৎ প্রিয়ম্।
পর্ণশালাং[5] গতো রাত্রৌ দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি চাব্রবীৎ॥ ১১ ॥
তথা তস্য প্রহৃষ্টস্য শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ।
ব্যতীতা[6] বার্ষিকী রাত্রিঃ শ্রাবণী লঘুবিক্রমা[7]॥ ১২ ॥
প্রভাতে তু মহাবীর্য্যঃ কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্নিকীং ক্রিয়াম্।
যযৌ প্রাঞ্জলিরামন্ত্র্য মুনিং তেন বিসর্জ্জিতঃ॥ ১৩ ॥

১০-১১। লো-টী। মধুরং মঙ্গলং মঙ্গলধ্বনিং ক্রিয়মাণং শত্রুঘ্নঃ শুশ্রাব, দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি অব্রবীচ্চ ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। রক্ষাং বৈ রক্ষাঞ্চ গোত্রনাম চ গোত্রমৈক্ষ্বাকং নাম তু কুশলবাখ্যং প্রসবমপত্যম্।

১২। লো-টী। লঘুঃ শীঘ্রঃ বিক্রমো গতির্যস্যাঃ সা।

[লো-টী।] সীতায়াঃ প্রসবং মুনেশ্চ বালয়ো রক্ষাদিকম্ অতর্কণীয়ং স্বপ্নদর্শনং সুস্বপ্নফলং মত্বা। 'সীতয়াঃ সহিত'মিতি পাঠে শত্রুঘ্নঃ মুনেঃ সকাশাৎ তৎ হিতং বালয়ো রক্ষাদিকং সুস্বপ্নফলমতর্কণীয়ং মত্বা।

কুশ ও লবণ) গ্রহণ করিয়া তাদৃশ রক্ষা বিধান (অর্থাৎ উপদেশ মত তদ্দ্বারা শিশুকে মার্জ্জনা) করিলেন॥ ৯ ॥

শত্রুঘ্ন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সীতার নাম-গোত্র বলিয়া মঙ্গলধ্বনি করিতে এবং রামের নাম ও 'সীতার প্রসব' এই কথা উচ্চারণ করিতে শুনিতে পাইয়া সেই রাত্রে পর্ণশালায় থাকিয়াই 'সৌভাগ্য সৌভাগ্য' এই কথা বলিতে লাগিলেন (অর্থাৎ এই ভাবে ঘটনাক্রমে সীতার সন্তানোৎপত্তি শ্রবণে নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিলেন॥ ১০-১১ ॥

তাদৃশ আনন্দিত মহাত্মা শত্রুঘ্নের বর্ষাকালের সেই শ্রাবণমাসের রাত্রি অতিশয় দ্রুত অতীত হইল॥ ১২ ॥

অতিশয় বলবান্ শত্রুঘ্ন প্রাতঃকালে পূর্ব্বাহ্ণকর্ত্তব্য কার্য্যসমূহ সম্পাদন

১। ছ 'সংজল্পং'। ২। ক 'দিষ্ট্যা দিষ্ট্যেতি চাসকৃৎ'। ৩। ছ 'সংকীর্ত্তনঞ্চ'। ৪। ছ '-ত্রেহথ শুশ্রাব শত্রুঘ্নঃ'। ৫। ছ '-শালাগতো'। ৬। ছ '-য়াত্বা-'। ৭। অতঃ পরং ছ 'সীতায়াঃ সহিতং তচ্চ মুনেঃ সুখপ্রদর্শনম্। অতর্কণীয়ং মত্বা তু বাল্মীকিং নানুপৃচ্ছতঃ'॥ ইত্যধিকম্।

স গঙ্গাযমুনাতীরং সপ্তরাত্রোষিতঃ পথি।

ঋষীণাং পুণ্যকীর্ত্তীনামকরোদ্বাসমাশ্রমে ॥ ১৪ ॥

স তত্র মুনিভিঃ সার্দ্ধং ভার্গবপ্রমুখৈর্নৃ[1]পঃ।

কথাভির্ব্বহুরূপাভির্ব্বাসং চক্রে মহাযশাঃ ॥ ১৫ ॥[2]

[3] ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে কুশলবজন্ম নাম দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭২ ॥

[লো-টী।] কাঞ্চনাদ্যৈঃ কাঞ্চনো ভার্গবস্থ নামান্তরম্।

কুশলবোৎপত্তিঃ ॥ ৭২ ॥

করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বাল্মীকি মুনির নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন এবং তিনি বিদায় দিলে তার পর প্রস্থান করিলেন ॥ ১৩ ॥

শত্রুঘ্ন পথিমধ্যে গঙ্গা-যমুনাতীরে সপ্তরাত্র অবস্থান করেন। তিনি সেখানে পুণ্যকীর্ত্তি ঋষিদিগের আশ্রমে বাস করেন ॥ ১৪ ॥

মহাযশস্বী নৃপতি শত্রুঘ্ন সেইস্থানে ভার্গবপ্রভৃতি মুনিদিগের সহিত নানা-প্রকার আলাপ করত বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে কুশলবের উৎপত্তি-নামক ৭২তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

১। ছ '-স্তদা'। ২। অতঃ পরং ছ 'স কাঞ্চনাদ্যৈর্মুনিভিঃ সমেতৈঃ রঘুপ্রবীরো রজনীং তদানীম্। কথাপ্রকারৈর্ব্বহুভির্ম্মহাত্মা বিবাদয়ামাস নরেন্দ্রসূনুঃ'। ইত্যধিকম্। ৩। ছ-পুস্তকে নাত্র সর্গসমাপ্তিঃ।

(৭৩) ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং শত্রুঘ্নো রঘুনন্দনঃ।
[১]উবাচ মধুরাং বাণীং লবণং প্রতি রাঘবঃ ॥ ১ ॥
[২]ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি লবণস্য বলাবলম্।
শূলস্য চ বলং ব্রহ্মন্[৩] কে চ পূর্ব্বং নিপাতিতাঃ।
[৪]অনেন শূলমুখ্যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে মহামুনে ॥ ২ ॥
তস্য তদ্ ভাষিতং শ্রুত্বা শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজা[৫] ভার্গবো রঘুনন্দনম্ ॥ ৩ ॥
অসংখ্যেয়ানি কর্ম্মাণি[৬] পাপস্য তস্য রাঘব।
[৭]ইক্ষ্বাকুবংশে যদ্ বৃত্তং তচ্ছৃণুষ্ব নরাধিপ ॥ ৪ ॥

রাত্রি প্রভাত হইলে রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন লবণের বিষয় জানিবার জন্য [ভার্গব মুনির নিকট] মধুর বাক্যে বলিলেন—॥ ১ ॥

মহামুনে ব্রহ্মন্ ভগবন্, লবণের বলাবলের বিষয় এবং শূলের সামর্থ্যের বিষয় এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধে এই শ্রেষ্ঠশূলদ্বারা পূর্ব্বে কাহারা নিপাতিত হইয়াছেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ২ ॥

অতিশয় তেজস্বী ভার্গব মহাত্মা শত্রুঘ্নের সেই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন—॥ ৩ ॥

হে রাঘব, পাপিষ্ঠ লবণের কর্ম্ম সংখ্যাতীত ; রাজন্, [তন্মধ্যে) ইক্ষ্বাকু-বংশে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৪ ॥

১। ছ 'পপ্রচ্ছ কাঞ্চনং বিপ্রং লবণস্য বলাবলম্'। ২। ছ ইদমর্দ্ধং নাস্তি'। ৩। ছ 'কিঞ্চ'। ৪। ছ 'তেন শূলেন ভগবন্ কথং ত্বং মমানঘ'। ৫। ছ '-ন্সাঃ কাঞ্চনো'। ৬। ছ '-স্যৈতস্য'। ৭। ছ 'ইক্ষ্বাকুবংশ-প্রভবে যদ্বৃত্তং তচ্ছৃণুষ্ব মে'।

অযোধ্যায়াং পুরা রাজা যুবনাশ্বসুতো বলী।
[১]মান্ধাতা ইতি বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু [২]বীর্য্যবান্ ॥ ৫ ॥
স কৃত্বা পৃথিবীং [৩]কৃৎস্নাং শাসনে পৃথিবীপতিঃ।
[৪]সুরলোকং বশে কর্ত্তুমুদ্যোগমকরোন্নৃপঃ ॥ ৬ ॥
ইন্দ্রস্য চ ভয়ং তীব্রং সুরাণাং চাভব[৫]ত্তদা।
মান্ধাতরি কৃতোদ্যোগে [৬]দেবলোকজিগীষয়া ॥ ৭ ॥
সোঽর্দ্ধাসনেন শক্রস্য রাজ্যার্দ্ধেন চ পার্থিবঃ।
[৭]ছন্দ্যমানঃ সুরগণৈঃ প্রতিজ্ঞাং [৮]নাভিচক্রমে ॥ ৮ ॥
তস্য পাপমভিপ্রায়ং বিদিত্বা পাকশাসনঃ।
সান্ত্বপূর্ব্বমিদং বাক্যমুবাচ যুবনাশ্বজম্ ॥ ৯ ॥

৭-৮। লো টী। মান্ধাতরি কৃতোদ্যোগ ইতি পাঠে কৃতোদ্যোগঃ। স মান্ধাতা সুরগণৈঃ শক্রস্যার্দ্ধাসনেন রাজ্যার্দ্ধেন স্বর্গরাজ্যার্দ্ধেন ছন্দ্যমানো লোভ্যমানঃ। 'বন্দ্যমান' ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ।

পূর্ব্বকালে অযোধ্যায় যুবনাশ্ব-পুত্র বলবান্ মান্ধাতা নামে একজন ত্রিভুবন-বিখ্যাত বীর রাজা ছিলেন ॥ ৫ ॥

সেই মহীপতি মান্ধাতা সমগ্র পৃথিবীকে নিজের শাসনাধীন করিয়া দেবলোক বশীভূত করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ৬ ॥

দেবলোক (স্বর্গ) জয় করিবার ইচ্ছায় মান্ধাতা উদ্যোগ করিতে থাকিলে তখন ইন্দ্রের এবং দেবতাদিগের তীব্র ভয় উপস্থিত হইল ॥ ৭ ॥

দেবগণ ইন্দ্রের সিংহাসনার্দ্ধ এবং স্বর্গরাজ্যের অর্দ্ধেকের প্রলোভন দেখাইলেও সেই মান্ধাতা প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিলেন না ॥ ৮ ॥

ইন্দ্র মান্ধাতার পাপাভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে মিষ্টবাক্যে এই কথা বলিলেন—॥ ৯ ॥

১। ছ '-স্তেতি চ বিখ্যাত-'। ২। ছ 'রাঘব'। ৩। ছ 'রাজ্ঞা স্ববশাং'। ৪। ছ '-মথো জেতুমকরোন্মতি-মান্মবান্'। ৫। ক '-স্মহৎ'। ৬। ছ 'সুর-'। ৭। ছ 'বন্দ্য-'। ৮। ছ 'নাজহাত্তদা'।

রাজা ত্বং মানুষে লোকে ন তাবৎ পুরুষর্ষভ।
অকৃত্বা পৃথিবীং বশ্যাং[1] দেবরাজ্যং ন তে ক্ষমম্ ॥ ১০ ॥
যদি বীর সমগ্রা তে মেদিনী নিখিলা বশে।
দেবরাজ্যং কুরুষ্বেহ সভৃত্যবলবাহনঃ ॥ ১১ ॥
ব্রুবাণমেবমিন্দ্রস্তু[2] মান্ধাতা বাক্যমব্রবীৎ।
ক মে প্রতিহতং শক্র শাসনং পৃথিবীতলে ॥ ১২ ॥
তমুবাচ[3] সহস্রাক্ষো লবণো নাম রাক্ষসঃ।
মধুপুত্রো মধুবনে নাজ্ঞাং[4] স কুরুতে তব[5] ॥ ১৩ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বিপ্রিয়ং[6] ঘোরং সহস্রাক্ষেণ ভাষিতম্[7]।
ব্রীড়িতোঽধোমুখো[8] রাজা ব্যাহর্ত্তুং ন শশাক হ ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। ততস্মাৎ ইহ স্বর্গে রাজ্যং রাজ্ঞঃ কর্ম্ম রাজত্বমিত্যর্থঃ।
১২। লো-টী। শাসনমাজ্ঞা।

পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি এখনও মনুষ্যলোকেরই রাজা নও ; সুতরাং পৃথিবীকে বশীভূত না করিয়া তোমার দেবলোকে রাজত্ব [আকাঙ্ক্ষা] করা অসঙ্গত ॥ ১০ ॥

হে বীর, যদি সমগ্র পৃথিবী নিঃশেষে তোমার বশীভূত হইয়া থাকে, তবে ভৃত্য, বল এবং বাহন সমভিব্যাহারে এই দেবরাজ্য ভোগ কর ॥ ১১ ॥

ইন্দ্র এইরূপ বলিলে মান্ধাতা তাহাকে বলিলেন, ইন্দ্র! পৃথিবীতে কোথায় আমার শাসন প্রতিহত হইয়াছে? ॥ ১২ ॥

ইন্দ্র তাহাকে বলিলেন—মধুবনে মধুপুত্র লবণনামে রাক্ষস আছে, সে তোমার আদেশ প্রতিপালন করে না ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রের সেই অতিশয় অপ্রিয় কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি মান্ধাতা লজ্জায় অধোবদন হইলেন, তিনি কথা বলিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১৪ ॥

১। ছ 'দিবি'। ২। ছ 'এবমেবং ব্রুবাণন্তু'। ৩। ছ 'শক্রস্তং প্রত্যুবাচাথ'। ৪। ছ 'তে'। ৫। ছ 'নৃপ'। ৬। ছ 'ভাষিতং'। ৭। ছ 'ধীমতা'। ৮। ছ '-তোঽবাঙ্মুখো'।

আমন্ত্র্য তু সহস্রাক্ষং হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ।
পুনরেবাগমচ্ছ্রীমানিমং লোকং নরেশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥
স কৃত্বা হৃদয়েঽ[1]মর্ষং সভৃত্যবলবাহনঃ।
[2]আজগাম মধোঃ পুত্রং বশে কর্ত্তু[3]মনির্জ্জিতঃ ॥ ১৬ ॥
স [4]কাঙ্ক্ষমাণো লবণং যুদ্ধায় পুরুষর্ষভঃ।
দূতং সংপ্রেষয়ামাস সকাশং লবণস্য তু ॥ ১৭ ॥
স গত্বা বিপ্রিয়াণ্যাহ সুবহূনি মধোঃ সুতম্।
[5]বদন্তমেবং তং দূতং ভক্ষয়ামাস রাক্ষসঃ ॥ ১৮ ॥
চিরায়মাণে দূতে তু [6]স রাজা ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
[7]আহ্বয়ামাস তদ্রক্ষো গত্বা সর্ব্বাস্ত্রবিক্রমৈঃ ॥ ১৯ ॥

১৫। লো-টী। হ্রিয়া লজ্জয়া।

শ্রীমান্ সেই নরেশ্বর মন্ধাতা লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোমুখ হইয়া ইন্দ্রের নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় এই পৃথিবীতে আগমন করিলেন ॥ ১৫ ॥

সেই অপরাজিত নৃপতি মান্ধাতা মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া মধুর পুত্রকে বশীভূত করিবার জন্য ভৃত্য, সৈন্য ও বাহন সমভিব্যাহারে মধুবনে আগমন করিলেন ॥ ১৬ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ মান্ধাতা লবণের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া লবণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন ॥ ১৭ ॥

সেই দূত মধুর পুত্র লবণের নিকট গমন করিয়া বহু অপ্রিয় কথা বলিলে রাক্ষস লবণ সেই দূতকে ভক্ষণ করিল ॥ ১৮ ॥

দূত বিলম্ব করিতে লাগিলে সেই মান্ধাতা নৃপতি ক্রোধে হতবুদ্ধি হইয়া সমস্ত অস্ত্র এবং পরাক্রমের সহিত গমন করিয়া সেই রাক্ষসকে আহ্বান করিলেন ॥ ১৯ ॥

১। ছ 'মন্যুং'। ২। ছ আগম্য তং'। ৩। ছ 'কর্ত্তুং প্রচক্রমে'। ৪। ছ 'যুদ্ধস্তু লবণেন নরোত্তমঃ'। ৫। ছ 'রাজবাক্যান্ততো'। ৬। ছ 'রাজা ক্রোধসমন্বিতঃ'। ৭। ছ 'আগত্যাভ্যদ্রবদ্রক্ষঃ শরবৃষ্ট্যা সমন্ততঃ'।

ততঃ প্রহস্য লবণঃ শূলমাদায় দারুণম্[১]।
বধায় সানুবন্ধস্য তস্য রাজ্ঞো মুমোচ হ ॥ ২০ ॥
তচ্ছূলং দীপ্যমানন্তু সভৃত্যবলবাহনম্।
তস্মীকৃত্বা নৃপং ভূয়ো লবণস্যাগমৎ করম্[২]।
এবং[৩] স রাজা সুমহান্ হতঃ সবলবাহনঃ ॥ ২১ ॥
শূলস্যৈতদ্বলং[৪] রাজন্নপ্রমেয়মনুত্তমম্।
শ্বঃ প্রভাতে তু লবণং ত্বং হন্তা[৫] নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥
অগৃহীতায়ুধং[৬] বীরং ধ্রুবো হি বিজয়স্তব।
লোকানাং স্বস্তি চৈবং স্যাৎ কৃতে কর্ম্মণি চ ত্বয়া ॥ ২৩ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মান্ধাতুরুপাখ্যানং নাম
ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৩ ॥

২০। লো-টী। অনুবন্ধো বলবাহনরূপঃ শিশুঃ। যদ্বা, অনুবন্ধো মুখ্যানুযায়ী, তৎসহিতস্য। 'অনুবন্ধঃ শিশৌ দোষোৎপাদে মুখ্যানুযায়িনী'তি কোষঃ।

[লো-টী]। দুষ্প্রধর্ষং সোঢ়ুমশক্যম্। ধর্ষয়িষ্যসি হরিষ্যসি।

মান্ধাতুরুপাখ্যানম্ ॥ ৭৩ ॥

পরে লবণ হাস্যপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর শূল গ্রহণ করিয়া অনুচরগণের সহিত নৃপতি মান্ধাতাকে বধ করিবার জন্য নিক্ষেপ করিল ॥ ২০ ॥

দীপ্যমান সেই শূল ভৃত্য, সৈন্য এবং বাহনের সহিত মান্ধাতা নৃপতিকে ভস্মীভূত করিয়া পুনরায় লবণের হস্তে গমন করিল। এইরূপে সেই বিখ্যাত রাজা সৈন্য এবং বাহনের সহিত নিহত হইলেন ॥ ২১ ॥

রাজন্, শূলের এইরূপ অপরিমেয় অত্যুত্তম সামর্থ্য, [তথাপি] তুমি আগামী কল্য প্রভাতে অগৃহীতাস্ত্র বীর লবণকে বধ করিবে, ইহাতে সংশয় নাই। তোমার বিজয় অবশ্যম্ভাবী, তুমি এইরূপ কর্ম্ম করিলে লোকের মঙ্গল হইবে ॥ ২২-২৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মান্ধাতার উপাখ্যান নামক
৭৩তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

১। ছ '-লং জগ্রাহ পাণিনা'। ২। ছ অতঃ পরং 'এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং লবণস্য বলং মহৎ। শূলস্য চ বলং সৌম্য দুষ্প্রধৃষ্যং সুরাসুরৈঃ॥ বিনাশশ্চৈব মান্ধাতুর্যত্নবান্ ভব পার্থিব' ইত্যধিকম্। ৩। ছ 'বলবান্'। ৪। ছ '-স্য চ বলং তীব্রমপ্র-'। ৫। ছ 'নিহন্তাসি ন সংশয়ঃ'। ৬। অস্য শ্লোকস্য স্থানে ছ 'তং শ্বঃ প্রভাতে লবণং মহাত্মন্ বধিষ্যসে নাত্র তু সংশয়ো মে। শূলং বিনা নির্গতমামিষার্থে ধ্রুবো জয়স্তে ভবিতা নরেন্দ্র' ইতি পাঠঃ।

(৭৪) চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

ততস্তচ্ছৃণ্বতস্তস্য জয়ং চাকাঙ্ক্ষতঃ[১] শুভম্।
ব্যতীতা রজনী শীঘ্রং[২] শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ ॥ ১ ॥
ততঃ প্রভাতে বিমলে তস্মিন্ কালে স[৩] রাক্ষসঃ।
নির্গতস্তু পুরাদ্বীরো[৪] ভক্ষ্যাহারপ্রচোদিতঃ[৫] ॥ ২ ॥
এতস্মিন্নন্তরে বীরঃ শত্রুঘ্নো যমুনাং নদীম্।
তীর্ত্বা মধুপুরদ্বারি[৬] ধনুষ্পাণিরতিষ্ঠত ॥ ৩ ॥
ততোঽর্দ্ধদিবসে প্রাপ্তে ক্রূরকর্ম্মা[৭] স রাক্ষসঃ।
আগচ্ছদ্[৮]বহুসাহস্রং প্রাণিনাং ভারমুদ্বহন্ ॥ ৪ ॥

[২। লো-টী।] সমহাবলঃ মহাবলেন সহ বর্ত্তমানঃ।

সেই মান্ধাতার বিবরণ শুনিতে শুনিতে শুভ বিজয়াভিলাষী মহাত্মা শত্রুঘ্নের রাত্রি অতিদ্রুত অতিবাহিত হইল ॥ ১ ॥

পরে সেই নির্ম্মল প্রাতঃকালে বীর লবণ-রাক্ষস খাদ্য আহরণের প্রেরণায় নগর হইতে নির্গত হইল ॥ ২ ॥

ইতিমধ্যে বীর শত্রুঘ্ন যমুনানদী পার হইয়া ধনুক হস্তে মধুর নগরদ্বারে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

পরে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় ক্রূরকর্ম্মা সেই রাক্ষস লবণ বহুসহস্র প্রাণীর ভার বহন করত আগমন করিল ॥ ৪ ॥

১। ছ 'জয়মাকাঙ্ক্ষতস্তদা'। ২। ছ 'ক্ষিপ্রং'। ৩। ছ 'তু'। ৪। ছ '-ত্তঃ বপু-'। ৫। ছ 'ভক্ষ্যার্থী সুমহাবলঃ'। ৬। ছ '-বন-'। ৭। ছ 'তত্রাক্ষো ঘোরদর্শনম্'। ৮। ছ 'আগম-'।

ততো দদর্শ শত্রুঘ্নং স্থিতং দ্বারি ধৃতায়ুধম্ ।
[১]তমুবাচ ততো রক্ষঃ কিমনেন করিষ্যসি ॥ ৫ ॥
ঈদৃশানাং সহস্রাণি সায়ুধানাং নরাধম ।
ভক্ষিতানি ময়া রোষাৎ [২]কালেনানুগতো হ্যসি ॥ ৬ ॥
আহারশ্চাপ্যসংপূর্ণো[৩] মমায়ং পুরুষাধম ।
[৪]স্বয়ং প্রবিষ্টোহদ্য মুখং [৫]কথমাসাদ্য দুর্ম্মতে ॥ ৭ ॥
তস্যৈবং ভাষমাণস্য হসতশ্চ মুহুর্ম্মুহুঃ ।
শত্রুঘ্নো বীর্য্যসম্পন্নো রোষাদশ্রূণ্যবা[৬]সৃজৎ ॥ ৮ ॥
তস্য রোষাভিভূতস্য শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ ।
[৭]দীপ্তিমন্তো বিনিশ্চেরুর্নেত্রাভ্যাং পাবকার্চ্চিষঃ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। ধৃতায়ুধং ধৃতধনুষম্ ।

৬। লো-টী। কালং মৃত্যুম্ অত্র অস্মিন্ সময়ে কিম্ আকাঙ্ক্ষসে ? 'কালেনানুগতো হ্যসী'তি পাঠে কালেন মৃত্যুনা প্রাপ্তোহসি ।

[৮। লো-টী।] অবর্ত্তয়ৎ অপাতয়ৎ অশ্রুপাতনমতীব ক্রোধব্যঞ্জকম্ ।

[৯। লো-টী।] মরীচয়ঃ 'মরীচির্ম্ন নিভেদে না গভস্তাবনপুংসক'মিতি কোষঃ ।

তার পর লবণ-রাক্ষস ধনুক হস্তে শত্রুঘ্নকে পুরদ্বারে দেখিয়া তাঁহাকে বলিল, এই ধনুকদ্বারা কি করিবে ? ॥ ৫ ॥

নরাধম, এতাদৃশ সহস্র সহস্র অস্ত্রধারীকে আমি ক্রোধবশতঃ ভক্ষণ করিয়াছি ; সুতরাং তোমার মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

পুরুষাধম দুর্ম্মতে, আমি যাহা আনিয়াছি ইহাতে আমার সম্পূর্ণ আহার হইবে না, তুমি কিপ্রকারে নিজে আসিয়া অদ্য আমার মুখে প্রবেশ করিলে । ॥ ৭ ॥

লবণ-রাক্ষস হাস্যপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিতে লাগিলে বলবান্ শত্রুঘ্ন রোষবশতঃ অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন ॥ ৮ ॥

সেই ক্রোধান্ধ মহাত্মা শত্রুঘ্নের লোচনযুগল হইতে তেজোময় অগ্নিশিখা

১। ছ 'উবাচ চৈনং প্রহসন্' । ২। ছ 'কালেনাকাঙ্ক্ষসে কথম্' । ৩। ছ 'মমাগু' । ৪। ছ 'স্বয়মাস্তং প্রবিষ্টোহসি' । ৫। ছ '-মদ্য বিমোক্ষ্যসে' । ৬। ছ '-বর্ত্তয়ৎ' । ৭। ছ '-নিশ্চেরুঃ সর্ব্বগাত্রেভ্যস্তেজোময্যো মরীচয়ঃ' ।

উবাচ চ সুসংক্রুদ্ধঃ শত্রুঘ্নঃ[১] পুরুষাদকম্ ।
যোদ্ধুমিচ্ছামি দুর্ব্বুদ্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধং ত্বয়া সহ ॥ ১০ ॥
পুত্রো দশরথস্যাহং ভ্রাতা রামস্য ধীমতঃ ।
শত্রুঘ্নো নাম দুর্ব্বুদ্ধে বধাকাঙ্ক্ষী তবাগতঃ[২] ॥ ১১ ॥
অদ্য[৩] মে যোদ্ধুকামস্য[৪] দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রদীয়তাম্ ।
শত্রুস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং ন মে জীবন্[৫] গমিষ্যসি ॥ ১২ ॥
তথা তস্য ব্রুবাণস্য রাক্ষসঃ প্রহসন্ বচঃ ।
প্রত্যুবাচ নরব্যাঘ্রং দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি দুর্ম্মতে ॥ ১৩ ॥
মম মাতুঃ স্বকো ভ্রাতা দশগ্রীবো মহাবলঃ ।
হতো রামেণ দুর্ব্বুদ্ধে স্ত্রীহেতোঃ পুরুষাধম ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। যোদ্ধুং কর্ত্তুম্।

১১। লো-টী। তব বধাকাঙ্ক্ষী অতোঽগ্রতঃ প্রথমত এব দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রদীয়তামিত্যন্বয়ঃ। 'আগত' ইতি বা পাঠঃ।

বহির্গত হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥

শত্রুঘ্ন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নরখাদক লবণকে বলিলেন, দুর্ব্বুদ্ধে! আমি তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১০ ॥

দুর্ব্বুদ্ধে, আমি দশরথের পুত্র এবং ধীমান্ রামচন্দ্রের ভ্রাতা, আমার নাম শত্রুঘ্ন, আমি তোমাকে বধ করিবার অভিলাষে আসিয়াছি ॥ ১১ ॥

যুদ্ধাভিলাষী আমার সহিত অদ্য দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর; তুমি সমস্ত প্রাণীর শত্রু, আজ আমার নিকট হইতে জীবিত অবস্থায় যাইতে পারিবে না ॥ ১২ ॥

শত্রুঘ্ন সেইরূপ বলিলে রাক্ষস লবণ হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিল, দুর্ম্মতে, তুমি দৈবক্রমে উপস্থিত হইয়াছ ॥ ১৩ ॥

দুর্ব্বুদ্ধে পুরুষাধম, আমার মাতার আত্মীয় ভ্রাতা (মাসতুতো ভাই) মহাবলবান্ দশাননকে রাম স্ত্রীর জন্য বধ করিয়াছে ॥ ১৪ ॥

১। ছ 'সুব্রতং নিশাচরম্'। ২। ছ 'দেবশত্রুঘ্নো'। ৩। ছ 'তস্ত'। ৪। ছ 'যুদ্ধ-'। ৫। ছ 'বিমোক্ষসে'।

[১]তচ্চ মে মর্ষিতং সর্ব্বং রাবণস্য কুলক্ষয়ম্।
অবজ্ঞাপূর্ব্বকং [২]তস্মাৎ [৩]দহত্যপ্রতিকারিণম্ ॥ ১৫ ॥
ইক্ষ্বাকবো ময়া সর্ব্বে পরাভূতা যথা [৪]তৃণম্।
ভূতাশ্চৈব ভবিষ্যাশ্চ [৫]যূয়ং চ পুরুষাধমাঃ ॥ ১৬ ॥
[৬]তস্য তে যুদ্ধকামস্য যুদ্ধং দাস্যামি দুর্ম্মতে।
ঈপ্সিতং যাদৃশং [৭]তুভ্যং [৮]সজ্জয়ে যাবদায়ুধম্ ॥ ১৭ ॥
[৯]তমুবাচ স শত্রুঘ্নো ন মে জীবন্ গমিষ্যসি।
[১০]গতো হি দর্শনং শত্রুর্ন মোক্তব্যঃ কৃতাত্মভিঃ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। সর্ব্বঃ কুলক্ষয়ঃ সর্ব্বকুলক্ষয় ইত্যর্থঃ। ক্ষান্তঃ। ইদানীমবজ্ঞাং পুরস্কৃত্য ভবন্তং ক্ষয়ামি নাশয়ামি।

১৬। লো-টী। তৃণং যথা তথা পরিজ্ঞাতাঃ।

১৭। লো-টী। তস্য তে তব যাদৃশম্ ঈপ্সিতং যুদ্ধং তুভ্যং দাস্যামি। অতস্তব যদায়ুধমসাধারণং তৎ সজ্জয়েথা গৃহ্নীথাঃ।

১৮। লো-টী। কৃতাত্মভিঃ কৃতশাস্ত্রজ্ঞানৈঃ।

আমি সেই সমস্ত রাবণের কুলক্ষয়ের বিষয় অবজ্ঞাপূর্ব্বক ক্ষমা করিয়াছি, প্রতিকার না করিয়া সেই ক্ষমা করাই আমাকে দগ্ধ করিতেছে ॥ ১৫ ॥

পুরুষাধম, ইক্ষ্বাকুবংশীয় পূর্ব্ববর্ত্তী সকলকে আমি তৃণের ন্যায় পরাভূত করিয়াছি এবং তোমাদিগকে ও তোমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকেও [তৃণের ন্যায়ই পরাভূত] করিব ॥ ১৬ ॥

দুর্ম্মতে, তোমার যেরূপ যুদ্ধ অভিপ্রেত—যুদ্ধাভিলাষী তোমাকে আমি সেইরূপ যুদ্ধ প্রদান করিব, যতক্ষণ আমি অস্ত্র সজ্জিত করি [ততক্ষণ অপেক্ষা কর] ॥ ১৭ ॥

শত্রুঘ্ন তাহাকে বলিলেন, আমার নিকট হইতে তুমি জীবিতাবস্থায়

১। ছ 'তচ্চাহং মর্ষয়ে'। ২। ছ 'যস্মাৎ'। ৩। ছ '-ত্যগ্নিরিবাশয়ম্'। ৪। ছ 'ভৃশম্'। ৫। ছ 'যে যুষ্মাকং নরাধম'। ৬। ছ 'অস্য'। ৭। ছ 'যত্তে'। ৮। ছ 'সজ্জেথাস্ত্বমথায়ুধম্'। অতঃ পরং ছ 'তিষ্ঠ ত্বঞ্চ মুহূর্ত্তং হি যাবদায়ুধমানয়ে' ইত্যধিকম্। ৯। ছ 'শত্রুঘ্নস্তুব্রবীদ্বাক্যং ক মে'। ১০। ক 'সঙ্গতো'।

১যো হি বিক্লবয়া বুদ্ধ্যা দদাতি প্রসরং রিপোঃ।

২স হতো মন্দবুদ্ধিত্বাৎ স লোকে পুরুষাধমঃ ॥ ১৯ ॥

৩এবমেব হি শত্রূণাং বর্ত্তিতব্যং যথা তথা।

তস্মাত্ত্বাং নিহনিষ্যামি শরেণানতপর্ব্বণা ॥ ২০ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে লবণাক্ষেপো নাম
চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৪ ॥

১৯। লো-টী। বিক্লবয়া মন্দয়া, প্রসরং প্রসরণং গমনমিত্যর্থঃ। যদ্বা, প্রসরং প্রণয়ং প্রীতিং প্রদদ্যাৎ কুর্য্যাৎ স পুরুষাধমোঽপি ইতি বাক্যান্তরম্।

২০। লো-টী। যথা তথা যেন তেন প্রকারেণ।

[লো-টী।] সুদৃষ্টং শোভনদর্শনং যথা স্যাৎ। জীবস্য স্থাবর-জঙ্গমস্য লোকমালোকনম্। বিলয়ং নাশম্। ত্বাং রিপুং, গেহাভিমুখং যথা।

লবণাক্ষেপঃ ॥ ৭৪ ॥

যাইতে পারিবে না, কৃতপ্রযত্ন ব্যক্তিগণের দৃষ্টিপথে পতিত শত্রুকে ছাড়িয়া দেওয়া বিধেয় নহে ॥ ১৮ ॥

যে মন্দ বুদ্ধি বশতঃ শত্রুকে অবসর প্রদান করে, সে সেই বুদ্ধিহীনতার দরুণ নিহত হয় এবং জগতে পুরুষাধম বলিয়া গণ্য হয় ॥ ১৯ ॥

শত্রুর প্রতি এইরূপ যে-কোন প্রকার ব্যবহার করিবে, সুতরাং আমি আনত-পর্ব্ব শর দ্বারা তোমাকে নিহত করিব ॥ ২০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লবণাক্ষেপ নামক
৭৪তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

১। ছ 'প্রদদ্যাৎ'। ২। ছ 'স মহান্ মন্দবুদ্ধিঃ স্যাৎ'। ৩। অস্য শ্লোকস্য স্থানে ছ 'তস্মাৎ সুজীবং কুরু জীবলোকং শরৈঃ শিতৈস্ত্বাং বিবিধৈর্নয়ামি। যমস্য গেহাভিমুখং হি পাপং রিপুং ত্রিলোকস্য চ রাঘবস্য' ॥ ইতি পাঠঃ।

(৭৫) পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্য শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ।
রোষমাহারয়ৎ[1] তীব্রং রক্ষস্তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ॥ ১ ॥
[2]নিপীড্য পাণিনা পাণিং দন্তৈর্দন্তাংস্তথা পিষন্।
[3]লবণো রঘুশার্দ্দূলমাহ্বয়ামাস চাসকৃৎ ॥ ২ ॥
তং ব্রুবাণং তদা বাক্যং[4] লবণং ভীমবিক্রমম্।
শত্রুঘ্নো দেবশত্রুং তু[5] ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩ ॥
শত্রুঘ্নো ন তদা জাতো যদান্যে নির্জ্জিতাস্ত্বয়া।
মমাদ্য বাণাভিহতো ব্রজ ত্বং[6] যমসাদনম্ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। আহারয়ৎ অকরোৎ।

২। লো-টী। 'ক্রোধতাম্রায়তেক্ষণ' ইতি পাঠঃ। 'দন্তান্ কটকটায্য চে'তি ক্বচিৎ পাঠে কটকটং করোতীতি বক্তা যন্, 'যপি লঘুপূর্ব্বোহয্যাপী'ত্যয়। 'দন্তৈর্দন্তাংস্তথা পিষদি'তি ক্বচিৎ পাঠঃ।

৩। লো-টী। তং শত্রুঘ্নং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ব্রুবাণং দেবশত্রুং লবণং শত্রুঘ্ন ইদমব্রবী-দিত্যন্বয়ঃ।

মহাত্মা শত্রুঘ্নের সেই কথা শুনিয়া রাক্ষস লবণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া 'থাম' এই কথা বলিল ॥ ১ ॥

লবণ হস্তদ্বারা হস্ত এবং দন্তদ্বারা দন্ত সকল নিষ্পেষিত করিতে করিতে রঘুসিংহ শত্রুঘ্নকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিল ॥ ২ ॥

ভীমপরাক্রম লবণ ঐরূপ বলিতে লাগিলে শত্রুঘ্ন সেই দেবশত্রুকে এই কথা বলিলেন—॥ ৩ ॥

তুমি যখন অপর সকলকে পরাজিত করিয়াছিলে, তখন শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করে নাই; অদ্য তুমি আমার বাণে আহত হইয়া যমালয়ে গমন কর ॥ ৪ ॥

১। ছ 'রাক্ষসঃ স নরোত্তমে'। ২। ছ 'পাণৌ পাণিং বিনিষ্পিষ্য দন্তান্ কটকটায্য চ'। ৩। ছ 'ভারঞ্চ ভূমৌ নিক্ষিপ্য তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ'। ৪। ছ 'পাপং'। ৫। ছ 'তং'। ৬। ছ 'যাস্যসে'।

ঋষয়স্ত্ব[ত্বা?] দ্য পশ্যন্তু পাপাত্মানং রণে হতম্[1] ।
মদীয়শরবিদ্ধাঙ্গং ত্রিদশা ইব রাবণম্ ॥ ৫ ॥
ত্বয়ি মদ্বাণনির্দ্দগ্ধে পতিতেঽদ্য[2] নিশাচর ।
পুরে[3] জনপদে চাপি ক্ষেমমেব ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥
অদ্য মচ্চাপনিক্ষিপ্তঃ[4] শরো বজ্রনিভাননঃ ।
প্রবেক্ষ্যতে তে হৃদয়ং পদ্মমংশুরিবার্কজঃ ॥ ৭ ॥
স[5] উৎপাট্য মহচ্ছালং লবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ।
শত্রুঘ্নোরসি[6] চিক্ষেপ তং শূরঃ[7] শতধাচ্ছিনৎ ॥ ৮ ॥
তদ্দৃষ্ট্বা বিফলং কর্ম্ম রাক্ষসঃ পুনরেব হি ।
বৃক্ষান্[8] মহত উৎপাট্য শত্রুঘ্নায়াক্ষিপদ্বলী ॥ ৯ ॥

[লো-টী]। এতদ্ বনং মধুবনং পুরং জনপদঞ্চ জনানাং পদং স্থানমাশ্রয়ো ভবিষ্যতি ।

দেবগণ রাবণকে যেরূপ [নিহত] দেখিয়াছিলেন সেইরূপ আজ ঋষিগণ আমার শরে বিদ্ধগাত্র পাপিষ্ঠ লবণকে যুদ্ধে নিহত অবলোকন করুন ॥ ৫ ॥

নিশাচর, তুমি আজ আমার বাণে দগ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইলে নগর এবং জনপদের মঙ্গল হইবে ॥ ৬ ॥

আজ আমার ধনুক হইতে নিক্ষিপ্ত বজ্রতুল্য শর পদ্মমধ্যে রবিকিরণের ন্যায় তোমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিবে ॥ ৭ ॥

লবণ ক্রোধান্ধ হইয়া বৃহৎ শালবৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া শত্রুঘ্নের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলে বীর শত্রুঘ্ন তাহাকে শতখণ্ডে ছিন্ন করিলেন ॥ ৮ ॥

বলবান্ রাক্ষস সেই শালবৃক্ষনিক্ষেপ নিষ্ফল দেখিয়া পুনরায় অতিশয় প্রকাণ্ড বৃক্ষসকল উৎপাটিত করিয়া শত্রুঘ্নের উপর নিক্ষেপ করিল ॥ ৯ ॥

১। ছ 'হতং রণে'। ২। ছ 'মহীতলে'। ৩। ছ 'পুরং জনপদঞ্চৈব মম চৈতদ্ভবিষ্যতি'। ৪। ছ '-নিষ্ক্রান্তঃ'। ৫। ছ 'এবমুক্তো মহাবৃক্ষং'। ৬। ছ 'শত্রুঘ্নং প্রতি'। ৭। ছ 'তঞ্চাসৌ'। ৮। ছ 'পাদপান্ সুবহূন্ গৃহ্য শত্রুঘ্নস্যাহ্যবলী'।

শত্রুঘ্নশ্চাপি তেজস্বী বৃক্ষানাপততো বহূন্।
চিচ্ছেদ শায়কৈর্দ্দীপ্তৈরেকৈকং [1]স দ্বিধা ত্রিধা ॥ ১০ ॥
ততো বাণময়ং [2]বর্ষং ব্যসৃজদ্ রাক্ষসোরসি।
শত্রুঘ্নো [3]বীর্য্যসম্পন্নঃ ক্ষোভো নাভূচ্চ রক্ষসঃ ॥ ১১ ॥
ততঃ প্রহস্য লবণো বৃক্ষমুৎপাট্য বীর্য্যবান্।
[4]ভৃশং জঘান শিরসি স্রস্তাঙ্গঃ স মুমোহ [5]বৈ ॥ ১২ ॥
তস্মিন্ নিপতিতে [6]শূরে হাহাকারো মহানভূৎ।
ঋষীণাং [7]সিদ্ধসঙ্ঘানাং [8]গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং তথা ॥ ১৩ ॥
[9]তমবজ্ঞায় তু হতং শত্রুঘ্নং [10]পতিতং ভুবি।
রক্ষো লব্ধ্বান্তরমপি ন বিবেশ স্বমালয়ম্ ॥ ১৪ ॥

১২। লো-টী। স্রস্তং প্রসারিতমঙ্গং হস্তাদ্যবয়বো যস্য সঃ।
১৩। লো-টী। সহস্রশঃ হাহাকারঃ সহস্রাণাং বা ঋষ্যাদীনাম্।
১৪। লো-টী। অন্তরং ছিদ্রমপি লব্ধ্বা।

তেজস্বী শত্রুঘ্নও আপতিত বহু বৃক্ষের প্রত্যেকটীকে দীপ্তিশালী বাণদ্বারা দুই তিন খণ্ডে ছেদন করিলেন ॥ ১০ ॥

পরে বলবান্ শত্রুঘ্ন রাক্ষস লবণের বক্ষঃস্থলে শরবৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাহার কোন ক্ষোভ হইল না ॥ ১১ ॥

তার পর বলশালী লবণ অট্টহাস্য করত বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়া শত্রুঘ্নের মস্তকে গুরুতর আঘাত করিলে তিনি অবসন্নদেহে মূর্চ্ছিত হইলেন ॥ ১২ ॥

বীর শত্রুঘ্ন ভূতলে পতিত হইলে ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ এবং অপ্সরাগণের মধ্যে অত্যন্ত হাহাকার উত্থিত হইল ॥ ১৩ ॥

দৈববশতঃ নষ্টবুদ্ধি লবণরাক্ষস অবজ্ঞাভরে ভূপতিত সেই শত্রুঘ্নকে নিহত

১। ক 'ত্রিভিঃ সপ্তধা'। অতঃ পরং ছ 'ত্রিভিশ্চতুর্ভিশ্চৈকৈকং চিচ্ছেদানতপর্ব্বভিঃ'। ইত্যধিকম্।
২। ছ '-র্ষমসৃজদ্রা-'। ৩। ছ '-ঘ্নো বিব্যথে ন চ রাক্ষসঃ'। ৪। ছ 'শিরস্যভ্যহনচ্ছ্রূরঃ' নিহতং'।
৫। ছ 'চ'। ৬। ছ 'ভূমৌ'। ৭। ছ 'দেব-'। ৮। ছ '-র্ব্বাণাঞ্চ সর্ব্বশঃ'। ৯। ছ 'তং স বিজ্ঞায়
১০। ছ 'ভুবি পাতিতম্'।

নাপি জগ্রাহ তচ্ছূলং[১] দৈবোপহতচেতসঃ ।
ততো হত ইতি জ্ঞাত্বা তং ভক্ষং সমুপাহরৎ[২] ॥ ১৫ ॥
মুহূর্ত্তাল্লব্ধসংজ্ঞস্তু শত্রুঘ্নঃ পুনরুত্থিতঃ ।
অতিষ্ঠদ্রাক্ষসদ্বারি পূজিতঃ পরমর্ষিভিঃ ॥ ১৬ ॥
ততো দিব্যমমোঘং স জগ্রাহ শরমুত্তমম্ ।
জ্বলন্তং[৩] তেজসা ঘোরং ভাসয়ন্তং দিশো দশ ॥ ১৭ ॥
বজ্রাননং[৪] বজ্রবেগং[৫] সংযুগেষ্বপরাজিতম্ ।
দানবেন্দ্রনরেন্দ্রাণাং[৬] শূরাণাঞ্চৈব দারুণম্[৭] ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। 'অগৃহ্নাত্তারমামিষ'মিতি পাঠঃ। 'তদ্ভক্ষ্যং সমুপাহর'দিতি পাঠে গৃহীতবান্ ।

১৭। লো-টী। তেজসা দিশো দশ পূরয়ন্তম্ ।

১৮। লো-টী। বিশিনষ্টি বজ্রাসনমিত্যাদি-চারুপত্রমিত্যন্তেন সার্দ্ধেন, পতত্রিণমিতি পরেণান্বয়ঃ। বজ্রস্যেব অসনং প্রক্ষেপো যস্য তম্ ।

মনে করিয়া অবকাশ লাভ করিয়াও স্বগৃহে প্রবেশ করিল না এবং সেই শূলও গ্রহণ করিল না। পরে শত্রুঘ্নকে মৃত মনে করিয়া সেই (পূর্ব্বানীত) খাদ্য (অর্থাৎ মাংসভার) আহরণে প্রবৃত্ত হইল ॥ ১৪-১৫ ॥

শত্রুঘ্ন মুহূর্ত্তমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনরায় উত্থানপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠঋষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত (অর্থাৎ প্রশংসিত) হইয়া রাক্ষসের পুরদ্বারে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

অনন্তর শত্রুঘ্ন প্রভাদ্বারা অতিশয় দীপ্যমান দশদিক্ উদ্ভাসনকারী, বজ্রমুখ, বজ্রতুল্য-বেগশালী, যুদ্ধে অপরাজিত,—দানবরাজ, নৃপতি এবং বীরদিগের ভয়ঙ্কর অব্যর্থ এবং উৎকৃষ্ট রমণীয় শর গ্রহণ করিলেন ॥ ১৭-১৮ ॥

১। ছ 'শূলং স জগ্রাহ মৃতোঽয়মিতি দানবঃ'। ২। ছ 'হ্যগৃহ্নাত্তারমামিষম্'। ৩। ছ 'জ্বলজ্জ্বলনসঙ্কাশং দীপয়ন্তং দিশো দশ'। ৪। ছ '-ঘনং'। ৫। ছ '-মুখং মেরুমন্দরগৌরবম্' অতঃ পরং 'নির্ম্মিতং হরিণা পূর্ব্বং সংযুগেষ্বপরাজিতম্। অসৃক্চন্দনলিপ্তাঙ্গং চারুপত্রং পতত্রিণম্'। ইত্যধিকম্। ৬। ছ '-বেন্দ্রাচলেন্দ্রাণাং'। ৭। ছ '-কালদারুণম্'।

ধনুষ্যাধীয়মানে চ[১] তেনাস্মিংস্তু[২] শরোত্তমে ।
প্রাজ্বলন্ত[৩] নভস্যুল্কা নির্ঘাতাশ্চ প্রপেদিরে ॥ ১৯ ॥
তং দীপ্তমিব কালাগ্নিং যুগান্তে সমুপস্থিতম্ ।
দৃষ্ট্বা সর্ব্বাণি ভূতানি পরং ত্রাসমুপাগমন্ ॥ ২০ ॥
ততো[৪] দেবর্ষিগন্ধর্ব্বং সহসিদ্ধাপ্সরোগণম্ ।
জগৎ[৫] সর্ব্বমথাস্বস্থং পিতামহমুপাদ্রবৎ[৬] ॥ ২১ ॥
ঊচুশ্চ[৭] দেবদেবেশং[৮] বরদং প্রপিতামহম্ ।
কচ্চিল্লোকক্ষয়ো দেব সংপ্রাপ্তোঽয়ং[৯] ভয়াবহঃ ।
নেদৃশং দৃষ্টপূর্ব্বস্তু[১০] শ্রুতং বাপি[১১] পিতামহ ॥ ২২ ॥

২০। লো-টী। তং পতত্রিণং শরং দৃষ্ট্বা সর্ব্বভূতানি ত্রাসমুপাগমন্নিতি সার্দ্ধেনান্বয়ঃ। পতত্রং পত্রমস্যাস্তীতি পতত্রী তম্। পুরাণাঞ্চ অসুরপুরাণাঞ্চ। কমিব ? তং যুগক্ষয়ং যুগক্ষয়কারকং কালাগ্নিমিব।

২১। লো-টী। অস্বস্থম্ অপ্রকৃতিস্থম্।

শত্রুঘ্ন সেই উৎকৃষ্ট শর ধনুকে যোজনা করিলে আকাশে উল্কা প্রজ্বলিত হইল এবং ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল ॥ ১৯ ॥

প্রলয়কালীন কালাগ্নির ন্যায় সেই শরকে প্রজ্বলিত দেখিয়া সমস্ত প্রাণী অতিশয় ভীত হইল ॥ ২০ ॥

অনন্তর দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, অপ্সরাগণ এবং সমস্ত জগদ্বাসী অপ্রকৃতিস্থ হইয়া ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন ॥ ২১ ॥

তাঁহারা দেবদেবেশ্বর বরদাতা পিতামহকে বলিলেন, দেব ! ইহা কি ভয়াবহ প্রলয় উপস্থিত হইল ? পিতামহ ! পূর্ব্বে এরূপ কখনও দেখা যায় নাই বা শুনা যায় নাই ॥ ২২ ॥

১। ছ 'তু'। ২। চ 'তেন তস্মিন্'। ৩। ছ 'প্রাজ্বলচ্চ নভস্যুল্কা'। ৪। ছ 'ততঃ স-দেবগন্ধর্ব্বং স-যক্ষঋষিচারণম্'। ৫। ছ 'জগদ্ধি সর্ব্বং সংমূঢ়ং'। ৬। ছ '-পাব্রজৎ'। ৭। ছ 'অথ তং'। ৮। ছ '-শমূচুর্দ্দেবাঃ পিতা-'। ৯। ছ '-প্তঃ সুরসত্তম'। ১০। ছ '-ন্নঃ'। ১১। ছ 'চাপি'।

[1]তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
উবাচ মধুরাং বাণীং শৃণুধ্বং [2]ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ২৩ ॥
বধায় [3]লবণস্যাজৌ শরঃ শক্রঘ্নধারিতঃ।
তেজসা [4]যস্য সংমূঢ়াঃ সর্ব্বে স্ম সুরসত্তমাঃ ॥ ২৪ ॥
[5]বিষ্ণোরেবং হি দেবস্য লোককর্ত্তুর্ম্মহাত্মনঃ।
শরস্তেজোময়ো [6]ভীমো ভয়ং [7]বো যৎকৃতে মহৎ ॥ ২৫ ॥
[8]এষ বৈ কৈটভস্যার্থে [9]মধোশ্চৈব মহাশরঃ ;
সৃষ্টো মহাত্মনা তেন বধার্থং রক্ষসোর্দ্বয়োঃ ॥ ২৬ ॥
[10]এষ একঃ প্রজানাং হি বিষ্ণোস্তেজোময়ঃ শরঃ।
[11]এষ বৈ স শরঃ পূর্ব্বং বিষ্ণোস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৭ ॥

২৭। লো-টী। প্রজানাং বিষ্ণোঃ প্রজানাং প্রভোর্বিষ্ণোরিতি ষষ্ঠ্যর্থঃ প্রভুত্বম্। একঃ শ্রেষ্ঠঃ। পূর্ব্বা তনুঃ শরীরম্।

লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদের সেই কথা শুনিয়া মধুর বাক্যে বলিলেন—দেবগণ, শ্রবণ কর ॥ ২৩ ॥

হে সুরশ্রেষ্ঠগণ, সংগ্রামে লবণকে বধ করিবার নিমিত্ত শত্রুঘ্নকর্তৃক ধৃত শরের তেজঃপ্রভাবে আমরা সকলে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি ॥ ২৪ ॥

যাহার জন্য তোমাদের অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা লোককর্ত্তা মহাত্মা ভগবান্ বিষ্ণুর তেজোময় শর ॥ ২৫ ॥

মহাত্মা বিষ্ণু 'কৈটভ' এবং 'মধু' এই রাক্ষসদ্বয়ের বধের জন্য এই মহাশর সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

প্রজাদিগের প্রভু বিষ্ণুর এই তেজোময় শ্রেষ্ঠ শর ; ইহাই সেই মহাত্মা বিষ্ণুর প্রাচীন শর ॥ ২৭ ॥

১। ছ 'দেবানাং বচনং দেবঃ শ্রুত্বা দেবঃ কমলসম্ভবঃ'। ২। ছ 'সর্ব্বদেবতাঃ'। ৩। ছ '-স্যাহং'। ৪। ছ 'তস্য'। ৫। ছ 'এষ বৈ পূর্ব্বদেবস্য'। ৬। ছ 'যস্মাদ্'। ৭। ছ 'বঃ সমুপাগমৎ'। ৮। ছ 'স এব কৈটভ-'। ৯। ছ 'মধুনশ্চ'। ১০। ছ 'এব প্রজানীত'। ১১। ছ 'চৈব তনুর্ব্বিষ্ণোঃ শক্রঘ্নশ্চ রঘূত্তমঃ'।

তস্মাদ্ গচ্ছত পশ্যধ্বং বধ্যমানং মহাত্মনা।
রামানুজেন [১]বীরেণ লবণং রাক্ষসোত্তমম্ ॥ ২৮ ॥
তস্য তে দেবদেবস্য নিশম্য মধুরাং [২]গিরম্।
[৩]আজগ্মুর্যত্র যুধ্যেতে শত্রুঘ্ন-লবণাবুভৌ ॥ ২৯ ॥
তং [৪]শরং সূর্য্যসঙ্কাশং শত্রুঘ্নকরধারিতম্।
দদৃশুঃ সর্ব্বভূতানি যুগান্তাগ্নিমিবোত্থিতম্ ॥ ৩০ ॥
আকাশমাবৃতং দৃষ্ট্বা [৫]দেবৈর্হি রঘুনন্দনঃ।
সিংহনাদং [৬]ভৃশং কৃত্বা পুনর্ল[৭]বণমাহ্বয়ৎ ॥ ৩১ ॥
[৮]আহূতশ্চ পুনস্তেন শত্রুঘ্নেন মহাত্মনা।
লবণঃ [৯]ক্রোধসংযুক্তো যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ ॥ ৩২ ॥

[লো-টী।] মহদ্ যথা স্যাৎ।

সুতরাং তোমরা গমন করিয়া মহাত্মা রামানুজ বীর শত্রুঘ্নকর্ত্তৃক বধ্যমান রাক্ষসশ্রেষ্ঠ লবণকে অবলোকন কর ॥ ২৮ ॥

তাঁহারা দেবদেব ব্রহ্মার মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া যেস্থানে শত্রুঘ্ন ও লবণ যুদ্ধ করিতেছিলেন সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥ ২৯ ॥

সমস্ত প্রাণী শত্রুঘ্নের হস্তধৃত সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় উত্থিত সেই শর দেখিতে পাইল ॥ ৩০ ॥

রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন দেবগণকর্ত্তৃক নভোমণ্ডল আবৃত দেখিয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ করত পুনরায় লবণরাক্ষসকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন ॥ ৩১ ॥

মহাত্মা শত্রুঘ্নকর্ত্তৃক পুনরায় আহূত হইয়া লবণ ক্রোধের সহিত যুদ্ধ করিতে

১। ছ 'লবণং নিরুদ্বিগ্না' নিশাচরম্'। ২। ছ 'বচনং সুরাঃ'। ৩। ছ 'তদ্ যুদ্ধং শত্রুঘ্নস্য চ রক্ষসা'। ৪। ছ 'ঘোর-'। ৫। ছ 'দৈবতৈঃ'। ৬। ছ 'মুহুঃ'। ৭। অস্য পূর্ব্বার্দ্ধাৎ পরং ছ 'অথোবাচ স শত্রুঘ্নো লবণং রাক্ষসাধিপম্। প্রবেষ্টব্যং ন দুর্ব্বুদ্ধে মৃত্যুস্তেঽহমুপাগতঃ। ততঃ ক্রুদ্ধোঽহতি লবণঃ শ্রুত্বা শত্রুঘ্নভাষিতম্। অস্ত্রঞ্চ বৈষ্ণবং দৃষ্ট্বা ভৈরবং স সমুত্থিতম্। ক্ষুব্ধচেতা উবাচেদং শত্রুঘ্নমপরাজিতম্। মুহূর্ত্তং তিষ্ঠ দুর্ব্বুদ্ধে রঘূণাং কুলপাংশন। যাবৎ কৃত্বাহ্নিকং ক্ষিপ্রমাহারঞ্চ পুনর্গৃহাৎ। নিক্রমামি সশূলোঽহং ততস্ত্বং ন ভবিষ্যসি। শত্রুঘ্নশ্চাব্রবীদ্ বীরো ভোক্ষ্যসে ন ময়ি স্থিতে। প্রেতলোকগতশ্চ ত্বমাহ্নিকং বৈ করিষ্যসি। ততঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্বাক্যং লবণো দুষ্টমানসঃ। যস্মান্ন ক্ষমসে পাপ বুভুক্ষুং মাং ক্ষণান্তরম্। তস্মাত্তে নগরী কৃৎস্না ক্ষুধার্ত্তো বিচরিষ্যসি। মুক্ত্বা স শাপং লবণঃ শত্রুঘ্নমভিদুদ্রুবে'। ইত্যধিকম্। ৮। ছ 'তত-'। ৯। ছ '-রক্তাক্ষো বৃক্ষমাদায় বিষ্ঠিতঃ'।

আ কর্ণাৎ স বিকৃষ্যাথ তদ্ধনুর্দ্ধনুষাং বরম্।

মুমোচ তং মহাবাণং শত্রুঘ্নো লবণোরসি ॥ ৩৩ ॥

উরস্তস্য স নির্ভিদ্য প্রবিবেশ রসাতলম্।[২]

গত্বা রসাতলঞ্চৈব শরো বিবুধপূজিতঃ।

পুনরেবাগমত্তূর্ণং শত্রুঘ্নস্য মহাকরম্ ॥ ৩৪ ॥[৩]

শত্রুঘ্নশরনির্ভিন্নো লবণঃ স নিশাচরঃ।[৪]

পপাত সহসা ভূমৌ বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥ ৩৫ ॥

তচ্চ শূলং মহদ্দিব্যং লবণে নিহতে যুধি।[৫]

পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং রুদ্রস্য বশমন্বগাৎ ॥ ৩৬ ॥

[লো-টী]। বিষ্ঠিতঃ বিশেষেণ স্থিতঃ।

৩৬। লো-টী। 'বশমন্বয়া'দিতি পাঠে বশঃ পার্শ্বম্। 'করমন্বয়াদি'তি বা পাঠঃ।

উপস্থিত হইল ॥ ৩২ ॥

শত্রুঘ্ন সেই শ্রেষ্ঠ ধনুক কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্ফারিত করিয়া লবণের বক্ষঃস্থলে সেই মহাবাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩৩ ॥

দেবগণ-পূজিত সেই বাণ লবণের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া রসাতলে গমন করত পুনরায় দ্রুত শত্রুঘ্নের দীর্ঘ হস্তে আগমন করিল ॥ ৩৪ ॥

সেই নিশাচর লবণ শত্রুঘ্নের শরে বিদীর্ণ হইয়া সহসা বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল ॥ ৩৫ ॥

যুদ্ধে লবণ নিহত হইলে সেই বিশাল স্বর্গীয় শূল সমস্ত প্রাণীর সমক্ষেই রুদ্রের পার্শ্বে উপস্থিত হইল ॥ ৩৬ ॥

১। ছ '-র্দ্ধন্বিনাং বরঃ'। ২। ছ 'স চোরস্তস্য'। ৩। ছ '-র্ণমিক্ষ্বাকুকুলনন্দনম্'। ৪। ছ '-পোঽথ স রাক্ষসঃ'। ৫। ছ 'হতে লবণরক্ষসি'।

অথর্ষয়ো দেবগণাঃ সসিদ্ধা
২
অপূজয়ন্নপ্সরসশ্চ বীরম্ ।
দিষ্ট্যা জয়ো দাশরথে তবাদ্য
৩
দিষ্ট্যা চ লোকাঃ সকলাঃ প্রসন্নাঃ ॥ ৩৭ ॥
একেষুণা চৈব বিহত্য শক্রুং
৪
লোকত্রয়স্যাপি রঘুপ্রবীরঃ ।
বিনির্বভাবুদ্যতচাপপাণি-
৫
স্তমঃ প্রণুদ্যেব সহস্ররশ্মিঃ ॥ ৩৮ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে লবণবধো নাম
পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৫ ॥

৩৭। লো-টী। 'সদেব-ঋষিগণা' ইতি বিসন্ধিরার্ষঃ। 'অথর্ষয়ো দেবগণাঃ সসিদ্ধা অপূজয়ন্নপ্সরসশ্চ বীর'মিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

লবণবধঃ ॥ ৭৫ ॥

পরে ঋষিগণ, দেবগণ, সিদ্ধগণ এবং অপ্সরাগণ বীর শত্রুঘ্নের প্রশংসা করিলেন—দাশরথে! ভাগ্যক্রমে আজ তোমার জয় হইল এবং ভাগ্যক্রমে সমস্ত জগৎ প্রসন্ন (অর্থাৎ বিষাদমুক্ত) হইল ॥ ৩৭ ॥

রঘুবংশীয় বীরপ্রবর শত্রুঘ্ন একটী বাণদ্বারা ত্রিভুবনের শত্রু লবণকে নিহত করিয়া হস্তে ধনুর্ব্বাণ উত্তোলিত করত অন্ধকার-ধ্বংসকারী সহস্ররশ্মি সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লবণবধ-নামক
৭৫তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

১। ছ 'ততস্তু দেবর্ষিগণাঃ সপন্নগাঃ'। ২। ছ 'প্রপূজিরে (?) সাপ্সরসশ্চ সিদ্ধাঃ'। ৩। ছ 'বহুশঃ'। ৪। ছ '-স্যাস্য'। ৫। ছ 'তমো বিদার্য্যেব'।

(৭৬) ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ

হতে তু লবণে দেবাঃ সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
উচুঃ সুমধুরাং বাণীং শত্রুঘ্নং শত্রুতাপনম্ ॥ ১ ॥
দিষ্ট্যা তে বিজয়ো বীর দিষ্ট্যা তে রাক্ষসো হতঃ।[১]
প্রীতাঃ স্মো[২] নরশার্দ্দূল বরং বরয় রাঘব ॥ ২ ॥
বরদাঃ স্মো মহাবাহো সর্ব্ব এব সমাগতাঃ।
বিজয়াকাঙ্ক্ষিণস্তুভ্যমমোঘং দর্শনং চ নঃ ॥ ৩ ॥
দেবানাং ভাষিতং শ্রুত্বা শূরো মূর্দ্ধ্নি কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ[৩] শত্রুঘ্নঃ প্রযতাত্মবান্[৪] ॥ ৪ ॥
ইয়ং মধুপুরী রম্যা মধুনা[৫] পূর্ব্বনির্ম্মিতা।
নিবেশং প্রাপ্নুয়াচ্ছীঘ্রমেষ মে[৬] কাঙ্ক্ষিতো বরঃ।

৩। লো-টী। তুভ্যং তব।
৫। লো-টী। 'দেবেনেব বিনির্ম্মিতা' ইতি পাঠঃ। বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। নিবেশং নানানগর-রূপবিন্যাসং রচনামিত্যর্থঃ।

লবণ-রাক্ষস নিহত হইলে ইন্দ্র এবং অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ শত্রুসন্তাপক শত্রুঘ্নকে অতিশয় মধুর বাক্যে বলিলেন—॥ ১ ॥

নরশার্দ্দূল বীর রাঘব, ভাগ্যক্রমে তোমার জয় এবং রাক্ষস লবণ নিহত হওয়ায় আমরা প্রীত হইয়াছি; সুতরাং বর গ্রহণ কর ॥ ২ ॥

মহাবাহো, [তোমার] বিজয়াভিলাষী সমাগত আমরা সকলেই তোমাকে বরদান করিব, যেহেতু আমাদের দর্শন অব্যর্থ ॥ ৩ ॥

সংযতাত্মা মহাতেজস্বী শত্রুঘ্ন দেবতাদিগের বাণী শ্রবণ করিয়া মস্তকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন—॥ ৪ ॥

পুরাকালে মধুরাক্ষসকর্ত্তৃক নির্ম্মিতা এই মধুপুরী শীঘ্রই নগরী (রাজধানী)

১। ছ 'লবণরাক্ষসঃ'। ২। ছ 'হতঃ পুরুষর্ষভ'। ৩। ছ 'বাহুঃ'। ৪। ছ 'প্রতাপবান্'। ৫। ছ 'মধুনা দেব'। ৬। ছ 'মেহস্তু পরো বরঃ'।

তং দেবা[1] বাঢ়মিত্যেবং প্রীতাঃ শত্রুঘ্নমব্রুবন্‌ ॥ ৫ ॥

ভবিষ্যতী[2]য়ং নগরী মধুরেত্য[3]ভিশব্দিতা ।

[4]পূজিতা সর্ব্বলোকস্য যথালোকপুরী দিবি ॥ ৬ ॥

ইত্যুক্ত্বা[5] দেবতাঃ সর্ব্বা বিমানৈঃ শত[6]শো নভঃ ।

কৃত্বা বিতিমিরং সর্ব্বং প্রতি[7]যাতা যথাগতম্‌ ॥ ৭ ॥

[8]গতেষু দেবসঙ্ঘেষু শত্রুঘ্নো রঘুনন্দনঃ ।

তাং সেনামানয়ামাস যাং হিত্বা পূর্ব্বমাগতঃ ॥ ৮ ॥

সা সেনা শীঘ্রমাগচ্ছৎ শ্রুত্বা শত্রুঘ্নশাসনম্‌ ।

নিবেশনঞ্চ শত্রুঘ্নঃ [9]শ্রবণেন তদাকরোৎ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। এষা পুরী সা মধুনির্ম্মিতা অযোধ্যেব (?) ভবিষ্যতি ।

৯। লো-টী। শাসনং প্রাপ্যেতি শেষঃ। 'শ্রুত্বা শত্রুঘ্নশাসন'মিতি বা পাঠঃ। নিবেশনং শ্রবণেন নক্ষত্রেণ ।

রূপে পরিণত হউক, ইহাই আমার অভিলষিত বর। দেবগণ প্রীত হইয়া সেই শত্রুঘ্নকে 'তাহাই হইবে' এইরূপ বলিলেন ॥ ৫ ॥

এই নগরী মধুরা নামে বিখ্যাত হইবে এবং স্বর্গে দেবপুরী যেরূপ সম্মানিত, ইহা সেইরূপ সমস্ত লোকের সম্মানিত হইবে ॥ ৬ ॥

সকল দেবতারা এই বলিয়া শত শত বিমানে আরোহণ করত সমস্ত আকাশের অন্ধকার দূর করিয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৭ ॥

দেবগণ গমন করিলে রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন পূর্ব্বে যাহাদিগকে [পথিমধ্যে] পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই সেনাদিগকে আনয়ন করিলেন ॥ ৮ ॥

সেই সৈন্যসমূহ শত্রুঘ্নের আদেশ শ্রবণ করিয়া দ্রুত আগমন করিল, তখন শত্রুঘ্ন শ্রবণানক্ষত্রে নগর-পত্তন আরম্ভ করিলেন ॥ ৯ ॥

১। ছ '-বাঃ প্রীতমনসো বাঢ়মিত্যেব রাঘবম্‌'। ২। ছ '-তি পুরী রম্যা'। ৩। ছ '-বিশ্রুতা'। ৪। ছ ইদমর্দ্ধং নাস্তি'। ৫। ছ 'দেবসঙ্ঘাস্তে'। ৬। ছ '-শোহমলৈঃ'। ৭। ছ 'প্রস্থাতাস্তে'। ৮। অস্য শ্লোকস্য স্থানে ছ 'এবমুক্ত্বা মহাত্মানং দেবলোকং যযুঃ সুরাঃ। শত্রুঘ্নোঽপি মহাবাহুস্তাং সেনাং সমুপাহ্বয়ৎ'। ইতি পাঠঃ। ৯। ছ 'শ্রাবণে তু'।

সা পুরী দিব্যসঙ্কাশা বর্ষে বৈ[১] দ্বাদশে তদা।
নিবিষ্টা বিষয়শ্চাস্যাঃ[২] শূরসেনস্ততোঽভবৎ।
ক্ষেত্রাণি শস্যবন্ত্যস্যাং[৩] কালে দেবঃ প্রবর্ষতি ॥ ১০ ॥
অরোগা বীরপুরুষা[৪] শত্রুঘ্নভুজপালিতা[৫]।
অর্দ্ধচন্দ্রপ্রতীকাশা[৬] যমুনাতীরমাশ্রিতা[৭] ॥ ১১ ॥
[৮]যচ্চ তেন পুরা শুভ্রং* লবণেন কৃতং মহৎ।
শোভয়ামাস তদ্বীরো নানাপণ্যসমৃদ্ধিভিঃ ॥ ১২ ॥

১০। লো-টী। দ্বাদশমে ইতি আর্ষম্। 'বর্ষে বৈ দ্বাদশেঽভব'দিতি কচিৎ পাঠঃ। শূরস্য শত্রুঘ্নস্য যদা সেনান্যঃ সেনাপতয়ঃ নিবিষ্টাঃ প্রবিষ্টাস্ততস্তৎপ্রভৃতি স দেশঃ শূরসেনঃ এতন্নাম্না খ্যাত ইত্যর্থঃ। 'নিবেশঃ শূরসেনানাং বিষয়শ্চাকুতোভয়' ইতি পাঠে শূরসেনানাং যদুপতীনাং বিষয়ো মথুরাদেশঃ শত্রুঘ্নস্য যদা নিবেশস্তৎপ্রভৃতি অকুতোভয়ঃ।

১১। লো-টী। অরোগা বীরাশ্চ পুরুষা যস্যাং তাম্।

দ্বাদশ বৎসরে সেই পুরী পূর্ণ সন্নিবিষ্ট হইয়া স্বর্গপুরীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং [শূর শত্রুঘ্নের সেনা এইস্থানে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া] সেই নগরীর (রাজধানীর) অধীনস্থ দেশের (রাজ্যের) নাম 'শূরসেন' হইল। দেবতা যথাকালে বর্ষণ করিয়তে লাগিলেন, সেখানকার ক্ষেত্রসকল শস্যপূর্ণ হইল ॥ ১০ ॥

শত্রুঘ্নভুজপালিতা যমুনানদীর তীরে অবস্থিতা রোগোপদ্রবশূন্যা এবং বীরপুরুষাধিষ্ঠিতা সেই নগরী দেখিতে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ছিল ॥ ১১ ॥

সেই লবণ-রাক্ষস পূর্ব্বে যে শ্বেতবর্ণ বিশাল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, বীর শত্রুঘ্ন তাহা নানাবিধ পণ্যসম্পদে শোভিত করিলেন ॥ ১২ ॥

১। ছ 'দ্বাদশমে'। ২। ছ 'শূরসেনানাং বিষয়ঃ ততোঽ-'। ৩। ছ '-ন্ত্যাসন্'। ৪। ছ 'অরোগবীরপুরুষাং'। ৫। ছ '-তাম্'। ৬। '-কাশাং'। ৭। ছ 'তাম্'। অস্য পূর্ব্বার্দ্ধাৎ পরং 'বপ্রপ্রাকারসম্পন্নাং গোপুরাট্টালসংবৃতাম্'। ইত্যধিকম্। ৮। ছ অস্য শ্লোকস্য স্থানে 'শোভিতাং রাজমার্গেণ নানাপণ্যবিভূষিতাম্। উদ্যানবেশ্মসম্পন্নাং সমৃদ্ধজনসেবিতাম্। নানাদেশগতৈশ্চাপি বণিগ্ভিরুপশোভিতাম্'। ইতি পাঠঃ।

* 'শুভ্র'মিত্যত্র 'শূন্য'মিতি পাঠো রমণীয়ঃ। (পরপৃষ্ঠে তৃতীয়পাঠান্তরং দ্রষ্টব্যম্।)

[১]আরামৈশ্চ বিহারৈশ্চ তড়াগৈশ্চ সমন্ততঃ।
শোভিতাং শোভমানৈশ্চ তথান্যৈর্দ্দেবপূরুষৈঃ[২] ॥ ১৩ ॥
[৩]তাং পুরীং দিব্যসঙ্কাশাং নানাপুণ্যোপশোভিতাম্।
নিরীক্ষ্য পরমপ্রীতো হর্ষং শত্রুঘ্ন আবিশৎ ॥ ১৪ ॥
তস্য চিন্তা সমুৎপন্না নিবিশ্য মথুরাং পুরীম্।
রামপাদৌ নিরীক্ষেঽহং বর্ষেঽস্মিন্ দ্বাদশেঽচিরাৎ ॥ ১৫ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মধুপুরীনিবেশনং[৪] নাম
ষট্সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৬ ॥

১৪। লো-টী। নিরীক্ষ্য শত্রুঘ্নঃ পরং হর্ষমুপাগমদিতি সার্দ্ধত্রয়েণান্বয়ঃ।

[লো-টী।] প্রাকারাণাং ভিত্তীনাং বপ্রঃ সমূহঃ। বপ্রঃ প্রাকারস্তেন ইদং ন সম্যক্, কিন্তু 'স্যাচ্চয়ো বপ্রমস্ত্রিয়া'মিত্যমরানুসারেণ ব্যাখ্যেয়ম্।

[লো-টী]। মহচ্ছৃঙ্গং মহাশৃঙ্গম্।

মধুপুরনিবেশঃ ॥ ৭৬ ॥

উপবন, বিহার (ক্রীড়াস্থান), বৃহৎ পুষ্করিণী এবং সুন্দর দেবচরিত্র মনুষ্যবৃন্দে শোভিতা সেই নগরীকে নানাবিধ পবিত্র [পণ্য] বস্তুদ্বারা স্বর্গপুরীর ন্যায় উপশোভিতা দেখিয়া শত্রুঘ্ন অতিশয় প্রীতি-প্রফুল্ল হইলেন ॥ ১৩-১৪ ॥

মথু(ধু)রা নগরী সংস্থাপিত করিয়া শত্রুঘ্নের এইরূপ চিন্তা হইল যে, আমি এই দ্বাদশ বর্ষেই শীঘ্র রামচন্দ্রের চরণযুগল দর্শন করিব ॥ ১৫ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মধুপুরনিবেশ-নামক
৭৬তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

১। ছ 'আনা-'। ২। ছ '-র্দ্দিব্যমানুষৈঃ'। ৩। ছ অতঃ শ্লোকদ্বয়স্থানে 'সমৃদ্ধাং তাং সমৃদ্ধার্থঃ শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণানুজঃ। নিরীক্ষ্য পরমস্ফীতাং পরং হর্ষমুপাগমৎ। যচ্চ তেন মহচ্ছৃঙ্গং লবণেন কৃতং পুরা। শোভয়ামাস তদ্বীরো নানাপণ্যসমৃদ্ধিভিঃ। তস্য চিন্তা সমুৎপন্না নিবেশ্য মথুরাং পুরীম্। রামপাদৌ নিরীক্ষেঽহং বর্ষে দ্বাদশ আগতে। ততঃ স তামমরপুরোপমাং পুরীং নিবেশ্য বৈ বিবিধজনাভিসংবৃতাম্। নরাধিপো রঘুপতিপাদদর্শনে দধে মতিং রঘুকুলবংশবর্দ্ধনঃ'। ইতি পাঠঃ। ৪। ক 'মথুরানিবেশনং'।

(৭৭) সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

ততো দ্বাদশমে বর্ষে শত্রুঘ্নঃ শত্রুকর্ষণঃ[১] ।
চক্রেঽযোধ্যাং[২] মতিং গন্তুমল্পভৃত্যবলানুগঃ ॥ ১ ॥
ততো বলপ্রধানাংশ্চ[৩] মন্ত্রিমুখ্যান্ নিবর্ত্ত্য চ ।
জগাম রথমুখ্যেন[৪] হয়ানাঞ্চ শতেন বৈ ॥ ২ ॥
স গত্বা দিবসৈঃ কৈশ্চিৎ সংহৃষ্টো রঘুনন্দনঃ
বাল্মীকাশ্রমমাসাদ্য[৫] বাসং চক্রে মহাযশাঃ[৬] ॥ ৩ ॥
সোঽভিবাদ্য ততঃ পাদৌ বাল্মীকেঃ পুরুষর্ষভঃ ।
পাদ্যমর্ঘ্যমথাতিথ্যং জগ্রাহ বিধিবন্নৃপঃ[৭] ॥ ৪ ॥

২। লো-টী। রথমুখ্যেন শতেন হয়ানাঞ্চ।

পরে সেই দ্বাদশ বর্ষের মধ্যেই শত্রুসংহারক শত্রুঘ্ন অল্পসংখ্যক ভৃত্য এবং সৈন্যের সহিত অযোধ্যা নগরীতে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ১ ॥

অনন্তর প্রধান সৈন্য এবং মন্ত্রীদিগকে নিবর্ত্তিত করিয়া উৎকৃষ্ট রথারোহণে একশত অশ্বের সহিত গমন করিলেন ॥ ২ ॥

আনন্দিত মহাযশস্বী রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন কতিপয় দিবস গমন করিয়া বাল্মীকির আশ্রমে উপনীত হইয়া তথায় বাস করিলেন ॥ ৩ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ নৃপতি শত্রুঘ্ন বাল্মীকির পদযুগল বন্দনা করিয়া যথাবিধি পাদ্য, অর্ঘ্য প্রভৃতি আতিথ্য গ্রহণ করিলেন ॥ ৪ ॥

১। ছ '-সূদনঃ'। ২। ছ 'অযোধ্যাগমনে বুদ্ধিং চকারাল্প-'। ৩। ছ 'মন্ত্রিণো বলমুখ্যাংশ্চ নিবর্ত্ত্য চ পুরোত্তমম্'। ৪। ছ '-নাস্ত'। ৫। ছ '-কেনাশ্রমং প্রাপ্য'। ৬। ছ '-বলঃ'। ৭। ছ 'স মুনেস্ততঃ'।

[১]মধুরা বহুরূপাশ্চ কথাস্তত্র সহস্রশঃ।
[২]কথয়ামাস বাল্মীকিঃ শত্রু[৩]ঘ্নস্য মহা[৪]ত্মনঃ ॥ ৫ ॥
উবাচ চ মুনির্ব্বাক্যং লবণস্য বধাশ্রিতম্।
সুদুষ্করং কৃতং কর্ম্ম লবণং নিঘ্নতা ত্বয়া ॥ ৬ ॥
বহবঃ পার্থিবাঃ সৌম্য হতাঃ [৫]সবলবাহনাঃ।
লবণেন মহাত্মানো যুধ্যমানা দুরাত্মনা ॥ ৭ ॥
ত্বয়া তু নিহতঃ পাপো লীলয়া পুরুষর্ষভ।
জগতশ্চ ভয়ং [৬]ঘোরং প্রশান্তং তব তেজসা ॥ ৮ ॥
রাবণস্য বধো ঘোরো যত্নেন মহতা কৃতঃ।
ইদন্তু সুমহৎ [৭]কর্ম্ম কৃতবান্ ত্বমযত্নতঃ ॥ ৯ ॥

৭। লো-টী। মহাত্মনা মহাদেবেন। 'দুরাত্মনা' বা পাঠঃ।

বাল্মীকিমুনি মহাত্মা শত্রুঘ্নের নিকট সহস্র সহস্র নানাবিধ মধুর কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

বাল্মীকিমুনি লবণরাক্ষসের বধবিষয়ক কথা বলিলেন,—লবণকে নিহত করিয়া তুমি অতিশয় দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছ ॥ ৬ ॥

হে সৌম্য, দুরাত্মা লবণ যুদ্ধরত বহু মহাত্মা নরপতিকে সৈন্য ও বাহনের সহিত নিহত করিয়াছে ॥ ৭ ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি অবলীলাক্রমে পাপিষ্ঠ লবণকে নিহত করিয়াছ, তোমার পরাক্রমে জগতের ভীষণ ভয় দূরীভূত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

রামচন্দ্র মহাযত্নে ভয়ঙ্কর রাবণবধ করিয়াছেন, তুমি বিনা যত্নেই এই অতিশয় মহৎ কর্ম্ম করিয়াছ ॥ ৯ ॥

১। ছ 'বহুরূপাঃ সুমধুরাঃ'। ২। ছ 'মহর্ষিঃ কথয়ামাস'। ৩। ছ '-ঘ্নায়'। ৪। ছ '-ত্মনে'। ৫। ক 'সবল-'। ৬। ছ 'রাজন্'। ৭। ছ 'ত্বয়া কৃতমযত্নতঃ'।

[১]প্রীতিশ্চৈব পরা জাতা দেবানাং লবণে হতে।
[২]ভূতানাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং জগতশ্চ প্রিয়ং কৃতম্ ॥ ১০ ॥
[৩]যুদ্ধঞ্চ তদ্ যথা বৃত্তং শ্রুতমেব ময়ানঘ।
সভায়ামুপবিষ্টেন [৪]বাসবস্য মহর্ষিভিঃ ॥ ১১ ॥
মমাপি পরমা প্রীতি[৫]র্হৃদি শত্রুঘ্ন বর্ত্ততে।
উপাঘ্রাস্যামি মূর্দ্ধ্নি ত্বাং স্নেহস্যৈষা পরা গতিঃ ॥ ১২ ॥
[৬]ইত্যুক্ত্বা মূর্দ্ধ্নি শত্রুঘ্নমুপাঘ্রায় মহামুনিঃ।
আতিথ্যমকরোত্তস্য সসৈন্যস্য মহাযশাঃ ॥ ১৩ ॥
স ভুক্তবান্ [৭]নরশ্রেষ্ঠো গীতং মধুরমুত্তমম্।
শুশ্রাব রামচরিতং [৮]বিবিধং বিধিসংহিতম্ ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। মহর্ষিভিঃ সহ উপবিষ্টেন বাসবস্য সভায়াম্।

১২। লো-টী। গতিঃ প্রকারঃ।

১৪। লো-টী। গীতং গানাশ্রয়পদসমূহং মধুরনিঃস্বনং মধুরাক্ষরম্। 'মধুরমুত্তম'মিতি বা পাঠঃ। যথোক্তবিধি যথোক্তপ্রকারম্। সংসদি সভায়াম্।

লবণ নিহত হওয়ায় দেবতাদিগের অত্যধিক প্রীতি হইয়াছে এবং সমস্ত প্রাণীদিগের ও জগতের প্রিয়কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

হে অনঘ, আমি মহর্ষিদিগের সহিত ইন্দ্রের সভায় উপবিষ্ট হইয়া সেই যুদ্ধের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে শ্রবণ করিয়াছি ॥ ১১ ॥

শত্রুঘ্ন, আমার হৃদয়েও অতিশয় আনন্দ হইয়াছে, আমি তোমার মস্তক আঘ্রাণ করিব, ইহাই স্নেহের পরাকাষ্ঠা ॥ ১২ ॥

মহাযশস্বী মহামুনি বাল্মীকি এই বলিয়া শত্রুঘ্নের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া সৈন্যগণের সহিত তাঁহার অতিথি-সৎকার করিলেন ॥ ১৩ ॥

নরশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্ন ভোজন করিয়া নানাপ্রকার তাললয়-সমন্বিত সুমধুর ভাবে

১। ছ '-ভিশ্চ মহতী'। ২। ছ 'মর্ত্ত্যানা-'। ৩। ছ 'তচ্চ যুদ্ধং ময়া সর্ব্বং শ্রুতং পুরুষসত্তম'। ৪। ছ 'শত্রুস্য মহদদ্ভুতম'। ৫। ছ '-র্বয়ি'। ৬। ছ 'অতঃ পরং 'শত্রুঘ্নস্য মহাত্মাসৌ বাল্মীকিস্তু'নিসত্তমঃ'। ইতি পাঠঃ। ৭। ছ 'রঘু-'। ৮। ছ 'যথোক্তবিধি-'।

তান্যক্ষরাণি পদ্যানি যথা[১] বৃত্তানি পূর্ব্বশঃ।
শ্রুত্বা পুরুষশার্দ্দূলো বিসংজ্ঞঃ[২] সাশ্রুলোচনঃ॥ ১৫॥
স মুহূর্ত্তমিবাসংজ্ঞো নিঃশ্বস্যাথ পুনঃ[৩] পুনঃ।
তস্মিন্ গীতে যথাবৃত্তং বর্ত্তমানমিবাশৃণোৎ॥ ১৬॥
পদানুগাশ্চ যে রাজ্ঞঃ শ্রুত্বা[৪] তে গীতসম্পদম্।
[৫]বভূবুর্দ্দীনমনস[৬] আশ্চর্য্যমিতি চাব্রুবন্॥ ১৭॥
পরস্পরঞ্চ তে সর্ব্বে[৭] সমভাষন্ত সৈনিকাঃ।
কিমিদং ক্ব চ তিষ্ঠামো[৮] মায়েদং[৯] স্বপ্নদর্শনম্॥ ১৮॥

১৫। লো-টী। যানি অক্ষরাণি গানাশ্রয়পদসমূহাঃ যথা পূর্ব্বশঃ পূর্ব্বং বৃত্তানি তানীবাসন্ ইত্যর্থঃ।

১৬। লো-টী। যথাবৃত্তং রামস্য চরিতম্ অনতিক্রম্য।

১৭। লো-টী। রাজ্ঞো রামস্য দশরথস্য বা।

১৮। লো-টী। মায়া ইয়ং কিম্বা স্বপ্নদর্শনম্।

গীত উত্তম রামচরিত (রামায়ণগান) শ্রবণ করিলেন॥ ১৪॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্ন ছন্দোবদ্ধ অক্ষরসমূহ এবং পূর্ব্ব ঘটনা অবিকল শ্রবণ করিয়া বাষ্পাকুললোচনে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন॥ ১৫॥

তিনি মুহূর্ত্তকাল অচৈতন্য থাকিয়া পুনঃ পুনঃ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই গানে রামচন্দ্রের পূর্ব্বঘটনাকে বর্ত্তমানের ন্যায় শ্রবণ করিতে লাগিলেন॥ ১৬॥

মহারাজ শত্রুঘ্নের অনুচরবর্গও গানের মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিতচিত্ত হইয়া 'আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য' এই কথা বলিতে লাগিল॥ ১৭॥

সেই সকল সৈনিকেরা পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিল,—আমরা কোথায় আছি, একি মায়া অথবা স্বপ্নদর্শন!॥ ১৮॥

১। ছ 'সর্ব্বাণি'। ২। ছ '-জ্ঞো বাষ্প-'। ৩। ছ 'মুহুর্মুহুঃ'। ৪। ছ 'তচ্ছ্রুত্বা গীতমর্থবৎ'। ৫। ছ 'অধোমুখা ভৃশং দীনা'। ৬। ছ 'তেঽব্রুবন্'। ৭। ছ 'তত্র'। ৮। ছ 'বর্ত্তামঃ'। ৯। ছ 'স্যাদিদং'।

নেদং [১]শ্রুতমিহাস্মাভিরাশ্রমেঽন্যত্র কুত্রচিৎ।

যদদ্য শৃণুমঃ সাধু [২]গীতমাশ্চর্য্যমুত্তমম্ ॥ ১৯ ॥

বিস্ময়ং তে [৩]পরং গত্বা শত্রুঘ্নমিদমব্রুবন্।

সাধু পৃচ্ছ নরব্যাঘ্র বাল্মীকিমৃষিসত্তমম্ ॥ ২০ ॥

শত্রুঘ্নস্ত্বব্রবীৎ সর্ব্বান্ কৌতূহলসমন্বিতান্।

সৈনিকানক্ষমং প্রষ্টু[৪]মিদমস্মাভিরীদৃশম্ ॥ ২১ ॥

আশ্চর্য্যাণি বহূনীহ বাল্মীকেরা[৫]শ্রমে শুভে।

অস্মাভিশ্চ ন তৎ সর্ব্বমন্বেষ্টব্যং কুতূহলাৎ ॥ ২২ ॥

[লো-টী।] আশ্চর্য্যাদৃষ্টম্ আশ্চর্য্যাদর্শনম্ অসমং ন বিদ্যতে সমং তুল্যং যস্মাৎ তৎ অত্যুত্তমমিত্যর্থঃ।

২২। লো-টী। বাল্মীকেরাশ্রমে ইদমীদৃশমেবম্প্রকারমাশ্চর্য্যাদর্শনম্ অস্মাভিঃ প্রষ্টু-মক্ষমম্ অযুক্তমিত্যর্থঃ। কুতূহলৈরস্মাভিরেতৎ সর্ব্বমন্বেষ্টব্যং ধ্যেয়মিত্যর্থঃ। 'কুতূহল'মিতি বা পাঠঃ।

আজ যে আশ্চর্য্যজনক উৎকৃষ্ট গান উত্তমরূপে শুনিতেছি, আমরা অন্য কোন আশ্রমে এইরূপ গান শ্রবণ করি নাই ॥ ১৯ ॥

সেই সৈনিকেরা অতিশয় বিস্মিত হইয়া শত্রুঘ্নকে এই কথা বলিল যে, নরবর! ঋষিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকিকে ভালভাবে জিজ্ঞাসা করুন ॥ ২০ ॥

শত্রুঘ্ন সেই সকল কৌতূহলান্বিত সৈনিকদিগকে বলিলেন, এইরূপ জিজ্ঞাসা করা আমাদের অনুচিত ॥ ২১ ॥

এই মঙ্গলময় বাল্মীকির আশ্রমে বহু আশ্চর্য্যজনক বিষয় আছে, কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের সেই সকল অন্বেষণ করা উচিত নয় ॥ ২২ ॥

১। ছ 'হি শ্রুতমস্মাভি-'। ২। ছ 'গীতং মধুরমু-'। ৩। ছ 'পরমং'। ৪। ছ '-মস্মাকমিদমীদৃশম্'। ৫। ছ '-ম্বাশ্র-'।

[১] এবমুক্ত্বা ততো বাক্যং সৈনিকান্ রঘুনন্দনঃ।
অভিবাদ্য[২] মহর্ষিঞ্চ সংবিবেশ নিশাং[৩] তদা ॥ ২৩ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে গীতশ্রবণং নাম
সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৭ ॥

২৩। লো টী। সংবিবেশ সুষ্বাপ। ইতিহ ইতি ছন্দঃপূরণম্।
সঙ্গীতশ্রবণম্। কুত্রচিৎ 'সঙ্গীতকরণ'মিতি পাঠঃ। ॥ ৭৭ ॥

রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন সৈনিকদিগকে এই কথা বলিয়া মহর্ষি বাল্মীকিকে অভিবাদন করত রাত্রিকালে শয়ন করিলেন ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে গীতশ্রবণ-নামক
৭৭তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

১। ছ 'এতদুক্ত্বা স তদা-'। ২। ছ '-র্ষিং তং'। ৩। ছ 'ততো নিশি'।

(৭৮) অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ

তং শয়ানং [১]নরব্যাঘ্রং নিদ্রা [২]নৈতি স্ম রাঘবম্ ।
চিন্তয়ন্ত[৩]মথৈকাগ্রং রামগীতমনুত্তমম্ ॥ ১ ॥
[৪]শ্রুত্বা শব্দং সুমধুরং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্ ।
তত্র রাত্রির্জ্জগামাশু শত্রুঘ্নস্য মহাত্মনঃ ॥ ২ ॥
তস্যাং নিশায়াং ব্যুষ্টায়াং কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্নিকীং ক্রিয়াম্ ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ব্বাক্যং শত্রুঘ্নো মুনিসত্তমম্ ॥ ৩ ॥
ভগবন্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘবং রঘুনন্দনম্ ।
ত্বয়ানুজ্ঞাতমিচ্ছামি গমনং বৈ সহানুগঃ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। 'নিদ্রা শত্রুঘ্নমাবিশ'দিতি পাঠঃ। 'নিদ্রা নৈতি স্ম রাঘব'মিতি পাঠে নৈতি ন প্রাপ্নোতি।

২। লো-টী। শ্রুত্বা শব্দং শয়ানমিত্যন্বয়ঃ। তন্ত্রী বীণাগুণঃ, লয়ো মূর্চ্ছনং তেন সমন্বিতম্। 'তন্ত্রীতলসমন্বিত'মিতি পাঠে তন্ত্র্যাং বীণাগুণে তলেন সব্যেন পাণিনা ঘাতেন সমন্বিতম্। 'তন্ত্রী বীণাগুণে মতা। চপেটে চ ৎসরৌ তন্ত্রীঘাতে সব্যেন পাণিনা চ' ইতি কোষঃ।

৩। লো-টী। ব্যুষ্টায়াং প্রভাতায়াম্।

৪। লো-টী। রঘূন্ রঘুবংশান্ নন্দয়তীতি তথা।

একাগ্রতার সহিত উৎকৃষ্ট রামায়ণগান চিন্তা করিতে করিতে নরবর শত্রুঘ্নের শয়ন করিয়াও নিদ্রা আসিল না ॥ ১ ॥

তন্ত্রীলয়-সমন্বিত সুমধুর শব্দ (গান) শ্রবণ করিয়া মহাত্মা শত্রুঘ্নের রাত্রি অতিশয় শীঘ্র অতিবাহিত হইল ॥ ২ ॥

সেই রাত্রি প্রভাত হইলে শত্রুঘ্ন পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমাপন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকিকে বলিলেন—॥ ৩ ॥

ভগবন্, রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে দেখিতে ইচ্ছা করি ; সুতরাং আপনার অনুমতিক্রমে অনুচরদিগের সহিত গমন করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৪ ॥

১। ছ 'ন কাকুৎস্থং'। ২। ছ 'শত্রুঘ্নমাবিশৎ'। ৩। ছ '-মনেকার্থং'। ৪। ছ 'গীতং'।

ইত্যেবংবাদিনং তত্র শত্রুঘ্নং শত্রুসূদনম্[১]।
বাল্মীকিঃ সংপরিষ্বজ্য বিসসর্জ্জ মহামুনিঃ ॥ ৫ ॥
সোঽভিবাদ্য মুনিশ্রেষ্ঠং রথমারুহ্য পার্থিবঃ।
অযোধ্যামগমত্তূর্ণং রাঘবং দ্রষ্টুমুৎসুকঃ ॥ ৬ ॥
স প্রবিশ্য পুরীং রম্যাং শ্রীমানিক্ষ্বাকুনন্দনঃ[২]।
প্রবিবেশ মহাবাহুর্যত্র রামো মহাদ্যুতিঃ ॥ ৭ ॥
স রামং মন্ত্রিমধ্যস্থং পূর্ণচন্দ্রনিভাননম্।
অপশ্যদ্দেবমধ্যস্থং[৩] সহস্রনয়নং যথা ॥ ৮ ॥
ততোঽভিবাদ্য[৪] রাজানং শিরসা চ প্রণম্য চ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥ ৯ ॥

শত্রুসূদন শত্রুঘ্ন এইরূপ বলিলে মহামুনি বাল্মীকি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন ॥ ৫ ॥

রামচন্দ্রকে দেখিতে উৎসুক সেই নৃপতি শত্রুঘ্ন মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকিকে অভিবাদন করিয়া রথে আরোহণ করত দ্রুত অযোধ্যায় গমন করিলেন ॥ ৬ ॥

শ্রীমান্ ইক্ষ্বাকুনন্দন শত্রুঘ্ন রমণীয়া অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করিয়া যে স্থানে দীপ্তিমান্ মহাবাহু রামচন্দ্র অবস্থান করিতেছিলেন সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥

শত্রুঘ্ন দেবগণের মধ্যে উপবিষ্ট সহস্রলোচন ইন্দ্রের ন্যায় পূর্ণচন্দ্রতুল্য-আননবিশিষ্ট রামচন্দ্রকে মন্ত্রিগণের মধ্যে অবস্থান করিতে দেখিলেন ॥ ৮ ॥

পরে সত্যপরাক্রম মহারাজ রামচন্দ্রকে অভিবাদনপূর্ব্বক অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—॥ ৯ ॥

১। ছ '-তাপনম্'। ২। ছ 'ইক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ'। অতঃ পরং ছ 'পূজ্যমানঃ স পৌরৈশ্চ দ্বিজৈর্জানপদৈরপি' ইত্যধিকম্। ৩। ছ '-স্থং সুর-'। ৪। ছ 'অভিবাদ্য মহাত্মানং জ্বলন্তমিব তেজসা'।

যদাজ্ঞপ্তং মহারাজ সর্ব্বং তৎ কৃতবানহম্।[1]
হতঃ স লবণঃ পাপঃ পুরী সা চ নিবেশিতা ॥ ১০ ॥
দ্বাদশঞ্চ গতং বর্ষং বসতস্তত্র মে প্রভো।
নোৎসহেয়ং[2] পুনর্ব্বস্তুং ত্বয়া বিরহিতো নৃপ ॥ ১১ ॥
মম প্রসাদং কাকুৎস্থ কুরুষ্ব বদতাং বর।
মাতৃহীনো যথা বৎসস্ত্বাং বিনা ন বসাম্যহম্[3] ॥ ১২ ॥
এবং ব্রুবাণং কাকুৎস্থঃ[4] পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ।
[5]মা বিষাদং কৃথা বীর নৈতৎ ক্ষত্রিয়চেষ্টিতম্ ॥ ১৩ ॥
ন বিষীদন্তি রাজানো বিপ্রবাসেন রাঘব।
রাজ্যং স্বং পরিরক্ষ[6] ত্বং রাজবৃত্তমনুস্মরন্ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। নিবেশিতা পুর্য্যা বসতিঃ কৃতা।

১৪। লো-টী। অনুস্মরন্ অনুস্মরন্তঃ রাজ্যং পরিরক্ষিতুং (?) 'রাজবৃত্তমনুস্মরন্নি'তি বা পাঠঃ।

মহারাজ, আপনি যাহা আদেশ করিয়াছিলেন আমি তৎ সমস্তই করিয়াছি, সেই পাপিষ্ঠ লবণকে নিহত করিয়া সেই নগরী পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি ॥ ১০ ॥

প্রভো, মহারাজ, সেখানে বাস করিয়া আমার দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, পুনরায় আপনাকে ছাড়িয়া তথায় বাস করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ১১ ॥

হে বাগ্মিপ্রবর কাকুৎস্থ, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আমি আপনাকে ছাড়িয়া মাতৃহীন বালকের ন্যায় বাস করিব না ॥ ১২ ॥

শত্রুঘ্ন এইরূপ বলিলে কাকুৎস্থ রামচন্দ্র তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন, বীর, বিষাদ করিও না, ইহা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য নহে ॥ ১৩ ॥

হে রাঘব, নৃপতিগণ বিদেশবাসে বিষণ্ণ হ'ন না, তুমি নৃপতিগণের চরিত্র স্মরণ করত স্বীয় রাজ্য রক্ষা কর ॥ ১৪ ॥

১। ছ 'বৈ'। ২। ছ '-হেহহং'। ৩। ছ 'বসা-'। ৪। ছ 'শত্রুঘ্নং ভ্রাতরং ভ্রাতৃবৎসলঃ'। ৫। ছ 'প্রাহ রামঃ পরিষ্বজ্য মা বিষাদং কৃথা' ইতি'। ৬। ছ '-ক্ষস্ব'।

কালে কালে [1]তু মাং বীর অযোধ্যামবলোকিতুম্ ।
[2]সমাগচ্ছের্নরশ্রেষ্ঠ গন্তাহমপি [3]চ স্বয়ম্ ॥ ১৫ ॥
মমাপি ত্বং সুদয়িতঃ প্রাণেভ্যোঽপি বিশেষতঃ ।
অবশ্যং করণীয়ঞ্চ রাজ্যস্য পরিপালনম্ ॥ ১৬ ॥
তস্মাদ্বসেহ কাকুৎস্থ পঞ্চরাত্রং ময়া সহ ।
[4]ঊৰ্দ্ধং গন্তাসি স্বপুরীং সভৃত্যবলবাহনঃ ॥ ১৭ ॥
[5]রামস্যৈবংবিধৈর্ব্বাক্যৈর্ধর্ম্মযুক্তৈঃ সুভাষিতৈঃ ।
শত্রুঘ্নো দীনয়া বাচা বাঢ়মিত্যে[6]ব সোঽব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥
[7]স পঞ্চরাত্রং কাকুৎস্থো রামস্যাজ্ঞাচিকীর্ষয়া ।
[8]উষিত্বা পরমেষ্বাসো গমনায়োপচক্রমে ॥ ১৯ ॥

১৫ । লো টী । স্বয়ং ময়া চ ময়াপি । 'গন্তাহমপি চ স্বয়'মিতি বা পাঠঃ ।

নরশ্রেষ্ঠ বীর, মধ্যে মধ্যে আমাকে দর্শন করিবার জন্য অযোধ্যায় আগমন করিবে এবং আমিও স্বয়ং গমন করিব ॥ ১৫ ॥

আমারও তুমি প্রাণ অপেক্ষাও অত্যধিক প্রিয় ; কিন্তু রাজ্যপালন করাও অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ১৬ ॥

সুতরাং কাকুৎস্থ, আমার সহিত অযোধ্যায় পঞ্চরাত্র বাস করিয়া পরে সৈন্য, ভৃত্য এবং বাহনের সহিত স্বীয় পুরীতে গমন করিবে ॥ ১৭ ॥

শত্রুঘ্ন রামচন্দ্রের এইরূপ ধর্ম্মার্থযুক্ত মধুর বাক্যে [প্রীত হইয়া] করুণ স্বরে 'যে আজ্ঞা' এই কথা বলিলেন ॥ ১৮ ॥

সেই কাকুৎস্থ শত্রুঘ্ন রামচন্দ্রের আদেশ পালনেচ্ছায় পঞ্চরাত্র তথায় বাস করিয়া বিশাল ধনুক ধারণ করত গমন করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ১৯ ॥

---

১ । ছ 'চ ধর্ম্মজ্ঞ ত্বং মামত্রাবলোকয়' । ২ । ছ 'আগচ্ছেস্ত্বং নরব্যাঘ্র' । ৩ । ছ 'বা' । ৪ । ছ 'ততো' । ৫ । ছ 'রামস্য বচনং শ্রুত্বা ধর্ম্মযুক্তং সুভাষিতম্' । ৬ । ছ '-ত্যাহ সাঞ্জলিঃ' । ৭ । ছ 'পঞ্চরাত্রন্তু শত্রুঘ্নো রাঘবস্য যথাজ্ঞয়া' । ৮ । ছ 'তত্রোষিত্বা মহাবাহুর্গ-' ।

আমন্ত্র্য[১] তু মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্ ।

ভরতং[২] লক্ষ্মণঞ্চৈব মাতরশ্চৈব সর্ব্বশঃ ॥ ২০ ॥

প্রণম্য বিধিবদ্বীরস্তাভিশ্চৈবাভিনন্দিতঃ ।

আরুরোহ রথং শ্রীমান্ নানারত্ন[৩]বিভূষিতম্ ॥ ২১ ॥

[৪]স দূরানুগতো বীরো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা ।

ভরতেন চ শত্রুঘ্নো জগাম মধুরাং পুরীম্ ॥ ২২ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে শত্রুঘ্নগমনং নাম
অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৮ ॥

২০ । লো-টী । সর্ব্বশঃ সর্ব্বা মাতরো মাতৃঃ ।
[লো-টী ।] অদূরমধ্বানমিতো গতঃ সন্ তৌ নিবর্ত্ত্য ।
শত্রুঘ্নপ্রস্থাপনম্ ॥ ৭৮ ॥

বীর শ্রীমান্ শত্রুঘ্ন সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ এবং সকল মাতৃগণকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া নানারত্ন-পরিশোভিত রথে আরোহণ করিলেন ॥ ২০-২১ ॥

মহাত্মা লক্ষ্মণ এবং ভরতকর্ত্তৃক বহুদূর পর্য্যন্ত অনুসৃত হইয়া সেই বীর শত্রুঘ্ন মধুরাপুরীতে গমন করিলেন ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শত্রুঘ্নপ্রস্থাপন নামক
৭৮তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

১ । ছ 'তং মহারাজং' । ২ । ছ 'লক্ষ্মণং ভরতঞ্চোভৌ' । ৩ । ছ '-রত্নোপশোভিতম্' । ৪ । অস্য শ্লোকস্য স্থানে ছ 'স লক্ষ্মণেনানুগতো মহাবলো হৃষ্টপ্রতস্থে ভরতেন চৈব হি । অদূরমধ্বানমতো নিবর্ত্ত্য তৌ প্রযোঃ পুরং তৎ স যযৌ মহাবলঃ' । ইতি পাঠঃ ।

(৭৯) একোনাশীতিতমঃ সর্গঃ

প্রস্থাপ্য [1]স তু শত্রুঘ্নং [2]ভ্রাতৃভ্যাং সহ রাঘবঃ।
প্রমুমোদ সুখী রাজ্যং [3]ধর্ম্মেণ পরিপালয়ন্ ॥ ১ ॥
[4]ততঃ কতিপয়াহঃসু বৃদ্ধো জানপদো দ্বিজঃ।
বালং শবমুপাদায় রাজদ্বারমুপাগমৎ ॥ ২ ॥
রুদন্ বহুবিধা বাচঃ স্নেহাক্ষরসমন্বিতাঃ।
[5]অসকৃৎ পুত্র পুত্রেতি বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৩ ॥
কিন্নু মে দুষ্কৃতং কর্ম্ম পুরা দেহান্তরে কৃতম্।
যদহং [6]পুত্রমেকং ত্বাং পশ্যামি নিধনং গতম্ ॥ ৪ ॥
অপ্রাপ্তযৌবনং বালং পঞ্চবর্ষক[7]মেব চ।
অকালে কালমাপন্নং [8]মম দুঃখায় পুত্রক ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। কতিপয়াহস্তু অনন্তরমিতি বোধ্যম্। জানপদো জনপদস্থঃ।
৫। লো-টী। মম দুঃখায় দুঃখং মরণদুঃখং কর্ত্তৃপদম্ আপন্নং প্রাপ্তম্। 'অপ্রাপ্তযৌবনো বালঃ পঞ্চবর্ষসমন্বিতঃ। অকালে কালমাপন্ন'মিতি পাঠে কালং মৃত্যুম্।

রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে পাঠাইয়া দিয়া ভরত এবং লক্ষ্মণের সহিত ধর্ম্মানুসারে সুখে রাজ্য পালন করত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

অনন্তর কতিপয় দিন অতীত হইলে জনপদবাসী একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটী বালকের মৃতদেহ গ্রহণ করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন ॥ ২ ॥

সেই ব্রাহ্মণ স্নেহপূর্ণবাক্যে বহুবিধ বিলাপ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ 'পুত্র পুত্র!' বলিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন—॥ ৩ ॥

আমি পূর্ব্বজন্মে কি দুষ্কার্য্য করিয়াছি যে, একমাত্র পুত্র তোমাকে মৃত্যুপ্রাপ্ত দেখিতেছি ॥ ৪ ॥

বৎস, পঞ্চবর্ষবয়স্ক অপ্রাপ্তযৌবন বালক তোমাকে আমার দুঃখের নিমিত্তই

১। ছ 'তু স শত্রুঘ্নং'। ২। ছ '-ভিঃ'। ৩। ছ 'প্রতি-'। ৪। ছ '-হস্তু'। ৫। ছ ইদমর্দ্ধং নাস্তি'। ৬। ছ 'পুত্র বালং'। ৭। ছ 'হি'। ৮। ছ 'দুঃখায় মম'।

অল্পৈরহোভির্নিধনং গমিষ্যামি ন সংশয়ঃ।

অহঞ্চ জননী চৈব তব শোকেন পুত্রক ॥ ৬ ॥

ন স্মরাম্যনৃতং কিঞ্চিন্ন চ হিংসাং [১]কথঞ্চন।

সর্ব্বেষাং প্রাণিনাঞ্চাপি পীড়াং নৈব স্মরাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

[২]কেনায়ং [৩]দুষ্কৃতেনাদ্য বাল এব মমাত্মজঃ।

অকৃত্বা পিতৃকার্য্যাণি [৪]নীতো বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ৮ ॥

নেদৃশং দৃষ্টপূর্ব্বং মে শ্রুতং বা [৫]ঘোরদর্শনম্।

[৬]মৃত্যুরপ্রাপ্তকালানাং রামস্য বিষয়ে যথা ॥ ৯ ॥

রামস্য দুষ্কৃতং [৭]কিঞ্চিন্মহদস্তি ন সংশয়ঃ।

তথা হি বিষয়স্থানাং বালানাং মৃত্যুরাগতঃ ॥ ১০ ॥

৮। লো-টী। বালকস্ত্বং নীতঃ নিতরাম্ ইতো গতঃ। 'গত' ইতি বা পাঠঃ।

১০। লো-টী। তথাহি জানীহি অতএব বা।

অকালে কালপ্রাপ্ত দেখিতেছি ॥ ৫ ॥

পুত্র, আমি এবং তোমার জননী তোমার শোকে অল্পদিন মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইব, এবিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৬ ॥

আমি কোন মিথ্যাকথা বলিয়াছি অথবা কোনরূপ হিংসা করিয়াছি বলিয়াও স্মরণ হয় না। সমস্ত প্রাণীর মধ্যে কোন প্রাণীকে পীড়া দিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না ॥ ৭ ॥

কোন্ পাপে আজ আমার এই পুত্র পিতৃকার্য্য না করিয়া বাল্যকালেই যমালয়ে গমন করিল ॥ ৮ ॥

রামের রাজ্যে লোকের যেরূপ অকালে মৃত্যু হইতেছে, এইরূপ ভয়ঙ্কর দৃশ্য পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই ॥ ৯ ॥

রামচন্দ্রের কোন মহৎ পাপ আছে এবিষয়ে সন্দেহ নাই; কারণ, [সেই পাপেই] রাজ্যস্থ বালকের মৃত্যু হইয়াছে ॥ ১০ ॥

১। ছ 'স্মরাম্যহম্'। অতঃ পরং শ্লোকার্দ্ধং নাস্তি। ২। ছ 'কেন মে'। ৩। ছ '-ন ত্বং মৃতঃ পুত্রাত্ত বালকঃ'। ৪। ছ 'গতো'। ৫। '-সংহিতম্'। ৬। ছ '-বরসাং'। ৭। 'ছ কর্ম্ম মহ-'।

রাজ্ঞো বৈ[১] দুষ্কৃতেনৈবম[২]কালে ম্রিয়তে জনঃ।
দুর্ভিক্ষং বা সুভিক্ষং বা রাজ্ঞঃ কর্ম্মবিপাকজম্ ॥ ১১ ॥
ন রাজা জীবয়েদেনং বালং মৃত্যুবশং গতম্।
রাজদ্বারি মরিষ্যেঽহং পত্ন্যা সার্দ্ধমনাথবৎ ॥ ১২ ॥
ব্রহ্মহত্যাং[৩] ততো রামঃ সমুপেত্য সুখী ভবেৎ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রাজা দীর্ঘমায়ুর[৪]বাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩ ॥
উষিতাঃ স্ম সুখং রাজ্যে রাজ্ঞো দশরথস্য হ।
[৫]রামস্য বিষয়স্থানাং নাস্ত্যল্পমপি নঃ সুখম্ ॥ ১৪ ॥
সম্প্রত্যনাথো বিষয় ইক্ষ্বাকূণাং মহাত্মনাম্।
রামং নাথম[৬]নুপ্রাপ্য বালান্তকরণং নৃপম্ ॥ ১৫ ॥

১১। লো-টী। কর্ম্মবিপাকজম্ রাজ্ঞঃ শুভাশুভকর্ম্মণোর্বিপাকজং ফলম্।
১৩। লো-টী। দীর্ঘমায়ুরিত্যাক্ষেপঃ।

রাজার পাপেই লোক এইরূপ অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, দুর্ভিক্ষ অথবা সুভিক্ষ রাজারই কর্ম্মফল ॥ ১১ ॥

কাল-কবলিত এই বালককে যদি রাজা জীবিত না করেন, তবে আমি সস্ত্রীক অনাথের ন্যায় রাজদ্বারে প্রাণত্যাগ করিব ॥ ১২ ॥

তাহাতে মহারাজ রামচন্দ্র ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়া সুখী হইবেন এবং ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘজীবন লাভ করিবেন ॥ ১৩ ॥

রাজা দশরথের রাজ্যে আমরা সুখে বাস করিয়াছি, রামের রাজ্যে বাস করিয়া আমাদের কিঞ্চিৎমাত্রও সুখ হইল না ॥ ১৪ ॥

মহাত্মা ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের রাজ্য বালকের প্রাণান্তকর নৃপতি রামচন্দ্রকে

১। ছ 'হি'। ২। ছ '-ব হ্য-'। ৩। ছ 'সমুৎপান্ত ততো রামঃ'। ৪। ক '-য়ুরবা-'। ৫। ছ 'রামং নৃপতিমাসাদ্য জাতাঃ সংপ্রতি দুঃখিতাঃ'। ৬। ছ '-মিহাসাদ্য'।

রাজদোষৈর্ব্বিপদ্যন্তে প্রজাঃ সম্যগপালিতাঃ।
অসদ্বৃত্তে হি নৃপতাবকালে ম্রিয়তে জনঃ ॥ ১৬ ॥

যদা পুরেষ্বযুক্তানি[১] জনা জনপদেষু চ।
কুর্ব্বতে ন চ রক্ষাস্তি[২] তদা[৩] মৃত্যুকৃতং ভয়ম্ ॥ ১৭ ॥

সুব্যক্তং রাজদোষো হি ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
পুরে জনপদে বাপি[৪] তথা[৫] বালবধো হ্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥

[৬]এবং বহুবিধৈর্ব্বাক্যৈর্নিন্দমথ মুহুর্মুহুঃ।
স দ্বিজো দুঃখসন্তপ্তঃ সুতং তমুপগূহতি ॥ ১৯ ॥

১৭। লো-টী। অযুক্তানি বেদবিরুদ্ধানি কর্ম্মাণি, অকালকৃতং ভয়ম্।

১৮। লো-টী। অয়ং মে মম বালবধো রাজদোষেণ সুব্যক্তং স্ফুটং যথা জাতঃ, তথা পুরে জনপদেঽপি যো বালবধঃ সোঽপি।

প্রভু পাইয়া বর্ত্তমানে প্রভুহীন হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

উত্তমরূপে রক্ষিত না হইলে প্রজাসমূহ রাজার দোষেই বিপন্ন হয়, রাজা অসাধুচরিত্র হইলে লোকে অকালে পরলোকে গমন করে ॥ ১৬ ॥

যখন নগরে বা জনপদে লোকসকল অন্যায় কার্য্য করে এবং কোনরূপ রক্ষার ব্যবস্থা থাকে না, তখনই [অকালে] মৃত্যুভয় উপস্থিত হয় ॥ ১৭ ॥

সুতরাং নগরে অথবা জনপদে অবশ্যই রাজার কোন অন্যায় হইতেছে, সেইজন্যই এই শিশুমৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

এতাদৃশ বহুবিধ বাক্যদ্বারা পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিতে করিতে শোকসন্তপ্ত সেই ব্রাহ্মণ পুত্রকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

১। ছ '-ষু যুক্তা হি'। ২। ছ 'রক্ষান্ত'। ৩। 'কালকৃতং'। ৪। ছ 'চৈব'। ৫। ছ 'যথা'। ৬। ছ অয়ং শ্লোকো নাস্তি।

১

ব্রাহ্মণ্যা ব্রাহ্মণঃ সার্দ্ধং পুত্রং ক্রোড়েন ধারয়ন্।

তত্রৈবোপাবিশদ্ ভূমৌ রাজদ্বারি সুদুঃখিতঃ ॥ ২০ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ব্রাহ্মণপরিদেবনং নাম
একোনাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৭৯ ॥

[লো-টী।] সংতুস্থ ব্যথাং জনয়িত্বা 'আক্ষিপ্য'। ইতি বা পাঠঃ।
ব্রাহ্মণপ্ররোদনম্ ॥ ৭৯ ॥

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর সহিত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া সেই রাজদ্বারে ভূতলে উপবেশন করিলেন ॥ ২০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ব্রাহ্মণপরিদেবন-নামক
৭৯তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

১। ছ অস্য শ্লোকস্য স্থানে 'এবং দ্বিজো বহুবিধৈঃ করুণৈস্তদার্ত্তীং বাক্যৈঃ সুদুঃখপরিতপ্তমনা নৃপেন্দ্রম্। সন্তপ্ত বালমৃতপুত্র রুরোদ দুঃখাৎ শুশ্রাব চৈব নৃপতিঃ পরিদেবিতং তৎ'। ইতি পাঠঃ।

(৮০) অশীতিতমঃ সর্গঃ

তথাতিকরুণং তস্য দ্বিজস্য পরিদেবিতম্ ।
[1]শুশ্রাব রাঘবঃ সর্ব্বং [2]দুঃখশোকসমন্বিতম্ ॥ ১ ॥
[3]স দুঃখেন চ সন্তপ্তো [4]মন্ত্রিণস্তানুপাহ্বয়ৎ ।
পুরোধসমুপাধ্যায়ং জ্ঞাতীংশ্চ সহ নৈগমৈঃ ॥ ২ ॥
[5]ততো দ্বিজা বশিষ্ঠেন সার্দ্ধমষ্টৌ প্রবেশিতাঃ ।
রাজানং দেবসঙ্কাশং [6]বর্দ্ধস্বেতি ততোঽব্রুবন্ ॥ ৩ ॥
মার্কণ্ডেয়োঽথ মৌদ্গল্যো [7]বামদেবশ্চ কাশ্যপঃ ।
কাত্যায়নোঽথ জাবালির্গৌতমো নারদস্তথা ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। তথেতি তৎপ্রকারকং পরিদেবিতং রোদনং করুণং শ্রোতুঃ করুণাসম্পাদকম্, ক্রিয়াবিশেষণং বা ।

২। লো-টী। সর্ব্বানাহূয় মন্ত্রিণঃ ইতি। এতানাহূয় মার্কণ্ডেয়াদীনষ্টৌ আনয়েত্যুবাচেতি শেষঃ। 'মন্ত্রিণঃ সমুপানয়দি'তি ক্বচিৎ পাঠঃ ।

রামচন্দ্র সেই ব্রাহ্মণের দুঃখশোক-মিশ্রিত তাদৃশ অতিশয় করুণ বিলাপ শ্রবণ করিলেন ॥ ১ ॥

তিনি দুঃখ-সন্তপ্ত হইয়া মন্ত্রী, পুরোহিত, উপাধ্যায় এবং পৌরগণের সহিত জ্ঞাতিগণকে সমীপে আহ্বান করিলেন ॥ ২ ॥

অনন্তর মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, জাবালি, গৌতম, নারদ এই আটজন ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের সহিত [রাজসভায়] প্রবেশ করিয়া দেব-তুল্য মহারাজ রামকে 'বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউন' এই কথা বলিলেন ॥ ৩-৪ ॥

১। ছ 'সংক্রুত্য'। ২। ছ '-তঃ'। ৩। ছ 'স তু দুঃখেন'। ৪। ছ '-ণঃ সমুপানয়ৎ'। ৫। ছ 'ততো বশিষ্ঠপ্রমুখা ঋষয়োঽষ্টৌ প্রবিশ্য তম্'। ৬। ছ 'বর্দ্ধয়ামাহুরাশিষা'। ৭। ছ '-ষঃ সকাশ্যপঃ'।

এতে দ্বিজর্ষভাঃ সর্ব্বে [১]আসনেষূপবেশিতাঃ।
[২]মন্ত্রিণো নৈগমাশ্চৈব যথার্হমনুকূলিতাঃ ॥ ৫ ॥
[৩]তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্ব্বেষাং দীপ্ততেজসাম্।
[৪]রাঘবঃ সর্ব্বমাচষ্টে ব্রাহ্মণস্য প্ররোদনম্ ॥ ৬ ॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজ্ঞো দীনস্য নারদঃ।
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যমৃষীণাং সন্নিধৌ [৫]তদা ॥ ৭ ॥
[৬]শৃণু রাম যথাকালে প্রাপ্তোঽয়ং বালসংক্ষয়ঃ।
শ্রুত্বা চৈব প্রতীকারং কুরুষ্ব রঘুনন্দন ॥ ৮ ॥
পুরা কৃতযুগে রাম [৭]ব্রহ্ম সর্ব্বমনুত্তমম্।
[৮]অব্রাহ্মণো ন বৈ কশ্চিদতপাশ্চ ন বিদ্যতে ॥ ৯ ॥

৮। লো-টী। যথাকালে অকালে।

৯। লো টী। ব্রাহ্মণা বৈ ব্রাহ্মণা এব। 'ব্রহ্ম সর্ব্বমনুত্তম'মিতি পাঠে ব্রহ্ম ব্রাহ্মণঃ অনুত্তমম্ অত্যুত্তমম্। অব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ঃ কদাচন কদাপি। 'অব্রাহ্মণো ন বৈ কশ্চি'দিতি প্রায়োবাদঃ, ব্রাহ্মণা এব প্রায়ঃ ইতি তদ্ব্যাখ্যানম্।

রামচন্দ্র এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে আসনে উপবেশন করাইয়া মন্ত্রী এবং পুরবাসিগণের যথাযোগ্য সৎকার করিলেন ॥ ৫ ॥

উপবিষ্ট দীপ্ততেজাঃ সেই সকল ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে রামচন্দ্র ব্রাহ্মণের রোদনের বিষয় সমস্ত বলিলেন ॥ ৬ ॥

দুঃখিত রাজা রামচন্দ্রের সেই কথা শ্রবণ করিয়া নারদ ঋষিদিগের সমীপে শুভাবহ প্রত্যুত্তর করিলেন ॥ ৭ ॥

রঘুনন্দন রাম, এই বালক যেজন্য অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তাহা শ্রবণ করুন এবং শ্রবণ করিয়া প্রতিকার করুন ॥ ৮ ॥

রাম, পুরাকালে সত্যযুগে সকলেই [প্রায়] ব্রাহ্মণ এবং উৎকৃষ্ট ছিলেন, কেহই

১। ছ 'তত্র বৈ সমুপাগতাঃ'। ২। ছ 'ততো রাজা তু তান্ সর্ব্বান্ যথার্হমুপবেশয়ৎ'। ৩। ছ 'রাঘবো'। ৪। ছ 'আচচক্ষেঽথ তৎ সর্ব্বং'। ৫। ছ 'নৃপম্'। ৬। ছ '-প্তবান্ বালকঃ ক্ষয়ম্'। ৭। ছ 'ব্রাহ্মণা বৈ তপস্বিনঃ'। ৮। এতদর্দ্ধস্থ স্থানে ছ 'অব্রাহ্মণস্তদা রাজন্ ন তপস্বী কদাচন। অমৃত্যবস্তদা মর্ত্ত্যা জায়ন্তে দীর্ঘজীবিনঃ'। ইতি পাঠঃ।

তস্মিন্ যুগে প্রজ্বলিতে[১] ব্রহ্মভূতে হ্যনাপদি।
অমৃত্যবো[২] দ্বিজাঃ সর্ব্বে জায়ন্তে বিগতাময়াঃ ॥ ১০ ॥
ততস্ত্রেতাযুগং[৩] নাম মানবানাং বপুষ্মতাম্[৪]।
ক্ষত্রিয়াস্তত্র জায়ন্তে তীব্রেণ তপসান্বিতাঃ ॥ ১১ ॥
বীর্য্যেণ তপসা চৈব তেঽধিকাঃ[৫] পূর্ব্বজন্মনঃ।
মানবা যে মহাত্মানস্তস্মিংস্ত্রেতাযুগেঽভবন্ ॥ ১২ ॥

১০। লো-টী। তদা কৃতযুগে অমৃত্যবঃ নাকালমৃত্যবঃ। 'দীর্ঘজীবিন' ইতি পাঠঃ। 'বিগতাময়া' ইতি পাঠে বিগতরোগাঃ। প্রজ্বলিতে তপসা প্রকাশিতে ব্রহ্মভূতে ব্রাহ্মণব্যাপ্তে অনাপদি ন বিদ্যতেঽধর্ম্মরূপা বিপদ্ যস্মিন্ তস্মিন্। 'তদা কৃতে' ইতি বা পাঠঃ।

১১। লো-টী। 'ততোঽভবদি'তি পাঠঃ। কচিচ্চ 'মানবানাং ধনুষ্মতামিতি' পাঠে ধনুষ্মতাং ক্ষত্রিয়াণাম্।

১২। লো-টী। পূর্ব্বজন্মনো ব্রাহ্মণাৎ তে ক্ষত্রিয়াঃ। 'তেঽধিকা রঘুনন্দন' ইতি বা পাঠঃ।

অব্রাহ্মণ অথবা তপস্যাহীন ছিলেন না ॥ ৯ ॥

তপঃসমুজ্জ্বল ব্রাহ্মণপ্রধান [অধর্ম্মরূপ] বিপদ্‌রহিত সেই সত্যযুগে ব্রাহ্মণগণ নীরোগ এবং অমর হইতেন ॥ ১০ ॥

অনন্তর ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইল ; সে যুগে মনুষ্যগণ দৈহিক উৎকর্ষ লাভ করিল, তীব্রতপস্যাযুক্ত ক্ষত্রিয়গণ প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ১১ ॥

সেই ত্রেতাযুগে যে সকল মহাত্মা মানবগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্বজাত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা বীর্য্য এবং তপস্যায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন ॥ ১২ ॥

১। ছ 'প্রজ্বলিতে রাম'। ২। ছ ইদমর্দ্ধং নাস্তি। ৩। ছ 'গতে ত্রেতা-'। ৪। ছ 'ততোঽভবৎ'। ৫। ছ 'রঘুনন্দন'।

[১]ব্রহ্মক্ষত্রস্তু তৎ সর্ব্বং যৎ পূর্ব্বমপরঞ্চ যৎ।
যুগয়োরুভয়োরাসীৎ সমবীর্য্য[২]সমন্বিতম্ ॥ ১৩ ॥
অপশ্যন্তো[৩] হি বীর্য্যেণ বিশেষ[৪]মধিকং তথা।
[৫]স্থাপনং চক্রিরে সর্ব্বে চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য[৬] রাঘব ॥ ১৪ ॥
[৭]তস্মিন্ যুগে প্রজ্বলিতে ধর্ম্মভূতে হ্যনাবৃতে।
[৮]অধর্ম্মঃ পাদমেকস্তু পাতয়ৎ[৯] পৃথিবীতলে ॥ ১৫ ॥

১৩। লো-টী। কেষাঞ্চিৎ সত্যযুগেঽপি ক্ষত্রিয়স্য তপোঽস্তীতি মতম্, তদাহ—ব্রহ্মেতি। যৎ ব্রহ্ম ব্রাহ্মণঃ নপুংসকত্বমার্ষম্, যচ্চ ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়ঃ তৎ সর্ব্বং পরং কেবলং তপঃপূর্ব্বং তপ এব পূর্ব্বং প্রথমং কৃত্যং যস্য তৎ, যুগয়োঃ সত্যত্রেতাযুগয়োঃ আসীৎ অতস্তদা উভয়োর্ব্রহ্মক্ষত্রয়োঃ। হে রাম। 'বীর্য্যং তপোঽন্বিত'মিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

১৪। লো-টী। চত্বারো বর্ণাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং তস্য।

১৫। লো-টী। অধর্ম্মম্ অধর্ম্মজনকম্। একং পাদমনৃতাখ্যম্। 'অধর্ম্ম' ইতি পাঠে পপাত পাতয়ামাস। ক্বচিত্তু 'পাতয়ন্ পৃথিবীতল' ইতি পাঠঃ।

সেই উভয় যুগেই সেই পূর্ব্ববর্ত্তী [ব্রাহ্মণগণ] এবং পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ সকলেই সমানবীর্য্য-সম্পন্ন ছিলেন ॥ ১৩ ॥

হে রাঘব, বীর্য্যবত্তায় [কাহারও কোনরূপ] বৈশিষ্ট্য বা আধিক্য না দেখিয়া সকলে চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রবর্ত্তন করিলেন ॥ ১৪ ॥

ধর্ম্মবহুল পাপরহিত [ধর্ম্মদ্বারা] সমুজ্জ্বল সেই ত্রেতাযুগে [মিথ্যা, হিংসা, অসন্তোষ এবং যুদ্ধরূপ পাদচতুষ্টয়াত্মক] অধর্ম্ম পৃথিবীতে একপাদ প্রবর্ত্তিত করিল ॥ ১৫ ॥

১। ছ '-ঞ্চ'। ২। ছ '-তপোঽন্বিতম্'। ৩। ছ '-স্তস্ত তে পূর্ব্বং'। ৪। ছ 'ততঃ'। ৫। ছ 'স্থাপয়াঞ্চক্রিরে'। ৬। ছ '-র্ণ্যঞ্চ নিত্যশঃ'। ৭। ছ ইদমর্দ্ধং নাস্তি'। ৮। ছ '-র্ম্মপাদ-'। ৯। ছ অতঃ পরং 'অনৃতং পাতয়িত্বা সঃ ধর্ম্মপাদং ব্যনাশয়ৎ। ততঃ প্রাদুরভূবন্ ণামায়ুষঃ পরিনিশ্চয়ঃ॥ অধর্ম্মেণ তু সংযুক্তা মন্দাত্মা-নোঽভবন্ নৃপাঃ। তথাপ্যধর্ম্মে পতিতে মহাত্মানো যুগে তদা'। ইত্যধিকম্।

১
অধর্ম্মেণ তু সংযুক্তাস্তেজোমন্দাস্তদা হি তে।

শুভান্যেবাচরন্ লোকাঃ সত্যধর্ম্মপুরস্কৃতাঃ ॥ ১৬ ॥

ত্রেতাযুগে পুনর্ব্বৃত্তে ব্রহ্মক্ষত্রমনুত্তমম্।

২
তপস্তেপে মহাভাগ শুশ্রূষাং চেতরো জনঃ ॥ ১৭ ॥

অধর্ম্মঃ পরমস্তেষাং বৈশ্যশূদ্রমথাবিশৎ।

যৎ পূর্ব্বং সর্ব্ববর্ণেষু ব্রহ্মক্ষত্রমজায়ত ॥ ১৮ ॥

১৬। লো-টী। অধর্ম্মেণ অনৃতেন, তেজো মন্দং স্বল্পং যেষাং তে।

[লো-টী।] পূর্ব্বেষু পূর্ব্বজেষু ব্রাহ্মণেষু বলং তপোবলং কর্ম্মপদং ভৃশমত্যর্থম্ অবিসহ্যম্ অন্যৈঃ কর্ত্তুমশক্যম্ অনৃতং কর্তৃপদম্ সম্ভৃতং ব্যাপ্তম্। কিন্তু তমনৃতং সরজস্কং রজোগুণসহিতং রজসা গুণেনানৃতং ন তপোঽভিভূতমিত্যর্থঃ। অনৃতং অনৃতস্য তুর্য্যাংশরূপঃ পাদং ধর্ম্মপাদং তপসস্তুর্য্যাংশম্ অনাশয়দধর্ম্ম ইতি শেষঃ। 'অধর্ম্মং পাতয়িত্বা চ ধর্ম্মপাদং ব্যনাশয়দি'তি পাঠে অধর্ম্মমধর্ম্মপাদমনৃতং পূর্ব্বং যদায়ুঃ তস্য পরিনিষ্ঠিতং পরিমিতং প্রাদুষ্করোৎ প্রাদুরকরোৎ ইতি সর্ব্বজ্ঞঃ। 'ততঃ প্রাদুরভূৎ পূর্ব্বমায়ুষঃ পরিনিশ্চয়' ইতি পাঠে পরিনিশ্চয়ঃ পরিমাণম্। অধর্ম্মে অধর্ম্মপাদে অনৃতে পতিতে সত্যপি তথাপি যে মহাত্মানঃ তে সত্যস্য ধর্ম্মপাদস্য পুরস্কৃতাঃ সন্তঃ।

১৭। লো-টী। উক্তমুপসংহরতি ত্রেতাযুগ ইতি। হে মহাভাগ, যৎ ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ অজায়ত তদেব তপস্তেপে ইত্যন্বয়ঃ।

১৮। লো-টী। ন বিদ্যতে ধর্ম্মো যস্মাৎ সোঽধর্ম্মঃ তেষাং ব্রহ্মক্ষত্রাণাং তপোরূপঃ পরমো ধর্ম্মঃ বৈশ্যং শূদ্রঞ্চাবিশৎ দ্বাপরে কলাবপি শেষঃ।

তখন [একপাদ] অধর্ম্মসংযুক্ত হওয়ায় লোকসকলের তেজ মন্দীভূত হইলেও তাঁহারা সত্যধর্ম্মপরায়ণ হইয়া শুভকর্ম্মই আচরণ করিতেন ॥ ১৬ ॥

হে মহাভাগ, ত্রেতাযুগ আরম্ভ হইলে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ উত্তমরূপে তপস্যা করিতে লাগিলেন এবং অপর ব্যক্তিগণ শুশ্রূষা করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

তন্মধ্যে বৈশ্য এবং শূদ্রের মধ্যেই অত্যন্ত অধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইল। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সর্ব্ববর্ণের মধ্যে প্রথমেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

১। ছ ইদমর্দ্ধং নাস্তি। ২। ছ '-ষাঞ্চ পরে জনাঃ'।

১
এবং নিরন্তরে তেষামদ্ভুতং তদভূৎ পুরা।
ততঃ প্রভৃতি সন্তাপমাজহার নরর্ষভ ॥ ১৯ ॥
পাদং তস্মাদধর্ম্মস্য দ্বিতীয়ং সমপদ্যত।
অথান্যং দ্বাপরং নাম ততো যুগমজায়ত ॥ ২০ ॥
২
তস্মিন্ দ্বাপরসংজ্ঞে তু বর্ত্তমানে যুগে নৃপ।
৩
অধর্ম্মশ্চানৃতঞ্চৈব বর্দ্ধতে পুরুষর্ষভ ॥ ২১ ॥
ততো দ্বাপরমধ্যেঽস্মিংস্তপো বৈশ্যানুপাবিশৎ।
৪
যুগে তৃতীয়ে ত্রৈবর্ণ্যং ধর্ম্মে সম্প্রতি বর্ত্ততে * ॥ ২২ ॥

[লো-টী।] বৈশ্যশূদ্রয়োঃ কর্ম্মাহ—পূজামিতি। পূজাং সেবাম্। কুতঃ? যদ্ যস্মাৎ সর্ব্ববর্ণেষু মধ্যে পূর্ব্বমজায়ত।

১৯। লো-টী। এবং নিরন্তরে তপঃকরণস্য ছিদ্রাভাবে সতি তত্তপঃ অদ্ভুতমভূৎ। 'নিরন্তর'মিতি বা পাঠঃ। এষাং ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিশাং যত্তপোঽবং ততঃ প্রভৃতি তথাপি অধর্ম্মাংশঃ সন্তাপং দুঃখং আজহার জনয়ামাস। 'অনৃতমভবৎ পুরা' ইতি পাঠে এবং নিরন্তরে তপস—শ্ছিদ্রাভাবেঽপি সতি অনৃতমভবৎ প্রাদুরভূৎ স্বাধিকারাৎ।

২০-২১। লো-টী। দ্বিতীয়ঃ পাদোঽহঙ্কারঃ যুগস্য ত্রেতাযুগস্য ক্ষয়ো যস্মিন্ তস্মিন্। অধর্ম্মঃ অধর্ম্মপাদোঽহঙ্কারঃ।

২২। লো-টী। 'যুগে তৃতীয়ে' ইতি বা পাঠঃ। ধর্ম্মং তপোরূপং যদ্ যস্মাৎ ত্রৈবর্ণ্যং প্রতি লক্ষীকৃত্য তিষ্ঠতি অতঃ উগ্রং ধর্ম্মং কর্ত্তুং 'ধর্ম্মমস্মিন্ মহীপতে' ইতি পাঠে অস্মিন্ যুগত্রয়ে।

হে নরবর, এইরূপে তাঁহাদের কোন ছিদ্র না থাকিলেও [অধর্ম্মপ্রভাবে] অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল—সেই সময় হইতে তাঁহাদিগের দুঃখ হইতে লাগিল ॥ ১৮-১৯ ॥

তার পর অধর্ম্মের দ্বিতীয়পাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং তাহাতে দ্বাপর নামে অপর যুগ আবির্ভূত হইয়াছে ॥ ২০ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারাজ, বর্ত্তমানে সেই দ্বাপরনামক যুগের প্রবৃত্তিকালে অধর্ম্ম এবং অসত্য বৃদ্ধি পাইতেছে ॥ ২১ ॥

তার পর এই দ্বাপরযুগের মধ্যেই বৈশ্যদিগের মধ্যে তপস্যা প্রবেশ লাভ

১। ১৯-২০শ্লোকয়োঃ স্থানে ছ 'পূজাঞ্চ সর্ব্ববর্ণানাং শূদ্রাশ্চক্রুর্ব্বিশেষতঃ। এতস্মিন্নন্তরে তেষাং অধর্ম্মে চানৃতে চ হ। ততঃ সর্ব্বে ভৃশং ত্রাসমাজগ্মুর্ন্নৃপসত্তম॥ ততঃ পাদমধর্ম্মশ্চ দ্বিতীয়মবতারয়ৎ। ততো দ্বাপরসংজ্ঞাস্য যুগস্য সমজায়ত।' ইতি পাঠঃ। ২। ছ 'ততো'। ৩। ক 'ববৃধে'। ৪। ছ 'তত্রৈব বৈশ্যো ধর্ম্মে প্রবর্ত্ততে'।

* এতেন ত্রেতাযুগস্য শেষভাগে রামস্য প্রাদুর্ভাবঃ, একাদশ বর্ষসহস্রাণি রাজ্যং শাসতস্তস্য দ্বাপরপ্রবৃত্তিপর্য্যন্তং স্থিতিরিতি সম্ভাব্যতে। এবঞ্চ প্রাচাং ব্যাখ্যানেষনার্জ্জবমহেতুকমিতি প্রতিভাতি। তদেতচ্চিন্তনীয়ম্।

ন শূদ্রো লভতে ধর্ম্মং কর্ত্তুমস্মিন্ মহীপতে।
[২] হীনবর্ণো নরশ্রেষ্ঠ তপ্যতে ন হি বৈ তপঃ ॥ ২৩ ॥
[৩] ভাবিনী শূদ্রযোন্যাং তু তপশ্চর্য্যা কলৌ যুগে।
অধর্ম্মশ্চ মহারাজং[৪]স্তদা সম্পৎস্যতে মহান্ ॥ ২৪ ॥
স বৈ [৫] বিষয়পর্য্যন্তে রাজন্ম[৬]গ্রতরং তপঃ।
শূদ্রস্তপ্যতি দুর্ব্বুদ্ধিস্তেন বালবধো নৃপ[৭] ॥ ২৫ ॥
যো হ্যধর্ম্মমকার্য্যং বা বিষয়ে পার্থিবস্য বৈ[৮]।
কুরুতে রাজশার্দ্দূল পুরে বা দুর্ম্মতির্নরঃ ॥ ২৬ ॥

২৪। লো-টী। 'ভাবিনী'ত্যাদিপাঠঃ। 'ভবিষ্যে শূদ্রযোনেশ্চ তপস্তপ্যং কলৌ যুগে' ইত্যপি ক্বচিৎ। শূদ্রৈরাচরিতঃ পরমো ধর্ম্মোঽপি অধর্ম্ম এবেতি সর্ব্বজ্ঞঃ। 'অধর্ম্মশ্চ মহারাজ তদা সংপৎস্যতে মহানি'তি পাঠে তদা তস্মিন্ কালে ত্রেতাদৌ।

২৫। লো-টী। বিষয়পর্য্যন্তে বিষয়স্য পরি সর্ব্বতোভাবেন অন্তে মধ্যে। তেন শূদ্রতপসা।

২৬। লো-টী। অধর্ম্মং হিংসাদিকং ধর্ম্মমপি তস্যাকার্য্যম্ অকরণীয়ং বা।

করিয়াছে; সম্প্রতি তৃতীয় যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ই ধর্ম্ম আচরণ করেন ॥ ২২ ॥

নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ, এই যুগে শূদ্র ধর্ম্মাচরণের অধিকার লাভ করে নাই, হীনবর্ণ শূদ্র তপস্যা করিতে পারে না ॥ ২৩ ॥

মহারাজ, [ভবিষ্যতে] কলিযুগে শূদ্রজাতির মধ্যে তপস্যার অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইবে এবং তখন অত্যন্ত অধর্ম্মও সংঘটিত হইবে ॥ ২৪ ॥

মহারাজ, আপনার রাজ্যপ্রান্তে সেই দুষ্টবুদ্ধি শূদ্র উগ্রতর তপস্যা আচরণ করিতেছে এবং সেইজন্যই এই শিশুমৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

হে রাজশার্দ্দূল, যে দুষ্টলোক রাজার রাজ্যে অথবা নগরমধ্যে অধর্ম্ম অথবা

১। ছ 'ন চ শূদ্রো লভেৎ কর্ত্তুং ধর্ম্ম-'। ২। ছ 'নাচরেৎ সুমহত্তপঃ'। ৩। ছ 'ভাবোঽস্য শূদ্রবর্ণস্য'। ৪। ক 'সম্পৎস্যতে'। ৫। ছ 'স্বয়া ন বিজ্ঞাতো'। ৬। ছ '-তপঃ ক্বচিৎ'। ৭। ছ 'হ্যয়ম্'। ৮। ছ 'চ'।

ক্ষিপ্রং স নরকং যাতি স চ রাজা ন সংশয়ঃ।
চতুর্থং হ্যেব[১] পাপস্য ভাগমশ্নাতি পার্থিবঃ ॥ ২৭ ॥
স ত্বং পুরুষশার্দ্দূল বিষয়ং স্বং পরিভ্রম[২]।
দুষ্কৃতং যত্র পশ্যেথাস্তত্র যত্নং সমাচর ॥ ২৮ ॥
এবঞ্চ[৩] ধর্ম্মবৃদ্ধিশ্চ বালায়ুর্ব্বর্দ্ধনং তথা।
ভবিষ্যতি নরব্যাঘ্র বালস্যাস্য চ জীবিতম্ ॥ ২৯ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে নারদবাক্যং নাম
অশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮০ ॥

২৯। লো-টী। বালকস্য জীবিতং বালায়ুর্ব্বর্দ্ধনঞ্চ।

নারদবাক্যম্ ॥ ৮০ ॥

অকার্য্য করে, সেই ব্যক্তি এবং সেই রাজা অচিরেই নরকে গমন করে ইহাতে সন্দেহ নাই, রাজা পাপের একচতুর্থাংশ ফল ভোগ করেন ॥ ২৬-২৭ ॥

হে পুরুষশার্দ্দূল, আপনি স্বীয় রাজ্যে পরিভ্রমণ করুন এবং যেস্থানে দুষ্কার্য্য অবলোকন করিবেন সেইস্থানে তাহা দূর করিবার চেষ্টা করুন ॥ ২৮ ॥

হে নরশার্দ্দূল, তাহা হইলে ধর্ম্মের বৃদ্ধি এবং এই বালকের আয়ুর্ব্বৃদ্ধি ও জীবনলাভ হইবে ॥ ২৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নারদবাক্য-নামক
৮০তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

১। ছ 'চৈব'। ২। ছ 'স্বরাজ্যে মৃগয় বরম্'। ৩। ছ 'এবং তে'।

(৮১) একাশীতিতমঃ সর্গঃ

নারদস্য তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বামৃতময়ং যথা।
প্রহর্ষমতুলং লেভে লক্ষ্মণঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥
গচ্ছ সৌম্য দ্বিজশ্রেষ্ঠং সমাশ্বাসয় লক্ষ্মণ।
বালস্য চ শরীরন্তু তৈলদ্রোণ্যাং নিবেশয় ॥ ২ ॥
গন্ধৈশ্চ পরমোদারৈস্তৈলৈশ্চ[১] সুসুগন্ধিভিঃ।
যথা ন ক্ষীয়তে[২] বালস্তথা সৌম্য বিধীয়তাম্ ॥ ৩ ॥
যথা শরীরং গুপ্তং স্যাদ্বালস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
বিপত্তিঃ পরিভেদো বা ন ভবেচ্চ[৩] তথা কুরু ॥ ৪ ॥
[৪]ইতি সন্দিশ্য কাকুৎস্থো লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।
মনসা পুষ্পকং দধ্যাবাগচ্ছেতি মহাযশাঃ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। পরমোদারৈঃ পরমৈরুত্তমৈঃ উদারৈর্মহদ্ভিঃ।

৪। লো-টী। ন ক্লিষ্টং ক্ষীণং কর্ম্ম প্রারব্ধং যস্য তস্য। বিপত্তির্নাশঃ পূতিগন্ধো বা, পরিভেদঃ খণ্ডখণ্ডতা।

রামচন্দ্র নারদের অমৃততুল্য কথা শুনিয়া অপরিসীম আনন্দ লাভ করিলেন এবং লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন—॥ ১ ॥

সৌম্য লক্ষ্মণ, যাও, ব্রাহ্মণপ্রবরকে আশ্বস্ত কর এবং বালকের দেহ তৈলপূর্ণ পাত্রে স্থাপন কর; উৎকৃষ্ট প্রচুর গন্ধ এবং সুগন্ধি তৈলদ্বারা যাহাতে বালক ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়, তাহার ব্যবস্থা কর ॥ ২-৩ ॥

এই অক্লিষ্টকর্ম্মা বালকের শরীর যাহাতে রক্ষিত হয় এবং নষ্ট অথবা খণ্ডিত না হয়, তাহা কর ॥ ৪ ॥

মহাযশস্বী কাকুৎস্থ রামচন্দ্র শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ করিয়া

১। ছ 'শ্চৈব সুগ-'। ২। ছ 'শীর্য্যতে'। ৩। ছ '-ঘুং'। ৪। ছ 'তথা'।

[১]ইঙ্গিতং তস্য বিজ্ঞায় পুষ্পকো হেমভূষিতঃ।
আজগাম মুহূর্ত্তেন সমীপং রাঘবস্য হ[২] ॥ ৬ ॥
[৩]সোঽব্রবীৎ প্রণতো ভূত্বা অয়মস্মি নরাধিপ।
[৪]ধ্যাতস্ত্বয়া মহাবাহো ততোঽহং সমুপাগতঃ ॥ ৭ ॥
ভাষিতং রুচিরং শ্রুত্বা পুষ্পকস্য নরাধিপঃ।
অভিবাদ্য মহর্ষীং[৫]স্তান্ বিমানং[৬] সোঽধ্যরোহত ॥ ৮ ॥
ধনুর্গৃহীত্বা তূণৌ চ খড়্গঞ্চ রুচিরপ্রভম্।
নিক্ষিপ্য নগরে বীরৌ সৌমিত্রিভরতাবুভৌ ॥ ৯ ॥
[৭]যাতঃ প্রতীচীং স দিশং বিচেতুং রঘুনন্দনঃ।
নাপশ্যৎ তত্র ধর্ম্মাত্মা স্বল্পমপ্যথ দুষ্কৃতম্ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। 'বিমান'মিতি পাঠঃ। 'পুষ্পকো হেমভূষিত' ইতি পাঠে পুংস্বমার্ষম্।

মনে মনে আবাহনপূর্ব্বক পুষ্পকরথের চিন্তা করিলেন ॥ ৫ ॥

সুবর্ণভূষিত পুষ্পকরথ রামচন্দ্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার সমীপে আগমন করিল ॥ ৬ ॥

সেই পুষ্পক প্রণত হইয়া বলিল, মহাবাহো মহারাজ, এই আমি আপনাকর্ত্তৃক চিন্তিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছি ॥ ৭ ॥

নররাজ রামচন্দ্র পুষ্পকের মনোহর কথা শুনিয়া সেই সমস্ত মহর্ষিদিগকে অভিবাদন করত উহাতে আরোহণ করিলেন ॥ ৮ ॥

লক্ষ্মণ এবং ভরতকে নগরে রাখিয়া ধনুক, তূণীরদ্বয় এবং মনোহর প্রভাবিশিষ্ট উজ্জ্বল খড়্গ গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন অন্বেষণার্থে

১। ছ 'ইঙ্গিতং'। ২। ছ 'তু'। ৩। ছ 'প্রাঞ্জলির্বাক্যময়-'। ৪। ছ 'আজ্ঞাপয়ৎ নৃপতে কিঙ্করং মামুপস্থিতম্'। ৫। ছ 'পুষ্পকং'। ৬। ছ 'সোঽভ্য-'। ৭। ছ 'যযৌ'।

১
উত্তরামগমচ্চাপি দিশং হিমবতাবৃতাম্।

নাপশ্যৎ সোঽথ তত্রাপি স্বল্পমপি চ দুষ্কৃতম্ ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বাং স পরিচক্রাম দিশং শত্রুনিবর্হণঃ।

পূর্ব্বামপি দিশং কৃৎস্নাং স ত্বপশ্যত্ততো নৃপঃ।

সর্ব্বাং শুদ্ধসমাচারামাদর্শতলনির্ম্মলাম্ ॥ ১২ ॥

২
দক্ষিণাং দিশমাক্রামৎ ততো রাঘবনন্দনঃ।

৩
শৈবলস্যোত্তরে পার্শ্বে দদর্শ সুমহৎ সরঃ ॥ ১৩ ॥

১২। লো-টী। কৃৎস্নাং পূর্ব্বাং দিশং পরিচক্রাম অন্বেষয়ামাস। তাঞ্চ পূর্ব্বাং সর্ব্বাং দিশং শুদ্ধসমাচারাং পশ্যংস্ততো দক্ষিণাং দিশমাক্রামদিত্যন্বয়ঃ। কুত্রচিত্তু 'ততঃ পূর্ব্বাং দিশং যাতো বিমানেন নরাধিপঃ। ন দদর্শ চ তত্রাপি কঞ্চিদদুষ্কারিণ'মিতি পাঠঃ।

১৩। লো-টী। শৈবলস্য পদ্মকাষ্ঠবনস্য। 'শৈবলং পদ্মকাষ্ঠে স্যাৎ শৈবালে তু পুমানয়'মিতি কোষঃ। 'স শৈলস্যে'তি ক্বচিৎ পাঠঃ।

পশ্চিম দিকে গমন করিলেন, সেখানে বিন্দুমাত্রও দুষ্কার্য্য দেখিতে পাইলেন না ॥ ৯-১০ ॥

পরে হিমালয়াবৃত উত্তরদিকে গমন করিয়া তথায়ও কোন পাপকার্য্য দেখিলেন না ॥ ১১ ॥

শত্রুনিহন্তা সেই মহারাজ রামচন্দ্র পূর্ব্বদিকে অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু তিনি সমস্ত পূর্ব্বদিকও দর্পণতলের ন্যায় নির্ম্মল বিশুদ্ধ-আচরণবিশিষ্ট দেখিলেন। পরে দক্ষিণদিকে গমন করিয়া [বিন্ধ্যাচল-সমীপস্থ] শৈবল নামক পর্ব্বতের উত্তরপার্শ্বে একটী অতিবৃহৎ সরোবর দেখিতে পাইলেন ॥ ১২-১৩ ॥

১। ছ ইতঃ সার্দ্ধশ্লোকদ্বয়স্থানে বিচিত্য পশ্চিমামাশামুত্তরাং প্রযযৌ তদা। ন তত্রা-ধার্ম্মিকং সত্ত্বমপশ্যৎ কিঞ্চিদদ্ভুতম্। ততঃ পূর্ব্বাং দিশং যাতো বিমানেন নরাধিপঃ। ন দদর্শ চ তত্রাপি কিঞ্চিদ্দুষ্কৃতকারিণম্'। ইতি পাঠঃ। ২। ছ '-মংস্ততো'। ৩। ক 'শৈবাল-'।

তস্মিন্ সরসি তপ্যন্তং তাপসং সুমহত্তপঃ।
দদর্শ রাঘবো ভীমং লম্বমানম[১]ধোমুখম্ ॥ ১৪ ॥

অথৈনং সমুপাগম্য [২]তপ্যন্তং তপ উত্তমম্।
উবাচ নৃবরো [৩]বাক্যং ধন্যস্ত্বমসি [৪]তাপস ॥ ১৫ ॥

কস্যাং যোনৌ [৫]তপোবৃদ্ধ বর্ত্তসে [৬]দৃঢ়নিশ্চয়।
[৭]অহং দাশরথী রামঃ পৃচ্ছামি ত্বাং কুতূহলাৎ ॥ ১৬ ॥

কস্তবার্থো ব্যবসিতো দেবলোকে বরাশ্রয়ঃ।
তপস্তপ্যসি যস্যার্থে শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১৭ ॥

[লো-টী।] স্রোতঃপ্রাপ্তেন শ্রোত্রজেন রুধিরেণেত্যর্থঃ। 'শ্রোত্রপ্রাপ্তেনে'তি পাঠে শ্রোত্রপ্রাপ্তজেন। 'বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়ে বিত্তে প্রবাহেঽম্বুনি চালনে। স্রোতাগতৌ সমুদ্রে চ সাস্তমিচ্ছন্তি সূরয়ঃ' ॥ ইতি মহার্ণবঃ।

শূদ্রদর্শনম্ ॥ ৮১ ॥

রামচন্দ্র সেই সরোবরে অতিশয় কঠোর তপস্যাকারী অধোমুখে লম্বমান ভীষণ এক তাপসকে দেখিলেন ॥ ১৪ ॥

নরবর রামচন্দ্র সেই কঠোর তপস্যাকারীর নিকটে গমন করিয়া বলিলেন, তাপস, আপনি ধন্য ॥ ১৫ ॥

হে তপোবৃদ্ধ, হে দৃঢ়নিশ্চয়, আপনি কোন্ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ? আমি দশরথপুত্র রাম কৌতূহল বশতঃ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ১৬ ॥

আপনার অভিপ্রেত বস্তু কি দেবলোকে উত্তম আশ্রয় লাভ ? যাহার জন্য আপনি তপস্যা করিতেছেন আমি তাহা যথার্থরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১৭ ॥

১। ছ অতঃ পরং 'জ্বালাং পিবন্তং বক্ত্রেণ লেলিহানং বিভাবসুম্। রুধিরেণাবসিক্তং স্রোতঃপ্রাপ্তেন পাবকম্।' ইত্যধিকম্। ২। ছ 'তপ্যমানং রঘূদ্বহঃ'। ৩। ছ '-মিতি'। ৪। ছ '-সন্'। ৫। ছ '-দ্বির্বর্ত্তসে'। ৬। ছ '-বিক্রম'। ৭। ইতঃ সার্দ্ধশ্লোকস্থানে ছ 'কৌতূহলাত্ত্বাং পৃচ্ছামি রামো দাশরথির্হ্যহম্। মনীষিতস্তে কো বার্থঃ স্বর্গলাভোঽপরোঽপি বা। তপ্যসে যং যদর্থন্ত তপোঽন্যৈর্দুশ্চরং নরৈঃ'। ইতি পাঠঃ।

কিং ব্রাহ্মণোঽসি ভদ্রন্তে[১] ক্ষত্রিয়ো বাঽসি দুর্জ্জয়ঃ।
বৈশ্যো বাপ্যথ[২] শূদ্রস্ত্বং[৩] সত্যং কথয় সুব্রত।
কুলং[৪] জাতিং কথয়তঃ সম্যগ্ ভবতি তে ফলম্ ॥ ১৮ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে শূদ্রদর্শনং নাম
একাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮১ ॥

হে সুব্রত, আপনার মঙ্গল হউক, আপনি কি ব্রাহ্মণ, অথবা দুর্জ্জয় ক্ষত্রিয়, অথবা বৈশ্য, বা শূদ্র, সত্য করিয়া বলুন। যথাযথভাবে কুল এবং জাতির কথা বলিলে আপনার সম্যক্ ফল লাভ হইবে ॥ ১৮ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শূদ্রদর্শন-নামক
৮১তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

১। ছ '-বাথ'। ২। ছ 'বা যদি বা'। ৩। ছ '-স্ত্রঃ সত্যমেতদ্ব্রবীহি মে'। ৪। অস্যার্দ্ধস্য স্থানে ছ 'ইত্যেবমুক্তঃ স নরাধিপেন অবাক্‌শিরা দাশরথায় তস্মৈ। উবাচ জাতিং নৃপপুঙ্গবায় যৎ কারণঞ্চৈব তপঃপ্রযত্নম্'। ইত্যধিকম্।

(৮২) দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ

তস্য তদ্বচনং[১] শ্রুত্বা রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
অবাক্‌শিরাস্তথাভূতঃ[২] স বাক্যমিদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥
শূদ্রযোন্যাং[৩] প্রসূতোঽহং তপ উগ্রং[৪] সমাস্থিতঃ।
দেবত্বং প্রার্থয়ে রাম সশরীরো মহাযশঃ[৫] ॥ ২ ॥
ন মিথ্যাহং বদে রাম[৬] দেবলোকজিগীষয়া।
শূদ্রং মাং বিদ্ধি কাকুৎস্থ শম্বুকং নাম নামতঃ ॥ ৩ ॥
[৭]ভাষতস্তস্য শূদ্রস্য খড়্গং সুরুচিরপ্রভম্।
নিষ্কৃষ্য [৮]কোপাদ্বিমলং শিরশ্চিচ্ছেদ রাঘবঃ ॥ ৪ ॥
তস্মিন্ শূদ্রে হতে দেবাঃ সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
সাধু সাধ্বিতি কাকুৎস্থং প্রশশংসুর্মুহুর্মুহুঃ ॥ ৫ ॥

১-৩। লো-টী। সশরীরঃ সন্ স্বর্গলোকজিগীষয়া স্বর্গলোকং জেতুং প্রাপ্তুমিচ্ছয়া দেবত্বং প্রার্থয়ে ইত্যন্বয়ঃ। শম্বুকং নাম শূদ্রং মাং বিদ্ধি, নামতঃ প্রসিদ্ধৌ।

৪। লো-টী। নিষ্কৃষ্য গৃহীত্বা।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের সেই কথা শুনিয়া সেই তাপস সেইরূপ অধোমুখে থাকিয়াই বলিলেন—॥ ১ ॥

আমি শূদ্রবংশে জাত, আমি উগ্র তপস্যা আচরণ করিতেছি; মহাযশস্বী রাম, আমি সশরীরে দেবত্ব প্রার্থনা করি ॥ ২ ॥

রাম, আমি মিথ্যা কথা বলিতেছি না, আমি দেবলোক-লিপ্সু। হে কাকুৎস্থ, আপনি আমাকে শম্বুক-নামক শূদ্র বলিয়া অবগত হউন ॥ ৩ ॥

সেই শূদ্র এইরূপ বলিলে কোপবশতঃ রামচন্দ্র অত্যুজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট নির্ম্মল খড়্গ নিষ্কাশিত করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ৪ ॥

সেই শূদ্র নিহত হইলে ইন্দ্র এবং অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ রামচন্দ্রকে 'সাধু সাধু' বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিলেন ॥ ৫ ॥

১। ছ 'তদ্ ভাষিতং'। ২। ছ 'ভূতো বাক্যমেতদুবাচ হ'। ৩। ছ 'যোনৌ'। ৪। ছ 'তপস্তোগ্রং'। ৫। ছ 'নরোত্তম'। ৬। ছ 'রাজন্'। ৭। ছ 'বদত-'। ৮। ছ 'কোষা-'।

[1]পুষ্পবৃষ্টিশ্চ মহতী দিব্যানাং সুসুগন্ধিনাম্ ।
[2]পুষ্পাণাং বারিযুক্তানাং [3]সর্ব্বতঃ প্রপপাত হ ॥ ৬ ॥
সুপ্রীতাশ্চাব্রুবন্ দেবা [4]রামং সত্যপরাক্রমম্ ।
সুরকার্য্যমিদং [5]দেব সুকৃতং তে মহামতে ॥ ৭ ॥
[6]বৃণীষ চ বরং সৌম্য [7]যং ত্বমিচ্ছসি রাঘব ।
ত্বৎকৃতে ন হি শূদ্রোঽয়ং [8]সশরীরেণ নাকভাক্ ॥ ৮ ॥
[9]দেবানাং ভাষিতং শ্রুত্বা রাঘবঃ সুসমাহিতঃ ।
উবাচ প্রাঞ্জলি[10]র্ভূত্বা সহস্রাক্ষং পুরন্দরম্ ॥ ৯ ॥
যদি দেবাঃ প্রসন্না মে [11]দ্বিজপুত্রায় জীবিতম্ ।
দীয়তাং বরমেতদ্ধি কাঙ্ক্ষিতং [12]সুরসত্তমাঃ ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। সুসুগন্ধিনাং বৃক্ষাণাং বায়ুমুক্তানং বায়ুকম্পিতানাম্। যাবৎ যাবন্তম্।
১০। লো-টী। এতদ্ জীবিতং কাঙ্ক্ষিতং মম বরং মনাগিষ্টং দীয়তাম্। 'দেবাদ্ বৃতে বরঃ শ্রেষ্ঠে ত্রিষু ক্লীবং মনাক্প্রিয়ে' ইত্যমরঃ।

চতুর্দ্দিকে জলসিক্ত অতিশয় সুগন্ধি বহু স্বর্গীয় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ॥ ৬ ॥

দেবগণ অত্যন্ত প্রীত হইয়া সত্যপরাক্রম রামচন্দ্রকে বলিলেন, দেব, আপনি এই দেবকার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

সৌম্য রাঘব! আপনি যে বর ইচ্ছা করেন তাহা গ্রহণ করুন ; আপনার কার্য্যের ফলে এই শূদ্র সশরীরে স্বর্গভাগী হইতে পারিল না ॥ ৮ ॥

দেবতাদিগের কথা শুনিয়া রামচন্দ্র সুসমাহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সহস্রলোচন দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিলেন—॥ ৯ ॥

দেবগণ, যদি আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে ব্রাহ্মণসন্তানের জীবনদান করুন, ইহাই আমার অভিলষিত বর ॥ ১০ ॥

১। ছ 'পুষ্পাণাং'। ২। ছ 'আকাশাদ্বায়ুমুক্তানাং'। ৩। ছ '-তো রামমাগতা'। ৪। ছ 'বাক্যবিদাং বরম্'। ৫। ছ 'রাম কৃতং তে নৃপসত্তম'। ৬। ছ 'গৃহাণ চ'। ৭। ছ 'যদিচ্ছসি মহামতে'। ৮। ছ 'ন শরীরেণ স্বর্গভাক্'। ৯। ছ 'বচনং'। ১০। ছ '-র্বাক্যং'। ১১। ছ '-ব্রুত'। ১২। ছ 'পরমং বরম্'।

[১] মমাপরাধাদ্বালোঽসৌ ব্রাহ্মণস্যৈকপুত্রকঃ।
অপ্রাপ্তকালঃ কালেন নীতো বৈবস্বতক্ষয়ম্ ॥ ১১ ॥
তং জীবয়থ[২] ভদ্রং বো নানৃতং কর্ত্তুমর্হথ।
[৩] দ্বিজস্য সংশ্রুতো যোঽর্থো জীবয়িষ্যামি তে সুতম্ ॥ ১২ ॥
রাঘবস্য তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা বিবুধসত্তমাঃ।[৪]
প্রত্যূচুস্তং[৫] মহাত্মানং প্রীতাঃ প্রীতিসমাধিনা ॥ ১৩ ॥
নিবৃত্তো ভব কাকুৎস্থ[৬] ব্রাহ্মণস্যৈকপুত্রকঃ।
জীবিতং প্রাপ্তবান্ ভূয়ঃ সঙ্গতশ্চাপি বন্ধুভিঃ[৭] ॥ ১৪ ॥
যস্মিন্ মুহূর্ত্তে কাকুৎস্থ শূদ্রোঽয়ং বিনিপাতিতঃ।
[৮] তস্মিন্নেব স জীবেন বালকঃ সমযুজ্যত ॥ ১৫ ॥

১২। লো-টী। অনৃতমনৃতবাদিনং মাম্। সংশ্রুতঃ প্রতিশ্রুতঃ।
১৩। লো-টী। প্রীতাঃ স্বভাবতঃ, প্রীতিসমাহিতাঃ প্রীতিযুক্তাঃ।
১৫। লো-টী। জীবেন জীবনেন।

ব্রাহ্মণের সেই একমাত্র শিশুপুত্র আমার অপরাধে অসময়ে কালকর্ত্তৃক যমালয়ে প্রেরিত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

'আপনার পুত্রকে আমি জীবিত করিব' এইরূপ ব্রাহ্মণের অভিলষিত বিষয় তাঁহার নিকট আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সুতরাং তাহাকে জীবিত করুন; আমাকে মিথ্যাবাদী করিবেন না, আপনাদের নিকট হইতে এই মঙ্গল হউক ॥ ১২ ॥

শ্রেষ্ঠ দেবগণ রামচন্দ্রের সেই কথা শুনিয়া প্রীত হইয়া হৃষ্টচিত্তে সেই মহাত্মাকে প্রত্যুত্তর দিলেন— ॥ ১৩ ॥

হে কাকুৎস্থ, আপনি নিবৃত্ত হউন, ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র পুনরায় জীবন লাভ করিয়া বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

কাকুৎস্থ, যে মুহূর্ত্তে এই শূদ্র নিহত হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই সেই বালক জীবিত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

১। ছ 'বালোঽয়ং দেবা ব্রাহ্মণপুত্রকঃ'। ২। ছ '-ত'। ৩। ছ 'সংশ্রুতং হি ময়া তস্য জীবিতং দ্বিজসন্নিধৌ'। ৪। ছ 'দেবাঃ সবাসবাঃ'। ৫। ছ '-সমন্বিতম্'। ৬। ছ 'সোঽস্মিন্নহনি বালকঃ'। ৭। ছ 'বান্ধবৈঃ'। ৮। ছ 'তস্মিন মুহূর্ত্তে জীবেন স বালঃ সমযুজ্যত'।

স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রন্তে সাধু যাম[1] পরন্তপ।
অগস্ত্যস্যাশ্রমপদং দ্রষ্টু[2]কামা নরেশ্বর ॥ ১৬ ॥
তস্য দীক্ষাসমাপ্তি[3]র্হি মহর্ষেঃ[4] সুমহাত্মনঃ।
[5]দ্বাদশস্তু গতং বর্ষং জলশয্যাং সমাসতঃ ॥ ১৭ ॥
[6]কাকুৎস্থ তদ্ গমিষ্যামো হ্যগস্ত্যমভিনন্দিতুম্।
ত্বঞ্চাপি গচ্ছ ভদ্রন্তে বর্দ্ধয়স্ব[7] মহামুনিম্ ॥ ১৮ ॥
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় দেবানাং রঘুনন্দনঃ।
আরুরোহ বিমানন্তু পুষ্পকং হেম[8]ভূষিতম্ ॥ ১৯ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে শম্বুকবধো নাম
দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮২ ॥

১৬। লো-টী। তে তব ভদ্রং সাধয়ামঃ সম্পাদয়ামঃ। যদ্বা, সাধয়ামঃ গমিষ্যামঃ আশ্রমপদমিত্যন্বয়ঃ।

১৮। লো-টী। বর্দ্ধয়স্ব আনন্দয়স্ব।

শম্বুকবধঃ ॥ ৮২ ॥

শত্রুপীড়নকারিন্ মহারাজ, আপনার পরম মঙ্গল হউক, অগস্ত্যের আশ্রম দর্শনাভিলাষে আমরা প্রস্থান করিব ॥ ১৬ ॥

কাকুৎস্থ, সেই মহাত্মা মহর্ষি অগস্ত্যের জলশয্যায় উপবেশন করিয়া দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহার সেই দীক্ষা (তপস্যা) সমাপ্ত হইয়াছে, আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য তথায় গমন করিব; আপনিও চলুন এবং সেই মহামুনির আনন্দবর্দ্ধন করুন, আপনার মঙ্গল হইবে ॥ ১৭-১৮ ॥

রঘুনন্দন রামচন্দ্র 'তাহাই হউক' বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া সুবর্ণালঙ্কৃত পুষ্পক রথে আরোহণ করিলেন ॥ ১৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শম্বুকবধ-নামক
৮২তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

১। ছ 'যামঃ'। ২। ছ 'দ্রষ্টুমিচ্ছাম রাঘব'। ৩। ছ '-প্তা হি'। ৪। ছ 'ব্রহ্মর্ষেঃ'। ৫। ছ 'দ্বাদশে হি স বৈ বর্ষে জলবাসাদুপাগতঃ'। ৬। ছ 'তে গমিষ্যামহে দ্রষ্টুমগস্ত্যমৃষিসত্তমম্'। ৭। ছ 'তং দ্রষ্টুমৃষিসত্তমম্'। ৮। ছ অতঃ পরং 'অগ্রে ততঃ সুরগণাঃ প্রযযুর্বিমানৈর্দিব্যোর্জ্জনঃপবনতাক্ষ্যসমানবেগৈঃ। রামোঽপি তানমু বিমানবরাধিরূঢ়ো দ্রষ্টুং তদা কলসযোনিমনুপ্রয়াতঃ'। ইত্যধিকম্।

(৮৩) ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ

ততো দেবাঃ প্রয়াতাস্তৈর্ব্বিমানৈর্ব্বহুবিস্তরৈঃ[১]।

রামোঽপ্যনুজগমাশু কুম্ভযোনেস্তপোবনম্ ॥ ১ ॥

দৃষ্ট্বা[২] দেবাংস্তু সম্প্রাপ্তান্ অগস্ত্যঃ[৩] সুসমাহিতঃ।

পূজয়ামাস[৪] ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বাংস্তানবিশেষতঃ ॥ ২ ॥

প্রতিগৃহ্য ততঃ পূজাং[৫] সংভাষ্য চ মহামুনিম্।

জগ্মুস্তে ত্রিদশা হৃষ্টা নাকপৃষ্ঠং সহানুগাঃ ॥ ৩ ॥

গতেষু তেষু কাকুৎস্থঃ পুষ্পকাদবরুহ্য চ।

প্রহ্বোঽভিবাদনং[৬] চক্রে সোঽগস্ত্যায় মহাত্মনে ॥ ৪ ॥

অভিবাদ্য[৭] মহাত্মানং জ্বলন্তমিব তেজসা।

আতিথ্যং পরমং প্রাপ্য বি [নি ?]ষসাদ নরাধিপঃ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। বহুবিস্তরৈঃ নানাবিধপ্রকারৈঃ।

পরে দেবগণ নানাপ্রকার বিমানে আরোহণ করিয়া কুম্ভযোনি অগস্ত্যের তপোবনে গমন করিলেন। রামচন্দ্রও দ্রুত তাঁহাদের অনুগমন করিলেন ॥ ১ ॥

সমাহিতচিত্ত ধর্ম্মাত্মা অগস্ত্য দেবতাদিগকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাদের সকলকে সমানভাবে পূজা করিলেন ॥ ২ ॥

দেবগণ মহামুনি অগস্ত্যের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করত অনুগামীদের সহিত সানন্দে স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥ ৩ ॥

তাঁহারা গমন করিলে কাকুৎস্থ রামচন্দ্র পুষ্পকরথ হইতে অবতরণ করিয়া অবনত হইয়া মহাত্মা অগস্ত্যকে অভিবাদন করিলেন ॥ ৪ ॥

মহারাজ রামচন্দ্র তেজে জাজ্বল্যমানপ্রায় মহাত্মা অগস্ত্যকে অভিবাদনপূর্ব্বক

১। ছ '-স্তে বিমা-'। ২। ছ 'দৃষ্ট্বা তু দেবান্'। ৩। ছ '-স্ত্যস্তপসো নিধিঃ'। ৪। ছ 'অর্চ্চয়া-'। ৫। ছ 'সংপূজ্য চ'। ৬। ছ 'ততোঽভিবাদয়ামাস সাদরং মুনিসত্তমম্'। ৭। ছ 'সোঽভি-'।

তমুবাচ মহাতেজাঃ কুম্ভযোনির্নরেশ্বরম্ ।

স্বাগতন্তে নরশ্রেষ্ঠ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি রাঘব ॥ ৬ ॥

ত্বং মে বহুমতো রাম[১] গুণৈর্ব্বহুভিরুত্তমৈঃ ।

অতিথিঃ পূজনীয়শ্চ মম নিত্যং হৃদি স্থিতঃ ॥ ৭ ॥

সুরা হি কথয়ন্তি ত্বামাগতং শূদ্রঘাতিনম্ ।

[২]ব্রাহ্মণার্থে পরাক্রান্তং স চ বালোঽপি জীবিতঃ ॥ ৮ ॥

[৩]উষ্যতাং চেহ রজনীমাবাসে মম রাঘব ।

প্রভাতে পুষ্পকেণ[৪] ত্বং গন্তাসি পুনরেব হি ॥ ৯ ॥

ইদঞ্চাভরণং সৌম্য সুকৃতং বিশ্বকর্ম্মণা ।

দিব্যং দিব্যেন বপুষা দীপ্যমানং স্বতেজসা ॥ ১০ ॥

১০। গো-টী। দিব্যেন চারুণা সুস্থেনেত্যর্থঃ, তেন বপুষা বিশিষ্টেন

[তাঁহার] নিকট হইতে উৎকৃষ্ট আতিথ্য লাভ করিয়া উপবেশন করিলেন ॥ ৫ ॥

মহাত্মা কুম্ভযোনি অগস্ত্য তাঁহাকে বলিলেন, নরশ্রেষ্ঠ রাঘব, আপনার শুভাগমন হউক, সৌভাগ্যবশতঃ আপনাকে লাভ করিয়াছি ॥ ৬ ॥

রাম, বহুবিধ উৎকৃষ্টগুণে বিভূষিত আপনি আমার বিশেষ সম্মানের পাত্ররূপে সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে অবস্থিত; আপনি পূজনীয় অতিথি ॥ ৭ ॥

দেবতারা বলিয়াছেন, পরাক্রমশালী আপনি ব্রাহ্মণের জন্য শূদ্রকে বধ করিয়া আসিয়াছেন এবং সেই বালক জীবিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

রাঘব, আপনি আমার আশ্রমে রাত্রিযাপন করিয়া প্রাতঃকালে পুষ্পকরথে আরোহণ করত পুনরায় গমন করিবেন ॥ ৯ ॥

কাকুৎস্থ সৌম্য রাঘব, বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত স্বীয় প্রভায় দীপ্যমান এই

১। ছ 'নিত্যং'। ২। চ 'ব্রাহ্মণস্য চ ধর্ম্মেণ ত্বয়া সংজীবিতঃ সুতঃ'। অতঃ পরং 'ত্বং হি নারায়ণঃ শ্রীমাংস্ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ত্বং প্রভুঃ সর্ব্বভূতানাং পুরুষস্ত্বং সনাতনঃ;'। ইত্যধিকম্। ৩। ছ 'উষিত্বৈকাত্র রজনীং সকাশে'। ৪। ছ '-গাসি গত্বা স্বপুরমেব হি'।

প্রতিগৃহ্নীষ্ব কাকুৎস্থ মৎপ্রিয়ং কুরু রাঘব।
[১]দত্তস্য হি [২]পুনর্দ্দানং সুমহৎ [৩]ফলমুচ্যতে ॥ ১১ ॥
[৪]তারণে হি ভবান্ শক্তঃ সেন্দ্রাণাং মরুতামপি।
তস্মাৎ প্রদাস্যে বিধিবৎ [৫]প্রতীচ্ছ ত্বং নরর্ষভ ॥ ১২ ॥
অথোবাচ মহাতেজা ইক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ।
রামো মতিমতাং শ্রেষ্ঠঃ ক্ষত্রধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥ ১৩ ॥
[৬]ভগবন্ প্রতিগ্রহো নিত্যং ব্রাহ্মণস্যাপি গর্হিতঃ।
ক্ষত্রিয়েণ কথং বিপ্র প্রতিগ্রাহ্যং ভবেত্ততঃ ॥ ১৪ ॥
প্রতিগ্রহো হি বিপ্রেন্দ্র ক্ষত্রিয়াণাং সুগর্হিতঃ।
ব্রাহ্মণেন বিশেষেণ দত্তং তদ্বক্তুমর্হসি ॥ ১৫ ॥

১২। লো-টী। তারণে তারয়িতুং সেন্দ্রান্ প্রাপ্য তারণে শক্ত ইতি সর্ব্বজ্ঞঃ।

উৎকৃষ্ট অলঙ্কার আপনি দিব্যদেহে ধারণ করিয়া আমার প্রিয়কার্য্য করুন, [অন্যের] প্রদত্ত দ্রব্যের পুনরায় দান বিশেষ ফলজনক ॥ ১০-১১ ॥

নরশ্রেষ্ঠ, আপনি ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ, সুতরাং শাস্ত্রানুসারে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন ॥ ১২ ॥

ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহারথ জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী রাম ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া বলিলেন—॥ ১৩ ॥

ভগবন্ বিপ্র! নিয়ত প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণেরও নিন্দনীয়, সুতরাং ক্ষত্রিয় কিরূপে প্রতিগ্রহ করিতে পারে ? ॥ ১৪ ॥

হে বিপ্রেন্দ্র, প্রতিগ্রহ করা ক্ষত্রিয়দিগের অতিশয় নিন্দনীয়, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক দত্ত দ্রব্য ; সুতরাং উপদেশ করুন ॥ ১৫ ॥

১। ছ 'লব্ধস্ত হি'। ২। চ '-র্দ্দানে'। ৩। ছ '-মশ্নুতে'। ৪। ছ 'ত্বং হি শক্তস্তারয়িতুং সেন্দ্রানপি দিবৌকসঃ'। ৫। ছ 'তৎ প্রতীচ্ছ নরাধিপ'। ৬। ছ 'প্রতিগ্রহোহয়ং ভগবন্ ব্রাহ্মণস্যাবিগর্হিতঃ'।

এবমুক্তস্তু রামেণ প্রত্যুবাচ মহানৃষিঃ।

আসন্ কৃতযুগে রাম ব্রহ্মভূতে পুরা যুগে।

অপার্থিবাঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সুরাণাস্তু শতক্রতুঃ ॥ ১৬ ॥

তাঃ প্রজাশ্চৈব[১] রাজার্থং ব্রহ্মাণমুপতস্থিরে।

সুরাণাং স্থাপিতো রাজা ত্বয়া দেব শতক্রতুঃ।

প্রযচ্ছাস্মাসু লোকেশ পার্থিবং সুরপুঙ্গব[২] ॥ ১৭ ॥

যস্মৈ পূজাং প্রযুঞ্জানা ধূতপাপাশ্চরেমহি।

ন বসেম[৩] বিনা রাজ্ঞা এষ নো নিশ্চয়ঃ পরঃ ॥ ১৮ ॥

ততো ব্রহ্মা সুরশ্রেষ্ঠো লোকপালান্ সবাসবান্।

সমাহূয়াব্রবীৎ সর্ব্বাংস্তেজোভাগান্ প্রযচ্ছত ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টী। 'ব্রহ্মভূতে পুরা তদা' ইতি পাঠঃ। 'ব্রহ্মভূতেঽযুগে তদে'তি পাঠে ন বিদ্যতে যুগং বর্ণযুগলং যস্মিন্, তস্মিন্ অতএব ব্রহ্মভূতে ব্রহ্মণো বিপ্রস্যৈব ভূতং সত্তা যস্মিন্ অন্যবর্ণাভাবাৎ।

১৭। লো-টী। শতক্রতুঃ পার্থিব ইত্যর্থঃ।

১৮। লো-টী। পূজাং ষড়্‌ভাগরূপাং চরেমহি স্থাস্যামঃ, ধূতপাপা নির্গতানিষ্টাঃ।

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে মহর্ষি প্রত্যুত্তর করিলেন, রাম, পুরাকালে ব্রাহ্মণময় সত্যযুগে সমস্ত প্রজা রাজবিহীন ছিল, কিন্তু শতক্রতু ইন্দ্র দেবতাদিগের রাজা ছিলেন ॥ ১৬ ॥

সেই প্রজাগণ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, সুরপুঙ্গব লোকেশ্বর দেব, আপনি শতক্রতুকে দেবতাদিগের রাজা রূপে স্থাপিত করিয়াছেন। আমাদিগকে একজন রাজা প্রদান করুন, যাঁহাকে পূজা (কর প্রদান) করিয়া আমরা নিষ্পাপ হইয়া বিচরণ করিতে পারি। আমরা রাজবিহীন হইয়া বাস করিব না, ইহা আমাদের স্থির সঙ্কল্প ॥ ১৭-১৮ ॥

পরে সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা ইন্দ্রপ্রমুখ লোকপালদিগকে আহ্বান করিয়া

১। ছ '-জা দেবদেবেশং রাজার্থে সমুপাব্রবন্'। ২। ছ '-পুঙ্গবম্'। ৩। ছ 'বসামো বিনা রাজ্ঞা'।

ততো দদুর্লোকপালাঃ সর্ব্বে ভাগান্[1] স্বতেজসঃ ।

অক্ষুপচ্চ[2] ততো ব্রহ্মা যতো জাতঃ ক্ষুপো নৃপঃ ॥ ২০ ॥

তং ব্রহ্মা লোকপালানাং সমাংশৈঃ সমযোজয়ৎ ।

ততো দদৌ নৃপং তাসাং প্রজানামীশ্বরং ক্ষুপম্ ॥ ২১ ॥

ততঃ[3] ত্রৈন্দ্রেণ তু ভাগেন মহীমাজ্ঞাপয়ন্নৃপঃ ।

বারুণেন তু ভাগেন বপুঃ পুষ্যতি পার্থিবঃ[4] ॥ ২২ ॥

কৌবেরেণ চ ভাগেন বিত্তমাসাং দদৌ তদা ।

যস্তু যাম্যো[4]ঽভবদ্ ভাগস্তেন শাস্তি স্ম স প্রজাঃ ॥ ২৩ ॥

২০। লো-টী। চতুর্ভাগাংশং চতুর্ণাং ভাগানামংশানামংশমেকং ভাগম্। 'ভাগোঽংশেঽবয়বে ভাগো' ইতি ভূরি০। অক্ষুবৎ কাসং কৃতবান্ যস্মাৎ কাসাৎ।

২১। লো-টী। সর্ব্বাংশৈস্তত্তদ্দত্তাংশৈঃ।

২২। লো-টী। বপুঃ পুষ্যতি পার্থিবঃ প্রজানাং বপূংষি রক্ষতি।

সকলকে বলিলেন, [তোমাদের] তেজের অংশসমূহ প্রদান কর ॥ ১৯ ॥

অনন্তর সমস্ত লোকপালগণ স্বীয় তেজের অংশসমূহ প্রদান করিলেন, তার পর ব্রহ্মা একটু কাশিলেন এবং তাহা হইতে 'ক্ষুপ' নামক নৃপতি জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মা সেই 'ক্ষুপ'নামক নৃপতিকে লোকপালদিগের সমান অংশে সংযোজিত করিয়া প্রজাদিগের প্রভু করিয়া দিলেন ॥ ২১ ॥

নৃপতি ক্ষুপ ইন্দ্রের অংশদ্বারা জগৎকে আদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং বরুণের অংশদ্বারা প্রজাদিগের শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

সেই নৃপতি কুবেরের অংশদ্বারা প্রজাদিগকে ধন দান করিতে লাগিলেন এবং যমের অংশদ্বারা প্রজাদিগকে শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

১। ছ '-লাশ্চতুর্ভাগান'। ২। ছ '-বচ্চ'। ৩। ছ 'চ'। ৪। ছ 'রাঘব'। ৫। ছ 'যাম্যোঽভবদ্ ভাগ-'।

তত্রেন্দ্রেণ নরশ্রেষ্ঠ ভাগেন রঘুনন্দন।
প্রতিগৃহ্ণীষ নৃপতে তারণার্থং মম প্রভো ॥ ২৪ ॥
তদ্রামঃ প্রতিজগ্রাহ[১] মুনেস্তস্য মহাত্মনঃ।
দিব্যমাভরণং চিত্রং দীপ্যমানমিবাংশুভিঃ ॥ ২৫ ॥
প্রতিগৃহ্য ততোঽগস্ত্যাদ্রামস্তমৃষিসত্তমম্।[২]
আগমং তস্য দ্রব্যস্য প্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥ ২৬ ॥
অত্যদ্ভুতমিদং ব্রহ্মন্ বপুর্বিভ্রদনুত্তমম্।[৩]
কথং ভগবতা প্রাপ্তং কুতো বা কেন বা হৃতম্ ॥ ২৭ ॥
কৌতূহলতয়া ব্রহ্মন্ পৃচ্ছামি ত্বাং মহামুনে।[৪]
আশ্চর্য্যাণাং[৫] বহূনাং বৈ নিধির্হি পরমো ভবান্ ॥ ২৮ ॥

২৪। লো-টী। সমাদদে গৃহ্ণাতি তারণার্থং রক্ষণার্থম্।

২৫। লো-টী। অংশুভিঃ স্বতেজোভিঃ।

২৬। লো-টী। তস্য আভরণস্য আগমং প্রাপ্তিম্।

২৭। লো-টী। মধু উদ্ধৃতং লব্ধম্। 'বপুর্বিভ্রদনুত্তম'মিতি পাঠে বপুঃ প্রশস্তাকৃতিঃ কথং কেন প্রকারেণ কৃতঃ কস্মাদ্বা কৃতং নির্ম্মিতম্।

২৮। লো-টী। নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধির্ভবান্। 'সংনিধি'রিতি বা পাঠঃ।

নরশ্রেষ্ঠ প্রভো মহারাজ রঘুনন্দন, আমার উদ্ধারার্থে ইন্দ্রের অংশদ্বারা [এই আভরণ] গ্রহণ করুন ॥ ২৪ ॥

রামচন্দ্র সেই মহাত্মা অগস্ত্যমুনির সেই স্বীয় প্রভায় দীপ্যমান বিচিত্র দিব্য আভরণ গ্রহণ করিলেন ॥ ২৫ ॥

রামচন্দ্র অগস্ত্যের নিকট হইতে আভরণ গ্রহণ করিয়া সেই ঋষিসত্তমকে সেই আভরণপ্রাপ্তির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন—॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মন্, অত্যুত্তম উপাদানে নির্ম্মিত এই অদ্ভুত অলঙ্কার আপনি কি কোথাও পাইয়াছেন, অথবা আপনাকে কেহ প্রদান করিয়াছেন? ॥ ২৭ ॥

মহামুনে, আমি কৌতূহল বশতঃ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বহু

১। ছ '-গ্রাহ'। ২। ছ '-ত্রাবহদ্বি-'। ৩। ছ 'পুষ্পাদিব মধু চ্যুতম্'। ৪। ছ '-ব্রতে'। ৫। ছ 'পাক্ ভূতানাং সন্নিধিঃ'।

এবং ব্রুবতি কাকুৎস্থে মুনির্ব্বাক্যমুদাহরৎ।
শৃণু রাম যথা বৃত্তং পুরা ত্রেতাযুগে যুগে[১] ॥ ২৯ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অগস্ত্যাভরণলম্ভো নাম
ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৩ ॥

[লো-টী।] দ্বাপরে দ্বাপরসন্ধৌ।
আভরণলম্ভঃ ॥ ৮৩ ॥

আশ্চর্য্য বস্তুর আধারস্বরূপ ॥ ১৮ ॥

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে অগস্ত্যমুনি উত্তর করিলেন—রাম, পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ২৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অগস্ত্যের নিকট হইতে আভরণলাভ-নামক
৮৩তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

১। ছ অতঃ পরং 'দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে বনে যদ্দৃষ্টবানহম্'। ইত্যধিকম্।

(৮৪) চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ

পুরা ত্রেতাযুগেঽরণ্যং[১] বভূব বহুবিস্তরম্ ।
সমন্তাদ্ যোজনশতং মৃগপক্ষিবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১ ॥
তস্মিন্নির্ম্মানুষেঽরণ্যে[২] কুর্ব্বাণস্তপ উত্তমম্ ।
অহমাক্রমিতুং[৩] সৌম্য তদরণ্যমুপাগমম্[৪] ॥ ২ ॥
তস্য রূপমরণ্যস্য নির্দ্দেষ্টুং[৫] নাশকং তদা ।
ফলমূলৈঃ[৬] সুখাস্বাদৈর্ব্বহুরূপৈশ্চ কাননৈঃ[৭] ॥ ৩ ॥
তস্যারণ্যস্য[৮] মধ্যে তু সরো যোজনমায়তম্ ।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। বহবো বিস্তারা বিস্তারো যত্র তৎ, তদেবাহ—সমন্তাদিতি। সমন্তাচ্চতুর্দ্দিশং যোজনশতম্ ।

২। লো-টী। ক্রমিতুম্ অরণ্যস্য স্বরূপং জ্ঞাতুম্। 'আক্রমিতু'মিতি পাঠে স এবার্থঃ।

৩। লো-টী। নির্দ্দেষ্টুম্ ইদমীদৃশমিতি নির্ণেতুং সুখঃ সুখজনক আস্বাদো রসো যেষাং তৈঃ। 'ফলমূলসুখাস্বাদৈ'রিতি বা পাঠঃ। বহূনি নানাবিধানি রূপাণি যেষাং তৈঃ।

৪। লো-টী। সরো বর্ত্তত ইত্যর্থঃ।

পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে চতুর্দ্দিকে একশত যোজন পরিমিত মৃগ এবং পক্ষীশূন্য বহুবিস্তৃত এক অরণ্য ছিল ॥ ১ ॥

হে সৌম্য, সেই মনুষ্যশূন্য অরণ্যে উত্তম তপস্যা করিতে করিতে [একদিন] আমি সেই অরণ্যমধ্যে [সম্পূর্ণরূপে পর্য্যটন করিয়া স্বরূপ অবগত হইবার নিমিত্ত] ভ্রমণ করিতে গমন করিলাম ॥ ২ ॥

তখন সুস্বাদু ফলমূল এবং নানাবিধ বনদ্বারা আমি সেই অরণ্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিলাম না ॥ ৩ ॥

সেই অরণ্যমধ্যে হংস এবং কারণ্ডবে পরিপূর্ণ চক্রবাকশোভিত যোজনবিস্তৃত এক সরোবর ছিল ॥ ৪ ॥

১। ছ 'হ্যাসীদরণ্যং'। ২। ছ '-ন্নির্ম্মনুজে'। ৩। ছ '-কণ্ডুক্রমি-'। ৪। ছ '-গতঃ'। ৫। ছ 'প্রষ্টো'। ৬। ছ '-রৈস্তথাশোকৈর্ব্ব-'। ৭। ছ 'পাদপৈঃ'। ৮। ছ 'তস্য মধ্যে ত্বরণ্যস্য'।

তদাশ্চর্য্যমিবাত্যর্থং নিঃসত্ত্বং বনমুত্তমম্ ।
সরশ্চাক্ষোভ্যসলিলং নৈকপক্ষিগণাবৃতম্ ॥ ৫ ॥

সমীপে তস্য সরসো দদৃশেঽহমথাশ্রমম্[১] ।
পুরাণং পুণ্যমত্যর্থং তপস্বিজনবর্জ্জিতম্ ॥ ৬ ॥

তত্রাহমবসং[২] রাত্রিং নৈদাঘীং পুরুষর্ষভ ।
প্রভাতে কল্যমুত্থায় সরস্তীরমুপাগমম্[৩] ॥ ৭ ॥

অথাপশ্যং[৪] শবং তত্র সুপুষ্টমরজঃ[৫] কচিৎ ।
বিষ্ঠিতং[৬] পরয়া লক্ষ্ম্যা সমীপে সরসস্তদা[৭] ॥ ৮ ॥

৫। লো-টী। তদা তৎসরঃ অত্যর্থমাশ্চর্য্যমিব, যতঃ বহুপক্ষিগণাযুতমপি নিঃশব্দম্।
৬। লো-টী। পুরাণং পুরাতনং পুণ্যং পুণ্যজনকম্।
৭। লো-টী। কল্যঃ সমর্থঃ, উপচক্রমে সমীপং জগাম।
৮। লো-টী। উৎসৃষ্টং কেনচিত্ত্যক্তমিব। 'অক্লষ্ট'মিতি পাঠে অক্লশমব্রণং ক্ষতশূন্যং তত্তস্য। নিঃসম্পাতং ন বিদ্যতে কস্যচিৎ সংপতনং যত্র তৎ।

সেই জীবজন্তুরহিত উৎকৃষ্ট বন এবং বহুবিধ পক্ষিবৃন্দে পরিবৃত অক্ষুব্ধ-সলিল সেই সরোবর অতীব বিস্ময়াবহ ॥ ৫ ॥

পরে আমি সেই সরোবরের সমীপে তপস্বিজনবর্জ্জিত অতিশয় পুণ্যজনক এক প্রাচীন আশ্রম দেখিতে পাইলাম ॥ ৬ ॥

পুরুষর্ষভ, আমি সেই আশ্রমে গ্রীষ্মকালীন রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সরোবরে গমন করিলাম ॥ ৭ ॥

পরে সেই সরোবরের সমীপে অতিশয় শোভাযুক্ত রজোবিহীন এবং স্থূলাকৃতি এক শবদেহ দেখিতে পাইলাম ॥ ৮ ॥

১। ছ 'মহদাশ্র-'। ২। ছ 'তত্রাশ্রমে বসানোঽহং নৈদাঘীং রজনীং নৃপ'। ৩। ছ 'সরস্তদুপচক্রমে'। ৪। ছ 'সরমহং'। ৫। ছ 'মরজঃ'। ৬। ছ '-তিষ্ঠন্তং'। ৭। ছ 'সরসো নাতিদূরতঃ'।

তদর্থং চিন্তয়ানোঽহং মুহূর্ত্তং[২] তত্র রাঘব।
বি[৩]ষ্ঠিতোঽস্মি সরস্তীরে কিং[৪] ত্বিদং স্যাদিতি প্রভো ॥ ৯

অথাপশ্যং মুহূর্ত্তেন দিব্যমদ্ভুতদর্শনম্।
বিমানং পরমোদারং হংসযুক্তং মনোজবম্ ॥ ১০ ॥

[৫]অত্যর্থং স্বর্গিণং তত্র বিমানে রঘুনন্দন।
[৬]উপাস্তেঽপ্সরসাং বীর সহস্রং দিব্যভূষণম্ ॥ ১১ ॥

গায়ন্তি দিব্যগেয়ানি বাদয়ন্তি স্ম চা[৭]পরাঃ।
মৃদঙ্গবী[৮]ণাপণবা নৃত্যন্তি চ তথাপরাঃ ॥ ১২ ॥

[৯]পশ্যতো মে তদা রাম বিমানাদবরুহ্য[১০] চ।
[১১]তং শবং ভক্ষয়ামাস স স্বর্গী রঘুনন্দন ॥ ১৩ ॥

[লো-টী।] অধি কিঞ্চিদধিকম্ অর্দ্ধস্ত্রীসহস্রং স্ত্রীসহস্রস্যার্দ্ধং যত্র তৎ, স্ত্রীসহস্রস্য কিঞ্চিদধিকম্ অর্দ্ধং যত্র তদিত্যর্থঃ।

১১। লো-টী। স্বর্গিণং তমপশ্যমিত্যর্থঃ।

প্রভো রাঘব, সেই শবদেহের জন্য 'ইহা কি' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি সেই সরোবরের তীরে মুহূর্ত্তকাল অবস্থান করিলাম ॥ ৯ ॥

পরে মুহূর্ত্তকালমধ্যে দিব্য আশ্চর্য্যদর্শন মনোগামী হংসযুক্ত সুবৃহৎ এক বিমান দেখিলাম ॥ ১০ ॥

হে রঘুনন্দন, [আমি দেখিলাম] সেই বিমানে দিব্যাভরণভূষিত সহস্র অপ্সরাঃ একটী স্বর্গবাসীকে উপাসনা করিতেছে ॥ ১১ ॥

কেহ কেহ উৎকৃষ্ট গান সকল গাহিতেছে, কেহ বা মৃদঙ্গ, বীণা এবং পণব (পটহবিশেষ) বাজাইতেছে এবং কেহ কেহ নৃত্য করিতেছে ॥ ১২ ॥

রঘুনন্দন রাম, তখন আমার সমক্ষে সেই স্বর্গবাসী বিমান হইতে অবতরণ করিয়া সেই শবদেহ ভক্ষণ করিলেন ॥ ১৩ ॥

১। ছ 'তমর্থং'। ২। ছ '-র্ত্তমিব'। ৩। ছ '-তঃ সরসস্তীরে'। ৪। ছ 'কিমিদং 'স্থিতি চিন্তয়ন্'। ৫। ছ 'অধ্যর্দ্ধং ত্রিসহস্রস্তু দিব্যমপ্সরসাং তথা'। ৬। ছ 'তস্মিন্ বিমানে কাকুৎস্থ স্বর্গিনং চাপ্যনাময়ম্'। ৭। ছ 'চাপ্সরাঃ'। ৮। ছ '-বীণা-'। ৯। ছ 'অথাপশ্যমহং তস্মাদ্'। ১০। ছ 'তৎ'। ১১। ছ 'স্বর্গিণং ভক্ষমাণস্তু শবং রঘুকুলোদ্বহ'।

ততো ভুক্ত্বা[1] যথাকামং মাংসং বহু সুপীবরম্ ।
অবতীর্য্য সরঃ স্বর্গী উপস্প্রষ্টুং[2] প্রচক্রমে ॥ ১৪ ॥
উপস্পৃশ্য যথান্যায়ং স স্বর্গী রঘুনন্দন ।
আরোঢ়ুমুপচক্রাম বিমানবরমুত্তমম্[3] ॥ ১৫ ॥
তমহং দেবসঙ্কাশমারোহন্তমুদীক্ষ্য[4] বৈ ।
কথয় শ্রোতুমিচ্ছামীত্যবোচং[5] পুরুষর্ষভম্[6] ॥ ১৬ ॥
কো ভবান্ দেবসঙ্কাশ আহারশ্চ বিগর্হিতঃ ।
ত্বয়ায়ং ভক্ষ্যতে[7] সৌম্য কিমর্থং ক্ব চ বর্ত্তসে ॥ ১৭ ॥
কস্যায়মীদৃশো[8] ভাবো ভাস্বরো দেবনির্ম্মিতঃ ।
আহারো গর্হিতশ্চাপি শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১৮ ॥

১৬। লো-টী। তমবোচম্ উক্তবান্ ।
১৭। লো-টী। কিমন্নং কুৎসিতমন্নম্ । 'কিমর্থং' বা পাঠঃ ।

পরে সেই স্বর্গবাসী পরিপুষ্ট মাংস ইচ্ছানুসারে প্রচুর ভোজন করিয়া সরোবরে অবতরণ করত আচমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

হে রঘুনন্দন, সেই স্বর্গবাসী যথোচিত আচমন করিয়া উৎকৃষ্ট বিমানে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ১৫ ॥

আমি সেই দেবসদৃশ পুরুষশ্রেষ্ঠকে [বিমানে] আরোহণ করিতে দেখিয়া বলিলাম, শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি, বলুন—॥ ১৬ ॥

হে দেবতুল্য, হে সৌম্য, আপনি কে এবং কি জন্য এই নিন্দিত আহার্য্য (শবমাংস) আহার করেন, কোথায়ই বা আপনি অবস্থান করেন ॥ ১৭ ॥

কাহার এইরূপ দেবসদৃশ উজ্জ্বল ভাব এবং এই নিন্দিত আহার, তাহা যথার্থরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ১৮ ॥

১। ক 'ভুঙ্‌ক্ত্বা'। ২। ছ 'ততশ্চাপোহস্পৃশত্তদা'। ৩। ছ 'তদ্বিমানমনুত্তমম্'। ৪। ছ '-ন্তং প্রিয়ান্বিতম্'। ৫। ছ '-ত্যাবদং'। ৬। ছ '-র্ষভ'। ৭। ছ 'ভুজ্যতে'। ৮। ছ 'কস্যায়-'।

ইত্যেবমুক্তঃ স নরেন্দ্র নাকী[১] কৌতূহলাৎ প্রশ্রিতয়া[২] গিরা চ।
শ্রুত্বা তু[৩] বাক্যং মম সর্ব্বমেতৎ সর্ব্বং[৪] তদা কথিতবান্ মমেতি ॥ ১৯ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অগস্ত্যবাক্যং নাম
চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৪ ॥

১৯। লো-টী। প্রশ্রিতয়া বিনীতয়া। কৌতূহলং যথা তথোক্তঃ সর্ব্বং বিধিং প্রকারং খ্যাপিতবান্ কথিতবান্।

অগস্ত্যবাক্যম্ ॥ ৮৪ ॥

মহারাজ, আমি কৌতূহল বশতঃ বিনীত বাক্যে এইরূপ বলিলে, সেই স্বর্গবাসী আমার সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া আমার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন ॥ ১৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে আগস্ত্যবাক্য-নামক
৮৪তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

১। ছ 'স্বর্গী'। ২। ছ 'সূনৃতয়া'। ৩। ছ 'চ'। ৪। ছ 'তথা চাকথয়ন্মমেতি'।

(৮৫) পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ

শ্রুত্বা তু ভাষিতং বাক্যং মম রাম শুভাক্ষরম্।
প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যুবাচেদং স স্বর্গী[১] বিস্তরেণ হি। ১ ॥
শৃণু ব্রহ্মন্ যথা বৃত্তং মমেদং সুখদুঃখজম্।
[২]দুরতিক্রমমেতম্মে যৎ পৃচ্ছসি মহামুনে ॥ ২ ॥
পুরা বৈদর্ভকো রাজা পিতা মম মহাযশাঃ।
সুদেব ইতি বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বীর্য্যবান্ ॥ ৩ ॥
তস্য পুত্রদ্বয়ং ব্রহ্মন্ দ্বাভ্যাং[৩] স্ত্রীভ্যামজায়ত।
অহং শ্বেত ইতি খ্যাতো যবীয়ান্ সুরথোঽভবৎ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। শুভানি অক্ষরাণি যস্মিন্ তৎ।
২। লো-টী। বৃত্তং চরিত্রম, ইহ স্বর্গিদশায়াম্। 'ইদ'মিতি পাঠে ইদং শবভক্ষণং ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তৌ সুখায় কুৎসিতবিষয়ত্বেন চ দুঃখায় জায়ত ইতি সুখদুঃখজম্। শৃণু, যদেতৎ পৃচ্ছসি গর্হিতং কথং ভক্ষয়সীতি তদেতদ্ দুরতিক্রমমনতিক্রমণীয়ম্।

রাম, আমার শুভাক্ষরযুক্ত কথা সকল শুনিয়া সেই স্বর্গবাসী কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন—॥ ১ ॥

মহামুনে ব্রহ্মন্! আমার সুখ-দুঃখের কারণ এই বিষয় যথাযথ শ্রবণ করুন; আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ইহা (শবভক্ষণ) আমার দুর্লঙ্ঘণীয় ॥ ২ ॥

পুরাকালে 'সুদেব' নামে ত্রিভুবনবিখ্যাত বীর্য্যবান্ মহাযশস্বী মহারাজ বিদর্ভাধিপতি আমার পিতা ছিলেন ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মন্, তাঁহার দুই স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মে, আমি 'শ্বেত'নামে বিখ্যাত ছিলাম এবং আমার কনিষ্ঠ 'সুরথ' নামে বিখ্যাত ছিল ॥ ৪ ॥

১। ছ 'রঘুনন্দন'। ২। ছ 'যদিদং পৃচ্ছসি মুনে স কালো দুরতিক্রমঃ'। ৩। ছ 'ধর্ম্মেণ সুসমাহিতম্'।

দিবং যাতেঽথ পিতরি পৌরা মামভ্যষেচয়ন্ ।
তত্রাহং কৃতবান্ রাজ্যং ধর্ম্মেণ সুসমাহিতঃ ॥ ৫ ॥
এবং বর্ষসহস্রাণি বহূনি সমতীয়িরে[১] ।
রাজ্যং কারয়তো ব্রহ্মন্ সম্যক্ পালয়তঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥
সোঽহং নিমিত্তে কস্মিংশ্চিজ্ জ্ঞাত্বা[২] চায়ুর্দ্বিজোত্তম ।
মৃত্যুং কৃত্বা চ মনসি তপোবনমুপাগতঃ[৩] ॥ ৭ ॥
সোঽহং বনমিদং দুর্গং[৪] মৃগপক্ষিবিবর্জ্জিতম্ ।
প্রবিষ্টস্তপ আস্থাতুং[৫] সরসোঽস্য সমীপতঃ ॥ ৮ ॥
[৬]ভ্রাতরং সুরথং রাজ্যে স্থাপয়িত্বা নরাধিপম্ ।
ইদং সরঃ সমাশ্রিত্য তপস্তেপে[৭] সুদারুণম্ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। সমতীয়িরে অতিক্রান্তানি।
৭। লো-টী। কস্মিংশ্চিন্নিমিত্তে জ্যোতিঃশাস্ত্রনিমিত্তে

পিতা স্বর্গে গমন করিলে পুরবাসিগণ আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন, তখন আমি সুসমাহিত হইয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করি ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মন্! যথাযথরূপে প্রজাদিগকে পালনপূর্ব্বক রাজ্যশাসনে নিরত থাকিয়া আমার বহুসহস্র বর্ষ অতীত হইল ॥ ৬ ॥

দ্বিজোত্তম! সেই আমি কোন কারণে আয়ুর পরিমাণ অবগত হইয়া মনে মনে মৃত্যুকাল স্থির করত তপোবনে আগমন করিলাম ॥ ৭ ॥

আমি এই সরোবরের সমীপে পশুপক্ষি-পরিত্যক্ত এই দুর্গম বনে তপস্যা করিবার জন্য প্রবেশ করিলাম ॥ ৮ ॥

ভ্রাতা সুরথকে রাজ্যে রাজপদে স্থাপিত করিয়া এই সরোবরসমীপে অতি কঠোর তপস্যা আচরণ করিতে লাগিলাম ॥ ৯ ॥

১। ছ 'সমপাক্রমন্'। ২। চ '-ত্বায়ুঃ স্বং দ্বিজোত্তম'। ৩। ছ '-গমম্'। ৪। ছ 'নির্ম্মগং পক্ষি-বর্জ্জিতম্'। ৫। ছ '-তুমস্ত বৈ সরসোঽন্তিকে'। ৬। ছ 'রাজ্যেঽভিষিচ্য সুরথং ভ্রাতরং তং নরাধিপম্'। ৭। ছ 'তপোঽতপ্যং'।

সোঽহং বর্ষসহস্রাণি ত্রীণি তপ্ত্বা[১] মহাবনে।
[২] শুভং ত্রিপিষ্টপং প্রাপ্তো ব্রহ্মলোকমনুত্তমম্ ॥ ১০ ॥
[৩] তস্য মে স্বর্গসংস্থস্য ক্ষুৎপিপাসে দ্বিজোত্তম।
[৪] অবাধতাং ভৃশমহমভবং ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১১ ॥
[৫] ততস্ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠমবোচং বৈ পিতামহম্।
ভগবন্ স্বর্গলোকোঽয়ং ক্ষুৎপিপাসাবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১২ ॥
[৬] কস্যেয়ং কর্ম্মণঃ প্রাপ্তিঃ ক্ষুৎপিপাসে যদাপ্তবান্।
আহারঃ কশ্চ মে দেব ব্রূহি তৎ[৭] প্রপিতামহ ॥ ১৩ ॥
[৮] পিতামহঃ সমাবোচদাহারস্তব কল্পিতঃ।
[৯] স্বাদূনি স্বানি মাংসানি তানি ভক্ষয় নিত্যশঃ ॥ ১৪ ॥

১৩। লো-টী। প্রাপ্তিঃ ক্ষুৎপিপাসয়োরিত্যর্থঃ। যদ্ যস্মাৎ আপ্লুবে প্রাপ্তবান্।

আমি এই ভীষণ বনে ত্রিসহস্র বর্ষ তপস্যা করিয়া ব্রহ্মলোকরূপ অত্যুত্তম শুভ স্বর্গ লাভ করিলাম ॥ ১০ ॥

দ্বিজোত্তম! সেই স্বর্গস্থিত আমার ক্ষুৎপিপাসা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইল এবং তাহাতে আমি বিবশেন্দ্রিয় হইলাম ॥ ১১ ॥

পরে ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ পিতামহকে বলিলাম, ভগবন্, এই স্বর্গলোক ক্ষুধাতৃষ্ণা-রহিত ॥ ১২ ॥

দেব পিতামহ! আমি যে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আকুল হইয়াছি, ইহা কোন্ কর্ম্মের ফল এবং আমি কি আহার করিব, বলুন ॥ ১৩ ॥

পিতামহ আমাকে বলিলেন, সুস্বাদু স্বীয় মাংস তোমার আহার কল্পিত হইয়াছে, তুমি প্রতিদিন তাহা ভক্ষণ করিতে থাক ॥ ১৪ ॥

১। ছ '-মুনে'। ২। ছ 'শুদ্ধং'। ৩। ছ 'স্বর্গপ্রাপ্তস্ত মাং তত্র'। ৪। ছ 'বাধেতে পরমোদার ততোঽহং'। ৫। ছ 'গত্বা ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠং পিতামহমথাব্রবম্'। ৬। ছ '-সেঽহমাপ্তবান্'। ৭। ছ 'ত্বং'। ৮। ছ 'এবমুক্তস্তু মামাহ ভোজনং পদ্মসম্ভবঃ'। ৯। ছ 'স্বানি মাংসানি স্বাদূনি'।

স্বশরীরং [1]ত্বয়া পুষ্টং কুর্ব্বতা তপ উত্তমম্।
[2]নাদত্তং ভবতি শ্বেত নাপি দত্তং বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ১৫ ॥
[3]ন হি দত্তং ত্বয়েন্দ্রাভ কস্যচিৎ তপ্যতা তপঃ।
তেন [4]স্বর্গগতস্যাপি [5]ক্ষুৎপিপাসে তবানুগে ॥ ১৬ ॥
[6]ন চ দত্তং বনে শূন্যে নির্জ্জনে পক্ষিবর্জ্জিতে।
অতিথির্ন চ বৈ তত্র কশ্চিৎ সংপূজিতস্ত্বয়া ॥ ১৭ ॥
সর্ব্বকামফলৈর্নিত্যং পূজ্যন্তে সর্ব্বসাধবঃ।
নোপযুক্তানি সততং ফলান্যতিথিভিঃ সহ ॥ ১৮ ॥
পাদ্যেনার্ঘ্যেণ ভোজ্যেন স্বাগতেনাসনেন চ।
বনে নৈব দ্বিজাতীনাং সৎক্রিয়া ক্রিয়তে ত্বয়া ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টী। হে ইন্দ্রাভ ইন্দ্রসদৃশ।

[লো-টী।] ভবে জন্মনি।

১৮। লো-টী। সর্ব্বকামফলৈঃ সর্ব্বৈরিচ্ছাবিষয়ৈঃ ফলৈঃ সদাতিথিঃ পূজনীয়ঃ। 'পূজ্যতে সর্ব্বসাধন' ইতি পাঠে সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সাধয়তীতি তথা, দেহঃ পূজ্যতে পূজিতঃ।

১৯। লো-টী। বনে বনাশ্রমে নৈব ক্রিয়তে নৈব কৃতা।

তুমি উগ্র তপস্যা-নিরত থাকিয়া স্বীয় শরীর পুষ্ট করিয়াছ; হে শ্বেত, দান না করিলে পাওয়া যায় না এবং দান করিলে তাহা বিনষ্ট হয় না ॥ ১৫ ॥

হে ইন্দ্রপ্রতিম, তুমি তপস্যানিরত থাকিয়া কাহাকেও [কিছু] দান কর নাই, সেই জন্য স্বর্গে আসিলেও ক্ষুধা-তৃষ্ণা তোমার অনুসরণ করিয়াছে ॥ ১৬ ॥

তুমি সেই পক্ষিবর্জ্জিত শূন্য নির্জ্জন বনে দান কর নাই এবং সেখানে কোন অতিথিকে পূজা কর নাই ॥ ১৭ ॥

সমস্ত অভিলষিত ফলদ্বারা সর্ব্বদা সমস্ত সাধুগণের পূজা করিতে হয়, তুমি অতিথিদের সহিত [বিভাগপূর্ব্বক] ফলভোজন কর নাই [একাকী ভোজন করিয়াছ] ॥ ১৮ ॥

তুমি বনে পাদ্য, অর্ঘ্য, ভোজ্য, স্বাগতপ্রশ্ন এবং আসনের দ্বারা দ্বিজাতি-

---

১। ছ 'হি পুষ্টং তে'। ২। ছ 'নানুপ্তং জায়তে শ্বেত কদাচিদ্ধি মহীপতে'। ৩। অস্যার্দ্ধস্য স্থানে ছ 'অপি চেজ্জিক্ষমাণায় ভিক্ষবে যতয়ে পুরা। ন দত্তমন্নপানঞ্চ বনে তস্মিংস্ত্বয়ানঘ'॥ ইতি পাঠঃ। ৪। ছ '-গতোঽপ্যত'। ৫। ছ '-সাধশো হ্যসি'। ৬। ছ সপ্তদশশ্লোকাৎ বিংশশ্লোক স্তবং নাস্তি।

বুভুক্ষিতং পরিশ্রান্তমতিথিং গৃহমাগতম্।
যোঽভ্যর্চ্চয়তি বিশ্বেশং তস্য যজ্ঞফলং ভবেৎ ॥ ২০ ॥
স ত্বং সুপুষ্টমাহারৈঃ স্বশরীরমনুত্তমম্।
ভক্ষয়স্বামৃতরসং[১] তেন তৃপ্তির্ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥
যদা তু তদ্বনং শ্বেত অগস্ত্যঃ সুমহানৃষিঃ[২]।
আগমিষ্যতি দুর্দ্ধর্ষঃ স[৩] তে কৃচ্ছ্রাদ্[৪] বিমোক্ষ্যতে ॥ ২২ ॥
স হি তারয়িতুং শক্তঃ সেন্দ্রানপি সুরাসুরান্।
কিং পুনস্ত্বাং মহাবাহো ক্ষুৎপিপাসাবশং গতম্ ॥ ২৩ ॥
সোঽহং ভগবতঃ শ্রুত্বা দেবদেবস্য ভাষিতম্।
ভুঙ্ক্তে[৫] বীভৎসমাহারং স্বশরীরং দ্বিজোত্তম ॥ ২৪ ॥

২০। লো-টী। বিশ্বেশং তদ্বুদ্ধ্যা অতিথিম্।
২১। লো-টী। স্বীয়ম্ আমিষরসম্। 'অমৃতরস'মিতি বা পাঠঃ।

দিগের সৎকার কর নাই ॥ ১৯ ॥

গৃহে সমাগত ক্ষুধার্ত্ত পরিশ্রান্ত অতিথিকে যে বিশ্বেশ্বর মনে করিয়া অর্চ্চনা করে, সে যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয় ॥ ২০ ॥

তুমি আহার দ্বারা অতিশয় পুষ্ট উৎকৃষ্ট অমৃতরসযুক্ত স্বীয় শরীর (শবদেহ) ভোজন কর, তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিবে ॥ ২১ ॥

হে শ্বেত, যখন দুর্দ্ধর্ষ মহর্ষি অগস্ত্য সেই বনে আগমন করিবেন, তখন তিনি তোমাকে ক্লেশ হইতে মুক্ত করিবেন ॥ ২২ ॥

হে মহাবাহো! মহর্ষি অগস্ত্য ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতা ও অসুরগণকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ, ক্ষুধাতৃষ্ণার বশীভূত তোমাকে উদ্ধার করা ত' তুচ্ছ কথা ॥ ২৩ ॥

হে দ্বিজোত্তম, সেই আমি ভগবান্ দেবাদিদেবের কথা শ্রবণ করিয়া ঘৃণার্হ খাদ্য স্বীয় শরীর ভোজন করিতেছি ॥ ২৪ ॥

---

১ ছ 'সমং সা ত্তে'। ২। ছ 'স'। ৩। ছ 'ভদা'। ৪। ছ '-সে'। ৫। ছ 'ভুঙ্ক্ষে'।

[1]বহূন্ [2]বর্ষগণান্ ব্রহ্মন্ ভুজ্যমানমিদং ময়া।
[3]ক্ষয়ং ন [4]চৈতদায়াতি তৃপ্তিশ্চাভূন্মমোত্তমা ॥ ২৫ ॥
[5]তন্মুনে কৃচ্ছ্রমাপন্নং কৃচ্ছ্রা[6]দস্মাদ্ বিমোচয়।
[7]অন্যস্য হি গতির্নাস্তি ত্বামৃতে [8]দ্বিজপুঙ্গব ॥ ২৬ ॥
ইদমাভরণং দিব্যং [9]তারণার্থং ময়োদ্যতম্।
প্রতিগৃহ্ণীষ্ব বিপ্রর্ষে প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২৭ ॥
[10]ইদং তাবৎ সুবর্ণঞ্চ ধনং বস্ত্রাণি [11]চ দ্বিজ।
[12]ভক্ষ্যং ভোজ্যং চ ব্রহ্মর্ষে দদাম্যাভরণানি চ ॥ ২৮ ॥
সর্ব্বান্ কামান্ প্রযচ্ছামি ভোগাংশ্চ মুনিপুঙ্গব।
তারণে ভগবন্ মহ্যং প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২৯ ॥

২৭। লো-টী। উদ্যতং গৃহীতম্।

২৮-২৯। লো-টী। আভরণানি ইমা গাবো গাঃ গবোপকল্পিতানি দদানি সুবর্ণস্য সুবর্ণো-পকল্পিতানি, এবং ধনং রজতং, বস্ত্রাণি, ভক্ষ্যং সংপ্রতি ভোক্তব্যং, ভোজ্যং কালান্তরভোক্তব্যং, তত্তদুপকল্পিতানি আভরণানীত্যর্থঃ। ভোগান্ সুখসাধনানি সর্ব্বান্ কামান্ ভূম্যাদীন্।

ব্রহ্মন্, বহু বর্ষ ধরিয়া আমি এই শরীর ভোজন করিতেছি, তথাপি ইহা ক্ষয় হয় নাই এবং আমার অতিশয় তৃপ্তি হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

মুনে, দুর্দ্দশাগ্রস্ত আমাকে এই দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত করুন ; হে দ্বিজপুঙ্গব, আপনি ভিন্ন [আমাকে উদ্ধার করিতে] অন্যের শক্তি নাই ॥ ২৬ ॥

বিপ্রর্ষে, আমার প্রদত্ত এই উৎকৃষ্ট অলঙ্কার [আমাকে] উদ্ধার করিবার জন্য গ্রহণ করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন ॥ ২৭ ॥

হে দ্বিজ, হে ব্রহ্মর্ষে, এই সুবর্ণ, ধন, বস্ত্র, ভক্ষ্য, ভোজ্য এবং অলঙ্কারসমূহ দান করিতেছি ॥ ২৮ ॥

ভগবন্, মুনিপুঙ্গব, অভিলাষযোগ্য সমস্ত ভোগ্যবস্তু প্রদান করিতেছি, আমার উদ্ধারার্থে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন ॥ ২৯ ॥

১। ছ 'বহুবর্ষগণো'। ২। ছ 'ভক্ষমাণস্য বর্ত্ততে'। ৩। ছ 'নাভ্যেতি সুভৃশং'। ৪। ছ '-শ্চোপৈত্য-সুত্তমা'। ৫। ছ 'স মাং ত্বং'। ৬। ছ 'প্রমে.-'। ৭। ছ 'অন্যত্র'। ৮। ছ '-সত্তম'। ৯। ছ 'ময়ৈব চ'-। ১০। ছ 'ইমা গাবঃ'। ১১। ছ 'চোত্তমম্'। ১২। ছ 'ব্রহ্মর্ষে ভক্ষ্যভোজ্যঞ্চ দদাম্যা-'।

অহন্তু[১] স্বর্গিণো বাক্যং শ্রুত্বা[২] ভক্তিসমন্বিতম্।
তারণার্থায়[৩] জগ্রাহ তদাভরণমুত্তমম্ ॥ ৩০ ॥
ময়া[৪] প্রতিগৃহীতে তু তস্মিন্নাভরণে শুভে।
মানুষঃ পূর্ব্বকো দেহো রাজর্ষেঃ স ব্যনশ্যত ॥ ৩১ ॥
প্রনষ্টে তু শরীরে স[৫] রাজর্ষিঃ পরয়া মুদা।
হৃষ্টঃ[৬] প্রমুদিতো রাম জগাম ত্রিদিবং পুনঃ ॥ ৩২ ॥
তেনেদং[৭] শক্রতুল্যেন দিব্যমাভরণং মম।
তস্মিন্ নিমিত্তে কাকুৎস্থ দত্তমদ্ভুতদর্শনম্ ॥ ৩৩ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে শ্বেতোপাখ্যানং নাম
পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৫ ॥

৩১। লো-টী। ব্যনশ্যত অদৃশ্যো বভূব।
[লো-টী।] এতদ্ ভূষণম্ আত্মজৈগু ণৈর্বিভূষিতম্ অত্যুজ্জ্বলম্।
শ্বেতোপাখ্যানম্ ॥ ৮৫ ॥

আমি সেই স্বর্গবাসীর ভক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য সেই উৎকৃষ্ট অলঙ্কার গ্রহণ করিলাম ॥ ৩০ ॥

আমি সেই উৎকৃষ্ট অলঙ্কার গ্রহণ করিলে রাজর্ষির সেই পূর্ব্বজন্মের মনুষ্য-দেহ বিনষ্ট হইল ॥ ৩১ ॥

রাম, সেই শরীর নষ্ট হইলে রাজর্ষি পরম সন্তোষে আনন্দিত হইয়া পুনরায় স্বর্গে চলিয়া গেলেন ॥ ৩২ ॥

কাকুৎস্থ, ইন্দ্রতুল্য সেই স্বর্গবাসী অদ্ভুত-দর্শন এই উৎকৃষ্ট অলঙ্কার নিজের উদ্ধারের জন্য আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে শ্বেতোপাখ্যান-নামক
৮৫তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

১। ছ 'তস্যাহং'। ২। ছ 'দ্রুঃখ-'। ৩। ছ '-য়োপ-'। ৪। ক 'প্রতিগৃহীতে তু ময়া'। ৫। ছ '-রেহসৌ'। ৬। ছ 'প্রত্যুক্তোঽথ মহাতেজা'। ৭। ছ অস্য শ্লোকস্য স্থানে 'এতদ্ধি হৃচ্ছক্রনিভেন তেন তস্মিন্ নিমিত্তে মম দত্তমাসীৎ। বিভূষিতং ভূষিতমাত্মজৈর্গুণৈর্দ্দত্তং ময়া ধারয় নির্ব্বিশঙ্কঃ'॥ ইতি পাঠঃ।

(৮৬) ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ

তদদ্ভুতমিদং[১] বাক্যং শ্রুত্বাগস্ত্যস্য রাঘবঃ।
গৌরবাদ্বিস্ময়াচ্চৈব ভূয়ঃ প্রষ্টুং[২] প্রচক্রমে ॥ ১ ॥
ভগবংস্তদ্ বনং ঘোরং যত্রাসৌ তপ্তবাংস্তপঃ।
শ্বেতো বৈদর্ভকো রাজা তদভূদগমং[৩] কথম্ ॥ ২ ॥
নিঃসত্ত্বঞ্চ[৪] কথং রাজা শূন্যং মনুজবর্জ্জিতম্।
প্রবিষ্টস্তপ আস্থাতুং শ্রোতুমিচ্ছামি তন্মুনে[৫] ॥ ৩ ॥
রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতম্[৬]।
মুনিঃ[৭] পরমতেজস্বী বক্তুং সমুপচক্রমে ॥ ৪ ॥
পুরা কৃতযুগে রাম মনুর্দ্দণ্ডধরঃ প্রভুঃ।
তস্য পুত্রো মহানাসীদিক্ষ্বাকুরমিতপ্রভঃ ॥ ৫ ॥

[লো-টী।] অগমমগম্যম্।

রামচন্দ্র অগস্ত্যের সেই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহার প্রতি গৌরববশতঃ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—॥ ১ ॥

ভগবন্, সেই বিদর্ভাধিপতি রাজা শ্বেত যেখানে তপস্যা আচরণ করিয়াছিলেন সেই ঘোর অরণ্য [সর্ব্বপ্রাণীর] অগম্য হইয়াছিল কেন ? ॥ ২ ॥

মুনে! রাজা কিজন্য প্রাণী এবং মনুষ্য বর্জ্জিত সেই শূন্য বনে তপস্যা করিতে প্রবেশ করিলেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩ ॥

রামচন্দ্রের কৌতূহলপূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া পরমতেজস্বী অগস্ত্যমুনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—॥ ৪ ॥

রাম, পুরাকালে সত্যযুগে মনু শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার অতুলনীয়

১। ছ '-তমং'। ২। ছ 'প্রহ্বঃ-পুনরভাষত'। ৩। ক '-দাশ্রমং'। ৪। ছ '-ত্বং স'। ৫। ছ 'কথয়স্ব মহামুনে'। ৬। ছ -তঃ'। ৭। ছ 'বাক্যং'।

তং পুত্রং পূর্ব্বকং[১] রাজ্যে[২] স্থাপয়িত্বা সুসম্মতম্ ।
পৃথিব্যাং রাজবংশানাং ভব[৩] কর্ত্তেত্যুবাচ হ ॥ ৬ ॥

তথেতি চ প্রতিজ্ঞাতে[৪] মনুপুত্রেণ[৫] রাঘব ।
ততঃ পরমসংহৃষ্টো মনুঃ পুনরথাব্রবীৎ ॥ ৭ ॥

প্রীতোঽস্মি পরমোদার কর্ত্তা চাসি ন সংশয়ঃ ।
দণ্ডেন চ প্রজা[৬] রক্ষ্যাঃ স চ পাত্যঃ[৭] কৃতাগসি ॥ ৮ ॥

অপরাধিষু[৮] যো দণ্ডঃ পাত্যতে মানবেষু[৯] বৈ ।
স দণ্ডো বিধিনা[১০] মুক্তঃ স্বর্গং নয়তি পার্থিবম্ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। ভবান্ কর্ত্তা পালনে বন্ধনে চেতি শেষঃ।

৮। লো-টী। বক্তা চাস্মি কিমপি বক্ষ্যামীত্যর্থঃ। 'কর্ত্তা চাসী'তি পাঠে রাজ্যস্য পালনম্।

প্রভাবশালী 'ইক্ষ্বাকু' নামে এক পুত্র ছিল ॥ ৫ ॥

মনু সেই অভীষ্ট জ্যেষ্ঠপুত্রকে রাজ্যে স্থাপিত করিয়া 'পৃথিবীতে রাজবংশসমূহের প্রবর্ত্তক হও', এই কথা বলিলেন ॥ ৬ ॥

হে রাঘব, মনুর পুত্র 'যে আজ্ঞা' বলিয়া স্বীকার করিলে মনু অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় বলিলেন—॥ ৭ ॥

হে পরমোদার, আমি প্রীত হইয়াছি, তুমি রাজবংশ প্রবর্ত্তন করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। দণ্ডদ্বারা প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে হয় এবং সেই দণ্ড অপরাধীর প্রতি প্রয়োগ করিতে হয় ॥ ৮ ॥

অপরাধী মনুষ্যের প্রতি যে দণ্ড পাতিত করা হয়, শাস্ত্রানুসারে প্রদত্ত সেই দণ্ড নৃপতিকে স্বর্গে প্রেরণ করে ॥ ৯ ॥

১। ছ '-জং'। ২। ছ 'নিক্ষিপ্য ভূরিসম্মতম্'। ৩। ছ 'ভবান্'। ৪। ছ '-তং'। ৫। ছ 'তেন'। ৬। ক 'কিং'। ৭। ছ 'ন চ দণ্ডো হ্যকারণে'। ৮। ছ 'অপরাধেষু'। ৯। ছ 'মনুজাধিপ'। ১০। ছ '--বদ্যুক্তঃ'।

তস্মাদ্দণ্ডে মহাবাহো যত্নবান্ ভব পুত্রক।
১
ধর্ম্মো হি পরমো লোকে কুর্ব্বতস্তে ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥
২
ইতি সংদিশ্য বহুধা মনুঃ পুত্রং সমাধিনা।
৩
জগাম ত্রিদিবং হৃষ্টো ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ॥ ১১ ॥
৪
তস্মিন্ প্রয়াতে ত্রিদিবমিক্ষ্বাকুরমিতপ্রভঃ।
৫
জনয়িষ্যে কথং পুত্রানিতি চিন্তামগাৎ প্রভুঃ ॥ ১২ ॥
৬
কর্ম্মভির্ব্বহুরূপৈস্তু তৈস্তৈর্ম্মনুসুতস্তদা।
৭
জনয়ামাস ধর্ম্মাত্মা সুতান্ দেবসুতোপমান্ ॥ ১৩ ॥
৮
সর্ব্বেষামভবত্তেষাং কনীয়ান্ রঘুনন্দন।
৯
মূঢ়শ্চাকৃতবিদ্যশ্চাশুশ্রূষুশ্চৈব পূর্ব্বজান্ ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। ইতি সমাধিনা ইতি নিয়মেন সংদিশ্য আজ্ঞাপ্য। 'সমাধির্নিয়মে ধ্যানে নীবাকে চ সমর্থনে' ইতি ভূরি০।

১৩। লো-টী। বহুরূপৈঃ বহুপ্রকারৈঃ সুতান্ পুত্রান্ সুতান্ ভবিষ্যৎপার্থিবান্। 'সুতঃ স্যাৎ পার্থিবে পুত্রে স্ত্রাপত্যে তু সুতা মতে'তি কোষঃ।

১৪। লো-টী। অস্তরে মধ্যে যঃ কনীয়ান্, স মূঢ়ঃ। 'সর্ব্বেষামভবত্তেষা'মিতি বা পাঠঃ। ন কৃতা শিক্ষিতা বিদ্যা যেন সঃ।

সুতরাং হে মহাবাহো পুত্র, দণ্ড প্রদান করিতে সাবধান হইও, [সাবধানে দণ্ড প্রয়োগ করিলে] ইহলোকে তোমার পরম ধর্ম্ম হইবে ॥ ১০ ॥

মনু পুত্রকে এইরূপ বহু উপদেশ দিয়া হৃষ্টচিত্তে সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ১১ ॥

মনু স্বর্গে গমন করিলে অমিত-প্রভাশালী ইক্ষ্বাকু 'কিরূপে বহু পুত্রোৎপাদন করিব' এইরূপ চিন্তান্বিত হইলেন ॥ ১২ ॥

পরে ধর্ম্মাত্মা মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু বহুপ্রকার কর্ম্মদ্বারা দেবপুত্রসদৃশ বহু পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ১৩ ॥

হে রঘুনন্দন, তাহাদের সকলের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র ছিল মূঢ়, অকৃতবিদ্য এবং

১। ছ ইদমর্দ্ধং নাস্তি'। ২। ছ 'তং বহু গদ্দিশ্য পুনঃ'। ৩। ছ '-কমনুত্তমম্'। ৪। ছ 'তু'। ৫। ছ 'পরোঽভবৎ'। ৬। ছ '-তঃ সুতান্'। ৭। ছ 'স তান্'। ৮। ছ '-মধমস্তেষাং'। ৯। ছ '-শ্চশুশ্রূঃষেব চ'।

[1]চক্রে নাম পিতা তস্য কুবুদ্ধের্দণ্ড ইত্যুত।
[2]অবশ্যং দণ্ডপতনং শরীরে[3]ঽস্য ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥
[4]পশ্যন্ ত্বথ স তং দণ্ডং ঘোরং পুত্রং তু রাঘব।
বিন্ধ্যশৈবলয়োর্মধ্যে [5]রাজ্যমস্মৈ [6]দদৌ পিতা ॥ ১৬ ॥
স দণ্ডস্তত্র রাজাভূদ্ রম্যে পর্ব্বতরোধসি।
পুরং চাপ্রতিমং রাম [7]ন্যবেশয়দনুত্তমম্ ॥ ১৭ ॥
নাম তস্য [8]চ চক্রে স মধুমন্ত ইতি স্বয়ম্।
বব্রে চোশনসং বিপ্রং পুরোধসমনুত্তমম্ ॥ ১৮ ॥
এবং স রাজা তদ্রাজ্যং চকার [9]সুসমাহিতঃ।
প্রহৃষ্টমনুজাকীর্ণং দেবরাজো যথা দিবি ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টী। শৈবলঃ পর্ব্বতবিশেষঃ, পদ্মকাষ্ঠব্যাপ্তদেশো বা।
১৭। লো-টী। সাগরস্য রোধসি তীরে। 'পর্ব্বতরোধসী'তি বা পাঠঃ
[লো-টী]। সম্মতং প্রহৃষ্টম্।

জ্যেষ্ঠদিগের সেবাপরাঙ্মুখ ॥ ১৪ ॥

'নিশ্চয়ই ইহার শরীরে দণ্ডপতন হইবে' এই মনে করিয়া পিতা সেই কুবুদ্ধি পুত্রের নাম রাখিলেন 'দণ্ড' ॥ ১৫ ॥

হে রাঘব, পিতা মনু সেই দণ্ডনামক পুত্রকে দুর্ব্বৃত্ত দেখিয়া উহাকে বিন্ধ্য এবং শৈবল নামক পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যে রাজ্য প্রদান করিলেন ॥ ১৬ ॥

রাম, সেই দণ্ড সেই রমণীয় পর্ব্বততটপ্রান্তে রাজা হইয়া অত্যুত্তম নগর স্থাপিত করিলেন ॥ ১৭ ॥

সেই নগরের নাম নিজেই 'মধুমন্ত' রাখিলেন এবং ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্যকে পুরোহিতের পদে বরণ করিলেন ॥ ১৮ ॥

স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় তিনি একাগ্র হইয়া আনন্দিত জনপূর্ণ সেই

১। ছ 'নাম তস্য চ দণ্ডেতি পিতা চক্রেঽতিবুদ্ধিমান্'। ২। ছ 'ভবিষ্যদ-'। ৩। ছ 'তস্য দৃষ্টবান্'। ৪। ছ '-রথ তদা রোষাদ্'। ৫। ছ 'রাজ্যং তস্য'। ৬। ছ 'প্রভুঃ'। ৭। ছ 'সন্ন্যবেশয়দুত্তমম্'। ৮। ছ 'পুরস্যাথ মধুমন্তেতি চাকরোৎ'। ৯। ছ 'সপুরোহিতঃ'।

ততঃ স রাজা মনুজেন্দ্রপুত্রঃ সার্দ্ধং হি[1] তেনোশনসা তদানীম্।
চকার রাজ্যং সুমহন্মহাত্মা শক্রো দিবীবাঙ্গিরসা[2] সমেতঃ ॥ ২০ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মধুমৎ (?) পুরনিবেশো নাম
ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৬ ॥

২০। লো-টী। আঙ্গিরসা অঙ্গিরঃপুত্রেণ বৃহস্পতিনা
মধুমন্তপুরনিবেশঃ ॥ ৮৬ ॥

রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

তখন সেই রাজপুত্র মহারাজ মহাত্মা 'দণ্ড' স্বর্গে বৃহস্পতির সহিত ইন্দ্রের ন্যায় [সেই রাজ্যে] শুক্রাচার্য্যের সহিত রাজত্ব করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মধুমৎ (?)পুরনিবেশ-নামক
৮৬তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

১। ছ 'চ'। ২। ছ '-বোশনসা'।

(৮৭) সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ

এতদাখ্যায় রামস্য মহর্ষিঃ কুম্ভসম্ভবঃ ।
পুনরেবাপরং বাক্যং ব্যাহর্ত্তুমুপচক্রমে ॥ ১ ॥[১]
ততঃ স দণ্ডঃ কাকুৎস্থ বহুবর্ষগণাযুতম্ ।
অকরোৎ তত্র মন্দাত্মা রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ॥ ২ ॥
কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য ভার্গবস্যাশ্রমং শুভম্ ।[২]
রমণীয়মুপাক্রামন্মাসে চৈত্রে মনোরমে ॥ ৩ ॥[৩]
তত্র ভার্গবকন্যাং স রূপেণাপ্রতিমাং ভুবি ।[৪]
বিচরন্তীং বনোদ্দেশে দণ্ডোঽপশ্যন্নরাধিপঃ ॥ ৪ ॥[৫]
স দৃষ্ট্বা তাং তু দুর্ম্মেধাঃ কন্দর্পশরপীড়িতঃ ।[৬]
অভিগম্য সুসংবিগ্নঃ কন্যাং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। অকারয়ৎ অকরোৎ।
৩। লো-টী। অথ অনন্তরম্।
৫। লো-টী। সুসংবিগ্নঃ অস্থিরঃ।

মহর্ষি অগস্ত্য রামচন্দ্রের নিকট এইরূপ বলিয়া পুনরায় অন্য (অবশিষ্ট) কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥

হে কাকুৎস্থ, সেই মন্দাত্মা দণ্ড সেইস্থানে বহু অযুত বর্ষ ধরিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করিলেন ॥ ২ ॥

কোন এক সময়ে তিনি মনোরম চৈত্রমাসে শুক্রাচার্য্যের রমণীয় পবিত্র আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৩ ॥

মহারাজ দণ্ড ভূমণ্ডলে অতুলনীয়-সৌন্দর্য্যশালিনী শুক্রাচার্য্যের কন্যাকে সেই স্থানে বনপ্রদেশে বিচরণ করিতে দেখিলেন ॥ ৪ ॥

সেই কন্যাকে দেখিয়া কামবাণে জর্জ্জরিত মন্দমতি সেই 'দণ্ড' অস্থির

১। ছ 'তস্যৈব চাপরং বাক্যং বক্তুং সমুপ-'। ২। ছ 'অথ কালে তু কস্মিংশ্চিদ্রাজা তং ভার্গবাশ্রমম্'। ৩। ছ '-ক্রামচ্চৈত্রমাসে'। ৪। ছ '-স্যাস্তু'। ৫। ছ '-দমুত্তমাম্'। ৬। ছ 'তাং স দুর্ম্মেধা হনঙ্গ শরপীড়িতঃ'।

কুতস্ত্বমসি সুশ্রোণি কস্য চাসি শুভাননে[১]।
পীড়িতোঽহমনঙ্গেন পৃচ্ছামি ত্বাং সুশোভনে[২] ॥ ৬ ॥
তস্যৈবং[৩] প্রব্রুবাণস্য মোহাবিষ্টস্য কামিনঃ।
ভার্গবী প্রত্যুবাচেদং বচঃ সানুনয়ং প্রিয়ম্[৪] ॥ ৭ ॥
ভার্গবস্য সুতাং বিদ্ধি দেবস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ[৫]।
অরজাং নাম রাজেন্দ্র জ্যেষ্ঠামাশ্রমবাসিনীম্ ॥ ৮ ॥
গুরুঃ পিতা মে রাজেন্দ্র ত্বং চ শিষ্যো মহাত্মনঃ।
ব্যসনং সুমহৎ ক্রুদ্ধঃ স তে দদ্যান্মহাযশাঃ[৬] ॥ ৯ ॥
যদি বা তে ময়া কার্য্যং সম্পদা[৭] ধর্ম্মযুক্তয়া।
বরয়স্ব নরশ্রেষ্ঠ পিতরং মে মহামতিম্[৮] ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী কুতস্ত্বমসি কুত আগতাসি? সুশোভনে সুষ্ঠু সুন্দরি! 'শোভনো যোগভেদে না সুন্দরে বাচ্যলিঙ্গক' ইতি কোষঃ।

৮। লো-টী। দেবস্য বিপ্রস্য বা পাঠঃ।

হইয়া তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলেন—॥ ৫ ॥

সুন্দরি, সুশ্রোণি, সুমুখি, আমি কামপীড়িত হইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ এবং কাহার কন্যা ॥ ৬ ॥

মোহাবিষ্ট সেই কামার্ত্ত দণ্ড এইরূপ বলিলে শুক্রাচার্য্যের কন্যা অনুনয়ের সহিত তাহাকে এইরূপ প্রিয়কথা বলিলেন—॥ ৭ ॥

হে রাজেন্দ্র, আশ্রমবাসিনী আমাকে অক্লিষ্টকর্ম্মা দীপ্তিমান্ ভার্গবের অরজানাম্নী জ্যেষ্ঠা কন্যা বলিয়া অবগত হউন ॥ ৮ ॥

হে রাজেন্দ্র, পিতা আমার গুরু এবং আপনিও সেই মহাত্মার শিষ্য, মহাযশস্বী পিতৃদেব ক্রুদ্ধ হইলে আপনাকে অতিশয় বিপন্ন করিবেন ॥ ৯ ॥

হে নরশ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মশালিনী আমাকে যদি স্ত্রী-সম্পদ্রূপে পাইতে চান, তবে

১। ছ 'সুমধ্যমে'। ২। ছ 'শুভাননে'। ৩। ছ '-স্তু - ব্রুবা'। ৪। ছ 'নৃপ'। ৫। ছ 'শুক্রস্য-'। ৬। ক '-দ্ধো ন তে'। ৭। ছ 'ধর্ম্মদৃষ্টেন কর্ম্মণা'। ৮। ছ '-দ্যুতিম্'।

১
অন্যথা বিপুলং দুঃখং ভবেদ্ ঘোরাভিসংহিতম্।
২
পিতা মম হি স ক্রোধাৎ ত্রৈলোক্যমপি নির্দ্দহেৎ ॥ ১১ ॥
৩
এবং স রাজা তাং কন্যাং ব্রুবতীং ভার্গবীং তদা।
৪
প্রত্যুবাচ মদোন্মত্তঃ শিরস্যাধায় চাঞ্জলিম্ ॥ ১২ ॥
৫
প্রসাদং কুরু সুশ্রোণি ন কালং ক্ষেপ্তু মর্হসি।
৬
ত্বৎকৃতে হি মম প্রাণা বিদীর্য্যন্তে শুভাননে ॥ ১৩ ॥
৭ ৮
ত্বাং প্রাপ্য তু বধো মেঽস্তু বধাদ্বা যৎ পরং ভবেৎ।
ভক্তং ভজস্ব মাং ভীরু ত্বয়ি ভক্তির্হি মে পরা ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। ঘোরং দুঃখজনকং নিন্দিতং কর্ম্ম তেনাভিসংহিতম্ উৎপাদিতম্।
১২। লো-টী। সাঞ্জলিপ্রগ্রহঃ অঞ্জলিপ্রগ্রহণেন সহিতঃ।
১৩। লো-টী। কালং কালবিলম্বং কর্ত্তুং 'বক্তুং' বা পাঠঃ। বিদীর্য্যন্তি বিদীর্য্যন্তে।
১৪। লো-টী। বধাদ্বা যৎপরমন্যদ্ দুঃখম্।

মহামতি মদীয়-পিতৃদেবের নিকট প্রার্থনা করুন ॥ ১০ ॥

ইহার অন্যথা করিলে নিন্দিত কর্ম্মদ্বারা ভীষণ দুঃখ পাইবেন, কারণ, আমার পিতা ক্রোধে ত্রিভুবনকেও দগ্ধ করিতে সমর্থ ॥ ১১ ॥

শুক্রাচার্য্যের কন্যা এইরূপ বলিলে সেই রাজা দণ্ড কামোন্মত্ত হইয়া মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন—॥ ১২ ॥

শুভাননে সুশ্রোণি, আমার প্রতি অনুগ্রহ কর, কালক্ষেপ করিও না, তোমার জন্য আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে ॥ ১৩ ॥

তোমাকে লাভ করিয়া আমার মৃত্যু হয় হউক, অথবা মৃত্যু অপেক্ষাও যদি কিছু বেশী দুঃখ থাকে, তাহাও হউক; সুন্দরি, তোমার প্রতি অনুরক্ত আমাকে ভজনা কর, তোমার প্রতি আমার অত্যন্ত আসক্তি জন্মিয়াছে ॥ ১৪ ॥

১। ছ 'তব'। ২। ছ 'ক্রোধেন হি পিতা মহৎ'। ৩। ছ 'ব্রুবতীং'। ৪। ছ 'প্রাঞ্জলিপ্রগ্রহো নৃপঃ'। ৫। ছ 'কর্ত্তু-'। ৬। ছ 'বিদীর্য্যন্তি'। ৭। ছ 'বাস্তু'। ৮। ছ '-ন্বাপি মহত্তরম্'।

এবমুক্ত্বা তু তাং কন্যাং দোর্ভ্যাং গৃহ্য বলাদ্বলী।
বিস্ফুরন্তীং যথাকামং মৈথুনায়োপচক্রমে ॥ ১৫ ॥
তমনর্থং মহাঘোরং দণ্ডঃ কৃত্বা সুদারুণম্।
আগমৎ[1] স্বপুরং রাম মধুমন্তমনুত্তমম্[2] ॥ ১৬ ॥
ভার্গবী[3] রুদতী দীনা স্বাশ্রমস্য সমীপতঃ।
প্রতীক্ষতে তু[4] সংত্রস্তা পিতরং দেবসন্নিভম্ ॥ ১৭ ॥
ইতি কর্ম্ম সুদারুণং স কৃত্বা দণ্ডো দণ্ডমবাপ্তবানুগ্রম্[5]।
শৃণু সর্ব্বমশেষতস্তদদ্য[6] কথয়িষ্যে তব রাজসিংহ বৃত্তম্[7] ॥ ১৮ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অরজাভিগমো নাম সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৭ ॥

[লো-টী।] প্রত্যপালয়ৎ প্রত্যৈক্ষত।

অরজাভিগমঃ ॥ ৮৬ ॥

বলশালী 'দণ্ড' এইরূপ বলিয়া কম্পমানা সেই কন্যাকে বলপূর্ব্বক ধারণ করত স্বেচ্ছানুসারে মৈথুন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৫ ॥

রাম, দণ্ড সেই অতি ভয়ঙ্কর সুদারুণ অনর্থ সৃষ্টি করিয়া স্বীয় মধুমন্ত নগরে আগমন করিলেন ॥ ১৬ ॥

শুক্রাচার্য্যের কন্যা দুঃখিতা হইয়া রোদন করিতে করিতে স্বীয় আশ্রমের সমীপে দেবতুল্য পিতার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

হে রাজসিংহ, সেই দণ্ড এইরূপ সুদারুণ কর্ম্ম করিয়া ভীষণ দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অদ্য আপনার নিকট সেই বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ১৮ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অরজাভিগমন-নামক ৮৭তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥

১। ছ 'স্বপুরং প্রবিবেশাথ'। ২। ছ '-মত্ত-'। ৩। ছ 'অরজাপি রুদন্তী সা আশ্রমাদবিদূরতঃ'। ৪। ছ 'স'। ৫। ছ '-বাংস্তমুগ্রং'। ৬। ছ '-স্তদদ্য'। ৭। ক '-বৃত্ত'।

(৮৮)অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ

১
ততো রাম মুহূর্ত্তাৎ স দেবর্ষিরমিতপ্রভঃ।
স্বমাশ্রমং শিষ্যবৃতঃ ক্ষুধার্ত্তঃ সংন্যবর্ত্তত ॥ ১ ॥
সোঽপশ্যদরজাং দীনাং রজসা সমভিপ্লুতাম্।
২ ৩
প্রত্যুষস্যরুণগ্রস্তাং জ্যোৎস্নামিব হতপ্রভাম্ ॥ ২ ॥
তস্য রোষঃ সমভবৎ ক্ষুধার্ত্তস্য বিশেষতঃ।
দিব্যেন চক্ষুষা বীক্ষ্য ততঃ শিষ্যানুবাচ হ ॥ ৩ ॥
৪
পশ্যধ্বং বিপরীতস্য দণ্ডস্যাবিদিতাত্মনঃ।
৫
বিপত্তিং ঘোরসঙ্কাশাং কালেনোপহতাত্মনঃ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। দেবর্ষিঃ বিপ্রর্ষিরিতি বা পাঠঃ।

২। লো-টী। প্রত্যূষস্য জ্যোৎস্নাম্।

৪। লো-টী। বিপরীতস্য বিগতধর্ম্মস্য অবিদিতো ন জ্ঞাত আত্মা অহং যেন তস্য উপহতাত্মনো হতবুদ্ধেঃ। 'পশ্যধ্বং বিপরীতেন দণ্ডেনাবিদিতাত্মনা' ইতি পাঠে উপহতাত্মনো দণ্ডস্য অবিদিত আত্মা যেন তেন হেতুনা যদ্বিপরীতং কর্ম্ম তেন যোঽয়ং মৎকৃতো দণ্ডঃ তেন বিপত্তিং পশ্যধ্বমিত্যন্বয়ঃ। 'আত্মনঃ সঙ্করীকৃতা'মিতি পাঠে আত্মনস্তস্যৈব জাতিদ্বয়মিশ্রীকৃতাম্।

রাম, পরে মুহূর্ত্তমধ্যে শিষ্যগণে পরিবৃত অতুলনীয়-প্রভাশালী দেবর্ষি শুক্রাচার্য্য ক্ষুধার্ত্ত হইয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ॥ ১ ॥

তিনি প্রভাতে অরুণ-কিরণগ্রস্তা প্রভাহীন জ্যোৎস্নার ন্যায় অরজাকে রক্তাক্তদেহা এবং দুঃখিতা দেখিলেন ॥ ২ ॥

অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত সেই শুক্রাচার্য্যের ক্রোধ হইল, তিনি দিব্যচক্ষুদ্বারা অবলোকনপূর্ব্বক শিষ্যদিগকে বলিলেন—॥ ৩ ॥

ধর্ম্মহীন বুদ্ধিহীন এবং কালপ্রভাবে মরণোন্মুখ দণ্ডের ভয়ঙ্কর বিপদ অবলোকন কর ॥ ৪ ॥

১। ছ 'স মুহূর্ত্তাদুপস্পৃশ্য ব্রহ্মর্ষি-'। ২। ছ 'উষস্যরুণ সংযুক্তাঃ'। ৩। ছ 'বিভাবসোঃ'। অতঃ পরং ছ 'স তামগচ্ছদ্দয়িতাং সুতাং পরমদুঃখিতাম্। কিমেতদিতি সোবাচ দণ্ডস্য দুরতিক্রমম্' ॥ ইত্যধিকম্। ৪। ছ '-স্যাদীর্ঘ-দর্শিনঃ'। ৫। ছ '-শ্যামাত্মনঃ স্বকরীকৃতাম্'।

১
ক্ষয়োঽস্য দুর্ম্মতেঃ প্রাপ্তঃ সানুগস্য দুরাত্মনঃ।
যঃ প্রদীপ্তামিবাগ্নেয়ীং শিখাং সংস্পৃষ্টবানিমাম্ ॥ ৫ ॥
যস্মাৎ স কৃতবান্ পাপমীদৃশং ঘোরদর্শনম্।
তস্মাৎ প্রাপ্স্যতি দুর্ম্মেধাঃ পাংশুবর্ষমনুত্তমম্ ॥ ৬ ॥
সপ্তরাত্রেণ রাজাসৌ সভৃত্যবলবাহনঃ।
২
পাপকর্ম্মসমাচারো বধং প্রাপ্স্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ৭ ॥
সমন্তাদ্ যোজনশতং বিষয়ং চাস্য দুর্ম্মতেঃ।
ধক্ষ্যতে পাংশুবর্ষেণ মহতা পাকশাসনঃ ॥ ৮ ॥
৩
সর্ব্বসত্ত্বানি যানীহ স্থাবরাণি চরাণি চ।
সর্ব্বেষাং পাংশুবর্ষেণ ক্ষয়ঃ ক্ষিপ্রং ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥

[লো-টী।] হে শিষ্যাঃ, মে মম বাচং 'ক্ষয়োঽস্য সুমহান্ প্রাপ্ত' ইত্যাদি ষড়্ভিঃ শ্লোকৈর্বক্ষ্যমাণাং ব্যাহারয়ত সর্ব্বান্ জনানকথয়ত। নিগূঢ়ামপি রাজনাশবাচমনুচিতামপি। নমু দণ্ডস্য রাজ্ঞো নাশায় কিমিতীয়ং বাক্ প্রয়োক্তব্যা তত্রাহ কর্ম্মণা ইতি। দণ্ডস্য রাজ্ঞো যোঽয়ং কোপঃ কামপ্রকোপঃ তৎসমুত্থেন কর্ম্মণা বিপরীতেন কর্ম্মণা প্রাপ্ত উপস্থিতঃ। 'জাত' ইতি বা পাঠঃ।

৬। লো-টী। ঘোরং ভয়ং দর্শয়তীতি তথা।

৮। লো-টী। দহেত ধক্ষ্যতি। 'ধক্ষ্যতে পাংশুবর্ষেণে'তি বা পাঠঃ।

যে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় এই অরজাকে স্পর্শ করিয়াছে, সেই দুরাত্মা দুর্ম্মতি দণ্ডের অনুচরবর্গের সহিত বিনাশ উপস্থিত ॥ ৫ ॥

এইরূপ ভয়ঙ্কর পাপ করার দরুণ সেই দুরাত্মা অতুলনীয় পাংশুবৃষ্টি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬ ॥

পাপকর্ম্মানুষ্ঠানকারী দুরাত্মা নৃপতি 'দণ্ড' সৈন্য, ভৃত্য এবং বাহনের সহিত সপ্তরাত্রির মধ্যে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে ॥ ৭ ॥

ইন্দ্র প্রচণ্ড ধূলি বৃষ্টিদ্বারা এই দুরাত্মার চতুর্দ্দিকে শতযোজন-বিস্তৃত রাজ্য ধ্বংস করিবেন ॥ ৮ ॥

দণ্ডের রাজ্যে স্থিতিশীল এবং গতিশীল সমস্ত প্রাণীর শীঘ্রই ধূলিবর্ষণে বিনাশ হইবে ॥ ৯ ॥

১। ছ '-তেঽজাতঃ'। ২। ছ 'নাশং প্রা-'। ৩। ছ 'জঙ্গমানি স্থিরাণি চ'।

দণ্ডস্য বিষয়ো যাবৎ তাবৎ সর্ব্বং[১] সমুচ্ছ্রয়ম্ ।
পাংশুবর্ষ[২]মিবাকল্প্যং সপ্তরাত্রং ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥
ইত্যুক্ত্বা ক্রোধসন্তপ্তস্তদাশ্রমনিবাসিনম্ ।
জনং জনপদস্যান্তে স্থীয়তামিতি চাব্রবীৎ[৩] ॥ ১১ ॥
উক্তমাত্রে[৪] তূশনসা স তত্রাবসথী জনঃ ।
নিষ্ক্রান্তো বিষয়াত্তস্মাৎ স্থানং চক্রে চ[৫] বাহ্যতঃ ॥ ১২ ॥
তং তথোক্ত্বা মুনিজনং সোঽরজামিদমব্রবীৎ ।
আশ্রমে ত্বং স্বধর্ম্মেণ বসেহ[৬] সুসমাহিতা ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। বনেন সহাশ্রমং গৃহাদিকম্। 'আশ্রমো ব্রহ্মচর্য্যাদিচতুষ্কেঽপি মঠেঽস্ত্রিয়া'মিতি ভূরি০। 'তাবচ্চৈব সমুচ্ছ্রয়' ইতি পাঠে সমুচ্ছ্রয়ো বিরোধঃ, নাশ ইতি যাবৎ। 'সমুচ্ছ্রয়ঃ স্যাদুৎসেধে বিরোধে চ পুমানয়'মিতি কোষঃ। 'পাংশুভূত'মিত্যাদি পাঠঃ। 'পাংশুবর্ষমিবাকল্পং সপ্তরাত্র'মিতি পাঠে আকল্পং ভূষণমিব সপ্তরাত্রং প্রাপ্য ভবিষ্যতি।

১১। লো-টী। জনপদস্য দণ্ডদেশস্যান্তে বাহ্যে স্থীয়তামিতি জনমবোচত। ইত্যুক্ত্বা তূষ্ণীমাসীদিতি শেষঃ। তদাঽরজামব্রবীদিতি পরেণ বান্বয়ঃ।

১২। লো-টী। আবসথী আশ্রমী।

১৩। লো-টী। ন বিদ্যতে বৃত্তং সদ্বৃত্তং যস্যাঃ, হে সুবৃত্তে ইত্যর্থঃ (?)। 'আশ্রমে ত্বং স্বধর্ম্মেণ বস দৈবসমাশ্রিতে'তি পাঠে দৈবং ঈশ্বরস্তদাশ্রিতা।

দণ্ডের রাজ্য যতদূর পর্য্যন্ত, ততদূর পর্য্যন্ত সপ্তরাত্রব্যাপী কল্পান্তকালীন ধূলিবৃষ্টির ন্যায় প্রচণ্ড ধূলিবৃষ্টি হইবে ॥ ১০ ॥

এই বলিয়া ক্রোধসন্তপ্ত শুক্রাচার্য্য আশ্রমবাসী জনগণকে বলিলেন—'দণ্ডের রাজ্যের বাহিরে অবস্থান কর' ॥ ১১ ॥

শুক্রাচার্য্য এই কথা বলামাত্র আশ্রমবাসী লোক দণ্ডের রাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া সেই দেশের বহিঃপ্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১২ ॥

শুক্রাচার্য্য সেই মুনিদিগকে এইরূপ বলিয়া অরজাকে বলিলেন, তুমি এই

১। ছ 'সবনমাশ্রমম্'। ২। ছ '-ভূতমিবাকস্মাৎ'। ৩। ছ '-মিত্যবোচত'। ৪। ছ '-মাত্রো হ্যনেনাসৌ স তত্রাবসথাক্রেন্তঃ'। ৫। ছ 'স'। ৬। ক 'বৎসেহ'।

ইদং যোজনপর্য্যন্তং সরঃ সুরুচিরপ্রভম্[১]।
অরজে বিরজা[২] ভুঙ্ক্ষ্ব কালশ্চাত্র প্রতীক্ষ্যতাম্ ॥ ১৪ ॥
সত্ত্বানি[৩] যোজনং যাবদিহ যানি বসন্তি বৈ।
অবধ্যানি[৪] ভবিষ্যন্তি পাংশুবর্ষস্য তানি বৈ ॥ ১৫ ॥
শ্রুত্বা নিয়োগং তমৃষেঃ[৫] সা কন্যা ভার্গবী[৬] শুভা।
তথেতি পিতরং প্রাহ ভার্গবং[৭] ভৃশদুঃখিতা ॥ ১৬ ॥
ইত্যুক্ত্বা ভার্গবো বাসাৎ তস্মাদন্যমপাক্রমৎ[৮]।
সপ্তাহাদ্ ভস্মসাদ্ভূতং[৯] তচ্চ সর্ব্বং নরাধিপ ॥ ১৭ ॥

১৪। লো-টী। ভুঙ্ক্ষ্ব তপোঽর্থং সেবস্ব। কালং সুস্থকালং সমাসতী আকাঙ্ক্ষতী। 'কালশ্চাত্র প্রতীক্ষ্যতা'মিতি বা পাঠঃ।

১৫। লো-টী। ইহ সরসি যোজনং যাবৎ যোজনং ব্যাপ্য যানি সত্ত্বানি।

১৬। লো-টী। নিয়োগমাজ্ঞাং দুঃখসংহিতা বভূবেত্যর্থঃ।

আশ্রমে সমাহিতা (নিয়মান্বিতা) হইয়া স্বধর্ম্মাচরণ করত বাস করিতে থাক ॥ ১৩ ॥

অরজে, মনোহর শোভাবিশিষ্ট যোজন-বিস্তৃত এই সরোবর, তুমি রজোগুণ-রহিত হইয়া [অথবা শোণিত প্রক্ষালন করিয়া] ইহার জলপান করত এইস্থানে সময়ের প্রতীক্ষা করিতে থাক ॥ ১৪ ॥

এই সরোবরের যোজনমধ্যে যে সমস্ত প্রাণী বাস করে, সেই সকল প্রাণী ধূলিবৃষ্টির অবধ্য হইবে ॥ ১৫ ॥

সুলক্ষণা ভার্গবকন্যা [পিতার] সেই আদেশ শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া 'যে আজ্ঞা' এই কথা পিতাকে বলিল ॥ ১৬ ॥

রাজন্, শুক্রাচার্য্য ইহা বলিয়া সেই স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিলেন এবং দণ্ডের সেই সমগ্র রাজ্য সপ্তাহমধ্যে ভস্মীভূত হইল ॥ ১৭ ॥

১। ছ '-রং শুভম্'। ২। ছ '-জং'। ৩। ছ 'ত্বৎসমীপকে যে সত্ত্বা বাসমেষ্যন্তি যাং নিশাম্'। ৪। ছ 'অবধ্যাঃ পাংশুবর্ষেণ তে ভবিষ্যন্তি তাং নিশাম্'। ৫। ছ 'তত্তর্ষেঃ'। ৬। ছ 'ভদ্রা'। ৭। ছ 'ভৃগুনন্দনম্'। ৮। ছ '-সমন্তত্র সমুপাক্রমৎ'। ৯। ছ '-ভূতঃ স চাপি ব্রহ্মতেজসা'।

তস্য দণ্ডস্য বিষয়ো মধ্যে শৈবলবিন্ধ্যয়োঃ ।
[১]শপ্তো হ্যুশনসা রাজন্নপরাধাদ্ দুরাত্মনঃ ॥ ১৮ ॥

তদা প্রভৃতি কাকুৎস্থ দণ্ডকারণ্যমুচ্যতে ।
[২]স তপস্বিজনো যত্র তজ্জনস্থানমুচ্যতে ॥ ১৯ ॥

[৩]এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং যন্মাং পৃচ্ছসি[৪] রাঘব ।
সন্ধ্যামুপাসিতুং রাম[৫] সময়োঽয়মুপস্থিতঃ ॥ ২০ ॥

এতে মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে পূর্ণকুম্ভাঃ সমন্ততঃ ।
কৃতোদকা নরব্যাঘ্র পূজয়ন্তি[৬] তমোনুদম্ ॥ ২১ ॥

১৮। লো-টী। 'বিন্ধ্যে'ত্যাদি পাঠঃ। 'মধ্যে শৈবলবিন্ধ্যয়ো'রিতি বা পাঠঃ। 'অপরাধা'দিতি পাঠঃ। 'রাম বৈধর্ম্মকে কৃতে' ইতি পাঠে বিধর্ম্ম এব বৈধর্ম্মকস্তস্মিন্।

২১। লো-টী। পূর্ণাঃ কুম্ভা যেষাং তে, পূরিতকুম্ভা বা, কৃতং বিহিতং সূর্য্যোপস্থানাৎ পূর্ব্বং গায়ত্রীপঠনপূর্ব্বকং জলাঞ্জলিত্রয়ং যৈঃ তে। তমোনুদং সূর্য্যম্। 'আদিত্যং সমুপাসতে' ইতি বা পাঠঃ। সার্ঘ্যৈঃ অর্ঘ্যসহিতৈঃ।

রাজন্, শৈবল এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী দণ্ডের রাজ্য সেই দুরাত্মা দণ্ডের অপরাধে অভিশপ্ত হইল ॥ ১৮ ॥

হে কাকুৎস্থ, তদবধি সেইস্থানকে দণ্ডকারণ্য বলে এবং সেই তপস্বিগণ যেস্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন তাহাকে জনস্থান বলে ॥ ১৯ ॥

নরশ্রেষ্ঠ রাঘব, আপনি আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই বলিলাম। এখন সন্ধ্যা-উপাসনার সময় উপস্থিত হইয়াছে, চারিদিকে এই সমস্ত ঋষিগণ কুম্ভ পূর্ণ করিয়া উদক-ক্রিয়া (স্নানাদি, অথবা জলাঞ্জলিদান) সমাপনান্তে সূর্য্যদেবের উপাসনা করিতেছেন ॥ ২০-২১ ॥

১। ছ 'শপ্তো ব্রহ্মর্ষিণা রাম তস্মিংশ্চাধার্ম্মিকে নৃপে'। ২। ছ 'তপস্বিনঃ স্থিতা'। ৩। ছ 'এবং তে'। ৪। ছ 'সংশয়ম্'। ৫। ছ 'হরিসূদনঃ'। ৬। ছ 'আদিত্যং পর্য্যুপাসতে'।

অভিষ্টুতঃ সুরবরসিদ্ধসঙ্ঘৈর্গতো[1] রবিঃ সুরুচিরমস্তশৈলম্।
ত্বমপ্যতো রঘুবর গচ্ছ সন্ধ্যামুপাসিতুং প্রযতমনা নরেন্দ্র[2] ॥ ২২ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দণ্ডোপাখ্যানং নাম অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৮ ॥

২২। লো-টী। অস্তশৈলম্ অস্তনামানং শৈলম্।

দণ্ডকোপাখ্যানম্। কচিচ্চ 'দণ্ডশাপ' ইতি পাঠঃ ॥ ৮৮ ॥

রঘুশ্রেষ্ঠ মহারাজ, দেবতা ও সিদ্ধগণকর্ত্তৃক বিশেষভাবে স্তুত হইয়া সূর্য্যদেব মনোহর অস্তাচলে গমন করিতেছেন। সুতরাং আপনিও শুদ্ধচিত্তে সন্ধ্যা-উপাসনা করিতে গমন করুন ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দণ্ডোপাখ্যান নামক ৮৮তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

১। ছ 'সুরগণসিদ্ধ'। ২। ছ -প্রভ'।

(৮৯) একোননবতিতমঃ সর্গঃ

ঋষের্ব্বচনমাজ্ঞায় রামঃ সন্ধ্যামুপাসিতুম্।
উপাক্রামৎ[১] সরঃ পুণ্যম[২]প্সরোগণসেবিতম্ ॥ ১ ॥
তত্রোদকমুপস্পৃশ্য সন্ধ্যামন্বাস্য পশ্চিমাম্।
আশ্রমং প্রাবিশ[৩]দ্রম্যং কুম্ভযোনের্ম্মহাত্মনঃ ॥ ২ ॥
তস্যাগস্ত্যো বহুবিধং ফলমূলং রসায়নম্[৪]।
শাল্যাদীনি[৫] পবিত্রাণি ভোজনার্থমুপাহরৎ ॥ ৩ ॥
স ভুক্তবান্ রঘুশ্রেষ্ঠ[৬]স্তদন্নমমৃতোপমম্।
প্রীতশ্চ পরিতুষ্টশ্চ তাং রাত্রিং সমুপাবিশৎ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। বিপুলং সরঃ।

৩। লো টী। রসান্বিতম্ অন্নেন রসেনান্বিতং শোভনং দৃশ্যং রসবৎ স্বতো রসবৎ চিত্রং নানাবিধম্।

[লো-টী।] পূতঃ স্বত এব পবিত্রঃ।

রামচন্দ্র ঋষির বাক্যানুসারে অপ্সরাগণসেবিত পবিত্র সরোবরে সন্ধ্যা-উপাসনা করিতে গমন করিলেন ॥ ১ ॥

তিনি সেই সরোবরে আচমনপূর্ব্বক সায়ংকালীন সন্ধ্যা-উপাসনা করিয়া মহাত্মা অগস্ত্যের রমণীয় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ॥ ২ ॥

অগস্ত্য বহুবিধ সরস ফলমূল এবং পবিত্র হৈমন্তিক ধান্যের তণ্ডুল প্রভৃতি তাঁহার ভোজনার্থে উপহার দিলেন ॥ ৩ ॥

রঘুশ্রেষ্ঠ রাম সেই অমৃততুল্য অন্ন ভোজন করিয়া প্রীত এবং পরিতুষ্ট হইয়া সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন ॥ ৪ ॥

১। ছ 'উপচক্রাম তৎ'। ২। ছ '-বহুলং সরঃ'। ৩। ছ '-শদ্রামঃ'। ৪। ছ '-রসান্বিতম্'। ৫। ছ 'শোভনং রসবচ্চিত্রং'। ৬। ছ 'নর-'

প্রভাতে কল্যমুত্থায় কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্ণিকাং[১] ক্রিয়াম্।
অনুজ্ঞাপয়িতুং রামো মহর্ষিমুপচক্রমে ॥ ৫ ॥
[২]অব্রবীচ্চাভিগম্যাথ তমৃষিং সংশিতব্রতম্।
আপৃচ্ছে সাধু যাস্যামি মামনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৬ ॥
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি দর্শনেন মহাত্মনঃ।
[৩]দ্রষ্টুঞ্চ পুনরেষ্যামি পাবনার্থমিহাত্মনঃ ॥ ৭ ॥
তথা ব্রুবতি[৪] কাকুৎস্থে বাক্যমদ্ভুতদর্শনম্।
উবাচ পরমপ্রীতো বাষ্পকণ্ঠো[৫] মহামুনিঃ ॥ ৮ ॥
অত্যদ্ভুতমিদং বাক্যং তব রাম শুভাক্ষরম্।
পাবনঃ সর্ব্বভূতানাং ত্বমেব রঘুনন্দন[৬] ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। কল্যং শ্বঃ প্রভাতে উত্থায়। ‘কৃতাহ্নিকমনুত্তম’মিতি পাঠঃ সার্ব্বজ্ঞঃ, আহ্নিকং নিত্যকৃত্যম্ অনুত্তমং যথা স্যাৎ। ‘কৃত্বা পৌর্ব্বাহ্ণিকং বিধি’মিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

৮। লো-টী। অদ্ভুতমিব বর্ণনং যস্য তং রামম্।

৯। লো-টী। পাবনং ভাবপ্রধানোঽয়ং শব্দঃ, পবিত্রকারক ইত্যর্থঃ।

রামচন্দ্র প্রভাতে উঠিয়া পূর্ব্বাহ্ণকৃত্যসমূহ সমাপন করিয়া মহর্ষির নিকটে অনুমতি গ্রহণ করিবার জন্য গমন করিলেন ॥ ৫ ॥

রামচন্দ্র সংশিতব্রত (সমাপ্তব্রত বা কৃতকৃত্য) ঋষি অগস্ত্যের সমীপে গমন করিয়া বলিলেন, অনুমতি চাই, আমি গমন করিব, আমাকে আদেশ করুন ॥ ৬ ॥

মহাত্মার দর্শনে আমি ধন্য এবং অনুগৃহীত হইয়াছি, নিজেকে পবিত্র করিবার জন্য পুনরায় দর্শন করিতে আসিব ॥ ৭ ॥

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে মহামুনি অগস্ত্য অতিশয় প্রীত হইয়া বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে সেই অদ্ভুত বাক্যের বক্তা রামচন্দ্রকে বলিলেন—॥ ৮ ॥

রাম, আপনার এই শুভ অক্ষরযুক্ত বাক্য অতিশয় আশ্চর্য্যজনক, আপনি

১। ছ ‘-হ্নিকং বিধিম্’। ২। ছ ‘অভিবাদ্যাব্রবীচ্চাপি’। ৩। ছ ‘পুনশ্চৈবাগমিষ্যামি’। ৪। ছ ‘বদতি’। ৫। ছ ‘-তঃ সোঽগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ’। ৬। ছ ‘-নঃ’।

মুহূর্ত্তং[1] যেঽপি রাম ত্বাং মৈত্রং[2] পশ্যন্তি মানবাঃ।
পাবিতাঃ[3] সর্ব্বভূতৈস্তে কথ্যন্তে ত্রিদিবেশ্বরৈঃ ॥ ১০ ॥
যে চ ত্বাং চক্ষুর্ভির্ঘোরৈর্নিরীক্ষন্তীহ[4] মানবাঃ।
হতাস্তে যমদণ্ডেন সদ্যো নিরয়গামিনঃ ॥ ১১ ॥
ঈশস্ত্বং[5] সর্ব্বভূতানাং পাবনায় নরর্ষভ।
কথয়ন্তোঽপি লোকে ত্বাং সিদ্ধিমেষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ১২ ॥
গচ্ছ[6] চাবিঘ্নমব্যগ্রঃ পন্থানমকুতোভয়ম্।
প্রশাধি রাজ্যং ধর্ম্মেণ গতির্হি জগতো ভবান্ ॥ ১৩ ॥
এবমুক্তস্তু মুনিনা প্রাঞ্জলিপ্রগ্রহো নৃপঃ।
অভিবাদয়িতুং রামঃ সোঽগস্ত্যমুপচক্রমে ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। মৈত্র্যা সপ্রেমদৃষ্ট্যা, পাবিতাঃ পবিত্রাঃ সন্তঃ
১২। লো-টী। পাবনায় পবিত্রং কর্ত্তুং কথয়ন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তঃ।

নিজেই সমস্ত প্রাণীর পবিত্রতাকারক ॥ ৯ ॥

রাম, যে মানবগণ মুহূর্ত্তের জন্যও আপনাকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে অবলোকন করে, তাহাদিগকে সমস্ত প্রাণিগণ এবং দেবগণ পবিত্র বলিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

যে মানবগণ ক্রূরদৃষ্টিতে আপনাকে দর্শন করে, তাহারা যমদণ্ডে নিহত হইয়া সদ্যঃই নরকে গমন করে ॥ ১১ ॥

নরশ্রেষ্ঠ, আপনি সমস্ত প্রাণীদিগকে পবিত্র করিতে সমর্থ, জগতে আপনার নাম কীর্ত্তন করিলেও মানবগণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে ॥ ১২ ॥

ব্যস্ত না হইয়া নির্ব্বিঘ্নে ভয়শূন্য পথে গমন করুন, ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করুন, আপনিই জগতের একমাত্র গতি ॥ ১৩ ॥

অগস্ত্যমুনি এইরূপ বলিলে মহারাজ রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে

১। ছ '-র্ত্তমপি'। ২। ছ 'মৈত্রেণেক্ষন্তি যে নরাঃ'। ৩। ছ 'প্রাণিনস্তে বৈ ক্রীড়ন্তি ত্রিদিবে সুরৈঃ'। ৪। ছ '-র্বীক্ষন্তি প্রাণিনো ভুবি'। ৫। ছ 'ঈদৃশস্ত্বং রঘুশ্রেষ্ঠঃ পাবনঃ সর্ব্বদেহিনাম্'। ৬। ছ 'যাহি-'।

অভিবাদ্য মুনিশ্রেষ্ঠং তাংশ্চ [1]সর্ব্বাংস্তপোধনান্।
[2]অধ্যারোহন্মহাবাহুঃ পুষ্পকং [3]হেমভূষিতম্ ॥ ১৫ ॥
তং প্রয়ান্তং মুনিগণা আশীর্ব্বাদৈঃ সমন্ততঃ।
[4]অপূজয়ন্ মহাবাহুং সহস্রাক্ষমিবামরাঃ ॥ ১৬ ॥
[5]খস্থঃ প্রদৃশ্যতে রামঃ পুষ্পকে হেমভূষিতে।
চন্দ্রো মেঘসমূহস্থো যথা [6]জলধরাগমে ॥ ১৭ ॥
ততোঽর্দ্ধদিবসে প্রাপ্তে হৃষ্টপুষ্টজনৈর্ব্বৃতাম্।
অযোধ্যাং প্রাপ্য কাকুৎস্থো [7]মধ্যকক্ষাং সমাবিশৎ ॥ ১৮ ॥

১৮। লো-টী। সর্ব্বেষামর্থানাং নিশ্চয়ো যথার্থজ্ঞানং যস্মাৎ সঃ প্রাপ্তঃ প্রাপ্য চ মধ্য কক্ষ্যাং 'মধ্যেকক্ষ'মিতি পাঠে কক্ষ্যায়া মধ্যে।

অভিবাদন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৪ ॥

মহাবাহু রামচন্দ্র মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য এবং সেই সকল তপোধনদিগকে অভিবাদন করিয়া সুবর্ণভূষিত পুষ্পকরথে আরোহণ করিলেন ॥ ১৫ ॥

মুনিগণ চতুর্দ্দিক হইতে সেই প্রস্থানোদ্যত মহাবাহু রামচন্দ্রকে—দেবগণ যেমন ইন্দ্রকে সংবর্দ্ধিত করেন, আশীর্ব্বাক্যে সেইরূপ সংবর্দ্ধিত করিলেন ॥ ১৬ ॥

সুবর্ণভূষিত পুষ্পকরথে আকাশস্থ রামচন্দ্রকে বর্ষাকালে মেঘসমূহস্থ চন্দ্রের ন্যায় দেখাইতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

পরে কাকুৎস্থ রামচন্দ্র দিবা দ্বিপ্রহরের সময় হৃষ্টপুষ্টজনপরিপূর্ণা অযোধ্যানগরীতে উপস্থিত হইয়া গৃহের মধ্যপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৮ ॥

১। ছ 'সর্ব্বান্ মহামুনীন্'। ২। ছ 'অভ্যারোহত চাব্যগ্রঃ'। ৩। অতঃ পরং ছ 'অভ্যর্চ্চিতস্তু ঋষিভির্জগাম সুমহামতিঃ' ইত্যধিকম্। ৪। ছ 'অর্চয়াঞ্চক্রিরে সর্ব্বে মহেন্দ্রমমরা ইব'। ৫। ছ 'স দদৃশে'। ৬। ছ 'গচ্ছন্ নিজাং পুরীম্'। ৭। ছ '-কামবাত্তরৎ'।

ততস্তু তদ্ ব্রহ্মবিনির্ম্মিতং[1] শুভং বিমানবর্য্যং[2] বহুরত্নমণ্ডিতম্।
বিসৃজ্য বীরো রঘুবংশবর্দ্ধনো ব্যচিন্তয়দ্[3] যজ্ঞবিধিং মহামনাঃ[4] ॥ ১৯॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে রামপ্রত্যাগমনং নাম
একোননবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৮৯ ॥

১৯। লো-টী। বিসৃজ্য যাহীতি উক্ত্বা, 'বিসর্জ্জ্যে'তি পাঠে ত্যাজয়িত্বা। যজ্ঞবিধিং যজ্ঞস্য কারণম্।

শ্রীরামপ্রত্যাগমনম্ ॥ ৮৯ ॥

পরে মহামনাঃ রঘুবংশবর্দ্ধন বীর রামচন্দ্র ব্রহ্মার নির্ম্মিত বহুরত্ন-শোভিত বিমানশ্রেষ্ঠ পুষ্পকরথকে বিদায় দিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শ্রীরামপ্রত্যাগমন-নামক
৮৯তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

১। ক '-বিনিশ্চিতং'। ২। ক '-বরং'। ৩। ছ '-বচি-'। ৪। ছ 'মহাত্মা'।

(৯০) নবতিতমঃ সর্গঃ

[১]ততো বিসৃজ্য রুচিরং পুষ্পকং কামগামি তৎ।
[২]কক্ষান্তরস্থিতং ক্ষিপ্রং দ্বাঃস্থং [৩]রামোঽব্রবীদ্বচঃ ॥ ১ ॥
লক্ষ্মণং ভরতঞ্চৈব গচ্ছ ত্বং লঘুবিক্রম।
মমাগমনমাখ্যায় শীঘ্রমানয় মাচিরম্ ॥ ২ ॥
শ্রুত্বা তু ভাষিতং তস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
দ্বাস্থঃ কুমারাবাহূয় রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ ॥ ৩ ॥
দৃষ্ট্বা তু রাঘবৌ প্রাপ্তৌ প্রিয়ৌ ভরতলক্ষ্মণৌ।
পরিষ্বজ্য ততো রামো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ৪ ॥
কৃতং ময়া যথোদ্দিষ্টং দ্বিজকার্য্যমনুত্তমম্।
ধর্ম্মসেতুম[৪]হং ভূয়ঃ কর্ত্তুমিচ্ছে যশস্করম্ ॥ ৫ ॥

৫। লো-টী। ধর্ম্মসেতুং যজ্ঞম্।

তার পর রামচন্দ্র সেই মনোহর কামগামী পুষ্পকরথকে বিদায় দিয়া সত্বর অন্য প্রকোষ্ঠে স্থিত দৌবারিককে বলিলেন—॥ ১ ॥

তুমি দ্রুতগতিতে ভরত এবং লক্ষ্মণের সমীপে গমন করিয়া আমার আগমনের সংবাদ বলিয়া শীঘ্র [তাহাদিগকে] আনয়ন কর, বিলম্ব করিও না ॥ ২ ॥

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের আদেশ শ্রবণ করিয়া দৌবারিক কুমারদ্বয়কে আহ্বান করিরা রামচন্দ্রকে বিজ্ঞাপিত করিল ॥ ৩ ॥

তার পর রামচন্দ্র প্রিয় ভরত এবং লক্ষ্মণকে দেখিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন—॥ ৪ ॥

আমি প্রতিজ্ঞানুরূপ ব্রাহ্মণের কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়াছি, পুনরায় ধর্ম্মকার্য্যের মর্য্যাদা (সীমা) স্বরূপ যশস্কর কিছু করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৫ ॥

১। ছ ইদমর্দ্ধং নাস্তি'। ২। ছ 'স নিবিশ্যাসনে শুভ্রে'। ৩। ছ 'রাজাব্রবীদিদং'। ৪। ছ '-মতো ভূয়ঃ কর্ত্তুমিচ্ছামি রাঘবৌ।

যুবাভ্যামাত্মভূতাভ্যাং রাজসূয়মনুত্তমম্।
সহিতো যষ্টু[১]মিচ্ছামি যত্র ধর্ম্মো হি শাশ্বতঃ ॥ ৬ ॥
ইষ্ট্বা[২] হি রাজসূয়েন মিত্রঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
সুসমৃদ্ধেন বিধিবদ্বরুণত্বম[৩]বাপ্তবান্ ॥ ৭ ॥
সোমশ্চ রাজসূয়েন যজ্ঞেনেষ্ট্বা হি ধর্ম্মবিৎ।
প্রাপ্তবান্ সর্ব্বলোকেষু কীর্ত্তিং স্থানঞ্চ শাশ্বতম্ ॥ ৮ ॥
তস্মাদ্ ভবন্তৌ [৪]যচ্ছ্রেয়ঃ সঞ্চিন্ত্য তন্ময়া সহ।
[৫]হিতং চায়তিযুক্তঞ্চ প্রযতৌ বক্তুমর্হথ [?] ॥ ৯ ॥
[৬]শ্রুত্বা তু বচনং তস্য ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ধীমতঃ।
ভরতঃ প্রাঞ্জলিভূ্র্ত্বা [৭]বচনং প্রত্যুবাচ হ ॥ ১০ ॥

৭। লো-টী। মিত্রো মিত্রনামাদিত্যঃ।
৯। লো টী। আয়ত্যাং উত্তরকালে তদাত্বে বর্ত্তমানে চ।

আমি আত্মতুল্য তোমাদের সহিত অত্যুত্তম রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করি, যাহাতে শাশ্বত ধর্ম্ম লাভ হয় ॥ ৬ ॥

শত্রুনিহন্তা মিত্রদেব মহাসমারোহে রাজসূয়যজ্ঞ যথাবিধি সম্পাদন করিয়া বরুণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৭ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ সোমদেব (চন্দ্র) রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া সমস্ত লোকমধ্যে কীর্ত্তি এবং শাশ্বত স্থান লাভ করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

সুতরাং যাহা মঙ্গলকর এবং ভবিষ্যতে সুখকর তাহা তোমরা আমার সহিত আলোচনা করিয়া বল ॥ ৯ ॥

ধীমান্ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন—॥ ১০ ॥

১। ছ 'তত্র'। ২। ছ 'তু'। ৩। ছ '-মুপাগমৎ'। ৪। ছ 'সঞ্চিন্ত্য কার্য্যোঽস্মিন্ যৎ ক্ষমং হিতম্'। ৫। ছ 'আয়ত্যাঞ্চ তদাত্বে চ তদ্ বক্তুমর্হতঃ সহ'। ৬। ছ 'রাঘবস্যেদং বাক্যং বাক্যবিশারদ'। ৭। ছ 'বাক্যমেতদুবাচ হ'।

ত্বং ধর্ম্মঃ পরমঃ সাধো ত্বয়ি সর্ব্বা বসুন্ধরা।
প্রতিষ্ঠিতা মহাবাহো যশশ্চামিত্রকর্ষণ ॥ ১১ ॥
[1]মহীপালাশ্চ সর্ব্বে ত্বাং প্রজাপতিমিবামরাঃ।
নিরীক্ষন্তে [2]মহাত্মানং লোকনাথং যথা বয়ম্ ॥ ১২ ॥
প্রজাশ্চ পিতৃবদ্রাজন্ পশ্যন্তি ত্বাং মহামতে।
[3]ত্বং পৃথিব্যাং নরশ্রেষ্ঠ প্রাণিনাং পরমা গতিঃ ॥ ১৩ ॥
স ত্বমেবংবিধং যজ্ঞমাহর্ত্তা তু কথং নৃপ।
পৃথিব্যাং সর্ব্ব[4]বংশানাং বিনাশো যত্র দৃশ্যতে ॥ ১৪ ॥
যে কেচিৎ পুরুষা রাজন্ পৌরুষং সমুপাশ্রিতাঃ।
সর্ব্বেষাং ভবিতা চাত্র ক্ষয়ঃ কালান্তকোপমঃ ॥ ১৫ ॥

১৪। লো-টী। আহর্ত্তা আহরণকর্ত্তা ভবিষ্যসীত্যর্থঃ। কেচিত্তু এবংবিধং যজ্ঞং কুর্ব্বতে ইত্যর্থঃ।

১৫। লো-টী। কালান্তকস্য প্রলয়কালীনান্তকস্য কর্ত্তব্যক্ষয়োপম ইত্যর্থঃ।

হে শত্রুসংহারক মহাবাহো, আপনি সাক্ষাৎ পরম ধর্ম্ম, আপনাতেই সমস্ত বসুন্ধরা এবং যশঃ প্রতিষ্ঠিত ॥ ১১ ॥

প্রজাপতি ব্রহ্মাকে দেবগণ যেভাবে দর্শন করেন, আমাদের ন্যায় সমস্ত নৃপতিগণও মহাত্মা লোকনাথ আপনাকে সেইভাবে দর্শন করেন ॥ ১২ ॥

মহামতে, রাজন্, প্রজাগণ আপনাকে পিতার ন্যায় দেখেন, হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনিই পৃথিবীতে প্রাণীদিগের পরম আশ্রয় ॥ ১৩ ॥

রাজন্, সেই (লোকপ্রিয়) আপনি কিরূপে এতাদৃশ যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, যাহাতে পৃথিবীর সমস্ত বংশের বিনাশ দৃষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

রাজন্ যে সকল পুরুষ বলবীর্য্য সমন্বিত (বীর), এই যজ্ঞে তাহাদের সকলের প্রলয়কালীন ধ্বংসের ন্যায় ধ্বংস হইবে ॥ ১৫ ॥

১। ছ 'লোক-'। ২। '-নো'। ৩। ছ 'পৃথিব্যাং গতিভূতোঽসি সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রভো'। ৪। ছ '-ভূতানাং'।

শ্রূয়তে হি[১] মহারাজ সোমস্যাপি[২] মহৌজসঃ।
জ্যোতিষা[৩] সুমহদ্ যুদ্ধং সংগ্রামে তারকাময়ে ॥ ১৬ ॥
বরুণস্য মহাঘোরঃ সংগ্রামো মৎস্যকচ্ছপৈঃ।
নির্ব্বৃত্তো রাজশার্দ্দূল যত্র ক্ষীণা জলেচরাঃ ॥ ১৭ ॥
শ্রূয়তে রাজসূয়ান্তে[৪] শক্রস্য[৫] মনুজেশ্বর।
দেবাসুরং মহাযুদ্ধং[৬] সর্ব্বোৎসেধমবর্ত্তত[৭] ॥ ১৮ ॥
হরিশ্চন্দ্রস্য যজ্ঞান্তে রাজসূয়স্য রাঘব।
আড়ীবকং[৮] মহাযুদ্ধং সর্ব্বসত্ত্ব[৯]বিনাশনম্ ॥ ১৯ ॥
পৃথিব্যাং যানি সত্ত্বানি তির্য্যগ্‌যোনিগতা[১০]ন্যপি।
পার্থিবানাং প্রজানাঞ্চ রাজসূয়ে ধ্রুবং[১১] ক্ষয়ঃ ॥ ২০ ॥

১৭। লো-টী। নির্ব্বৃত্তো নিষ্পন্নঃ।

১৮। লো-টী। সর্ব্বোৎসাদং সর্ব্বেষামুৎসাদো বিনাশো যত্র তদ্ জগদবর্ত্তত, 'যত্র বর্ষশতং তত' ইতি বা পাঠঃ।

১৯। লো-টী। যজ্ঞান্তে যজ্ঞস্যেত্যত্র ষষ্ঠীলোপঃ।

২০। লো-টী। রাজসূয়ক্রতুঃ ক্ষয়ো নাশকঃ। 'রাজসূয়ক্রতুক্ষয়' ইত্যেকপদপাঠে ক্রতৌ ক্ষয়ঃ।

মহারাজ, শুনা যায় মহাবলশালী সোমেরও তারকাসংকুল সংগ্রামে জ্যোতিষ্কবৃন্দের সহিত তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল ॥ ১৬ ॥

হে রাজশার্দ্দূল, বরুণেরও মৎস্য এবং কচ্ছপদিগের সহিত ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, যাহাতে জলচরসমূহ বিনষ্ট হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

হে মনুজেশ্বর, শুনা যায়, ইন্দ্রের রাজসূয়যজ্ঞাবসানে দেবতা এবং অসুরদিগের সর্ব্বধ্বংসী ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ১৮ ॥

হে রাঘব, হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞের শেষে সর্ব্বপ্রাণীর বিনাশকর আড়ি (শরালিপক্ষী) এবং বকের ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥

পৃথিবীতে যে সমস্ত পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণী আছে, তাহাদের এবং রাজা ও

১। রাজশার্দ্দূল'। ২। ছ '-স্য হি'। ৩। ছ '-ষাং'। ৪। ছ 'রাজশার্দ্দূল'। ৫। '-স্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ'। ৬। ছ 'মহদ্ যুদ্ধং'। ৭। ছ '-সাদমবর্ত্তত'। ৮। ছ '-কমভূদ্ যুদ্ধং'। ৯। ছ '-প্রাণি-'। ১০। ছ '-নি চ'। ১১। ছ 'ক্রতুঃ'।

স ত্বং পুরুষশার্দ্দূল গুণৈরমিতবিক্রমঃ।
পৃথিবীং নার্হসে হন্তুং বশে হি তব বর্ত্ততে ॥ ২১ ॥
ভরতস্য তু[১] তদ্বাক্যং শ্রুত্বামৃতময়ং যথা[২]।
প্রহর্ষমতুলং লেভে রামঃ প্রাণভৃতাং বরঃ[৩] ॥ ২২ ॥
উবাচ চ পরিষ্বজ্য কৈকেয্যা নন্দিবর্দ্ধনম্।
প্রীতোঽস্মি পরিতুষ্টশ্চ বাক্যেনানেন সুব্রত ॥ ২৩ ॥
ইদং বচনমক্লীবং ত্বয়া ধর্ম্মসমাহিতম্[৪]।
ব্যাহৃতং পুরুষব্যাঘ্র প্রজানাং[৫] পরিপালনম্ ॥ ২৪ ॥
এষ তস্মাদভিপ্রায়ং[৬] রাজসূয়াৎ ক্রতূত্তমাৎ।
নিবর্ত্তয়ে মহাবাহো তব সুব্যাহৃতেন বৈ ॥ ২৫ ॥

[লো-টী]। ন যজ্ঞেথা যজ্ঞেথা যতোঽত্র যজ্ঞে সংশয়ঃ। প্রাণনাশঃ প্রাণিনামিত্যর্থঃ।
২৪। লো-টী। অক্লীবং বিচারসমর্থং ধর্ম্মসহিতং ধর্ম্মযুক্তম্।

প্রজাবৃন্দের রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী ॥ ২০ ॥

হে পুরুষশার্দ্দূল, বহুগুণাধার অমিতপরাক্রম আপনি আপনার বশবর্ত্তিনী পৃথিবীকে ধ্বংস করিতে পারেন না ॥ ২১ ॥

ভরতের অমৃতোপম কথা শুনিয়া প্রভু রামচন্দ্র অতুল আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ২২ ॥

রামচন্দ্র কৈকেয়ীর পুত্র ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, সুব্রত, তোমার এই কথায় আমি প্রীত এবং পরিতুষ্ট হইয়াছি ॥ ২৩ ॥

পুরুষব্যাঘ্র, তুমি এই ধর্ম্মসঙ্গত প্রজাপালনোপযোগী যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিয়াছ ॥ ২৪ ॥

মহাবাহো, সুতরাং আমি এই তোমার যুক্তিপূর্ণ কথানুসারে সেই ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয় হইতে আমার অভিলাষকে নিবর্ত্তিত করিতেছি ॥ ২৫ ॥

১। ছ 'হি'। ২। ছ 'তথা'। ৩। ছ 'সত্যপরাক্রমঃ'। ৪। ক '-হিত'। ৫। ছ 'পৃথিব্যাঃ'।
৬। ক '-য়ো'।

বালাদপি শুভং বাক্যং গ্রাহ্যং ভরত পূর্ব্বজৈঃ।
তস্মাদ্ গৃহ্লামি তে বাক্যং প্রজানাং হিতকাম্যয়া[১] ॥ ২৬ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ভরতবাক্যং নাম
নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯০ ॥

২৬। লো-টী। বালাদপি কনিষ্ঠাদপি। গ্রাহ্যং গৃহীতম্।
[লো-টী।] হন্ত হে, 'তত্ত্বেহহ'মিতি বা পাঠঃ।
ভরতবাক্যম্ ॥ ৯০ ॥

ভরত, প্রাচীনগণ বালক হইতেও উত্তম বাক্য গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং প্রজাদিগের মঙ্গলকামনায় তোমার কথা গ্রহণ করিতেছি ॥ ২৬ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ভরতবাক্য নামক
৯০তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

১। অতঃ পরং চ 'প্রজানাং পালনে ধর্ম্মো রাজ্ঞাং যত্নেন সম্মিতঃ ॥ বালানামপি হি শুভং বচো নিশম্য গ্রাহ্যং বৈ রঘু[কুল ?]পূর্ব্বজৈরপীহ। তত্ত্বেহহং বচনমনুত্তমং মহার্হং শ্রুত্বৈবং প্রয়তমনাঃ করোমি সর্ব্বম্ ॥' ইত্যধিকম্।

(৯১) একনবতিতমঃ সর্গঃ

তথোক্তবতি রামে তু ভরতে চ মহাত্মনি।
লক্ষ্মণোঽপি শুভং বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনম্ ॥ ১ ॥
অশ্বমেধো মহাযজ্ঞঃ পাবনঃ সর্ব্বপাপ্মনাম্।
অপাপস্য[১] স তে রাজন্ রোচতাং ক্রতুরুত্তমঃ ॥ ২ ॥
শ্রূয়তে[২] চ যথা পূর্ব্বং বাসবঃ[৩] স মহাযশাঃ।
ব্রহ্মহত্যাবৃতঃ শ্রীমানশ্বমেধেন[৪] পাবিতঃ ॥ ৩ ॥
পুরা কিল মহাবাহো দেবাসুরসমাগমে।
বৃত্রো নাম মহানাসীদ্ দৈতেয়ো লোকবিশ্রুতঃ[৫] ॥ ৪ ॥
বিস্তীর্ণো যোজনশতমুচ্ছ্রিতস্[৬]ত্রিগুণং[৭] তথা।
অনুরাগেণ লোকস্তং সর্ব্বস্নেহেন পশ্যতি ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। অপাপস্য অপাপায়, তে তুভ্যম্।
৪। লো-টী। তদা 'পুরা' বা পাঠঃ। দেবাসুরসমাগমে সমাজে।
৫। লো-টী। অনুরাগেণ সর্ব্বলোকানুরঞ্জনেন।

মহাত্মা রামচন্দ্র এবং ভরত এইরূপ বলিলে লক্ষ্মণও রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে উত্তম কথা বলিলেন—॥ ১ ॥

রাজন্, অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ সমস্ত পাপের বিনাশক, আপনি নিষ্পাপ হইলেও সেই উত্তম যজ্ঞেই আপনার অভিলাষ হউক ॥ ২ ॥

শুনা যায়, মহাযশস্বী শ্রীমান্ ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়া অশ্বমেধ-যজ্ঞ দ্বারা পবিত্র হইয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

মহাবাহো, পুরাকালে দেবাসুর-সমাজে বৃত্রনামে লোকবিখ্যাত এক ভীষণ দৈত্য ছিলেন ॥ ৪ ॥

সেই বৃত্র দৈর্ঘ্যে শত যোজন এবং উর্দ্ধে তিনশত যোজন উন্নত ছিলেন।

১। ছ '-স্যাপি দুর্দ্ধর্ষ রোচতাং তে ক্রতূত্তমঃ'। ২। ছ '-তাং তু'। ৩। ছ 'সুমহা-'। ৪। ছ '-ন্ হয়মেধেন'। ৫। ছ '-সম্মতঃ' ৬। ছ '-মুখিত-'। ৭। ছ '-গস্ততঃ'।

ধর্ম্মজ্ঞশ্চ বদান্যশ্চ বুদ্ধ্যা[১] চ পরিনিষ্ঠিতঃ।
শাস্তি[২] স্ম পৃথিবীং সর্ব্বাং ধর্ম্মেণ সুসমাহিতঃ ॥ ৬ ॥

তস্মিন্ প্রশাসতি মহীং সর্ব্বকামফলা দ্রুমাঃ।
রসবন্তি প্রভূতানি মূলানি চ ফলানি চ ॥ ৭ ॥

অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী সুসম্পন্না মহাত্মনঃ।
স[৩] মহীমীদৃশীং ভুঙ্‌ক্তে স্ফীতামদ্ভুতদর্শনাম্ ॥ ৮ ॥

তস্য বুদ্ধিরথোৎপন্না তপঃ কুর্য্যামনুত্তমম্[৪]।
তপো হি পরমং শ্রেয়ঃ সম্মোহশ্চেতরৎ সুখম্। ৯ ॥

৭। লো-টী। প্রভূতানি প্রচুরাণি।

৮। লো-টী। অকৃষ্টপচ্যা কৃষিং বিনৈব ফলবতী। অদ্ভুতমাশ্চর্য্যং দর্শয়তীতি তথা।

৯। লো-টী। ইতরৎ সুখং ইতরকর্ম্মজন্যং সুখং সম্মোহোঽজ্ঞানজমিত্যর্থঃ। তপঃসুখমেব সুখমিত্যর্থঃ। 'তত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিত'মিতি বা পাঠঃ।

লোকানুরঞ্জনের ফলে লোকে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে স্নেহের সহিত দেখিত ॥ ৫ ॥

সেই ধর্ম্মজ্ঞ, বদান্য এবং বুদ্ধিমান্ বৃত্র ধর্ম্মানুসারে সমস্ত পৃথিবী শাসন করিতেন ॥ ৬ ॥

বৃত্রের পৃথিবী-শাসনকালে বৃক্ষ সকল সমস্ত অভিলষিত ফল প্রসব করিত এবং ফল-মূল সকল রসযুক্ত ও প্রচুর ছিল ॥ ৭ ॥

সেই মহাত্মার শাসনকালে পৃথিবী কর্ষণ ব্যতিরেকেই ফলবতী হইত, তিনি এইরূপ সমৃদ্ধিশালী আশ্চর্য্যদর্শন পৃথিবী ভোগ করিতেন ॥ ৮ ॥

পরে তাঁহার এইরূপ বুদ্ধি হইল যে, আমি তপস্যা করিব, তপস্যাই উত্তম কার্য্য, তপস্যাই পরম শ্রেয়ঃ, অন্য (কর্ম্মান্তরজন্য) সুখ মোহমাত্র ॥ ৯ ॥

১। ছ 'বুদ্ধৌ'। ২। ছ 'প্রশাস্তি'। ৩। ছ 'রাজা পৃথিবীং'। ৪। ছ 'কর্ত্তু-'।

স নিক্ষিপ্য সুতং জ্যেষ্ঠং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
[1]উগ্রং তপঃ সমাতিষ্ঠৎ তাপয়ন্ সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ১০ ॥
[2]তপস্তপ্যতি বৃত্রে তু বাসবঃ পরমার্ত্তবৎ।
বিষ্ণুং পরমতেজস্বী বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১১ ॥
[3]তপ্যমানেন তপসা লোকা বৃত্রেণ [4]নির্জ্জিতাঃ।
[5]বলবানেষ ধর্ম্মেণ নৈনং শক্নোমি শাসিতুম্ ॥ ১২ ॥
[6]যদ্যসৌ তপ্যতে ভূয়স্তপ [7]এবং সুরোত্তম।
যাবল্লোকা ধরিষ্যন্তি তাবৎ স্থাস্যন্তি তদ্বশে ॥ ১৩ ॥
[8]ত্বং চৈনং পরমোদারমুপেক্ষসি চ নিত্যশঃ।
[9]ক্ষণং হি ন ভবেদ্ বৃত্রঃ ক্রুদ্ধে ত্বয়ি [10]সুরেশ্বর ॥ ১৪ ॥

১৩। লো-টী। ধরিষ্যন্তি জীবিষ্যন্তি। লোকপদং দেবাদিসাধারণম্।

১৪। লো-টী। যদি এনং নোপেক্ষসে তদা ক্রুদ্ধে ত্বয়ি ন ভবেৎ 'তমেবং পরমোদারমুপেক্ষসি চ নিত্যশ' ইতি বা পাঠঃ।

তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রকে সর্ব্বলোকের অধিপতি মহারাজরূপে নিযুক্ত করিয়া দেবতাবৃন্দের সন্তাপজনক কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১০ ॥

বৃত্র তপস্যা করিতে লাগিলে অতিতেজস্বী ইন্দ্র অত্যন্ত পীড়িত হইয়া বিষ্ণুকে এই কথা বলিলেন—॥ ১১ ॥

স্বানুষ্ঠিত তপস্যা দ্বারা বৃত্রাসুরকর্ত্তৃক লোক সমস্ত পরাভূত হইয়াছে। এই বৃত্র ধর্ম্মবলে অতিশয় বলবান্ হওয়ায় আমি ইহাকে শাসন করিতে সমর্থ নই ॥ ১২ ॥

হে সুরোত্তম, যদি এই বৃত্র পুনরায় এইরূপ তপস্যা করিতে থাকে, তবে সমস্ত লোক যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন তাহার বশবর্ত্তী থাকিবে ॥ ১৩ ॥

সুরেশ্বর, আপনি এই পরমোদার বৃত্রকে সর্ব্বদা উপেক্ষা করেন, আপনি

১। ছ 'তপ উগ্রং'। ২। ছ 'তপ্যমানেষু দেবেষু'। ৩। ছ 'তপস্ততা মহাবাহো'। ৪। ছ 'তাপিতাঃ'। ৫। ছ '-বাংশ্চৈব ধর্ম্মাত্মা'। ৬। ছ 'তপ্যতে যগুসৌ'। ৭। ক 'এব'। ৮। ছ 'ত্বমেবং'। ৯। ছ 'ক্ষণেন' ১০। ছ '-রে'।

যদা প্রভৃতি সংযোগং ত্বয়া[1] বিষ্ণো সমাগতাঃ।
তদা প্রভৃতি দেবা বৈ নাথবন্তস্ত্বয়া বিভো ॥ ১৫ ॥
স ত্বং প্রসাদং দেবানাং কুরুষ্ব সুমহাবল।
ত্বৎকৃতেন হি সর্ব্বং স্যাৎ প্রশান্তমখিলং[2] জগৎ ॥ ১৬ ॥
ইমে হি সর্ব্বে[3] বিষ্ণো ত্বাং নিরীক্ষন্তে[4] দিবৌকসঃ।
বৃত্রঘাতেন মহতা তেষাং সাহ্যং[5] কুরুষ্ব হ ॥ ১৭ ॥[6]
ত্বয়া হি নিত্যশঃ সাহ্যং[7] কৃতমেষাং[8] মহাত্মনাম্।
অশক্যমিদমন্যেষামগতীনাং[9] গতির্ভব[10] ॥ ১৮ ॥

১৬। লো-টী। প্রশান্তং সুখি।

বৃত্রবধঃ ॥ ৯১ ॥

ক্রুদ্ধ হইলে বৃত্র ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে পারে না ॥ ১৪ ॥

হে বিষ্ণো, হে প্রভো, যখন হইতে দেবগণ আপনার সহিত মিলিত হইয়াছেন, সেই অবধি তাঁহারা আপনাদ্বারাই সনাথ হইয়াছেন (অর্থাৎ আপনিই দেবতাদিগের প্রভু বা রক্ষাকর্ত্তা হইয়াছেন) ॥ ১৫ ॥

হে মহাবল, আপনি দেবতাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করুন, আপনার অনুগ্রহেই সমস্ত জগৎ শান্তিলাভ করিবে ॥ ১৬ ॥

হে বিষ্ণো, এই দেবতারা সকলেই আপনার দিকে তাকাইয়া আছেন, বৃত্রাসুর-বধরূপ মহৎ কার্য্য করিয়া ইঁহাদের সাহায্য করুন ॥ ১৭ ॥

আপনি সর্ব্বদাই এই মহাত্মাদিগের সাহায্য করেন, এই কার্য্য অন্যের অসাধ্য, আপনি অগতিদিগের গতি হউন ॥ ১৮ ॥

১। ছ 'ত্বয়ি'। ২। ছ '-মজরং'। ৩। ছ 'বিষ্ণো সর্ব্বে'। ৪। ছ '-ক্ষ্যন্তে'। ৫। ছ 'সহ্যং'। ৬। অতঃ পরং ছ 'তথা ব্রুবতি দেবেশে দেবা বাক্যমথাব্রুবন্' ইত্যাধিকম্। ৭। ছ 'সহ্যং'। ৮। ছ '-মেবং'। ৯। ছ 'অস্মাকমপি সর্ব্বেষাম্-'। ১০। ছ '-র্ভবান্'।

১
লক্ষ্মণস্য তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা শত্রুনিবর্হণঃ।
বৃত্রঘাতং পরং মত্বা কথয়েতি তমব্রবীৎ ॥ ১৯ ॥
রাঘবেণৈবমুক্তস্তু সুমিত্রানন্দিবর্দ্ধনঃ।
ভূয় এব কথাং দিব্যাং কথয়ামাস লক্ষ্মণঃ ॥ ২০ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বৃত্রবধব্যবসায়ো নাম একনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯১ ॥

লক্ষ্মণের সেই কথা শুনিয়া শত্রুনিহন্তা রামচন্দ্র বৃত্রবধ-উপাখ্যান উত্তম মনে করিয়া তাঁহাকে বলিতে বলিলেন ॥ ১৯ ॥

রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ পুনরায় সেই মনোরম উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২০ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বৃত্রবধব্যবসায়-নামক ৯১তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

১। ১৯ ২০ শ্লোকয়োঃ স্থানে ছ 'ত্বয়া হি নিত্যং শুরুণা মহাত্মনা দিবৌকসাং সহ্যমনুত্তমং কৃতম্। বৃত্রেণ সর্বে নিহতাঃ স্ম এব বলেন নিত্যং তপসা চ দেব। প্রতীত্য বিষ্ণো ক্রিয়তাং প্রহেলয়া জগৎ প্রশান্তং হি ভবেৎ কৃতেন বৈ। ন চাপরেষাং গতিরস্ত বিদ্যতে কুরুষ তৎ সহ্যমনুত্তমং বিভো'। ইতি পাঠঃ।

(৯২)[1]দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ

বাসবস্য বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বেষাঞ্চ দিবৌকসাম্ ।
বিষ্ণুর্দ্দেবানুবাচেদং সর্ব্বানিন্দ্রপুরোগমান্ ॥ ১ ॥
পূর্ব্বসৌহৃদ[2]বদ্ধোঽস্মি বৃত্রস্য সুমহাত্মনঃ ।
[3]সহে সর্ব্বমিদং তেন ন চ হন্মি মহাসুরম্ ॥ ২ ॥
অবশ্যং করণীয়ঞ্চ ভবতাং কার্য্যমুত্তমম্ ।
তস্মাদু[4]পায়মাখ্যাস্যে [5]যেনাসৌ ন ভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥
ত্রিধা[6]ভূতং করিষ্যামি আত্মানং সুরসত্তমাঃ ।
তেন বৃত্রং সহস্রাক্ষো বধিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥

২। লো-টী। পূর্ব্বসৌহার্দ্দং দৃঢ়ভক্তিস্তেন। উক্তঞ্চ শ্রীভাগবতে—'অহং হরে তব পাদমূলদাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ' ইত্যাদি বৃত্রস্তুতৌ।

ইন্দ্রের এবং সমস্ত দেবগণের কথা শুনিয়া বিষ্ণু ইন্দ্রপ্রমুখ সমস্ত দেবগণকে বলিলেন — ॥ ১ ॥

আমি মহাত্মা মহাসুর বৃত্রের পূর্ব্বকৃত দৃঢ়ভক্তিদ্বারা বদ্ধ আছি, সেই জন্য সমস্ত সহ্য করিতেছি, তাহাকে নিহত করিতেছি না ॥ ২ ॥

আপনাদের উত্তম কার্য্যও অবশ্যই করা উচিত ; সুতরাং উপায় বলিয়া দিব, যাহাতে এই বৃত্রাসুর আর জীবিত থাকিবে না ॥ ৩ ॥

দেবগণ, আমি নিজকে ত্রিধা বিভক্ত করিব, তাহাতে ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিবেন, সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥

১। ইতঃ পূর্ব্বং সর্গারম্ভে ছ 'লক্ষ্মণস্তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা শত্রুনিবর্হণঃ। বৃত্রঘাতমনুধ্যায় কথয়স্বেতি চাব্রবীৎ। রাঘবেণৈবমুক্তস্তু সুমিত্রানন্দিবর্দ্ধনঃ। ভূয় এব কথাং দিব্যাং কথয়ামাস লক্ষ্মণঃ'। ইত্যধিকম্। ২। ছ 'শক্রস্নেহ'। ৩। ছ 'তেন সর্ব্বমিদং সোঢ়ং'। ৪। ছ '-মাত্মাস্থে'। ৫। ছ 'যেন বৃত্রং বধিষ্যতি'। ৬। ছ '-স্তেহহমাত্মা-'।

একাংশো[১] বাসবং যাতু দ্বিতীয়ো বজ্রমেব[২] তু।
তৃতীয়ো ভূতলং যাতু[৩] তদা বৃত্রং বধিষ্যতি ॥ ৫ ॥
তথা[৪] ব্রুবাণং দেবেশমব্রুবন্ সর্ব্বদেবতাঃ।
এবমেতন্ন[৫] সন্দেহো যথা বদসি শত্রুহন্[৬] ॥ ৬ ॥
ভদ্রং তেঽস্তু গমিষ্যামো বৃত্রাসুরবধৈষিণঃ।
ভজস্ব পরমোদার বাসবং স্বেন তেজসা ॥ ৭ ॥
ততো দেবা মহাত্মানঃ সহস্রাক্ষপুরোগমাঃ।
তমরণ্যমুপাক্রামন্ যত্র বৃত্রো মহাসুরঃ ॥ ৮ ॥
তেঽপশ্যংস্তেজসা যুক্তং তপ্যন্তমসুরোত্তমম্।
পিবন্তমিব লোকাংস্ত্রীন্ নির্দ্দহন্তমিবাম্বরম্ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। তৃতীয়ো ভূতলমিতি। বৃত্রস্য মহাশরীরপতনাদ্ ভুবঃ পাতালগমনশঙ্কাতঃ
৭। লো-টী। তে যুষ্মাকং, বৃত্রাসুরবধৈষিণঃ শত্রুস্য ভদ্রমস্তু।

আমার একাংশ ইন্দ্রের প্রতি, দ্বিতীয়াংশ বজ্রের প্রতি, তৃতীয়াংশ ভূতলে গমন করুক, তাহা হইলে ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিবেন ॥ ৫ ॥

দেবদেব বিষ্ণু এইরূপ বলিলে সমস্ত দেবগণ তাঁহাকে বলিলেন, হে শত্রুহন্, আপনি যেরূপ বলিলেন ইহা যথার্থই, এবিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৬ ॥

আপনা হইতে মঙ্গল হউক ; বৃত্রাসুরের বধাভিলাষী আমরা গমন করি, হে পরমোদার, আপনি স্বীয় তেজে ইন্দ্রকে আশ্রয় করুন ॥ ৭ ॥

পরে ইন্দ্রপ্রমুখ মহাত্মা দেবগণ যে-অরণ্যে মহাসুর বৃত্র অবস্থান করিতেছিলেন সেই অরণ্যে গমন করিলেন ॥ ৮ ॥

তাঁহারা দেখিলেন, তেজস্বী তপস্যাকারী অসুরশ্রেষ্ঠ বৃত্র যেন ত্রিভুবন পান (শোষণ) করিতেছে এবং যেন আকাশকে দগ্ধ করিতেছে ॥ ৯ ॥

১। ছ '-শত্রুমিহায়াতু'। ২। ছ 'চ'। ৩। ছ 'শত্রু হতো বৃত্রবধং কুরু'। ৪। ছ 'ব্রুবতি দেবেশে দেবা বাক্যমথাব্রুবন্'। ৫। ছ '-ন্মহাবাহো'। ৬। ছ 'দৈত্য-'।

দৃষ্টৈব চাসুরশ্রেষ্ঠং দেবাস্ত্রাসমুপাগমন্ ।

কথমেনং বধিষ্যামঃ কথং ন স্যাৎ পরাজয়ঃ ॥ ১০ ॥

তেষাং চিন্তয়তামেবং[১] সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ।

বজ্রং প্রগৃহ্য[২] বাহুভ্যাম[৩]াক্ষিপদ্ বৃত্রমূর্দ্ধনি ॥ ১১ ॥

ততঃ কালোপমাস্ত্রেণ[৪] প্রদীপ্তেন মহার্চ্চিষা ।

পততা[৫] বৃত্রশিরসি জগৎ ত্রাসমুপাগমৎ ॥ ১২ ॥

অসম্ভাব্যং বধঞ্চৈব বৃত্রস্য বিবুধাধিপঃ ।

চিন্তয়ানো জগামাশু লোকস্যান্তং মহাযশাঃ ॥ ১৩ ॥

[৬]ততস্তেনৈব বজ্রেণ ক্ষিপ্রং বৃত্রো ব্যহন্যত ।

তেন চাধর্ম্মযোগেণ সংসৃষ্টঃ[৭] স শতক্রতুঃ ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। তেষাং মধ্যে সহস্রাক্ষঃ।

১২। লো-টী। ততস্তেন বজ্রেণ বৃত্রশিরসি পততা হেতুনা।

১৩। লো-টী। অসম্ভাব্যং বধং অকর্ত্তব্যং বধং ত্বষ্টৃপুত্রত্বাৎ। লোকান্তং লোকস্যান্তং প্রান্তং বহিরিত্যর্থঃ। 'অন্তঃ প্রান্তেঽন্তিকে নাশে স্বরূপেঽতিমনোহরে' ইতি বিশ্বঃ।

দেবগণ অসুরশ্রেষ্ঠকে দেখিয়াই ভীত হইলেন ; 'কিরূপে ইহাকে বধ করিব এবং কিরূপে আমাদের পরাজয় হইবে না' ॥ ১০ ॥

তাঁহারা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলে সহস্রাক্ষ ইন্দ্র দুইহস্তে বজ্র গ্রহণ পূর্ব্বক বৃত্রাসুরের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১১ ॥

কালোপম প্রজ্বলিত মহাপ্রভাশালী সেই বজ্র বৃত্রাসুরের মস্তকে পতিত হওয়ায় জগৎ ত্রাসান্বিত হইল ॥ ১২ ॥

মহাযশস্বী দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরের বধ অসম্ভব মনে করিয়া তাড়াতাড়ি জগতের এক প্রান্তে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৩ ॥

অনন্তর সেই বজ্রের প্রহারেই বৃত্রাসুর দ্রুত নিহত হইল, শতক্রতু ইন্দ্র সেই অধর্ম্মে লিপ্ত হইলেন ॥ ১৪ ॥

১। ছ '-তাং তত্র'। ২। ছ 'নিগৃহ্য'। ৩। চ '-ভ্যাং প্রাহিণোদ্'। ৪। ছ '-স্তেন'। ৫। ছ '-সা'। ৬। ছ 'মুক্তেন চাথ বজ্রেণ বৃত্রস্তত্রাভ্যহন্যতে'। ৭। ছ 'স্পৃষ্টস্তত্র শতক্রতুঃ'।

তঞ্চ[1] শক্রং ব্রহ্মহত্যা গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি।
অপতচ্চাস্য গাত্রেষু[2] তেনেন্দ্রং দুঃখমাবিশৎ ॥ ১৫ ॥
হতে বৃত্রে[3] প্রনষ্টেন্দ্রা দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
বিষ্ণুং ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠং মুহুর্মুহুরপূজয়ন্ ॥ ১৬ ॥
ঊচুশ্চ[4] তে সুরাঃ সর্ব্বে পূজয়িত্বা যথার্হতঃ।
ত্বং গতিঃ পরমা দেব ত্বং পূর্ব্বো[5] জগতঃ প্রভুঃ।
রক্ষার্থং সর্ব্বভূতানাং বিষ্ণুত্বং[6] গতবানসি ॥ ১৭ ॥
হতো বৃত্রস্ত্বয়া দেব ব্রহ্মহত্যা চ বাসবম্।
বাধতে সুরশার্দ্দূল তস্য[7] মোক্ষং বিনির্দ্দিশ। ১৮ ॥

১৫। লো-টী। আবিশৎ ব্রহ্মহত্যা। আবিশৎ প্রাপ্তবান্।
১৬। লো-টী। প্রনষ্টঃ অদর্শনং প্রাপ্ত ইন্দ্রো যেষাং তে।
১৭। লো-টী। পূর্ব্বঃ পূর্ব্বকালে বর্ত্তমানঃ। 'পূর্ব্বজো জগতঃ প্রভু'রিতি বা পাঠঃ।
১৮। লো-টী। ত্বয়া ত্বন্মন্ত্রণেনৈব।

ইন্দ্র গমন করিলে ব্রহ্মহত্যা তাঁহার অনুগমন করিয়া তাঁহার শরীরে পতিত হওয়ায় তিনি দুঃখিত হইলেন ॥ ১৫ ॥

বৃত্র নিহত হইলে এবং ইন্দ্র দেবগণের নিকট হইতে অদৃশ্য হইলে, অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুকে পুনঃ পুনঃ পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

সেই দেবগণ বিষ্ণুকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া বলিলেন—দেব, আপনিই আমাদের পরম গতি এবং আপনিই জগতের পুরাতন প্রভু; সমস্ত প্রাণীর রক্ষার জন্য আপনি বিষ্ণুত্ব লাভ করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

দেব, আপনার মন্ত্রণায় বৃত্র নিহত হইয়াছে কিন্তু ব্রহ্মহত্যা ইন্দ্রকে পীড়া দিতেছে ; হে সুরশ্রেষ্ঠ, তাঁহার মুক্তির ব্যবস্থা করুন ॥ ১৮ ॥

১। ছ 'তমিন্দ্রং ব্রহ্মহত্যা তু'। ২। ছ 'অথেন্দ্রো'। ৩। ছ 'বৃত্রে'। ৪। ছ 'তং'। ৫। ছ 'পূর্ব্বজো'। ৬। ছ 'বিষ্ণুত্বমুপজগ্মিবান্'। ৭। ছ 'মোক্ষং তস্য'।

[১] তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবানাং বিষ্ণুরব্রবীৎ।
মামেব [২] যজতাং শক্রঃ পাবয়িষ্যে শতক্রতুম্ ॥ ১৯ ॥
পুণ্যেন হয়মেধেন মামিষ্ট্বা পাকশাসনঃ।
পুনরেষ্যতি দেবানামিন্দ্রত্বমকুতোভয়ঃ ॥ ২০ ॥
[৩] এবং ব্যাদিশ্য দেবানাং বাণীং তামমৃতোপমাম্।
জগাম বিষ্ণুরাকাশং দেবা জগ্মুস্তথৈব চ ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বৃত্রবধোপাখ্যানং নাম
দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯২ ॥

১৯। লো-টী। বিহাস্যতি ত্যক্ষ্যতি। 'পাবয়িষ্যে শতক্রতু'মিতি পাঠেঽহং পবিত্রং করিষ্যে।

২১। লো-টী। আকাশং স্বস্থানম্ ইতি প্রসিদ্ধং স্বভবনম্।

বৃত্রবধঃ ॥ ৯২ ॥

সেই দেবগণের সেই কথা শুনিয়া বিষ্ণু বলিলেন, ইন্দ্র আমার উদ্দেশ্যেই যাগ করুন, আমি শতক্রতু ইন্দ্রকে পবিত্র করিব ॥ ১৯ ॥

পাকশাসন ইন্দ্র পবিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞদ্বারা আমার অর্চ্চনা করিয়া নির্ভয় হইবেন এবং পুনরায় দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্রত্ব লাভ করিবেন ॥ ২০ ॥

বিষ্ণু দেবতাদিগকে এইরূপ অমৃততুল্য কথা বলিয়া স্বস্থানে (আকাশে) প্রস্থান করিলেন এবং দেবগণও [স্ব স্ব স্থানে] গমন করিলেন ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বৃত্রবধোপাখ্যান-নামক
৯২তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

১। হ 'তেষাস্তু তদ্বচঃ শ্রুত্বা দেবান্ বিষ্ণুরথাব্রবীৎ'। ২। ছ 'জগতাং'। ৩। অস্য শ্লোকস্য স্থানে চ 'ইতি সুরগণান্ প্রশাস্য সর্ব্বান্ বিধিবদভিপ্রণতশ্চ দৈর্ঘ্যমহাত্মা। অতুলবলপরাক্রমোঽথ বিষ্ণুঃ স্বভবনমেব যযৌ ত্রিবিষ্টপাৎ' ॥ পাঠঃ। ইতি

(৯৩) ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ

অথ বৃত্রবধং সর্ব্বমখিলেন স লক্ষ্মণঃ।
কথয়িত্বা[১] রঘুশ্রেষ্ঠঃ[২] কথাশেষমথাব্রবীৎ ॥ ১ ॥
ততো হতে মহাবীর্য্যে বৃত্রে দেবভয়ঙ্করে
ব্রহ্মহত্যাবৃতঃ শক্রঃ সংজ্ঞাং লেভে তদা ন সঃ[৩] ॥ ২ ॥
সোঽন্তমাশ্রিত্য লোকানাং নষ্টসংজ্ঞো বিচেতনঃ।
কালং তত্রাবসৎ কঞ্চিচ্চেষ্টমানো যথোরগঃ ॥ ৩ ॥
অথ নষ্টে সহস্রাক্ষে উদ্বিগ্নমভবজ্জগৎ।
ভূমিশ্চ ধ্বস্তসংকাশা নিঃস্নেহা শুষ্ককাননা ॥ ৪ ॥
নিঃস্রোতসঃ[৪] স্রবন্ত্যশ্চ বিপদ্মানি সরাংসি চ।
সঙ্ক্ষোভশ্চৈব সত্ত্বানামনাবৃষ্টিকৃতোঽভবৎ ॥ ৫ ॥

১। লো-টী। বৃত্রবধকথায়াঃ শেষমবশেষম্।
৪। লো-টী। প্রনষ্টে অদর্শনং প্রাপ্তে। ধ্বস্তস্যাধঃপতিতস্যেব সঙ্কাশো যস্যাঃ সা।
৫। লো-টী। স্রবন্ত্যঃ তরঙ্গিণ্যঃ। 'স্রবন্তী তু তরঙ্গিণ্যাং গুল্মস্থানে চ যোষিতা'ইতি কোষঃ। 'নিঃস্রোতসশ্চাম্বুবাহা' ইতি বা পাঠঃ।

রঘুশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ বিস্তৃতভাবে বৃত্রবধবৃত্তান্ত বলিয়া সেই উপাখ্যানের অবশিষ্টাংশ বলিতে লাগিলেন—॥ ১ ॥

তার পর দেবতাদিগের ভয়ঙ্কর বৃত্রাসুর নিহত হইলে ব্রহ্মহত্যা-পাপযুক্ত সেই ইন্দ্র সংজ্ঞাহীন হইলেন ॥ ২ ॥

সংজ্ঞাহীন অচৈতন্য ইন্দ্র জগতের প্রান্তদেশে আশ্রয় লইয়া বিলুণ্ঠিত সর্পের ন্যায় কিয়ৎকাল তথায় বাস করিলেন ॥ ৩ ॥

এদিকে ইন্দ্র অদৃশ্য হইলে জগদ্বাসী উদ্বিগ্ন হইল, কাননসমূহ শুষ্ক এবং পৃথিবী নীরস ও ধ্বস্তপ্রায় হইল ॥ ৪ ॥

বৃষ্টি না হওয়ায় নদীসকল স্রোতোহীন এবং সরোবর সকল পদ্মহীন হইল;

১। ছ 'নর-'। ২। ছ '-বং ততোঽব্রবীৎ'। ৩। ছ 'ন বৃত্রহা'। ৪। ছ 'ভ্রদাশ্চ বিগতোদকাঃ'।

[১]ক্ষীয়মাণে তু লোকেঽস্মিন্ সম্ভ্রান্তাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
যথোক্তং বিষ্ণুনা পূর্ব্বং[২] হয়মেধমুপানয়ন্ ॥ ৬ ॥
ততঃ সর্ব্বে[৩] সুরগণাঃ সোপাধ্যায়াঃ সহর্ষিভিঃ।
তং দেশং সহিতা জগ্মুর্যত্রেন্দ্রো ভয়মোহিতঃ ॥ ৭ ॥
তে তু দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষং মোহিতং ব্রহ্মহত্যয়া।
[৪]দীক্ষয়িত্বা ততো দেবা মুহূর্ত্তে যজ্ঞিয়ে তদা।
[৫]যাজয়ামাসুরমরা হয়মেধেন বাসবম্ ॥ ৮ ॥
ততোঽশ্বমেধঃ সুমহান্[৬] মহেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।
ববৃধে ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাবনার্থং শচীপতেঃ ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। সংক্ষিপ্যমাণে বিনশ্যতি সতি সমুপানয়ন্ অশ্বমেধসামগ্রীং সমপাদয়ন্।
৮। লো-টী। সহস্রাক্ষং ইষ্ট্বা সঙ্গম্য পূজয়িত্বা বা।

প্রাণীদিগের মধ্যে অনাবৃষ্টি-জন্য চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল ॥ ৫ ॥

এই জগৎ ক্ষয় হইতে চলিলে সমস্ত দেবগণ ভীত হইয়া বিষ্ণুর পূর্ব্বোক্ত কথানুসারে অশ্বমেধযজ্ঞের আয়োজন করিলেন ॥ ৬ ॥

পরে উপাধ্যায় এবং ঋষিগণের সহিত সকল দেবতারা সম্মিলিত হইয়া যেস্থানে ইন্দ্র ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন তথায় গমন করিলেন ॥ ৭ ॥

তার পর সেই দেবগণ সহস্রাক্ষ ইন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যার ভয়ে বিহ্বল দেখিয়া যজ্ঞিয় মুহূর্ত্তে তাঁহাকে দীক্ষিত করিলেন। [এইরূপে] দেবগণ ইন্দ্রকে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করাইলেন ॥ ৮ ॥

তার পর শচীপতি মহাত্মা মহেন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা হইতে পরিত্রাণের জন্য অতি-বৃহৎ অশ্বমেধ-যজ্ঞ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥

১। ছ 'সঙ্কীর্য্যমাণে'। ২। ছ '-হয়ন্'। ৩। ছ 'সুরগণাঃ সর্ব্বে'। ৪। ছ 'তং পুরস্কৃত্য দেবেশমশ্বমেধং প্রচক্রিরে'। ৫। ছ ইদমর্দ্ধং নাস্তি। ৬। ছ 'শ্রীমান্'।

ততো যজ্ঞসমাপ্তৌ তু ব্রহ্মহত্যা মহাত্মনঃ।
অভিগম্যাব্রবীদ্বাক্যং[১] ক মে স্থানং বিধাস্যথ ॥ ১০ ॥
[২]উচুশ্চ তাং ততো দেবা হৃষ্টাঃ প্রীতিসমন্বিতাঃ।
চতুর্দ্ধা বিভজাত্মানমাত্মনৈব দুরাসদে ॥ ১১ ॥
দেবানাং বচনং শ্রুত্বা[৩] ব্রহ্মহত্যা মহাত্মনাম্।
সন্নিধিস্থানমন্যত্র[৪] বরয়ামাস দুর্ব্বসা[৫] ॥ ১২ ॥
ভাগেনৈকেন সলিলে বসেয়ং[৬] সুরসত্তমাঃ।
[৭]চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দর্পঘ্নী কামচারিণী ॥ ১৩ ॥
ভূমৌ সর্ব্বমহং কালং দ্বিতীয়াংশেন সর্ব্বদা।
বৃক্ষেষু চ নিবৎস্যামি সত্যমেতদ্ব্রবীমি বঃ ॥ ১৪ ॥

১১। লো টী। প্রীতিসমাধিনা প্রীতচিত্তেন। 'প্রীতিসমন্বিতা' ইতি বা পাঠঃ।
১২। লো-টী। অন্যত্র ব্রহ্মঘাতিনোঽন্যত্র সন্নিধৌ নিকটে স্থানম্।
১৩। লো-টী। মাসান্ ব্যাপ্য যাস্যামি স্থাস্যামি দর্পঘ্নী জলকলুষকারিণী।
১৪। লো-টী। ভূমৌ উষরভূমৌ সর্ব্বং কালং ব্যাপ্য বৃক্ষেষু ভৌমেষু নির্য্যাসরূপেণ।

অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে 'ব্রহ্মহত্যা' মহাত্মা দেবগণের সমীপে গমন করিয়া বলিল, কোথায় আমার স্থান নির্ব্বাচন করিতেছেন ॥ ১০ ॥

তখন দেবগণ প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে আনন্দিত হইয়া বলিলেন, হে দুর্দ্ধর্ষে, তুমি নিজকে চারিভাগে বিভক্ত কর ॥ ১১ ॥

দুঃস্থানবাসিনী ব্রহ্মহত্যা দেবতাদিগের কথা শুনিয়া অন্যত্র অবস্থিতিস্থান প্রার্থনা করিল ॥ ১২ ॥

হে দেবসত্তমগণ, পাপীদিগের দর্পনাশকারিণী এবং স্বেচ্ছাচারিণী আমি স্বীয় একাংশ দ্বারা বর্ষাকালীন চারিমাস জলে বাস করিব ॥ ১৩ ॥

দ্বিতীয় অংশদ্বারা আমি সর্ব্বদা [উষর-] ভূমিতে এবং বৃক্ষসমূহে বাস করিব, ইহা আপনাদিগের নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি ॥ ১৪ ॥

১। ছ 'ক্ষত্রং স্থানং মে স্বং বিধৎস্ব হ'। ২। ছ 'তামূচুক্র'বতীং দেবা'। ৩। ছ 'ভাবিতং'। ৪। ক '-ধৌ স্থানমন্যত্তং'। ৫। ছ 'দুর্দ্ধর্ষাঃ'। ৬। ছ 'বৎস্যেয়ং'। ৭। ইতঃ পাদাষ্টক স্থানে 'দ্বিতীয়েন তু বৃক্ষেষু সত্যেনৈতদ্ ব্রবীমি বঃ। তৃতীয়ো যস্তু মে ভাগঃ সোঽস্তু স্ত্রীণাং রজঃ সুরাঃ'। ইতি পাঠঃ।

তৃতীয়ো যস্তু মে ভাগঃ স স্ত্রীষু রজসান্বিতঃ।
চত্বার্য্যহানি ভবিতা তাভির্যঃ সঙ্গমিচ্ছতি ॥ ১৫ ॥
হন্তারো ব্রহ্মণান্ যে তু প্রেক্ষাপূর্ব্বমদূষকান্।
তাংশ্চতুর্থেন ভাগেন সংশ্রয়িষ্যে সুরর্ষভাঃ ॥ ১৬ ॥
তামব্রুবংস্ততো দেবা যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
তথা ভবতু তুষ্টাঃ স্ম সাধয়স্ব যথেপ্সিতম্ ॥ ১৭ ॥
ততঃ প্রমুদিতা দেবাঃ সহ শক্রেণ ধীমতা।
বিজ্বরঃ পূতপাপ্মা চ বাসবঃ সমপদ্যত ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। তাভিঃ স্ত্রীভিঃ সহ যঃ সঙ্গমেতি প্রাপ্নোতি সোঽপি চত্বার্য্যহানি ব্যাপ্য সমভাগান্বিতো ভবিতা ভবিষ্যতি। 'সহ সংবসেদিতি' বা পাঠঃ।

১৬। লো-টী। অদূষকান্ অদুষ্টান্ ব্রাহ্মণান্ প্রেক্ষাপূর্ব্বং জ্ঞানপূর্ব্বকং হন্তারো দূষয়স্তঃ, তান্।

১৮। লো-টী। প্রমুদিতা বভূবুরিত্যর্থঃ। বাসবশ্চ বিগতজ্বরঃ সমপদ্যত বভূব।

আমার যে তৃতীয় ভাগ, তাহা স্ত্রীলোকের ঋতুর সহিত থাকিবে এবং [ঋতুমতী] স্ত্রীলোকদিগের সহিত চারিদিন যে সঙ্গম ইচ্ছা করিবে সেও সেই ভাগযুক্ত হইবে ॥ ১৫ ॥

হে শ্রেষ্ঠ দেবগণ, অদুষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে যাহারা জ্ঞানপূর্ব্বক বধ করিবে, আমি চতুর্থ ভাগ দ্বারা তাহাদিগকে আশ্রয় করিব ॥ ১৬ ॥

পরে দেবগণ তাহাকে যথাক্রমে বলিলেন, তাহাই হউক, আমরা সন্তুষ্ট হইলাম, তোমার ইচ্ছানুসারে কার্য্য কর ॥ ১৭ ॥

অনন্তর ধীমান্ ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া দেবগণ প্রীত হইলেন এবং ইন্দ্রও সন্তাপরহিত ও পাপ হইতে পূত হইলেন ॥ ১৮ ॥

১। ছ 'সংবসেৎ পুমান্'। ২। ছ 'বৈ'। ৩। ছ '-মুপেক্ষকাঃ'। ৪। ছ 'তামূচুস্তে সুরাঃ সর্ব্বে যথা বদসি দুর্ব্বশে'। ৫। ছ 'প্রীত্যান্বিতা'। ৬। ছ 'সহস্রাক্ষং ববন্দিরে'।

প্রশান্তঞ্চ জগৎ সর্ব্বং সহস্রাক্ষে প্রতিষ্ঠিতে।
১
অশ্বমেধং ক্রতুবরং তদা শক্রোঽভ্যপূজয়ৎ ॥ ১৯ ॥

ঈদৃশো হ্যশ্বমেধস্য প্রভাবো রঘুনন্দন।
২
যজস্ব তেন রাজেন্দ্র হয়মেধেন রাঘব ॥ ২০ ॥

ইতি লক্ষ্মণবাক্যমুত্তমং নৃপতিরতীব মনোহরং মহাত্মা।
৩
পরিতোষমবাপ হৃষ্টচেতাঃ স নিশম্যেন্দ্রসমানবিক্রমৌজাঃ ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে যজ্ঞোপাখ্যানং নাম
ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৩ ॥

১৯। লো-টী। প্রতিষ্ঠিতে স্বপদে স্থিতে সতি।
২১। লো-টী। লক্ষ্মণবাক্যং নিশম্যেত্যন্বয়ঃ।
ইন্দ্রব্রহ্মহত্যাব্যপোহঃ ॥ ৯৩ ॥

সহস্রলোচন ইন্দ্র স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে সমস্ত জগৎ শান্তিলাভ করিল এবং তখন ইন্দ্র যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধের সর্ব্বতোভাবে পূজা (প্রশংসা) করিলেন ॥ ১৯ ॥

রঘুনন্দন, অশ্বমেধের এতাদৃশ প্রভাব ; হে রাজেন্দ্র, সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করুন ॥ ২০ ॥

ইন্দ্রতুল্য-বিক্রমশালী মহাত্মা নৃপতি রামচন্দ্র লক্ষ্মণের অতিমনোহর উত্তম বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্ত এবং অতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে যজ্ঞোপাখ্যান নামক
৯৩তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

১। ছ 'যজ্ঞং চাদ্ভুতসঙ্কাশং'। ২। ছ 'পার্থিব'। ৩। ছ '-পা'।

(৯৪) চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ

তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণেনোক্তং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ প্রহসন্ রাঘবো বচঃ ॥ ১ ॥
এবমেতন্নরশ্রেষ্ঠ যথা বদসি লক্ষ্মণ।
বৃত্রঘাতমশেষেণ হয়মেধফলং চ যৎ ॥ ২ ॥
শ্রূয়তে হি পুরা সৌম্য কর্দ্দমস্য প্রজাপতেঃ।
সুতো বাহ্লীশ্বরঃ শ্রীমানিলো নাম সুধার্ম্মিকঃ ॥ ৩ ॥ [1]
স রাজা পৃথিবীং সর্ব্বাং বশে কৃত্বা মহাবলঃ। [2]
প্রজাশ্চৈব নরব্যাঘ্র পুত্রবৎ পর্য্যপালয়ৎ ॥ ৪ ॥
সুরৈশ্চ পরমোদারৈর্ব্বলবদ্ভিস্তথাসুরৈঃ। [3]
যক্ষরাক্ষসগন্ধর্ব্বৈঃ সিদ্ধচারণকিন্নরৈঃ ॥ ৫ ॥

২। লো-টী। অশেষেণ বৃত্রঘাতং হয়মেধফলঞ্চ যদ্বদসি এবমেতৎ।

বাক্যবিশারদ মহাতেজস্বী রামচন্দ্র লক্ষ্মণের কথা শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন— ॥ ১ ॥

নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ, বিস্তৃতভাবে বৃত্রবধবৃত্তান্ত এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের যে ফল বলিলে, তাহা যথার্থ ॥ ২ ॥

হে সৌম্য, শুনা যায় পুরাকালে প্রজাপতি কর্দ্দমের পুত্র বাহ্লীশ্বর শ্রীমান্ 'ইল' নামক অতিশয় ধার্ম্মিক এক রাজা ছিলেন ॥ ৩ ॥

হে নরশ্রেষ্ঠ, মহাবলশালী সেই রাজা সমস্ত পৃথিবী বশীভূত করিয়া প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন ॥ ৪ ॥

হে রঘুনন্দন, পরমোদার দেবগণ, বলবান্ অসুরগণ, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব,

১। ছ '-রো রাজা ইলো'। ২। ক 'সপর্ব্বতাম্'। ৩। ছ '-দৈত্যৈশ্চ মহাবলৈঃ'।

স পূজ্যতে নিত্যকালং ভয়ার্ত্তৈ রঘুনন্দন।[১]
বিভ্যতি তস্য রোষাত্তু লোকাঃ সর্ব্বে মহাত্মনঃ ॥ ৬ ॥[২]
সোঽধিরাজো মহানাসীদ্ধর্ম্মে বীর্য্যে[৩] চ বিশ্রুতঃ।
বুদ্ধ্যা চ পরমোদারো বাহ্লীরাজো[৪] মহাযশাঃ ॥ ৭ ॥
স কদাচিন্মহাবাহুর্ম্মৃগয়ামগমন্নৃপঃ।[৫]
চৈত্রে মনোরমে মাসি সভৃত্যবলবাহনঃ ॥ ৮ ॥
মহদ্ বনমুপাগম্য মৃগান্ শতসহস্রশঃ।
জঘান ন চ বৈ তৃপ্তিরাসীৎ[৬] তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৯ ॥
ততো মৃগাণামযুতং বধ্যমানং মহাত্মনা।
যত্র জাতো মহাসেনস্তং দেশমুপচক্রমে ॥ ১০ ॥

৭। লো-টী। অধিগতঃ সর্ব্বশাস্ত্রং জানন্।

১০। লো-টী। মহাসেনো গুহঃ যত্র জাতঃ তং দেশম্। অযুতং বধ্যমানং পীড়িতং হতং বা কর্ত্তৃপদম্, তং দেশমুপচক্রমে ইতি সম্বন্ধঃ।

সিদ্ধ, চারণ এবং কিন্নরগণ ভয়ার্ত্ত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার পূজা করিতেন, সেই মহাত্মার ক্রোধে সকলেই ভয় পাইতেন ॥ ৫-৬ ॥

অতিশয় বুদ্ধিমান্ মহাযশস্বী ধর্ম্ম এবং পরাক্রমে বিখ্যাত সেই বাহ্লীকরাজ প্রসিদ্ধ সম্রাট্ ছিলেন ॥ ৭ ॥

সেই মহাবাহু নৃপতি কোন সময়ে ভৃত্য, সৈন্য এবং বাহন সমভিব্যাহারে মনোরম চৈত্রমাসে মৃগয়া করিতে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

ভীষণ বনে উপস্থিত হইয়া শত সহস্র পশু বধ করিয়াও সেই মহাত্মার তৃপ্তি হইল না ॥ ৯ ॥

পরে হাজার হাজার পশু সেই মহাত্মার প্রহারে পীড়িত হইয়া যে দেশে গুহ জন্মিয়াছিলেন সেই দেশে প্রস্থান করিল ॥ ১০ ॥

১। ছ 'পূজ্যতে নিত্যশঃ সৌম্য ভয়ার্ত্তৈঃ স মহাযশাঃ'। ২। ছ 'বিভ্যত্যস্য ত্রয়ো লোকাঃ সরোষস্য'। ৩। ছ 'বীর্য্যেণ'। ৪। ছ '-কানাং'। ৫। ছ '-ন্নাং বিক্রমান্বিতঃ'। ৬। ছ 'তৃপ্তিং স জগাম জগতীপতিঃ'।

[১]তস্মিংশ্চ দেশে দেবেশঃ শৈলরাজসুতাং হরঃ।
রময়ামাস দুর্দ্ধর্ষঃ সর্ব্বৈরনুচরৈর্ব্বৃতঃ[২] ॥ ১১ ॥
কৃত্বা স্ত্রীরূপমাত্মানং[৩] সর্ব্বাননুচরাংস্তথা।
দেব্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষার্থং তত্র[৪] পর্ব্বতনির্ঝরে ॥ ১২ ॥
[৫]সত্ত্বানি পুরু[ষ?]নামানি যানি তত্র চ কাননে।
[৬]বৃক্ষাঃ পুন্নামধেয়াশ্চ সর্ব্বে তে স্ত্রীকৃতাস্তদা ॥ ১৩ ॥
এতস্মিন্নন্তরে রাজা স[৭] ইলঃ কর্দ্দমাত্মজঃ।
নিঘ্নন্ মৃগসহস্রাণি তং দেশং[৮] সমুপাগমৎ ॥ ১৪ ॥
[৯]সর্ব্বং স্ত্রীময়ং দৃষ্ট্বা তু সব্যালমৃগপক্ষিণম্।
আত্মানং সানুগঞ্চৈব[১০] স্ত্রীভূতং কর্দ্দমাত্মজঃ ॥ ১৫ ॥

১৫-১৬। লো-টী। সর্ব্বং লোকং স্ত্রীময়ং দৃষ্ট্বা আত্মানং চ সবলং স্ত্রীভূতং দৃষ্ট্বা

দেবদেব মহাদেব সেই দেশে সমস্ত অনুচরগণে পরিবৃত হইয়া দুর্দ্ধর্ষ পর্ব্বতের ঝরণায় পার্ব্বতীর অভিলাষানুসারে নিজেকে এবং সমস্ত অনুচরকে মহিলাকৃতি করিয়া তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন ॥ ১১-১২ ॥

সেই কাননে পুরুষ-নামধারী যে-সকল প্রাণী এবং পুরুষ-নামধেয় যে-সকল বৃক্ষ ছিল, সমস্তই তখন স্ত্রীলোকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হইয়াছিল ॥ ১৩ ॥

এই সময়ে কর্দ্দম-পুত্র সেই মহারাজ 'ইল' সহস্র সহস্র মৃগ বধ করত সেইদেশে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৪ ॥

কর্দ্দমপুত্র রাজা ইল সর্প, মৃগ ও পক্ষীর সহিত সকলকে স্ত্রী-যোনি প্রাপ্ত দেখিয়া এবং অনুচরবর্গের সহিত নিজেকেও রমণীরূপে পরিণত হইতে দেখিয়া

১। ছ '-স্মিংস্তু'। ২। ছ '-রৈঃ সহ'। ৩। ছ 'সর্ব্বেষাং পার্ষদাং চ সঃ'। ৪। ছ 'তস্মিন্'। ৫। ছ 'যে চ তত্র বনোদ্দেশে সত্ত্বাঃ পুরুষলিঙ্গিনঃ'। ৬। ছ 'পুরুষনামানঃ সর্ব্বং তৎ স্ত্রীকৃতং হভুৎ'। ৭। ছ 'কর্দ্দমস্য তত্ত্ববিদঃ'। ৮। ছ 'দেশমুপচক্রমে'। ৯। ছ 'স দৃষ্ট্বা স্ত্রীকৃতং সর্ব্বং সব্যালমৃগপক্ষিকম্'। ১০। ছ 'হি দদর্শ হ'।

[১] রাজাতপ্যত দুঃখেন দৃষ্ট্বাত্মানং তথাবিধম্।
[২] উমাপতেশ্চ তৎ কর্ম্ম জ্ঞাত্বা ত্রাসমুপাগমৎ ॥ ১৬ ॥
ততো দেবং মহাত্মানং শিতিকণ্ঠং কপর্দ্দিনম্।
জগাম শরণং রাজা সভৃত্যবলবাহনঃ ॥ ১৭ ॥
ততঃ প্রহস্য বরদঃ সহ দেব্যা [৩] ত্রিশূলধৃক্।
প্রজাপতিসুতং [৪] বীরমুবাচ মধুরং বচঃ ॥ ১৮ ॥
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজর্ষে কার্দ্দমেয় মহাবল।
পুরুষত্বমৃতে [৫] বীর ব্রূহি কিং করবাণি তে ॥ ১৯ ॥
ততঃ স রাজা [৬] শোকার্ত্তঃ প্রত্যাখ্যাতো মহাত্মনা।
স্ত্রীভূতো নৈব জগ্রাহ [৭] বরমন্যং সুরোত্তমাৎ ॥ ২০ ॥

দুঃখেনাতপ্যত, ততশ্চাত্মানং তথাবিধং দৃষ্ট্বা উমাপতেঃ কর্ম্ম সমুপাগমৎ।

অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং এই সমস্ত মহাদেবের কার্য্য বলিয়া জ্ঞাত হইয়া ভীত হইলেন ॥ ১৫-১৬ ॥

পরে ভৃত্য, বল, বাহন সমভিব্যাহারে রাজা ইল কপর্দ্দী মহাত্মা শিতিকণ্ঠ-দেবের শরণাপন্ন হইলেন ॥ ১৭ ॥

অনন্তর ত্রিশূলধারী বরপ্রদ মহাদেব দেবীর সহিত হাস্যপূর্ব্বক প্রজাপতিপুত্র বীর ইলকে মধুর বাক্যে বলিলেন—॥ ১৮ ॥

মহাবল রাজর্ষি কার্দ্দমেয়, উঠ উঠ ; হে বীর, পুরুষত্বভিন্ন তোমার অপর কি করিব [বল] ॥ ১৯ ॥

পরে মহাদেবকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত স্ত্রীত্বপ্রাপ্ত শোকার্ত্ত সেই রাজা সেই দেবদেবের নিকট হইতে অন্য বর গ্রহণ করিলেন না ॥ ২০ ॥

১। ছ '-ততো দুঃখং সমুৎপন্নং কৃত্বাত্মানং'। ২। ছ 'উমা-'। ৩। ছ 'মহাযশাঃ'। ৪। ছ 'সৌম্য তমুবাচ বৃষধ্বজঃ'। ৫। ছ 'সৌম্য বরং বরয় সুব্রত'। ৬। ছ 'দুঃখার্ত্তঃ'। ৭। ছ 'বরং পুংস্ত্বাদৃতে তদা'।

ততঃ শোকসমাবিষ্টঃ শৈলরাজসুতাং নৃপঃ।
[১] প্রণিপত্য মহাদেবীমুবাচানন্যমানসঃ ॥ ২১ ॥
[২] ঈশা বরাণাং বরদে [৩] লোকানামসি ভাবিনি।
[৪] অমোঘদর্শনা দেবি ভব সৌম্যে শুভে মম ॥ ২২ ॥
হৃদ্গতং তস্য রাজর্ষের্বিজ্ঞায় হরসন্নিধৌ।
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যং দেবী রুদ্রস্য সম্মতা ॥ ২৩ ॥
অর্দ্ধস্য বরদো দেবো বরদার্দ্ধস্য চাপ্যহম্।
তস্মাদর্দ্ধং গৃহাণ ত্বং স্ত্রীপুংসোর্যাবদি[৫]চ্ছসি ॥ ২৪ ॥
তদ[৬]দ্ভুততমং বাক্যং দেব্যাঃ শ্রুত্বা মহীপতিঃ।
[৭] সংপ্রহৃষ্টমনা ভূত্বা বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ২৫ ॥

২৪। লো-টী। অর্দ্ধস্য বরদ ইতি অর্দ্ধস্য বরস্য দাতেত্যর্থঃ

ইলোপাখ্যানম্ ॥ ৯৪ ॥

তার পর শোকার্ত্ত রাজা অনন্যচিত্তে মহাদেবী পার্ব্বতীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—॥ ২১ ॥

হে বরদে, আপনি লোকদিগের বরদানে সমর্থা ; হে সৌম্যে, দেবি, আমার [এই] আপনার দর্শনলাভ সফল হউক ॥ ২২ ॥

রুদ্রপ্রিয়া দেবী সেই রাজর্ষির মনোগত ভাব অবগত হইয়া মহাদেবের সমক্ষে মঙ্গলময় প্রত্যুত্তর করিলেন ॥ ২৩ ॥

মহাদেব অর্দ্ধেক বরের দাতা এবং আমি অর্দ্ধেক বরদাত্রী, সুতরাং স্ত্রীত্ব বা পুরুষত্বের অর্দ্ধেক—যাহা তোমার অভিপ্রেত হয়—গ্রহণ কর ॥ ২৪ ॥

দেবীর সেই অত্যদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া রাজা সানন্দচিত্তে এই কথা বলিলেন—॥ ২৫ ॥

১। ছ 'মূর্দ্ধা নিপত্য বরদাং প্রাঞ্জলির্ব্বাক্যমব্রবীৎ'। ২। ছ 'ঈশে'। ৩। ছ '-শ্চৈব'। ৪। ছ 'অমোঘং দর্শনং চৈব তব সৌম্যাননে শুভে'। ৫। ছ 'যত্তে মনসি বর্ত্ততে'। ৬। ছ 'ব্যাহৃতমুত্তমম্'। ৭। ছ 'প্রত্যুবাচ নরাধিপঃ'।

যদি দেবি প্রসন্না মে[২] রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।
স্ত্রী[৩] ভবেয়ং পরং মাসং[৪] মাসঞ্চ পুরুষঃ পুনঃ ॥ ২৬ ॥
ঈপ্সিতং তস্য বিজ্ঞায় দেবী সুরুচিরং[৫] বচঃ।
[৬]প্রত্যুবাচ নরেন্দ্রং তমেবমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥ ২৭ ॥
[৭]যদা ত্বং পুরুষীভূতঃ স্ত্রীভাবং ন স্মরিষ্যসি।
[৮]যদা স্ত্রী চাপরং মাসং ন স্মরিষ্যসি পৌরুষম্ ॥ ২৮ ॥
এবং স রাজা পুরুষো মাসং ভবতি কার্দ্দমিঃ।
ত্রৈলোক্যসুন্দরী নারী মাসমেকমিলাভবৎ[৯] ॥ ২৯ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ইলোপাখ্যানং নাম
চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৪ ॥

দেবি, যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হ'ন, তবে আমি এক মাস পৃথিবীতে অতুলনীয়া রূপবতী রমণী এবং পরে পুনরায় এক মাস পুরুষ হইতে ইচ্ছা করি ॥২˙ ॥

দেবী তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া মধুর বাক্যে সেই নরেন্দ্রকে প্রত্যুত্তর করিলেন, তাহাই হইবে ॥ ২৭ ॥

যখন তুমি পুরুষ হইবে তখন স্ত্রীত্বপ্রাপ্তির কথা স্মরণ করিবে না এবং যখন অপর মাসে রমণী হইবে তখন পুরুষত্বের কথা বিস্মৃত হইবে ॥ ২৮ ॥

এইরূপে সেই কর্দ্দমপুত্র 'ইল' এক মাস পুরুষ এবং অপর মাসে 'ইলা' নামে ত্রিভুবনসুন্দরী নারী হইতে থাকিলেন ॥ ২৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ইলোপাখ্যান-নামক
৯৪তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৪ ॥

১। ছ '-স্যাসি'। ২। ছ '-ণ ভুবি সুন্দরী'। ৩। ছ '-য়মহং'। ৪। ছ '-বত্তথা'। ৫। ছ 'তদা'। ৬। ছ 'নৃপং বাক্যমেব-'। ৭। ছ 'যদা চ প্রমদাভূতো ন স্মরিষ্যসি পৌরুষম্'। ৮। ছ 'পুরুষশ্চ স্ত্রীভাবং ন স্মরিষ্যসি'। ৯। ছ 'মাসং ভূত্বা বসত্যথ'।

(৯৫) পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ

তাং কথাং দিব্যসঙ্কাশাং রামেণ[১] সমুদীরিতাম্ ।
লক্ষ্মণো ভরতশ্চৈব শ্রুত্বা[২] পরমবিস্মিতৌ ॥ ১ ॥
[৩]তৌ রামং প্রাঞ্জলী ভূত্বা তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ ।
[৪]উপচক্রমতুঃ প্রষ্টুং প্রভাবং তস্য বিস্তরম্ ॥ ২ ॥
কথং স রাজা স্ত্রীভূতো বর্ত্তয়ামাস[৫] দুর্গতিম্ ।
[৬]পুরুষো বা পুনর্ভূত্বা কাং স বৃত্তিমবর্ত্তত ॥ ৩ ॥
[৭]স তয়োস্তদ্ বচঃ শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতম্[৮] ।
কথয়ামাস কাকুৎস্থস্তস্য রাজ্ঞো যথাভবৎ ॥ ৪ ॥
তমেব প্রথমং মাসং স্ত্রীভূতা[৯] লোকসুন্দরী ।
তাভিঃ পরিবৃতা স্ত্রীভির্যেঽহস্য পূর্ব্বং পদানুগাঃ ॥ ৫ ॥

৩। লো টী। দুর্গতিং দুর্দ্দশাং বর্ত্তয়ামাস নিনায়, বৃত্তিং ব্যবহারম্ অবর্ত্তয়ৎ।
৫-৬। লো-টী। তৎ কাননং বিগাহন্তী প্রবিশন্তী প্রথমং মাসং ভেজে সিষেবে ইতি

ভরত এবং লক্ষ্মণ রামের কথিত সেই বিচিত্র কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ১ ॥

তাঁহারা কৃতাঞ্জলি হইয়া রামচন্দ্রের নিকট সেই মহাত্মা ইলরাজার প্রভাব বিস্তৃতভাবে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন—॥ ২ ॥

সেই রাজা স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া কিরূপে সেই দুর্দ্দশা সহিয়াছিলেন এবং পুনরায় পুরুষ হইয়াই বা কিরূপে কাল অতিবাহিত করিতেন ? ॥ ৩ ॥

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র তাঁহাদের কৌতূহলপূর্ণ কথা শুনিয়া সেই ইল-রাজার যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বলিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

ইল সর্ব্বলোক-ললামভূতা শারদীয়পদ্মপলাশলোচনা স্ত্রী-রূপ প্রাপ্ত হইয়া

১। ছ 'কাকুৎস্থেন সমীরিতাম্'। ২। ছ 'বিস্ময়ং পরমং গতৌ'। ৩। চ 'রাঘবং প্রাঞ্জলির্ভূত্বা'। ৪। ছ 'বিস্তরং তস্য বাক্যস্য সংপ্রষ্টুং তৌ তমূচতুঃ'। ৫। ছ '-তিঃ'। ৬। ছ 'যদা চ পুরুষো ভূতঃ'। ৭। ছ 'তয়োস্তদ্ বচনং'। ৮। ছ '-তঃ'। ৯। ছ 'ভূত্বা'।

তৎ কাননং বিগাহন্তী ভেজে বৈ পুষ্পশোভিতম্।
দ্রুমগুল্মলতাকীর্ণং[১] শরৎপদ্মদলেক্ষণা ॥ ৬ ॥

বাহনানি চ সর্ব্বাণি ত্যক্ত্বা চৈব সমন্ততঃ।
পর্ব্বতাভোগবিবরে তস্মিন্ রেমে তদা ইলা ॥ ৭ ॥

অথ তস্মিন্ বনোদ্দেশে পর্ব্বতস্যাবিদূরতঃ।
সরঃ সুরুচিরপ্রখ্যং পুণ্যং[২] পক্ষিগণাযুতম্[৩] ॥ ৮ ॥

ইলা দদর্শ তস্মিংস্তু বুধং সোমসুতং তদা।
জ্বলন্তং স্বেন বপুষা পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্ ৯ ॥

তপস্তপ্যন্তমুগ্রং[৪] তমম্বুমধ্যে দুরাসদম্।
যশস্করং কামগমং তারুণ্যে পর্য্যবস্থিতম্ ॥ ১০ ॥

দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। 'যাঃ স্বপূর্ব্বং সমাগতা' ইতি পাঠঃ। 'যস্য পূর্ব্বং যদানুগা' ইতি পাঠে যস্য ইলস্য যে চ তে আ সমন্তাৎ অনুগচ্ছন্তীতি তথা।

৭। লো-টী। তস্মিন্ রেমে। পর্ব্বতস্য আভোগঃ পরিপূর্ণতা পরিপূর্ণবিবরে গর্ত্তে গুহায়ামিত্যর্থঃ। রাজ্ঞস্তে চ জনা রেমিরে ইত্যর্থঃ।

৮। লো-টী। রুচিরত্বেন প্রখ্যা খ্যাতির্যস্য ত।

১০। লো-টী। যশস্করং পিতুরিত্যর্থঃ। কামগমং স্বেচ্ছাধীনগমনং তারুণ্যপ্রত্যুপস্থিতং তারুণ্যং তরুণং বয়ঃ প্রত্যুপস্থিতং যস্য তম্।

যাহারা তাঁহার পূর্ব্বে সহচর ছিল স্ত্রীত্বপ্রাপ্ত সেই অনুচরবৃন্দে পরিবেষ্টিতা হইয়া পুষ্পশোভিত বৃক্ষ-গুল্ম-লতাকীর্ণ সেই কাননে প্রবেশ করত প্রথম মাস অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥ ৫-৬ ॥

তখন সেই 'ইলা' চতুর্দ্দিকে বাহন-সকলকে পরিত্যাগ করিয়া তত্রত্য পর্ব্বত-গুহার মধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

পরে একদা পর্ব্বতের অনতিদূরে সেই বনপ্রদেশে ইলা একটী বিহঙ্গগণপূর্ণ পবিত্র রমণীয় সরোবর দেখিলেন। অনন্তর তিনি উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় স্বীয়

১। ছ 'পদ্মভ্যাং'। ২। ছ 'পুণ্যপ-'। ৩। ছ '-দ্বিতম্'। ৪। ছ 'তপস্তপন্তং তপন্তী ব্রহ্মত্বোমধ্যে'।

সা তং জলাশয়ং সর্ব্বং ক্ষোভয়ামাস বিস্মিতা।[১]
সহ তৈঃ পূর্ব্বপুরুষৈঃ স্ত্রীভূতৈরনুযায়িভিঃ ॥ ১১ ॥[২]
বুধস্তু তাং নিরীক্ষ্যৈব মন্মথেনাভিপীড়িতঃ।[৩]
নোপলেভে তদা শর্ম্ম চচার চ ততোঽম্ভসি ॥ ১২ ॥[৪]
ইলাং নিরীক্ষমাণস্তু বুধঃ স্নিগ্ধেন চক্ষুষা।[৫]
চিন্তয়ামাস কামার্ত্তঃ কা ত্বিয়ং দেবতাধিকা ॥ ১৩ ॥[৬][৭]
ন দেবীষু ন নারীষু নাপ্সরঃসু সুমধ্যমা।[৮]
দৃষ্টপূর্ব্বা ময়া কাচিদনয়া রূপসম্পদা ॥ ১৪ ॥[৯]

১১। লো-টী। বিশিষ্টং স্মিতং যস্যাঃ সা।
১২। লো-টী। ততস্তপসশ্চচার চচাল।
[লো-টী।] বৃত্তাৎ স্বচরিত্রাৎ বৃত্তং চরিত্রং অপাক্রামৎ অতিক্রান্তবান্। বেলাং তীরম্।

কান্তিতে দীপ্যমান—সেই সরোবরের সলিলমধ্যে তীব্রতপস্যাকারী—[সাধারণের] অনভিগম্য [পিতার] যশস্কর স্বেচ্ছাগামী তরুণবয়স্ক সোমপুত্র বুধকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৮-১০ ॥

ইলা [বুধকে দেখিয়া] বিস্মিতা হইয়া স্ত্রীভাবাপন্ন পূর্ব্ব-অনুচর পুরুষগণের সহিত ক্রীড়াদ্বারা সেই জলাশয় আলোড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

বুধ সেই ইলাকে দেখিবামাত্রই কামবাণে বিদ্ধ হইয়া স্বস্তিলাভ করিতে না পারিয়া জলমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

বুধ স্নিগ্ধনেত্রে ইলাকে দর্শন করিয়া কামার্ত্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই দেবতাধিক সুন্দরী কে? ॥ ১৩ ॥

আমি দেবী, মানুষী এবং অপ্সরাগণের মধ্যে এতাদৃশ রূপবতী কোন সুন্দরী ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই ॥ ১৪ ॥

১। ছ 'ভাবিনী'। ২। ছ 'রঘুনন্দন'। ৩। ছ '-নৈষ'। ৪। ছ 'স চচার'। ৫। ছ '-ণঃ সঃ ত্রৈলোক্যস্যাধিকাং শ্রিয়ম্'। ৬। ছ 'শোকার্ত্তঃ'। ৭। ছ অতঃ পরং 'বৃত্তং বুধঃ সমাক্রামদ্ বেলামিব মহার্ণবঃ'। ইত্যধিকম্। ৮। ছ 'নৈব দেবী ন গন্ধর্ব্বী নাপ্সরা ন চ মানুষী'। ৯। ছ 'নারী রূপেণানেন শোভিতা'।

মমেয়ং সদৃশী ভার্য্যা যদি [১]নান্যপরিগ্রহঃ।
ইতি বুদ্ধিং সমাস্থায় জলাৎ স্থলমুপাগমৎ ॥ ১৫ ॥
[২]সোঽথাশ্রমমুপাগম্য [৩]চতস্রঃ প্রমদাস্তদা।
[৪]আহ্বয়ামাস ধর্ম্মাত্মা [৫]তশ্চ তাঃ সমবাদয়ন্ ॥ ১৬ ॥
[৬]পপ্রচ্ছ তাঃ স ধর্ম্মাত্মা কস্যৈষা লোকসুন্দরী।
কিমর্থমাগতা [৭]চেহ শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাম্ ॥ ১৭ ॥
শ্রুত্বা তস্য তু [৮]তদ্বাক্যমতীব মধুরাক্ষরম্।
[৯]তা উচুরভিপূজ্যৈনং মধুরং শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ১৮ ॥
অস্মাকমেষা সুশ্রোণী প্রভুত্বে [১০]বর্ত্ততে সদা।
অপতিঃ কাননান্তেষু সহাস্মাভিশ্চরত্যসৌ ॥ ১৯ ॥

১৫। লো-টী। নান্যপরিগ্রহঃ পত্নী।
১৬। লো-টী। চতস্রঃ চতসৃঃ (?)।
১৮। লো-টী। অভিবাদ্য নমস্কৃত্য।

যদি এই সুন্দরী অন্য কাহারও পত্নী না হইয়া থাকে, তবে আমার অনুরূপা ভার্য্যা হইতে পারে,—এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া বুধ জল হইতে উত্থিত হইলেন ॥ ১৫ ॥

ধর্ম্মাত্মা বুধ জল হইতে উত্থানপূর্ব্বক আশ্রমে আসিয়া চারিটী মহিলাকে আহ্বান করিলেন, তাহারা তাঁহাকে অভিবাদন করিল ॥ ১৬ ॥

সেই ধর্ম্মাত্মা বুধ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকললামভূতা মহিলা কাহার স্ত্রী এবং কি জন্য এস্থানে আসিয়াছেন তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, [বিস্তারিতভাবে আমার নিকট] বল ॥ ১৭ ॥

তাহারা বুধের এইরূপ শ্রুতিমনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করত মধুর বাক্যে প্রত্যুত্তর করিল—॥ ১৮ ॥

এই নিতম্বিনী আমাদিগের কর্ত্রী, ইনি অবিবাহিতা, আমাদিগের

১। ক '-গ্রহা'। ২। ছ 'আশ্রমং সমু-'। ৩। ছ 'ততস্তাঃ প্রমদাস্তদা'। ৪। ছ 'সমাহ্বয়ত'। ৫। ছ 'তাশ্চৈবৈনং ববন্দিরে'। ৬। ছ 'স তাঃ পপ্রচ্ছ'। ৭। ছ 'চৈব'। ৮। ছ '-ক্যং মধুরং'। ৯। ছ 'প্রত্যূচুস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা বুধং পরময়া গিরা'। ১০। ছ '-ত্তেহনঘ'।

তদ্বাক্যমাব্যক্তপদং তাসাং স্ত্রীণাং নিশম্য বৈ।
বিদ্যামাবর্ত্তনীং পুণ্যামাবর্ত্ত[১]য়তি ধর্ম্মবিৎ ॥ ২০ ॥
[২]তং ভাবং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা তস্য রাজ্ঞো যথা তথা[৩]।
[৪]সর্ব্বাস্তত্রার্থিনীর্নারীরুবাচ মধুরং তদা ॥ ২১ ॥
যূয়ং কিম্পুরুষা ভূত্বা পর্য্যটধ্বং শিলোচ্চয়ে।
[৫]আবাসস্তু গিরাবস্মিন্ শীঘ্রমেব বিধীয়তাম্ ॥ ২২ ॥
[৬]পুষ্পমূলফলৈঃ সর্ব্বা বর্ত্তয়িষ্যথ সর্ব্বদা।
স্ত্রিয়ঃ কিম্পুরুষা নাম ভর্ত্তৄন্ [৭]সমভিলপ্স্যথ ॥ ২৩ ॥

২০। লো-টী। আবর্ত্তনীং যস্যা জপেন পরোক্ষস্য জ্ঞানং ভবতি সা আবর্ত্তনী বিদ্যা, তাম্, আবর্ত্তয়তি জপতি।

২১। লো-টী। অর্থিনীঃ সেবিকাঃ।

২২। লো-টী। কিম্পুরুষাঃ কিম্পুরুষমূর্ত্তয়ঃ স্ত্রিয়ো ভূত্বেতি শেষঃ। কিংশব্দো বিতর্কে প্রশ্নে বা, যূয়ং পূর্ব্বং পুরুষাঃ সন্তঃ অতঃ। শিলোচ্চয়ে শৈলে অস্মিন্ শৈলবরে কিং কিমর্থং নাধাগচ্ছথ প্রাপ্নুথ ইত্যর্থঃ।

২৩। লো-টী। বর্ত্তয়িষ্যথ জীবিষ্যথ।

সহিত এই বনপ্রান্তে বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ বুধ স্ত্রীগণের সেই নাতিপরিস্ফুট মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া পবিত্র আবর্ত্তনী-বিদ্যা জপ করিলেন ॥ ২০ ॥

বুধ ইল-রাজার সেই অবস্থা যথার্থভাবে অবগত হইয়া সেই সমস্ত সেবা-পরায়ণা মহিলাদিগকে বলিলেন—॥ ২১ ॥

তোমরা কিম্পুরুষরমণী (কিন্নরী) হইয়া পর্ব্বতে বিচরণ করিতে থাক এবং শীঘ্রই এই পর্ব্বতে গৃহনির্ম্মাণ কর ॥ ২২ ॥

পুষ্প, মূল এবং ফলদ্বারা তোমরা সকলে সর্ব্বদা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, তোমরা কিম্পুরুষ-রমণী নামে বিখ্যাত হইবে এবং পতিলাভ করিবে ॥ ২৩ ॥

১। ছ '-য়ন্ত'। ২। ছ 'বিদিত্বা সর্ব্বমর্থজ্ঞ'। ৩। ছ '-তথম্'। ৪। ছ 'তাঃ সর্ব্বা যোষিতঃ সোহথ প্রোবাচ মধুরং বচঃ'। ৫। ছ 'বাসং শৈলবনে রম্যে যচ্চাস্মিন্নাবগচ্ছথ'। ৬। ছ 'মূলপত্রফলৈঃ পুষ্পৈঃ'। ৭। ছ '-সমুপলপ্স্যথ'।

তচ্ছ্রুত্বা[1] সোমপুত্রস্য সর্ব্বাঃ কিম্পুরুষাস্তথা।
আজগ্মুঃ[2] পর্ব্বতোদ্দেশং সোমপুত্রস্য শাসনাৎ।
উপাসাঞ্চক্রিরে চৈব শৈলং সর্ব্বা[3] হ্যশেষতঃ ॥ ২৪ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে কিম্পুরুষোৎপত্তির্নাম
পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৫ ॥

২৪। লো-টী। কিম্পুরুষাঃ তৎস্ত্রীমূর্ত্তয়ঃ, সন্ধিরার্ষঃ (?)।

কিম্পুরুষোৎপত্তিঃ ॥ ৯৪ ॥

চন্দ্রনন্দন বুধের সেই কথা শুনিয়া সকলেই তাঁহার আদেশে কিম্পুরুষ-রমণী হইয়া পর্ব্বতমধ্যে আগমন করিল এবং সকলেই পর্ব্বতমধ্যে আশ্রয় লইল ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে কিম্পুরুষোৎপত্তি-নামক
৯৫তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

১। ছ '-স্ততঃ'। ২। ছ 'জগ্মুঃ শৈলাবৃতং দেশং'। ৩। ছ '-র্ব্বাব্যশেষতঃ'।

(৯৬) ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ

শ্রুত্বা কিম্পুরুষোৎপত্তিমুভৌ ভরতলক্ষ্মণৌ।
আশ্চর্য্যমিতি কাকুৎস্থং [1]তদা প্রতিননন্দতুঃ ॥ ১ ॥
[2]অথ রামঃ কথা[3]মেনাং ভূয় এব মহাযশাঃ।
কথয়ামাস ধর্ম্মাত্মা প্রজাপতিসুতস্য বৈ ॥ ২ ॥
[4]সর্ব্বাস্তা [5]বিদ্রুতা দৃষ্ট্বা কিন্নরীঋষিসত্তমঃ।
উবাচ রূপসম্পন্নাং [6]স্ত্রিয়ং স প্রহসন্ বচঃ ॥ ৩ ॥
সোমস্যাহং সুদয়িতঃ সুতঃ সুরুচিরাননে।
ভজস্ব মাং বরারোহে প্রীতিস্নিগ্ধেন চক্ষুষা ॥ ৪ ॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা শূন্যে [7]স্বজনবর্জ্জিতে।
ইলা সুরুচিরং বাক্যং প্রত্যুবাচ মহা[8]প্রভম্ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। বিদ্রুতা গতাঃ।

ভরত এবং লক্ষ্মণ কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের নিকট কিম্পুরুষগণের উৎপত্তির বিষয় শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন ॥ ১ ॥

ধর্ম্মাত্মা যশস্বী রামচন্দ্র পুনরায় প্রজাপতিপুত্র ইলের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন—॥ ২ ॥

সেই সকল কিন্নরীগণকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া ঋষিসত্তম বুধ হাস্যপূর্ব্বক সেই রূপবতী মহিলাকে বলিলেন—॥ ৩ ॥

হে সুমুখি সুন্দরি, আমি ভগবান্ চন্দ্রের প্রিয় পুত্র, তুমি আমাকে প্রীতি-প্রফুল্ল নয়নে অবলোকনপূর্ব্বক ভজনা কর ॥ ৪ ॥

ইলা সেই স্বজনবিরহিত শূন্যপ্রদেশে বুধের কথা শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লভাবে

১। ছ 'তথা প্রত্যানন্দতাম্' (?)। ২। ছ 'ততো'। ৩। ছ '-মেতাং'। ৪। ছ 'অথ তা। ৫। ক 'বিহ্বতা'। ৬। ছ 'তাং স্ত্রিয়ং প্রহসংস্ততঃ'। ৭। ছ 'সা জন-'। ৮। ছ '-গ্রহম্'।

[1]অহং কামচরী সৌম্য ত[2]বাস্মি বশবর্ত্তিনী।
প্রশাধি মাং সোমসুত যথেচ্ছসি মহামতে ॥ ৬ ॥

তৎ তস্যা মধুরং বাক্যং শ্রুত্বা হর্ষসমন্বিতঃ।
[3]সোহগাৎ কামবিহারার্থী সংপ্রগৃহ্য শুচিস্মিতাম্ ॥ ৭ ॥

[4]তস্যাসৌ মাধবো মাস ইলয়া সহ ধীমতঃ।
ক্ষণভূত ইবাত্যর্থং [5]ব্যতীয়াদ্ রমতো বনে ॥ ৮ ॥

অথ মাসে তু সংপূর্ণে পূর্ণেন্দুসদৃশাননঃ।
প্রজাপতিসুতঃ শ্রী[6]মান্ শয়নে প্রত্যবুধ্যত ॥ ৯ ॥

স দদর্শ বুধং ত[7]ত্র তপন্তং সলিলে তপঃ।
ঊর্দ্ধবাহুং নিরালম্বং তং রাজা প্রত্যভাষত ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। ইয়মহং কামপরা কামিনী।

মনোহর বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন—॥ ৫ ॥

সৌম্য সোমনন্দন, আমি স্বাধীনা হইয়াও আপনার বশবর্ত্তিনী হইলাম, মহামতে, আপনার ইচ্ছানুসারে আমাকে আদেশ করুন ॥ ৬ ॥

চন্দ্রপুত্র বুধ তাহার এইরূপ মধুরবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক আনন্দিত হইয়া সেই সুহাসিনী ইলাকে লইয়া রতিক্রীড়ার্থে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥

ইলার সহিত বনে বিহার করিতে করিতে সেই ধীমান্ বুধের বৈশাখমাস ক্ষণকালের ন্যায় অতিবাহিত হইল ॥ ৮ ॥

পরে একমাস পূর্ণ হইলে পূর্ণেন্দুবদন প্রজাপতিপুত্র শ্রীমান্ 'ইল' শয্যায় জাগরিত হইলেন ॥ ৯ ॥

সেই রাজা 'ইল' সেখানে জলমধ্যে ঊর্দ্ধবাহু অবলম্বনহীন বুধকে তপস্যা করিতে দেখিয়া বলিলেন—॥ ১০ ॥

১। ছ 'ইয়ং কামপরা'। ২। ছ 'তবাহং'। ৩। ছ 'তদা রেমে সহ তয়া কামী চন্দ্রমসঃ সুতঃ'। ৪। ছ 'স তস্য'। ৫। ছ 'তদা ক্রীড়য়তো গতঃ'। ৬। ছ 'শয়ানঃ'। ৭। ছ 'তপস্তত্বং জলাশয়ে'।

ভগবন্ পর্ব্বতং দুর্গং প্রবিষ্টোঽস্মি সহানুগঃ।

ন চ পশ্যামি তৎ সৈন্যং ক নু তে মামকা গতাঃ॥ ১১॥

তচ্ছ্রুত্বা তস্য রাজর্ষের্নষ্টসংজ্ঞস্য ভাষিতম্।

প্রত্যুবাচ বুধো[১] বাক্যং সান্ত্বয়ন্ মধুরং তদা॥ ১২॥

শৃণু সর্ব্বং[২] যথাতথ্যং রাজর্ষে শুভলক্ষণ[৩]।

সংস্তম্ভয়স্ব[৪] চাত্মানং মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ॥ ১৩॥

অশ্মবর্ষেণ মহতা ভৃত্যাস্তে বিনিপাতিতাঃ।

ত্বং চাশ্রমপদে সুপ্তো বাতবর্ষভয়ার্দ্দিতঃ॥ ১৪॥

সমাশ্বসিহি রাজর্ষে নির্ভয়ো বিগতজ্বরঃ।

ফলমূলাশনো বীর বস কাশ্চিদিহ[৫] ক্ষপাঃ॥ ১৫॥

১৪। লো-টী। স ইলঃ আশ্রমপদে আশ্রমস্থানে শুপ্তো ময়েত্যর্থঃ।

ভগবন্, আমি অনুচরবর্গের সহিত এই দুর্গম পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন সেই সৈন্যগণকে দেখিতে পাইতেছি না, আমার সেই অনুচরবর্গ কোথায় গেল ?॥ ১১॥

সেই পূর্ব্বস্মৃতি-শূন্য রাজর্ষির কথা শুনিয়া বুধ তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিবার জন্য মধুর বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন—॥ ১২॥

শুভলক্ষণ রাজর্ষে, যথাযথভাবে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন, নিজকে সুস্থির করুন, শোকাবিষ্ট হইবেন না॥ ১৩॥

প্রবল শিলাবর্ষণে আপনার ভৃত্যবর্গ নিহত হইয়াছে এবং আপনিও ঝড়-বৃষ্টিতে কাতর হইয়া এই আশ্রমে নিদ্রিত হইয়াছিলেন॥ ১৪॥

বীর রাজর্ষে, আপনি আশ্বস্ত এবং সুস্থ হইয়া নির্ভয়ে ফলমূল আহার করত এই আশ্রমে কয়েক রাত্রি বাস করুন॥ ১৫॥

১। ছ 'শুভং' ২। ছ 'বৃত্তং'। ৩। ছ 'কর্দ্দমাত্মজ'। ৪। ছ 'বমাত্মানং'। ৫। ছ 'কঞ্চিৎ কালং মমাশ্রমে'।

স রাজা তেন বাক্যেন প্রত্যাশ্বস্তো মহাযশাঃ ।
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যং দীনো ভৃত্যজনক্ষয়াৎ ॥ ১৬ ॥
[১]ত্যক্ষ্যাম্যহমিদং রাজ্যং ন হি ভৃত্যৈর্ব্বিনাকৃতঃ ।
বর্ত্তয়েয়ং ক্ষণং ব্রহ্মন্ মামনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ১৭ ॥
সুতো ধর্ম্মপরো ব্রহ্মন্ জ্যেষ্ঠো মম মহাযশাঃ ।
শশবিন্দুরিতিখ্যাতঃ স চ রাজ্যমবাপ্স্যতি ॥ ১৮ ॥
ন হি [২]শক্ষ্যাম্যহং ব্রহ্মন্ ভৃত্যদারান্ [৩]সুখস্থিতান্ ।
[৪]প্রতিবক্তুং মহাতেজঃ কিঞ্চিদপ্যশুভং বচঃ ॥ ১৯ ॥
তথোক্তবতি রাজেন্দ্রে বুধঃ [৫]পরমমদ্ভুতম্ ।
প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যং দুঃখার্ত্তং [৬]কর্দ্দমাত্মজম্ ॥ ২০ ॥

১৭। লো-টী। মামনুজ্ঞাতুং প্রাণত্যাগে অনুমতিং দাতুম্।
১৯। লো-টী। ভৃত্যদারান্ ভৃত্যস্ত্রীঃ।

মহাযশস্বী রাজা 'ইল' বুধের সেই কথায় আশ্বস্ত হইলেন এবং ভৃত্যবর্গের নিধনে দুঃখিত হইয়া পুনরায় বলিলেন—॥ ১৬ ॥

ব্রাহ্মণ, আমি এই রাজ্য পরিত্যাগ করিব, ভৃত্যবর্গের অভাবে আমি ক্ষণকালও জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না, আমাকে অনুমতি করুন ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মন্, [আমার অভাবে] অতিশয় যশস্বী ধর্ম্মপরায়ণ 'শশবিন্দু' নামে প্রসিদ্ধ আমার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্য লাভ করিবে ॥ ১৮ ॥

হে মহাতেজস্বিন্ ব্রহ্মন্, আমি সুখে অবস্থিত ভৃত্য-পত্নীদিগকে কোনরূপ অশুভ সংবাদ দিতে পারিব না ॥ ১৯ ॥

রাজশ্রেষ্ঠ 'ইল' এইরূপ অত্যদ্ভুত কথা বলিলে বুধ সেই দুঃখসন্তপ্ত কর্দ্দমপুত্র 'ইল'কে প্রত্যুত্তরে উত্তমবাক্য বলিলেন—॥ ২০ ॥

১। ছ 'অপি ত্যক্ষ্যাম্যহং প্রাণান্ ন হি ভৃত্যবিনাকৃতঃ'। ২। ছ 'শক্নোম্যহং গন্তা'। ৩। ছ 'সুখে'। ৪। ছ '-ক্তাঃ'। ৫। ছ 'সোমসুতঃ প্রভুঃ'। ৬। ছ 'রাজসত্তমম্'।

ন সন্তাপস্ত্বয়া কার্য্যঃ [1]কার্দ্দমেয় [2]মহাদ্যুতে।
ফলমূলাশনো ভূত্বা মমাশ্রমপদে বস ॥ ২১ ॥
সংবৎসরো[3]ষিতস্যাহং কারয়িষ্যামি তে [4]শুভম্।
পুনঃ সমেষ্যতি ভবান্ সর্ব্বভৃত্যজনেন [5]হ ॥ ২২ ॥
[6]তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বুধস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
[7]বাসায় বিদধে বুদ্ধিং যথোক্তং ব্রহ্মবাদিনা ॥ ২৩ ॥
[8]মাসং স স্ত্রী তদা ভূত্বা রময়ামাস [9]বৈ বুধম্।
মাসং চ পুরুষো ভূত্বা ধর্ম্মে বুদ্ধিং চকার হ ॥ ২৪ ॥
ততঃ [10]সা নবমে মাসি বুধাৎ [11]সোমসুতাৎ সুতম্।
জনয়ামাস সুশ্রোণী পুরূরবসমূর্জ্জিতম্ ॥ ২৫ ॥

২৩। লো-টী। ব্রহ্মবাদিনা তত্ত্ববাদিনা বুধেন।

হে মহাপ্রভ কর্দ্দমনন্দন, আপনি সন্তাপ করিবেন না ; ফলমূল আহার করত আমার আশ্রমে বাস করুন ॥ ২১ ॥

সংবৎসর বাস করিলে আমি আপনার মঙ্গলবিধানের ব্যবস্থা করিব, আপনি পুনরায় ভৃত্যবর্গের সহিত মিলিত হইবেন ॥ ২২ ॥

[সেই রাজা] তত্ত্বজ্ঞ অক্লিষ্টকর্ম্মা বুধের সেই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার কথানুসারে [সেই আশ্রমে] বাস করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ২৩ ॥

তখন রাজা 'ইল' এক মাস স্ত্রী হইয়া বুধকে রতিক্রীড়া করাইতেন এবং অপরমাসে পুরুষ হইয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন ॥ ২৪ ॥

[এইরূপে আট মাস গত হইলে] তার পর নবম মাসে সেই নিতম্বিনী ইলা চন্দ্রপুত্র বুধের ঔরসে তেজস্বী পুত্র পুরূরবাকে প্রসব করিলেন ॥ ২৫ ॥

১। ছ 'কর্দ্দ-'। ২। ছ '-মতে'। ৩। ছ '-ষিতে বীর'। ৪। চ 'হিতম্'। ৫। ছ 'হি'। ৬। ছ 'ইতি তস্য বচঃ'। ৭। ছ 'চকার বুদ্ধিং বাসায়'। ৮। ছ 'ভূত্বা সা স্ত্রী বুধং মাসং'। ৯। ছ 'শোভনা'। ১০। ছ 'স'। ১১। ছ 'সোমাত্মজাৎ'।

জাতমাত্রং তু সুশ্রোণী[1] পিতুর্হস্তে ন্যবেশয়ৎ।
বুধস্য সমবর্ণাভমিলা[2] পুত্রং মহাবলম্ ॥ ২৬ ॥
বুধোঽপি পুরুষীভূতং সমাশ্বাস্য নরাধিপম্
কথাভী রময়মাস ধর্ম্মযুক্তাভিরত্মবান্ ॥ ২৭ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পুরূরবসো জন্ম নাম
ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৬ ॥

২৬। লো-টী। পিতুঃ সোমস্য। 'জাতমাত্রং তু তং বালং' 'বুধস্যেতি' পাঠে পিতুর্বুধস্য হস্তে বুধস্য পিতুঃ সোমস্য বা। সোমস্যেব বর্ণো রূপম্ অতো দীপ্তিশ্চ যস্য তম্। 'বুধস্য সমবর্ণাভ-' মিতি বা পাঠঃ।

পুরূরবোজন্ম ॥ ৯৬ ॥

নিতম্বিনী ইলা বুধের ন্যায় কান্তিমান্ মহাবলশালী পুত্র প্রসব করিয়াই তাহাকে পিতার (বুধের) হস্তে অর্পণ করিলেন ॥ ২৬ ॥

আত্মতত্ত্বজ্ঞ বুধও পুরুষত্বপ্রাপ্ত নরপতিকে আশ্বাসিত করিয়া ধর্ম্মকথাদ্বারা প্রীত করিলেন ॥ ২৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পুরূরবার জন্ম-নামক
৯৬তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৬ ॥

১। ছ 'চ তং বালং'। ২। ক 'সোমবর্ণাভ-'।

(৯৭) সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ

তথোক্তবতি রামে তু তস্য জন্ম তদদ্ভুতম্ ।
[১]লক্ষ্মণো ভরতশ্চৈব পুনর্ব্বচনমূচতুঃ ॥ ১ ॥
স রাজা সোমপুত্রেণ সংবৎসরমথোষিতঃ ।
অকরোৎ কিং নরশ্রেষ্ঠ তৎ ত্বং শংসিতুমর্হসি ॥ ২ ॥
[২]তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ভ্রাত্রোঃ স রঘুনন্দনঃ ।
উবাচ পুনরেবাথ [৩]কার্দ্দমেঃ কথিতাং কথাম্ ॥ ৩ ॥
পুরুষত্বং গতে [৪]শূরে বুধঃ পরমবীর্য্যবান্ ।
সংবর্ত্তং পরমোদার[৫]মাজহার মহাযশাঃ ॥ ৪ ॥
[৬]ভার্গবং চ্যবনং চৈব মুনিং চারিষ্টনেমিনম্ ।
প্রমোদং [৭]কাশ্যপসুতং মুনিং দুর্ব্বাসসং তথা ॥ ৫ ॥

[লো-টী ।] কাং বৃত্তিং কং প্রকারং চকারেত্যর্থঃ ।

৫ । লো-টী । প্রমোদং কাশ্যপসুতমিত্যত্র 'তমোহ'রিকিরণ'মিতি পাঠে সূর্য্যতুল্যম্ ।

রামচন্দ্র পুরূরবার সেই অদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত বলিলে লক্ষ্মণ এবং ভরত পুনরায় বলিলেন—॥ ১ ॥

নরশ্রেষ্ঠ, সেই রাজা 'ইল' সোমপুত্র বুধের সহিত সংবৎসরকাল বাস করিয়া পরে কি করিলেন তাহা বলুন ॥ ২ ॥

রঘুনন্দন রাম ভ্রাতা ভরত এবং লক্ষ্মণের সেই কথা শুনিয়া পুনরায় পূর্ব্ব-কথিত কর্দ্দমপুত্রের [পরবর্ত্তী] বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

সেই বীর পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইলে অতিশয় বীর্য্যশালী মহাযশস্বী বুধ পরমোদার সংবর্ত্ত মুনিকে আহ্বান করিলেন ॥ ৪ ॥

তত্ত্বদর্শী বচনাভিজ্ঞ বুধ ভার্গব, চ্যবনমুনি, অরিষ্টনেমি, কাশ্যপপুত্র প্রমোদ,

---

১ । ছ 'উবাচ লক্ষ্মণো ভূয়ো ভরতশ্চ মহাযশাঃ' । ২ । ছ 'তয়োস্তদ্ বাক্যমুভয়োর্নিশম্য' । ৩ । ছ 'কার্দ্দমি-প্রথিতাং' । ৪ । ছ 'বীরে বাহ্লিরাজে বুধস্ততঃ' । ৫ । ছ '-মাজুহাব' । ৬ । ছ 'চ্যবনং ভার্গবঞ্চৈব' । ৭ । ছ 'কশ্যপ-' ।

এতান্ সর্ব্বান্ সমানীয় বাক্যজ্ঞ[১]স্তত্ত্বদর্শনঃ ।
উবাচ সর্ব্বান্ সুহৃদো ধৈর্য্যেণ সুসমাহিতঃ ॥ ৬ ॥
অয়ং রাজা মহাবুদ্ধিঃ কর্দ্দমস্য সুতস্ত্বিলঃ[২] ।
জানীথৈনং[৩] যথাভূতং[৪] শ্রেয়ো হ্যস্য বিধীয়তাম্ ॥ ৭ ॥
বুধে তথা তান্ ব্রুবতি তমাশ্রমমুপাগমৎ[৫] ।
কর্দ্দমঃ সুমহাতেজা দ্বিজৈঃ সহ মহাত্মভিঃ[৬] ॥ ৮ ॥
পুলহশ্চ ক্রতুশ্চৈব বষট্কারস্তথৈব চ ।
ওঙ্কারশ্চ মহাতেজাস্তমাশ্রমমুপাগমন্ ॥ ৯ ॥
তে সর্ব্বে প্রীতিমনসঃ পরস্পরসমাগমে ।
হিতৈষিণো বাহ্লিপতেঃ পৃথগ্বাক্যান্যথাব্রুবন্[৭] ॥ ১০ ॥

৭। লো-টী। যথাভূতং যেন প্রকারেণ ভূতং স্ত্রীত্বং প্রাপ্তং তদ্ যূয়ং বুদ্ধ্যা জ্ঞানেন বেত্থ জানীথ, তত্তস্মাৎ অস্য ইলস্য।

৮। লো-টী। দ্বিজান্ আহ পুলহশ্চেতি। বষট্কারঃ ওঁকারশ্চ মুনিবিশেষয়োর্নামনী।

এবং দুর্ব্বাসামুনি—ইঁহাদিগকে আনয়ন করত একাগ্র হইয়া ধৈর্য্যসহকারে সমস্ত বন্ধুদিগকে বলিলেন—॥ ৫-৬ ॥

কর্দ্দমপুত্র মহাবুদ্ধিমান্ এই রাজা 'ইল', ইঁহার অবস্থা যাহা হইয়াছে তাহা আপনারা জানেন, ইঁহার মঙ্গলবিধান করুন ॥ ৭ ॥

বুধ তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের সহিত অতিতেজস্বী কর্দ্দমমুনি সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ॥ ৮ ॥

মহাতেজস্বী পুলহ, ক্রতু, বষট্কার এবং 'ওঙ্কার' সেই আশ্রমে আগমন করিলেন ॥ ৯ ॥

পরস্পর-সমাগমে প্রীত হইয়া বাহ্লিপতির (ইলের) হিতৈষী তাঁহারা সকলে

১। ছ 'বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদঃ'। ২। ছ 'সুতস্ত্বিলঃ'। ৩। ছ 'বেত্থ বুদ্ধ্যা'। ৪। ছ '-তঃ'। ৫। ছ 'তদা-'। ৬। ছ '-ত্মভিঃ'। ৭। ছ 'বাক্যমুদৈরয়ন'।

কর্দ্দমস্ত্বব্রবীদ্বাক্যং সুতার্থং পরমং হিতম্ ।

দ্বিজাঃ শৃণুত মে সর্ব্বে যচ্ছ্রেয়ঃ পার্থিবস্য হি ॥ ১১ ॥

নান্যং পশ্যামি শরণং তমৃতে বৃষভধ্বজম্ ।

তস্মাদ্ যজ্ঞেন মহতা পূজয়াম[1] বৃষধ্বজম্ ॥ ১২ ॥

[2]অশ্বমেধঃ পরো যজ্ঞঃ প্রিয়শ্চৈব মহাত্মনঃ ।

[3]তে বৈ যজামহে সর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রা[4]স্তং দুরাসদম্ ॥ ১৩ ॥

[5]কর্দ্দমস্য তু তদ্বাক্যং শ্রুত্বা সর্ব্বে দ্বিজোত্তমাঃ ।

[6]অরোচয়ন্তাশ্বমেধং রুদ্রস্যারাধনং প্রতি ॥ ১৪ ॥

সংবর্ত্তস্য তু তে বিপ্রাঃ[7] শিষ্যত্বমুপপেদিরে ।

[8]মরুত্তযজ্ঞপ্রতিম[9] ঐলো যজ্ঞস্তদা বভৌ ॥ ১৫ ॥

১৩। লো-টী। মহাত্মনো মহেশস্য, দুরাসদং দুষ্প্রাপাম্ ।

বিভিন্ন উপদেশ প্রদান করিলেন ॥ ১০ ॥

পরে [প্রজাপতি] কর্দ্দম পুত্রের জন্য পরমহিতকারক এই কথা বলিলেন,— দ্বিজগণ, আপনারা সকলে এই নরপতির যাহা মঙ্গলজনক তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন ॥ ১১ ॥

আমি সেই বৃষভধ্বজ (মহাদেব) ভিন্ন উদ্ধারকারক অন্য কাহাকেও দেখিতেছি না ; সুতরাং মহান্ অশ্বমেধ যজ্ঞদ্বারা আমরা মহাদেবের অর্চ্চনা করিব ॥ ১২ ॥

অশ্বমেধ প্রধান যজ্ঞ এবং মহাত্মা মহাদেবের প্রিয় ; ব্রাহ্মণগণ, আমরা সকলে সেই দুর্ল্লভ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ॥ ১৩ ॥

ব্রাহ্মণগণ সকলেই কর্দ্দমের সেই কথা শ্রবণ করিয়া রুদ্রের সন্তুষ্টির জন্য অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ১৪ ॥

সেই বিপ্রগণ সংবর্ত্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, তখন মরুত্ত-যজ্ঞসদৃশ ইলের

১। ছ 'পূজয়ামঃ কপর্দ্দিনম্' । ২। ছ 'ন চাশ্বমেধাৎ পরমো যজ্ঞোঽভীষ্টঃ পিনাকিনঃ' । ৩। ছ 'তস্মাৎ' । ৪। ছ 'পার্থিবার্থে মহেশ্বরম্' । ৫। ছ 'কর্দ্দমেনৈবমুক্তে তু সর্ব্ব এব দ্বিজর্ষভাঃ' । ৬। ছ 'অরোচয়ন্ মহাপ্রাজ্ঞা' । ৭। ছ 'সর্ব্বে' । ৮। ক 'মরুত্ত-' । ৯। ছ 'ইলযজ্ঞ-' ।

স চ যজ্ঞো মহানাসীদ্ বুধাশ্রমসমীপতঃ।
রুদ্রশ্চ পরমং তোষমাজগাম মহাযশাঃ ॥ ১৬ ॥
অথ যজ্ঞসমাপ্তৌ তু সুপ্রীতঃ পরয়া মুদা।
উমাপতির্দ্বিজান্ সর্ব্বানুবাচ[১] ইলসন্নিধৌ ॥ ১৭ ॥
প্রীতোঽস্মি হয়মেধেন ভক্ত্যা চ দ্বিজসত্তমাঃ।
অস্য বাহ্লিপতের্ব্রূত কিং করোমি প্রিয়ং শুভম্[২] ॥ ১৮ ॥
তথোক্তবতি দেবেশে দ্বিজাস্তে সুসমাহিতাঃ।
[৩]তমব্রুবন্ প্রসাদ্যৈনং পুরুষত্বং ব্রজত্বিলা ॥ ১৯ ॥
ততঃ প্রীতিমনা[৪] রুদ্রঃ পুরুষত্বং দদৌ পুনঃ।
ইলায়াঃ সুমহাতেজা দত্ত্বা চান্তরধীয়ত ॥ ২০ ॥

১৬। লো-টী। আজগাম প্রাপ।
১৭। লো-টী। সমীপতঃ সাক্ষদ্ ভূত্বা।

যজ্ঞ আরম্ভ হইল—॥ ১৫ ॥

বুধের আশ্রম-সমীপে সেই সুমহৎ যজ্ঞ সম্পাদিত হইল এবং মহাযশস্বী ভগবান্ রুদ্র তদ্দ্বারা পরম পরিতোষ লাভ করিলেন ॥ ১৬ ॥

পরে যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে উমাপতি অতিশয় প্রীত হইয়া ইলের সমীপে সকল ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন—॥ ১৭ ॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, আমি আপনাদের ভক্তি এবং অশ্বমেধ-যজ্ঞে অতিশয় প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে এই বাহ্লিরাজের প্রিয় এবং মঙ্গলজনক কি কার্য্য করিব তাহা বলুন ॥ ১৮ ॥

দেবদেব রুদ্র এই কথা বলিলে ঋষিগণ একাগ্রচিত্তে উঁহাকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন, ইলা পুরুষত্ব প্রাপ্ত হউন ॥ ১৯ ॥

তখন মহাতেজস্বী রুদ্রদেব সন্তুষ্টচিত্তে ইলার পুনরায় পুরুষত্ব প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন ॥ ২০ ॥

১। ছ '-চেদং সমীপতঃ'। ২। ছ 'মহৎ'। ৩। ছ 'দেবং প্রসাদয়িত্বাহঃ পুরুষোঽয়ং ভবেদিতি'।
৪। ছ 'প্রীতো মহাদেবঃ'।

[১]নিবৃত্তে হয়মেধে তু গতে [২]চাদর্শনং হরে।
যথাগতং দ্বিজাঃ সর্ব্বে জগ্মুস্তে দীর্ঘদর্শিনঃ ॥ ২১ ॥
[৩]স রাজা বাহ্লিমুৎসৃজ্য মধ্যদেশে [৪]মহাযশাঃ।
নিবেশয়ামাস পুরং প্রতিষ্ঠানং [৫]যশস্করম্ ॥ ২২ ॥
শশবিন্দুস্তু রাজর্ষির্ব্বাহ্লিদেশেঽভবন্নৃপঃ।
প্রতিষ্ঠানে [৬]ইলো রাজা প্রজাপতিসুতোঽভবৎ ॥ ২৩ ॥
স কালে প্রাপ্তবাঁল্লোকমিলো [৭]ব্রাহ্মমনুত্তমম্।
ঐলঃ পুরূরবা [৮]আসীৎ প্রতিষ্ঠানে মহীপতিঃ ॥ ২৪ ॥

২২। লো-টী। প্রতিষ্ঠানং প্রয়াগম্।

২৪। লো-টী। ব্রাহ্মমনুত্তমমিতি পাঠঃ। 'ব্রাহ্মণমুত্তম'মিতি পাঠে ব্রহ্মণশ্চতুর্ম্মুখস্যেদং ব্রাহ্মণং সত্যলোকম্ ন-কারলোপাভাব আর্ষঃ।

ইলায়াঃ পুরুষত্বলাভঃ ॥ ৯৭ ॥

অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে এবং রুদ্রদেব অদৃশ্য হইলে সেই দীর্ঘদর্শী ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ২১ ॥

মহাযশস্বী রাজা ইলও বাহ্লিদেশ পরিত্যাগ করিয়া মধ্যপ্রদেশে যশস্কর প্রতিষ্ঠাননামক নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন ॥ ২২ ॥

বাহ্লিদেশে রাজর্ষি শশবিন্দু রাজা হইলেন এবং প্রতিষ্ঠান নগরে প্রজাপতি-পুত্র 'ইল' রাজা হইলেন ॥ ২৩ ॥

কালক্রমে ইল সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে ইলার পুত্র পুরূরবাঃ প্রতিষ্ঠানে রাজা হইলেন ॥ ২৪ ॥

১। ছ 'নিবৃত্তে'। ২। ছ 'ভবে চাদর্শনং গতে'। ৩। ছ 'রাজা বাহ্লিক-'। ৪। ছ 'হ্যনুত্তমম্'। ৫। ছ 'মনোহরম্'। ৬। ছ 'ত্বিলো'। ৭। ছ 'ব্রহ্মণ উত্তমম্'। ৮। ছ 'হ্যাসীৎ'।

ঈদৃশো[1] হ্যশ্বমেধস্য প্রভাবো হি নরর্ষভৌ[2]।
স্ত্রীভূতঃ পৌরুষং লেভে যেন বাহ্লীপতিঃ পুরা ॥ ২৫ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ইলাপৌরুষলাভো নাম
সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৭ ॥

হে নরশ্রেষ্ঠদ্বয়, অশ্বমেধ-যজ্ঞের এতদৃশ প্রভাব, যাহার ফলে পুরাকালে বাহ্লিদেশাধিপতি 'ইল' স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াও [পুনরায়] পুরুষত্ব লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ইলাপুরুষত্বলাভ-নামক
৯৭তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৭ ॥

১। ছ 'হয়-'। ২। ছ '-বঃ পুরুষর্ষভৌ'।

(৯৮)অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ

এবমাখ্যায় কাকুৎস্থো ভ্রাত্রোরমিততেজসোঃ।
লক্ষ্মণং পুনরেবাহ ধর্ম্মযুক্তমিদং বচঃ ॥ ১ ॥
বশিষ্ঠং বামদেবঞ্চ জাবালিমথ কাশ্যপম্।
[১]অন্যাংশ্চ বিপ্রপ্রবরান্ যজ্ঞকর্ম্মবিশারদান্ ॥ ২ ॥
এতান্ সর্ব্বান্ সমানীয়[২] মন্ত্রয়িত্বা চ লক্ষ্মণ।
[৩]হয়ং লক্ষণসম্পন্নং বিমোক্ষ্যামি সমাধিনা।
তানানয় মহাভাগান্ মৎসকাশং ত্বরান্বিতঃ ॥ ৩ ॥
তদ্বাক্যং রাঘবেণোক্তং শ্রুত্বা ত্বরিতবিক্রমঃ।
দ্বিজান্ সর্ব্বান্ সমাহূয় দর্শয়ামাস রাঘবম্[৪] ॥ ৪ ॥

৩। লো-টী। তৈঃ সম্মন্ত্র্য যেন সমাধিনা যেন প্রকারেণ হয়ং বিমোক্ষ্যামি তং প্রকারং বদত ইতি কথয়িষ্যামীত্যন্বয়ঃ (?)। এতান্ সর্ব্বান্ সমাহূয় মন্ত্রয়িত্বা চ লক্ষ্মণ। 'হয়ং লক্ষণসংযুক্তং মোক্ষয়িত্বা [থ ?] লক্ষ্মণ' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র অমিততেজাঃ ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট এইরূপ বলিয়া পুনরায় লক্ষ্মণকে ধর্ম্মযুক্ত এই কথা বলিলেন—॥ ১ ॥

লক্ষ্মণ! বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ এবং যজ্ঞকার্য্যে বিশারদ অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিয়া আমি যথানিয়মে সুলক্ষণ অশ্ব মোচন করিব; সুতরাং সেই মহাভাগদিগকে শীঘ্র আমার নিকটে আনয়ন কর ॥ ২-৩ ॥

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের সেই কথা শুনিয়া ক্ষিপ্রগতিতে সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া রামচন্দ্রকে দর্শন করাইলেন ॥ ৪ ॥

১। ছ 'দ্বিজান্ সর্ব্বাংস্তু প্রবরান্'। ২। ছ '-হূয়'। ৩। ছ 'সম্মন্ত্র্য তৈর্হয়ং যেন'। ৪। ছ 'লক্ষ্মণঃ'।

তান্ দৃষ্ট্বা দেবসঙ্কাশান্ কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্।
১
অর্চ্চয়িত্বা তু বিধিবৎ স মহাত্মা মহামতিঃ ॥ ৫ ॥

ততো বিনীতবদ্ ভূত্বা রাঘবো দ্বিজসত্তমান্।
উবাচ ধর্ম্মসংযুক্তমশ্বমেধাশ্রিতং বচঃ ॥ ৬ ॥

ততস্তেষাং দ্বিজমুখ্যানাং রুরুচে পরমাদ্ভুতম্।
অশ্বমেধমতং রাজ্ঞঃ সাধু সাধ্বিতি চাব্রুবন্ ॥ ৭ ॥

বিজ্ঞায় রুচিতং তেষাং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
প্রেষয়স্ব মহাবাহো সুগ্রীবায় মহাত্মনে ॥ ৮ ॥
২
বক্তব্যশ্চ মহাবাহুর্ব্বহুভিঃ সহ বানরৈঃ।
৩
ক্ষিপ্রমাগচ্ছ ভদ্রন্তে অনুভোক্তুং মহোৎসবম্ ॥ ৯ ॥

৮। লো-টী। সুগ্রীবায় সুগ্রীবমানেতুং প্রেষয় দূতমিতি শেষঃ।
৯। লো-টী। অনুভূয়তাং দৃশ্যতামিত্যর্থঃ।

সেই মহাত্মা মহামতি রামচন্দ্র দেবতুল্য সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে দেখিয়া তাঁহাদের পাদাভিবন্দনপূর্ব্বক যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া বিনয় সহকারে তাঁহাদিগকে ধর্ম্মযুক্ত অশ্বমেধের কথা বলিলেন ॥ ৫-৬ ॥

রাজার সেই অতিবিস্ময়াবহ অশ্বমেধযজ্ঞের অভিলাষ সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণের ভাল লাগিল এবং তাঁহারা 'সাধু সাধু' বলিয়া প্রশংসা করিলেন ॥ ৭ ॥

রামচন্দ্র তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন—মহাবাহো, মহাত্মা সুগ্রীবকে আনয়ন করিবার জন্য দূত প্রেরণ কর ॥ ৮ ॥

এবং সেই মহাবাহুকে বলিয়া পাঠাও যে, "তোমার মঙ্গল হউক, তুমি মহোৎসব উপভোগ করিবার জন্য বহু বানরবৃন্দের সহিত শীঘ্র আগমন কর" ॥ ৯ ॥

১। ছ 'যথান্যায়ং যথামেব'। ২। ছ 'সুগ্রীব ত্বং'। ৩। ছ 'হয়মেধোৎসমনুভূয়তাম্'।

অঙ্গদঞ্চ[১] হনূমন্তং নলং নীলং[২] সুপাটনম্ ।
গয়ং গবাক্ষং পনসং[৩] সর্ব্বানেতান্নিমন্ত্রয় ॥ ১০ ॥
বীরং শতবলিঞ্চৈব মৈন্দং[৪] দ্বিবিদমেব চ ।
বীরবাহুং সুবাহুং চ সর্ব্বানেতান্ নিমন্ত্রয় ॥ ১১ ॥
সূর্য্যাক্ষং কুমুদঞ্চৈব সুষেণং গন্ধমাদনম্ ।
ঋষভং বিনতঞ্চৈব সর্ব্বানেতান্ নিমন্ত্রয় ॥ ১২ ॥
যে চান্যে কৃতকর্ম্মাণো মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।
পৃথিব্যাং বানরাঃ সর্ব্বে তানপীহ[৫] নিমন্ত্রয় ॥ ১৩ ॥
গোলাঙ্গূলং মহাত্মানং[৬] গবয়ং হরিযূথপম্ ।
ঋক্ষেশং[৭] জাম্ববন্তঞ্চ সহসৈন্যং নিমন্ত্রয়[৮] ॥ ১৪ ॥

অঙ্গদ, হনুমান্, নল, নীল, সুপাটন, গয়, গবাক্ষ এবং পনস, ইহাদের সকলকে নিমন্ত্রণ কর ॥ ১০ ॥

বীর শতবলি, মৈন্দ, দ্বিবিদ, বীরবাহু, সুবাহু, ইহাদের সকলকেও নিমন্ত্রণ কর ॥ ১১ ॥

সূর্য্যাক্ষ, কুমুদ, সুষেণ, গন্ধমাদন, ঋষভ এবং বিনত, ইহাদের সকলকে নিমন্ত্রণ কর ॥ ১২ ॥

ভূমণ্ডলের অন্য যে-সকল কৃতকর্ম্মা বানর আমার জন্য প্রাণত্যাগে উদ্যত হইয়াছিল তাহাদের সকলকেও ইহাতে নিমন্ত্রণ কর ॥ ১৩ ॥

বানরদলপতি মহাত্মা গোলাঙ্গূল গবয়, ঋক্ষাধিপতি জাম্ববান্, ইহাদিগকে সসৈন্যে নিমন্ত্রণ কর ॥ ১৪ ॥

১। ছ '-দং সহ-'। ২। ছ 'সপা-'। ৩। ছ 'গবয়ং'। ৪। ছ 'মৈন্দঞ্চ দ্বিবিদস্তথা'। ৫। ছ '-নপি হং'। ৬। ছ 'মহারাজং গবাক্ষং'। ৭। ছ 'ঋক্ষরাজঞ্চ ধূম্রাক্ষং'। ৮। অতঃ পরং ছ 'জাম্ববন্তং মহাবাহুং বিনতঞ্চৈব যূথপম্। হরিং কেশরিণঞ্চৈব গবয়ঞ্চ দরীমুখম্।' ইত্যধিকম্।

বিভীষণঞ্চ রক্ষোভিঃ কামগৈর্ব্বহুভির্ব্বৃতম্।
অশ্বমেধং ক্রতুং যষ্টু[১]মাগচ্ছেতি নিমন্ত্রয় ॥ ১৫ ॥
পৃথিব্যাং পার্থিবাশ্চৈব যে মে হিতচিকীর্ষবঃ।
সানুগাঃ ক্ষিপ্রমায়ান্তু হয়মেধমনুত্তমম্ ॥ ১৬ ॥
দেশান্তরগতা[২] যে চ দ্বিজা ধর্ম্মপরায়ণাঃ।
নিমন্ত্রয়স্ব তান্ সর্ব্বানশ্বমেধায় লক্ষ্মণ ॥ ১৭ ॥
দেবর্ষয়শ্চ যে সর্ব্বে ব্রহ্মলোকর্ষয়স্তথা[৩]।
আহূয়ন্তাং মহাত্মানঃ সিদ্ধাঃ[৪] সপ্তর্ষিভিঃ[৫] সহ।
ঋষয়ঃ শিষ্যসহিতা আহূয়ন্তাং[৬] মহামতে ॥ ১৮ ॥

১৭। লো-টী। অশ্বমেধায় তং দ্রষ্টুম্।

১৮। লো-টী। পৃষ্ঠানুযায়িনঃ শিষ্যাঃ, ‘পূর্ব্বানুযায়িনঃ’ ইতি পাঠে গুরবঃ, সিদ্ধাঃ প্রসিদ্ধাঃ খ্যাতা ইত্যর্থঃ। সিদ্ধা দেবযোনয়ো বা। চক্রধরাঃ চক্রং রাষ্ট্রং নগরমিতি যাবৎ তদ্ধরা নগরীধরাঃ। ‘চক্রং সৈন্যে ভ্রমৌ রাষ্ট্রে রথাঙ্গগ্রামজালয়ো’রিতি ভূরি°। চক্রধরা বাহৌ চক্রাঙ্কিতা বৈষ্ণবা বা।

কামচারী বহু রাক্ষসবৃন্দে পরিবেষ্টিত বিভীষণকে ‘অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য আগমন করুন’ বলিয়া নিমন্ত্রণ কর ॥ ১৫ ॥

পৃথিবীতে আমার হিতার্থী যে সকল রাজা আছেন, তাঁহারা সকলে অনুচরগণের সহিত সর্ব্বোত্তম অশ্বমেধ যজ্ঞ দর্শন করিবার জন্য শীঘ্র আগমন করুন ॥ ১৬ ॥

হে লক্ষ্মণ, দেশান্তরে অবস্থিত যে সকল ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহাদের সকলকেও অশ্বমেধ যজ্ঞ দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ কর ॥ ১৭ ॥

মহামতে লক্ষ্মণ, যে সমস্ত দেবর্ষি এবং ব্রহ্মর্ষি আছেন, তাঁহাদিগকে এবং সপ্তর্ষিগণের সহিত মহাত্মা সিদ্ধগণকে ও শিষ্যগণের সহিত ঋষিদিগকে আহ্বান কর ॥ ১৮ ॥

১। ছ ‘মহাবাহুঃ প্রাপ্নোতু লঘুবিক্রমঃ। ২। ছ ‘-তাশ্চৈব’। ৩। ছ ‘-গতাস্তথা’। ৪। ছ ‘ক্ষিপ্রং’। ৫। অতঃ পরং ছ ‘দ্বিজা বৈখানসাঃ সাধ্যা বালখিল্যা মরীচিপাঃ। আহূয়ন্তাং মহাত্মানো নাকপৃষ্ঠাম্মহর্ষয়ঃ’। ইত্যধিকম্। ৬। অতঃ পরং ছ ‘দেশান্তরগতা যে চ সদারাঃ পরমর্ষয়ঃ। শত্রুঘ্নশ্চাপি তেজস্বী সদারঃ সুমহাযশাঃ। আহূয়ন্তাং মহাবাহুরশ্বমেধমনুত্তমম’। ইত্যধিকম্।

যজ্ঞবাটশ্চ সুমহান্ গোমত্যাং নৈমিষে বনে।
লক্ষ্মণ ক্রিয়তাং সাধু তদ্ধি পুণ্যং[১] তপোবনম্ ॥ ১৯ ॥
আজ্ঞাপ্যন্তাং সুনিপুণাঃ শিল্পিনো বেশ্মকর্ম্মসু।
[২]শতং শতসহস্রাণাং বলিনাঞ্চ বপুষ্মতাম্ ॥ ২০ ॥
অযুতং তিলমুদ্গাস্য[৩] গচ্ছত্বগ্রে[৪] মহাবল।
[৫]দশকোট্যঃ সুবর্ণস্য হিরণ্যস্য দশোত্তরাঃ ॥ ২১ ॥
মাষাদীনাং তথান্যেষামনন্তং নীয়তাং তথা।
আজ্ঞাপ্যতাঞ্চ তৎ সর্ব্বং যদ্ বশিষ্ঠায় রোচতে[৬] ॥ ২২ ॥

১৯। লো-টী। যজ্ঞবাটো যজ্ঞস্থানম্। 'বাটো মার্গে বৃতৌ স্থানে বাটী তু গৃহনিষ্কুটে ইতি ভূরি০।

২০। লো-টী। বাহঃ বিংশতিখারীকঃ। 'বাহো বিংশতিখারীকঃ কথ্যতে মানবেদিভি'-রিতি পুরাণম্। গতমিতি বা পাঠঃ। বপুষ্মতামুজ্জ্বলানাম্।

২১-২২। লো-টী। তিলমুদ্গাস্য তিলস্য মুদ্গস্য চ অযুতং বাহ ইত্যন্বয়ঃ। অগ্রে প্রথমং সমাহিতং সম্যক্ শকটাদিষু আহিতম্। গোধূমাদীনাঞ্চ অযুতং বাহ ইত্যন্বয়ঃ। তৈলঘৃতম্ অনুরূপং, অন্নাদ্যনুরূপম্। 'তৈলপূর'মিতি পাঠে তৈলসমূহম্। সুবর্ণস্য পরিমিতস্য দশকোট্যো নীয়ন্তাং হিরণ্যস্য অপরিমিতসুবর্ণস্য চ দশ কোট্যঃ। কিংভূতাঃ? দশোত্তরাঃ, উক্তসংখ্যায়া অপি দশ দশগুণা উত্তরাণি অধিকানি যাসাং তাঃ। কচিত্তু 'সুবর্ণকোটীর্ব্বহুলা হিরণ্যস্য শতোত্তরা' ইতি পাঠে বহুলা দশ শতমুত্তরমধিকং যাসাং তাঃ, রত্নাদীনামনন্তং তথান্যেষাং বস্ত্রাদীনাঞ্চ। শিষ্টায় সাধুজনায়।

লক্ষ্মণ, গোমতীতীরে নৈমিষারণ্যে বিশাল যজ্ঞভূমি উৎকৃষ্টভাবে নির্ম্মাণ কর, সেই নৈমিষারণ্য পবিত্র তপোবন ॥ ১৯ ॥

তথায় বলিষ্ঠ প্রশস্ত-দেহধারী লক্ষ লক্ষ সুনিপুণ শিল্পীদিগকে গৃহনির্ম্মাণকার্য্য করিতে আদেশ কর ॥ ২০ ॥

হে মহাবীর, অযুতসংখ্যক বলীবর্দ্দ আমাদের যাইবার পূর্ব্বে তিল এবং মুগ বহিয়া যাউক এবং দশ কোটী সুবর্ণমুদ্রা ও শত কোটী স্বর্ণখণ্ড প্রেরণ কর ॥ ২১ ॥

মাষকলাই প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্য অপরিমিতভাবে প্রেরণ কর এবং বশিষ্ঠদেবের

১। ছ '-ধনম্'। ২। ছ 'বাহসহস্রাণাং তণ্ডুলানাং'। ৩। ছ '-মুদ্গানাং'। ৪। ছ 'সমাহিতম্'। ইতঃ পাদচতুষ্টয় স্থানে 'গোধূমানাং মসূরাণাং মাষাণাং লবণস্য চ। অনুরূপঞ্চ তৈলস্য ঘৃতস্যৈব বিধীয়তাম্। সুবর্ণকোটী-র্ব্বহুলা হিরণ্যস্য শতোত্তরাঃ। অগ্রতো ভরতঃ কৃত্বা প্রয়াতু লঘুবিক্রমঃ'। ইতি পাঠঃ। ৬। অতঃ পরং ছ 'অলংকৃতাশুভাঃ কন্যাঃ সান্তপুরকুমারিকা' ইত্যধিকম্।

অগ্রতো ভরতঃ কৃত্বা গচ্ছতাং লঘুবিক্রমঃ[1] ।
চত্বরা[2]পণবীথীশ্চ সর্ব্বাং[3]শ্চ নটনর্ত্তকান্ ॥ ২৩ ॥
নৈগমান্ বালবৃদ্ধাংশ্চ বৃদ্ধা[4] যে চ দ্বিজাতয়ঃ ।
কর্ম্মান্তিকাংশ্চ কুশলান্ শিল্পিনশ্চ সুপণ্ডিতান্ ॥ ২৪ ॥
মম মাতৃস্তথা সর্ব্বাঃ সান্তঃপুরকুমা[5]রিকাঃ ।
পত্নীঞ্চ কাঞ্চনময়ীং দীক্ষিতাং যজ্ঞক[6]র্ম্মণি ।
অগ্রতো ভরতঃ কৃত্বা যাতু শীঘ্রমরিন্দম ॥ ২৫ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে অশ্বমেধারম্ভো নাম
অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৮ ॥

২৩। লো-টী। চত্বরম্ আপণবীথীশ্চ আপণঃ পণ্যবীথিকাঃ তত্রস্থানাং জনানাং বীথীঃ পঙ্‌ক্তীঃ। 'বীথী পঙ্‌ক্তৌ গৃহাঙ্গে চ রূপকান্তরবর্ত্মনো'রিতি কোষঃ।

২৪। লো-টী। কর্ম্মান্তিকান্ কার্য্যিণঃ। যদ্বা, কর্ম্ম অন্তিকায়াং চুল্ল্যাং যেষাং তান্।

অশ্বমেধারম্ভঃ ॥ ৯৮

ইচ্ছানুযায়ী সমস্ত কার্য্য করিতে আদেশ কর ॥ ২২ ॥

দোকানপাটের সহিত জনগণ (দোকানদার ও বিক্রেতৃগণ) নট, নর্ত্তক, পুরবাসী বালক-বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, দক্ষ পাচকগণ, সুপণ্ডিত শিল্পিগণ, আমার মাতৃবৃন্দ, অন্তঃপুরস্থ সমস্ত কুমারীবৃন্দ এবং যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিতা সুবর্ণময়ী সীতার প্রতিকৃতি,—এই সকল সঙ্গে লইয়া দ্রুতগামী ভরত সত্বর অগ্রে গমন করুক ॥ ২৩-২৫ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অশ্বমেধারম্ভ-নামক
৯৮তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৮ ॥

১। অতঃ পরং ছ 'চেলাদীনামথান্যেষামনন্তং নীয়তাং তথা' ইত্যধিকম্। ২। ক 'অন্তরায়ণ-'। ৩। ছ 'সর্ব্বান্ স'। ৪। ছ 'যে চান্যে চ'। ৫। ছ '-য়াকাঃ'। ৬। ছ '-কর্ম্মসু'।

(৯৯) নবনবতিতমঃ সর্গঃ

তৎ সর্ব্বং সংবিধায়াশু[১] প্রস্থাপ্য ভরতং নৃপঃ[২]।
হয়ং লক্ষণসম্পন্নং কৃষ্ণসারং ব্যমোচয়ৎ ॥ ১ ॥
ঋত্বিগ্‌ভির্লক্ষ্মণ[৩]ঞ্চৈব হয়স্য বিনিযুজ্য চ[৪]।
[৫]ততো জগাম কাকুৎস্থো মাসমাত্রেণ নৈমিষম্‌ ॥ ২ ॥
যজ্ঞবাটং মহাবাহুর্দৃষ্ট্বা[৬] চ পরমাদ্ভুতম্‌ ।
প্রহর্ষমতুলং লেভে শ্রীমানিতি[৭] চ সোঽব্রবীৎ ॥ ৩ ॥
[৮]বসতো নৈমিষে তস্য সর্ব্ব এব নরাধিপাঃ ।
আজগ্মুস্তে স্বরাষ্ট্রেভ্যস্তান্‌ রাজা প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ৪ ॥

১-২। লো-টী। হয়ং কৃষ্ণসারং মৃগঞ্চ বিধিবলাদমোচয়ৎ। যদ্বা, কৃষ্ণং কৃষ্ণবর্ণং সারং বলবন্তঞ্চ। কিং কৃত্বা তদাহ—ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহ হয়স্য লক্ষণং লক্ষণং বিনিযুজ্য জ্ঞাত্বা। যদ্বা, লক্ষ্মণং ভ্রাতরং হয়স্য রক্ষণে বিনিযুজ্য ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহ নৈমিষং জগামেত্যন্বয়ঃ।

৩। লো-টী। শ্রীমান্‌ ভরত ইতি শেষঃ।

৪। লো-টী। বসতঃ সতঃ।

রাজা রামচন্দ্র শীঘ্র সেই সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া ভরতকে প্রেরণ করত ঋত্বিগ্‌-গণের সহিত অশ্বের লক্ষণ অবগত হইয়া সুলক্ষণাক্রান্ত কৃষ্ণবর্ণ বলিষ্ঠ অশ্ব মোচন করিলেন এবং তার পর একমাস পরে নৈমিষারণ্যে গমন করিলেন ॥ ১-২ ॥

মহাবাহু রামচন্দ্র পরম বিস্ময়কর যজ্ঞভূমি দর্শন করিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলেন এবং 'সুন্দর হইয়াছে' এই কথা বলিলেন ॥ ৩ ॥

তিনি নৈমিষারণ্যে বাস করিতে লাগিলেন, সমস্ত নরপতিগণই স্ব স্ব রাজ্য হইতে তাঁহার নিকট আগমন করিলেন এবং তিনি তাঁহাদিগকে (অভ্যর্থনা) করিলেন ॥ ৪ ॥

১। ছ 'সবি-'। ২। ছ 'তদা'। ৩। ছ '-ণং সার্দ্ধং'। ৪। ছ 'সঃ'। ৫। ছ 'অথ্যাগচ্ছত কাকুৎস্থঃ সহমন্ত্রভিঃ'। ৬। ছ 'দৃষ্ট্বাথ'। ৭। ছ 'সাধু সাধ্বিতি চাব্রবীৎ'। ৮। ছ 'নৈমিষে বসতস্তস্য'।

[১]তেষাং শয্যা মহার্হাশ্চ পার্থিবানাং মহাত্মনাম্ ।
সানুগানাং [২]নিবেশার্থমাদিদেশ মহাবলঃ ॥ ৫ ॥

অন্নপানানি বস্ত্রাণি সর্ব্বোপকরণানি চ ।
ভরতঃ সহশত্রুঘ্নো [৩]নিযুক্তো রাজপূজনে ॥ ৬ ॥

বানরাশ্চ মহাত্মানঃ সুগ্রীবসহিতা[৪]ঃ সমম্ ।
পরিবেষ[৫]ঞ্চ বিপ্রাণাং প্রয়তাঃ সংপ্রচক্রিরে[৬] ॥ ৭ ॥

বিভীষণশ্চ রক্ষোভির্ব্বহুভিঃ সুসমাহিতঃ ।
ঋষীণামুগ্রতপসাং কিঙ্করঃ সম[৭]তিষ্ঠত ॥ ৮ ॥

এবং [৮]স বিহিতো [৯]যজ্ঞো হয়মেধঃ [১০]প্রবর্ত্তিতঃ ।
লক্ষ্মণে[১১]নাভিসংপ্রাপ্তো যথা শক্রস্য ধীমতঃ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। শেরতে তিষ্ঠন্তি আসু ইতি শয্যাঃ শীলাঃ (শিলাঃ ?)। পানং পেয়ং সানুগানাং রাজ্ঞাম্ ।

মহাবলশালী রামচন্দ্র অনুচরবর্গের সহিত সেই মহাত্মা নৃপতিগণের শয়নার্থে মহামূল্য শয্যা এবং অন্ন. পানীয়, বস্ত্র ও অন্যান্য সমস্ত উপকরণ প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। শত্রুঘ্নের সহিত ভরত রাজগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন ॥ ৫-৬ ॥

মহাত্মা বানরগণ পবিত্র হইয়া সুগ্রীবের সহিত একযোগে ব্রাহ্মণদিগকে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

রাক্ষসগণের সহিত বিভীষণ সমাহিত হইয়া উগ্রতপা ঋষিগণের ভৃত্যের কার্য্য করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

এইরূপে লক্ষ্মণকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সেই বৈধ অশ্বমেধযজ্ঞ ধীমান্ ইন্দ্রের যজ্ঞের

১। ছ 'আসনানি নিবেশাংশ্চ শয্যাশ্চৈব'। ২। ছ 'নৃপশ্রেষ্ঠো ব্যাদিশৎ সর্ব্বমুত্তমম্'। ৩। ছ 'যথোচিত-মথো দদৌ'। ৪। ছ '-ভাস্তদা'। ৫। ছ '-বেশঞ্চ'। ৬। ছ '-মুঃ'। ৭। ছ 'সমপদ্যত'। ৮। ছ 'সুবি-'। ৯ ছ 'যজ্ঞঃ সোঽশ্ব-'। ১০। ছ 'প্রবর্ত্ততে'। ১১। ছ '-নাপি গুপ্তোঽসৌ হয়ো জ্ঞাতেন ধীমতা'।

নান্যঃ শব্দো[১]ঽভবৎ তস্মিন্নশ্বমেধে মহাত্মনঃ।
দীয়তাং ভুজ্যতাঞ্চেতি পীয়তাং [২]লেহ্যতামিতি ॥ ১০ ॥
এবং শতসহস্রাণাং [৩]ভক্ষ্যভোজ্যমনুত্তমম্।
রাক্ষসৈর্ব্বানরৈশ্চৈব দত্ত[৪]মেব হ্যদৃশ্যত ॥ ১১ ॥
নাশুক্লবাসাস্তত্রাসীন্ন দীনো ন চ কর্ষিতঃ।
তস্মিন্ যজ্ঞবরে রাজ্ঞো হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতে ॥ ১২ ॥
যে চ তত্র মহাত্মানো মুনয়শ্চিরজীবিনঃ।
[৫]বিস্মিতাস্তেঽপি তাং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞো যজ্ঞর্দ্ধিমুত্তমাম্ ॥ ১৩ ॥
রজতস্য সুবর্ণস্য রত্নানামথ বাসসাম্।
অনিশং দীয়মানানাং নান্তঃ সমুপলক্ষ্যতে ॥ ১৪ ॥

১২। লো-টী। ন চ কর্ষিতঃ লোভেন, বপ্পকর্ষিত' ইতি পাঠে বাষ্পং লোভস্তেন কর্ষিতঃ। 'বাষ্পমুষ্মণি লোভে চ' ইতি কোষঃ।

ন্যায় অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥

মহাত্মা রামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞে "দান কর, ভোজন কর, পান কর এবং লেহন কর" ইহা ছাড়া অন্য কোন শব্দ শোনা যায় নাই ॥ ১০ ॥

দেখা গেল, এইরূপে রাক্ষস এবং বানরগণ লক্ষ লক্ষ লোককে উত্তম উত্তম ভক্ষ্য এবং ভোজ্য দান করিতেছেন ॥ ১১ ॥

হৃষ্টপুষ্ট-জনাকীর্ণ মহারাজের সেই উত্তম যজ্ঞে কেহ মলিনবস্ত্রপরিহিত, দীন অথবা দুঃখিত ছিল না ॥ ১২ ॥

যে সকল চিরজীবী মহাত্মা মুনিগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও মহারাজের উত্তম যজ্ঞসম্পদ্ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ॥ ১৩ ॥

সুবর্ণ, রৌপ্য, রত্ন ও বস্ত্রসকল নিরন্তর প্রদত্ত হইতে থাকিলেও উহাদের শেষ লক্ষিত হইল না ॥ ১৪ ॥

১। ছ '-ন্ হয়মেধে'। ২। ছ 'ভক্ষ্যতা-'। ৩। ছ 'ভক্ষভো-'। ৪। ছ '-মেবোপদৃশ্যতে'। ৫। ছ 'নাস্মরংস্তাদৃশং যজ্ঞং ন চ দৃষ্টং কথঞ্চন'।

ন শক্রস্য ন সোমস্য যমস্য বরুণস্য বা[১]।
অভবত্তাদৃশো যজ্ঞো রাঘবস্য যথাবিধঃ ॥ ১৫ ॥
সর্ব্বত্র বানরাঃ প্রেষ্যাঃ[২] সর্ব্বত্রৈব চ রাক্ষসাঃ।
[৩]বহ্বন্নপানৈর্ব্বিবিধৈরদৃশ্যন্ত সমন্ততঃ ॥ ১৬ ॥
ঈদৃশো রাজসিংহস্য যজ্ঞঃ পরমভাস্বরঃ[৪]।
অহীনঃ সর্ব্বকরণৈঃ সংবৎসরমবর্ত্তত ॥ ১৭ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে যজ্ঞসমৃদ্ধিবর্ণনং নাম নবনবতিতমঃ সর্গঃ ॥ ৯৯ ॥

১৫। লো-টী। যথাবিধো যাদৃশঃ।

১৬। লো-টী। বহ্বন্নপানৈর্ব্বিশিষ্টাঃ। 'বহ্বন্নপানধনদাঃ কামতো লোকবাসিনা'মিতি বা পাঠঃ।

১৭। লো-টী। পরমভাস্বরঃ মহোজ্জ্বলঃ সর্ব্বকরণৈঃ, সর্ব্বোপকরণৈঃ।

যজ্ঞসমৃদ্ধিবর্ণনম্ ॥ ৯৯ ॥

রামচন্দ্রের যজ্ঞ যেরূপ হইয়াছিল, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম বা বরুণের যজ্ঞও সেরূপ হয় নাই ॥ ১৫ ॥

চতুর্দ্দিকে দেখা যাইত যে, নানাবিধ প্রচুর অন্ন এবং পানীয় লইয়া সর্ব্বত্রই বানর এবং রাক্ষসগণ প্রেরিত হইতেছে ॥ ১৬ ॥

সেই রাজসিংহ রামচন্দ্রের এইরূপ পরমোজ্জ্বল সমস্ত উপকরণসমন্বিত যজ্ঞ এক বৎসর ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইল ॥ ১৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে যজ্ঞসমৃদ্ধিবর্ণন-নামক ৯৯তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৯ ॥

১। ছ 'বা'। ২। ছ 'যজ্ঞে রাক্ষসাশ্চ সমাহিতাঃ'। ৩। ছ 'বহ্বান্নপানধনদা অদৃ-'। ৪। ছ '-ভাস্বরঃ'।

(১০০) শততমঃ সর্গঃ

বর্ত্তমানে তথা তস্মিন্ বাজিমেধে মহাক্রতৌ।
আজগামাশু[১] বাল্মীকিঃ সশিষ্যো যজ্ঞসন্নিধিম্ ॥ ১ ॥
স দৃষ্ট্বা দিব্যসঙ্কাশং[২] ক্রতুমদ্ভুতদর্শনম্।
ঋষিবাসেষু[৩] পুণ্যেষু বাসং সমুপচক্রমে ॥ ২ ॥
ততঃ[৪] সংপূজিতো রাজ্ঞা মুনিভিশ্চ মহাত্মভিঃ।
বাল্মীকিঃ সুমহাতেজা ন্যবসৎ পরমাত্মবান্ ॥ ৩ ॥
স শিষ্যাবব্রবীদ্ হৃষ্টঃ কুমারৌ দেবরূপিণৌ।
কৃৎস্নং[৫] রামায়ণং কাব্যং গীয়তাং পরয়া মুদা ॥ ৪ ॥

২। লো-টী। অদ্ভুতদর্শনমাশ্চর্য্যরূপম্। বাসং বসতিম্।
৩। লো-টী। পরমাত্মবান্ পরমবুদ্ধিমান্, অতন্দ্রিতৌ নিরলসৌ।

সেইরূপে সেই অশ্বমেধনামক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে বাল্মীকি শিষ্যগণের সহিত সত্বর যজ্ঞসমীপে আগমন করিলেন ॥ ১ ॥

তিনি সেই দিব্য এবং অদ্ভুতদর্শন যজ্ঞ দেখিয়া ঋষিগণের পবিত্র আশ্রমমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

সুমহাতেজাঃ পরম বুদ্ধিমান্ বাল্মীকিমুনি মহারাজ রামচন্দ্র এবং মহাত্মা মুনিগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি আনন্দিত হইয়া দেবকুমারতুল্য [লব এবং কুশ নামক] শিষ্যদ্বয়কে বলিলেন,—পবিত্র ঋষিগণের আশ্রমে, ব্রাহ্মণদিগের গৃহে, সাধারণ পথে,

১। ছ '-মাথ'। ২। ছ 'যজ্ঞ-'। ৩। ছ 'মুখ্যেষু'। ৪। ছ 'স পূ-'। ৫। ছ '-মিদং গায়তা-মিত্যনিন্দিতৌ'।

ঋষিবাসেষু পুণ্যেষু ব্রাহ্মণাবসথেষু[১] চ।
রথ্যাসু রাজমার্গেষু পার্থিবানাং[২] গৃহেষু চ ॥ ৫ ॥
রামস্য ভবনদ্বারি যত্র কর্ম্ম প্রবর্ত্ততে।
উদারেষু তথান্যেষু সঙ্গমেষু বিশেষতঃ ॥ ৬ ॥
ইমানি ফলমূলানি স্বাদূনি চ শুভানি[৩] চ।
গিরিভ্যঃ সমুপাত্তানি ভক্ষং ভক্ষং প্রগীয়তাম্[৪] ॥ ৭ ॥
ন যাচেতং[৫] কচিৎ কিঞ্চিদ্ ভক্ষয়িত্বা ত্বিদং ফলম্।
মূলঞ্চ পরমোদারং[৬] যুবাং[৭] চৈব ন হাস্যথঃ ॥ ৮ ॥
যদি[৮] বাহূয় রামো বা শৃণুয়াৎ স মহারথঃ।
মহর্ষিষু গরিষ্ঠেষু[৯] ততো[১০] গেয়ং বিশেষতঃ ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। রথ্যাসু প্রতোলীষু দ্বারবন্ধেষ্বিত্যর্থঃ।
৬। লো-টী। সঙ্গমেষু জনসমাজেষু।
৭। লো-টী। সমুপাত্তানি আনীতানি।
৮। লো-টী। হে পরমোদারৌ ভাবান্ ফলমূলাহারস্বভাবান্ ন হাস্যথঃ ন ত্যক্ষ্যথঃ, অতোঽন্যৈর্দত্তং ন ভোক্ষ্যথ ইত্যর্থঃ। অত্র 'মূলঞ্চ পরমোদারমন্যৈর্দত্তং নিরস্যতা'মিতি পাঠে অন্যৈর্দত্তং মূলমপি। নিরস্যতাং ত্যজ্যতাম্।

রাজপথে, রাজাদিগের গৃহে, রামচন্দ্রের গৃহদ্বারে, যজ্ঞস্থলে এবং বিশেষ করিয়া অন্যান্য উদার জনসমাজে পরম আনন্দে সমগ্র রামায়ণ কাব্য গান কর ॥ ৪-৬ ॥

পর্ব্বত হইতে আহৃত এই সকল পবিত্র সুস্বাদু ফলমূল ভক্ষণ করিতে করিতে গান করিও ॥ ৭ ॥

এই পরমোৎকৃষ্ট ফল ও মূল ভক্ষণ করিয়া তোমরা কোথাও কিছু প্রার্থনা করিও না এবং ইহা (এই ফলমূলাহার) পরিত্যাগ করিও না ॥ ৮ ॥

যদি মহারথ রামচন্দ্র গরিষ্ঠ মহর্ষিগণমধ্যে আহ্বান করিয়া তোমাদের গান

১। ছ 'মুখেষু'। ২। ছ '-বাবসথেষু চ'। ৩। ছ '-রুচিরাণি চ'। ৪। ছ 'ভুক্তেতানি প্রগায়তাম্'। ৫। চ '-তাং'। ৬। ছ '-রৌ'। ৭। ছ 'ভবাংশ্চৈব'। ৮। ছ 'চাহূয় বাং রামঃ'। ৯। ছ '-ষু পবিষ্টেষু'। ১০। ছ 'তথা'।

দিবসে বিংশতিঃ[1] সর্গা গেয়া মধুরয়া গিরা।
প্রমাণৈর্ব্বহুভি[2]স্তত্র যথোদ্দিষ্টং ময়া পুরা[3] ॥ ১০ ॥
ইদং[4] কাব্যং ময়া প্রোক্তং ভবদ্ভ্যাং শ্রাবিতং মহৎ।
লোকা যাবদ্ধরিষ্যন্তি তাবদ্ গেয়ং ভবিষ্যতি ॥ ১১ ॥
উৎপৎস্যন্তে চ যে লোকে কবয়শ্চিত্রবুদ্ধয়ঃ।
পৃষ্ঠতস্তেঽনুগাস্যন্তি ময়া ভুবি যদীরিতম্ ॥ ১২ ॥
যে চৈতদ্বহু মংস্যন্তে যে চ শ্রোষ্যন্তি মানবাঃ।
অস্মিল্লোঁকে সুখং প্রাপ্য যাস্যন্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। প্রমাণৈর্ব্বহুভিঃ বহুভিঃ প্রকারৈঃ ময়া দিব্যং চরিতং যথোদ্দিষ্টং তথৈব তৎ প্রোক্তং গীয়তামিত্যর্থঃ।

[লো-টী।] আর্ষং যৎ ঋষিপ্রোক্তং উন্মীলনং কাব্যস্য প্রকাশনমিত্যর্থঃ।

১১। লো-টী। ধরিষ্যন্তি প্রাণানিতি শেষঃ।

১২। লো-টী। চিত্রবুদ্ধয়ঃ উত্তমবুদ্ধয় ইত্যর্থঃ।

শ্রবণ করেন, তবে বিশেষ যত্নের সহিত গান করিবে ॥ ৯ ॥

আমি পূর্ব্বে নানাপ্রকারে যেরূপ উপদেশ দিয়াছি, তোমরা তদনুসারে প্রত্যহ মধুরস্বরে দিনে বিংশতি সর্গ গান করিবে ॥ ১০ ॥

আমার রচিত এই মহাকাব্য তোমরা শুনাইবে, যতদিন পর্য্যন্ত জগৎ থাকিবে, ততদিন [জগতে] ইহার গান হইতে থাকিবে ॥ ১১ ॥

বিচিত্রবুদ্ধিসম্পন্ন যে-সমস্ত কবিগণ ভবিষ্যতে জগতে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহারা পরে আমার এই রচনা পৃথিবীতে [নানাভাবে] গান (প্রচার) করিবেন ॥ ১২ ॥

যে-সমস্ত মানবগণ এই মহাকাব্যের সমাদর করিবে এবং যাহারা ইহা শ্রবণ করিবে, তাহারা ইহলোকে সুখভোগ করত [অন্তে] পরমগতি লাভ করিবে ॥ ১৩ ॥

১। ছ 'বিংশকান্ সর্গান্ গায়তাং পরয়া' অতঃ পরং 'রামস্য চরিতং দিব্যং সীতায়া লক্ষ্মণস্য চ। সবলস্য সপুত্রস্য বিনাশং রাবণস্য চ' ইত্যধিকম্। ২। ছ 'ভিঃ প্রোক্তং'। ৩। ছ 'পুরা ময়া'। ৪। ইতঃ শ্লোকত্রয় স্থানে ছ 'আমর্ষত ঋষিপ্রোক্তং লোকে স্যাদ্গায়নং মহৎ। আধারঃ সর্ব্বকাব্যানাং নদীনামিব সাগরঃ॥ যে চৈতদ্বহু মস্যন্তে যে বা শ্রোষ্যন্তি মানবাঃ। তস্মিন্ কালে সুখং প্রাপ্য যাস্যন্তি পরমাং গতিম্। তদিদং গীয়তাং বৎসৌ শ্রাব্যতাঞ্চ মহীপতিঃ'। ইতি পাঠঃ।

লোভশ্চ[১] বাং ন কর্ত্তব্যঃ স্বল্পোঽপি ধনকাঙ্ক্ষয়া।
নির্ধনৈঃ ফলমূলৈশ্চ বস্তব্যমাশ্রমে[২] সদা ॥ ১৪ ॥
যদি পৃচ্ছেত্তু[৩] কাকুৎস্থো রাজা কস্য[৪] যুবামিতি[৫]।
[৬]বাল্মীকিশিষ্যাবাবামিত্যথ বাচ্যঃ স পুত্রকৌ ॥ ১৫ ॥
[৭]ইমাস্তন্ত্রীঃ সুমধুরাঃ[৮] স্থানং বা পূর্ব্বদর্শনম্।
মূর্চ্ছয়িত্বা সুমধুরং[৯] ততো গেয়ং নৃপাগ্রতঃ ॥ ১৬ ॥
[১০]আদি প্রভৃতি গেয়ং তু ন চাবজ্ঞায় পার্থিবম্।
পিতা হি সর্ব্বভূতানাং রাজা ভবতি ধর্ম্মতঃ[১১] ॥ ১৭ ॥

[লো-টী।] আশ্রমপদে বানপ্রস্থাশ্রমে ফলমূলং সমাহিতং সম্যক্ আ সমন্তাৎ হিতং যস্য তস্মিন্।

১৬। লো-টী। মধুরা মধুরশব্দজনকত্বাৎ, শ্লক্ষ্ণা মনোহরাঃ নারদযোজিতাঃ নারদেনেব যোজিতাঃ। 'তা মে বাং পূর্ব্বদর্শিতা' ইতি পাঠে মে ময়া বাং যুবাং পূর্ব্বং দর্শিতাঃ শিক্ষিতাঃ।

১৭। লো-টী। আদৌ প্রভৃতি 'আদ্যপ্রভৃতি' ইতি বা পাঠঃ।

✓ তোমরা ধনাকাঙ্ক্ষায় স্বল্পমাত্রও লোভ করিবে না, অর্থ না লইয়া ফল-মূল ভোজন করত সর্ব্বদা আশ্রমে বাস করিবে ॥ ১৪ ॥

বৎসগণ, যদি মহারাজ কাকুৎস্থ রামচন্দ্র তোমাদিগকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাঁহাকে বলিবে যে 'আমরা বাল্মীকির শিষ্য' ॥ ১৫ ॥

তোমরা [অগ্রে] এই সুমধুর বীণা-তন্ত্রী এবং পূর্ব্বোপদিষ্ট স্বরস্থান সংমূর্চ্ছিত করিয়া (অর্থাৎ আরোহ-অবরোহক্রমে সুর যোজনা করিয়া) তার পর মহারাজের সম্মুখে সুমধুরভাবে গান করিবে ॥ ১৬ ॥

রাজা ধর্ম্মতঃ সমস্ত প্রাণীর পিতা, সুতরাং মহারাজকে অবজ্ঞা না করিয়া [তাঁহার নিকট] প্রথম হইতেই গান করিবে ॥ ১৭ ॥

১। ছ '-স্তাবন্ন'। ২। ছ '-ব্যং হ্যা-'। ৩। ছ '-চ্চ'। ৪। ছ 'যুবাং'। ৫। ছ 'সুতাবিতি'। ৬। ছ 'বক্তব্যঃ স তু বাল্মীকেঃ শিষ্যাবিত্যেব বালকৌ'। ৭। ছ 'ইমাং তন্ত্রীং'। ৮। ছ '-ন্নাং পুরা নারদদর্শিতাম'। ৯। ছ 'গায়েতাং তদনন্তরম্'। ১০। ছ 'আদৌ প্রভৃতি গাতব্যং'। ১১। অতঃ পরং ছ 'বাল্মীকিঃ পরমোদারস্তূষ্ণীমাসীন্মহাযশাঃ'। ইত্যধিকম্।

[১] তদ্ যুবাং হৃষ্টমনসৌ শ্বঃ প্রভাতে সমাহিতৌ।
গায়েতং মধুরং গেয়ং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্ ॥ ১৮ ॥
ইতি সন্দিশ্য বহুধা মুনিঃ প্রাচেতসঃ শুভম্।
[২] বাল্মীকিঃ পরমোদারস্তূষ্ণীমাসীন্মহাযশাঃ ॥ ১৯ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে কুশলবানুশাসনং নাম
শততমঃ সর্গঃ ॥ ১০০ ॥

১৮। লো-টী। তন্ত্রীর্বীণাগুণঃ তত্র যো লয়ো মূর্চ্ছা তেন সন্বিতং গেয়ং গীতম্।

১৯। লো-টী। প্রকৃষ্টং চেতো জ্ঞানং যস্য সঃ প্রচেতাঃ স্বার্থে তৃণ, প্রচেতসঃ প্রকৃষ্টজ্ঞানী।

[লো-টী।] ভৃগুপুত্রেণ চ্যবনেন সংস্কৃতৌ সন্তৌ হবিগ্র্রহণায় যোগ্যৌ কৃতৌ তথা এতাবপি গানে।

কুশলবানুশাসনম্ ॥ ১০০ ॥

তোমরা আগামী কল্য প্রভাতে সমাহিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে তন্ত্রীলয়-সংযোগে সুমধুরভাবে তাহা গান করিবে ॥ ১৮ ॥

মহাযশস্বী পরমোদার-চরিত প্রাচেতস বাল্মীকি মুনি এইরূপ বহু উপদেশ দিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন ॥ ১৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে কুশলবানুশাসন নামক
১০০তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

১। ছ 'তথেতি চাজ্ঞাং হৃদয়ে তৌ যুবাং হৃষ্টমানসৌ'। ২। অস্যার্দ্ধস্য স্থানে...'কুমারকৌ নিধায় বাণীমৃষিভাবিতাং শুভাম্,. সমুৎসুকৌ তাঞ্চ সমূষতুর্নিশাং যথাশ্বিনৌ তৌ ভৃগুপুত্রসংস্কৃতৌ।' ইতি পাঠঃ।

(১০১) একাধিকশততমঃ সর্গঃ

১
ততো রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং স্নাতৌ হুতহুতাশনৌ।

যথোক্তমৃষিণা পূর্ব্বং তত্র তত্রাভ্যগায়তাম্ ॥ ১ ॥

২
তাঞ্চ শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ কথাং দিব্যাদ্ভুতোপমাম্।

অপূর্ব্বাং পাঠজাতিঞ্চ গেয়েন সমভিপ্লুতাম্ ॥ ২ ॥

স্বরৈশ্চ সপ্তভির্ব্বদ্ধাং তন্ত্রীলয়সমন্বিতাম্।

৩
বালয়ো রাঘবঃ শ্রুত্বা কৌতূহলপরোঽভবৎ ॥ ৩ ॥

অথ কর্ম্মান্তরে রাজা সমাহূয় মহামুনীন্।

পার্থিবাংশ্চ নরব্যাঘ্রঃ পণ্ডিতান্ নৈগমাংস্তথা ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। ব্যুষ্টায়াং প্রভাতায়াং হুতো হুতাশনো যাভ্যাং তৌ।

২। লো-টী। তাং পূর্ব্বচর্য্যাং রামস্য পূর্ব্বাচরণম্ অপূর্ব্বং যথা তথা। 'অপূর্ব্বা'মিতি বা পাঠঃ। পাঠঃ পঠনং তদ্যুক্তা জাতিশ্ছন্দো যত্র তাম্, 'জাতিশ্ছন্দসি সামান্যে' ইতি বিশ্বঃ। গেয়েন গানেন সমভিপ্লুতাং ব্যাপ্তাম্।

৩। লো-টী। সপ্তভিঃ ষড়্জাদিভিঃ বদ্ধাং নিবদ্ধাম্।

৪-৭। লো-টী। কর্ম্মান্তরে কর্ম্মাবসরে। শব্দে শব্দশাস্ত্রে। কলামাত্রাবিভাবজ্ঞান্

পরে রজনী প্রভাত হইলে তাঁহারা (কুশ এবং লব) স্নান এবং হোম করিয়া মহর্ষি বাল্মীকির পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানসমূহে গান করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র সেই রমণীয় আশ্চর্য্যোপম অপূর্ব্ব উচ্চারণ এবং ছন্দোযুক্ত সুর-লয়-সমন্বিত [স্বীয় চরিত্র-] কথা (সঙ্গীত) শ্রবণ করিলেন ॥ ২ ॥

রামচন্দ্র সপ্তস্বরবদ্ধ তন্ত্রীলয়সমন্বিত বালকদ্বয়ের সেই গান শ্রবণ করিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন ॥ ৩ ॥

পরে নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ রামচন্দ্র কার্য্যের অবসরে মহামুনিগণ, নৃপতিবর্গ,

১। ছ 'তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং'। ২। ছ 'পূর্ব্বচর্য্যাং ততস্ততঃ'। ৩। ছ '-মুপেয়িবান্'।

স্বরাণাং লক্ষণজ্ঞাংশ্চ উৎসুকান্ দ্বিজপুঙ্গবান্।
পদাক্ষরসমাসজ্ঞান্ শব্দে চ পরিনিষ্ঠিতান্ ॥ ৫ ॥
কালমাত্রাবিভাবজ্ঞান্ জ্যোতিষে চ পরং গতান্।
ক্রিয়াকল্পবিদশ্চৈব তথা বাক্যবিদো দ্বিজান্ ॥ ৬ ॥
ভাষাজ্ঞান্ নিগমজ্ঞাংশ্চ গীতনৃত্যবিশারদান্।
পৌরাণিকাংশ্চ বিবিধান্ যে চ বৃদ্ধা দ্বিজাতয়ঃ।
এতান্ সর্ব্বান্ সমাহূয় গাতারৌ সমবেশয়ৎ ॥ ৭ ॥
উপবিষ্টা ঋষিগণা রাজানশ্চ মহৌজসঃ।
পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং পশ্যন্তি স্ম কুশীলবৌ ॥ ৮ ॥

কলা শিল্পাদিঃ, তস্যা মাত্রা অবয়বঃ, তদ্বিভাবনজ্ঞান্, অবয়বস্তু যাবতা পরিপুষ্টতা। যদ্বা, গীতস্য রাগস্য বা কলা অংশঃ, মাত্রা তস্যা অপি অংশঃ, গীতরাগয়োরংশাংশয়োরুদ্ভাবনজ্ঞানিত্যর্থঃ। যদ্বা, কলামাত্রয়ো রাগতদংশয়োর্বিভাবজ্ঞান্ পরিচয়জ্ঞান্ নির্ণয়জ্ঞানিত্যর্থঃ। 'বিভাবঃ স্যাৎ পরিচয়ে কামস্যোদ্দীপনাদিষ্বি'তি কোষঃ। পরং পারম্। ক্রিয়াকলাবিদঃ ক্রিয়াবিদঃ কলাবিদশ্চ বৌধায়নাদিকৃতকল্পসূত্রবিদশ্চ নিগদান্ গদ্যপাঠশীলান্ বিবিধান্ নানাপুরাণজ্ঞানিত্যর্থঃ। এতান্ সমাহূয় সমানীয় চেতি সার্দ্ধচতুর্ভিরন্বয়ঃ।

পণ্ডিতবৃন্দ, পুরবাসিবর্গ, স্বরলক্ষণাভিজ্ঞ সঙ্গীত-শ্রবণোৎসুক ব্রাহ্মণগণ, শব্দশাস্ত্র-বিশারদ পদ, বর্ণ ও সমাসাভিজ্ঞ কাল-মাত্রা-বিভাবজ্ঞ জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী কার্য্যজ্ঞ এবং কল্পসূত্রাভিজ্ঞ ও বাক্যবিদ্ ব্রাহ্মণগণ, ভাষাভিজ্ঞ বেদজ্ঞ নৃত্য-গীতবিশারদ বিবিধপুরাণজ্ঞ পণ্ডিতগণ এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, ইঁহাদের সকলকে আনয়নপূর্ব্বক গায়কযুগলকে প্রবেশিত করিলেন ॥ ৪-৭ ॥

ঋষিগণ এবং মহাতেজস্বী নৃপতিগণ উপবেশন করিয়া কুশীলবযুগলকে যেন নয়নযুগলদ্বারা পান করিয়াই অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

১। ছ '-জ্ঞাংস্তু'। ২। ছ 'তথাজ্ঞান্'। ৩। ছ 'কলা-'। ৪। ছ 'পরিনিষ্ঠিতান্'। ৫। ছ 'জনান্'। ৬। ছ 'নিগমাংশ্চৈব'। ৭। ছ 'যে চ পৌরাণিকা বৃদ্ধা যজ্ঞে'। ৮। ছ 'এবং'। ৯। ছ 'মহাবলাঃ'। ১০। ছ '-স্তশ্চ'।

উচুঃ পরস্পরঞ্চৈব সর্ব্ব এব সমাগতাঃ।
উভৌ রামস্য সদৃশৌ বিম্বাদ্ বিম্বমিবোদ্ধৃতৌ ॥ ৯ ॥
জটিনৌ যদি ন স্যাতাং ন [1]বল্কলধরৌ যদি।
বিশেষো নাধিগম্যেত [2]অনয়ো রাঘবস্য চ ॥ ১০ ॥
তেষাং সংবদতামেবং শ্রোতৃণাং বিস্মিতাত্মনাম্।
[3]গেয়মারেভতুস্তত্র তাবুভৌ মুনিদারকৌ ॥ ১১ ॥
ততঃ প্রবৃত্তং মধুরং গান্ধর্ব্বমতিমানুষম্।
শ্লোকৈ রামায়ণং বদ্ধং বিচিত্রপদমর্থবৎ[4] ॥ ১২ ॥
প্রবৃত্তমাদিতঃ [5]পূর্ব্বং সর্ব্বং নারদদর্শিতম্।
ততঃ প্রভৃতি সর্গাংশ্চ বিংশতিং [6]তাবগায়তাম্ ॥ ১৩ ॥

৯। লো-টী। বিম্বাদ্বিম্বৌ প্রতিবিম্বৌ উদ্গতৌ জাতৌ।

১২। লো-টী। গন্ধর্ব্বমেব গান্ধর্ব্বং গীতম্। 'গন্ধর্ব্বঞ্চ স্মৃতং গীতং গন্ধর্ব্বো দেবপুঙ্গব' ইতি ধ্বনিঃ। অতিমানুষমতিক্রান্তমানুষম্। তদেব বিবৃণোতি—শ্লোকৈরিতি।

১৩। লো-টী। নারদদর্শনং সর্গম্ আদিতঃ আদিং কৃত্বা।

সমাগত সকলে পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, বিম্ব হইতে উদ্ধৃত প্রতিবিম্বের ন্যায় ইহারা উভয়েই রামের অনুরূপ ॥ ৯ ॥

এই বালকদ্বয় যদি জটাধারণ এবং বল্কল পরিধান না করিত, তবে ইহাদের এবং রামচন্দ্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দ্ধারণ করা যাইত না ॥ ১০ ॥

সেই শ্রোতৃবর্গ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে সেই মুনিবালকদ্বয় গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১ ॥

পরে আশ্চর্য্যজনক বিচিত্র পদ এবং অর্থযুক্ত শ্লোকবদ্ধ অলৌকিক সুমধুর রামায়ণ-গান আরম্ভ হইল ॥ ১২ ॥

প্রথম সর্গে নারদমুনি কর্ত্তৃক সমগ্র রামচরিত্র পূর্ব্বেই [সংক্ষেপে] কীর্ত্তিত হইয়াছে, তথা হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশতি সর্গ পর্য্যন্ত তাঁহারা গাহিলেন ॥ ১৩ ॥

১। ছ 'বা বল্কলধারিণৌ'। ২। ছ 'রাঘবস্যাথ বালয়োঃ'। ৩। ছ 'উপচক্রমতুর্গাতুং'। ৪। অতঃ পরং ছ 'ন তু তৃপ্তিঃ যযুঃ সর্ব্বে শ্রোতারো গেয়সম্পদা' ইত্যধিকম্। ৫। ছ 'কৃত্বা সর্গং নারদদর্শনম্'। ৬। অতঃ পরং ছ 'স্বরৈশ্চ সপ্তভির্বদ্ধান্ তন্ত্রীলয়সমন্বিতান্' ইত্যধিকম্।

১
ততোঽপরাহ্নসময়ে রাঘবঃ সমভাষত।

২
শ্রুত্বা বিংশতিসর্গাংস্তান্ ভ্রাতরং ভ্রাতৃবৎসলঃ ॥ ১৪ ॥

আভ্যাং দশ সহস্রাণি সুবর্ণস্য কৃতাকৃতম্।

প্রযচ্ছ শীঘ্রং কাকুৎস্থ যদন্যদভিকাঙ্ক্ষিতম্ ॥ ১৫ ॥

এবমুক্তস্তু রামেণ ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ।

যচ্চাজ্ঞপ্তং নরেন্দ্রেণ তৎ তাভ্যাং দাতুমুদ্যতঃ ॥ ১৬ ॥

৪
দীয়মানং সুবর্ণন্তু ন তৌ জগৃহতুস্তদা।

৫
উচতুশ্চ মহাত্মানৌ কিং ধনেন বিশাম্পতে ॥ ১৭ ॥

বন্যেন ফলমূলেন নিরতানাং বনৌকসাম্।

৬
কিমস্মাকং হিরণ্যেন সুবর্ণেনাপি বা নৃপ ॥ ১৮ ॥

১৮। গো টী। নিরতানাং সুখিনাম্, হিরণ্যেন ধনেন।

ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্রও বিংশতি সর্গ শুনিয়া তার পর অপরাহ্ণ সময়ে ভ্রাতাকে বলিলেন—॥ ১৪ ॥

কাকুৎস্থ, এই গায়কযুগলকে দশসহস্র সুবর্ণমুদ্রা এবং আহৃত বা অনাহৃত যাহা যাহা ইহাদের অভিলষিত, সেই সমস্ত শীঘ্র প্রদান কর ॥ ১৫ ॥

রামচন্দ্র কৈকেয়ীনন্দন ভরতকে এইরূপ বলিলে ভরত মহারাজের আদেশানুসারে সেই সমস্ত উহাদিগকে দিতে উদ্যত হইলেন ॥ ১৬ ॥

সেই মহাত্মা গায়কযুগল দীয়মান সুবর্ণ গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, মহারাজ, ধনের দ্বারা কি হইবে ? ॥ ১৭ ॥

রাজন্, বন্য ফলমূলে সুখী বনবাসী আমাদের ধন বা সুবর্ণে কি প্রয়োজন ? ॥ ১৮ ॥

১। ছ 'তথাপ'। ২। ছ '-সম্'। ৩। ছ 'কৈ-'। ৪। ছ 'ঞ্চ'। ৫। ছ 'হিরণ্যেন কি করিষ্যাব ইত্যপি'। ৬। ছ 'রাঘব'।

তথা তয়োঃ প্রব্রুবতোঃ কৌতূহলসমন্বিতাঃ।[১]
রাঘবস্তে চ রাজানঃ শ্রোতারস্তত্র চাপরে ॥ ১৯ ॥
[২]বিস্ময়ং পরমং গত্বা মুহূর্ত্তং ধ্যানতৎপরঃ।
তয়োরাগমনং[৩] রামঃ কাব্যস্য[৪] চ সমুদ্ভবম্।
[৫]প্রমাণঞ্চৈব পপ্রচ্ছ তৌ তদা মুনিদারকৌ ॥ ২০ ॥
কস্মিন্নিষ্ঠাগতং[৬] কাব্যং কুতশ্চৈব প্রবর্ত্তিতম্।[৭]
[৮]কেন চৈব কৃতং বৎসৌ কেন চৈব প্রকাশিতম্ ॥ ২১ ॥
কর্ত্তা কাব্যস্য মহতঃ ক্ব চাসৌ মুনিপুঙ্গবঃ।
পৃচ্ছন্তমেবং কাকুৎস্থং তাবূচতুরতন্দ্রিতৌ[৯] ॥ ২২ ॥

২০। লো-টী। সমুদ্ভবং কস্তোপদেশেন উৎপত্তিং প্রমাণং কতিপ্রমাণং কতিসংখ্যাকমিতি যাবৎ।

২১। লো-টী। কস্মিন্নিষ্ঠাগতং কেন সম্যগধীতং কুতঃ কস্মাৎ প্রবর্ত্তিতং বিস্তারং প্রাপ্তম্, কেন হেতুনা, অতন্দ্রিতৌ নিরলসৌ।

সেই বালকদ্বয় এইরূপ বলিলে রামচন্দ্র এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গ ও তত্রত্য শ্রোতৃবর্গ কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন ॥ ১৯ ॥

রামচন্দ্র পরম বিস্ময়ান্বিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া তাহাদের আগমনের কারণ এবং কাব্যের উৎপত্তি ও পরিমাণ সেই মুনিবালকদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—॥ ২ ॥

বৎসগণ, এই কাব্য কে উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন, কোথা হইতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং কে ইহা রচনা করিয়াছেন ও কিজন্য ইহা প্রচারিত হইয়াছে? এই মহাকাব্যের প্রণেতা মুনিপুঙ্গব কোথায়? কাকুৎস্থ রামচন্দ্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সেই অনলস মুনিবালকদ্বয় বলিলেন—॥ ২১-২২ ॥

১। ছ 'সর্ব্ব এব সুবিস্মিতাঃ'। ২। ছ ইদমর্দ্ধং নাস্তি। ৩। ছ 'শ্চা-'। ৪। ছ 'মহদদ্ভুতম্'। ৫। ছ 'কিংপ্রমাণমিদং কাব্যমিতি পপ্রচ্ছ তাবুভৌ'। ৬। ছ '-ষ্ঠাং'। ৭। ছ 'প্রকাশিতম্'। ৮। ছ ইদমর্দ্ধং নাস্তি। ৯। ছ '-হমূচতুস্তাবনিন্দিতৌ'।

আবাং বাল্মীকিশিষ্যৌ তু তেন সার্দ্ধমিহাগতৌ।
রাজংস্তবেদং চরিতং প্রোক্তং বাল্মীকিনা শুভম্ ॥ ২৩ ॥
আদিপ্রভৃতি[১] রাজেন্দ্র পঞ্চ সর্গশতানি চ।
নিবদ্ধানি সহস্রাণি শ্লোকানাং পঞ্চবিংশতিঃ।
উপাখ্যানশতঞ্চাত্র[২] ভার্গবেণ যশস্বিনা ॥ ২৪ ॥
তব জন্ম চ কাকুৎস্থ মৃত্যুর্দ্দশরথস্য চ।
পরিক্রিয়া[৩] চ যা চৈব তথা দারাপকর্ষণম্ ॥ ২৫ ॥
বালিনশ্চ বধো ঘোরঃ সাগরে সেতুবন্ধনম্।
সহ রাক্ষসকোটীভী[৪] রাবণস্য বধো মহান্।
এতৎ সর্ব্বং ভগবতা কাব্যেঽস্মিন্ নিহিতং নৃপ[৫] ॥ ২৬ ॥

২৩। লো-টী। শুভমিতি পাঠঃ। 'প্রোক্ত'মিতি পাঠে তেন কৃতম্ আবাভ্যাং প্রোক্তম্।
[লো-টী।] তব জীবিতং যাবৎ তব জীবিতং জন্ম অবধীকৃত্য যৎ শুভাশুভং কৃতং তস্য ইদং রামায়ণং প্রতিষ্ঠা আস্পদম্ আশ্রয় ইত্যর্থঃ।
২৪। লো-টী। নিবদ্ধানীতি ইত্যার্ষে রামায়ণে ইত্যপেক্ষয়া ভার্গবেণ বাল্মীকিনা।
২৫। লো-টী। তব দশরথস্য চ পরিক্রিয়া সর্ব্বতোভাবেন কর্ম্ম নিহিতং সমর্পিতম্।

মহারাজ, আমরা বাল্মীকির শিষ্য এবং তাঁহার সহিত এইস্থানে আসিয়াছি, আপনার এই মনোরম জীবনচরিত বাল্মীকিকর্ত্তৃক বিরচিত ॥ ২৩ ॥

রাজেন্দ্র, এই মহাকাব্যে যশস্বী ভৃগুবংশীয় বাল্মীকি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশতি সহস্র শ্লোক, পাঁচশত সর্গ এবং এক শত উপাখ্যান নিবদ্ধ করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

হে কাকুৎস্থ, ভগবান্ বাল্মীকি এই মহাকাব্যে আপনার জন্মবৃত্তান্ত, মহারাজ দশরথের মৃত্যু, [আপনার] পর্য্যটন, দারাপহরণ, বালিবধ, সমুদ্রে সেতুবন্ধন, কোটী কোটী রাক্ষসের সহিত রাবণবধ—এই সমস্ত নিবদ্ধ করিয়াছেন ॥ ২৫-২৬ ॥

১। ছ 'আদৌ'। ২। অতঃ পরং ছ 'প্রহৃষ্টাবূচতুস্তত্র পুরো রামস্য দারকৌ' ইত্যধিকম্। ৩। ছ 'বনবাসশ্চ রামস্য তথা সুগ্রীবদর্শনম্'। ৪। ছ 'রাবণস্য বধশ্চৈব সর্ব্বমত্র নরাধিপ'। ৫। অতঃ পরং ছ 'আবয়োরুপাদিষ্টঞ্চ আবাভ্যাং চাভিভাবিতম্'। ইত্যধিকম্।

যদি বুদ্ধিঃ কৃতা রাজন্ শ্রবণে তে কুতূহলম্[১]।
কর্ম্মান্তরে ক্ষণীভূতঃ শৃণু[২] রাজন্ মহামতে ॥ ২৭ ॥
এবমুক্ত্বা[৩] তু কাকুৎস্থং তত্র তৌ মুনিদারকৌ।
অভিচক্রম[৪]তুর্ব্বাসং যত্র বাল্মীকিরাবসৎ ॥ ২৮ ॥
রামোঽপি মুনিভিঃ সার্দ্ধং পার্থিবৈশ্চ মহাত্মভিঃ।
অহো গীতমিতি প্রোচ্য কর্ম্ম[৫]শালামুপাগমৎ ॥ ২৯ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে গীতশ্রবণং নাম
একাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০১ ॥

২৭। লো-টী। ক্ষণীভূতঃ অবসরবান্ ভূত্বা।

গীতশ্রবণম্ ॥ ১০১ ॥

মহামতে রাজন্, আপনার যদি এই কাব্যশ্রবণে ইচ্ছা এবং কৌতূহল হইয়া থাকে, তবে কার্য্যের অন্তরালে অবসর করিয়া ইহা শ্রবণ করুন ॥ ২৭ ॥

সেই মুনিবালকদ্বয় রামচন্দ্রকে এইরূপ বলিয়া যে-স্থানে বাল্মীকিমুনি বাস করিতেছিলেন সেইস্থানে গমন করিলেন ॥ ২৮ ॥

রামচন্দ্রও মুনিগণ এবং মহাত্মা নৃপতিগণের সহিত 'আহা কি সুন্দর গান'! এই কথা বলিয়া যজ্ঞশালায় গমন করিলেন ॥ ২৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে গীতশ্রবণ-নামক
১০১তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০১ ॥

১। ছ '-হলাৎ'। ২। ছ 'ততঃ শৃণু মহদ্যুতে'। ৩। ছ 'যথাবন্মুনি-'। ৪। ক 'চক্রামতু-'। ৫। ছ '-বিশৎ'।

(১০২) দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ

[১]অহানি সুবহূন্যেবং রামো গীতমনুত্তমম্।
শুশ্রাব মুনিভিঃ সার্দ্ধং পার্থিবৈশ্চ মহাত্মভিঃ ॥ ১ ॥
কৌশল্যা চ সুমিত্রা চ কেকয়ী[২] মাতরশ্চ যাঃ।
প্রগৃহ্য বাহূন্ দুঃখার্ত্তা রুরুদুস্তা[৩] মহাস্বনম্ ॥ ২ ॥
[৪]সুগ্রীবো হনুমাংশ্চৈব নলো নীলস্তথাঙ্গদঃ।
বর্ত্তমানমিবাতীতং তস্মিন্ গীতে সমর্থয়ন্ ॥ ৩ ॥
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্যপঃ।
এতে ধ্যানপরাঃ সর্ব্বে বিশ্বামিত্রশ্চ কৌশিকঃ ॥ ৪ ॥

২। লো-টী। কৌশল্যাপ্রভৃতয়ঃ স্ত্রিয়ঃ সীতানির্ব্বাসগীতং শ্রুত্বা এতৌ চ সীতাপুত্রৌ বিজ্ঞায় রুরুদুরিত্যর্থঃ।

৩। লো-টী। অতীতমপি রামচরিতং বর্ত্তমানমিব সমর্থয়ন্ অমংস্যন্ত অড়াগমাভাব আর্ষঃ।

এইরূপে রামচন্দ্র মুনিগণ এবং মহাত্মা নৃপতিগণের সহিত বহুদিন যাবৎ অত্যুত্তম [রামায়ণ-] গান শ্রবণ করিলেন ॥ ১ ॥

কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রা প্রভৃতি মাতৃগণ দুঃখে কাতর হইয়া বাহু ধারণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

সুগ্রীব, হনুমান্, নল, নীল এবং অঙ্গদ সেই গান শ্রবণে অতীত রামচরিত্রকে যেন বর্ত্তমান বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ এবং কৌশিক বিশ্বামিত্র, ইঁহারা সকলে চিন্তান্বিত হইলেন ॥ ৪ ॥

১। অস্য শ্লোকস্য স্থানে ছ 'শ্রুত্বা রামাশ্রিতং কাব্যং (?) প্রমুদিতো জনঃ' ইতি পাঠঃ। ২। ছ 'কৈকেয়ী বানরাশ্চ যে'। অতঃ পরং ছ 'সুগ্রীবো হনুমাংশ্চৈব নলো নীলস্তথাঙ্গদঃ। বর্ত্তমানমিবাতীতং তস্মিন্ গীতে সমুন্নয়ন্' ইত্যধিকম্। ৩। ছ '-শ্চ'। ৪। ছ অত্রায়ং শ্লোকো নাস্তি।

[১]তথা প্ররুদতাং তেষাং সর্ব্বেষাঞ্চ মুহুর্ম্মুহুঃ।
কর্ম্মান্তরেষু তদ্ গেয়মনুপ্রাপ্তং যশস্করম্ ॥ ৫ ॥
তস্মিন্ গীতেঽথ বিজ্ঞায় সীতাপুত্রৌ কুশীলবৌ।
তস্যাঃ পরিষদো মধ্যে রামো [২]বাক্যমুবাচ হ ॥ ৬ ॥
শত্রুঘ্নং বীর্য্যসম্পন্নং হনুমন্তঞ্চ বানরম্।
বিভীষণঞ্চ [৩]ধর্ম্মজ্ঞং [৪]সুষেণঞ্চ পরন্তপম্ ॥ ৭ ॥
ভগবন্তং মহাত্মানং বাল্মীকিমৃষিসত্তমম্।
আনয়ধ্বমিহোদারং সসীতং দেবসন্নিভম্ ॥ ৮ ॥
অস্যাঃ পরিষদো মধ্যে [৫]প্রত্যয়ং জনকাত্মজা।
দদাতু [৬]শুদ্ধিবিধিবদনুমান্য মহামুনিম্ ॥ ৯ ॥

৮। লো-টী। কিমব্রবীৎ তদাহ—ভগবন্তমিত্যাদি বাল্মীকিবিশেষণম্। উদারং মহান্তম্, 'মহোদার'মিতি বা পাঠঃ।

৯। লো-টী। শুদ্ধিং দদাতু কিংভূতাম্? প্রত্যয়মাত্মবিশ্বাসরূপাম্। 'প্রত্যয়োঽধীন-শপথ-জ্ঞান-বিশ্বাস-হেতুষ্বি'ত্যমরঃ।

তাঁহাদের সকলের পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে করিতে সেই প্রশংসাজনক গান কর্ম্মান্তরে (অর্থাৎ দুঃখজনক আখ্যান হইতে আখ্যানান্তরে) উপনীত হইল ॥ ৫ ॥

পরে রামচন্দ্র সেই গানের মধ্যে কুশ এবং লবকে সীতার পুত্র বলিয়া অবগত হইয়া সেই সভামধ্যে বলবান্ শত্রুঘ্ন, বানর হনুমান্, ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ এবং শত্রুপীড়ক সুষেণকে বলিলেন,—উদারচেতাঃ দেবতুল্য ঋষিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা ভগবান্ বাল্মীকি-মুনিকে সীতার সহিত এইস্থানে আনয়ন কর ॥ ৬-৮ ॥

জনকনন্দিনী সীতা মহামুনি বাল্মীকির অনুমতি লইয়া এই সভামধ্যে শুদ্ধি-বিধি অনুসারে [নিজের পবিত্রতা সম্পর্কে] প্রমাণ দান করুন ॥ ৯ ॥

১। ছ। অস্য শ্লোকস্য স্থানে ছ 'রামো বহুস্তহান্তেবং তদ্গীতং পরমাদ্ভুতম্। শুশ্রাব মুনিভিঃ সার্দ্ধং রাক্ষসৈশ্চ সবানরৈঃ।' ইতি পাঠঃ। ২। ছ '-মথাব্রবীৎ'। ৩। ছ 'সুগ্রীবং'। ৪। ছ 'বিমর্দ্দনম্'। ৫। ছ ,প্রত্যক্ষং'। ৬। ছ '-দ্ধিং'।

১
ছন্দং মুনেস্তু বিজ্ঞায় সীতায়াশ্চ মনোগতম্।
২
প্রত্যয়ং দাতুকামায়াস্ততঃ শংসত মাচিরম্ ॥ ১০ ॥
শ্বঃ প্রভাতে তু শপথং মৈথিলী জনকাত্মজা।
করোতু পরিষন্মধ্যে চারিত্রং প্রতি সা পুনঃ ॥ ১১ ॥
শ্রুত্বা তু রাঘবস্যেদং বচঃ পরমমদ্ভুতম্।
৩
জগ্মুস্তে ত্বরিতাস্তত্র যত্র প্রাচেতসো মুনিঃ ॥ ১২ ॥
তে প্রণম্য মহাত্মানং জ্বলন্তমিব পাবকম্।
ঊচুস্তে রামবাক্যানি মৃদূনি রুচিরাণি চ ॥ ১৩ ॥
৪
তেষাঞ্চ বচনং শ্রুত্বা রামস্য চ মনোগতম্।
বিজ্ঞায় সুমহাতেজা মুনির্ব্বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। ছন্দমভিপ্রায়ং 'অভিপ্রায়বশৌ ছন্দা'বিত্যমরঃ। শংসত সর্ব্বান্ কথয়ত ইত্যর্থঃ। প্রত্যয়ং বিশ্বাসম্।

১১। লো-টী। পুনশ্চারিত্র্যং বৃত্তং প্রতি শপথং পরীক্ষাং করোতু। 'চারিত্র্যং প্রতিপাদ্য ন' ইতি পাঠে নোঽস্মাকং চারিত্র্যং প্রতিপাদ্য স্থাপয়িত্বা।

বাল্মীকিমুনির অভিপ্রায় এবং প্রমাণদান বিষয়ে সীতার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া অবিলম্বে আমাকে জানাও ॥ ১০ ॥

আগামী কল্য প্রাতঃকালে মিথিলারাজনন্দিনী জানকী সভামধ্যে পুনরায় তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে শপথ করুন ॥ ১১ ॥

তাঁহারা রামচন্দ্রের অতিশয় অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া বাল্মীকিমুনির নিকটে দ্রুত গমন করিলেন ॥ ১২ ॥

তাঁহারা জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় মহাত্মা বাল্মীকিকে প্রণাম করিয়া রামচন্দ্রের কোমল মধুর কথাগুলি বলিলেন ॥ ১৩ ॥

তাঁহাদের কথা শুনিয়া এবং রামচন্দ্রের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া মহাতেজস্বী বাল্মীকিমুনি বলিলেন—॥ ১৪ ॥

১। ছ '-শ্চ'। ২। ছ '-শুদ্ধা'। ৩। ক 'প্রচে-'। ৪। ছ '-স্তু'।

এবং ভবতু বো[১] ভদ্রং যথা বদতি[২] রাঘবঃ।
তথা করিষ্যতে সীতা দৈবতং হি পতিঃ স্ত্রিয়ঃ[৩] ॥ ১৫ ॥
তথোক্তা ঋষিণা[৪] সর্ব্বে রামদূতা মহৌজসঃ।
প্রত্যেত্য সর্ব্বং রামায় মুনের্ব্বাক্যমবেদয়ন্ ॥ ১৬ ॥
ততঃ প্রহৃষ্টঃ কাকুৎস্থঃ শ্রুত্বা বাক্যং মহামুনেঃ।
সর্ব্বানেব[৫] মহর্ষীংস্তান্ নৃপতীংশ্চাভ্যভাষত ॥ ১৭ ॥
মুনয়শ্চ সশিষ্যা বৈ সানুগাশ্চ[৬] নরাধিপাঃ।
পশ্যন্তু সীতাশপথং যশ্চান্যোঽপীহ কাঙ্ক্ষতে[৭] ॥ ১৮ ॥
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
সর্ব্বেষামৃষিমুখ্যানাং[৮] সাধুবাদো মহানভূৎ ॥ ১৯ ॥

১৬। লো-টী। প্রত্যেত্য আগত্য।

ইহাই হউক, তোমাদের মঙ্গল হউক, পতিই স্ত্রীলোকের দেবতা, সুতরাং রামচন্দ্র যেরূপ বলিতেছেন সীতাদেবী তাহাই করিবেন॥ ১৫ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি এইরূপ বলিলে মহাবীর রামচন্দ্রের দূতগণ আসিয়া মুনির বাক্য সমস্ত তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন॥ ১৬ ॥

অনন্তর রামচন্দ্র মহামুনি বাল্মীকির কথা শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দিত হইয়া সমস্ত মহর্ষিগণ এবং রাজগণকে বলিলেন—॥ ১৭ ॥

শিষ্যগণের সহিত মুনিগণ ও অনুচরগণের সহিত রাজগণ এবং অন্য যে কেহ ইচ্ছা করেন, সকলেই সীতার শপথ অবলোকন করুন॥ ১৮ ॥

মহাত্মা রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া সেই মহর্ষিগণের মধ্যে অতিশয় ‘সাধু সাধু’ ধ্বনি উত্থিত হইল॥ ১৯ ॥

১। ছ ‘ভদ্রং বো’। ২। ছ ‘ভূষ্যতি’। ৩। ছ ‘স্ত্রিয়াঃ’। ৪। ছ ‘মুনিনা’। ৫। ছ ‘ঋষীন্ সর্ব্বান প্রমুদিতান্ পার্থিবাং-’। ৬। ছ ‘রাজানশ্চ সহানুগাঃ’। ৭। ছ ‘-তি’। ৮। ছ ‘-কায়ো’।

রাজানশ্চ নরব্যাঘ্রং প্রশশংসূ রঘূত্তমম্।
উপপন্নং রঘুশ্রেষ্ঠ ত্বয্যেতদিতি চাব্রুবন্ ॥ ২০ ॥
এবং বিনিশ্চয়ং কৃত্বা শ্বো ভূত ইতি রাঘবঃ।
বিসর্জ্জয়ামাস[১] তদা সর্ব্বাংস্তান্ শত্রুসূদনঃ ॥ ২১ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সীতাশপথনিশ্চয়ো নাম দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০২ ॥

২০। লো-টী। ত্বয়ি এবমুপপন্নং যুক্তম্। মহতো মুনীন্ নৃপাংশ্চ
সীতাশপথনির্ণয়ঃ ॥ ১০২ ॥

নৃপতিগণ রাজশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন, রঘুশ্রেষ্ঠ, এইরূপ কার্য্য কেবল আপনাতেই সম্ভব ॥ ২০ ॥

শত্রুদমনকারী রামচন্দ্র 'আগামী কল্য ইহা হইবে' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাঁহাদের সকলকে বিদায় দিলেন ॥ ২১ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সীতাশপথনিশ্চয়-নামক ১০২তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০২ ॥

১। অন্তর্দ্ধস্ত স্থানে ছ 'ঋষীংশ্চ পার্থিবাংশ্চৈব গাত্তারৌ চ ব্যসর্জ্জয়ৎ। ইতি সংপ্রবিচার্য্য রাজসিংহঃ শ্বোভূতে শপথস্ত নিশ্চয়ম্ বিসসর্জ্জ মুনীন্ নৃপাংশ্চ সর্ব্বান্ স মহাত্মা মহতো মহানুভাবঃ'। ইত্যধিকম্।

(১০৩)ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ

তস্যাং রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং যজ্ঞবাটং গতো নৃপঃ।
[১]সর্ব্বানানায়য়ামাস মহর্ষীন্ রঘুনন্দনঃ ॥ ১ ॥
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কাশ্যপঃ।
বিশ্বামিত্রো দীর্ঘতপা দুর্ব্বাসাশ্চ মহা[২]যশাঃ ॥ ২ ॥
অগস্ত্যোঽথ মহাতেজা [৩]ভার্গবশ্চৈব বামনঃ।
মার্কণ্ডেয়শ্চ দীর্ঘায়ুর্মৌদ্গল্যশ্চ মহা[৪]তপাঃ ॥ ৩ ॥
[৫]গর্গশ্চ চ্যবনশ্চাপি শতানন্দশ্চ ধর্ম্মবিৎ।
ঋচীকশ্চ মহা[৬]তেজা [৭]অগ্নিপুত্রশ্চ সুপ্রভঃ ॥ ৪ ॥
এতে চান্যে চ বহবো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
রাজানশ্চ নরব্যাঘ্রাঃ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥ ৫ ॥

[লো·টী]। শম্ভুং মুনিবিশেষম্।
৪। লো-টী। ধর্ম্মবিৎ রামঃ। 'ভাগুরি'রিতি বা পাঠঃ।

সেই রাত্রি প্রভাত হইলে মহারাজ রামচন্দ্র যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া সমস্ত মহর্ষিদিগকে আনয়ন করিলেন ॥ ১ ॥

বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, দীর্ঘতপাঃ বিশ্বামিত্র, মহাযশস্বী দুর্ব্বাসাঃ, অগস্ত্য, মহাতেজস্বী ভার্গব, বামন, দীর্ঘায়ুঃ মার্কণ্ডেয়, মহাতপাঃ মৌদ্গল্য, গর্গ, চ্যবন, ধর্ম্মজ্ঞ শতানন্দ, মহাতেজাঃ ঋচীক, অগ্নিপুত্র সুপ্রভ, ইহারা এবং কৃতব্রত (অর্থাৎ তপঃসিদ্ধ) অন্যান্য বহু মুনি এবং নরশ্রেষ্ঠ নৃপতিগণ, সকলে সমাগত হইলেন ॥ ২-৫ ॥

১। ছ '-র্ব্বাংস্তানানয়ামাস ব্রহ্মর্ষীন্'। ২। ছ '-তপাঃ'। ৩। ছ 'শম্ভুর্গার্গ্যশ্চ'। ৪। ছ '-যশাঃ'।
৫। ছ 'ভার্গবশ্চ্যবনশ্চৈব'। ৬। ছ '-ভাগো'। ৭। ছ 'বহ্নি-'।

বানরাশ্চ মহাবীর্য্যা রাক্ষসাশ্চ[১] মহাবলাঃ।
[২]সমাপেতুর্ম্মহাত্মানং সর্ব্ব এব কুতূহলাৎ ॥ ৬ ॥
নাগরশ্চ জনো[৩] মুখ্যঃ কৌতূহলসমন্বিতঃ।[৪]
সীতায়াঃ শপথং প্রেপ্সুঃ[৫] সর্ব্ব এব সমাগমৎ[৬] ॥ ৭ ॥
তথা সমাগতং[৭] সর্ব্বমশ্মভূতমিবাচলম্।
[৮]শ্রুত্বা মুনিবরস্তূর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ ॥ ৮ ॥
[৯]তমৃষিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অন্বগচ্ছদবাঙ্মুখী।
কৃতাঞ্জলির্ব্বাষ্পবতী কৃত্বা রামং মনোগতম্ ॥ ৯ ॥
[১০]দৃষ্ট্বা শ্রিয়মিবায়ান্তীং সুব্রতাং ব্রহ্মচারিণীম্।
বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ ॥ ১০

৭। লো-টী। প্রেপ্সুঃ দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ। 'শপথং দ্রষ্টু'মিতি কচিৎ পাঠঃ।

৮। লো-টী। আগতং জনম্ অচলং নিশ্চলং দৃষ্ট্বা, কমিব ? অশ্মভূতমিব অশ্মস্বরূপমিব।

১০। লো-টী। ব্রহ্মাণং চতুর্ম্মুখম্, অনুগামিনীং সরস্বতীমিব। পৃষ্ঠতঃ পৃষ্ঠে পশ্চাদিত্যর্থঃ।

মহাবলশালী বানরগণ, মহাবলবান্ রাক্ষসগণ, ইহারা সকলেই কৌতূহলবশতঃ মহাত্মা রামচন্দ্রের সমীপে আগমন করিল ॥ ৬ ॥

সীতার শপথ দেখিতে ইচ্ছুক সমস্ত শ্রেষ্ঠ নাগরিকগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তথায় আগমন করিল ॥ ৭ ॥

সমাগত সকলে [শপথ দর্শন প্রতীক্ষায়] প্রস্তরের ন্যায় নিশ্চল হইয়া আছেন শুনিয়া মুনিবর বাল্মীকি সীতার সহিত আগমন করিলেন ॥ ৮ ॥

বাষ্পাকুললোচনা জানকী মনোমধ্যে রামচন্দ্রকে ধ্যান করিতে করিতে করজোড়ে মহর্ষির পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন ॥ ৯ ॥

সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় সুব্রতা ব্রহ্মচারিণী সীতাকে বাল্মীকির

১। ছ '-সাশ্চ'। ২। ছ 'নানাদিগ্দেশজাশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ'। ৩। ছ '-নঃ সর্ব্বঃ'। ৪। অতঃ পরং ছ 'সমাপেতুর্মহাত্মানঃ সর্ব্ব এব কুতূহলাৎ।' ইত্যধিকম্। ৫। ছ 'দ্রষ্টুং'। ৬। ছ '-যযুঃ'। ৭। ছ '-তান্ সর্ব্বান্ দৃষ্ট্বা দূরান্মহামুনিঃ'। ৮। ছ ইদমর্দ্ধং নাস্তি। ৯। ছ অস্য শ্লোকস্য স্থানে 'বৃতঃ শিষ্যগণৈস্তূর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ। অগ্রতস্তমৃষিং সীতা যান্তং কিঞ্চিদবাঙ্মুখী। কৃতাঞ্জলির্বাষ্পমুখী সীতা যজ্ঞং বিবেশ তম্'। ইতি পাঠঃ। ১০। ছ 'তাং দৃষ্ট্বা শ্রীমিবায়ন্তীং ব্রহ্মাণমনুগামিনীম্'।

ততো হলহলাশব্দঃ সর্ব্বতঃ সমুপস্থিতঃ।
শব্দাপিহিতকণ্ঠানাং বাষ্প[১]ব্যাকুলচক্ষুষাম্ ॥ ১১ ॥
সাধু রামেতি তত্রোচুঃ[২] সীতে সাধ্বিতি চাপরে।
সাধ্বিত্যু[৩]ভয়োরপরে প্রেক্ষকাঃ সংপ্রচুক্রুশুঃ ॥ ১২ ॥
ততো মধ্যং[৪] জনৌঘস্য প্রবিশ্য মুনিপুঙ্গবঃ।
সীতাসহায়ো বাল্মীকিরিতিহোবাচ রাঘবম্ ॥ ১৩ ॥
ইয়ং দাশরথে সীতা সুব্রতা ধর্ম্মচারিণী।
অপাপা হি ত্বয়া ত্যক্তা মমাশ্রমসমীপতঃ ॥ ১৪ ॥

১১। লো-টী। শব্দাপিহিতকণ্ঠানাং বক্ষ্যমাণ'সাধু রামে'ত্যাদিশব্দৈর্ব্যাপ্তকণ্ঠানাম্। 'শোকাপিহিতকণ্ঠানা'মিতি পাঠে গদ্গদবচসাম্।

১৪-১৫। লো-টী। ব্রহ্মচারিণী তপশ্চারিণী ত্বয়া ত্যক্তা। কেন? ত্বয়া ত্বৎসদৃশেন

পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া সুমহান্ 'সাধু সাধু' ধ্বনি উত্থিত হইল ॥ ১০ ॥

তার পর বাষ্পাকুলিতনেত্র এবং শব্দাবরুদ্ধকণ্ঠ জনগণের মধ্য হইতে চারিদিকে কোলাহলধ্বনি উত্থিত হইল ॥ ১১ ॥

দর্শকগণের মধ্যে কেহ রামকে, কেহ সীতাকে এবং কেহ বা সীতা-রাম উভয়কেই সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

পরে মুনিপ্রধান বাল্মীকি সীতার সহিত সেই জনসমূহের মধ্যে প্রবেশ করত রামচন্দ্রকে এই কথা বলিলেন—॥১৩ ॥

হে দশরথনন্দন রাম, তুমি এই পতিব্রতা, ধর্ম্মচারিণী এবং পাপহীনা সীতাকে লোকাপবাদভয়ে ভীত হইয়া আমার আশ্রমসমীপে পরিত্যাগ করিয়াছিলে;

১। ছ '-চেতসাম্'। ২। ছ 'সাধু সীতেতি'। ৩। ছ '-ত্বাভয়তশ্চান্যে'। ৪। ছ 'মধ্যে'।

[১]লোকাপবাদভীতেন ত্বয়া রাম মহামতে।
প্রত্যয়ং দাস্যতে সাদ্য তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ১৫ ॥
ইমৌ চ জানকীপুত্রাবুভৌ চ যমজাতকৌ।
সুতৌ তব দুরাধর্ষ[২] সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ১৬ ॥
প্রচেতসোঽহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন।
অনৃতং ন স্মরাম্যুক্তং যথেমৌ তব পুত্রকৌ ॥ ১৭ ॥
[৩]বহূন্ বর্ষগণান্ সৌম্য তপশ্চর্য্যা ময়া কৃতা।
[৪]প্রাপ্নুয়াং ন ফলং তস্যা দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী ॥ ১৮ ॥
[৫]কর্ম্মণা মনসা বাচা ন[৬] মেঽস্তি কলুষীকৃতম্।
[৭]প্রাপ্নুয়াং ন ফলং তস্য দুষ্টেয়ং মৈথিলী যদি ॥ ১৯ ॥

লক্ষ্মণেন করণভূতেন। যদ্বা, লোকাপবাদভীতে ভয়ে সতি, ন ত্বয়া, বস্তুতো ন ত্বয়েত্যর্থঃ।

১৬। লো-টী। যমজজাতকৌ যমজরূপেণ জাতাবিত্যর্থঃ।

১৯-২০। লো-টী। অতো যথাবৎ কলুষং ন কৃতং কিন্তু পুণ্যম্, অতস্তস্য পঞ্চসু

মহামতি রাম, সেই সীতা আজ [স্বীয় চরিত্র সম্পর্কে] প্রমাণ দান করিবেন, তুমি অনুমতি কর ॥ ১-৪১৫ ॥

দুরাধর্ষ রাম, আমি তোমার নিকট সত্য কথা বলিতেছি যে, জানকীর গর্ভজাত এই যমজ তনয়যুগল তোমারই পুত্র ॥ ১৬ ॥

রঘুনন্দন, আমি প্রচেতার দশম পুত্র, আমি কখনও মিথ্যাকথা বলিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না, [আমি বলিতেছি,] এই দুইটী তোমারই পুত্র ॥ ১৭ ॥

সৌম্য, এই মিথিলারাজনন্দিনী সীতা যদি দুশ্চরিত্রা হন, তবে আমি বহুবর্ষ ধরিয়া যে তপস্যা করিয়াছি তাহার ফল যেন লাভ না করি ॥ ১৮ ॥

বাক্য, মন এবং কার্য্য দ্বারা আমি কোন পাপ করি নাই [পুণ্যই করিয়াছি],

১। ছ '-বাদাদ্-'। ২। ছ '-ধর্ষৌ'। ৩। ছ 'বহুবর্ষসহস্রাণি'। ৪। ছ 'ন তস্য ফলমশ্নীয়ামপাপা মৈথিলী ন চেৎ'। ৫। ছ 'মনসা কর্ম্মণা'। ৬। ছ 'কৃতপূর্ব্বং ন কিল্বিষম্'। ৭। ছ 'তেন মে সত্যবাক্যেন অপাপাং বিদ্ধি মৈথিলীম্'।

অহং[১] পঞ্চসু ভূতেষু মনঃষষ্ঠেষু রাঘব।
দৃষ্ট্বা সীতাং তদা শুদ্ধাং নীতবানাশ্রমং পুরা ॥ ২০ ॥
ইয়ং[২] শুদ্ধসমাচারা নির্দ্দোষা পতিদেবতা[৩]।
লোকাপবাদভীতস্য প্রত্যয়ং তব দাস্যতি ॥ ২১ ॥
তস্মাদিয়ং নরবরাত্মজ শুদ্ধভাবা
দিব্যেন দৃষ্টিবিষয়েণ ময়া প্রদিষ্টা।
লোকাপবাদকলুষীকৃতচেতসা যা
ত্যক্তা ত্বয়া প্রিয়তমা বিদিতাপি শুদ্ধা ॥ ২২ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে বাল্মীকিবাক্যং নাম
ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৩ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়েষু ভূতেষু সন্বৃত্তেষু সন্বৃত্তং প্রাপ্তেষু মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তেষু, সমুপাগমং তয়া সহেত্যর্থঃ
২২। লো-টী। শুদ্ধা বিদিতাপি।
বাল্মীকিবাক্যম্ ॥ ১০৩ ॥

এই মিথিলারাজনন্দিনী সীতা যদি দুশ্চরিত্রা হন, তবে আমি যেন সেই পুণ্যের ফল না পাই ॥ ১৯ ॥

রাঘব ! পূর্ব্বে (পরিত্যাগ সময়ে) আমি এই সীতার পাঞ্চভৌতিক পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মন বিশুদ্ধ দেখিয়াই তখন ইঁহাকে আশ্রমে লইয়াছিলাম ॥ ২০ ॥

এই শুদ্ধাচারিণী দোষরহিতা পতিব্রতা সীতা লোকাপবাদভয়ে ভীত তোমার সম্মুখে প্রত্যয় দান করিবেন ॥ ২১ ॥

নৃপনন্দন, তুমি লোকনিন্দাভয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া সচ্চরিত্রা জানিয়াও যে প্রিয়তমা সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, আমি দিব্যদৃষ্টিপ্রভাবে তাঁহাকে বিশুদ্ধা বলিয়া ঘোষণা করিতেছি ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বাল্মীকিবাক্য-নামক
১০৩তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৩ ॥

১। ছ 'অহঞ্চ পঞ্চভূতেষু'। ২। ছ 'সেয়ং'। ৩। ছ '-দৈবতা'।

(১০৪) চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ

বাল্মীকেস্তু[1] বচঃ শ্রুত্বা রাঘবো[2] বাক্যমব্রবীৎ।
প্রাঞ্জলির্জগতো মধ্যে মহর্ষীণাঞ্চ[3] শৃণ্বতাম্ ॥ ১ ॥
এবমেতন্মহাভাগ যথা বদসি সুব্রত।
প্রত্যয়ো জনিতস্তুষ্টস্তব[4] বাক্যৈরকিল্বিষৈঃ ॥ ২ ॥
প্রত্যয়শ্চ[5] পুরা দত্তো[6] বৈদেহ্যাঃ সুরসন্নিধৌ।
শপথশ্চ[7] কৃতস্তত্র তেন বেশ্ম প্রবেশিতা ॥ ৩ ॥
সেয়ং লোকভয়াদ্ ব্রহ্মন্নপাপাপি পুরা[8] সতী।
পরিত্যক্তা ময়া সীতা তদ্ ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি ॥ ৪ ॥

২। লো-টী। অকিল্বিষৈঃ শুদ্ধৈঃ।

রামচন্দ্র বাল্মীকির কথা শুনিয়া করজোড়ে জগদ্বাসী জনগণের মধ্যে মহর্ষিদিগকে শুনাইয়া বলিলেন—॥ ১ ॥

হে মহাভাগ, হে সুব্রত, আপনি যাহা বলিলেন তাহা যথার্থই বটে, আপনার বিশুদ্ধ বাক্যে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে এবং আমি তুষ্ট হইয়াছি ॥ ২ ॥

বৈদেহী পূর্ব্বেও দেবগণের সমক্ষে প্রত্যয় প্রদান করিয়াছিলেন এবং তথায় (লঙ্কানগরীতে) শপথ করিয়াছিলেন ; সেইজন্য আমি ইঁহাকে গৃহে আনয়ন করিয়াছিলাম ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মন্, এই সাধ্বী সীতা নিষ্পাপা হইলেও আমি লোকাপবাদভয়ে পূর্ব্বে ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, আপনি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ৪ ॥

১। ছ '-কিনা তথোক্তে তু'। ২। ছ '-বঃ প্রত্যভাষত'। ৩। ছ 'মুনিং সীতাকৃতে তদা'। ৪। ছ '-তো মহৎ তব'। ৫। ছ '-য়ো হি"। ৬। চ 'দৃষ্টো'। ৭। ছ 'লঙ্কাদ্বীপেঽভিশস্তায়াস্তেন'। ৮। ছ 'চ যৎ পুরা'।

জানামি পুত্রকৌ চেমৌ মম জাতৌ কুশীলবৌ।
শুদ্ধায়াং[1] জগতো মধ্যে মৈথিল্যাং প্রীতিরস্তু মে ॥ ৫ ॥
অভিপ্রায়ং তু রামস্য বিজ্ঞায় সুরসত্তমাঃ।
পিতামহং পুরস্কৃত্য সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥ ৬ ॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রা ঋষয়ো মরুদশ্বিনৌ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চৈব সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥ ৭ ॥
নাগা যক্ষাঃ সুপর্ণাশ্চ তথা বিদ্যাধরোত্তমাঃ।
সীতাশপথসংভ্রান্তাঃ[2] সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥ ৮ ॥
ততো বায়ুঃ সুখস্পর্শো দিব্যগন্ধবহঃ শুভঃ[3]।
তং জনৌঘং সুরাংশ্চৈব প্রহ্লাদয়তি[4] সর্ব্বতঃ ॥ ৯ ॥

৮। লো·টী। সীতাশপথসম্ভ্রান্তাঃ সীতা পূর্ব্বং শুদ্ধৈব কিমর্থমিদানীং শপথং করোতীত্যর্থে সম্ভ্রান্তাঃ।

৯। লো·টী। শুচিঃ মৃদুঃ, পুণ্যো মনোহরঃ।

এই কুশ এবং লব আমারই ঔরসজাত পুত্র, তাহাও আমি জানি; [সম্প্রতি] জগতের সমক্ষে বিশুদ্ধা বলিয়া প্রতিপন্না মৈথিলীর প্রতি আমার প্রীতি হউক ॥ ৫ ॥

রামচন্দ্রের এইরূপ অভিপ্রায় অবগত হইয়া সুরসত্তমগণ পিতামহ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া সকলেই উপস্থিত হইলেন ॥ ৬ ॥

আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, ঋষিগণ, মরুদ্‌গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরাগণ, সকলেই আগমন করিলেন ॥ ৭ ॥

নাগগণ, যক্ষগণ, সুপর্ণগণ এবং শ্রেষ্ঠ বিদ্যাধরগণ, সকলেই সীতার শপথ শ্রবণে সসম্ভ্রমে আগমন করিলেন ॥ ৮ ॥

তখন চতুর্দ্দিক হইতে সুখস্পর্শ দিব্যগন্ধবাহী মনোহর বায়ু সেই জনসমূহ এবং দেবগণকে আহ্লাদিত করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

১। ছ 'বৈদেহ্যাং'। ২। অতঃ পরং ছ 'ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলা দেবা নারদাদ্যাঃ সুরর্ষয়ঃ। সীতায়াঃ শপথে তস্মিন্ সর্ব্ব এব সমাগতাঃ' ॥ ইত্যধিকম্। ৩। ছ 'শুচিঃ'। ৪। ছ 'হ্লাদয়ামাস সর্ব্বশঃ'।

তদদ্ভুতমিবাচিন্ত্যং[১] নিরৈক্ষন্ত সমাগতাঃ।
মানবাঃ[২] সর্ব্বরাষ্ট্রেভ্যঃ পূর্ব্বং[৩] কৃতযুগে যথা ॥ ১০ ॥
সর্ব্বান্ সমাগতান্ দৃষ্ট্বা সীতা কাষায়বাসিনী।
অবাঙ্মুখী[৪] বাষ্পকলং প্রাঞ্জলির্ব্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥
যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ ১২ ॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা রামমেব যথার্চ্চয়ে[৫]।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ ১৩ ॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে ন রামাৎ কাময়ে পরম্।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। তৎ শপথকরণম্ অদ্ভুতমাশ্চর্য্যম্ অচিন্ত্যং সম্ভাবনায়া অবিষয়ম্। 'পূর্ব্বং কৃতযুগে যথা' কৃতযুগে সত্যযুগে। সত্যযুগে বেদবতীদশায়াম্ অগ্নিপ্রবেশনম্ অদ্ভুতমচিন্ত্যং নিরৈক্ষন্ত সর্ব্বলোকাঃ মেনিরে তথা ইদানীমপি শপথকরণম্।

১১। লো-টী। কাষায়ং বর্ণান্তরপ্রাপ্তং বস্ত্রং বসিতুমাচ্ছাদয়িতুং শীলং যস্যাঃ সা, অবাঙ্মুখী অধোমুখী বাষ্পাকুলং যথা ভবতি। 'উদঙ্মুখী বাষ্পকল'মিতি বিমলবোধীয়ঃ পাঠঃ, উদঙ্মুখী অধোমুখীতি তদ্ব্যাখ্যানাৎ।

১২। লো-টী। মাধবী ভূঃ, মধুমেদসো জাতত্বাৎ।

সমস্ত রাষ্ট্র হইতে সমাগত মানবগণ পূর্ব্বে সত্যযুগের ন্যায় [ত্রেতাযুগেও] সেই অদ্ভুত এবং অচিন্তনীয় শপথ দেখিয়াছিল॥ ১০ ॥

কষায়বস্ত্র-পরিহিতা সীতা সমাগত সকলকে দর্শন করিয়া অধোবদনে বাষ্পাকুলকণ্ঠে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—॥ ১১ ॥

আমি যদি রামচন্দ্রভিন্ন অন্য কাহাকেও মনে মনেও চিন্তা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে দেবী বসুন্ধরা আমাকে বিবর দান করুন (অর্থাৎ ভূগর্ভে আমাকে স্থান দান করুন) ॥ ১২ ॥

যদি আমি বাক্য, মন এবং কর্ম্মদ্বারা রামকেই অর্চ্চনা করিয়া থাকি, তবে দেবী বসুন্ধরা আমাকে তাঁহার গর্ভে (ভূগর্ভে) স্থান দান করুন ॥ ১৩ ॥

আমি রাম ভিন্ন অন্য কাহাকেও কামনা করি না, একথা যদি সত্য বলিয়া

১। চ '-মচিন্ত্যাঞ্চ দদৃশুস্তে'। ২। ছ 'সাধবঃ'। ৩। ছ 'পুরা'। ৪। ছ 'উদঙ্মুখী'। ৫। ছ 'যথা রামং সমর্চ্চয়ে'।

তথা শপন্ত্যাং সীতায়াং প্রাদুরাসা[1]ন্মহাদ্ভুতম্ ।
ভূ[2]তলং ভিত্ত্বা সহসা সিংহাসনমনুত্তমম্ ॥ ১৫ ॥
ধ্রি[3]য়মাণং শিরোভি[4]শ্চ উদতিষ্ঠদ্দুরাসদম্ ।
দি[5]ব্যং দিব্যেন বপুষা পন্নগৈরমিতপ্রভৈঃ ॥ ১৬ ॥
তস্মিংস্তু ধরণী দেবী সী[6]তামাদায় বাহুনা ।
স্বাগতং তে তথোক্ত্বা তামাসনে সংন্যবেশয়ৎ ॥ ১৭ ॥
তা[7]মাসনগতাং দেবীং প্রবিশন্তীং রসাতলম্ ।
পুষ্পবৃষ্টিরবিচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাকিরৎ ।
সাধু[8]বাদশ্চ সুমহান্ দেবানাং হি তদোত্থিতঃ ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। শপন্ত্যাং শপথং কুর্ব্বত্যাম্। 'ভূতলাদি'তি পাঠঃ। ভূতলং ভিত্ত্বেতি বিমলবোধঃ। ভিত্ত্ব ভিত্ত্বা।

১৬। লো টী। পন্নগৈঃ শিরোভির্ধ্রিয়মাণমুদতিষ্ঠৎ, দিব্যেন বপুষা বিশিষ্টৈঃ পন্নগৈঃ।

১৭। লো-টী। তাং সীতামিত্যন্বয়ঃ।

থাকি, তাহা হইলে দেবী বসুন্ধরা তাঁহার গর্ভে (ভূগর্ভে) আমাকে স্থান দান করুন ॥ ১৪ ॥

সীতা দেবী এইরূপ শপথ করিলে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল, সহসা দিব্য-দেহধারী অমিতপ্রভ সর্পগণের মস্তকধৃত অত্যুত্তম দুষ্প্রাপ্য সিংহাসন ভূতল বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত হইল ॥ ১৫-১৬ ॥

ধরণী দেবী "স্বাগতম্" বলিয়া সীতাদেবীকে বাহুদ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই দিব্যসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন ॥ ১৭ ॥

সীতাদেবী সেই আসনে উপবিষ্টা হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিতে লাগিলে তাঁহার উপর অবিচ্ছিন্নভাবে স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল এবং তখন দেবগণের উচ্চৈঃস্বরে 'সাধু সাধু' ধ্বনি উত্থিত হইল ॥ ১৮ ॥

১। ছ '-সীত্তদ-'। ২। ছ 'ভূতলাদ্দিব্যসঙ্কাশং'। ৩। ছ 'উহ্যমানং'। ৪। ছ '-স্তত্রুদতিষ্ঠদ্বরাসনম্'। ৫। ছ 'পন্নগৈর্দ্দিব্যসঙ্কাশৈঃ শুরৈরমিতবিক্রমৈঃ'। ৬। ছ 'সীতাং সংগৃহ্য'। ৭। ছ 'সীতাং'। ৮। ছ '-দো মহাংশ্চৈব'।

ধন্যা ত্বমসি বৈদেহি যস্যাস্তে শীলমীদৃশম্।
এবং বহুবিধা বাচো হ্যন্তরীক্ষগতাঃ[1] সুরাঃ।
ব্যাজহ্রুঃ সুমহাত্মানো দৃষ্ট্বা সীতাপ্রবেশনম্ ॥ ১৯ ॥
যজ্ঞবাটগতাশ্চাপি মুনয়ঃ সর্ব্ব এব তে।
রাজানশ্চ নরব্যাঘ্রা বিস্ময়ান্নোপরেমিরে[2] ২০ ॥
অন্তরীক্ষে চ ভূমৌ চ সর্ব্বে স্থাবরজঙ্গমাঃ।
দানবাশ্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাস্তথা ॥ ২১ ॥
কেচিদ্বিনেদুঃ সংহৃষ্টাঃ কেচিদ্ধ্যানপরায়ণাঃ।
কেচিদ্রামং নিরীক্ষন্তে কেচিৎ সীতামচিন্তয়ন্ ॥ ২২ ॥
মুহূর্ত্তমিব তৎ সর্ব্বং তূষ্ণীভূতমচেতনম্।
সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্বা জগদাসীৎ সমাকুলম্ ॥ ২৩ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে সীতারসাতলপ্রবেশো নাম
চতুরধিকশততমঃ সর্গ ॥ ১০৪ ॥

২৩। লো·টী। সমাকুলং ব্যাকুলম্।

সীতারসাতলপ্রবেশঃ ॥ ১০৪

অন্তরীক্ষস্থিত মহাত্মা দেবগণ সীতার পাতাল-প্রবেশ দর্শন করিয়া "হে বৈদেহি! তোমার এতাদৃশ চরিত্র! অতএব তুমি ধন্যা!" এইরূপ বহুবিধ কথা বলিলেন ॥ ১৯ ॥

যজ্ঞস্থলে উপস্থিত সেই সকল মুনিগণ এবং নরশ্রেষ্ঠ নৃপতিগণ বিস্ময় হইতে বিরত হইলেন না (অর্থাৎ অগাধ বিস্ময়ে নিমগ্ন হইলেন) ॥ ২০ ॥

অন্তরীক্ষ এবং ভূতলস্থিত সমস্ত স্থাবর, জঙ্গম এবং অতিকায় দানবসকল ও পাতালস্থিত সর্পগণের মধ্যে কেহ আনন্দে কোলাহল করিতে লাগিল, কেহ চিন্তাবিষ্ট হইল, কেহ রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে লাগিল, কেহ বা সীতাদেবীকে চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ২১-২২ ॥

মুহূর্ত্তমধ্যে সেই সমস্তই যেন নিস্তব্ধ অচেতন হইয়া পড়িল, সীতার রসাতল-প্রবেশ দর্শন করিয়া জগৎ ব্যাকুল হইল ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে সীতার রসাতলপ্রবেশ-নামক
১০৪তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥

১। ছ '-চঃ স্বর্গতাঃ সুরসঙ্গতাঃ'। ২। ছ '-স্নং পরমং গতাঃ'।

(১০৫) পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ

রসাতলং প্রবিষ্টায়াং বৈদেহ্যাং সর্ব্বপার্থিবাঃ ।
[১]বিস্ময়াচ্চ প্রহর্ষাচ্চ শোকাচ্চৈব প্রচুক্রুশুঃ ॥ ১॥
হাহাকারো মহানাসীদ্দেবানাং মহদদ্ভুতম্ ।
দৃষ্ট্বা ঋষিগণানাঞ্চ পার্থিবানাঞ্চ বিস্ময়ম্ ॥ ২ ॥
দণ্ডকাষ্ঠমবষ্টভ্য বাষ্পব্যাকুলিতেক্ষণঃ ।
অবাক্‌শিরা দীনমনা রামোহপ্যাসীৎ সুদুঃখিতঃ ॥ ৩ ॥
[২]স রুদিত্বা চিরং কালমুষ্ণং বাষ্পমবাসৃজৎ ।
ক্রোধশোকসমাবিষ্টো রামো বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ৪ ॥
[৩]অভূতপূর্ব্বঃ শোকো মে মনঃ সংস্প্রষ্টুমিচ্ছতি ।
পশ্যতো মে যথা নষ্টা সীতা [৪]শ্রীরিব রূপিণী ॥ ৫ ॥

২ । লো-টী । বিস্ময়ং দৃষ্ট্বা মহদদ্ভুতং যথা ভবতি তথা ।
৩ । লো-টী । দণ্ডকাষ্ঠং যজমানাবলম্বনস্তম্ভং দণ্ডং বা ।
৫ । লো-টী । নষ্টা অদর্শনং প্রাপ্তা ।

বিদেহরাজনন্দিনী সীতাদেবী রসাতলে প্রবেশ করিলে সমস্ত নৃপতিগণ বিস্ময়, আনন্দ এবং শোকে অভিভূত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিস্ময়কর অত্যদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া দেবতা, ঋষি এবং নৃপতিগণের মধ্যে মহা হাহাকার উপস্থিত হইল ॥ ২ ॥

রামচন্দ্রও অতিশয় দুঃখিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে দণ্ডকাষ্ঠ অবলম্বনপূর্ব্বক অবনত মস্তকে দীনমনে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

তিনি বহুক্ষণ রোদন করিয়া উষ্ণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন, তার পর ক্রোধে ও শোকে অভিভূত হইয়া বলিলেন—॥ ৪ ॥

আমার সম্মুখেই দেখিতে দেখিতে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী সীতা

১ । ছ 'চুক্রুশুঃ সাধুবাদাংশ্চ মুনয়ো রামসন্নিধৌ' । ২ । ছ 'রুদিত্বা সুচিরং' । ৩ । ছ 'অতীতোঽপি হি মাং ভূয়ঃ শোকঃ' । ৪ । ছ 'লক্ষ্মীরিবার্থিনঃ' ।

১
সা মমাপশ্যতো নীতা লঙ্কাং পারে মহোদধেঃ।
ততশ্চাপি ময়ানীতা কিং পুনর্ব্বসুধাতলাৎ ॥ ৬ ॥
২
বসুধে ত্বং ভগবতি সীতাং নির্যাতয়স্ব মে।
৩
দর্শয়িষ্যামি বা ক্রোধং যথা মামবগচ্ছসি ॥ ৭ ॥
৪
কামং শ্বশ্রূর্ম্মমেব ত্বং ত্বৎসকাশাদ্ধি মৈথিলী।
কর্ষতা হলহস্তেন জনকেনোদ্ধৃতা পুরা ॥ ৮ ॥
তস্মান্নির্যাত্যতাং সীতা যদ্যবেক্ষাস্তি তে ময়ি।
৫
দুহিতা তব সীতা হি নষ্টা বৃষ্টিরিবাগতা ॥ ৯ ॥

৬। লো-টী। ব্যতীতার্থেঽপি মে ভূয় ইতি। পশ্যতো মে মত্তঃ অধুনা ইতি ব্যাখ্যানম্। মহোদধেঃ পারে লঙ্কাং মমাদর্শনং যথা ভবতি তথা নীতা। 'যা মমাপশ্যতো নীতা' ইতি পাঠে অপশ্যতো মম অপশ্যতি ময়ি সতি যা লঙ্কাং নীতা ইত্যর্থঃ। কিং পুনর্বসুধাতলাৎ আনেতব্যা ইতি শেষঃ।

৭। লো-টী। নির্যাতয়স্ব দদস্ব অবগচ্ছসি অবজানাসি।

৯। লো-টী। অপেক্ষা জামাত্রপেক্ষা। 'অবেক্ষে'তি পাঠে জামাতৃদৃষ্টিঃ, কীদৃশী? নষ্টদৃষ্টিঃ নষ্টচক্ষুরিবাগতা। 'প্রাপ্তা নষ্টবৃত্তি'রিতি পাঠে নষ্টা বৃত্তির্ভূম্যাদিবৃত্তিঃ।

অদৃশ্যা হইলেন, ইহাতে অভূতপূর্ব্ব শোক আমার অন্তর স্পর্শ (আক্রমণ) করিতেছে ॥ ৫ ॥

সীতা আমার অসাক্ষাতে সমুদ্রপারে লঙ্কায় নীতা হইয়াছিলেন; সেখান হইতেও তাঁহাকে আমি আনয়ন করিয়াছিলাম, বসুধাতল হইতে আনয়ন করিব ইহা আর এমন বিচিত্র কি? ॥ ৬ ॥

ভগবতি বসুধে, তুমি আমার সীতাকে প্রত্যর্পণ কর, অথবা তুমি আমাকে যেরূপ অবজ্ঞা করিতেছ তাহাতে আমি ক্রোধ প্রদর্শন করিব ॥ ৭ ॥

হলহস্ত রাজর্ষি জনক কর্ষণ করিতে করিতে পূর্ব্বে তোমার গর্ভ হইতেই সীতাকে পাইয়াছিলেন; সুতরাং তুমি আমার শ্বশ্রূ হও বটে! ॥ ৮ ॥

অতএব, যদি আমার উপর তোমার জামাতৃস্নেহ থাকে, তবে সীতাকে প্রত্যর্পণ কর, তোমার কন্যা সীতা অদৃষ্ট (বহুদিন অদর্শনগত) বৃষ্টির ন্যায় আসিয়াছিল ॥ ৯ ॥

১। ছ 'যা মমাদর্শনং'। ২। ছ 'দেবি ভবতি'। ৩। ছ 'রোষং মত্তস্ত্বং ন ভবিষ্যসি'। ৪। ছ '-হ ত্বং'। ৫। ছ 'দৃষ্টিরিবাগ্রজা'।

এবং প্রসাদ্যমানাপি ত্বং ময়া বহুমানতঃ।
ন[1] চেদ্দর্শয়সে সীতাং সম্বন্ধঃ[2] সোঽপ্যকারণঃ ॥ ১০ ॥
সাধু নির্যাত্যতাং সীতা বিবরং বা প্রযচ্ছ মে।
পাতালে নাকপৃষ্ঠে বা বসেয়ং[3] সহ সীতয়া ॥ ১১ ॥
আনয়ধ্বং ক্ষণিত্রং মে অদ্যাহং মৈথিলীকৃতে।
সপর্ব্বত[4]বনাং কৃৎস্নাং খনিষ্যামি বসুন্ধরাম্ ॥ ১২ ॥
অদ্য দাস্যতি বা সীতাং তথারূপাং[5] স্বয়ং মহী।
নাশয়িষ্যামি বা ভূমিং সর্ব্বমাপো ভবিষ্যতি[6] ॥ ১৩ ॥
এবং ব্রুবতি কাকুৎস্থে ক্রোধশোকসমন্বিতে[7]।
স্বয়ম্ভূঃ পূর্ব্বজো দেবো ব্রহ্মা বচনমব্রবীৎ[8] ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। বহুমানতঃ বহুপূজাতঃ। তর্হি সোঽপি সম্বন্ধঃ শ্বশ্রূজামাতৃরূপঃ অকারণঃ ন বিদ্যতে কারণং যত্র সঃ। 'অকারণ'মিতি পাঠে অকারণং নিরর্থকম্।

আমি বহু সম্মানপূর্ব্বক এইরূপে তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি, তথাপি যদি তুমি সীতাকে না দেখাও, তবে সেই (শ্বশ্রূ-জামাতৃ) সম্বন্ধও নিরর্থক হইবে ॥ ১০ ॥

সীতাকে প্রত্যর্পণ কর—উত্তম, নতুবা আমাকেও তোমার গর্ভে স্থান দাও; পাতালে অথবা স্বর্গে সীতার সহিত একত্র বাস করিব ॥ ১১ ॥

[ভৃত্যগণ,] আমার জন্য খনিত্র আনয়ন কর, অদ্য আমি সীতার জন্য পর্ব্বত এবং বনের সহিত সমগ্র বসুন্ধরা খনন করিব ॥ ১২ ॥

হয় আজ পৃথিবী স্বয়ং তাদৃশী (অর্থাৎ জীবিতা এবং অবিকৃতা) সীতাকে দান করিবে, অথবা আমি সমস্ত জগৎ ধ্বংস করিব, সমস্তই জলময় হইবে ॥ ১৩ ॥

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ এবং শোকসন্তপ্ত হইয়া এইরূপ বলিলে জগতের আদিজাত স্বয়ম্ভু পিতামহদেব বলিলেন—॥ ১৪ ॥

১। ছ 'মৈব'। ২। ছ '-ন্ধম্'। ৩। ছ 'রমেয়ং'। ৪। ছ 'আপ-'। ৫। ছ '-পামনিন্দিতাম্'। ৬। অতঃ পরং ছ 'ন চেদ্দর্শয়সে সীতাং তথারূপামনিন্দিতাম্। তস্মাৎ ক্রোধাদহং ত্বাত্ত দারয়িষ্যে শিতৈঃ শরৈঃ'। ইত্যধিকম্। ৭। ছ '-তম্'। ৮। অতঃ পরং ছ 'তং সমীক্ষ্য নিরানন্দং দুঃখশোকাভিসংপ্লুতম্। ব্রহ্মা সুরগুরুপ্রখ্যমুবাচ রঘুনন্দনম্'। ইত্যধিকম্।

রাম রাম ন সন্তাপং কর্ত্তুমর্হসি মানদ।
স্মর ত্বং পূর্ব্বকং ভাবমাত্মানমমিতৌজসম্ ॥ ১৫ ॥
ন খলু[1] ত্বাং মহাবাহো স্মারয়েয়মনুত্তমম্।
অস্যাস্তু[2] পরিষন্মধ্যে যদ্ ব্রবীমি নিবোধ তৎ ॥ ১৬ ॥
এতদেব[3] মহাকাব্যং গেয়েন সমভিপ্লুতম্।
সর্ব্বং বিস্তরতো রাম ব্যাখ্যাস্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥
জন্মপ্রভৃতি তে বীর[4] সুখদুঃখোপসেবনম্।
ভবিষ্যমুত্তরং[5] চৈব সর্ব্বং বাল্মীকিনা কৃতম্[6] ॥ ১৮ ॥

১৫। লো-টী। পূর্ব্বকং ভাবং স্মর, তমেবাহ—আত্মানমিতি। আত্মানং শ্রীনারায়ণম্, অমিতৌজসং অপরিমিততেজসম্।

১৬। লো-টী। স্মারয়ামি স্মারয়িতুং শক্তোঽপি তথাপি তে তব সমুদ্ভবং ন ব্রুবে।

১৭। লো-টী। গেয়েন গানেন।

১৮। লো-টী। জন্মপ্রভৃতি যথা স্যাৎ। ভবিষ্যদুত্তরং উত্তরকাণ্ডমিতি সর্ব্বজ্ঞঃ। যদ্বা, যজ্ঞমধ্যে যজ্ঞানন্তরং যৎ উত্তরং পশ্চাদ্ভাব্যম্।

[লো-টী।] সত্যবতা বাল্মীকিনা। যত্র স্বদ্বৃত্তং কৃতং প্রত্যাশিতম্।

মানদ রাম, তোমার এরূপ দুঃখিত হওয়া উচিত নহে, অপরিমিত তেজোময় স্বীয় পূর্ব্বরূপ স্মরণ কর ॥ ১৫ ॥

মহাবাহো, এই সভামধ্যে আমি তোমার সেই অত্যুত্তম স্বরূপ স্মরণ করাইয়া দিতে পারি না; সুতরাং যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর ॥ ১৬ ॥

রাম, এই মহাকাব্য [গানদ্বারা পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ] শেষপর্য্যন্ত গীত হইলেই সমস্ত বিষয় সবিস্তারে ব্যাখ্যাত হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥

বীর, তুমি জন্মাবধি যে-সকল সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়াছ এবং ভবিষ্যতে

১। ছ 'ইমং মুহূর্ত্তং দুর্দ্ধর্ষং স্মারয়েয়ং ভবানঘ'। ২। ছ 'অস্যাঃ পরিষদো মধ্যে ন ব্রবীমি মহাভুজম্'। ৩। ছ 'এতদন্তং হি কাব্যং তে'। ৪। ছ 'কাকুৎস্থ তব সর্ব্বং শুভাশুভম্'। ৫। ছ '-ষ্যদুত্তর-' ৬। অতঃ পরং ছ 'শ্রুতং হি পূর্ব্বমেবৈতন্ময়া সার্দ্ধং সুরর্ষভৈঃ। দিব্যমদ্ভুতরূপঞ্চ কাব্যং সত্যবতা কৃতম্'। ইত্যধিকম্।

আদিকাব্যমিদং [1]রাম ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
ন [2]হ্যন্যোঽর্হতি [3]কাব্যানাং যশোভাগ্ রাঘবাদৃতে ॥ ১৯ ॥
স ত্বং পুরুষশার্দ্দূল ধৈর্য্যেণ সুসমাহিতঃ ।
ত্যজ শোকং [4]মহাবাহো [5]বুদ্ধিমানসি রাঘব ॥ ২০ ॥
শেষং ভবিষ্যং কাকুৎস্থ কাব্যং রামায়ণং শৃণু ।
[6]অবধানপরশ্চৈব সহৈভির্ম্মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥ ২১ ॥
[7]উত্তমং নাম কাব্যস্য শেষমত্র মহাযশঃ ।
তচ্ছৃণুষ্ব [8]মহাতেজ ঋষিভিঃ সার্দ্ধমক্ষয়ৈঃ ॥ ২২ ॥

১৯। লো-টী। কাব্যানাং কাব্যং শ্রোতুমিতি শেষঃ। 'ন হ্যন্যোঽর্হতি কাব্যঞ্চে'তি বা পাঠঃ।

২২। লো-টী। অক্ষয়ৈঃ অক্ষয়পুণ্যৈঃ।

যাহা ঘটিবে, মহর্ষি বাল্মীকি সেই সমস্তই [এই কাব্যে] বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

রাম, এই আদিকাব্য সমগ্র তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তুমি ভিন্ন অন্য কেহই কাব্যবর্ণিত যশের অধিকারী হইতে পারে না ॥ ১৯ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবাহো রামচন্দ্র, তুমি বুদ্ধিমান্, সুতরাং ধৈর্য্যদ্বারা সমাহিত হইয়া শোক পরিত্যাগ কর ॥ ২০ ॥

হে কাকুৎস্থ, এই সকল শ্রেষ্ঠ মুনিগণের সহিত একাগ্রচিত্তে রামায়ণ কাব্যের অবশিষ্ট ভবিষ্যভাগ (উত্তরকাণ্ড) শ্রবণ কর ॥ ২১ ॥

হে তেজস্বিন্ ও যশস্বিন্, এই কাব্যের শেষাংশ উৎকৃষ্ট ; অক্ষয়-পুণ্যশালী ঋষিগণের সহিত তাহা শ্রবণ কর ॥ ২২ ॥

১। ছ 'যত্ত্বমখিলস্তব'। ২। ছ 'ত্ব-'। ৩। ছ 'বৈ শ্রোতুং পার্থিবে ত্বয়ি তিষ্ঠতি'। ৪। ছ '-বীর্য্য'। ৫। ছ '-মাংস্ত্বং হি'। ৬। ছ 'ইদমর্দ্ধং নাস্তি। ৭। ছ 'উত্তরং রাম বাক্যস্য শেষমস্য মহীপতে'। ৮। ছ '-সহ মুনিভির্দ্দেবসন্নিভৈঃ'।

ন খল্বন্যেন কাকুৎস্থ শ্রোতব্যমিদমুত্তরম্[১]।
মহর্ষিভ্যশ্চ[২] তে রাম শ্রাবণীয়ং বিশেষতঃ ॥ ২৩ ॥
এবমুক্ত্বা[৩] তু ভগবান্ ব্রহ্মা ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
জগাম ত্রিদিবং দেবো দেবৈঃ[৪] সহ সবাসবৈঃ ॥ ২৪ ॥
যে চ তত্র মহাত্মানো মুনয়ো ব্রাহ্মলৌকিকাঃ[৫]।
ব্রহ্মণা[৬] তেঽভ্যনুজ্ঞাতা ন্যবসন্নমিতৌজসঃ ॥ ২৫ ॥
উত্তরং[৭] শ্রোতুমনসো ভবিষ্যং[৮] যা চ রাঘবে[৯]।
প্রাপ্য লোকে শুভাং কীর্ত্তিং[১০] ভবিষ্যতি শুভা গতিঃ ॥ ২৬ ॥

২৩। লো-টী। শৃণু রামেত্যনেন মুনিভিঃ সার্দ্ধং রামস্যৈব শ্রবণমিতি মহাত্মানামাশঙ্কাং বারয়ন্নাহ—ন খল্বিতি পদ্যেন। হে কাকুৎস্থ, খলুশব্দো নিষেধে, মহর্ষীন্ ত্বাঞ্চ ঋতে অন্যেন খলু ন শ্রোতব্যম্, অপি তু শ্রোতব্যমেব। 'নিষেধবাক্যালঙ্কারজিজ্ঞাসানুনয়ে খলু' ইত্যমরঃ। পুনরপি কাব্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধাং বর্দ্ধয়ন্ শ্রবণং বিধত্তে মহর্ষিভিরিতি। অশেষতঃ সংপূর্ণম্।

২৫। লো-টী। ব্রাহ্মলৌকিকাঃ ব্রহ্মলোকনিবাসিনঃ।

২৬। লো-টী। উত্তরং ভবিষ্যম্ শ্রোতুমনসঃ, যত্র উত্তরে ভবিষ্যো।

কাকুৎস্থ রাম, এই উত্তরকাণ্ড (ভাবী ঘটনা) অন্যের শ্রবণ করা উচিত নয়; তুমি ইহা বিশিষ্ট বিশিষ্ট মহর্ষিদিগকে শুনাইতে পার ॥ ২৩ ॥

ত্রিভুবনেশ্বর ভগবান্ ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণের সহিত স্বর্গধামে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মলোকবাসী যে সকল অমিততেজাঃ মহাত্মা মুনি সেখানে ছিলেন, তাঁহারা ব্রহ্মার আদেশে ভবিষ্যৎ উত্তরকাণ্ড—এবং জগতে শুভকীর্ত্তি লাভ করিয়া অবশেষে রামচন্দ্রের যে শুভগতিপ্রাপ্তি হইবে তাহা—শ্রবণাভিলাষে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৫-২৬ ॥

১। ক '-মম্'। ২। ছ 'এতৈর্মহর্ষিভির্বীর ত্বয়া বাপি পরন্তপ'। ৩। ছ 'এতাবদুক্ত্বা'। ৪। ছ 'দেবঃ সহ সর্বৈঃ সুরোত্তমৈঃ'। ৫। ছ 'ব্রহ্মবাদিনঃ'। ৬। ছ 'তেঽনুজ্ঞাং ব্রহ্মণঃ প্রাপ্য'। ৭। ক '-রং'। ৮। ছ 'যত্র'। ৯। ছ 'রাঘব'। ১০। ছ 'যথা যাস্যতি বৈ দিব'

এতস্মিন্নন্তরে বাণী নিঃসৃতা [১]ধরণীতলাৎ।
জহি ত্বং রাম সন্তাপং কৃতান্তো হ্যত্র কারণম্ ॥ ২৭ ॥
কাঙ্ক্ষসে যচ্চ বৈদেহীং [২]তদ্বৃথা পরিতপ্যসে।
দুর্ল্লভং দর্শনং তস্যাস্ত্রৈলোক্যে [৩]সা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২৮ ॥
ইহস্থা পূজ্যতে নাগৈর্ম্মর্ত্ত্যলোকে চ [৪]মানুষৈঃ।
[৫]পিতৄণাং সা স্বধা স্বর্গে সা তৃপ্তিরমৃতাশিনাম্ ॥ ২৯ ॥
শ্রীবৎসবক্ষসো দেহে সৈব লক্ষ্মীঃ প্রতিষ্ঠিতা।
সিদ্ধানাং স্বর্গসংস্থানাং সা [৬]চ সিদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৩০ ॥
নিবর্ত্তয় [৭]মতিং রাম বৈদেহ্যা দর্শনং প্রতি।
দ্রষ্টব্যা যদি তে সীতা পুত্রৌ পশ্য কুশীলবৌ ॥ ৩১ ॥

২৭। লো-টী। কৃতান্তঃ কালঃ।

এই সময়ে রসাতল হইতে এইরূপ বাক্য নিঃসৃত হইল,—"হে রাম, তুমি সন্তাপ পরিত্যাগ কর, দৈবাধীন এইরূপ হইয়াছে; বৈদেহীকে যে পাইতে ইচ্ছা করিতেছ, তাঁহার দর্শন অসম্ভব, সুতরাং বৃথা খেদ করিতেছ। সীতা ত্রিভুবনে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২৭-২৮ ॥

সীতা এস্থানে থাকিয়া নাগলোককর্ত্তৃক এবং মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন, সীতা স্বর্গে পিতৃগণের স্বধাস্বরূপ এবং অমৃতভোজী দেবগণের তৃপ্তি-স্বরূপ ॥ ২৯ ॥

সীতাই শ্রীবৎসলাঞ্ছন বিষ্ণুর দেহে লক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠিতা এবং সীতাই স্বর্গবাসী সিদ্ধগণের সিদ্ধিস্বরূপা ॥ ৩০ ॥

রাম, সীতাকে দেখিবার ইচ্ছা নিবর্ত্তিত কর; যদি তাহাকে দেখিতে চাও তবে পুত্রদ্বয়—কুশ এবং লবকে দর্শন কর ॥ ৩১ ॥

১। ছ 'বসুধা-'। ২। ছ 'বৃথা তেহত্র পরিশ্রমঃ'। ৩। ক 'যা'। ৪। ছ 'মানবৈঃ'। ৫। ক '-পাক সুধা'। ৬। ছ 'হি'। ৭। ছ 'মনো'।

শ্রূয়তাঞ্চ শুভং [1]কাব্যং সত্যং বাল্মীকিনা কৃতম্ ।
উত্তরে[2] যদ্[3] ভবিষ্যচ্চ যথা প্রাহ পিতামহঃ ॥ ৩২ ॥
ততো রামঃ শুভাং বাণীং শ্রুত্বা তাং বসুধাতলাৎ ।
পিতামহবচঃ কুর্ব্বন্ বাল্মীকিমিদমব্রবীৎ ॥ ৩৩ ॥
ভগবন্ শ্রোতুমনস[4] ঋষয়ো ব্রাহ্মলৌকিকাঃ ।
ভবিষ্যদুত্তরং যন্মে শ্বোভূতে তৎ[5] প্রবর্ত্ততাম্ ॥ ৩৪ ॥
এবং বিনিশ্চয়ং কৃত্বা সংপ্রগৃহ্য[6] কুশীলবৌ ।
[7]তং জনৌঘং বিসৃজ্যাথ কর্ম্মশালামুপাবিশৎ ॥ ৩৫ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে পিতামহদর্শনং নাম
পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৫ ॥

৩৪। লো-টী। শ্বোভূতে পরদিনে।

পিতামহদর্শনম্ ॥ ১০৫ ॥

ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছেন তদনুসারে,—বাল্মীকিরচিত সত্যঘটনাযুক্ত এই উত্তম কাব্যের উত্তরকাণ্ডে ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তাহা শ্রবণ কর" ॥ ৩২ ॥

পরে রামচন্দ্র বসুধাতল হইতে [সমুত্থিত] সেই শুভবাক্য শ্রবণ করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার আদেশ প্রতিপালনার্থে মহর্ষি বাল্মীকিকে বলিলেন—॥ ৩৩ ॥

ভগবন্, ব্রহ্মলোকবাসী ঋষিগণ ভবিষ্যতে আমার যাহা হইবে তাহা শুনিতে ইচ্ছুক, সুতরাং আগামী কল্য উহা গীত হউক ॥ ৩৪ ॥

রামচন্দ্র এইরূপ স্থির করত সমাগত জনগণকে বিদায় দিয়া কুশ এবং লবকে লইয়া যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৫ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পিতামহদর্শন নামক
১০৫তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥

১। ছ 'বাক্যং হৃদ্বে'। ২। ছ '-রস্তু'। ৩। ছ '-ষ্যদ্ যদ্ যথা চাহ'। ৪। ছ '-সো মুনয়ো দেবসম্মতাঃ'।
৫। ছ 'সংপ্রবর্ত্ত্যতাম্'। ৬। ছ 'সংগৃহ্য চ'। ৭। ছ 'জনৌঘং তং বিসৃজ্যাশু'।

(১০৬) ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ

স রজন্যাং প্রভাতায়াং সমানীয় মহামুনীন্।
পুত্রাবুবাচ [1]কাকুৎস্থো গীয়তাং নির্ব্বিশঙ্কয়া ॥ ১ ॥
ততঃ সমুপবিষ্টেষু মহর্ষিষু মহাত্মসু।
ভবিষ্যদুত্তরং [2]কাব্যং জগতুস্তৌ কুশীলবৌ ॥ ২ ॥
ততঃ শ্রুত্বা রঘুশ্রেষ্ঠঃ কাব্যমু[3]ত্তমসংজ্ঞকম্।
সংস্তভয়ন্নপি মনো [4]ন বিসস্মার [5]মৈথিলীম্ ॥ ৩ ॥
অথাবসানে যজ্ঞস্য [6]তদা পরমদুর্ম্মনাঃ।
[7]অপশ্যন্ মৈথিলীং রামো মেনে শূন্যমিদং জগৎ।
শোকনীহারসংচ্ছন্নো ন শান্তিং সমুপাগমৎ ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। 'নির্বিশঙ্কয়ে'তি পাঠঃ। 'নির্বিশঙ্কিতা'বিতি পাঠে অস্মদীয়ত্বেন শঙ্কাশূন্যৌ।
৩। লো-টী। সংস্তম্ভয়ন্নপি স্থিরীকুর্ব্বন্নপি।
৪। লো-টী। কদাচ কদাচিদপি ন লেভে, যথা নীহারসংচ্ছন্নঃ পথিকঃ শান্তিং সুখং তথা শোকসংচ্ছন্নঃ।

রাত্রি প্রভাত হইলে কাকুৎস্থ রামচন্দ্র মহামুনিদিগকে তথায় আনয়ন করিয়া স্বীয় পুত্রদ্বয়কে বলিলেন, নিঃশঙ্কচিত্তে গান কর ॥ ১ ॥

পরে মহাত্মা মহর্ষিগণ উপবেশন করিলে কুশ এবং লব ভবিষ্যদ্‌বৃত্তান্ত-সমন্বিত রামায়ণের উত্তরভাগ গান করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

তার পর রঘুশ্রেষ্ঠ রাম সেই উত্তম সংজ্ঞাসমন্বিত (আত্মস্বরূপ-সংস্মারক) কাব্য (উত্তরকাণ্ড) শ্রবণ করিয়া মনঃস্থির করিয়াও মৈথিলীকে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না ॥ ৩ ॥

অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে রামচন্দ্র মৈথিলীকে না দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত-

---

১। ছ 'গায়তামবিশঙ্কিতৌ'। ২। ছ 'বাক্যং'। ৩। ছ '-রসংহিতম্'। ৪। ছ 'বিস্মরতি'। ৬। অতঃ পরং ছ 'প্রবিষ্টায়াস্তু মৈথিল্যাং ভূতলং স নৃপস্তদা ইত্যধিকম্'। ৬। ছ 'রামঃ'। ৭। ছ 'অপশ্যমানো বৈদেহীং শূন্যং জগদমন্যত'।

বিসৃজ্য পার্থিবান্ সর্ব্বান্ ঋক্ষবানররাক্ষসান্।

জনৌঘং[১] দ্বিজমুখ্যাংশ্চ বিত্তপূর্ণান্ ব্যসর্জ্জয়ৎ॥ ৫ ॥

ততো বিসৃজ্য তান্ সর্ব্বান্ রামো রাজীবলোচনঃ।

হৃদি কৃত্বা তদা সীতামযোধ্যাং প্রবিবেশ হ॥ ৬ ॥

ন চাসাবপরাং ভার্য্যাং বব্রে রাঘবনন্দনঃ।

যজ্ঞে যজ্ঞে চ পত্নীং[২] তাং কাঞ্চনীং সমকল্পয়ৎ[৩]॥ ৭ ॥

দশবর্ষসহস্রাণি[৪] বাজিমেধানুপাহরৎ।

বাজপেয়ান্ দশগুণান্ বহূন্ বহুসুবর্ণকান্॥ ৮ ॥

৫। লো-টী। বিত্তপূর্ণমিতি পাঠঃ। 'বিত্তবর্ণানি'তি পাঠে বিত্তঃ খ্যাতো বর্ণো যশো গুণো বা যেষাং তান্। 'বিত্তং ক্লীবং ধনে বাচ্যলিঙ্গং খ্যাতে বিচারিতে' ইতি কোষঃ।

৮। লো-টী। 'বাজিমেধচতুঃশত'মিতি পাঠঃ, 'বাজিমেধানুপাহরদি'তি বা। দশগুণান হয়মেধস্যেতি শেষঃ। অতো বহূন্ বহুসুবর্ণকান্ বহুসুবর্ণদক্ষিণানিত্যর্থঃ।

চিত্তে সমস্ত জগৎ শূন্য মনে করিতে লাগিলেন এবং শোকাশ্রুপরিপ্লুত হইয়া শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না॥ ৪ ॥

রামচন্দ্র সমস্ত নৃপতিবর্গ এবং ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসদিগকে বিদায় দিয়া জনসমূহ এবং প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণদিগকে বহু ধন দিয়া বিদায় দিলেন॥ ৫ ॥

তার পর তাঁহাদের সকলকে বিদায় দিয়া রাজীবলোচন রাম তখন সীতার স্মৃতি হৃদয়ে লইয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন॥ ৬ ॥

রঘুনন্দন রাম ভার্য্যান্তর গ্রহণ না করিয়া সেই কাঞ্চননির্ম্মিতা সীতা-প্রতিমাকেই প্রতি যজ্ঞে পত্নীরূপে কল্পনা করিয়াছিলেন॥ ৭ ॥

শ্রীমান্ মহারাজ রামচন্দ্র দশসহস্র বর্ষ ধরিয়া বহু অশ্বমেধ-যজ্ঞ এবং বহু সুবর্ণদক্ষিণাসমন্বিত [অশ্বমেধ অপেক্ষা] দশগুণ বাজপেয় যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন।

১। ছ '-বান্'। ২। ছ 'পত্ন্যর্থং'। ৩। ছ 'তামকল্পয়ৎ'। ৪। ছ 'হয়মেধচতুঃশতম্'। অতঃ পরং ছ 'ঈজে স রামো ধর্ম্মাত্মা গুণৈঃ সুবহুভির্যুতঃ' ইত্যধিকম্।

অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং গোসবৈশ্চ মহাধনৈঃ।
[১]সৌত্রামণিশতৈশ্চৈব পার্থিবো রঘুনন্দনঃ।
ঈজে ক্রতুভিরন্যৈশ্চ স শ্রীমানাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥ ৯ ॥

এবং স কালঃ সুমহান্ রাজ্যস্থস্য মহাত্মনঃ।
ধর্ম্মে প্রয়তমানস্য [২]রাঘবস্য জগাম হ ॥ ১০ ॥

[৩]অন্বরজ্যন্ত [৪]রাজানঃ প্রত্যহং [৫]রঘুনন্দনম্।
ঋক্ষবানররক্ষাংসি [৬]স্থিতানি রামশাসনে ॥ ১১ ॥

কালে বর্ষতি পর্জ্জন্যঃ [৭]সুভিক্ষা নীরুজঃ প্রজাঃ।
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণং পুরং [৮]জনপদাস্তথা ॥ ১২ ॥

৯। লো-টী। অগ্র্যদক্ষিণৈঃ উত্তমদক্ষিণৈঃ। 'আপ্তদক্ষিণৈ'রিতি পাঠে ঋত্বিগ্‌ভিঃ আপ্তা প্রাপ্তা দক্ষিণা যেষু তৈঃ।

১১। লো-টী। রাজানঃ 'রাজানং' বা পাঠঃ। অস্য শাসনে আজ্ঞায়াম্।

১২। লো-টী। নির্গতা রুক্ রোগা যাভ্যস্তাঃ।

তিনি বহু ধনসাধ্য অসংখ্য গোসব, অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, শত শত সৌত্রামণি যজ্ঞ এবং প্রচুর-দক্ষিণাসমন্বিত অন্যান্য বহু যজ্ঞ করিলেন ॥ ৮-৯ ॥

এইরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া রাজ্যাধিরূঢ় মহাত্মা রামচন্দ্রের বহুকাল অতিবাহিত হইল ॥ ১০ ॥

রাজগণ দিনে দিনে রামের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিল; ঋক্ষ, বানর এবং রাক্ষসগণ রামচন্দ্রের শাসনে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

রামের রাজ্যশাসনকালে পর্জ্জন্যদেব যথাসময়ে বর্ষণ করিতেন, ভিক্ষা অতিশয় সুলভ ছিল (অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ ছিল না), প্রজাগণ নীরোগ ছিল এবং নগর ও জনপদসমূহ

১। ক 'সৌম্য-'। ২। হ 'বাতীরাত্রাবত হি'। ৩। হ 'অনু-'। ৪। ক 'রাজানং'। ৫। হ -'নন্দনে'। ৬। হ 'শাসনেঽস্য স্থিতানি বৈ'। ৭। ক 'আতীক্ষ্ণং বিপুলা দিশঃ'। ৮। হ '-স্তথা'।

নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিন্ন ব্যাধিঃ প্রাণিনামভূৎ।

নাধার্ম্মিকোঽভবৎ কশ্চিদ্রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ১৩ ॥

অথ দীর্ঘস্য কালস্য রামমাতা যশস্বিনী[১]।

[২]পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃতা কালধর্ম্মমুপাগমৎ ॥ ১৪ ॥

কৈকেয়ী চ মহাভাগ সুমিত্রা চ তপস্বিনী।

ধর্ম্মং কৃত্বা বহুবিধং ত্রিদিবে পর্য্যবস্থিতে ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ স্বর্গে রাজ্ঞা দশরথেন হি[৩]।

সমাগতা মহাভাগাঃ সর্ব্বা লোকাংশ্চ ভেজিরে ॥ ১৬ ॥

[৪]তাসাং রামো মহাদানং কালে কালে দদৌ নৃপঃ।

মাতৄণামবিশেষেণ ব্রাহ্মণেষু মহাত্মসু ॥ ১৭ ॥

১৫। লো-টী। অথ অনন্তরং কেকয়ী সুমিত্রা চ ত্রিদিবে স্বর্গে পর্য্যবস্থিতে পরি সর্ব্বতো-ভাবেনাবস্থিতে।

১৬। লো-টী। ততশ্চ সর্ব্বাঃ কৌশল্যাদয়ঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ খ্যাতাঃ দশরথেন সমাগতাঃ সম্বদ্ধাঃ সত্যঃ সালোক্যং সমানলোকম্।

হৃষ্ট-পুষ্ট জনবৃন্দে পরিপূর্ণ ছিল; অসময়ে কেহ মারা যাইত না, প্রাণিগণের কোন ব্যাধি ছিল না এবং কেহ অধার্ম্মিক ছিল না॥ ১২-১৩ ॥

অনন্তর দীর্ঘকাল অতীত হইলে যশস্বিনী রাম-মাতা কৌশল্যা পুত্র এবং পৌত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন ॥ ১৪ ॥

মহাভাগ্যবতী কৈকেয়ী এবং তপস্বিনী সুমিত্রাও বহুবিধ ধর্ম্মকার্য্য করিয়া [কালক্রমে] স্বর্গস্থ হইলেন ॥ ১৫ ॥

মহাভাগ্যবতী কৌশল্যা প্রভৃতি সকলেই মহারাজ দশরথের সহিত মিলিত হইয়া স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, সকলেই উত্তম লোকে স্থান লাভ করিলেন ॥ ১৬ ॥

মহারাজ রামচন্দ্র সেই মাতৃগণের উদ্দেশ্যে নির্ব্বিশেষে যথাকালে মহাত্মা

১। ছ 'তপস্বিনী'। ২। ছ ইদমর্দ্ধং পরশ্লোকপরার্দ্ধং চ নাস্তি। ৩। ছ 'হ'। ৪। ছ 'আসাং'।

পৈত্রাংশ্চ ধনরত্নাঢ্যান্[1] যজ্ঞান্ পরমদুস্তরান্।
চকার রামো ধর্ম্মাত্মা পিতৄন্ দেবাংশ্চ তর্পয়ন্ ॥ ১৮ ॥
এবং বর্ষসহস্রাণি সুবহূন্যতিচক্রমুঃ।
যজ্ঞৈর্ব্বহুবিধৈর্ধর্ম্মং বর্দ্ধয়ানস্য[2] সর্ব্বদা ॥ ১৯ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে যজ্ঞাবসানং নাম ষড়ধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৬ ॥

১৮। লো-টী। পৈত্রান্ পিতৃতর্পকান্।
১৯। লো-টী। বর্দ্ধয়ানস্য বর্দ্ধয়মানস্য।

যজ্ঞাবসানম্ ॥ ১০৬ ॥

ব্রাহ্মণগণকে মহাদান করিলেন ॥ ১৭ ॥

ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র দেবগণ এবং পিতৃগণের তৃপ্ত্যর্থে করত বহু ধনরত্ন ব্যয়ে পিতৃ-তৃপ্তিদায়ক অতি দুঃসাধ্য যজ্ঞসমূহ সম্পাদন করিলেন ॥ ১৮ ॥

এইরূপে সর্ব্বদা বহুবিধ যজ্ঞদ্বারা ধর্ম্মবর্দ্ধনে নিরত থাকিয়া মহারাজ রামচন্দ্রের বহু-সহস্র বর্ষ অতিবাহিত হইল ॥ ১৯ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে যজ্ঞাবসান-নামক ১০৬তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৬ ॥

১। ছ 'বহুল-'। ২। ছ 'নিত্যশঃ'।

(১০৭) সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ

কস্যচিদথ[1] কালস্য যুধাজিৎ কেকয়াধিপঃ[2]।
পুরোহিতং প্রহিতবান্ রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
গার্গ্যমঙ্গিরসঃ পুত্রং ব্রহ্মর্ষিমমিতপ্রভম্ ॥ ১ ॥
দশ চাশ্ব[3]সহস্রাণি প্রীতিদান[4]মনুত্তমম্।
কম্বলাদীনি[5] রত্নানি চীরপট্টাং[6]স্তথোত্তমান্।
বহু চাভরণং মুখ্যং রামায় প্রাহিণোন্নৃপঃ ॥ ২ ॥
তং শ্রুত্বা[7] রাঘবো গার্গ্যং কৈকেয়াৎ সমুপস্থিতম্[8]।
স মাতুলস্যাশ্বপতেঃ প্রিয়ভূত[9]মনুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

২। লো-টী। চীরপট্টান্ চীরাণি গোস্তনান্ হারভেদান্ পট্টান্ পীঠান্। 'চীরং স্যাদ্ গোস্তনে বস্ত্রভেদনিস্বনভেদয়ো'রিতি কোষঃ। 'গোস্তনো হারভেদে স্যাৎ দ্রাক্ষায়াং গোস্তনী স্মৃতে'তি কোষঃ। 'পট্টং ফলকপেষিণ্যো রাজশাসনপীঠয়ো'রিতি ভূরি°।

কিছুকাল পরে কেকয়নৃপতি যুধাজিৎ পুরোহিত অমিতপ্রভ ব্রহ্মর্ষি অঙ্গিরা-তনয় গার্গ্যকে মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিলেন ॥ ১ ॥

এবং তাঁহার সহিত মহারাজ যুধাজিৎ রামচন্দ্রকে দশসহস্র অশ্ব, কম্বল প্রভৃতি আসন, বহু রত্নরাজি, উত্তম পট্টবস্ত্রসমূহ, বহু শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার—ইত্যাদি অত্যুত্তম উপঢৌকন-দ্রব্য প্রেরণ করিলেন ॥ ২ ॥

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র কৈকেয়-দেশ হইতে অশ্বাধিপতি মাতুলের অতি প্রিয়পাত্র মহর্ষি গার্গ্যের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অনুচরগণের সহিত ক্রোশমাত্র প্রত্যুদগমন

১। ছ '-বথ'। ২। ক 'কৈক-'। ৩। ছ 'বাজি-'। ৪। ছ '-দায়-'। ৫। ছ '-জিনরত্ন-'। ৬। ছ 'বীর-'। ৭। ছ 'শ্রুত্বা তু'। ৮। ছ '-পাগতম্'। ৯। ছ 'প্রিয়ং দূত-'।

প্রত্যুদ্‌গম্যাথ[১] কাকুৎস্থঃ ক্রোশমাত্রং সহানুগঃ[২]।
গার্গ্যং সংপূজয়ামাস যথা শক্রো বৃহস্পতিম্ ॥ ৪ ॥
ততঃ সংপূজ্য তমৃষিং ধনং তৎ প্রতিগৃহ্য[৩] চ।
মহর্ষিং তং পুরস্কৃত্য রামঃ স্বপুরমাবিশৎ ॥ ৫ ॥
প্রবিষ্টঃ[৪] প্রীতিমান্ সর্ব্বং কুশলং মাতুলস্য হ[৫]।
উপবিষ্টো[৬] মহারাজঃ প্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥ ৬ ॥
কিমাহ মাতুলো বাক্যং যদর্থং ভগবানিহ।
প্রাপ্তো বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সাক্ষাদিব বৃহস্পতিঃ ॥ ৭ ॥
রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা মহর্ষিঃ কার্য্যবিস্তরম্[৭]।
বক্তুমদ্‌ভুতসঙ্কাশং রাঘবায়োপচক্রমে ॥ ৮ ॥

৫। লো-টী। তমৃষিং মহান্ ঋষির্দীধিতিঃ তেজো যস্য তম্, ক্রিয়াদ্বয়েন বাম্বয়ঃ কার্য্যঃ
৮। লো-টী। বিস্তরং বিস্তারম্।

করত বৃহস্পতিকে ইন্দ্র যেরূপ সংবর্দ্ধনা করেন, গার্গ্যকে সেইরূপ সংবর্দ্ধনা করিলেন ॥ ৩-৪ ॥

তার পর রামচন্দ্র মহর্ষি গার্গ্যকে পূজা করিয়া এবং সেই ধনসমূহ গ্রহণ করিয়া সেই মহর্ষিকে অগ্রে করত স্বীয় নগরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫ ॥

প্রীতিমান্ মহারাজ রামচন্দ্র [অযোধ্যায়] প্রবেশ করিয়া উপবেশন করত মাতুল যুধাজিতের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

"মাতুল কি আদেশ করিয়াছেন, যে-জন্য বাক্যবিশারদ সাক্ষাৎ বৃহস্পতিতুল্য আপনি এই অযোধ্যায় আগমন করিয়াছেন" ॥ ৭ ॥

রামচন্দ্রের কথা শুনিয়া মহর্ষি গার্গ্য তাঁহার নিকট অদ্ভুতপ্রায় কার্য্যের গুরুত্বের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮ ॥

১। ছ 'প্রত্যুদ্‌জগাম'। ২। ছ '-নুগঃ'। ৩। ছ 'পরিগৃহ্য'। ৪। ছ 'পৃষ্টা চ'। ৫। ছ 'চ'।
৬। ছ 'উপবেশ্য'। ৭। ছ 'বাক্য-'।

মাতুলস্ত্বাং মহাবাহো বাক্যমাহ নরর্ষভ।[১]
যুধাজিৎ প্রীতিসংযুক্তং শ্রূয়তাং যদি রোচতে॥ ৯॥
অস্তি[২] গন্ধর্ববিষয়ঃ ফলমূলোপশোভিতঃ।
সিন্ধোরুভয়তঃ পার্শ্বে দেশঃ পরমশোভনঃ॥ ১০॥
তং তু রক্ষন্তি গন্ধর্ব্বাঃ সায়ুধা যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।
শৈলূষস্য সুতা বীরাস্তিস্রঃ[৩] কোট্যো মহাবলাঃ॥ ১১॥
তান্ বিনির্জ্জিত্য কাকুৎস্থ গন্ধর্ব্ববিষয়ং[৪] শুভম্।
নিবেশয় মহাবাহো[৫] দ্বে পুরে সুসমাহিতঃ॥ ১২॥
[৬]নান্যস্য ন (?) গতির্ব্বীর দেশশ্চায়ং সুশোভনঃ।
রম্যং[৭] পুষ্পফলাকীর্ণং নিবেশয় মহামতে॥ ১৩॥

১০। লো-টী। গান্ধর্ব্বো বিষয়োঽধিকারো যত্র সঃ।
১১। লো-টী। শৈলূষস্য শৈলূষনাম্নো গন্ধর্ব্বস্য।
১৩। লো-টী। গন্ধর্ব্বাণাং বিনির্জ্জয়েঽন্যস্য গতিঃ শক্তির্নাস্তি। নিবেশয় প্রবিশ।

হে মহাবাহো মানবশ্রেষ্ঠ, মাতুল যুধাজিৎ আপনাকে প্রীতিপূর্ব্বক যাহা বলিয়াছেন, তাহা অভিমত হইলে শ্রবণ করুন॥ ৯॥

সিন্ধুনদের উভয় পার্শ্বে ফলমূলশোভিত অতি রমণীয় গন্ধর্ব্বাধিকৃত একটী দেশ আছে॥ ১০॥

তিনকোটী যুদ্ধাভিলাষী সশস্ত্র মহাবলবান্ শৈলূষতনয় বীর গন্ধর্ব্ব সেই দেশ রক্ষা করিতেছে॥ ১১॥

মহাবাহো কাকুৎস্থ, তুমি সাবধানে সেই গন্ধর্ব্বদিগকে পরাভূত করিয়া রমণীয় গন্ধর্ব্বরাজ্যে দুইটী নগরী স্থাপন কর॥ ১২॥

মহামতে বীর, তথায় অন্যের প্রবেশ অসম্ভব, সুতরাং এই সুশোভন ফলপুষ্পপরিপূর্ণ রমণীয় দেশ তুমি অধিকার কর॥ ১৩॥

১। ক '-ক্যং যম্মানবর্ষভ'। ২। ছ 'অয়ং গা-'। ৩। ছ 'বীর ত্রিস্রঃ'। ৪। ছ '-নগরং'। ৫। ছ '-রাজ পুরে দ্বে'। ৬। ছ 'ইদমর্দ্ধং নাস্তি'। ৭। ছ 'রম্যপুষ্পফলাঢ্যো তু'।

অন্যো বা প্রেষ্যতাং জেতুং[1] দেশং তমৃষিণা[2] সহ।
রোচতাং তে মহাবাহো ন হি ত্বামহিতং বদে ॥ ১৪ ॥
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবঃ প্রীতঃ সন্দেশং মাতুলস্য চ।
উবাচ বাঢ়মিত্যেব ভরতঞ্চান্ববৈক্ষত ॥ ১৫ ॥
সোঽব্রবীদ্রাঘবঃ প্রীতঃ প্রাঞ্জলিপ্রগ্রহো[3] দ্বিজম্।
ইমৌ কুমারৌ ব্রহ্মর্ষে[4] তং দেশং বিজয়িষ্যতঃ ॥ ১৬ ॥
ভরতস্যাত্মজৌ বীরৌ তক্ষঃ পুষ্কর এব চ।
মাতুলেন সুসংগুপ্তৌ[5] ধর্ম্মেণ সুসমাহিতৌ ॥ ১৭ ॥
ভরতশ্চাগ্রতঃ কৃত্বা কুমারৌ স বলানুগৌ।
নিহত্য গন্ধর্ব্বসুতান্ পুরে দ্বে রচয়িষ্যতি[6] ॥ ১৮ ॥

১৪। লো-টী। ঋষিণা বশিষ্ঠেন।
১৬। লো-টী। প্রকর্ষেণ অঞ্জলিং প্রগৃহ্লাতীতি প্রাঞ্জলিপ্রগ্রহঃ কৃতাঞ্জলিরিত্যর্থঃ।
১৮। লো-টী। স ভরত ইতি সম্বন্ধঃ।

অথবা ঋষির (গার্গ্যের) সহিত অন্য কাহাকেও এই দেশ জয় করিতে প্রেরণ কর; মহাবাহো, আমি তোমাকে অহিত বলিতেছি না, সুতরাং ইহা তোমার অভিপ্রেত হউক ॥ ১৪ ॥

রামচন্দ্র মাতুলের সেই কথা শ্রবণ করিয়া প্রীতিসহকারে তাহা অনুমোদনপূর্ব্বক ভরতের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৫ ॥

পরে রামচন্দ্র প্রীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই দ্বিজবরকে বলিলেন—ব্রহ্মর্ষে, ভরতপুত্র তক্ষ এবং পুষ্কর এই বীর কুমারদ্বয় মাতুলকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া সাবধানে ধর্ম্মানুসারে সেই দেশ জয় করিবে ॥ ১৬-১৭ ॥

ভরত সৈন্যানুগামী কুমারদ্বয়কে অগ্রে করিয়া গন্ধর্ব্বপুত্রগণকে নিহত করত

১। ছ 'তন্দেশ-'। ২। তঃঅ পরং ছ 'অন্যস্ত ন গতির্ষত্র দেশস্তাং মুশোভনঃ' ইত্যধিকম্। ৩। ছ '-লিঃ প্র-'। ৪। ছ 'বিপ্রর্ষে'। ৫। ছ 'সুগুপ্তৌ তু'। ৬। ক 'বিভজিষ্যতি'।

[১]নিবেশ্য তে পুরে শ্রেষ্ঠে আত্মজৌ সন্নিবেশ্য চ।
আগমিষ্যতি মে বীরঃ সকাশমিহ ধার্ম্মিকঃ ॥ ১৯ ॥
এবমুক্ত্বা তু তমৃষিং ভরতঞ্চ[২] বলানুগম্।
[৩]প্রেষয়ামাস স তদা কুমারৌ চাভ্যষেচয়ৎ ॥ ২০ ॥
নক্ষত্রেণ [৪]চ সৌম্যেন [৫]পুরস্কৃত্যাঙ্গিরঃসুতম্।
ভরতঃ সহ পুত্রাভ্যাং স্ববলেন [৬]বিনির্যযৌ ॥ ২১ ॥
সা সেনা বলসম্পন্না [৭]সাকেতান্নির্যযাবথ।
রামেণানুগতা দূরং দুরাধর্ষা সুরৈরপি ॥ ২২ ॥
মাংসাশীনি চ সত্ত্বানি রক্ষাংসি সুবহূন্যপি।
অনুগচ্ছন্তি ভরতং রুধিরস্ত পিপাসবঃ ॥ ২৩ ॥

২২। লো-টী.। বলসম্পন্না বলেন সামর্থ্যেন সম্পন্না। সাকেতাৎ অযোধ্যায়াঃ। 'দেবকোট্টোঽথ সাকেতমযোধ্যোত্তরকোশলে'তি ভূরি০।

ভরতনির্যাণম্ ॥ ১০৭ ॥

দুইটী নগর সংস্থাপিত করিবে ॥ ১৮ ॥

বীরবর ধার্ম্মিক ভরত সেই শ্রেষ্ঠ নগরদ্বয় নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে পুত্রদ্বয়কে প্রতিষ্ঠিত করত আমার নিকট এইস্থানে আগমন করিবে ॥ ১৯ ॥

রামচন্দ্র সেই ঋষিকে এইরূপ বলিয়া সৈন্যগণের সহিত ভরতকে প্রেরণ করিলেন এবং কুমারদ্বয়কে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ২০ ॥

ভরত শুভনক্ষত্রে অঙ্গিরার পুত্র গার্গ্যকে অগ্রে করত পুত্রদ্বয়ের সহিত স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন ॥ ২১ ॥

দেবগণেরও দুর্দ্ধর্ষ শক্তিসম্পন্ন সেই সৈন্যগণ রামকর্তৃক [বহু] দূরপর্য্যন্ত অনুসৃত হইয়া অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল ॥ ২২ ॥

মাংসাশী জন্তুগণ এবং বহু রাক্ষস রক্তপান-লোলুপ হইয়া ভরতের অনুগমন করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

১। ছ 'পুরশ্রেষ্ঠে'। ২। ছ '-তং সপদানুগং'। ৩। ছ 'উপদিশ্য ততো রামঃ'। ৪। ছ 'স সৌ-'। ৫। ছ 'নমস্কৃত্বা মহামুনীন্'। ৬। ছ 'চ নির্যযৌ'। ৭। ছ 'মহতী নি-'।

১
ভূতগ্রামাশ্চ বহবো মাংসভক্ষাঃ সুদারুণাঃ।
২
গন্ধর্ব্বপুত্রমাংসানি ভোক্তুকামাঃ সহস্রশঃ ॥ ২৪ ॥
সিংহব্যাঘ্রমৃগাশ্চৈব খেচরাশ্চৈব পক্ষিণঃ।
৩
বহুসত্ত্বসহস্রাণি সেনাগ্রে সংপ্রতস্থিরে ॥ ২৫ ॥
৪
অর্দ্ধমাসমুষিত্বা সা পথি সেনা নিরাময়া।
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণা কৈকেয়ান্ সমুপাগমৎ ॥ ২৬ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে ভরতপ্রয়াণং নাম সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৭ ॥

মাংসভক্ষক অতিশয় ভয়ঙ্কর সহস্র সহস্র ভূত, সিংহ-ব্যাঘ্র-মৃগ-প্রভৃতি বহুসহস্র জীব এবং আকাশচারী পক্ষিগণ গন্ধর্ব্বপুত্রগণের মাংস ভোজন করিবার অভিলাষে সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে প্রস্থান করিল ॥ ২৪ ২১ ॥

সেই হৃষ্ট-পুষ্ট-জনসমাকুল সুস্থকায় সৈন্যশ্রেণী পথিমধ্যে অর্দ্ধমাস অতিবাহিত করিয়া কেকয়-রাজ্যে উপনীত হইল ॥ ২৬ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে ভরতপ্রয়াণ-নামক ১০৭তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৭ ॥

১। ছ '-মাঃ সুব-'। ২। ছ 'মহাবনাঃ'। ৩। ছ '-গ্রেণ প্রতস্থিরে'। ৪। ছ 'তু'।

(১০৮) অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ

শ্রুত্বা সেনাপতিং প্রাপ্তং ভরতং কেকয়াধিপঃ[১]।
যুধাজিৎ পরমাং[২] প্রীতিমুপাগমদনন্তরম্ ॥ ১ ॥
স নির্যযৌ জনৌঘেন[৩] মহতা কেকয়াধিপঃ।
ভরতেন সমাগম্য মন্ত্রয়ামাস চৈব হি ॥ ২ ॥
যুধাজিদ্ভরতশ্চৈব সমেতৌ[৪] লঘুবিক্রমৌ।
গতৌ গন্ধর্ব্বনগরং সবলৌ সপদানুগৌ ॥ ৩ ॥
শ্রুত্বা তু ভরতং প্রাপ্তং গন্ধর্ব্বাস্তে সমাগতাঃ[৫]।
যোদ্ধুকামা মহাবীর্য্যা[৬] বিনদন্তঃ[৭] সমন্ততঃ ॥ ৪ ॥
সহসা[৮] তে যযুঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বাঃ কালচোদিতাঃ।
সংনদ্ধা বদ্ধতূণীরা[৯] বিবিধায়ুধপাণয়ঃ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। বলং হস্ত্যশ্বরথং পদানুগঃ পদাতিঃ।
৫। লো-টী। সন্নদ্ধাঃ কবচিনঃ।

অনন্তর ভরত সেনাপতিরূপে আসিয়াছেন শুনিয়া কেকয়াধিপতি যুধাজিৎ পরম প্রীতিলাভ করিলেন ॥ ১ ॥

সেই কেকয়রাজ যুধাজিৎ বহু লোক সমভিব্যাহারে নির্গত হইলেন এবং ভরতের সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিলেন ॥ ২ ॥

যুধাজিৎ এবং ভরত উভয়ে মিলিত হইয়া সৈন্য এবং পদাতিক অনুচরগণের সহিত দ্রুতগতিতে গন্ধর্ব্বনগরে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥

মহাবলবান্ সেই গন্ধর্ব্বগণ ভরতের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া যুদ্ধাভি-লাষে চতুর্দ্দিক হইতে সিংহনাদ করিতে করিতে আগমন করিল ॥ ৪ ॥

সেই গন্ধর্ব্বগণ সকলে কালপ্রেরিত হইয়া বর্ম্ম পরিধান ও তূণীর

১। ছ কেকয়ীসুতম্'। ২। ছ 'গার্গ্যসহিতং পরাং প্রীতিমুপাগমৎ'। ৩। ছ 'বলৌ-'। ৪। ছ 'প্রতস্থাতে মহাবলৌ'। ৫। ছ 'সমন্ততঃ'। ৬। ছ 'মহানাদং'। ৭। ছ '-ন্তো মহাবলাঃ'। ৮। ছ '-সাভ্যাযযুঃ'। ৯। ক 'বদ্ধ-'।

ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্।
সপ্তরাত্রং মহাঘোরং ন চাভূদ্বিজয়ঃ কচিৎ ॥ ৬ ॥
ততো রামানুজঃ ক্রুদ্ধঃ কালস্যাস্ত্রং সুদারুণম্।
সংবর্ত্তং নাম ভরতো গন্ধর্বেষু ন্যযোজয়ৎ ॥ ৭ ॥
তে বদ্ধাঃ কালকল্পেন[১] সংবর্ত্তাস্ত্রেণ[২] দারিতাঃ।
[৩]ক্ষণেনৈব হতাস্তত্র তিস্রঃ কোট্যো মহৌজসঃ ॥ ৮ ॥
[৪]এবং ঘোরং হি সমরং ন স্মরন্তি দিবৌকসঃ।
নিমেষান্তরমাত্রেণ যঃ কৃতো ভরতেন হ ॥ ৯ ॥
হত্বা চৈব হি তান্ বীরান্[৫] ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ।
নিবেশয়ামাস তদা সমৃদ্ধে দ্বে পুরোত্তমে।
তক্ষস্তক্ষশিলাং চৈব পুষ্করঃ পুষ্করাবতীম্ ॥ ১০ ॥

৮। লো-টী। তে গন্ধর্ব্বাঃ কালকল্পেন মৃত্যুতুল্যেন কেচিৎ নদ্ধা বদ্ধাঃ কেচিচ্চ দ্রাবিতাঃ এবং ক্রমেণ তিস্রঃ কোট্যো হতাঃ।

৯। লো-টী। নিমেষান্তরেণ যঃ সমরঃ কৃতঃ, তথাচ সমরং তাদৃশং সমরং তে দিবৌকসোঽপি।

১০। লো-টী। ঐব ঈয়তুঃ প্রাপতুঃ, প্রথমপুরুষে উত্তমপুরুষ আর্ষঃ। যদ্বা, প্রাপতুরিতি শেষঃ। 'তত্র তক্ষশিলাঞ্চৈব পুরীং বৈ পুষ্করাবতী'মিতি বা পাঠঃ।

বন্ধনপূর্ব্বক বিবিধ অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সহসা বহির্গত হইল ॥ ৫ ॥

পরে সপ্তরাত্রব্যাপী মহাভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইল, অথচ কোন পক্ষেরই জয়লাভ হইল না ॥ ৬ ॥

অনন্তর রামানুজ ভরত ক্রুদ্ধ হইয়া গন্ধর্ব্বগণের উপর সংবর্ত্ত-নামক ভয়ঙ্কর কালাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৭ ॥

সেই মহাবীর্য্যশালী তিনকোটি গন্ধর্ব্ব মৃত্যুতুল্য সংবর্ত্তনামক অস্ত্রদ্বারা বদ্ধ এবং বিদারিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে নিহত হইল ॥ ৮ ॥

ভরত নিমেষমধ্যে যেরূপ যুদ্ধ করিলেন এইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দেবতারাও স্মরণ করিতে পারেন না ॥ ৯ ॥

কেকয়ীপুত্র ভরত সেই বীর গন্ধর্ব্বদিগকে নিহত করিয়া [তক্ষশিলা এবং

১। ছ '-পাশেন'। ২। ছ '-র্ত্তাস্ত্রবিদারিতাঃ'। ৩। ছ 'ক্ষণেন বিহতাশ্চৈব'। ৪। ছ 'তথা ঘোরন্তু'। ৫। ছ 'সর্ব্বান্ গন্ধর্ব্বান্ ভরতস্তথা'।

গন্ধর্ব্বদেশে রুচিরে[১] গান্ধারবিষয়ে চ সঃ।
ধনরত্নৌঘসংপূর্ণে[২] কাননৈরুপশোভিতে ॥ ১১ ॥
অন্যোহন্যং[৩] সংঘর্ষকৃতে স্পর্দ্ধয়া গুণবিস্তরৈঃ।
উভে সুরুচিরপ্রখ্যে ব্যবহারৈরকিল্বিষৈঃ ॥ ১২ ॥
উদ্যান[৪]যানসম্পন্নে সুবিভক্তান্তরাপণে।
উভে পুরোত্তমে রম্যে কাননোত্তমশোভিতে ॥ ১৩ ॥
গৃহমুখ্যৈঃ সুরুচিরৈর্ব্বিমানৈর্ব্বহুভির্ব্বৃতে[৫]।
নিবেশ্য পঞ্চভির্ব্বর্ষৈর্ভরতো রাঘবানুজঃ।
পুনরায়ান্মহাবাহুরযোধ্যাং কেকয়ী[৬]সুতঃ ॥ ১৪ ॥

১১-১২। লো-টী। গান্ধারবিষয়ে দেশে যোহয়ং গন্ধর্ব্বদেশঃ স্থানং তৎ তত্র আকীর্ণে জনৈর্ব্যাপ্তে কাননৈঃ ফলপুষ্পপ্রধানৈর্ব্বনৈঃ অন্যোন্যসংহর্ষকৃতে অন্যোন্যস্য ভ্রাতৃদ্বয়স্য সংহর্ষঃ সম্যগানন্দঃ, তৎকৃতে তন্নিমিত্তে ব্যবর্দ্ধেতাম্। অকিল্বিষৈঃ নিষ্কপটৈঃ।

১৩। লো-টী। উদ্যানং যানঞ্চ রথাদি। সুবিভক্তং সুষ্ঠু বিভাগেন কৃতম্ অন্তরা মধ্যে অয়নং পন্থা যয়োস্তে, 'সুবিভক্তান্তরপথে' ইতি পাঠেহন্তরে পন্থাঃ, সুবিভক্তোহন্তরপথো যয়োস্তে।

পুষ্করাবতী নামক] সমৃদ্ধ নগরীদ্বয় স্থাপিত করিলেন। [তাহার মধ্যে] তক্ষ তক্ষশিলায় এবং পুষ্কর পুষ্করাবতীতে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

গান্ধাররাজ্যে মনোরম গন্ধর্ব্বদেশে বহু-ধনরত্ন-পরিপূর্ণ, কাননসমূহে পরিশোভিত, বহুবিধ গুণের স্পর্দ্ধায় পরস্পর সংঘর্ষপরায়ণ, অকপট ক্রয়বিক্রয়াদি ব্যবহারে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন, উদ্যান এবং যানবাহন-সমাযুক্ত, মধ্যদেশে সুবিভক্ত বিপণিশ্রেণীতে পরিপূর্ণ, উত্তম কানন-শোভিত, অতিশয় রমণীয়, উত্তম প্রাসাদসমূহে এবং বহু বিমানে পরিবৃত শ্রেষ্ঠ নগরীদ্বয় স্থাপন [পূর্ব্বক তাহাতে পুত্রযুগলকে স্থাপিত] করিয়া রাঘবানুজ কৈকেয়ীনন্দন মহাবাহু ভরত পাঁচ বৎসর পরে পুনরায় অযোধ্যা-নগরীতে আগমন করিলেন ॥ ১১-১৪ ॥

১। ছ 'গন্ধর্ব্বৈরুপশোভিতে'। ২। ছ ইদমর্দ্ধং নাস্তি'। ৩। ছ 'চক্রতুঃস্তৌ চ স্পর্দ্ধয়াদ্ভুতবিক্রমৌ'।
৪। ছ '-বন-'। ৫। ছ 'র্ধনসন্নিভৈঃ'। ৬। ক 'কৈকেয়ী-'।

সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং সাক্ষাদ্ধর্ম্মমিবাপরম্।

রাঘবং ভরতঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ ॥ ১৫ ॥

১
শশংস চ যথা বৃত্তং গন্ধর্ব্ববধমুত্তমম্।

নিবেশনঞ্চ দেশস্য শ্রুত্বা প্রীতশ্চ রাঘবঃ ॥ ১৬ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে গন্ধর্ব্ববিষয়নিবেশনং নাম অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৮ ॥

১৬। লো-টী। তৎ শ্রুত্বা রাঘবঃ প্রীতঃ।

গন্ধর্ব্ববিষয়নিবেশঃ ॥ ১০৮ ॥

ইন্দ্র ব্রহ্মাকে যেরূপ অভিবাদন করেন শ্রীমান্ ভরত সেইরূপ সাক্ষাৎ দ্বিতীয় ধর্ম্মের ন্যায় মহাত্মা রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া উত্তম গন্ধর্ব্ববধ-বৃত্তান্ত এবং তথায় জনপদ-সন্নিবেশের বিষয় আনুপূর্ব্বিক বলিলেন; তাহা শুনিয়া রামচন্দ্র অতিশয় প্রীত হইলেন ॥ ১৫-১৬ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে গন্ধর্ব্বদেশসন্নিনিবেশ-নামক ১০৮তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৮ ॥

১। ছ 'ভক্তোঽশংসদ্'।

(১০৯) নবাধিকশততমঃ সর্গঃ

তচ্ছ্রুত্বা হর্ষমাপেদে ভ্রাতৃভিঃ সহ রাঘবঃ।
বাক্যঞ্চাদ্ভুতসংকাশং[1] রামো ভ্রাতৄনভাষত[2] ॥ ১ ॥
ইমৌ কুমারৌ সৌমিত্রে তব ধর্ম্মবিশারদৌ।
অঙ্গদশ্চন্দ্রকেতুশ্চ রাজ্যার্হৌ দৃঢ়ধন্বিনৌ ॥ ২ ॥
উভৌ রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামি দেশং সাধু নিরূপয়।
রমণীয়মসংবাধং রমেতাং যত্র সংস্থিতৌ[3] ॥ ৩ ॥
ন রাজ্ঞাং যত্র পীড়া স্যান্ন চৈবাশ্রমবাসিনাম্।
স দেশো দৃশ্যতাং সৌম্য নাপরাধ্যামহে যথা ॥ ৪ ॥

১। লো-টী। রামো রাঘবঃ রঘুবংশোদ্ভবঃ। অদ্ভুতং চিত্রমিব সঙ্কাশতে ইতি তথা।
৩। লো-টী। ন বিদ্যতে সম্বাধঃ পীড়নং যত্র তৎ।
৪। লো-টী। আশ্রমবাসিনাং স্বধর্ম্মপরাণাম্।

রঘুবংশোদ্ভব রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণের সহিত সেই সকল বিবরণ শ্রবণপূর্ব্বক পরম আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে এই পরমাদ্ভুত কথা বলিলেন—॥ ১ ॥

লক্ষ্মণ, তোমার এই পুত্রদ্বয় অঙ্গদ এবং চন্দ্রকেতু ধর্ম্মাভিজ্ঞ, দৃঢ়-ধনুর্দ্ধারী, সুতরাং রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ ॥ ২ ॥

আমি ইহাদিগকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব, অতএব যেস্থানে থাকিয়া ইহারা আনন্দ লাভ করিতে পারে তাদৃশ রমণীয় উপদ্রবশূন্য উৎকৃষ্ট দেশ অন্বেষণ কর ॥ ৩ ॥

হে সৌম্য, যেস্থানে রাজাদিগের এবং আশ্রমবাসীদিগের কোনরূপ [পীড়া] না হয় সেইরূপ দেশ অন্বেষণ কর, আমরা যেন অপরাধী না হই ॥ ৪ ॥

১। ছ '-কামদভুতবা'। ২। ছ 'নবোচত'। ৩। ছ 'সুস্থিতৌ'।

তথোক্তবতি রামে তু ভরতঃ প্রত্যুবাচ হ।
অয়ং কারপথো[1] দেশো রমণীয়ো নিরাময়ঃ ॥ ৫ ॥
নিবেশয় পুরীং বীর অঙ্গদস্য মহাত্মনঃ।
চন্দ্রকেতোশ্চ[2] রুচিরাং[3] চন্দ্রকান্তাং মনোরমাম্[4] ॥ ৬ ॥
তদ্বাক্যং ভরতেনোক্তং প্রতিজগ্রাহ রাঘবঃ।
তঞ্চ কারপথং[5] দেশমঙ্গদস্য ন্যবেশয়ৎ ॥ ৭ ॥
অঙ্গদীয়া পুরী রম্যা ত্বঙ্গদস্য[6] নিবেশিতা।
রমণীয়া সুগুপ্তা চ রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা ॥ ৮ ॥
চন্দ্রকেতোঃ কুমারস্য মল্লভূমির্নিবেশিতা।
চন্দ্রবক্ত্রেতি বিখ্যাতা দিব্যা স্বর্গপুরী যথা ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। কারপথো নাম পশ্চিমস্থদেশবিশেষঃ।
৯। লো-টী। মল্লভূমিরিতি পাঠঃ। 'স্বর্ণভূমি'রিতি ক্বচিৎ।

রামচন্দ্র এই কথা বলিলে ভরত উত্তর করিলেন—এই 'কারাপথদেশ' অতিশয় রমণীয় এবং নিতান্ত নিরুপদ্রব ॥ ৫ ॥

হে বীর, মহাত্মা অঙ্গদের এবং চন্দ্রকেতুর জন্য চন্দ্রের ন্যায় কমনীয় সুন্দর নগরী তথায় স্থাপিত করুন ॥ ৬ ॥

রামচন্দ্র ভরতের কথা অনুমোদন করিয়া সেই কারাপথদেশ অঙ্গদের জন্য সন্নিবেশিত করিলেন ॥ ৭ ॥

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্র সুচারু এবং সুরক্ষিত 'অঙ্গদীয়া' নামে পুরী অঙ্গদের জন্য নির্ম্মাণ করাইলেন ॥ ৮ ॥

কুমার চন্দ্রকেতুর জন্য মল্লভূমি নামক দেশ এবং চন্দ্রবক্ত্রা নামে বিখ্যাত অমরাবতীর ন্যায় নগরী নির্ম্মাণ করাইলেন ॥ ৯ ॥

১। ছ 'কারু-'। ২। ছ '-স্তু'। ৩। ক '-রং চন্দ্রকান্তং'। ৪। ক '-মম্'। ৫। ছ 'কারু-'। ৬। ছ 'অঙ্গ-'।

ততো রামঃ পরাং প্রীতিং ভরতশ্চ স লক্ষ্মণঃ।
যযুর্যুধি[১] দুরাধর্ষৌ কুমারৌ চাভ্যষেচয়ন্ ॥ ১০ ॥
অভিষিচ্য কুমারৌ তু প্রস্থাপ্য[২] চ মহাবলৌ।
অঙ্গদং পশ্চিমাং ভূমিং চন্দ্রকেতুমথোত্তরাম্ ॥ ১১ ॥
অঙ্গদস্য চ সৌমিত্রির্লক্ষ্মণোঽনুজগাম হ।
চন্দ্রকেতোস্তু[৩] ভরতঃ পার্ষ্ণিং জগ্রাহ বীর্য্যবান্ ॥ ১২ ॥
লক্ষ্মণস্ত্বঙ্গদীয়ায়াং সংবৎসরমথোষিতঃ।
পুত্রে[৪] স্থিতে দুরাধর্ষে অযোধ্যাং পুনরাগমৎ ॥ ১৩ ॥
ভরতোঽপি তথোষিত্বা সংবৎসরমুদারধীঃ।
অযোধ্যাং পুনরাগম্য[৫] রামপাদাবুপাস্ত সঃ ॥ ১৪ ॥

১০। লো-টী। স চ লক্ষ্মণঃ প্রীতিং যযুঃ প্রাপুঃ। 'অভ্যষেচয়দি'তি প্রত্যেকেন সম্বন্ধঃ। 'অভ্যষেচয়ন্নি'তি বা পাঠঃ।

১৪। লো-টী। উপাস্ত সেবিতবান্।

পরে রাম, ভরত এবং লক্ষ্মণ অতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন এবং যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ কুমারযুগলকে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ১০ ॥

মহাবলশালী কুমারদ্বয়কে অভিষিক্ত করিয়া অঙ্গদকে পশ্চিম দেশে এবং চন্দ্রকেতুকে উত্তরদেশে প্রেরণ করত সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ অঙ্গদের অনুগমন করিলেন এবং বীর্য্যবান্ ভরত চন্দ্রকেতুর পশ্চাদ্‌গ্রহণ করিলেন ॥ ১১-১২ ॥

লক্ষ্মণ 'অঙ্গদীয়া'পুরীতে একবৎসর বাস করিয়া দুর্দ্ধর্ষ পুত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পুনরায় অযোধ্যায় আগমন করিলেন ॥ ১৩ ॥

উদারধী ভরতও সেইরূপ একবৎসর কাল বাস করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রামের পদযুগল সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

১। ছ 'ততো যুধি'। ২। ছ 'প্রাস্থাপয়দরিন্দমঃ'। ৩। ছ '-শ্চ'। ৪। ছ 'সুতং তত্রৈব সংস্থাপ্য'। ৫। ছ '-ত্য'।

উভৌ সৌমিত্রিভরতৌ রামপাদাভিনন্দিতৌ[১] ।
কালং গতমপি স্নেহাদ্ধার্ম্মিকৌ নাবগচ্ছতাম্ ॥ ১৫ ॥
[২]এবং দশ সহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ ।
যযুস্তেষাং সুমনসাং যশঃ প্রথয়তাং ভুবি ।
ধর্ম্মে প্রযতমানানাং পৌরকার্য্যেষু চৈব হি ॥ ১৬ ॥
বিহৃত্য কালং পরিপূর্ণমানসাঃ
শ্রিয়া বৃতা ধর্ম্মপথেষু[৩] সংস্থিতাঃ ।
তপঃসমৃদ্ধাঃ [৪]শুভদীপ্ততেজসো
[৫]হুতাগ্নিকল্পাঃ প্রবভুর্নরোত্তমাঃ[৬] ॥ ১৭ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে লক্ষ্মণপুত্রয়োরভিষেকো নাম
নবাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১০৯ ॥

১৫ । লো-টী । নন্দিনৌ 'বন্দিনৌ' বা পাঠঃ । নাবগচ্ছতাম, অড়াগমাভাবঃ
১৭ । লো-টী । শুভং কল্যাণং দীপ্তঞ্চ তেজো যেষাং তে ।
লক্ষ্মণপুত্রয়োরভিষেকঃ ॥ ১০৯ ॥

ধার্ম্মিকপ্রবর ভরত এবং লক্ষ্মণ অনুরাগভরে রামের পদসেবায় নিরত থাকিয়া বহু দিন অতিবাহিত হইলেও তাহা বুঝিতে পারিলেন না ॥ ১৫ ॥

জগতে প্রথিতযশাঃ সুবুদ্ধিমান্ সেই রাম, লক্ষ্মণ এবং ভরতের ধর্ম্মকার্য্য এবং পৌরকার্য্য সাধন করিতে করিতে এইরূপে একাদশ সহস্র বর্ষ অতিবাহিত হইল ॥১৬॥

পরিতৃপ্তচিত্তে সময় অতিবাহিত করিয়া ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ, ধর্ম্মপথে অবস্থিত, তপঃসমৃদ্ধ, কল্যাণকর-প্রদীপ্ত-তেজঃসম্পন্ন সেই নরশ্রেষ্ঠগণ আহুতিপ্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে 'লক্ষ্মণপুত্রদ্বয়ের অভিষেক' -নামক
১০৯তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৯ ॥

---

১ । ছ '-বন্দিনৌ' । ২ । ছ 'দশবর্ষসহস্রাণি' । ৩ । ছ 'চ' । ৪ । ছ 'ইব' । ৫ । ছ 'হুতাশ-' ।
৬ । ক '-র্নরাধিপাঃ' ।

(১১০)দশাধিকশততমঃ সর্গঃ

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য রামে ধর্ম্মপথে স্থিতে।[১]
কালস্তাপসরূপেণ রাজদ্বারমুপাগমৎ ॥ ১ ॥
সোঽব্রবীল্লক্ষ্মণং বাক্যং ধৃতিমন্তং যশস্বিনম্।[২]
মাং নিবেদয় রামায় সংপ্রাপ্তং কার্য্যগৌরবাৎ ॥ ১২ ॥
দূতো হ্যতিবলস্যাহং মহর্ষেরমিতৌজসঃ।
দিদৃক্ষুরাগতো রামং ত্বরিতং মাং নিবেদয় ॥ ৩ ॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সৌমিত্রিস্ত্বরয়ান্বিতঃ।
আচচক্ষে স রামায় সংপ্রাপ্তং তু[৩] তপোধনম্॥ ৪ ॥
জয়স্ব রাজধর্ম্মেণ উভৌ লোকৌ মহামতে।
দূতস্ত্বাং দ্রষ্টুমায়াতস্তপস্বী ভাস্করপ্রভঃ ॥ ৫ ॥

৩। লো-টী। অতিবলস্য নাম্নো মহর্ষেঃ।

৪-৫। লো-টী। রাজধর্ম্মেণ উভৌ লোকৌ জয়স্ব প্রাপ্নুহীত্যুক্ত্বা তং মুনিং সম্প্রাপ্তং রামায় আচচক্ষে ইত্যন্বয়ঃ।

ধর্ম্মপথে অবস্থিত রাম এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত করিলে একদা 'কাল' মুনিবেশ ধারণ করিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥

তিনি ধৈর্য্যশালী যশস্বী লক্ষ্মণকে বলিলেন, বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ আমি আসিয়াছি—এই কথা রামচন্দ্রকে নিবেদন কর ॥ ২ ॥

আমি অমিততেজাঃ মহর্ষি অতিবলের দূত, রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য আসিয়াছি, সত্বর আমার বিষয় নিবেদন কর ॥ ৩ ॥

সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ তাঁহার সেই কথা শ্রবণ করিয়া ব্যগ্র হইয়া মুনির আগমন-বার্ত্তা রামচন্দ্রকে নিবেদন করিলেন—॥ ৪ ॥

মহামতে, রাজধর্ম্মদ্বারা আপনি উভয় লোক জয় করুন; সূর্য্যের ন্যায়

১। ক '-পথি'। ২। ছ 'বাহং'। ৩। ছ 'তং'।

ইতি ব্রুবাণং সৌমিত্রিং রাঘবঃ প্রত্যুবাচ হ।
প্রবেশ্যতাং মুনিস্তাত সৎকৃতঃ পূর্ব্বমেব[১] হি ॥ ৬ ॥
সৌমিত্রিস্তু তথেত্যুক্ত্বা প্রাবেশয়দৃষিং ততঃ[২]।
তেজসা তপসা চৈব জ্বলন্তমিব পাবকম্ ॥ ৭ ॥
সোঽভিগম্য[৩] নরশ্রেষ্ঠং রাঘবং রঘুনন্দনম্।
ঋষির্ম্মধুরয়া বাচা বর্দ্ধস্বেতি[৪] ততোঽব্রবীৎ ॥ ৮ ॥
তস্মৈ রামো মহাবাহুঃ পূজামর্ঘ্যপুরোগমাম্[৫]।
নিবেদ্য[৬] কুশলং পশ্চাৎ প্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥ ৯ ॥
পৃষ্টশ্চ কুশলং তেন রামোঽপি বদতাং বরঃ।
আসনে কাঞ্চনে শুভ্রে নিষসাদ মহাযশাঃ ॥ ১০ ॥

৯-১০। লো-টী। তেন পৃষ্টেন মুনিনা কুশলং পৃষ্টো রামঃ কুশলং নিবেদ্য।

তেজস্বী একটী তপস্বী দূত আপনাকে দেখিবার জন্য আগমন করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

লক্ষ্মণ এই কথা বলিলে রামচন্দ্র তাহাকে বলিলেন, বৎস, সংকারপূর্ব্বক মুনিকে প্রবেশ করাও ॥ ৬ ॥

লক্ষ্মণ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তপঃপ্রভাবে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় তেজস্বী সেই মুনিকে প্রবেশ করাইলেন ॥ ৭ ॥

সেই মুনি নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন রামচন্দ্রের নিকট আগমন করিয়া মধুর বাক্যে বলিলেন—"মহারাজ, বৃদ্ধিলাভ করুন" ॥ ৮ ॥

মহাবাহু রামচন্দ্র সেই মুনিকে অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া অনন্তর কুশল জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৯ ॥

মহাযশস্বী বাগ্মিবর রামচন্দ্রও সেই মুনিকর্ত্তৃক কুশল জিজ্ঞাসিত হইয়া শুভ্র সুবর্ণাসনে উপবেশন করিলেন ॥ ১০ ॥

১। ছ 'শীঘ্রমেব'। ২। ছ 'ঋষিং প্রাবেশয়ত্ততঃ'। ৩। ছ '-ম্য'। ৪। ছ 'বচো'। ৫। ছ -পুরস্কৃতাম্'। ৬। ছ 'কৃত্বা কুশলমব্যগ্রং'।

তমুবাচ ততো রামঃ স্বাগতং তে মহামুনে।
মন্ত্রয়স্ব চ বাক্যানি যদর্থং ত্বমিহাগতঃ ॥ ১১ ॥
চোদিতো রাজসিংহেন [১]মুনির্ব্বাক্যমথাব্রবীৎ।
[২]দ্বন্দ্বে হ্যেতত্তু বক্তব্যং ন শ্রোতব্যং হি কেনচিৎ ॥ ১২ ॥
[৩]যশ্চৈব শৃণুয়াদেতৎ স বধ্যস্তব রাঘব।
[৪]মহর্ষের্মুনিমুখ্যস্য বচনং যদ্যবেক্ষসে ॥ ১৩ ॥
তথেতি চ প্রতিজ্ঞায় রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
দ্বারি তিষ্ঠ মহাবাহো প্রতীহারং বিসর্জ্জয় ॥ ১৪ ॥
[৫]স মে বধ্যঃ খলু ভবেৎ কথাং দ্বন্দ্বসমীরিতাম্।
ঋষের্ম্মম চ সৌমিত্রে [৬]পশ্যেদ্বা শৃণুয়াচ্চ যঃ ॥ ১৫ ॥

১১। লো-টী। মন্ত্রয়স্ব কথয়স্ব।

১২। লো-টী। দ্বন্দ্বং যুগলং যথা তথা বক্তব্যম্। যদ্বা, মমৈতদ্বচঃ দ্বন্দ্বং বক্তৃশ্রোতৃ-দ্বিতীয়জনবিষয়ং, কেনাপি তৃতীয়েন।

১৩। লো-টী। ভগবতো মুনিমুখ্যস্য।

১৪। লো-টী। প্রতিহারং দ্বারিণম্।

১৫। লো-টী। ঋষের্ম্মম চ যঃ শৃণুয়াৎ বচ ইতি শেষঃ। যো বা তঞ্চ মাঞ্চ নিরীক্ষেত।

অনন্তর রামচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন—মহামুনে, আপনার শুভাগমন হইয়াছে, আপনি যে জন্য এইস্থানে আসিয়াছেন সেই কথা বলুন ॥ ১১ ॥

মুনি রাজশ্রেষ্ঠকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বলিলেন, [আমাদের] দুইজনের মধ্যেই এই কথা বক্তব্য, অপর কেহ যেন না শোনে ॥ ১২ ॥

হে রাম, যদি মুনিশ্রেষ্ঠ মহর্ষির কথার প্রতি আপনার শ্রদ্ধা থাকে, তবে যে ইহা শ্রবণ করিবে তাহাকে আপনি বধ করিবেন ॥ ১৩ ॥

রামচন্দ্র 'তাহাই হইবে' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন—মহাবাহো, দৌবারিককে বিদায় দিয়া দ্বারে অবস্থান কর ॥ ১৪ ॥

হে লক্ষ্মণ, ঋষি এবং আমি এই দুইয়ের মধ্যে যে আলাপ হইবে, তাহা যে

১। ছ 'তং মুনির্বাক্যমব্রবীৎ'। ২। ছ 'দ্বন্দ্বমেতৎ প্রবক্তব্যং'। ৩। ছ 'শৃণুয়াদ্বা নিরীক্ষেদ্বা'। ৪। ছ 'তস্যৈবং মুনিমুখ্যস্য'। ৫। ছ 'বধ্যঃ স খলু মে সৌম্য'। ৬। ছ '-চ্চ'।

তথা নিক্ষিপ্য সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং দ্বারসংগ্রহে।
উবাচ তং মহাত্মানং কথয়স্বেতি রাঘবঃ ॥ ১৬ ॥
যত্তে মনীষিতং বাক্যং যেন চাসি সমাগতঃ।
কথয়স্ব বিশঙ্কস্ত্বং মমাপি হৃদি বর্ত্ততে ॥ ১৭ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে কালাভিগমনং নাম দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১০ ॥

১৬। লো-টী। সংগ্রহে মনুষ্যাগমননিগ্রহে।

কালাভিগমনম্ ॥ ১১০ ॥

শুনিবে বা দেখিবে, সে আমার বধ্য (বধার্হ) হইবে ॥ ১৫ ॥

রামচন্দ্র সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণকে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত করিয়া সেই মহাত্মাকে বলিলেন,—[এখন] বলুন ॥ ১৬ ॥

আপনি যাহা বলিতে আসিয়াছেন আপনার সেই অভিপ্রেত কথা নিঃশঙ্ক হইয়া বলুন, আমার হৃদয়েও ইহা [গুপ্ত] থাকিবে ॥ ১৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে কালাভিগমন-নামক ১১০তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥

১। ছ 'বিবর্জিতঃ'। ২। ছ '-স্বাপ্ত'। ৩। ছ '-সে'।

(১১১) একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

শৃণু রাজন্ মহাসত্ত্ব[১] যদর্থমহমাগতঃ।
পিতামহেন দেবেন প্রেষিতোঽস্মি তবান্তিকম্ ॥ ১ ॥
তবাহং পূর্ব্বকে দেহে পুত্রঃ পরপুরঞ্জয়।
মায়াসম্ভব এষোঽস্মি[২] কালঃ সর্ব্বহরঃ প্রভুঃ ॥ ২ ॥
পিতামহস্ত্বাং ভগবানাহ দেবর্ষিপূজিতঃ।
সময়স্তে মহাবাহো ত্রীঁল্লোঁকান্[৩] পরিরক্ষিতুম্ ॥ ৩ ॥
সঙ্ক্ষিপ্য হি পুরা লোকান্ বীর ত্বং মায়য়া সহ।
ভার্য্যয়া শুভয়া দেব্যা জলং পূর্ব্বমজীজনঃ ॥ ৪ ॥

২। লো-টী। মায়য়া সংভব উৎপত্তির্যস্ত সোঽহম্।

৪। লো-টী। পুরা প্রলয়কালে সংক্ষিপ্য সংহৃত্য সৃষ্টিকালে মায়য়া ভার্য্যয়া সহ জলম্ অজীজনঃ অসৃজঃ।

ঋষি বলিলেন,—মহাবল মহারাজ, পিতামহ-দেব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া যে-জন্য আমি আপনার নিকট আসিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥

হে শত্রুপুরঞ্জয়, পূর্ব্বদেহে আমি আপনার পুত্র ছিলাম, আমি সর্ব্বসংহারক প্রভাবশালী 'কাল', মায়াদ্বারা এই বেশ ধারণ করিয়াছি ॥ ২ ॥

দেবর্ষিপূজিত ভগবান্ পিতামহ আপনাকে বলিয়াছেন—"মহাবাহো, আপনার এখন ত্রৈলোক্য রক্ষা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

বীর, আপনি পূর্ব্বে প্রলয়কালে সমস্ত লোক সংহার করিয়া শুভকারিণী ভার্য্যা মায়াদেবীর সহিত প্রথমে জল সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

১। ছ '-বাহো'। ২। ছ 'এবাস্মি'। ৩। ছ 'স্বর্লোকং পরিসর্পিতুম্'।

ভোগবন্তং ততো নাগমনন্তমুদকেশয়ম্ ।
মায়য়া জনয়িত্বা তু[১] দ্বে সত্ত্বে সুমহাবলে ॥ ৫ ॥
মধুকৈটভবিখ্যাতে[২] যয়োর্ভূরস্থিসঙ্কয়ৈঃ ।
অভূৎ পর্ব্বতসংবাধা মেদিনী মেদসা তথা ॥ ৬ ॥
পদ্মে তু দিব্যসংকাশে[৩] নাভ্যামুৎপাদ্য মাং ততঃ ।
প্রজাপতীন্ সমুৎপাদ্য ময়ি সর্ব্বং ন্যবেশয়ঃ ॥ ৭ ॥
সোঽহং সন্ন্যস্তভারোঽপি ত্বামযোচং জগৎপতে ।
রক্ষাং বিধৎস্ব ভূতেষু মম তেজস্করো ভব ॥ ৮ ॥
ততস্ত্বমপি[৪] দুর্দ্ধর্ষ ভাবাৎ তস্মাৎ সনাতনাৎ ।
রক্ষার্থং সর্ব্বভূতানাং বিষ্ণুত্বং[৫] সমপদ্যথাঃ ॥ ৯ ॥

৫-৬। লো-টী। ততোঽনন্তং নাগং ভোগবন্তং প্রশস্তদেহবন্তং 'ভগবন্ত'মিতি বা পাঠঃ। জনয়িত্বা দ্বে সত্ত্বে জন্তু অজীজনঃ। ভূরভূৎ, সা চ তয়োর্মেদসা জাতা অতো মেদিনীত্যুচ্যতে। অস্থিসঙ্কয়ৈর্যে পর্ব্বতাঃ তৈঃ সম্যগ্বাধা পীড়া যস্যাঃ সা।

৭। লো-টী। সর্ব্বং সৃষ্টিকার্য্যং ন্যবেশয়ঃ নিযোজিতবানসি।

৯। লো-টী। ভাবাৎ মমাভিপ্রায়াৎ মদিচ্ছাতঃ, সমপদ্যথাঃ। 'উপজগ্মিবানি'তি বা পাঠঃ।

পরে মায়াদ্বারা বিশালকায় জলশায়ী অনন্তনাগকে সৃষ্টি করিয়া অতিশয় বলবান্ বিখ্যাত মধু এবং কৈটভ নামক দুই প্রাণীকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন—যাহাদের অস্থিসমূহে পৃথিবী পর্ব্বতাকীর্ণ হইয়াছে এবং [যাহাদের] মেদ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার (পৃথিবীর) নাম হইয়াছে 'মেদিনী' ॥ ৫-৬ ॥

পরে নাভিস্থিত দিব্য পদ্মে আমাকে উৎপাদনপূর্ব্বক প্রজাপতিদিগকে উৎপাদন করিয়া আমার উপর সমস্ত [সৃষ্টি-] কার্য্য ন্যস্ত করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

জগৎপতে, আপনি আমার উপর ভার ন্যস্ত করিলেও আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, আপনি প্রাণীদিগের রক্ষার ব্যবস্থা করুন এবং আমার তেজস্কর হউন ॥ ৮ ॥

হে দুর্দ্ধর্ষ, আপনিও [আমার] সেই সনাতন ভাব (অভিপ্রায়) হইতে

১। ছ 'চ'। ২। ছ '-ভাবিতি খ্যাতৌ'। ৩। ছ 'দিব্যার্কসং-'। ৪। ছ '-মসি'। ৫। ছ '-মুপজগ্মিবান্'।

[1]অদিত্যাং বীর্য্যবান্ পুত্রঃ কশ্যপাৎ সমজায়থাঃ।
সমুৎপন্নেষু কার্য্যেষু লোকসহায় কল্পসে ॥ ১০ ॥
স ত্ব[2]মুজ্জাস্যমানাসু প্রজাসু জয়তাং বর।
রাবণস্য ব[3]ধাকাঙ্ক্ষী মর্ত্ত্যলোকমুপাগ[4]তঃ ॥ ১১ ॥
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
[5]কৃতো রা[6]মস্য নিয়মঃ স্বয়মেবাত্ম[7]নস্ত্বয়া ॥ ১২ ॥
স তে মনোগতঃ কালঃ সংপূ[8]র্ণো মানুষেষ্বিহ।
[9]কালস্তে দেব দেবানাং সমীপে পরিবর্ত্তিতুম্ ॥ ১৩ ॥

১০। লো-টী। কুত্র বিষ্ণুত্বং প্রাপ্তস্তদাহ অদিত্যামিতি। সমুৎপন্নেষু উপস্থিতেষু দেবকার্য্যেষু সহায় সাহায্যায়।

১১-১২। লো-টী। উজ্জাস্যমানাসু রাবণেন ত্রাসং প্রাপিতাসু। 'উদ্ভ্রাম্যমানাস্বি'তি পাঠে ইতস্ততশ্চালিতাসু। আত্মনো রামস্য নিয়মং কৃত্বা মর্ত্ত্যলোকমুপাগত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ।

১৩। লো-টী। পরিবর্ত্তিতং স্থাতুম্, গন্তুং বা।

সমস্ত ভূতের রক্ষার জন্য বিষ্ণুত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

আপনি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বীর্য্যবান্ পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রয়োজন উপস্থিত হইলে আপনি লোকোপকারার্থে অবতীর্ণ হন ॥ ১০ ॥

হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রজাবর্গ রাবণকর্ত্তৃক হিংসিত হইতে থাকিলে আপনি রাবণকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়াছেন ॥ ১১ ॥

আপনি নিজেই স্বীয় রামাবতারের একাদশ-সহস্র বর্ষ সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

দেব, এই মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যগণমধ্যে থাকিবার আপনার সেই অভিপ্রেত সময় সম্পূর্ণ হইয়াছে, এখন দেবতাদিগের সমীপে যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

১। ক 'আদিত্যাং...কাশ্যপাৎ'। ২। ছ '-মুদ্ভ্রাম্যমানাসু'। ৩। ছ 'জয়া-'। ৪। ছ '-গমঃ'। ৫। ছ 'কৃত্বা'। ৬। ছ '-মাং'। ৭। ছ '-নঃ পুরা'। ৮। ছ 'পূর্ণোহয়ং'। ৯। ছ 'কালস্তাপসরূপেণ ত্বৎসকাশমুপাগময়্'।

[১]অতো ভূয়শ্চ তে শ্রদ্ধা যদি রাজ্যমুপাসিতুম্ ।
এবং ভবতু কাকুৎস্থ এবমাহ পিতামহঃ ॥ ১৪ ॥

যদি বা গমনে বুদ্ধির্দ্দেবলোকং জিতেন্দ্রিয়ঃ (?) ।
সনাথা বিষ্ণুনা দেবা ভবন্তু বিগতজ্বরাঃ ॥ ১৫ ॥

[২]অহং মনোগতঃ পুত্রঃ পূর্ণায়ুঃ প্রাণিনামিহ ।
কালস্তাপসরূপেণ ত্বৎসকাশমিহাগতঃ ॥ ১৬ ॥

[৩]শ্রুত্বা পিতামহস্যৈতদ্বাক্যং কালসমীরিতম্ ।
রাঘবঃ প্রহসন্ বাক্যং সর্ব্বসংহারমব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥

১৪। লো-টী। ভূয়ঃ ইতোঽধিকমপি, শ্রদ্ধা 'কাম' ইতি বা পাঠঃ।

১৫। লো-টী। বিষ্ণুনা ত্বয়া।

১৬। লো-টী। মনোগতো হৃদ্য ইতি নারায়ণঃ। যদ্বা, মনসা ন গম্যতে ন ইচ্ছাবিষয়ী-ক্রিয়তে ইতি মনোঽগতঃ অহৃদ্য ইত্যর্থঃ। পূর্ণমায়ুর্যস্মিন্ কালে স আয়ুঃপূরণকাল ইতি নারায়ণঃ।

১৭। লো-টী। সর্ব্বসংহারং সর্ব্বসংহারকম্।

হে কাকুৎস্থ, যদি ইহার অধিক সময় রাজ্য পালন করিতে আপনার ইচ্ছা হয়, তবে তাহাই হউক।" পিতামহ এইকথা বলিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

হে জিতেন্দ্রিয়, অথবা যদি আপনি দেবলোকে গমন করিবার অভিপ্রায় করেন, তবে দেবগণ বিষ্ণুর (বিষ্ণুরূপী আপনার) দ্বারা স-নাথ হইয়া সন্তাপরহিত হউন ॥ ১৫ ॥

প্রাণীদিগের পূর্ণায়ুঃস্বরূপ আমি (আপনার) মানস পুত্র 'কাল' তাপসরূপে আপনার সমীপে আসিয়াছি ॥ ১৬ ॥

কালকথিত পিতামহের কথা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র হাস্যপূর্ব্বক সর্ব্বসংহারক কালকে বলিলেন—॥ ১৭ ॥

১। ছ অস্য শ্লোকস্য পঞ্চদশশ্লোকপূর্ব্বার্দ্ধস্য চ স্থানে 'ভূয়শ্চৈব হি তে বুদ্ধির্যদি রাজ্যমুপাসিতুম্। যদি বা তে প্রজা রাম ভূয়ঃ শ্রদ্ধা প্রশাসিতুম্। প্রশাধি রাম ভদ্রং তে এবমাহ পিতামহঃ। অথবা ত্বং জিগমিষুঃ স্বর্লোকং জিতেন্দ্রিয়ঃ।' ইতি পাঠঃ। ২। ছ অয়ং শ্লোকো নাস্তি। ৩। ছ 'কালস্য বচনং পিতামহসমীরিতম্'।

শ্রুতং মে দেবদেবস্য বাক্যমেতন্মমেপ্সিতম্ ।[১]
প্রীতিশ্চ মে পরা জাতা[২] তবাগমনসম্ভবা ॥ ১৮ ॥
ভদ্রং তেঽস্তু গমিষ্যামি যত এবাহমাগতঃ ।[৩]
হৃদ্গতশ্চাপি সংপ্রাপ্তো[৪] ন মেঽত্রাস্তি[৫] বিচারণা ॥ ১৯ ॥
ময়াপি পূর্ব্বকে কৃত্যে[৬] দেবানাং বশবর্ত্তিনা ।
স্থাতব্যং সর্ব্বসংহার যথাহ স পিতামহঃ ॥ ২০ ॥[৭]
তথা তয়োঃ সংবদতোর্দুর্ব্বাসা মুনিপুঙ্গবঃ ।[৮]
রামস্য দর্শনাকাঙ্ক্ষী[৯] রাজদ্বারমুপাগমৎ ॥ ২১ ॥

১৯। লো-টী। হৃদ্গতঃ পুত্রস্ত্বং সংপ্রাপ্তোঽসি অতো বিচারণা।

২০। লো-টী। আত্মানং নারায়ণং স্মরন্নাহ—ময়াপীতি। এতদ্দেহাৎ পূর্ব্বকে দেহে বামনাদিদেহেঽপি দেবানাং কৃত্যে রক্ষণরূপে কার্য্যে ময়া তেষাং বশবর্ত্তিনা স্থাতব্যং স্থিতম্। অতো যথা যথার্থমেবাহ পিতামহঃ। যদ্বা, মম দেবানাং মম ভক্তানাং পূর্ব্বকে কৃত্যে বলিনিগ্রহাদাবপি তদ্বশবর্ত্তিনা ময়া স্থিতম্। 'ময়া হি সর্ব্বকার্য্যেষু দেবানাং বশবর্ত্তিনা। স্থাতব্যং মায়য়া চৈবে'তি পাঠে মায়য়া মায়াকৃতেন দেহেন তত্তদবতারে স্থিতম্, অতো গন্তব্যমিতি অত্র বিচারণা নাস্তীত্যনুষঙ্গঃ।

দেবদেব পিতামহের কথা শ্রবণ করিলাম, এই কথা আমার অভিপ্রেত; তোমার আগমনে আমার অতিশয় সন্তোষ হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

তোমার মঙ্গল হউক, আমি যেস্থান হইতে আসিয়াছি তথায় গমন করিব; আমার প্রিয়পুত্র তুমি যখন আসিয়াছ, তখন এবিষয়ে আর আমার বিচারের অপেক্ষা নাই ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বসংহারক, পিতামহ যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক, পূর্ব্বদেহে দেবতাদিগের রক্ষাকার্য্যে আমি তাঁহাদের বশবর্ত্তী ছিলাম ॥ ২০ ॥

কাল এবং রামচন্দ্রের সেইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসাঃ রামচন্দ্রের দর্শনাভিলাষে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন ॥ ২১ ॥

১। ছ '-মদ্ভুতদর্শনম্'। ২। ছ 'পরমা জাতা'। ৩। ছ 'যতশ্চৈ-'। ৪। ছ 'তোঽসি মে প্রাপ্তো'। ৫। ছ 'হ্যত্র'। ৬। ছ 'সর্ব্বকার্য্যেষু'। ৭। ছ 'মায়য়া পুত্র যথা চাহ পিতামহঃ'। অতঃ পরং সর্গসমাপ্তিঃ। ৮। ছ 'কথাং কথয়তোরেবং দুর্ব্বাসা স মহামুনিঃ'। ৯। ছ '-দর্শনমাকাঙ্ক্ষন্'।

সোঽভিগম্য [1]মহাত্মানং সৌমিত্রিমিদমব্রবীৎ ।
রামং দর্শয় মে [2]শীঘ্রং কার্য্যমাত্যয়িকং হি মে ॥ ২২ ॥
[3]ঋষেস্তু বচনং শ্রুত্বা [4]লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ ।
অভিবাদ্য মহাত্মানং [5]মুনিং জ্বলনসন্নিভম্ ॥ ২৩ ॥
কিং কার্য্যং ব্রূহি ভগবন্ কেনার্থঃ কিং করোম্যহম্ ।
[6]ব্যগ্রোঽসৌ পার্থিবো ব্রহ্মন্ মুহূর্ত্তং সংপ্রতীক্ষ্যতাম্ ॥ ২৪ ॥
[7]তচ্ছ্রুত্বা মুনিশার্দ্দূলঃ ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ ।
উবাচ লক্ষ্মণং বাক্যং নির্দ্দহন্নিব চক্ষুষা ॥ ২৫ ॥

---

২২ । লো-টী । সাময়িকং সময়োচিতম্ । 'আত্যয়িক'মিতি পাঠে অত্যয়ঃ ক্ষুধায়া অতিক্রমো বৃদ্ধিঃ তত্সেদং কার্য্যম্ ।

২৪ । লো-টী । কেনার্থঃ কেন দ্রব্যেণ প্রয়োজনম্ ? ব্যগ্রঃ মুনিনা সহ গোপ্যকথন-তৎপরঃ ।

২৫ । লো-টী । কলুষীকৃতো ব্যাপ্তঃ ।

।সামুনি, সুমিত্রানন্দন মহাত্মা লক্ষ্মণের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, শীঘ্র আমার সহিত রামচন্দ্রের দর্শন করাইয়া দাও, আমার সাংঘাতিক প্রয়োজন ॥ ২২ ॥

লক্ষ্মণ ঋষির কথা শ্রবণ করিয়া অনলোপম সেই মহাত্মা মুনিকে অভিবাদন-পূর্ব্বক বলিলেন—॥ ২৩ ॥

ভগবন্, আপনার কি কার্য্য, কোন্ দ্রব্যের প্রয়োজন এবং আমি কি করিব বলুন ; ব্রহ্মন্, মহারাজ রামচন্দ্র ব্যস্ত আছেন, সুতরাং মুহূর্ত্তকাল প্রতীক্ষা করুন ॥ ২৪ ॥

মুনি-শার্দ্দূল দুর্ব্বাসাঃ লক্ষ্মণের কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে আকুল হইয়া নয়ন-বহ্নিতে যেন উঁহাকে দগ্ধ করিয়াই বলিলেন— ॥ ২৫ ॥

১ । ছ 'তু সৌমিত্রিমুবাচ মুনিসত্তমঃ' । ২ । ছ 'শীঘ্রং' । ৩ । ছ 'মুনেস্তদ্-' । ৪ । ছ '-ণঃ পরবীরহা' । ৫ । চ 'বাক্যমেতদুবাচ হ' । ৬ । ছ 'রাঘবো' । ৭ । ছ 'ঋষি-' ।

অস্মিন্ মুহূর্ত্তে[১] সৌমিত্রে রাঘবায়[২] নিবেদয়।
অন্যথা ক্রিয়মাণে তু বাক্যে বাক্যবিশারদ ॥ ২৬ ॥
বিষয়ঞ্চ পুরঞ্চৈব শপেয়ং[৩] রাঘবং তথা।
ভরতং[৪] ত্বাঞ্চ শত্রুঘ্নং যুষ্মাকং চৈব সন্ততিম্।
ন হি শক্যাম্যহং[৫] ভূয়ো মন্যুং ধারয়িতুং হৃদি ॥ ২৭ ॥
তচ্ছ্রুত্বা ঘোরসঙ্কাশং মুনিনা[৬] ব্যাহৃতং বচঃ।
চিন্তয়ামাস[৭] সৌমিত্রিস্তস্য বাক্যস্য নিশ্চয়ম্ ॥ ২৮ ॥
একস্য মরণং মেঽস্তু মা ভূৎ সর্ব্ববিনাশনম্।
ইত্যসৌ[৮] নিশ্চয়ং কৃত্বা রামায় প্রত্যবেদয়ৎ ॥ ২৯ ॥
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা রামঃ কালং ব্যসর্জ্জয়ৎ।
বিনিষ্পত্য[৯] ত্বরাযুক্তং পুত্রমত্রের্দ্দদর্শ হ ॥ ৩০ ॥

২৭। লো-টী। ভূয়োঽধিকম্।
২৮। লো-টী। 'মুনিনা ব্যাহৃতং বচ' ইতি পাঠঃ। 'বাক্যমদ্ভুতদর্শন'মিতি পাঠে অদ্ভুতং বিনাশং দর্শয়তীতি তথা।

লক্ষ্মণ, এই মুহূর্ত্তেই রামচন্দ্রকে জানাও; বাক্যবিশারদ, আমার কথার অন্যথা করিলে রামচন্দ্রকে, ভরতকে, তোমাকে, শত্রুঘ্নকে ও তোমাদের রাজ্য, নগরী এবং সন্তান-সন্ততিকেও শাপ প্রদান করিব, আমি আর ক্রোধ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতেছি না ॥ ২৬-২৭ ॥

দুর্ব্বাসামুনির এইরূপ নিদারুণ কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ তাঁহার বাক্যের বিষয়ে সিদ্ধান্ত (অর্থাৎ কি কর্ত্তব্য তাহা) চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

"একমাত্র আমার মরণ হউক, কিন্তু সকলের যেন বিনাশ না হয়" এইরূপ স্থির করিয়া লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের নিকট [মুনির আগমনবার্ত্তা] নিবেদন করিলেন ॥ ২৯ ॥

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের কথা শ্রবণপূর্ব্বক কালকে বিদায় দিয়া সত্বর বাহিরে

১। ছ 'ক্ষণে মাং'। ২। ছ 'রামায় প্রতিপাদয়'। ৩। ছ '-পেঽহং'। ৪। ছ '-তঞ্চ ভবন্তঞ্চ'। ৫। ছ 'শাক্তোমাহং'। ৬। ছ 'বাক্যমদ্ভুতদর্শনম্'। ৭। ছ 'চিন্তয়ানঃ স্বমনসা সহসা ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ'। ৮। ছ 'ইতি বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ'। ৯। ছ 'বিনিঃসৃত্যাগমত্তূর্ণং'।

সোঽভিবাদ্য মহাত্মানং জ্বলন্তমিব তেজসা।

কিং কার্য্যমিতি কাকুৎস্থঃ কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ৩১ ॥

১
তদ্বাক্যং রাঘবেণোক্তং শ্রুত্বা মুনিবরঃ প্রভুঃ।

২
প্রত্যুবাচ ততো রামং দুর্ব্বাসাঃ শ্রূয়তামিতি ॥ ৩২ ॥

অদ্য বর্ষসহস্রস্য সমাপ্তির্ম্মম রাঘব।

ক্ষুধিতো ভোক্তুমিচ্ছন্ বৈ ত্বামায়াতো রঘূত্তম।

৩
সোঽহং ভোজনমিচ্ছামি যথাসিদ্ধং তবানঘ ॥ ৩৩ ॥

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রামো হর্ষেণাভিপরিপ্লুতঃ।

৫ ৬
ভোজনং বিপ্রমুখ্যায় যথাসিদ্ধমুপানয়ৎ ॥ ৩৪

৩৩। লো-টী। বর্ষসহস্রাণি অনুষ্ঠানং যস্য তস্য বর্ষসহস্রং ব্যাপ্য কৃতস্য ব্রতস্যেত্যর্থঃ। যথা সিদ্ধং নিষ্পন্নং ভবতি তথা কুরু ইত্যর্থঃ। 'যথা ত্বমসি রাঘবে'তি পাঠে যথা যাদৃক্ ত্বং তাদৃশং ভোজনম্।

আসিয়া অত্রিনন্দন দুর্ব্বাসামুনিকে দর্শন করিলেন ॥ ৩০ ॥

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র সেই তেজঃপ্রদীপ্ত মহাত্মা দুর্ব্বাসামুনিকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—"কি কার্য্য [আমাকে করিতে হইবে]" ॥ ৩১ ॥

মুনিশ্রেষ্ঠ প্রভু দুর্ব্বাসা রামচন্দ্রের সেই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন —শ্রবণ কর ॥ ৩২ ॥

হে অনঘ রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র, অদ্য আমার সহস্রবর্ষব্যাপী অনশন-ব্রতের সমাপ্তি হইয়াছে, এক্ষণে ক্ষুধায় কাতর হইয়া ভোজন করিবার অভিলাষে তোমার নিকট আগমন করিয়াছি; সেই আমি তোমার [এক্ষণে] যাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহাই ভোজন করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩৩ ॥

রামচন্দ্র মুনির কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দে আপ্লুত হইয়া ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসাকে যথানিষ্পন্ন অন্ন প্রদান করিলেন ॥ ৩৪ ॥

১। ছ 'এবমুক্তস্তু রামেণ অত্রিপুত্রো মহাযশাঃ'। ২। ছ 'দুর্ব্বাসাঃ স মুনিশ্রেষ্ঠো রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ'। ৩। ছ 'ভোক্তুমিচ্ছে'। ৪। ছ 'রাঘবো বাক্যং হর্ষেণ মহতা যুতঃ'। ৫। ছ 'দ্বিজ-'। ৬। ছ '-হরৎ'।

স তু ভুক্ত্বা[১] মুনিশ্রেষ্ঠস্তদন্নমমৃতোপমম্।
সাধু রামেতি সংভাষ্য স্বমাশ্রমমুপাগমৎ[২] ॥ ৩৫ ॥
তস্মিন্ গতে মহাপ্রাজ্ঞে প্রীতে[৩] চ মনুজাধিপঃ।
সংস্মরন্ কালবাক্যানি ততো দুঃখমুপাগমৎ[৪] ॥ ৩৬ ॥
[৫]স দুঃখেন সমাবিষ্টঃ স্মৃত্বা তং নিয়মং কৃতম্।
অবাঙ্মুখো দীনমনা ব্যাহর্ত্তুং ন শশাক হ ॥ ৩৭ ॥
ততো বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য কালবাক্যং বিচিন্ত্য চ।
নৈতদস্তীতি চৈবোক্ত্বা[৬] তূষ্ণীমাসীন্মহামতিঃ[৭] ॥ ৩৮ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে দুর্ব্বাসস আগমনং নাম
একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১১ ॥

৩৮। লো-টী। নৈতদস্তীতি এতদ্রাজ্যাদিকম্, লক্ষ্মণত্যাগাৎ।
দুর্ব্বাসস আগমনম্ ॥ ১১১ ॥

মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসাঃ সেই অমৃতোপম অন্ন ভোজন করিয়া রামচন্দ্রকে সাধুবাদ প্রদান করত নিজের আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৩৫ ॥

মহাপ্রাজ্ঞ সেই দুর্ব্বাসাঃ প্রীত হইয়া গমন করিলে মহারাজ রামচন্দ্র কালের কথা স্মরণপূর্ব্বক অতিশয় দুঃখিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥

রামচন্দ্র সেই কালকৃত নিয়ম স্মরণপূর্ব্বক দুঃখাবিষ্ট হইয়া বিষণ্ণ চিত্তে মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন, কোন কথা বলিতে পারিলেন না ॥ ৩৭ ॥

পরে মহামতি রামচন্দ্র কালের কথা চিন্তা করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক "এই রাজ্যাদি কিছুই থাকিবে না" এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন ॥ ৩৮ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে দুর্ব্বাসার আগমন-নামক
১১১তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১১ ॥

১। ছ 'ভুক্তংবান্ত দুর্ব্বাসা-'। ২। ছ '-গতঃ'। ৩। ছ '-ভাগে. প্রীতো রাঘবনন্দনঃ'। ৪। ছ '-মুপেয়িবান্'। ৫। ছ 'স চ দুঃখেন সন্তপ্তঃ'। ৬। ছ 'চোক্ত্বা স'। ৭। ছ '-মাস মহাবলাঃ'।

(১১২) দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

অবাঙ্মুখমথো দীনং দৃষ্ট্বা সোমমিবাপ্লুতম্ ।
রাঘবং লক্ষ্মণো বাক্যং প্রহৃষ্ট ইদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥
ন সন্তাপং মহাবাহো কর্ত্তুমর্হসি মৎকৃতে ।
পূর্ব্বনির্ম্মাণবদ্ধা হি কালস্য গতিরীদৃশী ॥ ২ ॥
জহি মাং নির্ব্বিশঙ্কস্ত্বং সত্যং পালয় সুব্রত ।
হীনপ্রতিজ্ঞঃ কাকুৎস্থ ব্রজেদ্ধি নরকং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥
ময়ি তে যদ্যনুক্রোশো যদ্যনুগ্রাহ্যতা ময়ি ।
জহি মাং নির্ব্বিশঙ্কস্ত্বং সত্যং পালয় সুব্রত ॥ ৪ ॥

[লো-টী]। উচ্ছ্বাসেন সহ বর্ত্তমানং হৃদয়ং যস্য তং ধ্যানমূকত্বলক্ষণমাহ—সাগ্রং অগ্রেণ নাসাগ্রেণ সহ বর্ত্তমানং তদবলোকনেন বর্ত্তমানমিত্যর্থঃ।

১। লো-টী। আপ্লুতং মেঘেন ব্যাপ্তমিব। 'অপ্রভ'মিতি বা পাঠঃ।

২। লো-টী। পূর্ব্বং যত্নেন কর্ম্মণো নির্মাণং নিরূপণং দুর্ব্বাসসা কৃতং তত্র কালস্য মুনিরূপস্য সকাশাৎ তব ঈদৃশী মম ত্যাগরূপা গতিঃ প্রকারো বদ্ধা ইত্যর্থঃ।

মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় বিষাদগ্রস্ত রামচন্দ্রকে অধোবদন দেখিয়া লক্ষ্মণ সানন্দে বলিলেন—॥ ১ ॥

মহাবাহো, আমার জন্য আপনি দুঃখ করিবেন না, পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে কালের গতি অর্থাৎ নিয়তিই এইরূপ ॥ ২ ॥

হে সুব্রত কাকুৎস্থ, আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে বধ করিয়া সত্য রক্ষা করুন, যেহেতু প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট লোক অবশ্যই নরকে গমন করে ॥ ৩ ॥

হে সুব্রত, আমার প্রতি যদি আপনার দয়া থাকে এবং আমার যদি অনুগ্রহলাভের যোগ্যতা থাকে, তবে আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাকে বধ করিয়া সত্য রক্ষা করুন ॥ ৪ ॥

ছ সর্গারম্ভে প্রথমশ্লোকাৎ পূর্ব্বম—'তং তথোদ্বিগ্নমনসং ধ্যানমূকত্বমাস্থিতম্। সোচ্ছ্বাসহৃদয়ং সাগ্রং নিশ্বসন্তং প্রিয়াপ্রিয়ৌ'। ইত্যধিকম্'। ১। ছ '-খং তদাসীনং'। ২। ছ '-মিব প্লুতম্'। ৩। ছ '-ষ্টমিদ-'। ৪। ছ 'সৌম্য বিস্রব্ধং প্রতিজ্ঞাং পরিপালয়'। ৫। ছ 'যদি রাজন্ ময়ি প্রীতির্যদ্যনুগ্রাহ্যতা'।

লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা রামঃ সংক্ষুভিতেন্দ্রিয়ঃ।
মন্ত্রিণঃ স্বান্ সমানীয় বশিষ্ঠঞ্চ পুরোধসম্ ॥ ৫ ॥
অব্রবীত্তু যথাবৃত্তং তেষাং মধ্যে নরাধিপঃ।
দুর্ব্বাসসোঽভিগমনং প্রতিজ্ঞাঞ্চৈব তাপসে ॥ ৬ ॥
তচ্ছ্রুত্বা মন্ত্রিণঃ সর্ব্বে সোপাধ্যায়াঃ সনৈগমাঃ।
পুরোহিতো বশিষ্ঠশ্চ রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৭ ॥
দৃষ্টমেতন্মহাবাহো ক্ষমং তে পুরুষর্ষভ।
লক্ষ্মণস্য বিনাভাবস্ত্বয়া সার্দ্ধং নরাধিপ ॥ ৮ ॥
ত্যজৈনং বলবান্ কালঃ প্রতিজ্ঞাং পরিপালয়।
বিপন্নায়াং প্রতিজ্ঞায়াং ধর্ম্মস্তে নাশমেষ্যতি ॥ ৯ ॥

৫। লো-টী। সংক্ষুভিতেন্দ্রিয়ঃ দুঃখিতেন্দ্রিয়ঃ।

৮। লো-টী। কালপুরুষেণ সহ কথাং কথয়তস্তব ভাবাদ্দর্শনক্রিয়ায়া হেতোরেতদ্ দৃষ্টং কিন্তৎ ? লক্ষ্মণেন বিনা তব বিনাভাবঃ পৃথগবস্থিতিঃ তে তব সকাশাৎ ক্ষয়ো বিনাশশ্চ। 'লক্ষ্মণেন বিনাভাবস্ত্বয়া সার্দ্ধং নরাধিপে'তি পাঠে ত্বয়া সার্দ্ধং বিনাভাবঃ ক্ষয়শ্চ।

৯। লো-টী। ইমং লক্ষ্মণম্।

মহারাজ রামচন্দ্র লক্ষ্মণের কথা শ্রবণ করিয়া ব্যাকুলচিত্তে স্বীয় অমাত্যগণ এবং পুরোহিত বশিষ্ঠকে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট দুর্ব্বাসার আগমন এবং মুনিবেশধারী কালের নিকট প্রতিজ্ঞার কথা যথাযথভাবে বলিলেন ॥ ৫-৬ ॥

নাগরিক ও উপাধ্যায়গণের সহিত সমস্ত অমাত্যবর্গ ও পুরোহিত বশিষ্ঠদেব তাহা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন—॥ ৭ ॥

মহাবাহো পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারাজ রামচন্দ্র, আমরা [সমস্ত শুনিয়া] ইহা বুঝিলাম যে, আপনার সহিত লক্ষ্মণের বিচ্ছেদ হইবে ; ইহা আপনার সহ্য করা উচিত ॥ ৮ ॥

কালই বলবান্, সুতরাং লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করুন ;

১। ছ 'লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্তু'। ২। ছ 'প্রব্যথিতে-'। ৩। ছ '-গত্বে চ'। ৪। ছ '-মব্রুবন্'। ৫। ছ 'ক্ষমতে লোমহর্ষণঃ'। ৬। ছ 'লক্ষ্মণেন বিনাভাবাদ্ বিনাভাবস্তবানঘ'। ৭। ছ '-নাং দুর্ব্বলাং বুদ্ধিং'। ৮। ছ 'প্রতি-'।

ততো ধর্ম্মে বিনষ্টে[১] তু ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।
সদেবর্ষিগণং সর্ব্বং বিপদ্যেত ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥
স ত্বং পুরুষশার্দ্দূল[২] ধৈর্য্যেণ সুসমাহিতঃ ।
[৩]লক্ষ্মণেন বিনা চাদ্য ত্রৈলোক্যং ত্রাতুমর্হসি ॥ ১১ ॥
জানীমস্ত্বাং[৪] মহাবাহো ভ্রাতৃষু স্নেহবৎসলম্ ।
[৫]ত্বাঞ্চ জানীমহে যস্ত্বং স্মরয়ামো যতোঽনঘ ॥ ১২ ॥
নাস্মান্ দোষেণ কাকুৎস্থ গন্তুমর্হসি সুব্রত ।
ত্বয়ি হীনপ্রতিজ্ঞে হি[৬] লক্ষ্মণোঽপি নিরর্থকঃ ॥ ১৩ ॥
প্রত্যক্ষং তে মহাবাহো প্রতিজ্ঞাং পরিরক্ষতা ।
ত্যক্তো দশরথেন ত্বং বনবাসায় পার্থিব ॥ ১৪ ॥

১২। লো টী। যস্ত্বং তং ত্বাং জানীমহে। কেবলং স্মারয়ামঃ—হে অনঘ, যতঃ স্বকর্ম্মণি সংযতো ভব।

১৩। লো-টী। দোষেণ লক্ষ্মণং পরিত্যজেতি বাক্যরূপেণ।

প্রতিজ্ঞা ভ্রষ্ট হইলে আপনার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে ॥ ৯ ॥

ধর্ম্ম নষ্ট হইলে দেবতা ও ঋষিগণের সহিত চরাচর ত্রিভুবন সকলই বিনষ্ট হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥

হে পুরুষশার্দ্দূল, আপনি ধৈর্য্যদ্বারা সমাহিত হইয়া অদ্য লক্ষ্মণের বিনিময়ে ত্রিভুবন রক্ষা করুন ॥ ১১ ॥

মহাবাহো, আপনি যে ভ্রাতৃগণের প্রতি স্নেহবৎসল তাহা আমরা জানি, এবং আপনাকেও আমরা জানি—আপনি কে; হে অনঘ, আমরা স্মরণ করাইয়া দিতেছি, আপনি কর্ত্তব্যে অবহিত হউন ॥ ১২ ॥

হে কাকুৎস্থ, হে সুব্রত, [লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করুন, এই কথা বলায়] আমাদিগকে অপরাধী মনে করিবেন না, আপনি প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইলে লক্ষ্মণের থাকাও নিরর্থক ॥ ১৩ ॥

মহাবাহো রাজন্, আপনি ত' প্রত্যক্ষই করিয়াছেন যে, দশরথ

১। ছ 'বিপন্নে তু'। ২। ছ 'ত্রৈলোক্যমভিপালয়'। ৩। ছ 'লক্ষ্মণস্য পরিত্যাগাৎ'। ৪। ছ '-স্মানং সততং ভ্রাতৃবৎসলম'। ৫। ছ 'দেববাক্যমিদং চাত্র অতস্ত্বাং স্মারয়ামহে'। ৬। ছ 'তু'।

ত্বৎকৃতেন চ শোকেন স্বর্গং দশরথো গতঃ ।
২
কল্যাণবৃত্ত কল্যাণং সাধুবৃত্তো মহীপতিঃ ॥ ১৫ ॥
৩
তথা ত্বমপি দুর্দ্ধর্ষ প্রতিজ্ঞাং পরিপালয় ।
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় লক্ষ্মণং ত্যক্তুমর্হসি ॥ ১৬ ॥
৪
তেষাং তৎ সমবেতানাং বাক্যং ধর্ম্মার্থসংহিতম্ ।
শ্রুত্বা পরিষদো মধ্যে রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥
৫
পরিত্যক্তোঽসি সৌমিত্রে মা ভূদ্ধর্ম্মবিপর্য্যয়ঃ ।
৬
পরিত্যাগো বধো বাপি সাধূনামুভয়ং সমম্ ॥ ১৮ ॥
৭
রামস্য ভাষিতং শ্রুত্বা শোকব্যাকুলিতাক্ষরম্ ।
৮
তৎক্ষণং ত্বরিতং প্রায়াল্লক্ষ্মণো ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৯ ॥

১৫। লো-টী। হে কল্যাণবৃত্ত, স্বর্গং কল্যাণং মঙ্গলস্বরূপম্ ।

১৯। লো-টী। স লক্ষ্মণস্ত্বরিতং প্রায়াদিত্যন্বয়ঃ ।

প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে আপনাকে বনবাসে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

হে কল্যাণবৃত্ত, সচ্চরিত্র মহারাজ দশরথ আপনার শোকে মঙ্গলময় স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

হে দুর্দ্ধর্ষ, আপনিও সেইরূপ ত্রৈলোক্যের মঙ্গলের জন্য লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করুন ॥ ১৬ ॥

রামচন্দ্র সমবেত পুরোহিত এবং মন্ত্রীদিগের সেইরূপ ধর্ম্মার্থযুক্ত কথা শ্রবণ করিয়া সভামধ্যে লক্ষ্মণকে বলিলেন—॥ ১৭ ॥

লক্ষ্মণ, ধর্ম্মের বিপর্য্যয় না হউক, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম, সাধুদিগের পক্ষে ত্যাগ অথবা বধ উভয়ই সমান ॥ ১৮ ॥

শোকে অস্পষ্টাক্ষর রামচন্দ্রের [শেষ] আদেশ শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ

১। ছ '-নৈব'। ২। ছ 'ইদমর্দ্ধং নাস্তি'। ৩। ছ 'প্রতি-'। ৪। ছ 'তত্র সমেতানাং'। ৫। ছ 'বিসর্জ্জয়ে ত্বাং'। ৬। ছ '-শ্চাপি'। ৭। ছ 'রামেণ ভাষিতে বাক্যে শোকব্যাকুলচেতসা'। ৮। ছ 'লক্ষ্মণঃ সংপ্রণম্যৈনং ত্বরিতঃ সরয়ূং যযৌ'।

স গত্বা সরয়ূতীরমুপস্পৃশ্য[১] যথাবিধি।

নিগৃহ্য সর্ব্বস্রোতাংসি নোচ্ছ্বাসং[২] প্রমুমোচ হ ॥ ২০ ॥

যৎ তদক্ষরমব্যক্তং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।

পদং তদ্বাসুদেবাখ্যমাত্মনঃ[৩] সোঽভ্যচিন্তয়ৎ ॥ ২১ ॥

[৪]অন্তঃশ্বসনযুক্তং তু সশক্রাঃ সাপ্সরোগণাঃ।

[৫]দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সর্ব্বে পুষ্পবর্ষৈরবাকিরন্ ॥ ২২ ॥

অদৃশ্যং মনুজৈঃ কৈশ্চিৎ[৬] সশরীরং[৭] চ বাসবঃ।

গৃহীত্বা লক্ষ্মণং হৃষ্টো নাকপৃষ্ঠমুপাগমৎ ॥ ২৩ ॥

২০। লো-টী। স্রোতাংসি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। সোচ্ছ্বাসং স লক্ষ্মণঃ উচ্ছ্বাসং ঊর্দ্ধশ্বাসং সন্ধিরার্ষঃ। 'প্রোচ্ছ্বাসং স মুমোচ হ' ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

২১। লো-টী। যত্তদ্ ব্রহ্ম নির্গুণং যচ্চ বাসুদেবাখ্যং সগুণং ব্রহ্ম তদেবাত্মানং স্বম্ অন্তর্হৃদি অভ্যচিন্তয়ৎ।

২২। লো-টী। অন্তঃশ্বসনযুক্তং অন্তঃশ্বাসযুক্তম্।

ক্ষুব্ধচিত্তে তৎক্ষণাৎ দ্রুত প্রস্থান করিলেন ॥ ১৯ ॥

তিনি সরয়ূতীরে গমন করিয়া যথাবিধি আচমনপূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করত শ্বাস ত্যাগ করিলেন না ॥ ২০ ॥

তিনি অব্যক্ত অক্ষর সনাতন পরব্রহ্ম এবং বাসুদেবাখ্য সেই প্রসিদ্ধ আত্মস্বরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

অন্তর্নিরুদ্ধ-বায়ু সেই লক্ষ্মণকে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ, ঋষিগণ ও অপ্সরাগণ পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন ॥ ২২ ॥

সর্ব্বলোকের অদৃশ্য লক্ষ্মণকে সশরীরে গ্রহণ করিয়া ইন্দ্র সানন্দে স্বর্গলোকে গমন করিলেন ॥ ২৩ ॥

১। ছ '-কৃতাঞ্জলিঃ'। ২। ছ '-শ্চ মুমোচ হ'। ৩। ছ '-ত্মানং'। ৪। ছ 'নিরুচ্ছ্বাসগতং বীরং দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ'। ৫। ছ 'সেন্দ্রা মহর্ষিগণাঃ সর্ব্বে পুষ্পৈরভ্যকিরংস্তদা'। ৬। ছ '-শ্চৈব'। ৭। ছ 'তু'। ৮। ছ 'পূজয়ামাসুরঞ্জসা'।

তত‍ো বিষ্ণোশ্চতুর্ভাগমাগতং সুরসত্তমাঃ।
১
প্রহৃষ্টমনসঃ সর্ব্বেঽপূজয়ন্ সমহর্ষয়ঃ ॥ ২৪ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে লক্ষ্মণবিয়োগো নাম
দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১২ ॥

২৪। লো-টী। চতুর্ভাগং চতুর্ণাং ভাগানামেকভাগম্।

লক্ষ্মণপরিত্যাগঃ ॥ ১১২ ॥

পরে মহর্ষিগণের সহিত শ্রেষ্ঠ দেবগণ বিষ্ণুর চারি অংশের মধ্যে সমাগত একাংশকে হৃষ্টচিত্তে সকলে পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লক্ষ্মণবিয়োগ-নামক
১১২তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১২ ॥

১। ছ 'পূজয়ামাসুরগ্রশঃ'।

(১১৩) ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

বিসৃজ্য লক্ষ্মণং রামো দুঃখশোকসমন্বিতঃ।
বশিষ্ঠং মন্ত্রিণশ্চৈব নৈগমাংশ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১ ॥
অদ্য রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামি ভরতং ধর্ম্মবৎসলম্।
অযোধ্যায়াং মহাবাহুং ততো যাস্যাম্যহং বনম্ ॥ ২ ॥
প্রবেশয়ত সম্ভারান্ ন স্যাৎ কালাত্যয়ো যথা।
অদ্যৈবাহং গমিষ্যামি লক্ষ্মণস্য পদানুগঃ ॥ ৩ ॥
এবং ব্রুবতি কাকুৎস্থে সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়স্তদা।
মূর্দ্ধভিঃ[১] প্রণতা ভূমৌ গতসত্ত্বা ইবাভবন্ ॥ ৪ ॥
ভরতশ্চ বিষণ্ণোঽভূচ্ছ্রুত্বা রামস্য ভাষিতম্।
রাজ্যং বিগর্হয়ামাস রাঘবঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ৫ ॥

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখশোকাকুলচিত্তে পুরোহিত বশিষ্ঠ দেবকে এবং অমাত্যগণ ও পুরবাসীদিগকে এই কথা বলিলেন—॥ ১ ॥

অদ্য অযোধ্যায় ধর্ম্মবৎসল মহাবাহু ভরতকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া আমি বনে গমন করিব ॥ ২ ॥

অভিষেকদ্রব্যসমূহ কালবিলম্ব না করিয়া আনয়ন কর, অদ্যই আমি লক্ষ্মণের অনুগমন করিব ॥ ৩ ॥

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে সমস্ত প্রজাবর্গ ভূমিতে অবনত মস্তকে প্রণত হইয়া মৃতবৎ অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

ভরতও রামচন্দ্রের কথা শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণ হইলেন এবং রাজ্যের নিন্দাপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন—॥ ৫ ॥

১। ছ 'বিষমাঃ পতিতা ভূমৌ ছিন্নমূলা ইব দ্রুমাঃ'।

সত্যেনাহং শপে রাজন্ স্বর্গলোকেন চৈব[১] হি।
ন কাময়ে[২] যথা রাজ্যং বিনা[৩] ত্বাং রঘুনন্দন ॥ ৬ ॥
ইমৌ কুশীলবৌ রাজন্নভিষিঞ্চ[৪] পরন্তপ।
কোশলায়াং কুশং বীরমুত্তরায়াং লবং নৃপম্ ॥ ৭ ॥
শত্রুঘ্নস্য তু গচ্ছন্তু দূতা বিস্তরবাদিনঃ[৫]।
ইদং[৬] গমনমস্মাকং স্বর্গয়াখ্যান্তু মাচিরম্ ॥ ৮ ॥
ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রকৃতীস্তাঃ সুদুঃখিতাঃ।
দৃষ্ট্বা চাধোমুখীঃ সর্ব্বা বশিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৯ ॥
বৎস রাম[৭] ইমাঃ পশ্য ধরণীং প্রকৃতীর্গতাঃ।
বিদ্ধ্যাসামীপ্সিতং[৮] কামমাসাং মা বিপ্রিয়ং কৃথাঃ[৯] ॥ ১০ ॥

৬। লো-টী। ত্বাং বিনা রাজ্যং ন কাময়ে, কিম্ভূতং তৎ? অযথা অযথার্থং মিথ্যাভূতমিত্যর্থঃ। সত্যেন সত্যবচসা অহং শপে স্বর্গলোকেন চ সৎকর্ম্মার্জ্জিতেন। 'যতো রাজ্য'মিতি পাঠে যতঃ সংযতো ভূত্বা শপে।

১০। লো-টী। বিদ্ধি জানীহি।

মহারাজ রঘুনন্দন, আমি সত্য এবং স্বর্গলোকের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আপনাকে ছাড়িয়া আমি রাজ্য কামনা করি না ॥ ৬ ॥

শত্রুতাপন মহারাজ, এই কুশ এবং লবকে অভিষিক্ত করুন, বীর কুশকে কোশলদেশে এবং লবকে উত্তর[কোশল]দেশে রাজারূপে অভিষিক্ত করুন ॥ ৭ ॥

দূতসকল শত্রুঘ্নের নিকট অবিলম্বে গমন করিয়া সবিস্তরে [সমস্ত ঘটনা] বিবৃত করিয়া বলুক যে, আমরা স্বর্গের উদ্দেশ্যে গমন করিতেছি ॥ ৮ ॥

ভরতের কথা শুনিয়া এবং সেই প্রজাপুঞ্জকে দুঃখে অধোবদন দেখিয়া বশিষ্ঠদেব বলিতে লাগিলেন —॥ ৯ ॥

বৎস রাম, ঐ দেখ, প্রজাগণ ভূতলে পতিত হইয়াছে; ইহাদের

১। ছ 'চানব'। ২। ছ '-য়েহহং'। ৩। ছ 'ত্বাং বিনা রঘুনন্দন'। ৪। ছ '-ষিচ'। ৫। ছ '-বাচিনঃ'। ৬। ছ 'শ্রাবয়ন্ত ত্বরান্বিতাঃ'। ৭। ছ 'রাঘব পশ্যেমা ভূমিং প্রকৃতয়ো গতাঃ'। ৮। ছ 'বুদ্ধাসামীপ্সিতং রাম মা চাসাং'। ৯। ছ 'কুরু'।

বশিষ্ঠস্য তু [১]বাক্যেন উত্থাপ্য প্রকৃতীজনম্।
কিং করোমীতি সস্নেহো রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥
[২]ততঃ প্রকৃতয়ো রামং প্রত্যূচুঃ সাঞ্জলিগ্রহাঃ।
গচ্ছন্তমনুগচ্ছামো যেন গচ্ছসি রাঘব ॥ ১২ ॥
এষা নঃ পরমা প্রীতিরেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
হৃদ্গতা নঃ সদা বুদ্ধিস্তবানুগমনে [৩]দৃঢ়ম্ ॥ ১৩ ॥
পৌরেষু যদি তে স্নেহো যদ্যনুগ্রাহ্যতা নৃপ।
সপুত্রদারা রাজংস্ত্বামনুগচ্ছাম সৎ[৪]পথম্ ॥ ১৪ ॥
[৫]তপোধনবনং বাপি স্বর্গং বা জয়তাং বর।
বয়ং তে যদি ন ত্যাজ্যাঃ সর্ব্বান্ নয়তু নো ভবান্ ॥ ১৫ ॥

১২। লো-টী। সাঞ্জলিগ্রহাঃ অঞ্জলিগ্রহণেন সহ বর্ত্তমানাঃ।

১৪। লো-টী। সৎপথে সতস্তব পথি। 'সৎপথা' ইতি পাঠে সন্ ভবান্ পথঃ সন্মার্গদর্শকো যেষাং তে বয়ম্।

আকাঙ্ক্ষিত অভিলাষ অবগত হও, ইহাদের অপ্রিয় করিও না ॥ ১০ ॥

রামচন্দ্র বশিষ্ঠের আদেশে প্রজাদিগকে উত্থাপিত করত স্নেহের সহিত বলিলেন—[আমি তোমাদের] কি করিব ? ॥ ১১ ॥

তখন প্রজাগণ কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রকে বলিল, প্রভো, আপনি যে পথে গমন করিবেন আমরা সেই পথে আপনার অনুগমন করিব ॥ ১২ ॥

মহারাজ, আপনার অনুগমনে সর্ব্বদা আমাদের আন্তরিক ঐকান্তিক ইচ্ছা, ইহাই আমাদের পরম আনন্দ ও সনাতন ধর্ম্ম ॥ ১৩ ॥

রাজন্, পুরবাসিগণের প্রতি যদি আপনার স্নেহ ও অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে আমরা পুত্র ও ভার্য্যাগণের সহিত সৎপথাবলম্বী আপনার অনুগমন করিব ॥ ১৪ ॥

বিজয়িশ্রেষ্ঠ, আপনি তপস্বিগণের বনে অথবা স্বর্গে যেখানেই গমন করুন,

১। ছ 'তদ্বাক্যাৎ'। ২। ছ '-তয়ঃ প্রোচুঃ প্রাঞ্জলিপ্রগ্রহাস্তদা'। ৩। ছ 'নৃপ'। ৪। ছ '-থাঃ'।
৫। ছ '-বনং বনং'।

তেষান্তু নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা কৃতান্তস্য চ তদ্বলম্।
[১] ভক্তং পৌরজনং রামো বাঢ়মিত্যেব সোঽব্রবীৎ ॥ ১৬ ॥
এবং স নিশ্চয়ং কৃত্বা তস্মিন্নহনি পর্থিবঃ।
কুশং প্রস্থাপয়ামাস কোশলামুত্তরং লবম্ ॥ ১৭ ॥
অষ্টৌ রথসহস্রাণি সহস্রঞ্চৈব দন্তিনাম্।
ষষ্টিং চাশ্বসহস্রাণি প্রত্যেকং দত্তবান্ বলম্ ॥ ১৮ ॥
বহুরত্নৌ বহুধনৌ হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতৌ।
অভ্যষিঞ্চন্মহাত্মানাবুভাবেব কুশীলবৌ ॥ ১৯ ॥
[২] কোশলেষু কুশং বীরমুত্তরেষু তথা লবম্।
অভিষিচ্য সুতৌ [৩] বীরৌ সংপ্রস্থাপ্য চ রাঘবঃ।
দূতান্ সংপ্রেষয়ামাস শত্রুঘ্নায় মহাত্মনে ॥ ২০ ॥

১৬। লো-টী। কৃতান্তস্য কালস্য।

যদি আমরা আপনার পরিত্যজ্য না হই, তবে আমাদের সকলকে তথায় লইয়া চলুন ॥ ১৫ ॥

রামচন্দ্র প্রকৃতিপুঞ্জের অভিপ্রায় এবং কালের শক্তি অবগত হইয়া ভক্ত পৌরজনবৃন্দকে বলিলেন 'তাহাই হউক' ॥ ১৬ ॥

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মহারাজ রামচন্দ্র সেইদিনই 'কুশ'কে [দক্ষিণ] কোশলে এবং 'লব'কে উত্তরকোশলে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ১৭ ॥

তিনি আটহাজার রথ, এক হাজার হস্তী, ষাট হাজার অশ্ব এবং [তদনুরূপ] সৈন্য প্রত্যেককে দান করিলেন ॥ ১৮ ॥

বহু রত্ন এবং বহু ধনযুক্ত ও হৃষ্টপুষ্ট জনবৃন্দে পরিবৃত মহাত্মা কুশ এবং লবকে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ১৯ ॥

রামচন্দ্র [দক্ষিণ] কোশলরাজ্যে বীর কুশকে এবং উত্তরকোশলে লবকে অভিষিক্ত করিয়া এবং বীর পুত্রদ্বয়কে [নব রাজধানীতে] পাঠাইয়া দিয়া শত্রুঘ্নের নিকটে দূতগণকে প্রেরণ করিলেন ॥ ২০ ॥

১। ক-পুস্তকে ইতঃ সার্দ্ধশ্লোকো নাস্তি। ২। চ ইদমর্দ্ধং নাস্তি'। ৩। চ 'বীরাবুভৌ প্রস্থাপ্য রাঘবঃ'।

তে দূতাঃ কোশলেন্দ্রেণ চোদিতা লঘুবিক্রমাঃ।
প্রয়াতা মথুরাং শীঘ্রং ন চ মার্গে তদাবসন্ ॥ ২১ ॥
অহোরাত্রৈস্ত্রিভিস্তে তু সংপ্রাপ্তা মথুরাং পুরীম্।
শত্রুঘ্নায় যথাবৃত্তং সর্ব্বং [1]তে ব্যাচচক্ষিরে ॥ ২২ ॥
লক্ষ্মণস্য পরিত্যাগং প্রতিজ্ঞাং রাঘবস্য চ।
অনুরাগঞ্চ পৌরাণামভিষেকঞ্চ পুত্রয়োঃ ॥ ২৩ ॥
[2]কুশস্য চ পুরীং রম্যাং বিন্ধ্যপর্ব্বতসানুষু।
[3]কুশাবতীতি যা নাম্না বিখ্যাতা সর্ব্বতোদিশম্।
লবস্য [4]চ পুরীং রম্যাং [5]শ্রাবতীং লোকবিশ্রুতাম্ ॥ ২৪ ॥
[6]অযোধ্যাং বিজনাং কৃত্বা রাঘবো ভরতস্তথা।
[7]স্বর্গস্য গমনোদ্যোগং কৃতবন্তৌ মহারথৌ ॥ ২৫ ॥

২২-২৫। লো-টী। যথাবৃত্তং ব্যাচচক্ষিরে, এতদেব সার্দ্ধত্রিভির্বিবৃণোতি লক্ষ্মণস্যে-ত্যাদিভিঃ। ভরতানুগং শত্রুঘ্নম্, ব্যাচচক্ষিরে ইত্যন্বয়ঃ। সর্ব্বতঃ সর্ব্বস্যাং বিজনাং জনশূন্যাং সর্ব্বেষাং রামেণ সহ গমনাৎ। 'অযোধ্যাং নির্গতাঞ্চৈব ভরতঞ্চ সহানুগ'মতি পাঠে অযোধ্যাং শ্রীমতীং নির্গতাং রামেণ সহ গন্তুমিত্যর্থঃ।

সেই শীঘ্রগামী দূতগণ রামচন্দ্রকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পথে বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র মথুরায় গমন করিল ॥ ২১ ॥

তাহারা তিন দিন এবং তিন রাত্রিতে মথুরানগরীতে উপস্থিত হইয়া শত্রুঘ্নের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণনা করিল ॥ ২২ ॥

লক্ষ্মণের পরিত্যাগ, রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা, পুরবাসিগণের অনুরাগ, কুশ এবং লবের অভিষেক, কুশের বিন্ধ্যপর্ব্বতের সানুদেশে কুশাবতী নামে সর্ব্বদেশে বিখ্যাত রমণীয়া নগরী এবং লবের লোক-প্রসিদ্ধা শ্রাবতী নামে অত্যন্ত সুন্দর নগরীর কথা বলিল ॥ ২৩-২৪ ॥

মহারথ রামচন্দ্র এবং ভরত অযোধ্যাকে জনশূন্য করিয়া স্বর্গে গমনের উদ্যোগ করিয়াছেন [ইহাও বলিল] ॥ ২৫ ॥

১। ছ 'তদ্ ব্যাচ-'। ২। ছ 'নগরীং'। ৩। ক 'কুশ-'। ৪। ছ 'তু'। ৫। ছ 'শ্রবস্তীং'।
৬। ছ 'অযোধ্যাঞ্চৈব বিজনাং ভরতঞ্চ সহানুগম্'। ৭। ছ ইদমর্দ্ধং নাস্তি।

এবং সর্ব্বং নিবেদ্যাশু শত্রুঘ্নায় মহাত্মনে।
১
বিরেমুস্তে ততো দূতাস্ত্বর রাজেতি চাব্রুবন্ ॥ ২৬ ॥
২
তং শ্রুত্বা ঘোরসঙ্কাশং কুলক্ষয়মুপস্থিতম্।
৩
স পৌরানানয়ামাস কাঞ্চনং চ পুরোহিতম্ ॥ ২৭ ॥
৪ ৫
তেষাং সর্ব্বং যথাতত্ত্বমাখ্যায় রঘুনন্দনঃ।
৬
আত্মনশ্চ বিপর্য্যাসং ভাবিনং ভ্রাতৃভিঃ সহ।
৭
ততঃ পুত্রদ্বয়ং বীরঃ সোঽভ্যষিঞ্চন্মহারথঃ ॥ ২৮ ॥

সুবাহুর্ম্মথুরাং লেভে শত্রুঘাতী তু বৈদিশম্।
৮
দ্বিধা কৃত্বা তু তৎ সৈন্যং পুত্রাভ্যাং প্রদদৌ তদা ॥ ২৯ ॥

২৮। লো-টী। আত্মনো বিপর্য্যাসং স্বর্গদ্বারগমনঞ্চাখ্যায় ভ্রাতৃভিঃ সহ একত্র ভবিষ্যন্ পুত্রদ্বয়মভ্যষিঞ্চদিত্যর্থঃ।

২৯। লো-টী। শত্রুঘাতী পুত্রোঽন্যঃ বৈদিশং মথুরায়া বিদিগ্দেশম্।

সেই দূতগণ এইরূপে মহাত্মা শত্রুঘ্নের নিকট সমস্ত নিবেদন করিয়া "রাজন্ সত্বর চলুন," এই বলিয়া বিরত হইল ॥ ২৬ ॥

শত্রুঘ্ন সেই নিদারুণ কুলক্ষয় উপস্থিত শুনিয়া পুরবাসিগণকে এবং কাঞ্চন-নামক পুরোহিতকে আনয়ন করাইলেন ॥ ২৭ ॥

মহারথ বীর রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন তাঁহাদের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত এবং ভ্রাতৃগণের সহিত নিজের বিপর্য্যয় (অর্থাৎ স্বর্গগমন) সম্ভাবনা বর্ণনা করিয়া তার পর পুত্রদ্বয়কে [রাজ্যে] অভিষিক্ত করিলেন ॥ ২৮ ॥

তখন 'সুবাহু'-নামক পুত্র মথুরা এবং 'শত্রুঘাতী' নামক পুত্র 'বৈদিশ'-নামক দেশ (মথুরার বিদিগ্দেশ) লাভ করিল। তিনি সৈন্যদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া পুত্রদ্বয়কে প্রদান করিলেন ॥ ২৯ ॥

১। ছ 'শত্রুঘ্নমব্রুবন্ ভূয়স্ত্বরস্ব রথোত্তমম্'। ২। ছ 'তচ্ছ্রুত্বা'। ৩। ছ 'প্রকৃতীশ্চ সমানীয়'। ৪। ছ 'বৃত্তং'। ৫। ছ '-বচ্চ আখ্যায়'। ৬। ছ 'ভবিষ্যং'। ৭। ছ '-ন্নরাধিপঃ'। ৮। চ '-কৃত্য ততঃ সেনাং'।

ধনধান্যসমাযুক্তৌ স্থাপয়িত্বা স পার্থিবৌ[১] ।
জগাম ত্বরিতোঽযোধ্যাং রথেনৈকেন রাঘবঃ[২] ॥ ৩০ ॥
স দদর্শ[৩] ততো গত্বা জ্বলন্তমিব পাবকম্ ।
ক্ষৌমশুক্লাম্বরধরং মুনিভিঃ সার্দ্ধমাস্থিতম্[৪] ॥ ৩১ ॥
অভিবাদ্য[৫] ততো রামং প্রাঞ্জলিঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ[৬] ।
উবাচ বাক্যং ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মমেবানুচিন্তয়ন্[৭] ॥ ৩২ ॥
কৃত্বাভিষেকং সুতয়োরাগতোঽস্মি রঘূত্তম ।
তবানুগমনে রাজন্ বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চয়ম্ ॥ ৩৩ ॥
ন চাহং প্রতিবক্তব্য[৮] উত্তরং তব শাসনম্[৯] ।
ত্যক্তুং নার্হসি মাং বীর ভক্তিমন্তং বিশেষতঃ ॥ ৩৪ ॥

[লো-টী ।] অক্ষয়ৈঃ অক্ষয়স্বর্গদায়কৈঃ ।

৩৪ । লো-টী । উত্তরং ন গন্তব্যমিত্যুত্তরমহং ন বক্তব্যঃ, কুতঃ ? তব শাসনস্তু কেনাপি ন হন্যতে, বিশেষতো মদ্বিধেন হন্যমানং নেচ্ছামি ।

রঘুনন্দন শত্রুঘ্ন ধনধান্যে সমৃদ্ধ নৃপতিদ্বয়কে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটী রথে আরোহণ পূর্ব্বক সত্বর অযোধ্যায় আগমন করিলেন ॥ ৩০ ॥

অনন্তর শত্রুঘ্ন যাইয়া মুনিগণের সহিত উপবিষ্ট প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় শুক্ল ক্ষৌমবস্ত্র-পরিহিত রামচন্দ্রকে দর্শন করিলেন ॥ ৩১ ॥

সংযতেন্দ্রিয় ধর্ম্মজ্ঞ শত্রুঘ্ন কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্রকে অভিবাদনপূর্ব্বক ধর্ম্মকেই চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন—॥ ৩২ ॥

রঘূত্তম, আমি পুত্রদ্বয়কে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছি ; মহারাজ, আমাকে আপনার অনুগমনে কৃতসঙ্কল্প বলিয়া অবগত হউন ॥ ৩৩ ॥

বীর, প্রত্যুত্তরে আমাকে [নিষেধ করিয়া] কোন আদেশ দিবেন না,

১। অতঃ পরম্ ছ 'ততো বিসৃজ্য রাজানং বৈদেশে শত্রুঘাতিনম্'। ইত্যধিকম্। ২। ছ 'পার্থিবঃ'। ৩। ছ 'মহাত্মানং'। ৪। ছ '-মন্বয়ম্'। ৫। চ 'সোঽভিবাদ্য'। ৬। ক 'স নমস্কৃতঃ'। ৭। ছ '-স্বচি-'। ৮। ছ '-বানুত্তরং'। ৯। ছ অতঃ পরং 'বিহন্যমানং নেচ্ছামি মদ্বিধেন বিশেষতঃ'। ইত্যধিকম্।

তস্য তাং বুদ্ধিমক্লীবাং বিজ্ঞায় রঘুনন্দনঃ।
বাঢ়মিত্যেব শত্রুঘ্নং রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৫ ॥
তস্য বাক্যস্য চাথান্তে[১] বানরাঃ[২] কামরূপিণঃ।
ঋক্ষরাক্ষসসঙ্ঘাশ্চ সমাপেতুরনেকশঃ ॥ ৩৬ ॥
দেবপুত্রা ঋষি[৩]সুতা গন্ধর্ব্বাণাং সুতাস্তথা[৪]।
[৫]রামক্ষয়ং বিদিত্বা তে সর্ব্ব এব সমাগতাঃ ॥ ৩৭ ॥
তে রামমভিবাদ্যাহু[৬]র্ঋক্ষবানররাক্ষসাঃ।
তবানুগমনা[৭]র্থং হি সংপ্রাপ্তাঃ স্মো[৮] মহামতে ॥ ৩৮ ॥
যদি রাম বিনাস্মাভির্গচ্ছেস্ত্বং পুরুষর্ষভ।
যম[৯]দণ্ডমিবোদ্যম্য ত্বয়া স্ম[১০] বিনিপাতিতাঃ ॥ ৩৯ ॥

৩৫। লো-টী। অক্লীবাং যোগ্যাম্।

৩৯। লো-টী। তর্হি দণ্ডমুদ্যম্য গৃহীত্বা ত্বয়া নিপাতিতাঃ স্যাম ভবেম। 'ত্বয়া যাস্যাম নিপাতিতাঃ' ইতি পাঠঃ সার্ব্বজ্ঞঃ। দণ্ডমুদ্যম্য পাতিতা যাস্যাম মৃত্যুং প্রপৎস্যাম ইতি তদ্ব্যাখ্যানম্।

আপনার প্রতি বিশেষভাবে ভক্তিমান্ আমাকে পরিত্যাগ করা আপনার উচিত নহে ॥ ৩৪ ॥

রঘুনন্দন রামচন্দ্র শত্রুঘ্নের এইরূপ দৃঢ় অভিপ্রায় অবগত হইয়া 'তাহাই হইবে' এইকথা তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর সেই কথার অবসানে কামরূপী বানরগণ এবং বহু ঋক্ষ ও রাক্ষসসমূহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥

সেই দেবপুত্র, ঋষিপুত্র এবং গন্ধর্ব্বপুত্রগণ সকলেই রামচন্দ্রের মহাপ্রস্থানের কথা অবগত হইয়া আগমন করিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

সেই ঋক্ষ, বানর এবং রাক্ষসগণ রামচন্দ্রকে অভিবাদনপূর্ব্বক বলিলেন, মহামতে, আমরা আপনার অনুগমন করিবার জন্য আসিয়াছি ॥ ৩৮ ॥

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম, যদি আপনি আমাদিগকে না লইয়া গমন করেন, তবে

১। ছ 'চান্তে তু'। ২। ছ 'সবিভীষণাঃ'। ৩। ছ 'মুনি-'। ৪। ছ 'যে তদর্থন্তু জজ্ঞিরে'। ৫। ছ 'বিদিত্বা রামবিজয়ং'। ৬। ছ '-বাদ্যোচুর্ঋক্ষ রাক্ষস বানরাঃ'। ৭। ছ '-নে রাজন্'। ৮। ছ 'স্ম ইহানঘ'। ৯। ছ 'বয়ং দ-'। ১০। ছ 'স্যাম নিপা-'।

শ্রুত্বা তু বচনস্তেষাং ঋক্ষবানররক্ষসাম্ ।

বিভীষণমথোবাচ রাঘবঃ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ৪০ ॥

যাবদেব[1] ধরিষ্যন্তি প্রজাস্তাবদ্[2] বিভীষণ ।

রাক্ষসেষু মহদ্রাজ্যং লঙ্কাস্থঃ পালয়িষ্যসি ॥ ৪১ ॥

[3]স্থাপিতস্ত্বং সখিত্বেন কার্য্যং তে মম শাসনম্ ।

প্রজাস্ত্বং[4] রক্ষ ধর্ম্মেণ নোত্তরং বক্তুমর্হসি ॥ ৪২ ॥

এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থো হনুমন্তমথাব্রবীৎ ।

বায়ুপুত্র চিরং জীব ন মদ্বাক্যং বৃথা কুরু[5] ॥ ৪৩ ॥

৪১-৪২ । লো-টী । ধরিষ্যন্তি স্থাস্যন্তি, 'যাবৎ প্রজা ধরিষ্যন্তি তাবদ্রক্ষো বিভীষণে'তি পাঠে হে রক্ষঃ, হে বিভীষণ, সম্বোধনদ্বয়ম্, 'রক্ষসাং বিভীষণে'তি বা পাঠঃ । 'তবদ্রক্ষ বিভীষণ' ইতি পাঠো বিমলবোধীয়ঃ । রক্ষেতি পালয়িষ্যসীতি ক্রিয়াদ্বয়াদ্বর্ত্তমানপ্রায়তেতি তদ্ব্যাখ্যানম্ । শাপিতো ভবিষ্যসীত্যর্থঃ ।

আপনি যেন যমদণ্ড উত্তোলিত করিয়া আমাদিগকে নিহত করিবেন (অর্থাৎ আপনার অভাবে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য এবং আপনি সেই মৃত্যুর কারণ হইবেন ।) ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর রামচন্দ্র সেই ঋক্ষ, বানর এবং রাক্ষসগণের কথা শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্যে বিভীষণকে বলিলেন—॥ ৪০ ॥

বিভীষণ, যতদিন লোকসকল জীবিত থাকিবে, ততদিন তুমি লঙ্কায় অবস্থান করত রাক্ষসগণমধ্যে বিশাল রাজ্য পালন করিবে ॥ ৪১ ॥

তোমাকে বন্ধুরূপে স্থাপিত করিয়াছি, আমার আদেশ তোমাকে পালন করিতে হইবে ; তুমি ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণকে রক্ষা কর, কোন প্রত্যুত্তর করিও না ॥ ৪২ ॥

রামচন্দ্র বিভীষণকে এই কথা বলিয়া হনুমান্‌কে বলিলেন, পবননন্দন, চিরজীবী হও, আমার বাক্য ব্যর্থ করিও না ॥ ৪৩ ॥

১ । ছ 'যাবৎ প্রজা' । ২ । ছ 'তাবদ্রাজা' । ৩ । ক 'শাপিত-' ৪ । ছ 'রাক্ষসেন্দ্র প্রজাঃ পাহি' । ৫ । ছ 'মা প্রতিজ্ঞাং বৃথা কৃথাঃ' ।

যাবল্লোকেষু[১] স্থাস্যন্তি মৎকথা বানরর্ষভ।
তাবৎ ত্বং ধারয়ন্[২] প্রাণান্ প্রতিজ্ঞাং পরিপালয় ॥ ৪৪ ॥
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চোভাবমৃতপ্রাশিনৌ হরী।
যাবল্লোকা ধরিষ্যন্তি তাবদেতৌ ভবিষ্যতঃ[৩] ॥ ৪৫ ॥
পুত্রপৌত্রাশ্চ যুষ্মাকং ধর্ম্মং[৪] প্রাপ্স্যন্তি বানরাঃ।
অতস্তে ব্যাহরিষ্যন্তি ন চোর্দ্ধং মানুষীং গিরম্ ॥ ৪৬ ॥
এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থস্তদা[৫] তানৃক্ষবানরান্।
বাঢ়মিত্যেব[৬] গচ্ছধ্বং ময়া সার্দ্ধমথাব্রবীৎ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে শত্রুঘ্নপুত্রাভিষেকো নাম
ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৩ ॥

৪৫। লো-টী। হরী কপী অমৃতপ্রাশিনৌ দেবাবিবেত্যর্থঃ। তত্র মৈন্দো মুনিশাপেন হত ইতি বিমলবোধঃ।

[লো-টী।] অত ঊর্দ্ধং ব্রবীদিতি অটোঽভাবঃ।

৪৭। লো-টী। 'ময়া সার্দ্ধং প্রযাতেতি তদানীং রাঘবোঽব্রবীৎ' ইতি বা পাঠঃ।

পৌরজনাশ্বাসঃ ॥ ১১৩ ॥

বানরপুঙ্গব, লোকমধ্যে যতদিন আমার কথা প্রচারিত থাকিবে, ততদিন তুমি জীবন ধারণ করত প্রতিজ্ঞা পালন কর ॥ ৪৪ ॥

মৈন্দ এবং দ্বিবিদ এই বানরদ্বয় অমৃতভোজী, যতদিন লোকসকল থাকিবে ততদিন ইহারা থাকিবে ॥ ৪৫ ॥

বানরগণ, তোমাদের পুত্র-পৌত্রগণ ধার্ম্মিক হইবে এবং ইহার পরে তাহারা আর মনুষ্যবাক্যে কথা কহিতে পারিবে না ॥ ৪৬ ॥

এইরূপ বলিয়া রামচন্দ্র সেই [অন্যান্য] ঋক্ষ এবং বানরদিগকে "আচ্ছা তাহাই হউক, আমার সহিত চল" এই কথা বলিলেন ॥ ৪৭ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শত্রুঘ্নপুত্রাভিষেক-নামক
১১৩তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৩ ॥

১। ছ '-কা ধরিষ্যন্তি'। ২। ছ '-য়'। ৩। ছ 'ধরিষ্যতঃ'। ৪। ছ 'বনং'। ৫। ছ '-স্থঃ সর্ব্বাংস্তানৃক্ষ-'। ৬। ছ 'ময়া সার্দ্ধং প্রয়াতেতি তদানীং রাঘবোঽব্রবীৎ'।

(১১৪) চতুর্দ্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ

প্রভাতায়াস্তু শর্ব্বর্য্যাং পৃথু[১]বক্ষা মহাযশাঃ।
রামঃ কমলপত্রাক্ষঃ পুরোধসমথাব্রবীৎ ॥ ১ ॥
[২]অগ্নয়ো মে প্রয়ান্ত্বগ্রে দীপ্যমানা দ্বিজৈর্ব্বৃতাঃ।
[৩]বাজপেয়াতপত্রাণি নির্যান্তু মম চাগ্রতঃ ॥ ২ ॥
ততো বশিষ্ঠস্তেজস্বী সর্ব্বং নিরবশেষতঃ।
চকার বিধিবদ্ধ[৪]র্ম্মং মহাপ্রস্থা[৫]নিকং বিধিম্ ॥ ৩ ॥
ততঃ [৬]ক্ষৌমাম্বরো রামো ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
কুশান্ গৃহীত্বা পাণিভ্যাং মহাপ্রস্থানমুদ্যতঃ ॥ ৪ ॥

৪। লো-টী। 'ব্রহ্মচারী সমাহিত' ইতি পাঠঃ। 'ব্রাহ্মমাবর্ত্তয়ন্ ক্রম'মিতি সার্ব্বজ্ঞপাঠে ব্রহ্মণো বেদস্য সম্বন্ধিনং ক্রমং স্বাধ্যায়ম্ আবর্ত্তয়ন্ পুনঃ পুনরুচ্চারয়ন্নিতি তদ্ব্যাখ্যা।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে বিশালবক্ষাঃ মহাযশস্বী কমললোচন রামচন্দ্র পুরোহিতকে বলিলেন—॥ ১ ॥

দীপ্যমান অগ্নিসকল ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া আমার অগ্রে গমন করুক এবং বাজপেয়চ্ছত্রসকল আমার অগ্রে নির্গত হউক ॥ ২ ॥

তার পর তেজস্বী বশিষ্ঠ মহাপ্রস্থানের যথাবিধি সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করিলেন ॥ ৩ ॥

অনন্তর রামচন্দ্র ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করিয়া সমাহিত চিত্তে ব্রহ্মচারী বেশে হস্তদ্বয়ে কুশ গ্রহণ করত মহাপ্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ৪ ॥

১। ছ '-হিত-'। ২। ছ 'অগ্নিহোত্রং প্রয়াত্বগ্রে দীপ্যমানং সহ দ্বিজৈঃ'। ৩। ছ 'চ মমাগ্রতঃ'। ৪। ছ '-বৎ কর্ম্ম'। ৫। ক '-নিকীং'। ৬। ছ '-ম্বরধরো'।

অব্যাহরন্ কচিৎ কিঞ্চিন্নিঃশব্দো নিঃসুখঃ পথি।
নির্জ্জগাম গৃহাত্তস্মাদ্ দীপ্যমানো যথাংশুমান্ ॥ ৫ ॥
সব্যে পার্শ্বে তু রামস্য পদ্মা শ্রীঃ সুসমাহিতা।
দক্ষিণে হ্রীর্বিশালাক্ষী ব্যবসায়স্তথাগ্রতঃ ॥ ৬ ॥
শরা নানাবিধাস্তত্র ধনুশ্চায়তমুত্তমম্।
অনুব্রজন্তি কাকুৎস্থং সর্ব্বে মানুষবিগ্রহাঃ ॥ ৭ ॥
বেদা ব্রাহ্মণরূপেণ সাবিত্রী ব্রহ্মরূপিণী।
ওঙ্কারোঽথ বষট্কারঃ সর্ব্বে রাঘবমন্বযুঃ ॥ ৮ ॥

৫। লো-টী। নির্জ্জগাম ইত্যাদৌ 'নিঃশব্দো নিঃসুখঃ পথী'তি পাঠে নিঃশব্দো গ্রাম্যালাপরহিতঃ। মহাভ্রাৎ মহামেঘাৎ।

৬। লো-টী। পদ্মা পদ্মহস্তা, ব্যবসায়ঃ সদ্ব্যবসায়ঃ।

৭। লো-টী। আয়তো বিস্তরো বিক্রমো যস্য তৎ, মহাবিক্রমমিত্যর্থঃ। 'ধনুশ্চ জ্যাসমন্বিত'মিতি বা পাঠঃ।

৮। লো-টী। ব্রহ্মরূপিণী ব্রাহ্মণরূপিণী।

৬। টিপ্পনী। পদ্মা পদ্মহস্তা শ্রীর্লক্ষ্মীঃ।..."হ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা"বিতি শ্রুতেঃ। শ্রুতৌ হ্রীর্মহী। ব্যবসায়ো ব্যবসায়শক্তিঃ সংহারশক্তিঃ। তিঃ।

দীপ্তিমান সূর্য্যের ন্যায় রামচন্দ্র কোন কথা উচ্চারণ না করিয়া নিঃশব্দে এবং বিনাসুখে (অর্থাৎ পাদুকা, ছত্র ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া) সেই গৃহ হইতে পথে নির্গত হইলেন ॥ ৫ ॥

সমাহিতা পদ্মহস্তা শ্রী (লক্ষ্মী) রামচন্দ্রের বামপার্শ্বে, বিশাললোচনা হ্রী (ধরাদেবী) দক্ষিণপার্শ্বে এবং সংহারশক্তি অগ্রে অগ্রে চলিলেন ॥ ৬ ॥

নানাবিধ শর, উৎকৃষ্ট বিশাল ধনুক—ইহারা সকলে মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

ব্রাহ্মণরূপধারী বেদ, ব্রহ্মরূপিণী গায়ত্রী এবং ওঙ্কার ও 'বষট্কার'—ইহারা

১। ছ '-ন্নির্দ্ধমো'। ২। ছ 'নিশ্চক্রাম'। ৩। ছ 'সপদ্মা শ্রীঃ সমা-'। ৪। ছ 'হ্রীর্মতিশ্চৈব'। ৫। ছ '-শ্চ জ্যাসমন্বিতম্'। ৬। ছ 'তে সর্ব্বে রামং পুরুষবি-'। ৭। ছ '-রশ্চ'। ৮। ছ 'রামং তদাব্রজন্'।

ঋষয়শ্চ মহাত্মানঃ সর্ব্ব এব সমা[১]হিতাঃ।
অনু[২]ব্রজন্তি কাকুৎস্থং স্বর্গ[৩]মার্গমুপস্থিতম্ ॥ ৯ ॥
[৪]তং যান্তমনুগচ্ছন্তি [৫]হ্যন্তঃপুরবরস্ত্রিয়ঃ।
সবৃদ্ধবালদাসী[৬]কাঃ সবর্ষবরকো[৭]বিদাঃ ॥ ১০ ॥
সান্তঃপুরশ্চ ভরতঃ শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ।
[৮]রামগতিমু[৯]পাগম্য রাঘবং সমনুব্রতঃ ॥ ১১ ॥
[১০]ততো বিপ্রা মহাত্মানঃ সাগ্নিহোত্রাঃ সমাহিতাঃ।
সপুত্রদারাঃ কাকুৎস্থ[১১]মনুগচ্ছন্তি রাঘবম্ ॥ ১২ ॥
মন্ত্রিণো ভৃত্য[১২]বর্গাশ্চ পৌরবর্গাঃ সবান্ধবাঃ।
[১৩]সর্ব্বে সহানুগা রামমন্বগচ্ছন্ [১৪]প্রহৃষ্টবৎ ॥ ১৩

১০। লো-টী। বর্ষবরো নপুংসকঃ।

সকলে রামচন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

একাগ্রচিত্ত মহাত্মা ঋষিগণ সকলেই স্বর্গমার্গে উপস্থিত কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

বৃদ্ধ, বালক, দাসী, ক্লীব এবং পণ্ডিতগণের সহিত অন্তঃপুর-মহিলাগণ গমনকারী সেই রামচন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

রামচন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত ভরত ও শত্রুঘ্ন অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের সহিত রামচন্দ্রের গমনমার্গ অনুসরণ করত চলিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

পরে মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ পুত্র, কলত্র এবং অগ্নিহোত্রের সহিত একাগ্র হইয়া কাকুৎস্থ রামচন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

অমাত্যগণ, ভৃত্যগণ এবং পুরবাসিগণ সকলে বন্ধুবান্ধব ও অনুচরগণের সহিত মিলিত হইয়া সানন্দে রামচন্দ্রের অনুগমন করিল ॥ ১৩ ॥

১। ছ 'সমাগতাঃ'। ২। ছ '-গচ্ছন্তি'। ৩। ছ 'দ্বার-' ৪। ছ 'তুষ্টান্ত-'। ৫। ছ 'হর্ষৈর্যান্তঃপুরং মহৎ'। ৬। ছ '-কং'। ৭। ছ '-দম্'। ৮। ছ 'রাজব্রত-'। ৯। ছ 'রাজবংশমনুব্রতাঃ'। ১০। ছ 'বিপ্রাশ্চৈব'। ১১। ছ '-ন্বগচ্ছন্ সহস্রশঃ'। ১২। ছ 'সপুত্রপশুবা-'। ১৩। ছ 'সানুগং রাঘবং যান্তম-'। ১৪। ছ 'সহস্রশঃ'।

ততঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়ো হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতাঃ।
[১]অনুগচ্ছন্তি গচ্ছন্তং রাঘবং গুণরঞ্জিতাঃ ॥ ১৪ ॥
রাঘবস্যা[২]নুগা লোকাঃ সর্ব্বে বিগতকল্মষাঃ।
স্নাতাঃ [৩]শুক্লাম্বরধরাঃ সর্ব্বে প্রয়তমানসাঃ ॥ ১৫ ॥
ন তত্র কশ্চিদ্দী[৪]নোঽভূন্মলিনো বাপি দুঃখিতঃ।
[৫]হৃষ্টং পুষ্টমিদং সর্ব্বমন্বগচ্ছৎ পুরং মহৎ ॥ ১৬ ॥
দ্রষ্টুকামোঽথ নির্যাণং রাজ্ঞো জানপদো জনঃ।
সংপ্রাপ্তঃ সোঽপি সংপ্রেক্ষ্য রাম[৬]মেবাভ্যযাৎ তদা ॥ ১৭ ॥

১৬। গো-টী। সর্ব্বং প্রাণিমাত্রম্ অনুদ্ধতম্ অহঙ্কারশূন্যং কিলকিলাশব্দৈঃ হৃষ্টমাকৃষ্টং যাস্তমিত্যর্থঃ। দীনো দুর্গতঃ পরমাদ্ভুতং পরমকৌতুকম্।

১৭। গো-টী। সম্প্রাপ্তঃ অযোধ্যামিত্যর্থঃ, পথা রামমার্গেণ তমেবানুব্রতোঽগচ্ছৎ। 'রামমেবান্বযাত্তদা' ইতি বা পাঠঃ।

তার পর হৃষ্টপুষ্ট-জনপরিবৃত গুণানুরক্ত সমস্ত প্রজাপুঞ্জ গমনকারী রামচন্দ্রের অনুগমন করিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

রামচন্দ্রের অনুগামী লোকগণ সকলেই নিষ্পাপ এবং সকলেই স্নাত, শুক্ল-বস্ত্রধারী এবং বিশুদ্ধচিত্ত ছিল ॥ ১৫ ॥

তাহাদের মধ্যে কেহই দীন, মলিন অথবা দুঃখিত ছিল না; বিশাল নগরীর সকলেই হৃষ্টপুষ্ট ছিল, সকলেই তাঁহার অনুগমন করিল ॥ ১৬ ॥

মহারাজ রামচন্দ্রের স্বর্গপ্রয়াণ দেখিতে অভিলাষী জনপদবাসী লোকগণ [অযোধ্যায়] আসিয়াছিল, তাহারাও তখন [তাহা] দেখিয়া রামচন্দ্রেরই অনুগমন করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

১। ছ 'গচ্ছন্তমনুগচ্ছন্তি যেন গচ্ছতি রাঘবঃ'। অতঃ পরং ছ 'ততঃ সস্ত্রীগণং সর্ব্বং সপুত্রপশুবান্ধবম্'। ইত্যধিকম্। ২। ছ '-স্যানুগমনং চক্রে বিগতকল্মষম্'। ৩। ক 'প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে রামমনুব্রজন্'। ৪। ছ '-ভূদ্ ব্রজন্নপি সুদুঃখিতঃ'। ৫। ছ '-ষ্টাঃ প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে পদ্মমাল্যোপশোভিতাঃ'। ৬। ছ '-ন্বযা-'।

ঋক্ষবানররক্ষাংসি জনাশ্চ পুরবাসিনঃ।

জগ্মুঃ পরময়া লক্ষ্ম্যা পৃষ্ঠতঃ সুসমাহিতাঃ ॥ ১৮ ॥

যানি ভূতানি নগরে [১]হ্যন্তর্দ্ধানগতান্যপি।

রামং তান্য[২]নুযান্তি স্ম স্বর্গদ্বারমুপাগতম্ ॥ ১৯ ॥

যানি পশ্যন্তি কাকুৎস্থং স্থাবরাণি চরাণি চ।

সত্ত্বা[৩]নি প্রস্থিতং স্বর্গমনুযান্তি স্ম তান্যপি ॥ ২০ ॥

[৪]নোচ্ছ্বসৎ তদযোধ্যায়াং সুসূক্ষ্মমপি দৃশ্যতে।

রামমেবানুযাতেষু তির্য্যগ্‌যোনিগতেষ্বপি ॥ ২১ ॥

১৮। লো-টী। লক্ষ্ম্যা সহ সম্পত্ত্যা বিশিষ্টাঃ।

১৯। লো-টী। অন্তর্ধানগতানি অদৃশ্যানি।

২০। লো-টী। স্বর্গং প্রস্থিতং গচ্ছন্তম্।

২১। লো-টী। সূক্ষ্মমপি প্রাণিনং উচ্ছ্বসন্তম্ অচলন্তং ন অলক্ষয়ৎ অপশ্যৎ।

উজ্জ্বলবেশধারী ঋক্ষ, বানর, রাক্ষস এবং পুরবাসী লোকগণ ধৈর্য্যসহকারে রামচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

অযোধ্যানগরে যে-সমস্ত প্রাণী লোকলোচনের অন্তরালে থাকিত, তাহারাও স্বর্গদ্বারাভিমুখে গমনকারী রামচন্দ্রের অনুসরণ করিল ॥ ১৯ ॥

চরাচর যে কোন প্রাণীই কাকুৎস্থ রামচন্দ্রকে স্বর্গে গমন করিতে দেখিল, তাহারাই তাঁহার অনুগমন করিল ॥ ২০ ॥

পশু-পক্ষী প্রভৃতিও রামচন্দ্রের অনুগমন করিলে সেই অযোধ্যায় আর অতিশয় ক্ষুদ্র প্রাণীও [অবশিষ্ট] দেখা গেল না ॥ ২১ ॥

১। ছ 'অন্ত-'। ২। ছ '-গচ্ছন্তি। ৩। ছ 'স্বর্গগমনে অনুগচ্ছন্তি'। ৪। এতদর্দ্ধস্থ স্থানে ছ 'নাসীৎ স্বমযোধ্যায়াং সুসূক্ষ্মমপি কিঞ্চন। যন্নাযবং নানুযাতং স্বর্গপ্রস্থানমাগতম্ ॥' ইতি পাঠঃ।

উৎসবঃ সুমহাংস্তত্র হর্ষাৎ শোকপ্রণাশনঃ।
১
সততং রাজসিংহেন পুত্রবৎ পালিতে জনে ॥ ২২ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে মহাপ্রস্থানং নাম
চতুর্দ্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৪ ॥

২২। গো টী। সৎকৃতাঃ যাঃ প্রজাঃ তাসামুৎসবঃ।
অযোধ্যাত্যাগঃ। ক্বচিচ্চ মহাপ্রস্থানম্ ॥ ১১৪ ॥

রাজসিংহ রামচন্দ্র সর্ব্বদা যে প্রজাদিগকে পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন, তাহাদের মধ্যে শোকপ্রণাশক বিরাট আনন্দোৎসব হইতে লাগিল (অর্থাৎ রামচন্দ্রের তিরোভাব-সম্ভাবনায় প্রজাদের অন্তরে যে শোকের উদয় হইয়াছিল, অনুগমনের আনন্দে তাহা উৎসবে পরিণত হইল) ॥ ২২ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে মহাপ্রস্থান-নামক
১১৪তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৪ ॥

১। ছ 'ইদমর্দ্ধং নাস্তি'।

(১১৫) পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ

অধ্যর্দ্ধযোজনং গত্বা নদীং[১] পশ্চান্মুখাশ্রিতাম্ ।
সরযূং পুণ্যসলিলাং দদর্শ রঘুনন্দনঃ ॥ ১ ॥
তাং নদী[২]মেককূলেন সর্ব্বামনুসরন্ নৃপঃ ।
আগতঃ সপুরা[৩]মাত্যস্তং দেশং রঘুনন্দনঃ ॥ ২ ॥
অথ তস্মিন্ মুহূর্ত্তে তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
সর্ব্বৈঃ পরিবৃতো দেবৈর্ঋষিভিশ্চ মহাত্মভিঃ ॥ ৩ ॥
[৪]আগচ্ছদ্ যত্র কাকুৎস্থঃ স্বর্গায় সমুপস্থিতঃ ।
বিমানবরকোটীভির্দ্দি[৫]ব্যাভিরভিসংবৃতঃ ॥ ৪ ॥

১-২। লো-টী। নদীং সরযূং প্রতি লক্ষ্যীকৃত্য অধ্যর্দ্ধযোজনং কিঞ্চিদধি অধিকং যোজনম্। 'উপর্যর্দ্ধযোজন'মিতি বিমলবোধঃ। আকুলাবর্ত্তাম্ আবর্ত্তাকুলামিত্যর্থঃ। 'এককূলেনে'তি বা পাঠঃ। অনুসরন্ অনুগচ্ছন্ হিমবন্তং হিমপাদনিঃসৃতত্বাৎ তামেব শীতলত্ব'ৎ মলক্ষালনায় দদর্শ চিন্তিতবানিত্যর্থঃ। তথাহি—'বীরাণাং পাপনাশায় সংযুগেষ্বতিযুধ্যতাম্। শঙ্করশ্বশুরং গচ্ছেদ্ ধ্যায়েদ্বা মনসা চ তমি'তি বচনমিতি বিমলবোধঃ।

৪। লো-টী। স্বর্গায় স্বর্গং যাতুম্। দেবৈঃ রাজর্ষিভিঃ। 'দিব্যাভিরভিসংবৃত' ইতি বা পাঠঃ।

রঘুনন্দন রামচন্দ্র কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধযোজন পথ অতিবাহিত করিয়া পশ্চিমদিগ্বাহিনী পুণ্যসলিলা সরযূনদী দর্শন করিলেন ॥ ১ ॥

মহারাজ রামচন্দ্র অমাত্য এবং পুরবাসীদিগের সহিত এক তীর ধরিয়া সেই সমগ্র সরযূনদীর অনুসরণ করত একস্থানে (প্রসিদ্ধ স্বর্গপ্রাপক 'গোপ্রতার' প্রদেশে) আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২ ॥

কাকুৎস্থ রামচন্দ্র স্বর্গে গমন করিবার জন্য যে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,

১। ছ 'প্রত্যঙ্মুখীং প্রতি'। ২। ছ '-মাকুলাবার্ত্তাং সর্ব্বত্রানুসরন্ নৃপঃ'। ৩। ছ 'সপ্রজো রাম-'। ৪। ছ 'আযযৌ যত্র'। ৫। ছ 'দৈবৈরনুগতস্তদা'।

[১]দীপিতং সর্ব্বমাকাশং জ্যোতির্ভূতমনুত্তমম্।
[২]আগতৈস্তৈঃ স্বতেজোভিঃ স্বর্গিভিঃ পুণ্যকর্ম্মভিঃ ॥ ৫ ॥
পুণ্যা বাতা ববুস্তত্র গন্ধবন্তঃ সুখাবহাঃ।
[৪]মহৌঘশ্চাপি পুষ্পাণাং নাকপৃষ্ঠাৎ পপাত হ ॥ ৬ ॥
তস্মিংস্তূর্য্যশতাকীর্ণে গন্ধর্ব্বাপ্সরসাযুতে।
সরযূপুলিনে রামঃ পদ্ভ্যামেবোপচক্রমে[৭] ॥ ৭ ॥
ততঃ পিতামহো বাণী[৮]মন্তরীক্ষাদভাষত।
আগচ্ছ বিষ্ণো ভদ্রং তে দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি মানদ ॥ ৮ ॥

৬। লো-টী। মহৌঘবৎ মহাজলসমূহ ইব।
৭। লো-টী। পদ্ভ্যামেব পাদোপলক্ষিতেন দেহেনেত্যর্থঃ।

সমস্ত দেবগণ এবং মহাত্মা ঋষিবৃন্দে পরিবৃত লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বর্গীয় কোটি কোটি বিমানে পরিবৃত হইয়া সেই মুহূর্ত্তে সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥ ৩-৪ ॥

সেই সমাগত পুণ্যকর্ম্মা স্বর্গবাসীদিগের স্ব স্ব তেজে প্রদীপ্ত হইয়া সমগ্র নভোমণ্ডল উত্তম জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল ॥ ৫ ॥

তথায় সুখাবহ সুরভিত পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং স্বর্গপৃষ্ঠ হইতে রাশি রাশি পুষ্প পতিত হইল ॥ ৬ ॥

শত শত তূর্য্যধ্বনি-নিনাদিত গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরাবৃন্দে পরিবৃত সেই সরযূতীরে রামচন্দ্র পদচারণা আরম্ভ করিলেন ॥ ৭ ॥

তখন পিতামহ ব্রহ্মা অন্তরীক্ষ হইতে এইকথা বলিলেন, বিষ্ণো, আগমন করুন, আপনার মঙ্গল ত'? হে মানদ, সৌভাগ্যবশতঃ আমরা আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৮ ॥

১। ক 'আদীপ্য'। ২। ছ 'স্বয়ংপ্রভৈর্মহাদীপ্তৈঃ'। ৩। ছ '-থপ্রদাঃ'। ৪। ছ 'পপাত পুষ্পবৃষ্টিভির্বাতমুক্তা মহৌঘবৎ'। ৫। ছ '-সাং গণে'। ৬। ছ '-সলিলে'। ৭। ছ '-ভ্যাং সমুপ-'। ৮। ছ 'বাচ-'।

ভ্রাতৃভিঃ সহ [1]দেবাভৈঃ প্রবিশস্ব স্বকাং তনুম্।
[2]বৈষ্ণবীং সুমহাতেজস্তবাকাশং সনাতনম্ ॥ ৯ ॥
ত্বং হি লোকপতির্দ্দেব [3]ন হি কেচিৎ প্রজানতে।
ঋতে মত্তো বিশালাক্ষ ভূতপূর্ব্বপরিগ্রহম্[4]।
যামিচ্ছসি [5]মহাতেজস্তাং তনুং প্রবিশ [6]স্বয়ম্ ॥ ১০ ॥
পিতামহবচঃ শ্রুত্বা [7]বুদ্ধ্যা সঞ্চিন্ত্য রাঘবঃ।
বিবেশ বৈষ্ণবং তেজঃ সশরীরঃ সহানুজঃ ॥ ১১ ॥

৯। লো-টী। স্বাং তনুং নারায়ণাখ্যাং সগুণাম্। যদ্বা, তব বৈষ্ণবং নির্গুণং মহত্তেজঃ আকাশং ব্যাপকং সনাতনং নিত্যং যৎ তৎ প্রবিশ।

১০। লো-টী। এতচ্চ স্বরূপদ্বয়ং মামৃতে কেঽপি ন জানন্তীত্যাহ—ত্বং হীতি। লোকপালকত্বাৎ সগুণঃ, যদ্ যচ্চ তে তব পূর্ব্বং পরিগ্রহঃ স্বীকারো যস্য তন্নির্গুণং মামৃতে কেচিদপি ন জানতে। 'ন ত্বাং জানাতি কশ্চন' ইতি বা পাঠঃ। 'পূর্ব্বপরিগ্রহং পূর্ব্বপ্রকৃতি'মিতি বিমলঃ। অতস্ত্বাম্ অচিন্ত্যং মহদ্ভূতমীশ্বরং সর্ব্বে সংগৃহ্যন্তেঽস্মিন্নিতি সর্ব্বসংগ্রহং সর্ব্বাধারম্। 'লোকবিগ্রহ'-মিতি বা পাঠঃ। স্বকাং নিজাং তাং প্রবিশ, তনুং বিরলাম্ অন্যৈরপ্রাপ্যাম্। 'তনুঃ কায়ে ত্বচি স্ত্রী স্যাৎ ত্রিষ্বল্পে বিরলে কৃশে' ইতি কোষঃ।

১১। লো-টী। বৈষ্ণবং তেজো নির্গুণস্বরূপম্।

হে মহাতেজস্বিন্, দেবতুল্য ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত আপনি স্বীয় বৈষ্ণবী তনুতে অথবা সনাতন সর্ব্বব্যাপী [শুদ্ধ ব্রহ্ম-] স্বরূপে প্রবেশ করুন ॥ ৯ ॥

বিশালাক্ষ দেব, আপনি লোকসমূহের প্রভু, ইহা আমি ভিন্ন কেহই জানে না; হে মহাতেজস্বিন্, আপনি পূর্ব্বপরিগৃহীত যে দেহ ইচ্ছা করেন স্বয়ং তাহাতেই প্রবেশ করুন ॥ ১০ ॥

রামচন্দ্র পিতামহের কথা শ্রবণপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিয়া অনুজগণের সহিত সশরীরে বৈষ্ণবতেজোমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১১ ॥

১। ছ 'দেবেশ প্রবিশ ত্বং'। ২। এতদর্দ্ধস্থ স্থানে ছ 'যামিচ্ছসি মহাবাহো তাং তনুং প্রবিশ স্বকাম্। বৈষ্ণবীং ত্বং মহাতেজো যথাত্মমনসেপ্সিতম্'। ইতি পাঠঃ। ৩। ছ 'ন ত্বাং জানাতি কশ্চন'। ৪। অতঃ পরং ছ 'ত্বামচিন্ত্যং মহদ্ভূতমক্ষয়ং সর্ব্ববিগ্রহম্'। ইত্যধিকম্। ৫। ছ '-বীর্য্য তাং'। ৬। ছ 'স্বকাম্'। ৭। ছ 'বিনিশ্চিত্য মতিং ততঃ।

ততো বিষ্ণুগতং[১] দেবং পূজয়ন্তি সুরেশ্বরম্[২]।
সাধ্যা মরুদ্‌গণাশ্চৈব সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ ॥ ১২ ॥
যে চ দিব্যা ঋষিগণা গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চ[৩] যাঃ।
সুপর্ণনাগযক্ষাশ্চ দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বে প্রহৃষ্টাস্ত্বরিতাঃ[৪] সুসংপূর্ণমনোরথাঃ।
সাধু সাধ্বিত্যভাষন্ত[৫] ত্রিদিবে বিগতজ্বরাঃ ॥ ১৪ ॥
অথ বিষ্ণুর্ম্মহাতেজাঃ পিতামহমুবাচ হ।
এষাং স্থানন্তু লোকানাং[৬] দাতুমর্হসি সুব্রত ॥ ১৫ ॥
এতে[৭] হি সর্ব্বে স্নেহাম্মামনুযান্তি[৮] যশস্বিনঃ।
ভক্তাশ্চ গমনে শক্তাস্ত্যক্তাত্মানশ্চ[৯] মৎকৃতে ॥ ১৬ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বিষ্ণুবচনং ব্রহ্মা বাক্যমথাব্রবীৎ[১০]।
লোকান্ সন্তানকান্ রাম যাস্যন্তি সুসমাহিতাঃ[১১] ॥ ১৭ ॥

১৪। লো-টী। গতকল্মষাঃ গতজ্বরাঃ।

অনন্তর ইন্দ্র এবং অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ এবং সাধ্য ও মরুদ্‌গণ বিষ্ণুত্বপ্রাপ্ত দেব সুরেশ্বরকে পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

স্বর্গে দিব্যর্ষিগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাঃ, গরুড়, সর্প, যক্ষ, দৈত্য, দানব এবং রাক্ষসগণ সকলেই আনন্দিত, পূর্ণকাম এবং সন্তাপরহিত হইয়া 'সাধু সাধু' বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩-১৪ ॥

পরে মহাপ্রভাবসম্পন্ন বিষ্ণু পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন—হে সুব্রত, এই সমস্ত লোকদিগের বাসস্থান প্রদান করুন ॥ ১৫ ॥

ইঁহারা সকলে স্নেহবশতঃ আমার অনুগমন করিতেছেন, ইঁহারা আমার জন্য আত্মত্যাগ-পরায়ণ, আমার ভক্ত, যশস্বী এবং অনুগমনে সমর্থ ॥ ১৬ ॥

বিষ্ণুর সেই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—রাম, অনন্যমনাঃ ইহারা

১। ছ '-ত্তনুং দেবাঃ'। ২। ছ 'সুরোত্তমম্'। ৩। ছ '-সস্তথা'। ৪। ছ 'প্রমুদিতাঃ হৃষ্টাঃ'। ৫। ছ 'সাধ্বিতি তে সর্ব্বে ত্রিদিবস্থা বভাষিরে'। ৬। ছ 'লোকানেষাং জনৌঘানাং'। ৭। 'ইমে'। ৮। ছ 'গচ্ছন্মন-'। ৯। ছ 'ভজিতব্যাশ্চ ত্যক্তাত্মানোঽথ'। ১০। ছ '-মুবাচ হ'। অতঃ পরং 'এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি সুব্রত'। ইত্যধিকম্। ১১। ছ 'লোকং সন্তানকং নাম যাস্যন্ত্যেতে সুদুর্জ্জয়ম্'।

[1]যশ্চ তির্য্যগ্‌গতোঽপ্যত্র রামমেবানুচিন্তয়ন্‌।
প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যতি ভক্ত্যা বৈ[2] সন্তানে স নিবৎস্যতি ॥ ১৮
এবং সন্তানকে বাসো ব্রহ্মলোকাদনন্তরে[3]।
কীর্ত্তির্যাবচ্চ রামস্য তাবদেষাং ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥
[4]বানরাশ্চ বিযোনিত্বং ঋক্ষরাক্ষসজাতয়ঃ।
তির্য্যগ্‌যোনিং সমুৎসৃজ্য যান্তু পূর্ব্বাং[5] স্বকাং তনুম্‌।
[6]সর্ব্বেভ্যো নাগযক্ষেভ্যঃ স্বস্থানং প্রাপ্নুবন্তু চ ॥ ২০ ॥
যেভ্যো বিনিঃসৃতা হ্যেতে দেবদানববিক্রমাঃ।
তে শ্রয়িষ্যন্তি তানেব স্বর্গে দেবর্ষিসেবিতে ॥ ২১ ॥

১৮। লো-টী। যঃ ত্যক্ষ্যতি।

১৯। লো-টী। বাসং বাসঃ।

২১। লো-টী। যেভ্যো ঋষিনাগযক্ষেভ্যঃ যে বানরা নিঃসৃতাঃ যে চ সুরাসুরসমুদ্ভবাঃ, তে চ তৎস্থানং প্রপেদিরে ইতি সার্দ্ধেনান্বয়ঃ।

'সন্তানক'নামক লোকে গমন করিবে ॥ ১৭ ॥

তির্য্যগ্‌যোনিপ্রসূত হইয়াও যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে রামকে চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিবে, সে 'সন্তান'লোকে বাস করিবে ॥ ১৮ ॥

রামচন্দ্রের কীর্ত্তি যতদিন থাকিবে, ততদিন ইহারা ব্রহ্মলোকের সন্নিহিত 'সন্তান'লোকে বাস করিবে ॥ ১৯ ॥

[দেবাদির অংশপ্রসূত] বানর এবং ঋক্ষ ও রাক্ষসগণ বিযোনিত্ব প্রাপ্ত হউক, [অর্থাৎ] তির্য্যগ্‌যোনি পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পূর্ব্বশরীরে প্রবিষ্ট হউক এবং সমস্ত নাগ এবং যক্ষ হইতে স্বীয়স্থান লাভ করুক ॥ ২০ ॥

দেবতা এবং দানবের ন্যায় বিক্রমশালী ইহারা যে যে-দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল, দেবতা ও ঋষিসেবিত স্বর্গলোকে সে সেই দেহ আশ্রয় করিবে ॥ ২১ ॥

১। ছ 'তির্য্যগ্‌যোনিগতোঽপাত্র রাম্‌ ত্বামনুচিন্তয়ন্‌'। ২। ছ 'চ স সন্তানে'। ৩। ক '-রম্‌'। ৪। ছ 'স্বকাং যোনিং সহিতা ঋক্ষরাক্ষসৈঃ'। ৫। চ 'সর্ব্বাং'। ৬। ইতঃ পাদাষ্টকস্থানে ছ 'যেভ্যো বিনিঃসৃতাঃ সর্ব্বে সুরাসুরসমুদ্‌ভবাঃ। ঋষিভ্যো নাগযক্ষেভ্যঃ স্থানং তেঽপি প্রয়ান্তু বৈ'। ইতি পাঠঃ।

তথোক্তবতি দেবেশে গোপ্রচারমুপাগমৎ[1]।
তৎ[2] সর্ব্বং সরযূং ভেজে[3] হর্ষপূর্ণেন চেতসা ॥ ২২ ॥
অবগাহ্যাভবৎ[4] প্রীতো যো যস্তৎ সলিলং ততঃ।
মানুষং দেহমুৎসৃজ্য বিমানং চারুরোহ[5] সঃ ॥ ২৩ ॥
তির্য্যগ্‌যোনিগতানাঞ্চ[6] সর্ব্বেষাং সরযূজলে।
দিব্যং[7] বপুঃ সমভবদ্ ভাস্করস্যেব সম্পদা ॥ ২৪ ॥
জঙ্গমানি চ সত্ত্বানি স্থাবরাণি তথৈব চ।
প্রাপ্য তং তোয়বিক্লেদং স্বর্গলোকমুপাগমন্ ॥ ২৫ ॥

২২। লো-টী। গোপ্রতারং গবাং প্রতারঃ প্রতরণং পারগমনং যস্মিন্ তৎস্থানম্। 'গোপ্রচার'মিতি পাঠে গাবঃ পারং গন্তুং প্রচরন্তি অস্মিন্নিতি তৎ, পারগমনমিত্যর্থঃ।
২৪। লো-টী। অবিক্লবং বৈক্লব্যরহিতং সমভবত্তেষাং সম্পদা কান্ত্যাদিসম্পদা বিশিষ্টম্।
২৫। লো-টী। তত্তোয়বিক্লেদং তস্যা নদ্যাস্তোয়বিক্লিন্নতাম্ আর্দ্রীভূততাম্।

ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে তাহারা সকলে 'গোপ্রচার'তীর্থে উপস্থিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে সরযূনদীতে অবতরণ করিল ॥ ২২ ॥

যাহারা সেই সরযূনদীর জলে অবগাহন করিয়া প্রীত হইল, তাহারা পরক্ষণেই মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া বিমানে আরোহণ করিল ॥ ২৩ ॥

সরযূনদীর জলে তির্য্যগ্‌যোনিপ্রসূত সমস্ত প্রাণীরও সূর্য্যের ন্যায় তেজোদীপ্ত সুন্দর শরীর হইল ॥ ২৪ ॥

স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণিসমূহ সেই সরযূনদীর জলে [সিক্ত হইয়া অর্থাৎ] স্নান করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিল ॥ ২৫ ॥

১। ছ '-প্রতারমুপাগমন্'। ২। ছ তে সর্ব্বে'। ৩। ছ 'ভেজুঃ হর্ষপূর্ণমনোরথাঃ'। ৪। '-ন্ প্রীতো হৃষ্টবৎ'। ৫। ছ 'সোঽধিরোহতি'। ৬। ছ '-শ্চৈব যে সত্ত্বাঃ'। ৭। ইতঃ পাদাষ্টকস্থানে ছ 'প্রাপ্য তে তোয়বিক্লেদং দেবলোকমুপাগমন্। আদিত্যতনয়শ্চৈব সুগ্রীবঃ সূর্য্যমণ্ডলম্। ঋষীংশ্চ নাগযক্ষাংশ্চ তে স্বাং স্বাং প্রতিপেদিরে। অসুরা যাতুধানাশ্চ বানরা রাক্ষসৈঃ সহ'। ইতি পাঠঃ।

নানামুখৈঃ সমায়াতা ঋক্ষবানররাক্ষসাঃ।
স্থানেব[১] বিবিশুঃ সর্ব্বে দেহান্ নিক্ষিপ্য তেঽম্ভসি[২] ॥ ২৬ ॥
তথা স্বর্গগতিং কৃত্বা[৩] রামঃ সর্ব্বসুরোত্তমঃ[৪]।
জগাম ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধং সংপ্রহৃষ্টো[৫] মহামতিঃ ॥ ২৭ ॥
ততঃ প্রতিষ্ঠিতো বিষ্ণুঃ স্বর্গলোকে[৬] যথা পুরা।
যেন ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ২৮ ॥
ততো ভূতাঃ[৭] সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ[৮]।
নিত্যশঃ শ্রাবয়ন্তীদং কাব্যং রামায়ণং দিবি[৯] ॥ ২৯ ॥

[লো-টী।] যাতুধানা রাক্ষসা অন্যৈ রাক্ষসৈঃ সহ, কে তে রাক্ষসাঃ? "অমৃতঘ্নোঽমৃতাশী চ ত্রৈজটেয়ো বিয়দ্গৃহী। দুরুদক্ষোঽনিলো বন্ধো রামং বিপ্রপুরঃসর"মিতিপুরাণবচনাৎ। বিভীষণাশ্রিতা রাক্ষসা বিরক্তা জগ্মুরিতি বিমলবোধাঃ।

২৬। লো-টী। স্থানেবেতি পাঠঃ। 'স্বস্থানে' বা।

সমাগত বিবিধ-মুখবিশিষ্ট সেই ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণ একত্র আসিয়া সকলে সরযূসলিলে দেহ নিক্ষেপ করিয়া নিজ নিজ [পূর্ব্ব-] স্বরূপে প্রবেশ করিল ॥ ২৬ ॥

সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ মহামতি রাম সেইরূপে সকলের স্বর্গগতি সম্পাদন করিয়া সানন্দে দেবগণের সহিত প্রস্থান করিলেন ॥ ২৭ ॥

অনন্তর যিনি এই চরাচর সমগ্র ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত, সেই বিষ্ণু পূর্ব্বের ন্যায় স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ॥ ২৮ ॥

তার পর হইতে ভূত, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ এবং অপ্সরাগণ প্রতিদিন স্বর্গে এই রামায়ণকাব্য শ্রবণ করাইতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

১। ছ 'যানৈশ্চ'। ২। ” 'চাম্ভসি'। ৩। ছ 'দত্ত্বা'। ৪। ছ 'সর্ব্বানন্দুত্তমান্'। ৫। ছ 'হৃষ্টৈর্হৃষ্টো মহাযশাঃ'। ৬। ক '-লোকং'। ৭। ছ 'দেবাঃ'। ৮। ছ 'সসিদ্ধাপ্সরসো গণাঃ'। ৯। ছ 'শুভম্'।

১
সপুত্রবান্ধবাস্তত্র দেবাঃ সপরমর্ষয়ঃ।
যক্ষাশ্চৈব মহাভাগা অশৃণ্বন্ বৈষ্ণবং স্তবম্ ॥ ৩০ ॥
বিষ্ণোঃ প্রিয়মিদং নিত্যং পুষ্করাক্ষস্য ধীমতঃ।
শৃণ্বন্তি নিত্যমুষ্মান্তে কাব্যং বাল্মীকিনা কৃতম্ ॥ ৩১ ॥

ইত্যার্ষে বাল্মীকীয়ে রামায়ণে আদিকাব্যে উত্তরকাণ্ডে স্বর্গারোহণং নাম-
পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ॥ ১১৫ ॥

ইত্যুত্তরকাণ্ডং সমাপ্তম্ ॥

[লো-টী।] স শ্রুত্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে। একচিত্তো বা 'একচিত্তেন' বা পাঠঃ। অব্যগ্রং অব্যাকুলং যথা ভবতি তথা। ভবিষ্যম্ অশ্বমেধাৎ পরম্, উত্তরং উত্তরকাণ্ডশেষং তদেব তৎসহিতং রামায়ণোত্তরং রামায়ণস্য উত্তরকাণ্ডম্, উত্তরং শ্রেষ্ঠং বা, বিস্তরং বহুলং যথা ভবতি। কিঞ্চ, সুখেন অনায়াসেন উৎপন্নানি জাতানি অপত্যাদীনি বর্দ্ধন্তে তস্য পুণ্যানি পুণ্যবহুলানি চ। সর্ব্বার্থসম্পদঃ সর্ব্বে যে পুরুষার্থাস্তেষাং সম্পদঃ সিদ্ধিঃ, জ্ঞানঞ্চ, জন্মনা জন্মপ্রভৃতীত্যর্থঃ। যঃ সর্ব্বলোকেষু সর্ব্বেষাং

সেখানে পুত্র, বন্ধু এবং ঋষিগণের সহিত মহাভাগ দেবগণ এবং যক্ষগণ বিষ্ণুর স্তব শ্রবণ করিলেন ॥ ৩০ ॥

[তাঁহারা] ধীমান্ পদ্মলোচন বিষ্ণুর সর্ব্বদা প্রিয় মহর্ষি বাল্মীকিকৃত এই রামায়ণ-কাব্য প্রত্যহ গ্রীষ্মাবসানে (অর্থাৎ দিবাবসানে, সায়ংকালে) শ্রবণ করেন ॥ ১৩ ॥

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত আদিকাব্য রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে স্বর্গারোহণ-নামক
১১৫তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৫ ॥

১। ইতঃ শ্লোকদ্বয়স্থানে ছ-পুস্তকে 'এতদ্ধি সর্ব্বমাখ্যাতং সোত্তরং ব্রহ্মপূজিতম্। যশ্চৈনং শৃণুয়ান্নিত্যং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ পঠন্নেকমপি শ্লোকং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ যশ্চৈনং শৃণুয়ান্নিত্যং শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ। বিষ্ণুনাচরিতং লোকে স মহাত্মা বিশুদ্ধ্যতি ॥ য ইদং নিখিলং সর্ব্বং ধর্ম্মাখ্যানং সদা মুদা। শ্রূয়তে স বিশুদ্ধাত্মা পুত্রবান্ ধনবান্ ভবেৎ ॥ শৃণুয়াদেকচিত্তো বা নারায়ণপরায়ণঃ। স হি রোগৈর্ম্মহাঘোরৈর্বিমুচ্যেত সুদারুণৈঃ। অযোধ্যাপি পুরী রম্যা সর্ব্বা শূন্যাহভবত্তদা।।ঋষভং প্রাপ্য রাজানং নিবাসমুপযাস্যতি। এতদাখ্যানমব্যগ্রঃ সভবিষ্যোত্তরং দ্বিজঃ। বাল্মীকিঃ কৃতবান্ সর্ব্বং ব্রহ্মণোহনুমতে প্রভুঃ। রামায়ণোত্তরমিদং শ্রাবয়েদ্ যো নরো দ্বিজান্। তস্য কীর্ত্তির্মতিস্তেজো বিস্তরং সধনং বলম্। সুখোৎপন্নানি বর্দ্ধন্তে পুণ্যানি চ সুখানি চ। সর্ব্বার্থসম্পদঃ সিদ্ধির্ভবেত্তস্য ন সংশয়ঃ। রামায়ণং বাচয়িত্বা যঃ ক্রিয়াসু প্রবর্ত্ততে। ন তস্য দুর্ল্লভং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ। লোকত্রয়স্য কর্ত্তারং রামং যে শরণং গতাঃ। ন তে পশ্যন্তি

লোকানাং গুণান্ বদেত্তস্যাপি কা শক্তিরিত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং পূর্ব্বপুংস্ত্বাপেক্ষয়া। ইদং কাব্যং শ্রুত্বা গুরুমুখাৎ শ্রুত্বা পঠন্তি তেষাং নৃণাম্। অস্তগঃ অস্তং গচ্ছতীতি তথা, প্রবসিতাঃ প্রবাসং কুর্ব্বাণাঃ, সমাধিনা একচিত্তেন, রাজপুত্রেণ রাজ্যকামেন গর্ভিণ্যা স্ত্রিয়া পুত্রার্থিন্যা শ্রোতব্যমিত্যন্বয়ঃ। ধারয়তঃ কীর্ত্তয়তঃ। ইহ চ মোদতে প্রেত্য মৃত্বা ত্রিদিবে স্বর্গে চ মোদতে ইত্যর্থঃ। নিবেশং নগরাদিরূপেণ বিন্যাসং রচনামিত্যর্থঃ। যথাবৃত্তং যথাবচ্চরিতম্ অনুতিষ্ঠন্ শ্রবণকীর্ত্তনাদিনা সেবমানঃ, কীর্ত্তিং সাক্ষাদ্ গুণকথনং খ্যাতিং পরোক্ষগুণকীর্ত্তনং সৌখ্যং সুখম্। গোবিসর্গে প্রাতঃকালে, "দিবসমুখং গোসর্গঃ প্রাতর্ব্যুষ্টঞ্চ নির্দ্দিষ্ট"মিতি রত্নমালা। যঃ পঠেৎ, কনকশৃঙ্গিণাং কনকশৃঙ্গবতীনাং গবাং দিনে দিনে শতং দদৎ যৎ ফলমাপ্নুয়াৎ, কাংস্যে পাত্রবিশেষে সুখেন গাং পয়ো দুহ্যত ইতি সুদোহঃ পয়ো বিদ্যতে যাসু তাসাম্॥

ইতি শ্রীলোকনাথ-চক্রবর্ত্তিকৃতায়ামুত্তরকাণ্ডমনোহরায়াং স্বর্গারোহণম্।

সমাপ্তম্ * ॥ ১১৫ ॥

নিরয়ং যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥ ন তত্র দানবাঃ সন্তি ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ। যত্র দেবো গৃহে বিষ্ণুঃ কীর্ত্ত্যতে হি সদা প্রভুঃ। কা শক্তিঃ সর্ব্বলোকেষু সুচিরেণাপি ভাবিতুম্। রামলক্ষ্মণসীতানাং সাকল্যেন গুণান্ ক্বচিৎ। যস্য জিহ্বাসহস্রঞ্চ সহস্রবদনশ্চ যঃ। প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বিগণানাঞ্চ স স তেষাং গুণান্ বদেৎ॥ ইদং রামায়ণং কাব্যং পঠতাং রাঘবোত্তরম্। ইহৈব সর্ব্বপাপানি বিনশ্যন্তি সদা নৃণাম্॥ পুণ্যকালেষু যো বিদ্বান্ পাঠেদ্রামায়ণং নরঃ। ন তস্যাপদ্ ভবেৎ কাচিৎ সর্ব্বপূজ্যো ভবেৎ সদা॥ বিপ্রো বেদপ্রধানঃ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ। বৈশ্যোঽপি ধান্যধনবান্ শূদ্রঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ॥ শৃণ্বন্তি য ইদং পুণ্যমার্ষং বাল্মীকিনা কৃতম্। শ্রদ্দধানা জিতক্রোধা দুর্গাণ্যতিতরন্তি তে॥ সমাগমং প্রবসিতৈর্লভন্তে চাপি বান্ধবাঃ। সততং রাজপুত্রেণ গর্ভিণ্যা চ মুনেরিদম্। শ্রোতব্যং রাজ্যকামেন পুত্রার্থিন্যা সদা স্ত্রিয়া॥ ইদং রামায়ণং পুণ্যং শৃণ্বতঃ পঠতঃ সদা। প্রীতয়ে ভগবান্ রামঃ স হি বিষ্ণুঃ সনাতনঃ॥ দেবাশ্চ সর্ব্বে তুষ্যন্তি কীর্ত্তনাচ্ছ্রবণাত্তথা। রামায়ণং শ্রাবয়ত-স্তৃপ্যন্তি পিতরস্তথা॥ এতদাখ্যানমায়ুষ্যং পঠন্ রামায়ণং নরঃ। সপুত্রপৌত্রস্ত্রিদিবে প্রেত্য চেহ চ মোদতে॥ এতদাখ্যানম-ব্যগ্রঃ প্রভবিষ্ণোঃ পরং দ্বিজঃ। কৃতবান্ প্রচেতসঃ পুত্রো বাল্মীকির্ম্মুনিসত্তমঃ॥ এবমেতদ্ যথাবৃত্তং সমুত্থায় সমাহিতঃ। শৃণ্বন্ খ্যাতিঞ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ধর্ম্মার্থৌ সমনুশ্নুতে॥ রামায়ণং গোবিসর্গে মধ্যাহ্নে বা সমাহিতঃ। সন্ধ্যায়ামপরাহ্ণে চ বাচয়ন্নাস্তীদতি॥ গবাং শতং কনকশৃঙ্গিণাং দদদ্দিনে দিনে চেহ ফলং সমা[যদা?]প্নুয়াৎ। তদাপ্নুয়াদ্ বিগতভয়ো বহুশ্রুতঃ পঠেত্তু যো দশরথপুত্রসম্ভবম্॥ ইতি পাঠঃ।

* অতঃ পরমাদর্শপুস্তকে পদ্যমিদং লিখিতমস্তি—

"লিখনপরিশ্রমবেত্তা ভবতি হি বিদ্বজ্জনো নান্যঃ।
সাগরলঙ্ঘনখেদং হনুমানেকঃ পরং বেদ॥" ইদং লিপিকরস্যেতি প্রতিভাতি।

আনৈষীন্মথকর্ম্মণেঽবনিসুরান্ যানাদিশূরঃ পুরা
'মেলা'খ্যাং কমপীহ তেষু নিয়মং দেবীবরে বর্ত্তি।
যে মাধ্যস্থ্যমুপেত্য তত্র নিতরাং বৈমত্যভাজো যযু-
র্দেশং সম্প্রতি 'মেদিনীপুর'গতং রাঢ়োড্রয়োর্মধ্যগম্ ॥
মাধ্যস্থ্যেন চ মেলবন্ধনবিধৌ মধ্যাং রুচিং বিভ্রতো
দেশে চাপি চ মধ্যবর্ত্তিনি গতা দ্বাবিংশতি'গ্রাম'জাঃ।
রোষাৎ স্বেতর-পূর্ব্বজাত্মজ-গণৈর্বিচ্ছিন্ন যোগং সমং
মধ্যশ্রেণিতয়া গতা অভিনবং সামাজিকং বন্ধনম্ ॥
তেষাং কশ্চন 'নাড়মা'ভিধমগাদ্ গ্রামং সুধীসত্তমৈঃ
পূর্ণং ভূরিযশাঃ সভাপতিরভূদ্ 'নারাণগড়'ক্ষ্মাপতেঃ।
শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানবিদ্ বিধিপরো বিদ্বান্ গৃহস্থাশ্রমী,
যদ্বংশে 'বলিবৈশ্ব'কৃৎ প্রতিদিনং বিপ্রোঽধুনাপীক্ষ্যতে ॥
সীতানাথ ইতীরিতো বহুতপাস্তত্র প্রসূতোঽন্বয়ে
শ্রদ্ধারাদ্ধনিজেষ্টদৈবতমনুঃ পুণ্যেন লেভে সুতম্।
বিদ্বাংসং বহুশিষ্যমৌলিমধুপামৃষ্টাঙ্ঘ্রিপদ্মং কবিং
যঃ স্বীয়ে বহুপণ্ডিতে জনপদে খ্যাতিং দধদ্ভ্রাজতে ॥
বিদ্যালাভকৃতে বিহায় ভবনং বাল্যে বিদেশং গতঃ
পিত্রোঃ স্বর্গতয়োর্নিতান্তবিমনা নায়াৎ স্বদেশম্প্রতি।
বাৎসল্যাদ্ গুরুণা স্ববাসনিকটে বাসায় সঙ্কোদিতো
গ্রামেঽদূরতরে বিভীষণপুরে কৃত্বালয়ং বর্ত্ততে ॥
শ্রীঅঘোরাভিধানস্য সুতস্তস্য মহাত্মনঃ।
রঘুবংশে মহাকাব্যে বিনির্ম্মায় সুবোধিনীম্ ॥
মূর্ত্তশ্রী-সচ্চিদানন্দপ্রীতয়ে বঙ্গবাঙ্ময়ম্।
অপূর্ব্বং কাব্যমীমাংসানুবাদং চ সমাপয়ন্ ॥
নৈষধীয়ে মহাকাব্যে টীকাং বিদ্যুল্লতাভিধাম্।
কুর্ব্বন্ সংস্কৃতবানেতে রামায়ণ-মনোহরে ॥
অঘোরবিন্দুবাসিন্যোঃ পিত্রোরেষা সমর্প্যতে।
অঘোরবিন্দুবাসিন্যোরিব পাদাম্বুজে কৃতিঃ ॥
বেদষড়্বসুশুভ্রাংশুবিমিতে শাকহায়নে।
নভস্যে রথযাত্রায়াং সমাপ্তিমিদমাগমৎ ॥

শ্রীহেমন্তকুমার-কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ-ভট্টাচার্য্যকৃতে সটীকানুবাদে রামায়ণসংস্করণে গৌড়ীয়পাঠে

উত্তরকাণ্ডং সমাপ্তম্ ॥

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।